বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী

কারকবিভক্তিপ্রকরণম্

[ভট্টোজিদীক্ষিতকৃত সূত্রবৃত্তি এবং সম্পাদক কর্তৃক বঙ্গভাষায়
নিজস্ব 'কাদম্বিনী' নামক বিস্তৃত ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, তত্ত্ববোধিনী-
বালমনোরমা-নাগেশভট্টকৃত শব্দেন্দুশেখর-হরদত্তমিশ্রকৃত
পদমঞ্জরী-জিনেন্দ্রবুদ্ধিকৃত ন্যাস প্রভৃতির
বিশদ আলোচনাসহ]

সম্পাদক

ব্যাকরণাচার্য্য শ্রীঅযোধ্যানাথ সান্যাল শাস্ত্রী
রীডার-সংস্কৃত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের 'মুখবন্ধ' সম্বলিত

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার : কলিকাতা-ছয়

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া—১৩৬৮

মুদ্রক :
অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
সীতারাম প্রেস
৩৮এ, হরীতকীবাগান লেন
কলিকাতা-৬

মাতৃস্মরণে

গার্হস্থ্যসদ্ধর্মসদৈকনিষ্ঠাং।
গঙ্গাপ্রসাদস্য সুতাং শরণ্যাং
সতীং সতীত্বেন বিলাপয়ন্তীং
কাদম্বিনীং তাং জননীং নমামি॥

অনন্যচিত্তেন পতিং ভজন্তী
মহর্দিবং রামপদং রটন্তীং।
দিবৌকসাং দিব্যগৃহে বসন্তীং
কাদম্বিনীং তাং মনসা স্মরামি॥

দেদীপ্যমানা তপসঃ প্রভাবৈঃ
সংসেবমানা বিবিধাং সদুক্তিম্।
যা পূজ্যতে সর্বসুরাঙ্গনাভিঃ
কাদম্বিনীং তাং মনসা স্মরামি॥

মুখবন্ধ

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু

ভগবান্ পাণিনি যে ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা অষ্টাধ্যায়ী নামে প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্ত্যদেশে মনীষিগণ এই ব্যাকরণকে জগতের অন্যতম বিস্ময় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে শব্দার্থ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও অতিবিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। বেদে শব্দের সাধুত্ব-রক্ষণের জন্য এই বিচার আবশ্যক হইয়াছে। শিশু ও অশিক্ষিত মানবের অশক্তিজনিত উচ্চারণের অপরাধে শব্দসমূহ অশুদ্ধ হইয়া থাকে এবং বৈদিক মন্ত্রের শব্দগুলি যদি বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে অনর্থেরই হেতু হয়। এই অনর্থ নিবারণের জন্য ষড়ঙ্গ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও ছন্দ এই ছয়টি বেদের অঙ্গ। শিক্ষা শাস্ত্রে শব্দের উচ্চারণবিধি বিচারিত হইয়াছে। কল্পসূত্রে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক্রম বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। ব্যাকরণ শব্দের সাধুত্ব নিরূপণে ব্যাপৃত। নিরুক্তশাস্ত্র পদসমূহের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয় নিরূপণে ব্যাপ্রিয়মাণ। ছন্দঃশাস্ত্রে প্রধানতঃ বৈদিকছন্দের এবং আনুষঙ্গিকভাবে লৌকিক ছন্দেরও বিচার দৃষ্ট হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের কালনিরূপণে তৎপর। ব্যাকরণ-শাস্ত্র বেদেব মুখস্থানীয়। 'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।' উচ্চারণের বিকলতা-প্রযুক্ত দোষ এবং অনার্য ম্লেচ্ছ ভাষার সাঙ্কর্য্য দোষ হইতে আর্য্য ভাষাকে মুক্ত রাখিবার জন্য বহু প্রয়াস অনাদিকাল হইতে সম্পাদিত হইয়াছে। দোষ নিরসনের নাম সংস্কার। তন্নিমিত্ত আর্য্য ভাষা সংস্কৃত ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ভগবান্ পাণিনি বেদকে ছন্দ, নিগম প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। বৈদিক শব্দ অতিরিক্ত আর্য্যভাষার শব্দ-সমূহকে ভাষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পাণিনীয় ব্যাকরণে বৈদিক ও লৌকিক শব্দের সাধুত্ব সম্পাদনের বিধি-নিয়ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। মহর্ষি কাত্যায়ন পাণিনিসূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বার্তিক নামে প্রসিদ্ধ। বার্তিকের লক্ষণ—"উক্তানুক্ত-দুরুক্তার্থ চিন্তাকারি তু বার্তিকম্"। যাহা সূত্রে উক্ত হইয়াছে, আর যাহা উক্ত হয়নি এবং যাহা দুরুক্ত অর্থাৎ যাহার অবগতি ক্লেশসাধ্য এই সমস্ত

সূত্রের বিচার বার্তিক গ্রন্থে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেইজন্য বার্তিকে "ইত্যুপসংখ্যানম্", "ইতি বক্তব্যম্"—এইরূপ বাক্যশেষে উক্ত হইয়া থাকে। বার্তিককারের স্বাতন্ত্র্য লক্ষনীয় হইলেও তিনি সূত্রকারের অভিপ্রায়ের অনুবর্তী এবং সূত্রকারের বিরোধী নহেন। "সূত্রেষ্বেব হি তৎসর্বং যদ্‌বৃত্তৌ যচ্চ বার্তিকে"—অর্থাৎ বৃত্তি ও বার্তিকে যাহা উক্ত হয় তাহা সূত্রার্থের অতিরিক্ত নহে। অতিরিক্ত হইলে ইহাকে উৎসূত্র ব্যাখ্যা বলা হয়। উৎসূত্র ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিসূত্র ও বার্তিকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা আক্ষেপসমাধান-মূলক। আক্ষেপ শব্দের অর্থ দোষ উদ্ভাবন এবং সমাধান তাহার নিরাকরণ। এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ একটি দুরূহ শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

কালক্রমে মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত মহাভাষ্য দুর্লভ ও দুর্গম হইয়াছিল। ভর্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার গুরু বহুশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন এবং তিনি মহাভাষ্যকে বোধগম্য করেন। ভর্তৃহরি স্বীয় গুরুর উপদেশ অনুসারে মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা রচনা করেন। সে ব্যাখ্যা আজ দুর্লভ। কৈয়ট-প্রণীত প্রদীপ নামক ভাষ্যের টীকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং বারাণসী-নিবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ নাগেশ ভট্ট এই প্রদীপের উদ্দ্যোত-নামে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নাগেশ ভট্ট সিদ্ধান্তকৌমুদী-প্রণেতা ভট্টোজী দীক্ষিতের পুত্র ও শিষ্য হরি দীক্ষিতের অন্তেবাসী।

পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কাশিকাবৃত্তিতে পাই। অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্র কণ্ঠস্থ না হইলে শব্দরূপ ধাতুরূপ সমূহের সাধন সম্ভব হয় না। এই অসৌকর্য্য নিবারণের জন্য এবং অল্পায়াসে ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য পরবর্তী অনেক ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। যথা—কলাপ, মুগ্ধবোধ ইত্যাদি। ভট্টোজী দীক্ষিত এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া পাণিনি সূত্র সমূহের সুবন্ত তিঙন্ত প্রভৃতি প্রকরণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় ও পাদে রচিত সূত্র সমূহের একত্র সন্নিবেশ করিয়া সংক্ষিপ্ত বৃত্তি রচনা করেন। ইহাই সিদ্ধান্তকৌমুদী নামে প্রসিদ্ধ। ভট্টোজীদীক্ষিত স্বয়ং প্রৌঢ়মনোরমা নামক টীকা রচনা করিয়া সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ব্যাখ্যা করেন। ভট্টোজীদীক্ষিতের সম্প্রদায় কালক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ভট্টোজীদীক্ষিত এবং তাঁহার অনুবর্তী ব্যাখ্যাতৃগণ নব্য ন্যায়ের শৈলী অনুবর্ত্তন করিয়া সূত্র বার্তিক ও

বৃত্তির ব্যাখ্যা করেন। ইহা বিদ্যার্থিগণের অবশ্যপাঠ্য। কিন্তু গুরূপদেশ ব্যতিরেকে এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করা অসম্ভব। পাণিনিসূত্রের সহিত পরিচয় না থাকিলে বেদ ও তদনুযায়ী শাস্ত্রসমূহের পরিজ্ঞান অসম্ভবপরাহত। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অন্যতম পাঠ্যবস্তু হইয়াছে। সংস্কৃত অনার্স পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রমুখ স্থান লাভ করিয়াছে। বাঙালী পণ্ডিত সমাজে পাণিনি ব্যাকরণের প্রচলন বহুকাল হইতে তিরোহিত হওয়ায় বিদ্যার্থিগণের বহু ক্লেশ উপস্থিত হয়। আমরা সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক ও সমাসে প্রবেশ লাভ করিতে পদে পদে বহু ক্লেশের সম্মুখীন হইতাম। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅযোধ্যানাথ ব্যাকরণাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি বঙ্গভাষায় সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারকপ্রকরণের অতি বিস্তৃত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা রচনা করিয়া এই দুরূহ শাস্ত্রকে প্রাথমিক বিদ্যার্থিগণের বোধগম্য করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় মহাভাষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া নাগেশ ভট্ট পর্য্যন্ত বিদ্বদ্বর্গের সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে কারকপ্রকরণে কেবল নহে, অন্যান্য স্থলেও ছাত্রগণের প্রশংসনীয় ব্যুৎপত্তি লাভ সুকর হইবে। আমাদের পাঠদশায় এইরূপ ব্যাখ্যাগ্রন্থ সুলভ হইলে পাণিনি ব্যাকরণে অল্পায়াসে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিতাম। বহুবর্ষকাল অনুশীলনের ফলে যাহা লাভ করা সম্ভব হইত তাহা অল্পকালের মধ্যেই অধিগত হইত।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅযোধ্যানাথ ব্যাকরণাচার্যের সুগভীর ও অতিদূরবিসারী পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে ইঁহাকে নিয়োগ করিয়া বহু সমালোচনার বিষয় হইয়াছিলাম। তাঁহার এই ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত বিদ্যানুরাগী পণ্ডিতগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যে নিঃসন্দেহ হইবেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই সংক্ষেপরুচি অল্পবিদ্যাপরিগ্রহে সন্তুষ্ট বিদ্যার্থিগণের পরিশ্রম-ভীরুতার ফলেও বহু প্রামাণিক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। বর্তমান কালে বিদ্যার্থিগণ বিনা পরিশ্রমে কিংবা অল্পমাত্র পরিশ্রমে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করিতে উদ্‌গ্রীব। অধ্যাপকগণও ছাত্রগণের মনোরঞ্জনে তৎপর। কারক-প্রকরণের প্রথম সূত্রস্থ প্রাতিপদিকার্থ বিচারেই অনেকের পদস্খলন অপবিহার্য হয়। আলোচ্যমান গ্রন্থে সমস্ত বিষমস্থল করামলকবৎ স্পষ্ট হইয়াছে। "অনভিহিতে" এই অধিকার সূত্রের আবশ্যকতা বিষয়ে পণ্ডিতগণ অনেক সংশয়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই সমস্ত বিচারে কোন অংশই নিষ্প্রয়োজন নহে। ইহার সার্থকতা এই গ্রন্থে যথাসম্ভব উপপাদিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল নিরন্তর অধ্যয়ন ও মননের ফলসমূহ বিদ্যার্থিগণের হস্তে গ্রন্থকার সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি কেবল ব্যাকরণশাস্ত্রে নিষ্ণাতবুদ্ধি মনে করিলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের সুবিচার করা হইবে না। বহু দর্শনশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি না

থাকিলে এবং নব্যন্যায়ে নিষ্কম্প পরিজ্ঞান না থাকিলে এই ব্যাখ্যা রচনা করা সম্ভব হইত না। আমি তাঁহার প্রত্যেক সূত্রের ব্যাখ্যার বিচার করিতে ইচ্ছাসত্ত্বেও প্রবৃত্ত হইলাম না। অধ্যেতৃগণ ও এই শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ তাহা স্বয়ং উপলব্ধি করিবেন। দুঃখের বিষয় বর্তমান গ্রন্থকারের ন্যায় পণ্ডিত আজ অতি বিরল হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ শাস্ত্রসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ব্যাকরণাচার্য মহাশয়ের প্রদর্শিত শৈলীতে বঙ্গভাষায় বা প্রচলিত তত্তদ্দেশীয় ভাষায় রচিত হইলে শাস্ত্রসমূহ বিলুপ্ত হইবে না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আমার অভিনন্দন জানাই। ইঁহার সাহচর্যে শাস্ত্রানুশীলনের সৌকর্য্য সম্পাদন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ গৌরবে বিভূষিত হইবেন। ভর্তৃহরি খেদের সহিত বলিয়াছিলেন—

"বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্ময়দূষিতাঃ।
অবোধোপহতাশ্চান্যে জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্॥"

বৌদ্ধন্যায়াচার্য্য ধর্মকীর্তি অনুরূপ খেদোক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতসমাজে তাঁহাদের পঠনপাঠন ও অনুশীলনের বিরতি হয় নাই। আমিও আশা করি এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের আলোচনা নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইবে। "শ্রমানুসারিণী বিদ্যা"। ধন, প্রতিপত্তি, যশঃপ্রবৃত্তি অনেকাংশে ভাগ্যায়ত্ত। কিন্তু বিদ্যা পরিশ্রম ব্যতিরেকে সুলভ নহে। এই জন্য নীতিশাস্ত্রে—"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।" বিদ্যা অতিদুর্লভ। দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত পরিশীলিত হইলে শাস্ত্রতাৎপর্য অধিগত হইতে পারে। অর্থলাভ, যশোলাভ বা সমাদরলাভ কামনা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে। অর্থ, খ্যাতি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ফল। ইহা ভাগ্যাধীন। ইহা না হইলেও শাস্ত্রচর্চা হইতে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। বর্তমানকালে পাশ্চাত্ত্যদেশের মনীষিগণের সাধনা ইহার সত্যতা প্রতিপাদন করে। সর্বাপেক্ষা দুঃখের ও পরিতাপের হেতু হইবে যদি কোন দেশ বা জাতি পাণ্ডিত্যের মূল্যাঙ্কন করিতে বীতশ্রদ্ধ হয়। আশা করি ভারতবর্ষে এই সুসময় একদিন আসিবে। যতশীঘ্রই যোগ্যতার যথাযোগ্য সমাদর সুলভ হয় ততই এ দেশের সমৃদ্ধি প্রগতি প্রত্যাসন্ন হইবে।

শ্রী সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের
এবং নালন্দা বিহারের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

ভূমিকা

ব্যাকরণের কারকপ্রকরণ সর্বাপেক্ষা দুরূহ, কারণ কারকের ব্যাখ্যায় বিচারের অবকাশ আছে। যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, ততই মনে হয় আরও কিছু বলিবার আছে। কারক যদ্যপি ব্যাকরণের বিষয় তথাপি এ বিষয়ে দার্শনিকগণের বিশেষত নৈয়ায়িকগণের লেখনী প্রসূত বহু নিবন্ধ আছে যাহাতে অতি গম্ভীর এবং জটিল তর্কের দ্বারা বিষয়টিকে আরও দুরূহ করা হইয়াছে। ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশের কারকচক্র, জগদীশ তর্কালঙ্কারের শব্দশক্তিপ্রকাশিকা এবং তার্কিক শিরোমণি গদাধর ভট্টাচার্যের ব্যুৎপত্তিবাদ প্রভৃতি এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পণ্ডিত-সমাজে বহু পরিচিত ও আদৃত।

ব্যাকরণশাস্ত্রেও দুর্গসিংহের ষট্‌কারককারিকা, বোপদেবের বিচার-চিন্তামণি, মণিকণ্ঠের কারকবিচার, চান্দ্রদাসের চান্দ্রসূত্র, ভরতমল্লিকের কারকোল্লাস, রমাকান্তের বিভক্তিতত্ত্বার্থবাদ ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

মহর্ষি পাণিনি 'কারকে' অধিকারের দ্বারা কারকপ্রকরণ আরম্ভ করিলেও বিশদ্‌ভাবে কোথাও কিছু বলেননি, তবে তাঁহার অতিসংক্ষিপ্ত আকারের সূত্রগুলির মধ্যে এরূপ গহন তাৎপর্য সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে যাহার উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া মহর্ষি পতঞ্জলি স্বরচিত মহাভাষ্যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি-কল্প ভর্তৃহরি আবার তাঁহার বাক্যপদীয় গ্রন্থে দার্শনিক পদ্ধতি অনুসারে ভাবগম্ভীর বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কারিকাতে বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তী বৈয়াকরণদের পাথেয় হইয়া গিয়াছে। সকলেই নিজ নিজ প্রতিপাদ্য-বিষয়ের পরম প্রমাণরূপে শ্রদ্ধাসহকারে হরিকারিকার উল্লেখ করিয়াছেন। মহাবৈয়াকরণ শেষকৃষ্ণের শিষ্য ষোড়শশতাব্দীয় ভট্টোজিদীক্ষিত সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে সংক্ষেপ এবং শব্দকৌস্তভে সবিস্তারে কারকের তাৎপর্য বিবৃত করিয়াছেন। ভট্টোজিদীক্ষিতের অনুসরণেই কৌণ্ডভট্ট তাঁহার বৈয়াকরণ-ভূষণে কারক বিভক্ত্যর্থ সম্পর্কে সুন্দর বিবেচনা করিয়াছেন। ভট্টোজি-দীক্ষিতের পৌত্র আচার্য হরিদীক্ষিতের শিষ্য সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিক মহাবৈয়াকরণ নাগেশভট্ট তাঁহার শব্দেন্দুশেখর লঘুমঞ্জুষা প্রভৃতি গ্রন্থে কারক

বা বিভক্ত্যর্থ সম্বন্ধে বিশদ্ আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্যদের উপপাদিত মতের নিরাকরণ করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্তের স্থাপনা করিয়াছেন।

বর্তমানে ভারতবর্ষের বিশেষত বারাণসীর বৈয়াকরণ সমাজে নাগেশ-ভট্টের মতটী বিশেষরূপে প্রচলিত সেইজন্যই আমি কারকের কাদম্বিনী ব্যাখ্যায় স্থলে স্থলে নাগেশের মত প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। নাগেশের সময়ে নব্যন্যায়ের প্রসার হওয়ায় তাঁহার গ্রন্থে নব্যন্যায়ের যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। তিনি অনেক স্থলেই প্রতিপক্ষের মত নিরসন করিবার সময় নব্যন্যায়ের পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। নৈয়ায়িক প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তেরও খণ্ডন করিবার সময় নব্যন্যায়ের ভাষা ও যুক্তির অবলম্বন করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন নাই। অনেকক্ষেত্রেই ভট্টোজি-দীক্ষিতের সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত মতও নাগেশভট্ট কর্তৃক নিরাকৃত হইয়াছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত প্রণীত সিদ্ধান্তকৌমুদীর দুইটি ব্যাখ্যার জ্ঞানানন্দ সরস্বতী রচিত তত্ত্ববোধিনীর এবং পণ্ডিত বাসুদেব দীক্ষিতকৃত বালমনোরমার সম্প্রতি বহুল প্রসার দেখা যায়। জ্ঞানানন্দসরস্বতী নাগেশভট্টের পূর্ববর্তী. সেইজন্য তত্ত্ববোধিনী টীকায় নাগেশের কোনরূপ প্রভাব পড়ে নাই বরং ভট্টোজিদীক্ষিত রচিত প্রৌঢ়মনোরমার টীকার প্রভাবে প্রভাবিত। তত্ত্ববোধিনী টীকার অনেকক্ষেত্রেই প্রৌঢ়মনোরমার তর্ক এবং ভাষা দুইই যথাযথভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বালমনোরমার টীকাকার বাসুদেব দীক্ষিত আবার নাগেশভট্টের মতটিকে অনেকক্ষেত্রেই সহজভাষায় উপপাদন করিয়াছেন। তবে কোন কোন স্থলে অতিদুরূহতা এড়াইয়া যাইবার জন্যই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক বাসুদেবদীক্ষিত তাঁহার বালমনোরমা টীকায় নাগেশভট্টের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াছেন, যেমন 'ঈপ্সিততম' শব্দটির অর্থবিষয়ে। নাগেশভট্টের মতে উক্তশব্দটি যৌগিক এবং বাসুদেব দীক্ষিতের মতে উহা অভিপ্রেত অর্থে রূঢ়।

আমি এই কাদম্বিনী টীকায় দুইটি মতেরই আলোচনা করিয়াছি এবং কোনটি গ্রহণ করিবার যোগ্য ইহা উপপত্তি সহকারে উপপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার প্রচেষ্টা কতদূর সফল হইবে, ইহা বলা কঠিন, কারণ এইরূপ গম্ভীর বিষয়কে বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করা সহজসাধ্য নহে। অনেক-

ক্ষেত্রেই গুরুগম্ভীর বিষয়কে ব্যক্ত করিবার জন্য বাঙ্গলা ভাষার শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। এইরূপ পঙ্কিলপথ হওয়া সত্বেও আমি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিব বলিয়া স্থির করিলাম। হয়তো কোথাও কোথাও একটু কঠিন হইয়া গিয়াছে, তবুও বাঙ্গলা ভাষায় লেখা কঠিন বিষয় হইলেও পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে বুঝিতে বেশী অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমি কারকপ্রকরণের ব্যাখ্যা লিখিবার পূর্বেই সংজ্ঞা ও পরিভাষার ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের অধিকর্তা শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্যের প্রেরণায় কারকের কাদম্বিনী টীকা লিখিয়া ফেলিলাম। ইহা প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বেকার কথা। আমার লিখিতে চারি পাঁচ মাস লাগিয়াছে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইয়া শ্যামাপদবাবুকে দিতে আরও এক বৎসর কাল বিলম্ব হইয়াছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে প্রায় তিন বৎসরেরও বেশী সময় কাটিয়া গিয়াছে। যাহা হউক ভগবানের অশেষ অনুকম্পায় আজ পাঠকবর্গের সমক্ষে ইহা উপস্থাপিত করিতে পারিলাম।

আমার প্রাক্তনছাত্র বর্তমানে আরামবাগ কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ মৃত্যুঞ্জয় আচার্য এবং প্রাক্তনছাত্রী শ্রীমতী রাধারাণী দত্তরায় (ঘোষ) ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আমার বিশেষ স্নেহাস্পদ ও প্রাক্তন ছাত্র শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সূচীপত্র প্রস্তুত করিতে এবং আমার গবেষক ছাত্র চিত্তরঞ্জন কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ অরুণকুমার রায় শুদ্ধিপত্র প্রস্তুত করিতে সহযোগ করিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছে। আমি করুণাময়ী জগজ্জননীর নিকটে তাঁহাদের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

আমি বর্ধমানে থাকায় কলিকাতা হইতে সময়মত প্রুফ্ পাঠানো খুবই অসুবিধা সেইজন্য বেশীর ভাগ প্রুফই প্রকাশক অন্যকে দিয়া দেখাইয়াছেন। পারিভাষিক শব্দাবলীপূর্ণ এবং বিষয়ের কাঠিন্য হেতু সকলের পক্ষে ইহার প্রুফ্ সংশোধন করা সম্ভব নহে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থাতেও নিরূপায় হইয়া ইহার প্রকাশ করিতে হইতেছে। পাঠকবর্গ এই ত্রুটির জন্য মার্জনা করিবেন। যদি

কোথাও জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে আমাকে পত্রদ্বারা জানাইলে আমি সানন্দে তাহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

পরিশেষে প্রকাশক শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য এবং মুদ্রক সীতারাম প্রেসের অধিকর্তা শ্রীঅজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অশেষ ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি যাঁহারা অনেক পরিশ্রমে কাদম্বিনীনাম্নী কারকপ্রকরণের টীকায় শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে আনিতে পারিয়াছেন।

অযোধ্যানাথ সান্যাল

সূত্রসূচী

সি. কৌ. সংখ্যা	সূত্র		পৃষ্ঠা

বার্তিকসূচী

পৃষ্ঠা

কারক ও বিভক্তি প্রকরণ

৫৩২। প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা
(২-৩-৪৬)

নিয়তোপস্থিতিকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ। মাত্রশব্দস্য প্রত্যেকং যোগঃ। প্রাতিপদিকার্থমাত্রে লিঙ্গমাত্রাদ্যাধিক্যে সংখ্যামাত্রে চ প্রথমা স্যাৎ। উচ্চৈঃ, নীচৈঃ, কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্। অলিঙ্গা নিয়তলিঙ্গাশ্চ প্রাতিপদিকার্থমাত্র ইত্যস্যোদাহরণম্। অনিয়তলিঙ্গাস্তু লিঙ্গমাত্রাধিক্যস্য। তটঃ, তটী, তটম্। পরিমাণমাত্রে দ্রোণো ব্রীহিঃ। দ্রোণরূপং যৎ পরিমাণম্ তৎপরিচ্ছিন্নো ব্রীহিরিত্যর্থঃ। প্রত্যয়ার্থে পরিমাণে প্রকৃত্যর্থোঽভেদেন সংসর্গেণ বিশেষণম্, প্রত্যয়ার্থস্তু পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকভাবেন ব্রীহৌ বিশেষণমিতি বিবেকঃ।

বচনং সংখ্যা। একঃ, দ্বৌ, বহবঃ। ইহোক্তার্থত্বাদ্বিভক্তেরপ্রাপ্তৌ-বচনম্। ৫৩২।

কাদম্বিনী—পূর্বে ভট্টোজিদীক্ষিত সুবন্ত প্রকরণে 'স্বৌজসমৌট্'—(৪-১-২) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্, শস্ ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি ঙ্যন্ত, আবন্ত ও প্রাতিপদিকের* পরে বিহিত হয়—ইহা বলিয়াছেন ; কিন্তু উহাদের অর্থ-বিশেষের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে যে, কোন্ অর্থে ঐ প্রত্যয়গুলির বিধান করা হইয়াছে ? ঐ অর্থবিশেষের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই এই প্রকরণের আরম্ভ করা হইতেছে ; ইহার অপর নাম **বিভক্ত্যর্থ প্রকরণ**। প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্বে

* অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্ (১।২।৪৫) কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ (১।২।৪৬) এই দুইটি সূত্রের দ্বারা ধাতু প্রত্যয়, প্রত্যয়ান্ত ব্যতীত শব্দস্বরূপের এবং কৃৎ ও তদ্ধিত-এই দুইটি প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রাতিপদিক সংজ্ঞা করা হইয়াছে। যথা বৃক্ষ, পাচক, ঔপগব, রাজপুরুষ এইগুলি প্রাতিপদিক। ইহাকে 'নাম' শব্দের দ্বারাও ব্যবহার করা হয়।

"ঙ্যাপ্প্রাতিপদিকাৎ' (৪-১-১)—এই সূত্রের অধিকারে সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি একুশটি বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে ; সুতরাং উহাদের অর্থবিশেষের আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে এবং ঐরূপ আকাঙ্ক্ষারই নিবৃত্তি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রকরণে প্রথমা হইতে সপ্তমী পর্যন্ত সাতটির অর্থ উপপাদন করা হইতেছে। সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি প্রত্যয়ার্থের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি প্রথমা প্রভৃতি বিভক্ত্যর্থের দ্বারা কি করিয়া হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—

সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি প্রত্যয়গুলিরই প্রথমাদি সংজ্ঞা করা হইয়াছে। সু, ঔ, জস্—**প্রথমা** ; অম্, ঔট্, শস্—**দ্বিতীয়া** ; টা, ভ্যাম্, ভিস্—**তৃতীয়া** ; ঙে, ভ্যাম্, ভ্যস্—**চতুর্থী** ; ঙসি, ভ্যাম্, ভ্যস্—**পঞ্চমী** , ঙস্, ওস্, আম্—**ষষ্ঠী** ; ঙি, ওস্, সুপ্—**সপ্তমী**। এইভাবে তিনটি প্রত্যয়ের এক একটি ত্রিক ধরিলে সাতটি বিভক্তি হইয়া থাকে। যথাক্রমে প্রথম ত্রিকের প্রথমা, দ্বিতীয় ত্রিকের দ্বিতীয়া এবং এই প্রকার সপ্তম ত্রিক পর্যন্ত তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি বলা হয়। প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতির সংজ্ঞা পাণিনি করেন নাই, কারণ তাঁহাব পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ আচার্য সু, ঔ, জস্ প্রভৃতির প্রথমাদি সংজ্ঞা করিয়াছেন, সেই সংজ্ঞা গুলির পাণিনিও যথাযথ ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। দীক্ষিতও **'বিভক্তিশ্চ' সি. কৌ.** (১৮৪) সূত্রে বলিয়াছেন—'প্রথমাদয়ঃ সপ্তম্যন্তাঃ প্রাচাং সংজ্ঞাস্তাভিরিহাপি ব্যবহারঃ'। আবার শব্দকৌস্তুভেও বলিয়াছেন—'প্রথমাদয়ঃ শব্দা সুপাং ত্রিকেষু বর্তন্তে'। তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতির দ্বারা সু, ঔ, জস্ প্রভৃতিরই বোধ হয়,। সেইজন্য প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির অর্থ উপপাদন করিলে সু, ঔ, জস্, প্রভৃতিরই অর্থের উপপাদন করা হয়। সুতরাং পাণিনি এই সূত্রের দ্বারা প্রথমার অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন প্রাতিপদিকার্থ ইত্যাদি।

অনু—প্রাতিপদিকার্থ মাত্রে, লিঙ্গমাত্রের আধিক্যে, পরিমাণমাত্রের আধিক্যে ও সংখ্যামাত্রে প্রথমা হয়।

কা—প্রাতিপদিকার্থ কাহারও কাহারও মতে একটি, দুইটি, তিনটি, চারিটি ও পাঁচটি। কোন আচার্য একটিই প্রাতিপদিকার্থ, ইহাই বলিয়া থাকেন। জাতিবাদী জাতিকেই প্রাতিপদিকার্থ বলেন, এবং ব্যক্তিবাদী কেবল ব্যক্তিকেই প্রাতিপদিকার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহারা দুইটি বলেন তাঁহাদের মতে 'জাতি' ও 'ব্যক্তি'—এই দুইটিই প্রাতিপদিকার্থ। ত্রিকবাদীদের মতে 'জাতি', 'ব্যক্তি' ও

'লিঙ্গ'—এই তিনটিই প্রাতিপদিকার্থ। চতুষ্কবাদীদের মতে 'জাতি', 'ব্যক্তি', 'লিঙ্গ', ও 'সংখ্যা'—এই চারটি প্রাতিপদিকার্থ এবং পঞ্চকবাদীদের মতে 'জাতি', 'ব্যক্তি', 'লিঙ্গ', 'সংখ্যা' ও 'কর্মত্বাদি কারক'—এই পাঁচটি প্রাতিপদিকার্থ স্বীকৃত হইয়া থাকে*—

"একং দ্বিকং ত্রিকঞ্চৈব চতুষ্কং পঞ্চকং তথা।
নামার্থা ইতি সর্বেঽমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ।।"

এ স্থলে জাতি বলিতে পদার্থের অসাধারণ ধর্ম গৃহীত হইয়া থাকে, সেইজন্য আকাশত্ব, অভাবত্ব প্রভৃতিতে অনেক সমবেতত্ব ও নিত্যত্ব না থাকিলেও উহাদের গ্রহণ হয়। অথবা প্রাতিপদিকার্থ 'এক' বলিতে প্রবৃত্তিনিমিত্ত এবং 'দুই' বলিতে প্রবৃত্তিনিমিত্তের আশ্রয় দ্রব্যও গৃহীত হইয়া থাকে। যে অর্থ না থাকিলে যাহার প্রয়োগ হইতে পারে না, সেই প্রয়োগ অথবা প্রবৃত্তির নিমিত্ত হইল প্রবৃত্ত-নিমিত্ত, ঘটত্ব, আকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম এবং তদাশ্রয় অর্থাৎ ঘট, আকাশ প্রভৃতি। স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ' (১-২-৬৪) ও 'স্ত্রিয়াম্' (৪-১-৩) সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার পূর্বোক্ত মতগুলির যথাযথ ভাবে বিশদ বিবরণ করিয়াছেন।

যদি পাঁচটি প্রাতিপদিকার্থ স্বীকৃত-হয়, তাহা হইলে প্রাতিপদিকার্থের দ্বারা লিঙ্গও গৃহীত হইতে পারে। সুতরাং উক্ত সূত্রে লিঙ্গগ্রহণের কোন সার্থকতা থাকে না এবং 'মাত্র' গ্রহণের দ্বারা কর্মত্বাদি অর্থেরও ব্যাবৃত্তি করা যাইতে পারে না, কারণ সেই অর্থগুলি প্রাতিপদিকার্থেরই অন্তর্গত। ত্রিকবাদীদের মতেও লিঙ্গগ্রহণ নিরর্থক। সুতরাং সূত্রকার পাণিনির তাৎপর্য কি? পাণিনি প্রাতিপদিকার্থ বলিতে কিরূপ অর্থের গ্রহণ করিতে চান? ইহা বুঝাইবার জন্যই দীক্ষিত প্রাতিপদিকার্থ যে কি—তাহাই বলিতেছেন।

---

* কেহ কেহ ছয়টি প্রাতিপদিকার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন—স্থলবিশেষে যোঢ়াপি প্রাতিপদিকার্থ ইত্যাহ—

শব্দোঽপি যদি ভেদেন বিবক্ষা স্যাত্তদা তথা।
নোচেচ্ছ্রোত্রাদিভিঃ সিদ্ধোঽপ্যসাবর্থেব ভাসতে।।

—বৈয়াকরণভূষণ কারিকা—২৬

অনু—নিয়তোপস্থিতিকঃ* প্রাতিপদিকার্থঃ—যাহার উপস্থিতি নিয়ত—উপস্থিতির অর্থ জ্ঞান, সুতরাং যে অর্থের জ্ঞান নিয়মতঃ থাকে, অর্থাৎ প্রাতিপদিক বা নাম শ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়মতঃ যে অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই অর্থই হইল 'প্রাতিপদিকার্থ'—শক্য বা অভিধেয়।

ব্যা—'তটঃ, তটী, তটম্'—ইত্যাদি অনিয়ত লিঙ্গ স্থলে নিয়মতঃ কোন একটি লিঙ্গের জ্ঞান না হওয়ায়, ঐরূপ স্থলে লিঙ্গ প্রাতিপদিকার্থ নয়, সেইজন্যই পৃথক্‌ভাবে পাণিনি লিঙ্গের গ্রহণ করিয়াছেন।

'সিংহো মাণবকঃ'—ইত্যাদি লক্ষণাস্থলে প্রথমে শক্যার্থ বোধ হয়। পরে উহার বাধ হইলে লক্ষণা হইয়া থাকে। উহা পদান্তরের সহিত সমভিব্যাহার হইলেই হয়; সেইজন্য 'সিংহ' শব্দের দ্বারা প্রথমে যে পশুরূপ অর্থ বোধ হয়, উহাই প্রাতিপদিকার্থ অথবা শক্যার্থ, সেই অর্থেই প্রথমা বিভক্তি হইয়া যাইবে। পরে 'মাণবক' প্রভৃতি পদের সহিত সমভিব্যাহার করিলেও কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং ইহার দ্বারা শক্য, গৌণ, ও লক্ষ্য সকলেরই সংগ্রহ হইয়া থাকে।

'মাত্র' শব্দের সহিত কেবল বচন পদেরই অন্বয় হয়—এইরূপ ভ্রম হইতে পারে, সেইরূপ ভ্রমের নিবারণ করিবার জন্যই দীক্ষিত বলিতেছেন **'মাত্রশব্দস্য প্রত্যেকং যোগঃ।'**

---

* 'নিয়ত' শব্দটি নি পূর্বক 'যম্' ধাতুর শেষে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নি পূর্বক 'যম্' ধাতুর অর্থ হইল 'ব্যাপকতা', এবং 'ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থ—'আশ্রয়', সুতরাং নিয়ত শব্দের অর্থ হইল 'ব্যাপকতার আশ্রয়'। 'উপস্থিতি'র অর্থ 'জ্ঞান', আর 'যৎ' শব্দের উত্তর ষষ্ঠী—বিভক্তির অর্থ—'বিষয়তা', তাহা হইলে সম্পূর্ণ অর্থ হইল 'ব্যাপকতার আশ্রয়ীভূত জ্ঞানের বিষয়তা।' ব্যাপকতা বিষয়ে ব্যাপ্যতার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। ব্যাপকতা নিশ্চয়ই কোন ব্যাপ্যতা নিরূপিত হইবে; আর ব্যাপ্যতাও প্রসঙ্গতঃ প্রাতিপদিকোচ্চারণবৃত্তি গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহার অর্থ হইল—প্রাতিপদিকোচ্চারণ-বৃত্তি ব্যাপ্যতা নিরূপিত ব্যাপকতার আশ্রয়ীভূত জ্ঞানের বিষয় যে অর্থ, তাহাই প্রাতিপদিকার্থ। কিন্তু প্রাতিপদিকোচ্চারণ সমবায় সম্বন্ধে বক্তায় এবং উহার অর্থোপস্থিতি সমবায় সম্বন্ধে শ্রোতায় এইরূপ সামানাধিকরণ্য না থাকায় ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব হয় না। কিন্তু স্বজন্য-শ্রাবণপ্রত্যক্ষ-সমবায়িত্বসম্বন্ধে উচ্চারণও শ্রোতায় থাকে বলিয়া কোন অনুপপত্তি থাকে না।

অনু—'মাত্র' শব্দের সহিত প্রত্যেকের যোগ বা সম্বন্ধ আছে।

কা—প্রাতিপদিকার্থশ্চ, লিঙ্গঞ্চ, পরিমাণঞ্চ, বচনঞ্চ—এইরূপ বিগ্রহ করিয়া ইহাদের দ্বন্দ্ব সমাস হইয়া থাকে। পরে 'প্রাতিপদিকার্থ লিঙ্গ পরিমাণবচনান্যেব'—প্রাতিপদিকার্থ লিঙ্গ পরিমাণ বচন মাত্রম্—এই অস্বপদ বিগ্রহ করিয়া **ময়ূরব্যংস—কাদয়শ্চ** (২-১-৭২) এই সূত্র অনুসারে 'মাত্র' শব্দের সহিত সমাস হইবে। 'মাত্রং কার্ৎস্ন্যেঽবধারণে—ইত্যমরঃ,—এই অভিধান অনুসারে 'মাত্র' শব্দের কার্ৎস্ন্য ও অবধারণ অর্থ। এস্থলে অবধারণ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। 'মাত্র' শব্দটি দ্বন্দ্বের শেষে আছে এবং 'দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণং পদং প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে'—দ্বন্দ্বের শেষে যে শব্দ শ্রুত হয়, উহার প্রত্যেকের সহিত অন্বয় হয়, এই নিয়ম অনুসারে উক্ত সূত্রান্তর্গত প্রত্যেকটি পদের সহিত উহার অন্বয় হইয়া থাকে। সেইজন্য সূত্রার্থ এইরূপ হইবে—

প্রাতিপদিকার্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রে, পরিমাণমাত্রে, বচনমাত্রে প্রথমা হয়; কিন্তু প্রাতিপদিকার্থ ব্যতীত কেবল লিঙ্গ ও পরিমাণ থাকিতে পারে না বলিয়া উহা ঠিক নয়, সেইজন্য লিঙ্গমাত্র প্রভৃতির আধিক্য বুঝাইলেই প্রথমা হয় ইহা বলিতে হইবে। তাহা হইলে উক্ত সূত্রের অর্থ এইরূপ হয়—'প্রাতিপদিকার্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রাধিক্যে পরিমাণমাত্রাধিক্যে, বচনমাত্রে প্রথমা ভবতি।"

অনু—প্রাতিপদিকার্থ মাত্রের প্রতীতি হইলে, প্রাতিপদিকার্থ থাকা সত্ত্বেও যে স্থলে লিঙ্গমাত্রের ও পরিমাণমাত্রের আধিক্য প্রতীয়মান হয় সেস্থলে এবং সংখ্যামাত্র* বুঝাইলেও 'প্রথমা বিভক্তি' হইয়া থাকে।

কা—যে প্রাতিপদিকের উচ্চারণ করিতে যতগুলি অর্থের নিয়মতঃ ভান হয়, সেই অর্থই প্রাতিপদিকার্থ। সেইরূপ নিয়ত রূপে ভাসমান অর্থ ব্যতীত যদি অন্য কোন অর্থের প্রতীতি হয়, সেস্থলে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা হইবে না; কারণ ইহাতে 'মাত্র' বলা হইয়াছে, সুতরাং কেবল নিয়তরূপে ভাসমান অর্থেই প্রথমা হইবে।

* বচনের সহিত কেবল মাত্র পদের অন্বয় হইবে; কিন্তু 'মাত্রাধিক্য' পদের অন্বয় হইবে না। কারণ একত্ব, দ্বিত্ব বহুত্ব প্রভৃতি সংখ্যাগুলি এক, দ্বি, বহু প্রভৃতি শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত বা নিয়তোপস্থিত এবং এই কারণেই উহাদের প্রাতিপদিকার্থের দ্বারাই প্রথমা সিদ্ধ হইতে পারে। বচন গ্রহণের প্রয়োজন—'ইহোক্তার্থত্বেঽপি বিভক্তেরপ্রাপ্তৌ বচনম্'।—দীক্ষিত নিজেই বলিবেন।

অনু—সেইজন্য প্রাতিপদিকার্থ মাত্রের উদাহরণ হইল—'অলিঙ্গ ও নিয়তলিঙ্গ। অলিঙ্গ—উচ্চৈঃ, নীচৈঃ প্রভৃতি অব্যয় ইহার উদাহরণ; আর 'কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্' প্রভৃতি নিয়তলিঙ্গ ইহার উদাহরণ।

কা—'উচ্চৈঃ, নীচৈঃ',—প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র ঊর্দ্ধদেশাবচ্ছিন্ন ও নিম্নদেশাবচ্ছিন্ন আধারতা শক্তির বোধ হইয়া থাকে, তাহা প্রাতিপদিকার্থ, সুতরাং এস্থলে প্রাতিপদিকার্থমাত্রেই প্রথমা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে 'উচ্চৈঃ' প্রভৃতি অব্যয়ের শেষে প্রথমা বিভক্তি হওয়ার প্রয়োজন কি? কারণ বিভক্তি আসিলেই **'অব্যয়াদাপ্‌সুপঃ'** (২-৪-৮২) সূত্রানুসারে উহার 'লুক্' (লোপ) হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—'উচ্চৈঃ'—প্রভৃতি স্থলে প্রথমা বিভক্তি করার ফল হইল—'উচ্চৈস্তে সম্যগুচ্চারণম্,' 'উচ্চৈস্তব সম্যগুচ্চারণম্'—ইত্যাদি স্থলে **'স পূর্বায়াঃ প্রথমায়া বিভাষা'** (৮-১-২৬) সূত্রানুসারে বিকল্পে যুষ্মদ ও অস্মদ শব্দের স্থানে 'তে', 'মে', আদেশ হওয়া। আর সুবুৎপত্তি হওয়ার ফলে উহাদের 'পদ-সংজ্ঞা'ও হয়। সেই জন্য পদান্ত* স'কারের 'রুত্ব' ও 'বিসর্গ'হইয়া থাকে।

'কৃষ্ণ' শব্দটি গুণবাচক নয়, কারণ গুণ বাচক কৃষ্ণ শব্দ শুক্লাদি শব্দের ন্যায় অনিয়ত লিঙ্গ—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গ তিনটিতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; সেইজন্য উহা নিত্য পুংলিঙ্গ বসুদেবাপত্য বাচক শব্দ। শ্রী ও জ্ঞান এই দুইটি শব্দও যথাক্রমে নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ ও নিত্য নপুংসক লিঙ্গ। এই নিয়তলিঙ্গ—যাহাদের লিঙ্গ নিয়ত, এইরূপ শব্দগুলিও প্রাতিপদিকার্থমাত্রেরই উদাহরণ; কিন্তু গুণবাচক শব্দগুলি অনিয়ত লিঙ্গ বলিয়া লিঙ্গমাত্রাধিক্যের উদাহরণ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রদর্শিত নিয়তলিঙ্গ উদাহরণগুলির দ্বারাও উহাদের অর্থেরই উপস্থিতি হয় না; কিন্তু পুংত্ব, স্ত্রীত্ব ও নপুংসকত্ব প্রভৃতি লিঙ্গেরও উপস্থিতি হয়; সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা কীরূপে সম্ভব?

*উচ্চৈঃ—ওই অব্যয়ের শেষে 'সু' প্রভৃতি-বিভক্তি আসার ফলে উহার **'সুপ্‌তিঙন্তং পদম্'** (১।৪।১৪) সূত্রানুসারে পদ সংজ্ঞা হইয়া থাকে এবং **'সসজুষো রুঃ'** (৮।২।৬৬) সূত্রানুসারে পদের অন্তে বিদ্যমান্ সকারের 'রু' হয়। 'উচ্চৈ,' এই অবস্থায় **'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ'** (৮।৩।১৫) সূত্রানুসারে পদান্ত রেফের বিসর্গ হইয়া থাকে।

কা—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—নিয়ত লিঙ্গস্থলে পুংত্ব প্রভৃতি লিঙ্গকে বাদ দিয়া কেবল বসুদেবাপত্য প্রভৃতি অর্থের বোধ হইতে পারে না—ঐ সকল অর্থে পুংত্বাদি লিঙ্গও বিশেষণ হইয়া ভাসমান হয় ; সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে পুংত্ব, স্ত্রীত্ব প্রভৃতি লিঙ্গও প্রাতিপদিকার্থেরই অন্তর্ভুক্ত ; সেইজন্য উক্ত স্থলে প্রাতিপদিকার্থ মাত্রে প্রথমা হইতে কোন ক্ষতি নাই।

তটঃ, তটী, তটম্—ইত্যাদি অনিয়ত লিঙ্গস্থলে, পুংত্ব, স্ত্রীত্ব, অথবা নপুংসকত্ব ইহাদের কোন একটি লিঙ্গবিশেষ নিয়ত নয় ; সেইজন্য উহা প্রাতিপদিকার্থ হইতে পারে না। 'তট' এই প্রাতিপদিক শ্রুত হওয়ার পর পূর্বোক্ত তিনটির যে কোন একটি লিঙ্গবিশিষ্ট তট অর্থের বোধ হওয়া সম্ভব, সকল লিঙ্গবিশিষ্ট তটার্থের উপস্থিতি বা শাব্দবোধ হইতে পারে না। সুতরাং প্রাতিপদিকার্থ মাত্রে 'তট' প্রভৃতি অনিয়ত লিঙ্গ শব্দের শেষে প্রথমা বিভক্তি আসা সম্ভব নয় বলিয়া উক্ত সূত্রে লিঙ্গ শব্দের উল্লেখ পৃথক ভাবে করা হইয়াছে। এইজন্যই দীক্ষিত বলিয়াছেন—

অনু—"লিঙ্গ মাত্রাধিক্যে তট, তটী, তটম্"—লিঙ্গমাত্রের আধিক্য থাকিলে যে প্রথমা হয় বলা হইয়াছে—ইহার উদাহরণ হইল তটঃ, তটী, তটম্ ইত্যাদি।

কা—এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে কেবল প্রাতিপাদিকার্থমাত্রের প্রতীতি হইলেই যদি প্রথমা হয়, প্রাতিপাদিকার্থ ব্যতীত যদি অধিক অর্থের ভান হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে প্রথমা হইবে না ; কিন্তু 'বীরঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে কি করিয়া প্রথমা হয়? উক্তস্থলে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবরূপ অভেদ সংসর্গের প্রতীতির আধিক্য থাকায় প্রথমা হইতে পারে কি ?

'পূর্বাপর প্রথম চরম'—(২-১-৪৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সামানাধিকরণ্যে সমাস বিধানের সামর্থ্যবশতঃ উক্তক্ষেত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়—এইরূপ বলা ঠিক নয়, কারণ 'বীরপুরুষমানয়'—ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত সমানাধিকরণ পদের সমাস করিবার জন্যই উক্ত সূত্রটী রচিত হইয়াছে—এইরূপ বলা চলে, কারণ উক্তক্ষেত্রে দ্বিতীয়ান্ত পদের সামানাধিকরণ্যেও যাহাতে সমাস হয়, তাহার জন্য উক্ত সূত্রটির প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন থাকিলে আর তাহার সামর্থ্য থাকিতে পারে না, সুতরাং উক্ত সূত্রের দ্বারা সমাসবিধানের সামর্থ্যবশতঃ উক্তক্ষেত্রে প্রথমা হয়, ইহা বলা যায় না।

ইহার উত্তর হইল এই যে 'বীরঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি স্থলে যে বিশেষ্য-বিশেষণ রূপ

অভেদ সংসর্গের ভান হয়, উহা বাক্যার্থ। সমান বিভক্ত্যন্ত পদান্তরের সমভিব্যাহারবশতঃ এইরূপ সংসর্গের প্রতীতি হয়; কিন্তু পদান্তরের সহিত সমভিব্যাহার হওয়ার পূর্বেই প্রাতিপদিকার্থ মাত্রের প্রতীতি হইয়া থাকে, সেই প্রতীতির জন্যই উক্তস্থলে প্রথমা হইতে বাধা নাই। প্রথমে 'বীরঃ পুরুষঃ'—ইত্যাদি পদগুলির সংস্কার করিবার পরই আকাঙ্ক্ষাদি*বশতঃ বিশেষ্য-বিশেষণ রূপে সমভিব্যাহার হইয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে। পদান্তরের সান্নিধ্য না হওয়ার পূর্বেই বাক্যস্থ প্রত্যেক পদটির সংস্কার হইয়া থাকে। সেই প্রাথমিক পদটির সংস্কার হইল অন্তরঙ্গ এবং পদান্তরের সান্নিধ্যবশতঃ যে বিশেষ্য-বিশেষণভাবরূপ অভেদ সংসর্গের প্রতীতি হয়, উহা পরবর্তী বলিয়া বহিরঙ্গ। সুতরাং অন্তরঙ্গ যে প্রাথমিক সংস্কারের দ্বারা আগত প্রথমা বিভক্তি, পদান্তরের সান্নিধ্য হইলেও শ্রুত হইবে—ইহাতে সংশয় নাই।

অনু—পরিমাণমাত্র-আধিক্যের উদাহরণ-'দ্রোণো ব্রীহিঃ'। দ্রোণরূপ যে পরিমাণ তাহার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রীহি—ইহাই এই উদাহরণ বাক্যের অর্থ। প্রত্যয়ের অর্থ যে পরিমাণ, উহাতে প্রকৃতির অর্থ অভেদসংসর্গে বিশেষণ এবং প্রত্যয়ের অর্থ পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদক ভাবে ব্রীহিতে বিশেষণ হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য।

কা—দীক্ষিত পরিমাণমাত্রাধিক্যে প্রথমা বিভক্তি হওয়ার উদাহরণ দিয়াছেন —'দ্রোণো ব্রীহিঃ'। 'দ্রোণ' শব্দটি-পরিমাণ বিশেষের বাচক। প্রাচীনকালে ধান্য প্রভৃতির পরিমাণ বুঝাইবার জন্য অনেকগুলি শব্দ ছিল, সেগুলির বর্তমানে প্রচার না থাকায় দুর্বোধ্য হইয়াছে। স্বর্ণ ওজন করিবার জন্য এখন মাষ, স্বর্ণ, পল প্রভৃতির প্রচার দেখা যায়। চারিটি পলে একটি কুড়ব, চারিটি কুড়বে একটি প্রস্থ, চারিটি প্রস্থে একটি আঢ়ক এবং চারিটি আঢ়কে একটি 'দ্রোণ'।† এ স্থলে দ্রোণরূপ পরিমাণবিশেষের দ্বারা পরিমিত যে ব্রীহি (ধান্য) উহাতেই

* আকাঙ্ক্ষাদি—এখানে আদি পদের দ্বারা 'যোগ্যতা' ও 'সন্নিধি'র বোধ হইয়া থাকে।

† পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চ বাপি প্রকীর্ত্তিতম্।
পলদ্বয়ং তু প্রসৃতং দ্বিগুণং কুড়বং মতম্ ॥
চতুর্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রস্থঃ প্রস্থাশ্চত্বার আঢ়কঃ।
আঢ়কৈস্তৈশ্চতুর্ভিস্তু দ্রোণ ইত্যভিধীয়তে ॥ (অমরকোষ)

'দ্রোণ' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। দ্রোণের অর্থ দ্রোণের দ্বারা পরিমিত ধান্য। 'ব্রীহি' শব্দটিতে জাতিতে এক বচন হইয়াছে, কারণ দ্রোণের দ্বারা পরিমিত একটি 'ব্রীহি' হইতে পারে না, অনেকগুলি ব্রীহিই দ্রোণের দ্বারা পরিমিত হওয়া সম্ভব। 'দ্রোণ' এই প্রকৃতির অর্থ 'পরিমাণ বিশেষ' এবং পরিমাণ-সামান্য অর্থে প্রথমা হওয়ায়, প্রথমা বিভক্তির অর্থ পরিমাণ-সামান্য। বিশেষ বাচক ও সামান্যবাচক শব্দের সহিত অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইয়া থাকে, যেমন 'আম্রবৃক্ষঃ' ইত্যাদি। আর প্রথমা বিভক্তিরূপ প্রত্যয়ের অর্থ যে পরিমাণ, উহার সহিত ব্রীহির পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদক ভাবে অন্বয় হইয়া থাকে। 'ব্রীহি' পরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ পরিমেয় আর 'দ্রোণ' হইল পরিচ্ছেদক অথাৎ পরিমাপক। এই পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদক রূপ ভেদসম্বন্ধের দ্বারা ব্রীহি শব্দের সঙ্গে, দ্রোণ শব্দের পরবর্তী প্রথমা বিভক্তির অর্থ যে পরিমাণ-সামান্য, উহার অন্বয় হইয়া থাকে ; তাহা হইলে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ হয়—দ্রোণরূপ পরিমাণের দ্বারা পরিমিত ব্রীহি।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে দ্রোণ শব্দের অর্থ যদি পরিমাণবিশেষ হয়, তাহা হইলে উহাই দ্রোণ এই প্রাতিপদিকের অর্থ, কারণ 'দ্রোণ' শব্দ শ্রুত হইলে পরিমাণবিশেষেরই নিয়ত রূপে উপস্থিতি হইয়া থাকে, সুতরাং প্রাতি-পদিকার্থমাত্রেই উক্ত স্থলে প্রথমা বিভক্তি হইতে পারে, (অথবা অস্ত্রিয়ামাঢক দ্রোণৌ—আঢ়ক ও দ্রোণ স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতীত লিঙ্গ বিশিষ্ট—এই অভিধানের প্রামাণ্য-বশতঃ দ্রোণ শব্দটি পুংলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গ হওয়ায় লিঙ্গাধিক্যেও উক্ত স্থলে প্রথমা হওয়া সম্ভব) পুনরায় ঐরূপ ক্ষেত্রের জন্য প্রাতিপদিকার্থ এই সূত্রে পরিমাণ শব্দের গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তর হইল এই যে যদি 'দ্রোণ' এই প্রাতিপাদিকের অর্থেই 'দ্রোণঃ' এই স্থলে প্রথমা বিভক্তি হয় তাহা হইলে উক্ত ক্ষেত্রে প্রথমা বিভক্তিরূপ প্রত্যয়ের অর্থও প্রাতিপদিকার্থ বা নামার্থ হইয়া যাইবে। যে অর্থে যে বিভক্তি হয় সেই অর্থই সেই বিভক্তির বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ; সুতরাং প্রাতিপদিকার্থ বা নামার্থে যদি প্রথমা বিভক্তি হয়, তাহা হইলে 'দ্রোণঃ'—এই দ্রোণ শব্দের পরবর্তী প্রথমা বিভক্তিরও অর্থ প্রাতিপদিকার্থ বা নামার্থ ; আর ঐ নামার্থের—পরিমাণবিশেষের সহিত ব্রীহিশব্দের দ্বারা প্রতীয়মান ধান্যরূপ অর্থের ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইতে পারে না বরং 'নীলম্ উৎপলম্' ইত্যাদির ন্যায় অভেদ সম্বন্ধেই অন্বয় হইবে—**'নামার্থয়োরভেদাতিরিক্তঃ সম্বন্ধোঽব্যুৎপন্নঃ'**—

নামার্থদ্বয়ের অভেদাতিরিক্ত সম্বন্ধ ব্যুৎপত্তি বিরুদ্ধ, 'নীলম্ উৎপলম্', 'নীলো ঘটঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে যেমন 'নীলাভিন্নম্ উৎপলম্' 'নীলাভিন্নো ঘটঃ' নীলরূপ উৎপল, নীলরূপ ঘট—এইরূপ দুইটি নামার্থের অভিন্নাকারে প্রতীতি হয়, ঠিক সেইরূপ 'দ্রোণো ব্রীহিঃ'—ইত্যাদি প্রয়োগেও 'দ্রোণাভিন্নো ব্রীহিঃ'—দ্রোণরূপ ব্রীহি—এইরূপ দ্রোণ ও ব্রীহি—দুইটির অভিন্নাকারে প্রতীতি হইবে যাহা উপরিউক্ত ন্যায়বিরুদ্ধ।*

কা—পরিমাণ গ্রহণ করা হইলে পূর্বোক্ত প্রকারে উহার প্রকৃত্যর্থ পরিমাণ-বিশেষ প্রত্যয়ার্থ পরিমাণ-সামান্যে অভেদ সম্বন্ধে বিশেষণ এবং প্রত্যয়ার্থ পরিমাণের ব্রীহিতে পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদক সম্বন্ধে অন্বিত হইলে, **'দ্রোণরূপং যৎ পরিমাণং তৎ পরিচ্ছিন্নো ব্রীহিঃ'**—দ্রোণরূপ পরিমাণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (পরিমিত) ব্রীহি—এইরূপ বিলক্ষণ শাব্দবোধ হয়।

যদি উক্ত স্থলে লিঙ্গাধিক্যেও প্রথমা করা হয়, তাহা হইলে 'দ্রোণাভিন্নো ব্রীহি'—দ্রোণরূপ ব্রীহি এইরূপ অভিন্নাকারে প্রতীতি হইবে না বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকারে পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদক ভাবে দ্রোণ শব্দের পরবর্তী প্রথমা বিভক্তির অর্থের ব্রীহিতে অন্বয় হইতে পারিবে না, সুতরাং পূর্বোক্ত ক্রমে বিলক্ষণ শাব্দবোধ যাহাতে হইতে পারে, সেইজন্যই প্রাতিপদিকার্থ সূত্রে পরিমাণ শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে।

এস্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যেমন 'রাজ্ঞঃ পুরুষমানয়'—এই বাক্যে আনয়নের কর্মীভূত 'পুরুষ' শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং এই পুরুষের সহিত রাজার স্বস্বামিভাব সম্বন্ধে অন্বয় হয়, এক্ষেত্রেও 'দ্রোণো ব্রীহিমানয়'—এইরূপ আনয়নকর্মীভূত ব্রীহিশব্দে দ্বিতীয়া কবিতে বাধা নাই, সুতরাং দ্রোণ পদের পরবর্তী প্রথমা বিভক্তির যে অর্থ পরিমাণ উহার পূর্বোক্ত প্রকারে ভেদসম্বন্ধে

* দ্রোণ ও ব্রীহি—দুইটির অভেদ যেমন উপরিউক্ত ন্যায়বিরুদ্ধ, সেইরূপ প্রতীতিবিরুদ্ধও। দ্রোণের অর্থ পরিমাণ এবং ব্রীহির অর্থ ধান্য। ধান্য প্রভৃতির পরিমাণবোধক বস্তু হইল দ্রোণ পদার্থ, যাহার দ্বারা ধান্য প্রভৃতির পরিমাণ জ্ঞাত হইয়া থাকে। সেই পরিমাণবোধক দ্রোণ এবং উহার দ্বারা পরিমিত ধান্য—দুইটি একেবারেই ভিন্ন। সুতরাং উহাদের অভেদ প্রতীতি কখনই সম্ভব নয়।

ব্রীহির অন্বয় করিলে 'দ্রোণো ব্রীহিমানয়'—এইরূপ বাক্যও শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না কেন ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে প্রাতিপদিকার্থের সাহচর্য ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে সমান বিভক্তিক নামান্তরের সহিত যে স্থলে অন্বয় হইবে, সেই স্থলেই পরিমাণ মাত্রে প্রথমা বিভক্তি শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। 'দ্রোণো ব্রীহিঃ'—এই স্থলে দুইটিই প্রথমা বিভক্ত্যন্ত বলিয়া দ্রোণের সমানবিভক্তিক প্রথমান্ত ব্রীহির সহিত প্রত্যয়ার্থ পরিমাণের পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকভাবে অন্বয় হইয়াছে, কিন্তু 'দ্রোণো ব্রীহিমানয়'—এইরূপ 'ব্রীহিম্' পদটি দ্রোণের সমান বিভক্তিযুক্ত নয় বলিয়া উহার সহিত অন্বয় করিতে হইলে 'দ্রোণ' শব্দে পরিমাণ অর্থে প্রথমা হইবে না।

নাগেশ বলেন পরিমাণে প্রথমা—ইহার অর্থ 'পরিমাণে বর্তমানাৎ প্রাতিপদিকাৎ প্রথমা' পরিমাণে বর্তমান যে প্রাতিপদিক, উহাতে প্রথমা হয়; সুতরাং দ্রোণঃ, খারী, আঢ়কম্ ইত্যাদি পরিমাণে প্রথমা বিভক্তি হওয়ার উদাহরণ। পরিমাণবাচক দ্রোণ, খারী, প্রভৃতি শব্দের শেষে ইহার দ্বারা প্রথমা হইবে। প্রাতিপদিকার্থ অপেক্ষায় পরিমাণের আধিক্য থাকায় উক্ত স্থলে প্রথমা হইতে পারিত না বলিয়া পরিমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে দ্রোণ, খারী, ইত্যাদি পরিমাণবাচক শব্দের দ্বারা পরিমাণ অর্থেরও নিয়তরূপে উপস্থিত হওয়ায়, উহা নিয়তোপস্থিতিক, সুতরাং প্রাতিপদিকার্থ মাত্রেই প্রথমা হইতে ক্ষতি কি ?

ইহার উত্তর হইল এই যে—নাগেশ দীক্ষিতের নিয়তোপস্থিতিকত্বকে প্রাতিপদিকার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না ; কিন্তু তাঁহার মতে প্রবৃত্তিনিমিত্ত* ও উহার আশ্রয়ই প্রাতিপদিকার্থ। 'ঘট' শব্দে ঘটত্ব ও উহার আশ্রয় ঘটই প্রাতিপদিকার্থ। 'দ্রোণঃ' 'খারী' ইত্যাদি স্থলেও দ্রোণত্ব প্রভৃতি প্রবৃত্তিনিমিত্ত এবং উহার আশ্রয় দ্রোণ প্রভৃতি প্রাতিপদিকার্থ ; কিন্তু পরিমাণ প্রাতিপদিকার্থ নয়, উহা

---

* বৃত্তিগ্রহে যে ধর্ম প্রকার বা বিশেষণ হইয়া ভাসমান হয়, তাহাই 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত'। নাগেশ বলিয়াছেন—'ত্ব' বা 'তল্' প্রভৃতি ভাবপ্রত্যয়ের দ্বারা যে অর্থের ভান হয়, তাহাই প্রবৃত্তিনিমিত্ত। 'দ্রোণ' শব্দের বৃত্তিগ্রহে দ্রোণত্ব প্রকার হইয়া ভাসমান হয় ; সেইজন্যই উহা প্রবৃত্তিনিমিত্ত, কিন্তু পরিমাণ প্রবৃত্তিনিমিত্ত নয়।

দ্রোণত্ববিশিষ্ট দ্রোণে অভেদ সম্বন্ধে বিশেষণ হইয়া থাকে। যেমন ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটে ঘটগত পুংস্ত্ব বিশেষণ হইয়া থাকে। এই পরিমাণত্বরূপে 'দ্রোণ.' 'খারী' প্রভৃতি শব্দের বোধ করাইবার নিমিত্তই পরিমাণ মাত্রে প্রথমা বিভক্তি করা হয়।

'দ্রোণো ব্রীহিঃ'—ইত্যাদি প্রয়োগ 'সিংহো মাণবকঃ'—ইত্যাদির ন্যায় লক্ষণা করিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে। মাণবককে শিশু সিংহের ক্রৌর্যাদি গুণ দেখিয়া যেমন সিংহত্বের আরোপ করিয়া প্রয়োগ করা হয়, সেইরূপ 'দ্রোণো ব্রীহিঃ' ইত্যাদি স্থলেও পরিমাণত্বরূপে দ্রোণশব্দের বোধ করাইবার জন্য প্রথমে 'দ্রোণ' শব্দে প্রথমা বিভক্তি করিয়া পরে ব্রীহিতে উহার আরোপ করিলেও প্রাথমিক অর্থে যে প্রথমা হইয়া থাকে তাহাই থাকিবে।

কা—দীক্ষিতের মতে 'দ্রোণো ব্রীহিমানয়'—ইত্যাদি প্রয়োগের আপত্তি অনিবার্য, এইরূপ আপত্তির নিবারণের জন্য উক্ত প্রয়োগের অনভিধান অথবা সমান বিভক্তি নামান্তরার্থেই অন্বয় হইলে পরিমাণ অর্থে প্রথমা বিভক্তি হইবে। এইরূপ ক্লিষ্ট-কল্পনা করিতে হয়, সুতরাং পরিমাণত্বরূপে দ্রোণ প্রভৃতির বোধ করাইবার জন্যই পরিমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলে 'দ্রোণ', 'খারী' ইত্যাদি প্রয়োগে দ্রোণত্ব-বিশিষ্ট দ্রোণ, পরিমাণাভিন্ন এইরূপ বোধ হইবে। আর প্রবৃত্তিনিমিত্ত ও উহার আশ্রয়ই প্রাতিপদিকার্থ ইহা স্বীকার্য। ভাষ্যকার পরিমাণে প্রথমার উদাহরণ—'দ্রোণঃ', 'খারী', 'আঢ়কম্' ইত্যাদি বলিয়াছেন; কিন্তু 'দ্রোণো ব্রীহিঃ'কে পরিমাণ মাত্রের উদাহরণ বলেন নাই।

যদি 'দ্রোণঃ'— ইহারই অর্থ দ্রোণরূপ পরিমাণ অথবা পরিমাণরূপ দ্রোণ, তাহা হইলে 'দ্রোণঃ পরিমাণম্' এইরূপ একসঙ্গে প্রয়োগ হইতে পারে না—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে 'দ্বৌ ব্রাহ্মণৌ' ইত্যাদি বাক্যে যেমন ব্রাহ্মণ শব্দের পরবর্তী দ্বিত্ব অর্থের বাচক দ্বিবচনের দ্বারাই দুইটি ব্রাহ্মণের প্রতীতি হইলেও 'দ্বৌ' শব্দের প্রয়োগ ব্যবহার করা হয়, ঠিক সেইরূপ 'দ্রোণং পরিমাণম্' এই বাক্যেও বুঝিতে হইবে। যদিও 'উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ'—উক্ত অর্থের প্রয়োগ হয় না, এই নিয়ম অনুসারে দ্রোণ শব্দের দ্বারা পরিমাণ অর্থের প্রতীতি হওয়ায় আর পরিমাণ শব্দের প্রয়োগ করা উচিত নয়; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উক্তার্থের প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্পষ্টরূপে প্রতিপত্তির জন্য কখন কখনও উক্তার্থেরও প্রয়োগ স্বীকৃত হইয়া থাকে—'দ্বির্বদ্ধং সুবদ্ধং ভবতি'—একবার বাঁধার পরও যদি দ্বিতীয়বার বাঁধা হয়, তাহা হইলে তাহা সুবদ্ধ হইয়া যায়।

নাগেশের মতে অনিয়ত লিঙ্গ 'উচ্চৈঃ, নীচৈঃ', প্রভৃতি এবং লিঙ্গ প্রবৃত্তি-নিমিত্ত পুমান্ নপুংসকম্ ইত্যাদি প্রাতিপদিকার্থ মাত্রের উদাহরণ ; কারণ পুমান্ ও নপুংসক শব্দের অর্থ যথাক্রমে পুংত্ব ও নপুংসকত্ব—এই দুইটিই উক্ত শব্দ দুইটির প্রবৃত্তিনিমিত্ত। ইন্দ্রাণী, ভবানী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ স্থলে 'প্রাতিপদিকগ্রহণে লিঙ্গ-বিশিষ্টস্যাপি গ্রহণম্'—প্রাতিপদিক শব্দের উল্লেখ করিয়া কোন কার্য বুঝাইলে তাহা লিঙ্গবোধক প্রত্যয়বিশিষ্টেরও হইয়া থাকে। এই পরিভাষা অনুসারে ইন্দ্র প্রভৃতি প্রাতিপদিকের অর্থমাত্রে যেমন প্রথমা বিভক্তি হয় ; সেইরূপ 'ইন্দ্রাণী' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গবোধক 'ঙীপ্' প্রত্যয় বিশিষ্ট 'ইন্দ্রাণী' শব্দেও প্রথমা বিভক্তি হইতে কোন বাধা নাই। 'কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্'—ইত্যাদি নিয়তলিঙ্গ স্থলে এবং 'তটঃ, তটী, তটম্' ইত্যাদি অনিয়ত লিঙ্গ স্থলে লিঙ্গের আধিক্যবশতঃই প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে।

অনু—বচন হইল সংখ্যা—'একঃ, দ্বৌ, বহবঃ' ইত্যাদি। এস্থলে (প্রকৃতির দ্বারা) সংখ্যারূপ অর্থ উক্ত হওয়ায় বিভক্তির প্রয়োগ প্রাপ্ত ছিল না ; সেই জন্য 'বচন' গ্রহণ করা হইয়াছে।

কা—একত্ব, দ্বিত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি সংখ্যাবোধ করাইবার উদ্দেশ্যে একবচন দ্বিবচন, বহুবচনের প্রয়োগ হয় ; সুতরাং একত্ব, দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা হইল বচনের বাচ্য এবং একবচন প্রভৃতি বচন উহার বাচক—এই বাচ্য ও বাচক—দুইটি অভেদ অধ্যাস করিয়া পূর্বাচার্যগণ বচনের 'সংজ্ঞা' করিয়াছেন ; সুতরাং বচন বলিতে 'সংখ্যা' বুঝায়। তাৎপর্য এই যে সংখ্যামাত্রের প্রতীতি হইলে প্রথমা বিভক্তি হয়।

যেমন লিঙ্গমাত্রের আধিক্য ও পরিমাণমাত্রের আধিক্য বুঝাইলে প্রথমা বিভক্তি বিধান করা হইয়াছে ; সেইরূপ সংখ্যামাত্রের আধিক্যে প্রথমা বিভক্তি হয়—ইহা বলা হয় নাই, কারণ কেবল লিঙ্গ ও পরিমাণ কোথাও থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রাতিপদিকের অর্থের সহিতই উহাদের থাকা সম্ভব ; সেইজন্য সেক্ষেত্রে লিঙ্গমাত্রের ও পরিমাণমাত্রের আধিক্যেও প্রথমা হয় ইহা বলা হইয়াছে। সংখ্যাবাচক শব্দের স্থলে একত্ব, দ্বিত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি কেবল সংখ্যাই এক, দ্বি ও বহু প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নিয়তরূপে উপস্থিত হয়, সুতরাং এক, দ্বি ও বহু শব্দের প্রাতিপদিকার্থই একত্ব, দ্বিত্ব ও বহুত্ব সংখ্যা। সেইজন্যই এস্থলে সংখ্যামাত্রে প্রথমা বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে।

যদি একত্ব, দ্বিত্ব ও বহুত্বরূপ সংখ্যাই এক, দ্বি ও বহু শব্দের প্রাতিপদিকার্থ হয়, তাহা হইলে এইরূপক্ষেত্রে প্রাতিপদিকার্থমাত্রেই প্রথমা বিভক্তি সিদ্ধ আছে, পুনরায় তাহার জন্য আর উক্ত সূত্রে বচন গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই—এই শংকার নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে দীক্ষিত বলিয়াছেন—এস্থলে সংখ্যারূপ অর্থ প্রাতিপদিকের দ্বারা উক্ত হওয়ায় বিভক্তির প্রয়োগ প্রাপ্ত ছিল না ; কিন্তু এক্ষেত্রে বিভক্তি যাহাতে হয়, তাহার জন্য বচনের গ্রহণ করা হইয়াছে।

'একঃ, দ্বৌ, বহবঃ'—ইত্যাদি স্থলে প্রকৃতির দ্বারাই একত্ব, দ্বিত্ব ও বহুত্ব উক্ত হওয়ায়, 'উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ'—উক্ত অর্থের প্রয়োগ হয় না। এই ন্যায় অনুসারে সু, ঔ, জস্ বিভক্তির প্রয়োগ প্রাপ্ত ছিল না ; কিন্তু বচনগ্রহণের সামর্থ্যবশতঃ এস্থলে উক্ত ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না, সুতরাং উক্তার্থ হইলেও উক্তস্থলে বিভক্তির প্রয়োগ করিতে বাধা নাই। একঃ, দ্বৌ, বহবঃ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভক্তি কেবল প্রকৃতির অর্থেরই অনুবাদিকা মাত্র। কেবল প্রকৃতির বা কেবল প্রত্যয়ের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে—'ন চ কেবলা প্রকৃতিঃপ্রয়োক্তব্যা। ন চ কেবলঃ প্রত্যয়ঃ' (অনভি-হিতে সূত্রভাষ্য) সুতরাং শব্দের সাধুত্ব নির্বাহার্থ প্রকৃতির দ্বারা সংখ্যারূপ উক্ত হইলেও উহার অনুবাদিকা বিভক্তির প্রয়োগ অবশ্য করিতে হইবে, অন্যথা বিভক্তি-রহিত উপরি উক্ত শব্দগুলির প্রয়োগই হইত না।

ভাষ্যকার **অনভিহিতে** (২-৩-১) এই সূত্রস্থ তিঙ্, কৃৎ তদ্ধিত ও সমাসের দ্বারাই অভিধান হইবে এইরূপ পরিগণনের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ফলে এক, দ্বি, বহু—প্রকৃতির দ্বারা একত্ব, দ্বিত্ব ও বহুত্ব অর্থ অভিহিত বা উক্ত হওয়ায় একত্ব প্রভৃতি অর্থে একবচনাদি বিভক্তির প্রয়োগ প্রাপ্ত হয় না ; উহা যাহাতে হয় সেইজন্য উক্ত সূত্রে বচন গ্রহণ করা হইয়াছে,—**উক্তেষ্বপ্যেকত্বাদিষু প্রথমা যথা স্যাদিতি**—' (ভাষ্য ২।৩।৪৬)।

এস্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে প্রকৃতির দ্বারা উক্তার্থ হওয়ায় বিভক্তির প্রয়োগ প্রাপ্ত ছিল না ; কিন্তু বচন গ্রহণের দ্বারা শব্দে সাধুত্বনির্বাহের জন্য একবচন প্রভৃতি প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়—ইহা বলা হইয়াছে ; কিন্তু এক শব্দে দ্বিবচন ও বহুবচন, দ্বি শব্দে একবচন ও বহুবচন এবং বহুশব্দে একবচন ও দ্বিবচন হয় না কেন ? এক শব্দে একবচন, দ্বি শব্দে দ্বিবচন ও বহুশব্দে বহুবচন করিলেই যে শব্দের সাধুত্ব নির্বাহ হইবে আর অন্য কোন বিভক্তি যুক্ত হইলে উহাদের সাধুত্ব স্বীকৃত হইবে না, ইহাতে যুক্তি কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে প্রকৃতির অর্থের সহিত যে বিভক্ত্যর্থের অন্বয় হওয়া সম্ভব, সেই বিভক্তিই উক্তার্থ-প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইতে পারে। এক শব্দে একবচন যুক্ত হইতেই একত্বরূপ অর্থের সহিত অন্বয় হইতে পারে এবং দ্বি শব্দে দ্বিবচন এবং বহু শব্দে বহুবচন। যদি উক্ত প্রয়োগে বিরুদ্ধার্থক বিভক্তি যুক্ত হয় তাহা হইলে প্রকৃত্যর্থের সহিত উহার অন্বয় মোটেই সম্ভব নয়। বৈয়াকরণরা বলেন—**"অনন্বিতার্থবিভক্তিকল্পনাপেক্ষয়া অন্বিতার্থবিভক্তেঃ কল্পনৈব জ্যায়সী।"** প্রকৃতির অর্থ একত্ব এবং বিভক্তির অর্থ দ্বিত্ব হইলে দ্বিত্ববিশিষ্ট একত্বার্থে প্রতীতি হইবে—যাহা মত্ত প্রলাপের ন্যায় উপেক্ষণীয়। এইজন্য এক শব্দে একবচন, দ্বি-শব্দে দ্বিবচন ও বহুশব্দে বহুবচন যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই হইল অনুবাদিকা বিভক্তি, ভিন্নার্থের বোধিকা হইলে আর অনুবাদিকা হয় না।

কা—প্রাতিপদিকার্থ সূত্রে 'মাত্র' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, কর্ম, করণ প্রভৃতি অর্থেও যাহাতে প্রথমা না হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে কর্ম, করণ প্রভৃতি অর্থে **'কর্মণি দ্বিতীয়া'** (২-৩-২), **'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'** (২-৩-১৮) প্রভৃতি সূত্রের দ্বারা যে তৎ তৎ কারকে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি বিশেষরূপে বিহিত হইয়াছে, সেইগুলি ইহার বাধিকা হইবে। বিশেষ বিধির দ্বারা সামান্য বিধি বাধিত হওয়ায়, কর্ম, করণ প্রভৃতি অর্থে প্রথমার প্রাপ্তিই নাই, পুনরায় তাহার জন্য উক্ত সূত্রে 'মাত্র' গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন নয় কি? উত্তরে বক্তব্য এই যে— **'কর্মণি দ্বিতীয়া'** (২-৩-২) **'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'** (২-৩-১৮) ইত্যাদি সূত্রে 'কর্মন্যেব দ্বিতীয়া' 'কর্তৃকরণয়োরেব তৃতীয়া'-ইত্যাদি রূপে প্রত্যয় নিয়ম করিলে কর্ম, করণ প্রভৃতি অর্থেও প্রথমা বিভক্তির প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রাতিপদিকার্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থের প্রতীতি হইলে প্রথমা বিভক্তি যাহাতে না হয়, সেইজন্য উক্তসূত্রে 'মাত্র' গ্রহণ করা হইয়াছে। 'কর্মণ্যেব দ্বিতীয়া'—ইত্যাদি প্রত্যয়-নিয়মে কর্মত্বাদি অর্থের অভাব থাকিলে দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি হয় না; কিন্তু কর্মত্বাদির সমানাধিকরণ যদি অন্য অর্থ থাকে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়া হয়ই, যেমন—'গাং দোগ্ধি পয়ঃ'—ইত্যাদি স্থলে কর্মত্বসমানাধিকরণ অপাদানত্বাদি শক্তির বোধ থাকা কালে দ্বিতীয়া হয়। এইভাবে 'প্রাতিপদিকার্থে এব প্রথমা' এইরূপ প্রত্যয়-নিয়ম করিলে প্রাতিপদিকার্থের অভাব থাকা কালে যদি কর্মত্বাদি অর্থ থাকে, উহার ব্যাবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু প্রাতিপদিকার্থবিশিষ্ট কর্মত্ব প্রভৃতির অর্থের প্রতীতি

কালেও প্রথমা প্রাপ্ত হইবে, সেই সব ক্ষেত্রে যাহাতে প্রথমা না হয়; সেইজন্য উক্ত সূত্রে 'মাত্র' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। এস্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে প্রাতিপদিকার্থ থাকে না অথচ কর্মত্বাদি অর্থ থাকে এমন প্রয়োগ নাই সুতরাং প্রাতিপদিকার্থাভাব সমানাধিকরণ অর্থান্তর থাকিতেই পারে না; যদি না থাকে, তাহা হইলে আর উহার ব্যাবৃত্তি করা যাইতে পারে না। অতএব 'কর্মণি সত্যেব দ্বিতীয়া'—কর্ম থাকিলেই দ্বিতীয়া হইবে অন্যত্র হইবে না। এইরূপ 'প্রাতিপদিকার্থ সত্ত্বে এব প্রথমা ন তু তদসত্ত্বে'—'প্রাতিপদিকার্থের সত্তা থাকিলেই প্রথমা হইবে, কিন্তু উহা না থাকিলে হইবে না,—এইরূপ নিয়মের দ্বারা নিরর্থক শব্দগুলির ব্যাবৃত্তি হইতে পারে এবং প্রাতিপদিকার্থ থাকা কালেও যদি কর্মত্বাদি অর্থ থাকে, সে ক্ষেত্রেও প্রথমা বিভক্তি প্রাপ্ত হইবে। তাহা যাহাতে না হয়, সেই জন্যই 'মাত্র' গ্রহণ করা হইয়াছে। এইপ্রকার প্রত্যয়-নিয়ম স্বীকার করিয়াই সূত্রকার 'মাত্র' পদের গ্র ণ করিয়াছেন।

'কর্মণি দ্বিতীয়ৈব', 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়ৈব' এইরূপ অর্থ-নিয়ম করিলে কর্ম কারকে দ্বিতীয়াই হয় ও করণকারকে তৃতীয়াই হয়—এই নিয়ম অনুসারে কর্ম, করণ প্রভৃতি কারকে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি তৎ তৎ বিভক্তি প্রথমা বিভক্তির বাধ করিবে, সুতরাং কর্মাদি বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইলে প্রথমা বিভক্তি হইতেই পারে না; তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য প্রাতিপদিকার্থ সূত্রে 'মাত্র' পদ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই।*

* এইরূপ বচন ও পরিমাণ পদেরও গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নাই। একত্ব, দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা এক দ্বি প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের দ্বারা উক্ত হইলেও 'ন চ কেবলা প্রকৃতিঃ প্রয়োক্তব্যা ন চ কেবল প্রত্যয়ঃ'—কেবল প্রকৃতির বা কেবল প্রত্যয়ের প্রয়োগ করা উচিত নয়—এই উক্তি অনুসারে একবচন, দ্বিবচন প্রভৃতি বোধক বিভক্তি যোগেই উহাদের প্রয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে এক বা দ্বি শব্দের শেষে অনন্বয়ী দ্বিবচন, বহুবচন প্রভৃতি প্রয়োগ হইতেই পারিবে না।

দ্রোণাভিন্নং যৎপরিমাণং তৎপরিচ্ছিন্নো ব্রীহিঃ ইত্যাদি রূপে পরিমাণত্বরূপে দ্রোণের শাব্দবোধ করাইবার জন্য যে পরিমাণ পদের গ্রহণ করা হইয়াছে নাগেশের মতে—ইহা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ শাব্দবোধের বৈলক্ষণ্যের জন্য কোন পদের গ্রহণ করা উচিত বলিয়া মনে হয় না। এইজন্যই 'তস্যেদম্' (৪।৩।১২০) সূত্র অনুসারে অপত্যার্থেও 'অন্' প্রত্যয় সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও 'তস্যাপত্যম্' (৪।১।৯২) সূত্রটির প্রণয়ন কেন করা হইয়াছে—এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি শাব্দবোধের বৈলক্ষণ্য স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে আর ঐরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারিত না।

এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রত্যয়-নিয়ম পক্ষটিকে স্বীকার করিয়া সূত্রকার পাণিনি প্রাতিপদিকার্থ সূত্রে 'মাত্র' পদের গ্রহণ করিয়াছেন, আর মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি প্রত্যয়-নিয়ম পক্ষ স্বীকার করিয়াও 'মাত্র' পদ গ্রহণের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রত্যয়-নিয়ম পক্ষেও যদি প্রাতিপদিকার্থের অস্তিত্ব থাকিলেই প্রথমা হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে সম্বোধন অর্থের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও প্রথমা বিভক্তি হইতে বাধা নাই, সুতরাং সম্বোধনার্থেও প্রথমা বিভক্তি সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যে **'সম্বোধনে চ'** (২—৩—৪৭) সূত্রের প্রণয়ন করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হইবে যে কর্মত্বাদি বিশিষ্ট অর্থে প্রথমা হয় না। এইরূপ জ্ঞাপন অনুসারে কর্মত্বাদি বিশিষ্ট অর্থে প্রথমা বিভক্তির প্রাপ্তি ই হইতে পারে না, তাহার জন্য আবার 'মাত্র' গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। ৫৩২

৫৩৩। সম্বোধনে চ। (২-৩-৪৭)

ইহ প্রথমা স্যাৎ। হে রাম। ৫৩৩।

অনু—সম্বোধনের আধিক্য বুঝাইলেও প্রথমা বিভক্তি হয়।

কা—পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রত্যয়-নিয়ম পক্ষে কর্মত্বাদিবিশিষ্ট অর্থে যাহাতে প্রথমা বিভক্তি না হয়, সেইজন্য 'মাত্র' গ্রহণ করা হইয়াছে। 'মাত্র' গ্রহণ থাকায় প্রাতিপদিকার্থ মাত্রেই প্রথমা হইবে, যদি প্রাতিপদিকার্থ ব্যতীত অন্য অর্থও প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে প্রথমা হইতে পারে না; সুতরাং সম্বোধন অর্থের আধিক্য বুঝাইলেও প্রথমা প্রাপ্তি ছিল না, সেক্ষেত্রে যাহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়, সেইজন্য এই সূত্রটি রচিত হইয়াছে। সম্বোধনের অর্থ হইল 'অভিমুখীকৃত্য জ্ঞাপনম্'—সম্বোধ্য ব্যক্তিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া কিছু বোঝান। যেমন—'হে রাম মাং পাহি'—ওহে রাম, তুমি আমাকে রক্ষা কর ইত্যাদি। এস্থলে রামকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার প্রতি নিজের রক্ষণ বোধিত হইতেছে। 'সম্' এই উপসর্গবশতঃ সম্বোধনের অর্থ হয় —'সম্যগ্ বোধ করানো'। পূর্ব হইতে জ্ঞাত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই কোন কিছু বোধিত হইয়া থাকে; যাহা অজ্ঞাত, তাহার উদ্দেশ্যে কিছু বলা যায় না; সুতরাং 'অনুবাদ্য' অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিষয়েই সম্বোধন বিভক্তির প্রয়োগ হয়; কিন্তু বিধেয়

বিষয়ে উহার প্রয়োগ হইতে পারে না। এইজন্য 'হে রাজন্, সার্বভৌমো ভব' ইত্যাদি স্থলে সার্বভৌম প্রভৃতি বিধেয় পদে সম্বোধন-বিভক্তি আসিতে পারে না। রাজস্বরূপে রাজা পূর্ব হইতেই জ্ঞাত, সেইজন্য উহাতে সম্বোধনবিভক্তি হইবে; কিন্তু সার্বভৌমত্ব, বাক্য প্রয়োগ কাল পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকায়, উহা বিধেয়; সুতরাং এই সার্বভৌম প্রভৃতি অপূর্ববোধ্য-বিধেয় পদে কখনও সম্বোধন বিভক্তি হইবে না।

সম্বোধন পদ ক্রিয়ার বিশেষণ হয় এবং সম্বোধন প্রকৃত্যর্থের বিশেষ্য হইয়া থাকে, 'ব্রজানি দেবদত্ত' ইত্যাদি প্রয়োগে 'দেবদত্ত' প্রভৃতি আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধনে প্রথমান্ত পদের **'আমন্ত্রিতস্য-চ'** (৮-১-১৯) এই সূত্রানুসারে নিঘাত (সর্বানুদাত্ত) হওয়া সম্ভব। বাক্যপদীয় গ্রন্থের টীকাকার পুণ্যরাজ বাক্যের লক্ষণ করিয়াছেন—'আখ্যাতং সবিশেষণম্ বাক্যম্'—বিশেষণ যুক্ত আখ্যাত অর্থাৎ ক্রিয়াপদকে বাক্য বলে। **'সমর্থঃ পদবিধিঃ'** (২-১-১) সূত্রের ভাষ্যেও ভাষ্যকার বাক্যের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন।) এই লক্ষণ অনুসারে 'ব্রজানি দেবদত্ত' একটি বাক্য আর 'নিঘাত' হয় সমান বাক্যেই। 'সমানবাক্যে নিঘাত যুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যাঃ'—নিঘাত ও যুষ্মদ্, অস্মদ্ শব্দের স্থানে 'বস্' 'নস্' প্রভৃতি আদেশ সমান বাক্যেই হইয়া থাকে, সুতরাং সমান বাক্যে পদের পরবর্তী আমন্ত্রিত পদের 'নিঘাত' হয়। যদি সম্বোধন পদ ক্রিয়ার বিশেষণ না হইত, তাহা হইলে সমান বাক্য না হওয়ায় 'ব্রজানি দেবদত্ত' ইত্যাদি স্থলে **'আমন্ত্রিতস্য চ'** (৮-১-১৯) এই আষ্টমিক সূত্র অনুসারে আমন্ত্রিত পদের নিঘাত হইত না। এ সম্বন্ধে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

> "সম্বোধনপদং যচ্চ তৎ ক্রিয়ায়াং বিশেষণম্।
> ব্রজানি 'দেবদত্তে'তি নিঘাতোঽত্র তথাসতি॥"

তাহা হইলে 'ব্রজানি দেবদত্ত'—এই প্রয়োগের এইরূপ শাব্দবোধ হইবে—'দেবদত্তসম্বন্ধি সম্বোধনবিষয়কং মৎকর্তৃকং ব্রজনম্'—দেবদত্ত সম্বন্ধী সম্বোধনের বিষয়ীভূত আমা কর্তৃক গমন। 'রাম, মাং পাহি'—ইত্যাদি স্থলে শাব্দবোধ হইবে—'রামসম্বন্ধি সম্বোধনবিষয়কং মৎকর্মকং রক্ষণম্'—রামসম্বন্ধী সম্বোধনের বিষয়ীভূত আমি কর্ম যাহার এইরূপ রক্ষণ। সবিশেষণ আখ্যাতই যে বাক্য—ইহা ঠিক নয়, কারণ 'নদ্যাস্তিষ্ঠতি কূলে' 'শালীনাম্তে ওদনং দাস্যামি" ইত্যাদি ক্ষেত্রে ষষ্ঠ্যন্ত শব্দ আখ্যাতের বিশেষণ না হওয়ায়, উহাদের বাক্যত্ব হইবে না, ফলে নিঘাতও হইতে পারিবে না।

ক্রিয়াতেই যে সম্বোধন পদের অন্বয় হয়, ইহা নাগেশ মানিতে রাজি নন।* তিনি বলেন—'ব্রজানি দেবদত্ত'—এই বাক্যে সম্যক্‌রূপে বোধবিষয়তা অস্মৎ পদার্থে অথবা ব্রজন ক্রিয়াতে—উভয়েই থাকিতে পারে। বিশদ বিবরণ নাগেশ কৃত সুবর্থবাদে দ্রষ্টব্য।

ইতি প্রথমা কারক। ॥ ৫৩৩ ॥

৫৩৪। কারকে। (১-৩-২৩)।

ইত্যধিকৃত্য। ৫৩৪।

অনু—পরবর্তী প্রতিটি সূত্রে **'তৎ প্রযোজকো হেতুশ্চ'** (১-৪-৫৫) সূত্র পর্যন্ত এই সূত্রের অধিকার হয়।

কাঃ—সংজ্ঞা, বিশেষণ, স্থানী, প্রকৃতি প্রভৃতি অনেক প্রকার অধিকার হইয়া থাকে। এস্থলে সংজ্ঞারূপে ইহার অধিকার করা হইয়াছে। পরবর্তী প্রতিটি সূত্রে ইহা অনুবৃত্ত হইয়া সংজ্ঞার প্রতীতি করায়। কিন্তু সংজ্ঞা বিধেয়, অর্থাৎ সাধ্য, কিন্তু সিদ্ধ নয়; সেক্ষেত্রে প্রথমা হওয়া উচিত। যেমন **'প্রত্যয়ঃ'** (৩-১-১) সূত্রটি সংজ্ঞারূপে অধিকৃত হয় বলিয়া প্রথমান্ত হইয়াছে; সেইরূপ এক্ষেত্রে প্রথমান্তই হইবে। পাণিনি এই সূত্রটিকে সপ্তম্যন্ত রূপে অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং সংজ্ঞার অধিকার কিরূপে স্বীকার করিতে পারা যায়? এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে এস্থলে প্রথমার অর্থে সপ্তমী করা হইয়াছে—বিভক্তির ব্যত্যয় করিলে এইরূপ হয়। যদ্যপি ব্যত্যয় বেদেই হইয়া থাকে; কিন্তু পাণিনীয় সূত্রগুলিকে বেদের মত কার্যধর্মী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে—'ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি।'

প্রতি সূত্রে বাক্যভেদ করিয়া কারক সংজ্ঞার বিধান করা হয়, যেমন **'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্'** (১-৪-২৪) এই সূত্রের যোগবিভাগ করিলে 'ধ্রুবমপায়ে'

*এবঞ্চ সম্বোধনান্তস্য ক্রিয়ায়ামেবান্বয়ে সাধুত্বে দৃঢ়তরং মানং চিন্ত্যম্। অনুভবস্তথা প্রাচাং চেৎ, অস্তু। এবঞ্চ 'দেবদত্তসম্বোধনবিষয়ং মৎকর্তৃকং ব্রজনমিতি' দেবদত্তসম্বোধ্যকং ব্রজনমিতি বা বোধঃ। উভয়ত্রাপি বোধবিষয়ত্বং মৎপদার্থে, ব্রজনে বেতি যথানুভবং বোধ্যম্। অ ধকমস্মৎকৃতে সুবর্থবাদে দ্রষ্টব্যম্।—বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখরে কারকপ্রকরণম্।

ও 'অপাদানম্'—এই দুইটি বাক্য গঠিত হয়। প্রথম বাক্যে 'কারকম্' পদের অধিকার হইলে 'অপায়ে ধ্রুবম্ কারকম স্যাৎ'—বিভাগ হইলে যাহা 'ধ্রুব' তাহার কারক সংজ্ঞা হয়। দ্বিতীয় বাক্যে 'ধ্রুবমপায়ে' ও 'কারকম্' অনুবৃত্ত হইলে 'অপায়ে যদ্ ধ্রুবং তৎ কারকং সৎ অপাদানসংজ্ঞং ভবতি' বিভাগে যাহা ধ্রুব অর্থাৎ অবধি, তাহা কারক সংজ্ঞক হইয়া অপাদানসংজ্ঞক হয়—এইরূপ বাক্যভেদ করিয়া দ্বিতীয় বাক্যে 'কারক' পদের অনুবৃত্তি করার ফলে কারক সংজ্ঞার সহিত অপাদান, সম্প্রদান প্রভৃতি সংজ্ঞার সমাবেশ সিদ্ধ হয়। অন্যথা **'আকড়ারাদেকা সংজ্ঞা'** (১-৪-১), এই সূত্র অনুসারে **'কড়ারা কর্মধারয়ে'** (২-১-৩৮) সূত্র পর্যন্ত একটি সংজ্ঞাই হইবে—এই নিয়ম অনুসারে পরবর্তী ও অনবকাশভূত সংজ্ঞার দ্বারা কারক সংজ্ঞা বাধিত হইবে। কিন্তু অপাদান প্রভৃতি প্রত্যেক সংজ্ঞার দ্বারা যদি কারক সংজ্ঞার বাধ হয়, তাহা হইলে কারক সংজ্ঞার বিধানও নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং কারক সংজ্ঞার বিধান সামর্থ্যবশতঃ কারক সংজ্ঞাও হইবে এবং অপাদান, সম্প্রদান প্রভৃতি সংজ্ঞাও হইবে। এইরূপ পর্যায়ক্রমে দুইটি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও যুগপৎ দুইটি সংজ্ঞার সমাবেশ সিদ্ধ হইতে পারিত না। পূর্বোক্ত দুই বাক্য করিয়া দ্বিতীয় বাক্যে যে কারক পদের অনুবৃত্তি করা হইয়াছে; এইরূপ অনুবৃত্তির ফল হইল দুইটি সংজ্ঞার সমাবেশ হওয়া।* প্রতিটি সূত্রে 'কারকং সদপাদানম্', 'কারকং সৎ সম্প্রদানম্'—কারক সংজ্ঞক হইয়া অপাদান সংজ্ঞা হয়, কারক সংজ্ঞক হইয়া সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। এইরূপ বাক্যের দ্বারা দুইটি সংজ্ঞার যুগপৎ সমাবেশ হইয়া থাকে; কিন্তু পরবর্তী তৎ তৎ বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা কারক সংজ্ঞা বাধিত হয় না।

ফলে 'চিতঃ' সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত হইবে, কিন্তু **থাথঘঞ** (৬।১।১৪৪)

* কারক সংজ্ঞার সহিত তৎ তদ্‌বিশেষ সংজ্ঞার সমাবেশ হওয়ার ফলে 'স্তম্বেরমঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'স্তম্বে' পদে অধিকরণ ও কারক সংজ্ঞা দুই হইয়াছে। অধিকরণে সপ্তমী হইয়াছে এবং **'স্তম্ব-কর্ণয়ো রমিজপোঃ'** (৩-২-১৩) সূত্র অনুসারে 'স্তম্ব' উপপদ থাকিতে 'রম্' ধাতুর শেষে 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া উপপদ তৎপুরুষ সমাস করিলে 'স্তম্বেরমঃ' পদটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। **'তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্'** (৬-৩-১৪) সূত্রানুসারে সপ্তমী বিভক্তি অলুক হওয়ায় 'স্তম্বেরমঃ' পদ হয়। ইহাতে 'স্তম্বে' এই কারকের পরবর্তী উত্তর পদের **'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ'** (৬-২-১৩৯) সূত্রানুসারে উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর হয়।

ইত্যাদি দ্বারা হইবে না, কারণ সে সূত্রে 'অপ্' এর সাহচর্য্য বশতঃ (এরচ্ (৩।৩।৪৩) সূত্র বিহিত 'অচ্' প্রত্যয় গৃহীত হইয়া থাকে।

যদি 'স্তম্বে' এই অধিকরণের কারক সংজ্ঞা না হইত, তাহা হইলে কারক সংজ্ঞা প্রযুক্ত উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইতে পারিত না। প্রশ্ন হইতে পারে যে উক্ত স্থলে উপপদের পরবর্তী বলিয়াও উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর হইতে পারে। উত্তর পদ প্রকৃতিস্বর যেমন কারকের পরবর্তী উত্তরপদের হয়, সেইরূপ উপপদের পরবর্তী উত্তরপদেরও হইয়া থাকে; সুতরাং উপপদের পরবর্তী বলিয়া তাহাতেই উক্ত ক্ষেত্রে উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর হওয়া সম্ভব। তাহার জন্যই আর অধিকরণের সহিত কারক সংজ্ঞার সমাবেশ হয়, ইহা বলা যায় না। এইরূপ প্রশ্নের সমাধান-কল্পে বলা হয় যে 'স্তম্বকর্ণয়োঃ' এই নির্দ্দেশের দ্বারা 'স্তম্ব' এই নির্বিভক্তি প্রকৃতিই উপপদ ইহা জ্ঞাত হইয়া থাকে। উপপদ সংজ্ঞা প্রাতিপদিক মাত্রের হয়; কিন্তু সুবন্ত পদের উপপদ সংজ্ঞা হয় না; সুতরাং 'স্তম্বে' এই সপ্তম্যন্ত পদ উপপদ হইতে পারে না। সেইজন্য উক্তক্ষেত্রে উপপদের পরবর্তী বলিয়া উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর হইবে না; কিন্তু কারকের পরবর্তী বলিয়া উত্তরপদ প্রকৃতিস্বব হইবে।

নাগেশ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে 'স্তম্বেরমঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপপদের পরবর্তী উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে; সুতরাং ইহা অধিকরণ ও কারক উভয় সংজ্ঞার স্থল নয়। 'স্তম্বে'—এই সপ্তম্যন্তই উপপদ। উপপদ সংজ্ঞা বিভক্ত্যন্ত পদের হয়; কিন্তু উহার প্রকৃতিভূত কেবল শব্দমাত্রের উপপদ সংজ্ঞা হয় না। এ বিষয়ে প্রমাণ হইল 'উপপদ'—এইরূপ মহাসংজ্ঞা করা। মহাসংজ্ঞা করা হয় অন্বর্থ লাভের জন্য, অর্থাৎ 'উপোচ্চারিতং পদম্ উপপদম্' সমীপে উচ্চারিত যে পদ তাহাই উপপদ। উপপদ সংজ্ঞাবিষয়ক সূত্রে ভাষ্যকার ইহাই বলিয়াছেন "লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞা ক্রিয়তে, তত্র মহত্যাঃ সংজ্ঞায়াঃ করণে এতৎ প্রয়োজনম্, 'অন্বর্থসংজ্ঞা যথা 'বিজ্ঞায়েত' **উপোচ্চারিতং পদমুপপদমিতি'** (৩।১।৫।৩২) সুতরাং সংজ্ঞাদ্বয় সমাবেশের ফল হইল 'গ্রামে বাসঃ' ইত্যাদি।

'গ্রামে বাসঃ' ইত্যাদিক্ষেত্রে অধিকরণ সংজ্ঞা হওয়ার ফলে **'সপ্তম্যধিকরণে চ'** (২।৩।৩৬) সূত্রানুসারে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে এবং কারক সংজ্ঞার সহিত তৎ বিশেষ সংজ্ঞার সমাবেশের ফল হইল—'গ্রামে বাসঃ'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'গ্রামে' এই কারকের পরবর্তী ঘঞন্ত 'বাসঃ' এই উত্তরপদের **'থাথঘঞক্তাজবিত্রকাণাম্'**

(৬-২-১৪৪) সূত্রের দ্বারা অন্তোদাত্ত হওয়া।* কারণ উহাতেও কারকাৎ পদের অনুবৃত্তি হওয়ায় কারকের পরবর্তী ঘঞন্তের অন্তোদাত্ত বিহিত হইয়া থাকে। পরে উক্ত স্থলে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস এবং 'শয়বাস—বাসিষ্বকালাৎ' (৬-২-১৮) সূত্রানুসারে বিভক্তির অলুক হইয়াছে।

'কারক' এইরূপ মহাসংজ্ঞার ফল হইল—'অন্বর্থলাভ' অর্থাৎ অনুগত অর্থের লাভ যাহাতে হয়। এস্থলে অনুগত অর্থ হইল—'করোতি' ক্রিয়াং নির্বর্তয়তীতি 'কারকম্—ক্রিয়ার নির্বর্তকই কারক। কর্তা স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়ার সম্পাদন করে আর অন্যান্য কারকগুলি কর্তার পরতন্ত্ররূপে ক্রিয়ার নিষ্পাদন করিয়া থাকে। প্রত্যেক কারকেরই প্রধান ক্রিয়ার সিদ্ধির উপযোগিতা আছে; যেমন অপাদানের অবধিভাব হওয়া, সম্প্রদানের প্রেরণা, অনুমতি, নিরাকরণ প্রভৃতি; করণের কাষ্ঠ-জ্বলন প্রভৃতি, অধিকরণের সম্ভবন, ধারণ প্রভৃতি, কর্মের নির্বৃত্তি প্রভৃতি আর কর্তার প্রয়োজক কর্তৃক প্রেষণ প্রভৃতি। কর্তার সন্নিধানে প্রত্যেকটি কারকই প্রধান ক্রিয়ার নিষ্পত্তি যাহাতে হয়, তাহার জন্য সাহায্য করিয়া থাকে, কিন্তু কর্তার সন্নিধান না থাকিলে স্ব স্ব ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য বশতঃ উহারা কর্তা হইয়া থাকে; যেমন রাজার সন্নিধানে মন্ত্রিবর্গের পারতন্ত্র্য; কিন্তু রাজার অসন্নিধানে মন্ত্রিবর্গের তৎ তৎ ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য বশতঃ কর্তৃত্ব থাকে।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে 'কারক' শব্দে কর্তায় 'ণ্বুল্' প্রত্যয় হওয়ায় উহার অর্থ ক্রিয়ানিষ্পত্তির কর্তা, কিন্তু ছয়টি কারকেই যদি ক্রিয়ানিষ্পত্তির কর্তৃত্ব থাকে তাহা হইলে উহাদের সকলেরই কর্তৃ সংজ্ঞা হওয়া দুর্নিবার, এ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে সকল কারকেই প্রধান ক্রিয়া হইল সাধ্য। প্রধান ক্রিয়ার নিষ্পত্তির জন্য সকল কারকের প্রচেষ্টা দেখা যায়, সুতরাং প্রধান ক্রিয়ায় সকলেরই কর্তৃত্ব আছে। তবে প্রত্যেকটি কারকের স্ব স্ব অবান্তর ব্যাপারের বিবক্ষা করিলে উহাদের করণাদিরূপতা আসে। যেমন সন্তানোৎপত্তিতে মাতাপিতার কর্তৃত্ব: কিন্তু ভেদবিবক্ষা করিলে

*'সমাসস্য' (৬।১।২২৩) সূত্রানুসারে প্রাপ্ত অন্তোদাত্তস্বরকে বাধ করিয়া 'তৎপুরুষে তুল্যার্থতৃতীয়া, (৬।২।২) ইত্যাদি সূত্রানুসারে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু কারক সংজ্ঞা হওয়ার ফলে গতিকারকোপপদাৎকৃৎ' (৬।২।১৩৯) সূত্রানুসারে উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলে (ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্') সূত্রানুসারে 'বাসের' আকার উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু উহাকেও বাধ করিয়া 'থাথাদি' সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত হইল।

উহাদের অধিকরণ বা অপাদান হইয়া থাকে। অয়ম্ অস্যাং জাতঃ। এই ছেলেটি ইহাতে (এই জননীতে) উৎপন্ন হইয়াছে। 'অয়ম্ অস্য জনয়িতা'—মাতা হইতে পুত্রোৎপন্ন করাইতেছে ইত্যাদি। 'স্বতন্ত্রঃকর্ত্তা' (১-৪-৫৪) স্বতন্ত্রার্থক কারকের অনুবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও যে 'স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা' (১-৪-৫৪) সূত্রে স্বতন্ত্র শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে যাহার স্বতঃস্বাতন্ত্র্য আছে, উহার কর্তৃ সংজ্ঞা হইবে, কিন্তু পারতন্ত্র্য সহিত স্বাতন্ত্র্য বুঝাইলে উহার কর্তৃ সংজ্ঞা হইবে না; সেইজন্য কর্ত্তার সমবধানকালে করণ প্রভৃতি কারকের পারতন্ত্র্য বুঝাইয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে উহাদের কর্তৃ সংজ্ঞা না হইয়া করণাদি সংজ্ঞা হয়; কিন্তু নিজের ব্যাপারে উহাদের স্বাতন্ত্র্য থাকেই; সুতরাং 'কারক' শব্দের ব্যবহারে কোন অনুপপত্তি থাকে না। স্বাতন্ত্র্য কখনও উদ্ভূত থাকে, কখনও তিরোহিত! কর্ত্তার সমবধান কালে উহা তিরোহিত; কিন্তু কর্ত্তার ব্যবধানে উহা উদ্ভুত থাকে। সেইজন্য 'কাষ্ঠং পচতি' 'স্থালী পচতি' প্রভৃতির ব্যবহারে, কাষ্ঠাদি করণগত ও স্থালী প্রভৃতি অধিকরণগত স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভুতত্ব বিবক্ষায় এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

নাগেশ এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন[১] ক্রিয়া অর্থে কারক শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। 'করোতি কর্তৃকর্মব্যপদেশম্' কর্তা কর্ম প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যপদেশ করে বলিয়া ক্রিয়াকেই এস্থলে 'কারক' বলা হইয়াছে। 'কারকে'—এই সপ্তম্যন্ত পদের অর্থ হইল 'ক্রিয়ায়াম্'। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—'যাবৎ ব্রূয়াৎ ক্রিয়ায়াং তাবৎ কারকে ইতি'। 'ক্রিয়ায়াম্' আর 'কারকে' একই কথা। সপ্তমী বিভক্তির অর্থ বিষয় অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার বিষয় তাহা কারক সংজ্ঞক হইয়া থাকে। এস্থলে বিষয় শব্দের অর্থ হইল জনক, সুতরাং 'ক্রিয়াজনকত্বং কারকত্বম্' ক্রিয়ার জনকই হইল কারক পদার্থ। প্রধান ক্রিয়া নিষ্পত্তির উপযোগিনী অবান্তর ক্রিয়ার আশ্রয়ত্বই এস্থলে জনকত্ব। কর্মের ফলের দ্বারা প্রধান ক্রিয়ার জনকত্ব, অধিকরণের কর্তা বা কর্মের দ্বারা উহার জনকত্ব এইভাবে 'মহ্যং দেহি' এইরূপ বাক্যোচ্চারণের পরেই দাতার দান করিবার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া সম্প্রদানেরও প্রধান

১। করোতি কর্তৃকর্মব্যপদেশানিতি ব্যুৎপত্ত্যা 'কারকশব্দঃ ক্রিয়াপরঃ' তেন ক্রিয়ায়ামিত্যর্থঃ। তদুক্তং ভাষ্যে 'যাবদ্ ব্রূয়াৎ ক্রিয়ায়ামিতি তাবৎ কারকে ইতি। ক্রিয়ায়াং যদ্ বিষয়স্তৎ কর্মাদি সংজ্ঞমিত্যর্থঃ বিষয়ত্বঞ্চ জনকত্বেনেতি বোধ্যম্। অত এবৈষাং ক্রিয়ায়ামেবান্বয়ঃ। ক্রিয়াজনকমিতি জ্ঞাতে কা সা ক্রিয়া ইত্যাকাং-ক্ষোদয়েন ক্রিয়য়া জনকাঙ্ক্ষয়া চ তত্রৈবান্বয়োচিতত্বাৎ—বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখরে।

ক্রিয়ার প্রতি জনকত্ব, অপাদানের অবধিভাবের দ্বারা জনকত্ব হইয়া থাকে। এই জন্যই 'ব্রাহ্মণস্য পুত্রং পন্থানং পৃচ্ছতি'—বাক্যস্থ ব্রাহ্মণ শব্দে 'অকথিতঞ্চ' সূত্রানুসারে কর্মসংজ্ঞা হইল না। কারণ এস্থলে 'প্রচ্ছ্' ধাতুর অর্থ জ্ঞানানুকূল শব্দোচ্চারণরূপ ক্রিয়া, ইহাতে যে বিশেষণ জ্ঞান, উহাব আশ্রয় হইল পুত্র এবং পথ হইল উহার বিষয়; সেইজন্য উপরিউক্ত ক্রিয়ার বিশেষণীভূত জ্ঞানের জনক পুত্র বলিয়া উহাতে পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে কর্মসংজ্ঞা হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ শব্দে হইবে না। ব্রাহ্মণ শব্দের সহিত 'প্রচ্ছ' ক্রিয়ার অন্বয় নাই। উহার অন্বয় হইল পুত্র শব্দের সহিত, আর পুত্রের পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় জ্ঞানজনকত্বরূপে পূর্বে গৃহীত হওয়ায়[২] ব্রাহ্মণ* অন্যথাসিদ্ধ; কিন্তু জনক নয়। নাগেশের এই ব্যাখ্যায় 'কারকে' সূত্রের বিভক্তি বিপরিণামের প্রয়োজন থাকে না। ৫৩৪।

৫৩৫। কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম। (১-৪-৯)

কর্তুঃ ক্রিয়য়া আপ্তুমিষ্টতমং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ। কর্তুঃ কিম্—মাষেষ্বশ্বং বধ্নাতি। কর্মণ ঈপ্সিতা মাষাঃ ন তু কর্তুঃ। তমব্-গ্রহণং কিম্—পয়সা ওদনং ভুঙ্ক্তে। 'কর্ম' ইত্যনুবৃত্তৌ পুনঃ কর্ম-গ্রহণমাধার নিবৃত্ত্যর্থম্। অন্যথা গেহং প্রবিশতীত্যত্রৈব স্যাৎ। (৫৩৫)

অনু—কর্তা স্বীয় ক্রিয়ার দ্বারা যাহার সহিত সাতিশয় সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছা করে এইরূপ কারকই কর্ম।

কা—ইহাতে 'কর্তুঃ'—এই পদে '**ক্তস্য চ বর্তমানে**' (২-৩-৬৭) সূত্রানুসারে কর্তায় ষষ্ঠী হইয়াছে। 'ঈপ্সিত' শব্দটি সনন্ত 'আপ্' ধাতুর শেষে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে—আপ্ + সন্ (ইচ্ছার্থে সন্) **আপ্‌জ্ঞপ্যৃধামীৎ** (৭-৪-৫৫)

২। অন্বর্থসংজ্ঞাবিজ্ঞানাচ্চ ক্রিয়ায়া অজনকস্য ন। তেন ন ব্রাহ্মণস্য পুত্রং পন্থানং পৃচ্ছতীত্যাদৌ ব্রাহ্মণপদার্থস্য পৃচ্ছিকর্মণো নিমিত্তস্যকর্মত্বাপত্তিঃ অকথিত-ঞ্চেত্যনেন। ক্রিয়াজনকত্বন্তু ন ব্রাহ্মণস্য পুত্রেণান্যথাসিদ্ধত্বাৎ—বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখরে।

* যাহা অন্যথাসিদ্ধ তাহা জনক বা কারণ হইতে পারে না। '**অন্যথা-সিদ্ধিশূন্যত্বে সতি কার্যাব্যবহিতপূর্ববর্তিত্বং কারণত্বম্**'।—ন্যায়সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী

সূত্রে আকারের ঈ-কার **'সন্যঙোঃ' ও 'অজাদের্দ্বিতীয়স্য'** (৬-১-২) সূত্রানুসারে দ্বিতীয় 'একাচ' অর্থাৎ 'প্স' এই অংশটির দ্বিত্ব করিয়া পূর্ববর্তী 'প্স' ভাগের **'অত্র লোপোঽভ্যাসস্য'** (৭।৪।৫৮) সূত্রানুসারে লোপ করিলে 'ঈপ্স' এইরূপ হয়, উহার শেষে **'মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ'** (৩-২-১) সূত্রানুসাবে বর্তমানে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'ইট্' করিলে 'ঈপ্সিত' পদটি সিদ্ধ হয়। 'মতিবুদ্ধি' এই সূত্রে বুদ্ধি শব্দের পৃথক গ্রহণ থাকায় মতি শব্দের দ্বারা ইচ্ছা অর্থ বুঝায়।

ঈপ্সিত শব্দের দুইটি অর্থ—**রূঢ় ও যৌগিক**। অভীষ্ট অর্থে ইহা রূঢ়, 'অভীষ্টমীপ্সিতং হৃদ্যং দয়িতং বল্লভং প্রিয়ম্' ইত্যাদি অভিধানে অভীষ্ট শব্দের পর্যায়রূপে পঠিত হইয়াছে। রূঢ়ার্থ থাকা সত্ত্বেও এস্থলে যৌগিক অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সন্নন্ত 'আপ্' ধাতুর শেষে কর্ম্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া ঈপ্সিত শব্দটি গঠিত হয়। 'আপ্' ধাতুর অর্থ এস্থলে ফলাশ্রয়ত্ব রূপ সম্বন্ধ, 'সন্' প্রত্যয়ের অর্থ ইচ্ছা এবং কর্ম্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থ উদ্দেশ্যতারূপ বিষয়তা। কর্তার অর্থ ধাত্বর্থব্যাপারাশ্রয়, সুতরাং 'ঈপ্সিতম্' এর অর্থ হইল 'সম্বন্ধুমিষ্যমাণম্'—উক্তরূপে সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছার বিষয়; কাহার সহিত সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা? এইরূপ করণের আকাঙ্ক্ষা হইলে প্রসঙ্গ বশত কর্ত্তৃপদার্থের বিশেষণই উহার করণরূপে অন্বিত হইবে। ধাত্বর্থব্যাপারাশ্রয় এইরূপ কর্ত্তৃপদার্থের বিশেষণ যে ব্যাপার উহাই করণরূপে অন্বিত হইয়া থাকে; সেইজন্য দীক্ষিত বলিয়াছেন—'ক্রিয়য়া আপ্তুমিষ্টতমম্' কর্ত্তৃপদার্থে বিশেষণ যে ব্যাপার উহার দ্বারা সম্বন্ধ করিবার ইষ্টতম। 'ঈপ্সিত' পদের আপ্‌ধাত্বর্থ ফলাশ্রয়ত্বরূপ অর্থের একদেশে ফলে 'প্রযোজ্যতা' সম্বন্ধে ব্যাপারেব অন্বয় হইয়া থাকে। তাহা হইলে সম্পূর্ণ অর্থ হইবে—

কর্ত্তৃবৃত্তিব্যাপারপ্রযোজ্য ফলাশ্রয়েচ্ছোদ্দেশ্যং কর্ম। অর্থাৎ কর্ত্তৃগত ব্যাপারের দ্বারা উৎপাদ্য ফলের আশ্রয়বিষয়ক ইচ্ছার উদ্দেশ্যই কর্ম। যেমন, দেবদত্তস্তণ্ডুলং পচতি। এই বাক্যে কর্তা দেবদত্ত, উহাতে ব্যাপার আছে কারণ ব্যাপারের আশ্রয়ই কর্তা হয়; কিন্তু কিরূপ ব্যাপার? যে বাক্যে যে ধাতুব প্রয়োগ থাকিবে, সেই ধাত্বর্থ ব্যাপারেরই গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত বাক্যে 'পচ্' ধাতুর প্রয়োগ আছে; উহার অর্থ হইল বিক্লিত্ত্যনুকূল ব্যাপার—তণ্ডুলের অবয়ব-শৈথিল্য হইল বিক্লিত্তি; তাহার অনুকূল ব্যাপার অর্থাৎ পাক করিবার জন্য যাবতীয় ব্যাপার—উনুন ধরান; পাত্রে চাউল রাখা ইত্যাদি অনেক প্রকার ক্রিয়া কলাপ—উহার আশ্রয়, কর্তা দেবদত্ত প্রভৃতি, কারণ যে পাক করে তাহাতেই তদনুকূল সকল ব্যাপার থাকে। তণ্ডুল সিদ্ধ হইলেই উহার অবয়ব শৈথিল্য

আছে, সেই অবয়বের মৃদুত্তারূপ বিক্লিত্তির কারণ হইল কর্তৃগত ব্যাপার, সুতরাং 'দেবদত্ত' এই কর্তৃগত ব্যাপার ফুৎকার, তণ্ডুলাবপন ইত্যাদি। উহার দ্বারা উৎপাদ্য যে বিক্লিত্তিরূপ ফল, সেই ফলের আশ্রয়ত্বরূপে তীব্র ইচ্ছ ; এইরূপ ইচ্ছার উদ্দেশ্য হইল তণ্ডুল, অর্থাৎ দেবদত্ত প্রভৃতি পাককর্তার এইরূপ তীব্র ইচ্ছা থাকে যে, তণ্ডুল বিক্লিত্তির আশ্রয় হউক সুতরাং পূর্বোক্ত ইচ্ছার উদ্দেশ্য তণ্ডুলই উক্ত বাক্যের কর্ম ইহাতে সন্দেহ নাই।

'দেবদত্তঃ গ্রামং গচ্ছতি'—এই বাক্যস্থ কর্তা হইল দেবদত্ত, তাহাতে 'গম্' ধাত্বর্থ ব্যাপার আছে। 'গম্' ধাতুর অর্থ যে ব্যাপার, উহা 'উত্তরদেশসংযোগানুকূল ব্যাপার'।. সংযোগের অনুকূল, অর্থাৎ জনক ব্যাপার। দেবদত্ত গ্রামে যাইতেছে— ইহার অর্থ হইল দেবদত্ত গ্রামের সহিত সংযুক্ত হইবার ইচ্ছা করিতেছে। ইহাতে ফল ও ব্যাপাব দুইটি হইল যথাক্রমে সংযোগ ও ব্যাপার (পা উঠানো ও নামানো প্রভৃতি ক্রিয়া)। উক্ত বাক্যে 'দেবদত্ত' এই কর্তৃকারক বৃত্তি, 'গম্' ধাতুর অর্থ 'ব্যাপার' পায়ের উত্থান পতনাদি রূপ ; এই ব্যাপার জনিত ফল হইল গ্রামের সহিত কর্তার সংযোগ, সেই সংযোগ যাহাতে হয়, তাহার জন্য কর্তার তীব্র ইচ্ছা থাকে, যে 'গ্রামো মে সংযোগাশ্রয়ো ভবতু'—গ্রাম আমার সংযোগাশ্রয় হউক। যতক্ষণ না গ্রামে পৌঁছান যায়, ততক্ষণ এইরূপ তীব্র ইচ্ছা থাকে ; সেই ইচ্ছার উদ্দেশ্য বা বিষয় গ্রাম। সুতরাং গ্রামই হইল উক্ত বাক্যে ঈপ্সিততম এবং তাহাই কর্ম।

পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে ইহাই স্থির হইল যে প্রকৃত ধাত্বর্থব্যাপারপ্রযোজ্য ফলাশ্রয়েচ্ছোদ্দেশ্যত্বরূপ ঈপ্সিত শব্দের যৌগিক অর্থই গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু অভিপ্রেত বা অভীপ্সিত আভিধানিক রূঢ় অর্থ গৃহীত হয় নাই। এ বিষয়ে প্রমাণ হইল বারণার্থানামীপ্সিতঃ (১-৪-২৭) সূত্রের ভাষ্যবাক্য 'মাষেভ্যো গাং বারয়তি—ভবেদ্‌যস্য মাষা ন গাবঃ ; তস্য মাষা ঈপ্সিতাঃ যস্য খলু গাবো ন মাষা কথং তস্য মাষা ঈপ্সিতাঃ', যাহার ক্ষেতে মাষ কলাই হইয়াছে তাহার মাষ ঈপ্সিত, কিন্তু গরু ঈপ্সিত নয়। আর যাহার ক্ষেত্রের মাষ নয়, গরু নিজের, সে স্থলে মাষ কি করিয়া ঈপ্সিত হইতে পারে ? সুখপ্রাপ্তি অথবা দুঃখনিবৃত্তির সাধনই হইল ঈপ্সিত শব্দের অর্থ, সুতরাং যাহার ক্ষেত্রের মাষ, সেই মাষ যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার দুঃখ হইবে, এই দুঃখনিবৃত্তির জন্যই মাষ ক্ষেত্র হইতে গরুর প্রবৃত্তিব ব্যাঘাত করিতেছে, এই উদ্দেশ্যেই উক্ত বাক্যের প্রয়োগ করা হয়— মাষেভ্যো গাং বারয়তি। এস্থলে লক্ষণীয় যে অপরের মাষ গরুতে খাইলে, তাহাতে তাহার দুঃখ হয় না, সুতরাং সেস্থলে উক্ত বাক্য প্রয়োগ করা উচিত

নয়, কারণ সেক্ষেত্রে মাষ ঈপ্সিত নয়। ভাষ্যে ঈপ্সিত শব্দের অভিপ্রেতরূপ রূঢ় অর্থ স্বীকার করিয়াই পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে, কিন্তু উত্তরে বলিয়াছেন 'তস্যাপি মাষা ঈপ্সিতা এব' তাহারও মাষ ঈপ্সিতই। এই উত্তরের দ্বারাই সূচিত হয় যে ঈপ্সিত শব্দ যৌগিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু আভিধানিক রূঢ় অর্থে নয়। এইরূপ 'অগ্নের্মাণবকং বারয়তি' ইত্যাদি স্থলেও অগ্নি মাণবকের ঈপ্সিত হইতে পারে না, কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকারে ফলাশ্রয়ত্বরূপে ইচ্ছার উদ্দেশ্য অবশ্যই হইতে পারে।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কর্মসংজ্ঞা বিধায়ক সূত্রে 'কর্ত্তুঃ'—এই পদটির প্রয়োজন কি? উহার অর্থ ধাত্বর্থব্যাপারাশ্রয়—ইহাতে বিশেষণ ব্যাপারের দ্বারা সম্বন্ধ করিবার ইষ্টতমের কর্মসংজ্ঞা যাহাতে হয়, তাহার জন্য উক্ত সূত্রে 'কর্ত্তুঃ'—পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা 'কারকে' পদের অধিকারের দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে। কারক পদের অর্থ হইল, ক্রিয়ানির্বর্তক অর্থাৎ যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি করে, এইরূপ কর্তা, আর কর্তার মানেই ধাত্বর্থ ব্যাপারের আশ্রয়। সুতরাং আপ্তুমিষ্টতমম্—সম্বন্ধ করিবার ইষ্ট বলিলেই 'কেন আপ্তুম্'—কাহার সহিত সম্বন্ধ করিবার ইষ্ট? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য পূর্বোক্ত-প্রকারে কারকপদার্থের বিশেষণীভূত ব্যাপারের দ্বারা সম্বন্ধ করা সম্ভব। পুনরায় ব্যাপার লাভের জন্য উক্ত সূত্রে 'কর্ত্তুঃ' পদের গ্রহণের কি আবশ্যকতা আছে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার উদ্দেশ্যেই দীক্ষিত বলিয়াছেন—

'**অনু—কর্ত্তুঃ কিং মাষেষশ্বং বধ্নাতি**'—'কর্ত্তুঃ'-পদের গ্রহণ কেন করা হইয়াছে? মাষ ক্ষেত্রে অশ্ব বন্ধন করিতেছে—এই বাক্যে মাষেরও কর্মসংজ্ঞা যাহাতে না হয়।

কা—কারক পদের দ্বারা কর্তা অর্থের লাভ হইতে পারে এবং উহা ধাত্বর্থ-ব্যাপারাশ্রয় বলিয়া ব্যাপার অর্থেরও লাভ হওয়া সম্ভব; কিন্তু প্রত্যেক কারকেরই স্ব স্ব ব্যাপারে কর্তৃত্ব আছে—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে; সুতরাং উক্ত প্রত্যুদাহরণ বাক্যে অশ্ব বস্তুতঃ কর্ম হইলেও ভক্ষণানুকূল ব্যাপারের আশ্রয়-রূপ কর্তাও, সুতরাং এইরূপ ব্যাপারের দ্বারা সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছাও অশ্বের আছে; তাহা হইলে অশ্বগত ভক্ষণানুকূল ব্যাপারজনিত ফলেচ্ছার বিষয় হওয়ায় মাষেরও কর্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। মাষক্ষেত্রে গমনোন্মুখ অশ্বের যাহাতে মাষ ভক্ষণজনিত উদরব্যথা প্রভৃতি পীড়া না হয়, সেইজন্য অশ্বকে অন্যত্র

বন্ধন করা হইতেছে। এই অভিপ্রায়ে 'মাষেষশ্বং বধ্নাতি'—এই বাক্যের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই বাক্যে প্রযুক্ত মাষে উপরিউক্ত ব্যাপারজনিত ফলেচ্ছার উদ্দেশ্যত্ব থাকায়, উহাতে কর্মসংজ্ঞার ব্যবৃত্তির জন্য উক্ত সূত্রে 'কর্তুঃ' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। কারক পদের দ্বারা কর্তার লাভ হওয়া সত্ত্বেও যে 'কর্তুঃ' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার দ্বারা প্রকৃত ধাত্বর্থ-ব্যাপারাশ্রয়রূপ স্বাতন্ত্র্যের উপলক্ষণ করা হইয়াছে। কেবল ধাত্বর্থ-ব্যাপারাশ্রয় হইলেই চলিবে না, কিন্তু প্রকৃত ধাত্বর্থ ব্যাপারের আশ্রয় ধরিতে হইবে, অর্থাৎ যে বাক্যের প্রয়োগ করা হইবে, সেই বাক্যে প্রযুক্ত ধাতুর অর্থ যে ব্যাপার, সেইরূপ ব্যাপারপ্রয়োজ্য ফলের আশ্রয়ই 'কর্ম' এইরূপ বলিতে হইবে।

তাহা হইলে আর উক্ত বাক্যস্থ মাষ পদের কর্মসংজ্ঞা হইতে পারে না, কারণ উক্ত বাক্যে প্রকৃত ধাতু অর্থাৎ যাহার প্রয়োগ করা হইয়াছে, এইরূপ 'বন্ধ্' ধাতু, উহার অর্থ বন্ধনানুকূল ব্যাপার। দেশান্তরসঞ্চারবিরোধি শংকুসংযোগানুকূল ব্যাপার (বন্ধনের দ্বারা ইহাই বুঝাইয়া থাকে যে দেশান্তরে যাইতে যাহাতে না পারে, সেইজন্য খুঁটি প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ করা) এইরূপ ব্যাপারজনিত ফল শংকু-সংযোগ অশ্বেই থাকে, সেইজন্য অশ্বের কর্মসংজ্ঞা হইবে, কিন্তু অশ্বগত ভক্ষণানুকূল ব্যাপার উক্ত বাক্যে প্রযুক্ত 'বন্ধ্' ধাতুর অর্থ নয় বলিয়া উহা গৃহীত হইতে পারে না, সুতরাং মাষের কর্ম সংজ্ঞাও হইতে পারে না।

এস্থলে আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে 'মাষভক্ষণেন পুষ্টির্জায়তাম্'—মাষ ভক্ষণের দ্বারা পুষ্টি হউক, এই অভিপ্রায়ে মাষ ক্ষেত্রে অশ্ববন্ধন করা হইলে সেই তাৎপর্যেও 'মাষেষশ্বং বধ্নাতি' 'মাষ ক্ষেত্রে অশ্ববন্ধন করিতেছে—এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে, উক্ত বাক্যে প্রকৃত ধাতু, অর্থাৎ যে পূর্বোক্ত বন্ধনানুকূল ব্যাপার সেই ব্যাপারপ্রযোজ্য ফল—অশ্বের সহিত মাষের গলবিবরের সহিত সংযোগরূপ ফল, উহার আশ্রয় বা উক্ত ফলাশ্রয় হউক এইরূপ ইচ্ছার উদ্দেশ্য হওয়ায়, অশ্বের ন্যায় মাষেরও কর্মসংজ্ঞা হওয়া উচিত, তাহা হইল না কেন? মনে রাখিতে হইবে যে প্রযোজ্য শব্দের অর্থ উৎপাদ্যের উৎপাদ্য অর্থাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে যাহা উৎপাদ্য। তাহা হইলে মাষক্ষেত্রে মাষভক্ষণের দ্বারা পুষ্টির জন্য অশ্ব বন্ধন করিলে বন্ধনের ফল পরম্পরারূপে কণ্ঠনালীর সহিত মাষের সংযোগ, সেই সংযোগের আশ্রয় মাষ, সুতরাং উহার কর্মসংজ্ঞার প্রাপ্তি হইয়া থাকে—তাহা হইল না কেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্যাপার যেমন প্রকৃত ধাত্বর্থ গৃহীত হয়, সেই-

রূপ ফলও প্রকৃত ধাত্বর্থ গৃহীত হইবে, অর্থাৎ কর্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ হইল—**প্রকৃত ধাত্বর্থব্যাপারপ্রযোজ্যপ্রকৃতধাত্বর্থফলাশ্রয়েচ্ছোদ্দেশ্যত্বম্**—যে বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, সেই বাক্যে প্রযুক্ত ধাতুরই অর্থ ব্যাপার ও ফল হওয়া চাই, সুতরাং বাক্যে প্রযুক্ত যে ধাতু সেই প্রযুক্ত ধাতুরই অর্থরূপ ফল, সেই ফলেচ্ছার বিষয় বা উদ্দেশ্যই কর্ম। উক্ত বাক্যে প্রযুক্ত 'বন্ধ্' ধাতুর অর্থ বন্ধনানুকূল ব্যাপার, এই ব্যাপারের পরম্পরা সম্বন্ধে গলবিবর সংযোগরূপ ফল হইলেও ঐরূপ ফল 'বন্ধ্' ধাতুর অর্থ নয়। 'বন্ধ্' ধাতুর অর্থ—বন্ধনানুকূল দেশান্তরসঞ্চারবিরোধি শংকুসংযোগানুকূল ব্যাপার এবং শংকুসংযোগই উক্ত ধাতুর ফল, সুতরাং উক্ত বাক্যে প্রযুক্ত ধাত্বর্থ না হওয়ায় মাষের সহিত অশ্বের গলবিবর সংযোগরূপ ফল ধরা যায় না, আর তাহা না হইলে উহার কর্মসংজ্ঞাও হইতে পারে মা।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে কর্মের লক্ষণবাক্যে 'প্রয়োজ্য' পদের নিবেশ করার ফলে মাষেষ্বশ্বং বধ্নাতি' পুষ্টির ইচ্ছায় মাষ ক্ষেত্রে অশ্ববন্ধনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত ঐ বাক্যে পরম্পরা সম্বন্ধে বন্ধানুকূল ব্যাপারের ভক্ষণ (গলবিবর সংযোগরূপ ফলের আশ্রয়রূপে ইচ্ছার উদ্দেশ্য হওয়ায় 'মাষ' শব্দের 'কর্ম'সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং উক্ত লক্ষণ বাক্যে 'প্রযোজ্য' পদের নিবেশ করিবার কি প্রয়োজন ?

'দেবদত্তঃ গ্রামং গচ্ছতি'—ইত্যাদি স্থলে উহার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও 'গোপালো গাং দোগ্ধি পয়ঃ'—গোপাল গরুর দুগ্ধ দোহন করিতেছে—ইত্যাদি বাক্যে 'পয়ঃ শব্দের কর্মসংজ্ঞা হইতে পারিবে না, কারণ 'দুহ্' ধাতুর অর্থ—ক্ষরণাকূল ব্যাপারানুকূল ব্যাপার, অর্থাৎ গরুর যাহাতে দুগ্ধ ক্ষরণ হয় তদনুকূল ব্যাপার। দুগ্ধক্ষরণ করে গরু, কিন্তু ক্ষরণ করায় গোপাল, সুতরাং ক্ষরণরূপ যে ফল তাহা গোপালের উক্ত ব্যাপারপ্রযোজ্য। গোপালের ব্যাপারের দ্বারা গরুর দুগ্ধ—ক্ষরণাকূল ব্যাপার হয়, আর সেই ব্যাপারের ফল ক্ষরণরূপ দুগ্ধে থাকে। যদি উক্ত লক্ষণে প্রযোজ্য পদ না থাকে তাহা হইলে 'পয়' পদে কর্মসংজ্ঞা হইতে পারে না সুতরাং উক্ত দ্বিকর্মক বাক্যস্থলে কর্মসংজ্ঞা যাহাতে হয়, সেইজন্য কর্মলক্ষণে প্রযোজ্য পদ অবশ্যই রাখিতে হইবে, আর তথায় প্রযোজ্য পদ থাকিলে উপরিউক্ত তাৎপর্যে প্রযুক্ত বাক্য মাষ পদের কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে; সেইজন্য কর্মের লক্ষণবাক্যে প্রযোজ্য পদ এবং প্রকৃত পদ দুইটিই রাখিতে হইবে। ইহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ব্যাপার ও ফল দুইটিই ধাতুর অর্থ; কিন্তু উহা পৃথক

পৃথক ধাতুর অর্থ হইলে চলিবে না। যে ধাতুর কর্ম হইবে, সেই ধাতুরই ব্যাপার-রূপ অর্থের প্রযোজ্য সেই ধাতুরই ফলরূপ অর্থ হওয়া চাই।[১]*

এইবার আর একটি আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তমপ্ বিশিষ্ট ঈপ্সিততম—এইরূপ না করিয়া উহার পরিবর্তে 'কর্তুরুদ্দেশ্যং কর্ম' এইরূপ সূত্র করিলেই অনেক লাঘব হইয়া থাকে। "দেবদত্তঃ গ্রামং গচ্ছতি" ইত্যাদি স্থলে কর্তার উদ্দেশ্য 'গ্রাম', কারণ গ্রাম প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছায় সে গমন করিতেছে; সুতরাং এইরূপ লঘুসূত্র না করিয়া 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম'—এই প্রকার সূত্র করা হইল কেন ?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার উদ্দেশ্যে দীক্ষিত বলিয়াছেন—

তমপ্ গ্রহণং কিম্ ? 'পয়সা ওদনং ভুঙ্‌ক্তে'—এই বাক্যে পয়স্ শব্দের কর্মসংজ্ঞা যাহাতে না হয়।

এ স্থলে 'তমপঃ গ্রহণংযত্র'—'তমপ্' এর গ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ পদ অর্থাৎ 'ঈপ্সিততমম্' এই পদটির গ্রহণ কবিবাব প্রয়োজন কি। নাগেশ বলিয়াছেন—অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের প্রশ্ন করা হইয়াছে, অর্থাৎ 'ঈপ্সিততমম্' পদের গ্রহণ না করিয়া, উহার স্থানে 'উদ্দেশ্যম্' পদটি দ্বারাই কার্য সিদ্ধি হইতে পারে ? ইহার উত্তর হইল—'পয়সা ওদনং ভুঙ্‌ক্তে', 'পয়স্' শব্দেরও কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, কারণ 'পয়ঃ' বা দুগ্ধও কর্তার উদ্দেশ্য।

কোন ব্যক্তির ভোজন করার পর তাহাকে দুগ্ধ দিয়া পুনরায় ভোজনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য উপরিউক্ত বাক্যের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তির পূর্ণ ভোজন করিবার পর আর ভোজন করিবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু দুগ্ধ পাওয়ার পর তাহার পুনরায় ভোজন করিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে দুগ্ধে ভোজনরূপ ফল নাই, অর্থাৎ কণ্ঠনালীর সহিত উহার সংযোগ নাই, কিন্তু উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যের কর্মসংজ্ঞা যাহাতে না হয়, 'ঈপ্সিততম' এই পদটির প্রয়োজন আছে। দুগ্ধপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই সে পুনরায় ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছে। এক্ষেত্রে 'পয়সা'—এইরূপ তৃতীয়া হইয়াছে হেতু অর্থে।

* তরপ্, তমপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি প্রবৃত্তিনিমিত্তগত প্রকর্ষ বুঝাইবার জন্যই প্রযুক্ত হয়। ওস্থলে প্রবৃত্তিনিমিত্ত ইচ্ছা। সুতরাং এই ইচ্ছার প্রকর্ষ বুঝাইবার জন্য তমপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ইচ্ছার প্রকর্ষ ব্যবহৃত স্বয়ং বুঝায় না; কিন্তু উহার ব্যাপ্তির প্রকর্ষের দ্বারাই উহার প্রকর্ষ বুঝাইয়া থাকে। ইচ্ছার ব্যাপ্তি হইল প্রকৃত ধাত্বর্থব্যাপারপ্রযোজ্য প্রকৃতধাত্বর্থফলাশ্রয়ত্বরূপ।

কেহ কেহ বলেন 'তমপ্ গ্রহণং কিম্'—এইরূপ প্রশ্ন কেবল 'তমপ্' বিষয়ক; কিন্তু সমুদায় বিষয়ক নয়। 'তমপ্' এর অর্থ প্রকর্ষ। ঈপ্সিততমের অর্থ প্রকৃষ্ট ঈপ্সিত। সুতরাং প্রশ্নকর্তার আশয় হইল যে কেবল ঈপ্সিত না বলিয়া প্রকৃষ্ট ঈপ্সিত বলিবার প্রয়োজন কি?

তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে 'পয়সা ওদনং ভুঙ্ক্তে'—এই বাক্যে কেবল 'পয়স্' এই ঈপ্সিতমাত্রের কর্মসংজ্ঞা যাহাতে না হয়, সেইজন্য উক্ত সূত্রে 'তমপ্' বিশিষ্ট সূত্র করা হইয়াছে। দুধ হইল সংস্কারক গুণবিশেষ, সেইজন্য তাহাতে ভোজনকর্তার অধিক আগ্রহ থাকে না, যদি তাহাতে বিশেষ আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে কেবল দুগ্ধপান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত। সুতরাং ওদন-ই ঈপ্সিততম এবং দুগ্ধ আহারের প্রকৃষ্ট উপকারক বলিয়া করণ, সেইজন্য উহাতে করণে তৃতীয়াই হয়; কিন্তু কর্মে দ্বিতীয়া নয়।

ইহা ঠিক নয়। 'তমপ্' গ্রহণের ফল হইল 'অগ্নের্মাণবকং বারয়তি'—অগ্নি হইতে শিশুকে পরাবৃত্ত করিতেছে—এই বাক্যে 'অগ্নি' এই ঈপ্সিতের অপাদান সংজ্ঞাকে বাধ করিয়া যাহাতে কর্মসংজ্ঞা না হয়, এইজন্য উক্ত সূত্রে 'তমপ্' গ্রহণ করা হইয়াছে। যদি বারণার্থ ধাতুর প্রয়োগ স্থলেও কর্মসংজ্ঞা হয় তাহা হইলে 'বারণার্থানামীপ্সিতঃ'—সূত্রটি নিরবকাশ হইয়া অপবাদ হইবে এবং অপবাদত্ববশতঃ 'অগ্নের্মাণবকং বারয়তি' ইত্যাদিস্থলে অগ্নি ও মাণবক দুইটি শব্দেই অপাদান সংজ্ঞার প্রবৃত্তি হইবে; তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য কর্মবিধায়কসূত্রে 'তমপ্' গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিততম ও ঈপ্সিত এই দুইটির দ্বারা বিষয় বিভাগ হইয়া থাকে। 'মাণবক' শব্দটি ঈপ্সিততমরূপে বিবক্ষিত, সেইজন্য উক্তস্থলে কর্মসংজ্ঞা হইবে এবং 'অগ্নি' এই শব্দটি কেবল মাত্র ঈপ্সিত বলিয়া উহাতে অপাদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে 'ঈপ্সিততমম্' পদে 'তমপ্' গ্রহণের দ্বারা প্রকৃত ধাত্বর্থ প্রধানীভূত ব্যাপার-প্রয়োজ্য-ফলাশ্রয়রূপে ইচ্ছার উদ্দেশ্য গৃহীত হইয়া থাকে; কিন্তু ঈপ্সিত পদের দ্বারা প্রধান বা অপ্রধান যে কোন ধাত্বর্থ ফলাশ্রয়রূপে ইচ্ছার বিষয় গৃহীত হয়। সেইজন্য 'অগ্নের্মাণবকং বারয়তি' এই প্রয়োগ। 'বার্' ধাতুর অর্থ—সংযোগানুকূল ব্যাপারের অভাব-অনুকূল ব্যাপার। সংযোগের অনুকূল অর্থাৎ সংযোগের জন্য ব্যাপার থাকে মাণবকে এবং উহার অভাবের অনুকূল ব্যাপার থাকে, যে বারণ করে তাহাতে; সেইটিই হইল এস্থলে প্রধান; আর উহার আশ্রয়রূপে ইচ্ছার উদ্দেশ্য মাণবক, সুতরাং ঈপ্সিততম কর্ম মাণবক। মাণবকবৃত্তি অগ্নির সহিত

সংযুক্ত হইবার জন্য ব্যাপার ; উহার ফলসংযোগের আশ্রয়বিষয়ক ইচ্ছার উদ্দেশ্য হইল অগ্নি ; সুতরাং এই অগ্নিই এক্ষেত্রে ঈপ্সিত, সেইজন্য উহাতে অপাদান হইয়াছে। এইভাবে 'ঈপ্সিততমম্' ও 'ঈপ্সিত' দুইটিই যৌগিক পদ, কিন্তু অভিপ্রেতার্থক নয়।

যাঁহারা 'পয়সা ওদনং ভুঙ্‌ক্তে' এই বাক্যে 'পয়ঃ'কে ঈপ্সিত এবং 'ওদন'কে ঈপ্সিততম বলেন, তাঁহারা ঈপ্সিত শব্দের অভিপ্রেত অর্থ স্বীকার করিয়াই এইরূপ বলিয়া থাকেন, যৌগিক অর্থে এইরূপ ভেদ স্বীকার করা যায় না, কারণ দুধমিশ্রিত ওদন যদি উপরিউক্ত ফলাশ্রয়রূপে ইচ্ছার উদ্দেশ্য হয় তবে দুগ্ধও ঐরূপ ইচ্ছাব উদ্দেশ্য হইবে, সেইজন্য নাগেশ বলেন—'পয়সা' এই পদের অর্থ 'পয়োলোভেন' দুগ্ধের লোভ বশতঃ. সুতরাং দুগ্ধে 'ভুজ্' ধাত্বর্থের ভক্ষণরূপ ফল থাকে না।

ভাষ্যে 'ঈপ্সিততম' পদেব অভিপ্রেততম এই রূঢ় অর্থ স্বীকাব করিয়াই পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে। "ইহ কশ্চিৎ কশ্চিদামন্ত্রয়তে, সিদ্ধং ভুজ্যতামিতি স আমন্ত্র্যমাণ আহ—প্রভূতং ভুক্তমস্মাভিরিতি, আমন্ত্রয়মাণ আহ—দধি খলু ভবিষ্যতি', পয়ঃ খলু ভবিষ্যতি', আমন্ত্র্যমাণ আহ 'দধ্না খলু ভুঞ্জীয়', 'পয়সা খলু ভুঞ্জীয়েতি, তত্র কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। তদ্ধি তস্যেপ্সিততমং ভবতি।"

তস্যাপ্যোদন এবেপ্সিততমো ন তু গুণেষস্যানুরোধঃ।—(মহাভাষ্য ১।৪।৪৯)।

এস্থলে কেহ কাহাকে আমন্ত্রণ করিতেছে—সিদ্ধ অন্ন ভোজন কর।

আমন্ত্রিত ব্যক্তি—অনেক খাইয়াছি।

আমন্ত্রণকারী—নিশ্চয়ই দধি হইবে, দুগ্ধও হইবে।

আমন্ত্রিত—দধিযোগে খাইব, দুগ্ধ যোগেও খাইব।

এ স্থলে কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, উহা তাহার ঈপ্সিততম বস্তু।

(ভাষ্যকারের সমাধান)—তাহারও অর্থাৎ আমন্ত্রিত ব্যক্তির ওদনই ঈপ্সিততম, কিন্তু দুধ নয়, গুণের প্রতি কোন অনুরোধ বা আগ্রহ নাই।

ভাষ্যের উপরিউক্ত পূর্বপক্ষ ঈপ্সিত শব্দটিকে অভিপ্রেতার্থের তাৎপর্যে এবং সমাধান ভাষ্য হইল যৌগিকার্থের তাৎপর্যে।

এই সূত্রে আর একটি প্রশ্ন হইয়া থাকে যে 'অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম' (১-৪-৪৬) এই সূত্র হইতে 'কর্ম' পদের অনুবৃত্তি আনিলেই কর্তার ঈপ্সিততমের কর্মসংজ্ঞা হয়—এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইবে, সুতরাং তাহার জন্য আর উক্ত সূত্রে পুনরায়

'কর্ম' পদের গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? 'কর্তুরীপ্সিততমম্' এইরূপ সূত্র প্রণয়ণ করা এস্থলে উচিত ছিল। ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন—

'কর্ম' ইহার অনুবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও পুনরায় কর্ম গ্রহণ আধারের নিবৃত্তির জন্য ; অন্যথা 'গেহং প্রবিশতি' ইত্যাদি স্থলেই (কর্মসংজ্ঞা) হইত।

উক্ত সূত্রে **'আধারোঽধিকরণম্'** (১-৪-৪৫) হইতে আধার পদের অনুবৃত্তি আসে, সুতরাং 'অধিশীঙ্'-সূত্রস্থ কর্ম পদটি অনুবৃত্ত আধারের দ্বারা সম্বদ্ধ। যদি 'আধার' পদ-সম্বদ্ধ কর্ম পদের অনুবৃত্তি আসে, তাহা হইলে 'আধার' পদটিকে বাদ দিয়া কর্ম পদের অনুবৃত্তি আসিবে না, সম্বদ্ধ হইয়াই আসিবে। অর্থাৎ আধার-সম্বদ্ধ কর্মের অনুবৃত্তি আনিলেই উহার সহিত আধারেরও অনুবৃত্তি হইবে। ফলে পূর্ব সূত্রে যেমন অধিপূর্বক 'শীঙ্' প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগে 'বৈকুণ্ঠমধিশেতে' ইত্যাদি স্থলে আধাবের কর্ম সংজ্ঞা হইয়া থাকে ; সেইরূপ এই সূত্রের দ্বারাও আধারেরই কর্ম-সংজ্ঞা বিধান করা হইবে। আধারেরই কর্ম-সংজ্ঞা বিহিত হইলে 'গেহং প্রবিশতি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'গেহ' এইরূপ আধারেরই কর্ম সংজ্ঞা হইবে, কিন্তু 'ওদনং ভুঙ্ক্তে' ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে স্থলে আধার নাই, সেস্থলে ওদন প্রভৃতির কর্মসংজ্ঞা হইবে না। 'গেহং প্রবিশতি', 'ওদনং পচতি' প্রভৃতি বাক্যে সর্বত্রই যাহাতে কর্মসংজ্ঞা হইতে পারে, সেই জন্য এই সূত্রে পুনবায় 'কর্ম' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে।

৫৩৬। অনভিহিতে। (২-৩-১)

ইত্যধিকৃত্য। ৫৩৬

অনু—'কর্মণি দ্বিতীয়া' প্রভৃতি পরবর্তী সূত্রগুলিতে এই সূত্রের অধিকার হয় অর্থাৎ প্রত্যেক সূত্রে ইহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে।

কা—'অভিহিত' শব্দটি অভিপূর্বক 'ধা' ধাতুর শেষে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ এস্থলে উক্ত অর্থাৎ প্রতিপাদিত। 'অনভিহিত' শব্দের অর্থ হইল অনুক্ত, সুতরাং 'অনভিহিতে' ইহার অর্থ 'অনুক্তে'। **'যাবদ্ ব্রূয়াৎ অনুক্তেঽনির্দ্দিষ্টে ইতি তাবদনভিহিতে'** (ভাষ্য ১।৫।১)।

পরবর্তী প্রত্যেক সূত্রে ইহার অনুবৃত্তি হইলে অনুক্ত কর্মে দ্বিতীয়া, অনুক্ত কর্তায় ও করণে তৃতীয়া এইরূপ উহাদের অর্থ হইবে। ফলে 'কটং করোতি' এই অনুক্ত কর্ম থাকায় দ্বিতীয়া হয়; কিন্তু 'ক্রিয়তে কটঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে কর্ম উক্ত হওয়ায় দ্বিতীয়া হয় না।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে অর্থের বোধ করাইবার জন্যই লোকে শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে; সুতরাং একই অর্থ বুঝাইবার জন্য শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না; যেমন ঈষদূন অর্থে 'পটু' শব্দে 'বহুচ্' প্রত্যয় করিবার পর 'বহুপটু'* শব্দের আর সেই অর্থেই 'কল্পপ্' প্রত্যয় হয় না। এই প্রকার 'ক্রিয়তে কটঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে 'তিঙ্' প্রভৃতির দ্বারা কর্ম অর্থ উক্ত হওয়ায় সেই কর্ম অর্থের প্রত্যায়ন করাইবার জন্য আর 'কট' প্রভৃতি শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইতে পারে না। 'উক্তার্থানাম-প্রয়োগঃ'—উক্ত অর্থের প্রয়োগ হয় না—নিয়ম অনুসারে উক্ত স্থলে কর্মরূপ অর্থের বোধ করাইবার জন্য দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতেই পারে না; সুতরাং কর্মাদি অর্থের উক্তস্থলে যাহাতে দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি না হয়, সেইজন্য 'অনভিহিতে' সূত্রের অধিকার করার কোন প্রয়োজন নাই। আর 'কটং করোতি' ইত্যাদি স্থলে **'কর্মণি দ্বিতীয়া'**। (২-৩-২) সাবকাশ হইয়াছে; সুতরাং 'ক্রিয়তে কটঃ' ইত্যাদি স্থলে নিরবকাশ প্রথমার দ্বারা উহা বাধিত হইয়া যাইবে। অনুক্ত কর্মস্থলে 'কর্মণি দ্বিতীয়া' সূত্রের অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; সেইজন্য উহার আর 'ক্রিয়তে কটঃ' ইত্যাদি উক্ত কর্মস্থলে প্রথমার বাধ করিতে পারিবে না; কিন্তু সেস্থলে কর্মও প্রাতিপদিকার্থ হওয়ায় উহার দ্বারা প্রথমাই হইবে। সে স্থলেও যদি প্রথমা না হয় তাহা হইলে প্রথমা নিরবকাশ বা নির্বিষয় হইবে, ফলে অপবাদ রূপে দ্বিতীয়াকে বাধ করিবে। 'বৃক্ষঃ' 'প্লক্ষঃ' ইত্যাদি স্থলে যে ক্ষেত্রে 'তিঙ্' বিভক্তির প্রয়োগ নাই, সেই সব স্থলে প্রথমার অবকাশ আছে, ইহাও বলা চলে না, কারণ সে

---

* 'বিভাষা সুপো বহুচ্ পুরস্তাত্তু' (৫-৩-৬৮) সূত্রানুসারে ঈষদসমাপ্তি অর্থে সুবন্তের পূর্বে বহুচ্ প্রত্যয় হইলে ঈষদূনঃ পটুঃ = বহুপটুঃ হইয়া থাকে। সেই ঈষদূন অর্থেই আর 'পটু' শব্দে ঈষদসমাপ্তৌ কল্পব্দেশ্যদেশীয়রঃ (৫-৩-৬৭) সূত্রানুসারে কল্পপ্ প্রত্যয় হয় না।

সব ক্ষেত্রেও 'অস্তি' প্রভৃতি ক্রিয়ার অধ্যাহার হইয়া থাকে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'অস্তি ভবন্তিপরঃ প্রযুজ্যতে'—যেখানে কোন ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই—সে স্থলে লট্ লকার যুক্ত 'অস্' ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে ; সুতরাং বৃক্ষোঽস্তি' 'প্লক্ষোঽস্তি'—এইরূপ অধ্যাহৃত অস্তি ক্রিয়াযুক্ত 'বৃক্ষঃ' প্রভৃতি পদের প্রয়োগক্ষেত্রে অস্তি ক্রিয়ার দ্বারা কর্তা উক্ত হওয়া সত্ত্বেও, **'কর্তৃ-করণয়োস্তৃতীয়া'** (২-৩-১৮) সূত্রানুসারে তৃতীয়া বিভক্তির প্রাপ্তি হইবে।

'বৃক্ষ' 'প্লক্ষ' ইত্যাদি স্থলে অস্তি ক্রিয়ার অধ্যাহার করা হয় বলিয়া প্রতীয়মান 'অস্তি' এই তিঙন্তের দ্বারা কর্তৃত্ব অর্থের প্রকাশ পাওয়ায় সেস্থলে তৃতীয়া বিভক্তিরই প্রাপ্তি আছে ; সুতরাং প্রথমা বিভক্তির অনবকাশত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, আর সেই অনবকাশত্ব নিবন্ধন অপবাদ হওয়ায় উহার দ্বারা 'কৃতঃ কটঃ' ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয়ার বাধ হইয়া যাইবে ; সেইজন্য 'অনভি-হিতে' সূত্রের অধিকার নিষ্প্রয়োজন।

তবে 'নীলম্' 'রক্তম্' ইত্যাদি স্থলে বিশেষণান্তরের নিবৃত্তি করিবার জন্যই প্রয়োগ করা হয় ; কিন্তু নিজের সত্তার প্রকাশ করাইবার জন্য প্রয়োগ করা হয় না। 'বৃক্ষ' 'প্লক্ষ' ইত্যাদি স্থলে উহাদের সত্তার প্রতীতি করাইবার জন্য 'অস্তি' ক্রিয়ার অধ্যাহারের প্রয়োজন থাকে ; কিন্তু 'নীলম্' ইহার প্রয়োগ 'ন রক্তম্', রক্ত বা লাল নয়, এই তাৎপর্যে প্রয়োগ করা হয়, সুতরাং সে ক্ষেত্রে আর 'অস্তি' ক্রিয়ার অধ্যাহারের প্রয়োজন থাকে না। সে ক্ষেত্রে 'নীলম্' 'রক্তম্' ইত্যাদি প্রয়োগে প্রথমা বিভক্তির অবকাশ আছে ইহা বলিতে পারা যায় ; তাহা হইলে আর প্রথমা বিভক্তির নিরবকাশত্ব থাকে না। সুতরাং উহা অপবাদ বলিয়া দ্বিতীয়াকে বাধ করিবে তাহাও বলা যায় না।

তাহা হইলে 'কটং করোতি' ইত্যাদি প্রয়োগে দ্বিতীয়া সাবকাশ এবং 'নীলম্, রক্তম্' ইত্যাদি স্থলে প্রথমা সাবকাশ, এইরূপ দুইটিই সাবকাশ বিধির 'কৃতঃ কটঃ' ইত্যাদি স্থলে যুগপৎ প্রাপ্তি আছে ; কিন্তু **'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্'** (১-৪-২) সূত্রানুসারে পরবর্তী বিধিই কার্যকরী হইয়া থাকে ; সুতরাং 'কর্মণি দ্বিতীয়া' ইত্যাদি অপেক্ষায় প্রাতিপদিকার্থে বিহিত প্রথমা পরবর্তী হওয়ায় প্রথমার দ্বারা দ্বিতীয়া বাধিত হইবে। প্রথমা বিভক্তি

অপবাদ না হইলেও পরবর্তী ত বটেই। সেইজন্য অপবাদত্ব অথবা পরত্ব নিবন্ধন 'কৃতঃ', কটঃ' ইত্যাদি স্থলে প্রথমার দ্বারা দ্বিতীয়া বাধিত হওয়ায় দ্বিতীয়া সেস্থলে হইতে পারে না। তাহার জন্য আর 'অনভিহিতে' সূত্রাধিকারের কোন প্রয়োজন নাই।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে—কর্মত্ব, করণত্ব প্রভৃতি কারক শক্তিই বিভক্তির অর্থ—ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে 'অনভিহিতে' সূত্রের অধিকারের কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু 'কর্ম' 'করণ' প্রভৃতিতে বিদ্যমান সংখ্যাই বিভক্তির অর্থ—ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে 'অনভিহিতে' সূত্রের অধিকারের প্রয়োজন আছে।

অধিকার সূত্র করিলে 'অনভিহিতে কর্মণি যদেকত্বং তত্র দ্বিতীয়ৈকবচনম্'—অনুক্ত কর্মে যে একত্ব উহাতে দ্বিতীয়ার একবচন হয়; ইত্যাদি প্রকারে সূত্রার্থ হইলে 'ক্রিয়তে ঘটঃ'='কৃতঃ ঘটঃ' ইত্যাদি স্থলে 'তিঙ্, কৃৎ' প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ম উক্ত হইয়াছে; সুতরাং সে স্থলে তদ্‌গত একত্বের বোধ করাইবার জন্য দ্বিতীয়ার একবচন হইবে না। অধিকার সূত্র না থাকিলে সাধারণতঃ 'কর্মণি যদেকত্বং তত্র দ্বিতীয়ৈকবচনম্—কর্মে যে একত্ব আছে উহাতে দ্বিতীয়ার একবচন হয়—ইত্যাদি প্রকার সূত্রার্থ হইলে 'ক্রিয়তে ঘটঃ' ইত্যাদি স্থলে 'তিঙ্, কৃৎ' প্রভৃতির দ্বারা কর্ম উক্ত হইলেও তদ্‌গত সংখ্যা একত্ব, দ্বিত্বাদি উক্ত হয় নাই, সুতরাং তদ্‌গত সংখ্যার বোধ করাইবার জন্য উক্ত স্থলেও দ্বিতীয়ার একবচন অনিবার্যরূপে প্রসক্ত হইবে। তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য অধিকার সূত্র করিতে হইবে।

'দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে' (১-৪-২২), **'বহুষু বহুবচনম্'** (১-৪-২১), **'স্বৌজসমৌট্'**—(৪-১-২) সূত্রগুলির সহিত 'কর্মণি দ্বিতীয়া' প্রভৃতি বিভক্তি বিধায়ক সূত্রগুলির একবাক্যতা হইলে 'কর্মণি যদেকত্বং, কর্মণি যদ্দ্বিত্বং, তত্রৈকবচনম্, তত্র দ্বিবচনম্'—কর্মগত একত্বে একবচন, কর্মগত দ্বিত্বে দ্বিবচন ইত্যাদি রূপে সংখ্যা-বিশেষ্যক বোধ হইয়া থাকে; আর বিশেষণ স্বরূপ যে কর্ম প্রভৃতি উহাতেই 'অনভিহিতে' পদটি বিশেষিত হয়; ফলে কর্ম যদি অনভিহিত বা অনুক্ত হয়, উহার সংখ্যা বোধ করাইবার জন্য দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে, সুতরাং উক্ত কর্মস্থলে তদ্‌গত একত্বাদি সংখ্যার প্রতীতি করাইবার জন্য দ্বিতীয়ার একবচন হইবে

না, কিন্তু উহা প্রাতিপদিকার্থের অন্তর্গত হওয়ায় সে ক্ষেত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়।

কেহ কেহ বলেন যে উক্ত যুক্তি অনুসারে সংখ্যা বিভক্ত্যর্থ হইতে পারে না ; কারণ সংখ্যা বিশেষ্য ও কারক বিশেষণ যদি হয় তাহা হইলে সংখ্যা, বিভক্তির অর্থ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সংখ্যা সংখ্যেয়ের পরতন্ত্র বলিয়া উহাকে বিশেষণ রূপেই ব্যবহার করা হয়। আর 'কর্মণি দ্বিতীয়া' প্রভৃতির একই সূত্রে উল্লেখ থাকায় উহাদের সম্বন্ধ শ্রৌত, সুতরাং 'শ্রুতানুমিতয়োঃ শ্রুতসম্বন্ধো বলীয়ান'—শ্রুত ও অনুমিত, উভয়ের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইলে শ্রৌত সম্বন্ধ অধিক বলবান্, এই নিয়মানুসারে কর্ম প্রভৃতি কারকের সহিত দ্বিতীয়া প্রভৃতির সাক্ষাৎ অন্বয় করা উচিত। তাহা হইলে কারকই বিভক্ত্যর্থ ইহাই স্বীকার করিতে হয়। আর কারক বিভক্তির অর্থ হইলে 'অনভিহিতে' সূত্রের অধিকারের প্রয়োজন নাই।

নিষ্কর্ষ এই যে—কারক বিভক্ত্যর্থ—এই মতে উক্ত অধিকার সূত্রের কোন প্রয়োজন নাই। আর সংখ্যা বিভক্ত্যর্থ—এই মতে উক্ত অধিকার সূত্রের প্রয়োজন আছে।

সুতরাং 'কৃতঃ কটঃ' ইত্যাদি স্থলে 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ম উক্ত হওয়া সত্ত্বেও তদ্‌গত সংখ্যা অনুক্ত না হওয়ায় দ্বিতীয়া হইল না। যদি এই মতে 'অনভিহিতে' সূত্রের অধিকার না হইত তাহা হইলে কেবল কর্মগত একত্বার্থের বোধ করাইবার জন্য দ্বিতীয়ায় একবচন প্রযুক্ত হইবে ; তাহা হইলে 'কৃতঃ কটঃ' ইত্যাদি স্থলেও দ্বিতীয়া অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে উক্ত ক্ষেত্রে 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্' সূত্রানুসারে পরবর্তী প্রথমাই হইবে ; কিন্তু দ্বিতীয়া হইবে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'কর্তব্যঃ কটঃ' ইত্যাদি স্থলে প্রথমাকেও বাধ করিয়া পরবর্তী **'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি'** (২-৩-৬৫) সূত্রানুসারে কর্মগত-সংখ্যা অর্থে ষষ্ঠী প্রসক্ত হইবে। 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' সূত্রটি প্রথমাবিধায়ক সূত্রেরও পরবর্তী, সুতরাং সংখ্যা বিভক্ত্যর্থ এই মতে অবশ্যই 'অনভিহিতে' সূত্রের অধিকার কর্তব্য ॥ ৫৩৬ ॥

৫৩৭। কর্ম্মণি দ্বিতীয়া। (২-৩-২)

অনুক্তে কর্মণি দ্বিতীয়া স্যাৎ, হরিং ভজতি। অভিহিতে তু কর্মণি 'প্রাতিপদিকার্থমাত্রে' ইতি প্রথমৈব। অভিধানং চ প্রায়েণ তিঙ্-কৃত্তদ্ধিতসমাসৈঃ। তিঙ্, হরিঃ সেব্যতে। কৃৎ, লক্ষ্ম্যা সেবিতঃ। তদ্ধিত, শতেন ক্রীতঃ শত্যঃ। সমাস, প্রাপ্ত আনন্দো যং স প্রাপ্তানন্দঃ। কচিন্নিপাতেনাভিধানম্। যথা—'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।' সাম্প্রতমিত্যস্য হি যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩৭ ॥

অনু—অনুক্ত কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, যথা—হরিং ভজতি।

কা—তুষ্টির অনুকূল পরিচারণরূপ ব্যাপারই হইল 'ভজ্' ধাতুর অর্থ। 'হরিং ভজতি'—এই ক্ষেত্রে পূজাদি ব্যাপারের দ্বারা হরিকে সন্তুষ্ট করিতেছে কর্তা—এইরূপ উক্ত বাক্যের অর্থ। দেবদত্ত প্রভৃতি কর্তৃগত পূজনাদি ব্যাপার-প্রযোজ্য তুষ্টিরূপ ফলের আশ্রয় হওয়ায় হরি শব্দে কর্ম সংজ্ঞা এবং এই সূত্রানুসারে উহাতে দ্বিতীয়া হইয়াছে। হরিতে বিদ্যমান যে তুষ্টি তাহার অনুকূল দেবদত্তাদি গত বর্তমান কালিক ব্যাপার। এই প্রকার ব্যাপার বিশেষ্যক বোধ হইয়া থাকে। 'ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্'—এই নিরুক্ত বাক্যের প্রামাণ্যবশতঃ ব্যাপার-প্রধান শাব্দবোধই বৈয়াকরণগণ স্বীকার করেন। নিরুক্তকার যাস্ক উক্ত বাক্যের দ্বারা আখ্যাত বা তিঙন্তের লক্ষণ করিয়াছেন। তিঙন্ত পদে ক্রিয়ারই প্রাধান্য থাকে—ইহাই উক্ত নিরুক্ত বাক্যের তাৎপর্য। নৈয়ায়িকদের মতে এক্ষেত্রে 'হরিনিষ্ঠতুষ্ট্যনুকূলব্যাপারাশ্রয়ো দেবদত্তঃ—হরিতে বিদ্যমান যে তুষ্টি, তাহার অনুকূল ব্যাপারের আশ্রয় দেবদত্ত ইত্যাদি রূপে প্রথমান্ত পদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াই বাক্যের বোধ হয়। এইরূপ প্রথমান্ত বিশেষ্যক বোধ মহাভাষ্যকারের পদাঙ্কানুসরণকারী বৈয়াকরণগণ স্বীকার করিতে পারেন না।

অনু—কর্ম অভিহিত হইলে 'প্রাতিপদিকার্থমাত্রে' ইহার দ্বারা প্রথমাই হইবে। অভিধান সাধারণতঃ তিঙ্, কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের দ্বারা হইয়া থাকে। (যথাক্রমে উদাহরণ) তিঙ্—হরিঃ সেব্যতে; কৃৎ—লক্ষ্ম্যা সেবিতঃ; তদ্ধিত—শতেন ক্রীতঃ শত্যঃ; সমাস—প্রাপ্ত আনন্দো যং স প্রাপ্তানন্দঃ।

কা—যে স্থলে কর্মত্বাদি শক্তি উদ্ভূত হয়, সেই স্থলেই প্রাতিপদিকে দ্বিতীয়া হইয়া থাকে। তিঙ্, কৃৎ প্রভৃতির দ্বারা কর্মত্বাদি শক্তির অভিধান হইলে প্রাতিপদিকের দ্বারা উহা উদ্ভূত হয় না; কিন্তু অনুদ্ভূত অর্থাৎ যে স্থলে কর্মত্বাদি শক্তি তিরোহিত থাকে সেইজন্য সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়া হয় না। কর্মণি দ্বিতীয়ার অর্থ—যে প্রাতিপদিকের দ্বারা কর্মত্বাদি শক্তি উদ্ভূত, অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে দ্বিতীয়া হয়। তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে কর্মত্বাদি শক্তি প্রাতিপদিকার্থের অন্তর্গত; সুতরাং প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা বিভক্তিই হইবে। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—'অভিহিতঃ যোঽর্থোঽন্তর্ভূতঃ প্রাতিপদিকার্থঃ সম্পন্নঃ।' কর্মত্বাদি শক্তি অভিহিত হইলে উহা প্রাতিপদিকার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেইজন্য সেস্থলে প্রথমাই হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রাতিপদিকের দ্বারা যদি প্রাতিপদিকার্থ উক্ত হয়, তাহা হইলেই বা সেই অর্থের উপপাদন করিবার জন্য প্রথমা বিভক্তি কি করিয়া আসিবে? 'উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ' ন্যায় অনুসারে উক্তস্থলেও প্রাতিপদিকের দ্বারা প্রাতিপদিকার্থ উক্ত হওয়ায়, সেই অর্থে প্রথমা বিভক্তি হওয়া অসম্ভব। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে কোন কোন স্থলে উক্তার্থেরও প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন 'ঘটৌ'—এইরূপ দ্বিবচনের দ্বারাই দ্বিত্ব অর্থের প্রতীতি হওয়া সত্ত্বেও দ্বৌ শব্দের প্রয়োগ হয়; 'দ্বৌ ঘটৌ' ইত্যাদি। এ বিষয়ে 'অভিহিতে প্রথমা' এই বার্তিকও প্রমাণ। তিঙ্ প্রভৃতির দ্বারা কর্মত্বাদি শক্তি অভিহিত হইলেও প্রথমা হইয়া থাকে—ইহাই উক্ত বার্তিকের অর্থ।

'পক্বমোদনং ভুঙ্ক্তে'—ইত্যাদি স্থলে 'পচ্' ধাতুর কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ম উক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রথমা না হইয়া দ্বিতীয়া বিভক্তি কেন হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে এই সকল ক্ষেত্রে দুইটি শক্তি আছে। একটি 'পচ্' ধাত্বর্থ ক্রিয়া নিরূপিত কর্মত্ব শক্তি এবং আর একটি 'ভুজ্' ধাত্বর্থ ক্রিয়া নিরূপিত কর্মত্ব শক্তি। 'ওদন' এইরূপ কর্ম একটি হইলেও উহাতে পূর্বোক্ত প্রকারে নিরূপকভেদে দুইটি শক্তি আছে। প্রধান ক্রিয়ানুসারেই বিভক্তি হইয়া থাকে। আখ্যাত অথবা তিঙন্ত ক্রিয়াই সর্বত্র প্রধান এবং কৃদন্ত ক্রিয়া সর্বত্রই অপ্রধান। উক্ত স্থলে 'ভুঙ্ক্তে' এই তিঙন্ত ক্রিয়া প্রধান এবং 'পক্বম' এই কৃদন্ত ক্রিয়া গুণীভূত বা অপ্রধান। 'পক্বম্'

এই কৃদন্ত পদের দ্বারা ওদনগত কর্মত্ব শক্তি উক্ত হইলেও 'ভুঙ্‌ক্তে' এই কর্তৃবাচ্যে তিঙন্ত পদের দ্বারা ওদনগত কর্মত্ব শক্তি উক্ত হয় নাই ; সেই জন্য 'ভুজ্' ধাত্বর্থ ক্রিয়া নিরূপিত কর্মত্ব শক্তি অনভিহিত থাকায় উক্ত স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে বাধা নাই।

এই প্রকার 'আসনে আস্তে'—ইত্যাদি স্থলে 'ল্যুট্' প্রত্যয়ের দ্বারা অধিকরণ শক্তি অভিহিত হইলেও 'আস্তে' এই 'তিঙন্ত' পদেব দ্বারা উপস্থাপ্য ক্রিয়া নিরূপিত অধিকরণ শক্তি অভিহিত না হওয়ায় অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তিই হয়, 'আসন' শব্দে 'আস্' ধাতুব শেষে **'করণাধিকরণয়োশ্চ'** (৩-৩-১১৩) এই সূত্রানুসারে অধিকরণ কারকে ল্যুট্ প্রত্যয় এবং 'আস্+যু' এই অবস্থায় **'যুবোরনাকৌ'** (৭-১-১) সূত্রানুসারে 'যু' এব স্থানে 'অন' আদেশ করিলে 'আসন' শব্দটিব সিদ্ধি হয়। উহাতে অধিকবণে 'ল্যুট্' হইয়াছে বলিয়া অধিকরণ শক্তি 'ল্যুট্' প্রত্যযেব দ্বারা অভিহিত বা উক্ত ; আর 'আস্তে' এই স্থলে 'আস্' ধাতুর শেষে কর্তৃবাচ্যে 'তে' আসিয়াছে, সুতরাং উহার দ্বারা কর্তা উক্ত ; কিন্তু অধিকরণ অনুক্ত।

এইরূপ 'পক্তোদনঃ ভুজ্যতে'—এই বাক্যে ভুজ্যতে এই প্রধান ক্রিয়া নিরূপিত শক্তির অভিধান থাকায়, অপ্রধান 'পচ্' ধাত্বর্থ ক্রিয়া নিরূপিত শক্তির অনভিধান থাকা সত্ত্বেও 'ওদন' শব্দে দ্বিতীয়া হইবে না ; প্রথমাই হইয়া থাকে।

কেহ কেহ এস্থলে একটিতে শাব্দ ও অপবটিতে আর্থ অন্বয় স্বীকাব করিয়া থাকেন। যেমন—'ওদনং পক্ত্বা, ভুজ্যতে।' ভাত পাক কবিয়া খাইতেছে বলিলে 'কিং ভুজ্যতে'—কি খাইতেছে ? এইরূপ জিজ্ঞাসাব উদয় হয়। উহার উত্তরে 'ওদনং' এই কর্মের অধ্যাহার করিয়া 'ওদনং ভুজ্যতে' এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হইবে। আর 'পক্ত্বা, ওদনঃ ভুজ্যতে'—পাক করিয়া, ভাত খাইতেছে এই বাক্যে 'পচ্' ধাত্বর্থ ক্রিয়াব কর্মের প্রয়োগ করা হয় নাই ; কিন্তু 'কিং পক্ত্বা' ? এইরূপ জিজ্ঞাসা উদিত হইলে 'ওদনম্' এই কর্মের অধ্যাহার হইয়া থাকে। উক্ত দুইটি বাক্যে একটি শাব্দ ও অপরটিতে আর্থ অন্বয় হইয়াছে। **স্বাদুমি ণমুল্'** (৩-৪-২৬) এই সূত্রের ভাষ্যে ইহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ভাষ্যে অভিধান বিষয়ে পরিগণন করা হইয়াছে, তিঙ্, কৃৎ, তদ্ধিত ও

সমাস এই চারিটির দ্বারাই সাধারণতঃ অভিধান হইয়া থাকে। যদি পরিগণন না করা হইত, তাহা হইলে 'কটং করোতি ভীষ্মমুদারং শোভনীয়ম্' —এই বাক্যে কট শব্দোত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বারা কর্মের অভিধান হওয়ায় 'ভীষ্ম' প্রভৃতি শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রাপ্তি হইতে পারে না; সেইজন্য তিঙ্, কৃৎ, প্রভৃতির দ্বারাই অভিধান স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত বাক্যে 'কটম্' এই বিশেষ্য পদের দ্বিতীয়া বভক্তির দ্বারা কর্ম অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু তিঙ্, কৃৎ প্রভৃতির যে কোন একটির দ্বারা অভিহিত হয় নাই, সেই জন্য উক্ত বাক্যে বিশেষ্য পদের উত্তব দ্বিতীয়ার দ্বারা কর্ম অভিহিত হইলেও ভীষ্ম প্রভৃতি বিশেষণ পদেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে বাধা নাই।

'হরিঃ সেব্যতে' এই বাক্যে 'সেব্যতে' ইহাতে **'লঃ কর্মণি চ ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ'** (৩-৪-৬৯) সূত্রানুসারে কর্মে লকার আসিয়াছে। আর 'ভাবকর্মণোঃ' (১-৩-১৩) সূত্রানুসারে আত্মনেপদ হইয়াছে। সুতরাং কর্ম অর্থে লকার হওয়ায়, উহার দ্বারা কর্ম অভিহিত, কিন্তু অনভিহিত নয়। লকার বা উহার আদেশভূত তিঙ্ এর দ্বারা যে কর্মরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে, উহা প্রাতিপদিকার্থ হওয়ায় 'হরিঃ' এই কর্মে প্রথমা হইয়াছে।

'লক্ষ্ম্যা সেবিতঃ' ইহা কৃদন্তের উদাহরণ। এস্থলে কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে, সুতরাং এই 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ম উক্ত হইয়াছে। কিন্তু 'কর্তা' কোন প্রত্যয়ের দ্বারাই উক্ত হয় নাই। সেই জন্য **'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'** (২-৩-১৮) সূত্রানুসারে 'লক্ষ্মী' এই অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া এবং 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ম উক্ত হওয়ায় 'হরি' শব্দে প্রথমা হইয়াছে। উক্ত বাক্যের অর্থ হইল লক্ষ্মী বৃত্তি পরিচারণ-রূপ ব্যাপার জনিত তুষ্টির আশ্রয় হরি। এ স্থলে 'কৃৎ'এর দ্বারা হরি রূপ কর্ম অভিহিত হইয়াছে বলিয়া উহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় নাই।

তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত কর্মের উদাহরণ 'শত্যঃ'। ইহাতে 'শতেন ক্রীতঃ' একশতের দ্বারা ক্রীত অর্থাৎ ক্রয় করা হইয়াছে, এই অর্থে **'শতাচ্চ ঠন্যতাবশতে'** (৫-১-২১) সূত্রানুসারে 'শত' শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। এস্থলে 'যৎ' এই তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ম উক্ত হইয়াছে; সেই জন্য 'পট' প্রভৃতি কর্মে দ্বিতীয়া হয় না; কিন্তু প্রথমা বিভক্তিই হইবে, যেমন 'শত্যঃ পটঃ' একশত (টাকার) দ্বারা ক্রীত পট ইত্যাদি।

সমাসের দ্বারা অভিহিত হওয়ার উদাহরণ 'প্রাপ্তানন্দঃ', 'প্রাপ্ত' পদটি 'প্র' পূর্বক 'আপ্' ধাতুর শেষে **'গত্যর্থাকর্মকশ্লিষশীঙ্স্থাসবসজনরুহজীর্যতিভ্যশ্চ** (৩-৪-৭২) সূত্রানুসারে কর্তায় 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার কর্তা হইল আনন্দ। 'প্রাপ্তঃ আনন্দঃ যং সঃ' আনন্দ যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ দেবদত্ত প্রভৃতি। অন্য পদার্থ প্রধানে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। উক্ত বিগ্রহ বাক্যের দ্বারা দেবদত্ত প্রভৃতি কর্ম যে উক্ত হইয়াছে. ইহা জ্ঞাত হয়; সুতরাং এক্ষেত্রে বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা কর্ম উক্ত হওয়ায় 'প্রাপ্তানন্দঃ' পদে কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না; কিন্তু "উক্তঃ সোঽর্থঃ প্রাতিপদিকার্থঃ সম্পন্নঃ" এই ভাষ্য বাক্যানুসারে কর্মরূপ অর্থ প্রাতিপদিকার্থেরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমাই হইয়া থাকে। উহার অর্থ আনন্দ কর্তৃক প্রাপ্তিকর্মভূত দেবদত্ত প্রভৃতি।

অনু—কোন কোন ক্ষেত্রে নিপাতের দ্বারাও অভিধান হইয়া থাকে; যেমন—'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্' বিষবৃক্ষকেও বর্দ্ধন করিয়া নিজেই উহার ছেদন করা অনুচিত। এস্থলে 'অসাম্প্রতম্' ইহার অর্থ—উচিত নয়।

কা—দীক্ষিত যে পূর্বে 'প্রায়েণ' এই পদটির উল্লেখ করিয়াছেন, উহারই বিবরণ যে—কোন কোন ক্ষেত্রে নিপাতের দ্বারাও অভিধান হয়। প্রায় তিঙ্, কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের দ্বারা অভিধান হয়—ইহা বলিলে ইহা মনে হয় যে—কোথাও অন্য প্রকারেও হয়, সেই অন্য প্রকারে যে অভিধান হয়, তাহাই এস্থলে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে—স্থল বিশেষে নিপাতের দ্বারাও অভিধান হয়। যেমন 'বিষবৃক্ষোঽপি' এই বাক্যে 'অসাম্প্রতম্' এই নিপাতের দ্বারা কর্ম অভিহিত হওয়ায় 'বিষবৃক্ষম্' এইরূপ দ্বিতীয়া হইল না। যদি 'অসাম্প্রতম্' নিপাতের দ্বারা কর্মের অভিধান না হইত, তাহা হইলে বর্দ্ধন বা ছেদন ক্রিয়ার কর্ম রূপে বিষবৃক্ষের অন্বয় হওয়ায় উহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রসক্তি হইত। উক্ত বাক্যস্থ 'অসাম্প্রতম্' এই নিপাতটির অর্থ হইল—'ন যুজ্যতে', উচিত নয়।

নাগেশ ভট্ট নিপাতের দ্বারা অভিধান স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে উক্ত বাক্যে 'ছেত্তুম্' এই 'তুমুন্নন্ত' পদের উপপত্তির জন্য 'ইষ্যতে' ক্রিয়ার অধ্যাহার করিতেই হইবে। অন্যথা ক্রিয়ার্থ ক্রিয়া উপপাদন না থাকায় (**তুমুন্ ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্**—(৩-৩-১০) অথবা শক্

ধৃষ্ প্রভৃতি ধাতুর উপাদান না থাকায় **"শক-ধৃষ-জ্ঞা-গ্লা-ঘট-রভ-লভ-ক্রম-সহার্হাস্ত্যর্থেষু তুমুন্"**—(৩-৪-৬৫) সূত্রানুসারে তুমুন্ প্রত্যয় হইতেই পারে না। যেমন 'ভোক্তুম্ গচ্ছতি' ইত্যাদি বাক্যে ভোজন প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রয়োজনে গমন ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকায় 'ভুজ্' ধাতুতে 'তুমুন্' প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। এইরূপ এস্থলে কোন ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই। সেইজন্য **'সমান-কর্তৃকেষু তুমুন্।'** (৩-৩-১৫৮) সূত্রানুসারে ইচ্ছার্থক ধাতুর প্রয়োগে 'তুমুন্' হইবে। তাহা হইলে ইচ্ছার্থক ধাতুর অধ্যাহার করিতেই হইবে। কর্মবাচ্যে ইচ্ছার্থক ধাতুর অধ্যাহার করিলে 'তুমুন্' প্রত্যয়ের উপপত্তিও হয়, আর উহার দ্বারা কর্ম উক্ত হওয়ায় 'বিষবৃক্ষ' শব্দে দ্বিতীয়ার পসক্তিও হয় না। সুতরাং 'ইষ্যতে' এই কর্মবাচ্যে 'ইষ্' ধাতুর অধ্যাহার করা হইলে আর কোন দোষই থাকে না। 'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম্ ইষ্যতে তদসাম্প্রতম্'—বিষবৃক্ষকেও বর্দ্ধন করিয়া নিজেই উহার ছেদনের ইচ্ছা করা উচিত নয়। নিজের দ্বারা বর্দ্ধিত বিষবৃক্ষেরও ছেদনের ইচ্ছা করা উচিত নয়। ছেদনের ইচ্ছা করাও যদি উচিত না হয়, তাহা হইলে ছেদন করা কখনও উচিত হইতে পারে না। এই ভাবে উক্তবাক্যে 'ইষ্যতে' ক্রিয়ার অধ্যাহার করিয়া 'বিষবৃক্ষ' শব্দে দ্বিতীয়া প্রাপ্তির নিবারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'প্রায়েণ' এই পদটির বাক্যে পরিগণন করারকোন প্রয়োজন নাই—ভাষ্যকারও অভিধানের পরিগণন করিবার সময় উক্ত পদটির উল্লেখ করেন নাই।

'ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ'—মাঘের এই শ্লোকাংশে 'ইতি' শব্দের দ্বারা কর্ম অভিহিত হওয়ায় 'নারদ' এই কর্মকারকে দ্বিতীয়া হয় নাই। ইহা দীক্ষিত মতানুসারী ব্যাখ্যা।

নাগেশ বলেন, এ স্থলে 'নারদ ইতি' ইহা শ্রীকৃষ্ণের নারদকে দেখিয়া যে রূপ জ্ঞান হইয়াছিল সেই জ্ঞানাকারের অনুকরণ। যেমন 'গো—ইতি' এই রূপ অপ শব্দোচ্চারণের অনুকরণ করা হয়। ইতি শব্দের কর্মত্ব দ্যোতকতাও প্রমাণ গ্রাহ্য নয়, কারণ 'ইতিঃ প্রকরণে হেতৌ প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু, নিদর্শনে প্রকারে চ স্যাৎ'—এই আভিধানিক বাক্যে কর্মত্ব দ্যোতকতার উল্লেখ নাই। ॥ ৫৩৭ ॥

৫৩৮। তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্। (১-৪-৫০)

(ঈপ্সিততমবৎক্রিয়য়া যুক্তমনীপ্সিতমপি কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ। গ্রামং গচ্ছংস্তৃণং স্পৃশতি। বিষং ভুঙ্‌ক্তে। ॥ ৫৩৮ ॥

অনু—ঈপ্সিততম সদৃশ ক্রিয়াযুক্ত অনীপ্সিতেরও কর্ম সংজ্ঞা হয়। যথা—'গ্রামং গচ্ছন্ তৃণং স্পৃশতি।' গ্রামে যাইতে যাইতে তৃণ স্পর্শ করিতেছে। 'বিষং ভুঙ্‌ক্তে'—বিষ খাইতেছে।

কা—এই সূত্রে 'তথা' পদটি সাদৃশ্য বাচক ভিন্ন পদ, যুক্ত পদের সহিত সমাসবদ্ধ নয়। সাদৃশ্য বুঝাইলেই কাহার সাদৃশ্য? যাহার সাদৃশ্য, সেই প্রতিযোগীর অপেক্ষা থাকে। নিকটবর্তী পূর্ব সূত্রের ঈপ্সিততমই সাদৃশ্যের প্রতিযোগী।

যে প্রকারে কর্তার ঈপ্সিততম ক্রিয়াব সহিত যুক্ত থাকে সেই প্রকারেই যদি অনীপ্সিতও যুক্ত থাকে, তাহা হইলে উহার কর্ম সংজ্ঞা হয়।

'রামঃ গঙ্গাং স্পৃশতি'—রাম গঙ্গার স্পর্শ করিতেছে। এই বাক্যেব দ্বারা ইহাই বুঝায় যে রাম গঙ্গার সহিত সংযোগ করিতেছে। 'স্পৃশ্' ধাতুব অর্থ—সংযোগানুকূল ব্যাপার; সুতরাং এইরূপ ব্যাপারের ফল হইল সংযোগ, ইহার আশ্রয় গঙ্গা, সেইজন্য গঙ্গাই এই বাক্যে ক্রিয়াজনিত ফলের আশ্রয়। উক্ত বাক্যে গঙ্গা কেবল আশ্রয়ই নয়; কিন্তু সংযোগরূপ ফলের আশ্রয়-রূপে রামের উদ্দেশ্যও বটে; সেইজন্য গঙ্গা এ ক্ষেত্রে ঈপ্সিততম। 'গ্রামং গচ্ছন্ তৃণং স্পৃশতি'—গ্রামে যাইতে যাইতে তৃণ স্পর্শ করিতেছে। এই বাক্যে 'তৃণ' পদটি ঈপ্সিততম নয়, কারণ উহা স্পর্শ করিবার ইচ্ছার বিষয় নয়। যে ব্যক্তি গ্রামে যাইতেছে, সে স্বেচ্ছায় তৃণ স্পর্শ করিতেছে না। আমার তৃণ স্পর্শ হউক'—এইরূপ ইচ্ছা তাহার নাই; সেইজন্য ইহা অনীপ্সিত। কিন্তু অনীপ্সিত তৃণেও ঈপ্সিততমের মত ক্রিয়া জনিত ফল থাকেই। এ ক্ষেত্রে 'স্পৃশ্' ধাত্বর্থ ব্যাপারের ফলে যে সংযোগ ইহা তৃণে থাকেই।

'গঙ্গাং স্পৃশতি'—এই বাক্যে গঙ্গা ঈপ্সিততম, কারণ উহা স্পর্শ করিবার ইচ্ছার উদ্দেশ্য।

'গ্রামং গচ্ছন্ তৃণং স্পৃশতি'—এই বাক্যে তৃণ ইপ্সিততম নয়, কারণ উহা স্পর্শ করা ইচ্ছার উদ্দেশ্য নয়।

'বিষং ভুঙ্‌ক্তে,—বিষ খাইতেছে,' এই বাক্যেও 'বিষ' পদটি ঈপ্সিততম বা 'ভুজ্' ধাত্বর্থ ব্যাপার জনিত ফল—গল-বিবরের সহিত সংযোগের আশ্রয় হউক ; এই প্রকার ইচ্ছার উদ্দেশ্য বা বিষয় নয় ; সেই জন্য অনীপ্সিত। উক্ত ব্যাপারজনিত ফল গল-বিবরের সংযোগ বিষে থাকিলেও উহা উদ্দেশ্য নয়। যেমন 'অধর্ম', 'অসুর' ইত্যাদি পদে নঞ্ সমাসেব দ্বারা উত্তর পদার্থ যে 'ধর্ম', 'সুর' প্রভৃতি ; উহাদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিবোধী অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও যদি 'অনীপ্সিত' এই নঞ্ সমাসের দ্বারা ঈপ্সিত' এই উত্তর পদার্থের বিরোধী অর্থেব বোধ হয় তাহা হইলে ঈপ্সিত বিরোধা যে দ্বেষ্য বস্তু বিষ প্রভৃতি উহাদের গ্রহণ হইবে ; কিন্তু 'তৃণ' প্রভৃতি উদাসীন বস্তুর গ্রহণ হইবে না। সেইজন্য এস্থলে অনীপ্সিত পদের দ্বারা ঈপ্সিত ব্যতীত যাবতীয় বস্তুব গ্রহণ হইয়া থাকে—যাহা ঈপ্সিত নয়, দ্বেষ্য ও উদাসীন, দুই প্রকারেরই গ্রহণ হইবে। 'দ্বেষ্য' অর্থাৎ প্রতিকূল বস্তু ; যেমন বিষ, চোর প্রভৃতি। আর উদাসীন বা উপেক্ষ্য বস্তু ; যেমন তৃণ, বৃক্ষ, মূল প্রভৃতি। যাহা দুঃখ সাধন, তাহাই প্রতিকূল ; আব যাহা দুঃখ সাধন অথবা সুখ সাধন কিছুই নয়, তাহাই উদাসান বা উপেক্ষ্য।

সেইজন্য উক্ত সূত্রস্থ অনীপ্সিত পদটিব অর্থ যাহা ঈপ্সিত ব্যতীত, অর্থাৎ অনুদ্দেশ্য, গ্রামে যাইবার সময় তৃণ স্পর্শন প্রভৃতি উদাসীন বা উপেক্ষ্য ; এবং বিষ প্রভৃতি দ্বেষ্য বা প্রতিকূল বস্তু উভয়ই অনীপ্সিত বা ঈপ্সিত ব্যতীত। সুতবাং অনীপ্সিত বলিতে দুইটির উদাসীন ও প্রতিকূলের বোধ হইয়া থাকে উদাসীনের উদাহরণ 'গ্রামং গচ্ছন্ তৃণং স্পৃশতি', প্রতিকূল বা দ্বেষ্যেব উদাহরণ 'বিষং ভুঙ্‌ক্তে'। দীক্ষিত অনীপ্সিত পদের দ্বারা উদাসীন ও দ্বেষ্য, দুইটিরই গ্রহণ হয়—ইহা বুঝাইবার জন্য উপরি উক্ত দুই প্রকারের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৃণ স্পর্শের উদ্দেশ্য নয় বলিয়া ঈপ্সিত নয় এবং প্রতিকূল বস্তু নয় বলিয়া উহা ঈপ্সিত নয় এবং প্রতিকূল বস্তু নয় বলিয়া উহা অনীপ্সিতও নয়, সেইজন্য তৃণ হইল উদাসীন।

'বিষ' সকলেরই প্রাতিকূল্য বা দ্বেষ্য অর্থাৎ অপ্রীতির জনক ; সেইজন্য উহা অনীপ্সিত। সূত্রস্থ অনীপ্সিতের দ্বারা উক্ত দুই প্রকারই গৃহীত হইয়া থাকে।

উদাসীন হইল উপেক্ষ্য। 'উপেক্ষ্য' শব্দের অর্থ উপেক্ষা বুদ্ধির বিষয় নয়, তাহা হইলে 'নদী কূলং কষতি' ইত্যাদি বাক্যে যে স্থলে কর্তা অচেতন, সেস্থলে উপেক্ষা বুদ্ধির বিষয় না থাকায়, এই সূত্রের উদাহরণ হইতে পারে না। অচেতনে বুদ্ধিই নাই, তাহা হইলে উক্ত প্রকারে উপেক্ষা বুদ্ধির বিষয় কি করিয়া হইবে। সেইজন্য উপেক্ষা বলিতে যাহা ঈপ্সা বা দ্বেষের বিষয় নয়। উপরিউক্ত উদাহরণে 'তৃণ' ঈপ্সা বা দ্বেষ, কাহারও বিষয় নয়

'তৃণং স্পৃশতি' বা 'বিষং ভুঙ্ক্তে' দুইটিই তাৎপর্য-ভেদে ঈপ্সিত বা অনীপ্সিত কর্মের উদাহরণ হইতে পারে।

ইচ্ছাপূর্বক যদি কেহ তৃণ স্পর্শ করে, তাহা হইলে উহা ঈপ্সিততম কর্মের উদাহরণ হইবে, আর অনিচ্ছায় গ্রামে যাইতে যাইতে যদি কেহ স্বভাব বশতঃ তৃণ স্পর্শ করে, সে ক্ষেত্রে 'তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্'এর উদাহরণ হইবে।

এইরূপ শারীরিক বা মানসিক অথবা শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ হইতে নিবৃত্তি পাইবার জন্য মানুষ যদি আত্মহত্যার অভিলাষে বিষ ভক্ষণ করে তাহা হইলে সেক্ষেত্রে 'বিষ' ঈপ্সিততম হওয়ায় উহা পূর্ব সূত্রেরই উদাহরণ হইবে।

আর শত্রুর দ্বারা নিগৃহীত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভয়ার্ত চিত্তে যদি কেহ বিষ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে 'বিষং ভুঙ্ক্তে' এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং সেস্থলে 'তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্' সূত্রানুসারে উক্ত বাক্যস্থ 'বিষ' পদের কর্ম-সংজ্ঞা হইবে। ভক্ষণের অর্থ হইল গলার বিবরের সহিত ভক্ষ্য পদার্থের সংযোগানুকূল ব্যাপার। সেই ব্যাপার হইতে জাত ফল হইল কণ্ঠ-বিবরের সহিত ভক্ষ্য-বস্তুর সংযোগ—এই ফলাশ্রয়ের ইচ্ছায় বিষ ভক্ষণ করিলে 'বিষ' ঈপ্সিততম এবং উক্ত ফলাশ্রয়ের ইচ্ছা ব্যতীত যদি শত্রুদ্বারা নিগৃহীত হইয়া বিষ ভক্ষণে বাধ্য হয়, তাহা হইলে উহা অনীপ্সিত কর্ম।

খাদ্য বস্তুর সহিত বিষ মিশ্রিত থাকে, অথবা খাদ্য বস্তুই কোন রূপে বিষাক্ত হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রেও প্রাপ্তি বশতঃ যদি কেহ বিষ ভক্ষণ করে, সেস্থলেও 'ওদনং ভুঞ্জানো বিষং ভুঙ্ক্তে' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হয়; আর সেই বাক্যের 'বিষ' পদটি অনীপ্সিত কর্মই হইবে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে 'ধাতূপস্থাপ্য ফলাশ্রয় কর্ম' অর্থাৎ ধাতুর দ্বারা উপস্থাপিত যে ক্রিয়া জন্য ফল, সেইরূপ ফলের আশ্রয়ই কর্ম। এই লক্ষণানুসারে 'গ্রামং গচ্ছতি' ইত্যাদি স্থলে 'গম্' ধাতুর দ্বারা উপস্থাপিত সংযোগরূপ ফলের আশ্রয় হওয়ায় গ্রামের কর্মসংজ্ঞা এবং 'গ্রামং গচ্ছন্ তৃণং স্পৃশতি', বিষং ভুঙ্ক্তে' ইত্যাদি স্থলেও 'স্পৃশ্' ধাতু ও 'ভুজ্' ধাতুর দ্বারা উপস্থাপিত যথাক্রমে হস্তাদির সংযোগ ও কণ্ঠ বিবরের সংযোগরূপ ফলের আশ্রয় 'তৃণ' ও 'বিষ' হওয়ায় উহাদের কর্মসংজ্ঞা হইবে ; পুনরায় ঈপ্সিততম ও অনীপ্সিত পদঘটিত দুইটি পৃথক সূত্র করার কি প্রয়োজন ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম' সূত্র না করিলে ঈপ্সিততম ও ঈপ্সিত বলিয়া কোন ভেদ থাকিবে না, ফলে 'অগ্নের্মাণবকং' বারয়তি', 'কূপাদন্ধং বারয়তি' ইত্যাদি স্থলে 'বার্' ধাতুর দ্বারা উপস্থাপিত ফল সংযোগ ও সংযোগানুকূল ব্যাপারাভাব উভয় ফলেরই আশ্রয়। যেমন 'অগ্নি', 'কূপ' প্রভৃতি, সেইরূপ 'মাণবক', 'অন্ধ' প্রভৃতিও ; সুতরাং উভয়েরই কর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, 'অগ্নি' ও 'মাণবকে' এবং 'কূপ' ও 'অন্ধে', আর সর্বত্রই। 'ধাতূপস্থাপ্য ফলাশ্রয়ের কর্ম' এই লক্ষণানুসারে কর্মসংজ্ঞা লইলে '**বারণার্থানামীপ্সিতঃ**' (১-৪-২৭) সূত্রটি নির্বিষয় বা নিরবকাশ হইয়া পড়ে, কারণ একমাত্র 'বার্' ধাতুর প্রয়োগেই উহার অবকাশ আছে ; উহাও যদি না থাকে, তাহা হইলে উহা নিরবকাশ হইয়া অপবাদ হইবে, ফলে 'অগ্নি' ও 'মাণবক' এবং 'কূপ' ও 'অন্ধ' উভয়েরই অপাদান সংজ্ঞার প্রসক্তি হইবে। তাহা যাহাতে না হয় সেই জন্য 'ঈপ্সিততম' ঘটিত সূত্র করিতেই হইবে। এইরূপ করিলে 'মাণবক', 'অন্ধ' প্রভৃতি ঈপ্সিততমের কর্ম সংজ্ঞা এবং অগ্নি ও কূপ প্রভৃতির অপাদান সংজ্ঞা হইবে। সুতরাং ইহাতে পূর্বোক্ত দোষের কোন সম্ভাবনাই নাই।

তাহা হইলে "**বারণার্থানামীপ্সিতঃ**"—এই সূত্রের দ্বারা উহার বিষয়ে কর্মসংজ্ঞা যাহাতে বাধিত না হয়, কিন্তু ঈপ্সিততম বিষয়ে পরবর্তী 'কর্তুরীপ্সিত' সূত্রের দ্বারা যাহাতে বাধিত হয় তাহার জন্য 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম' সূত্র করিতেই হইবে, আর ঈপ্সিততম ঘটিত সূত্র করিলেই 'বিষং ভুঙ্ক্তে', 'তৃণং স্পৃশতি' ইত্যাদি দ্বেষ্য ও ঔদাসীন্যের কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত

হইবে না, সেই সব ক্ষেত্রেও যাহাতে কর্মসংজ্ঞা হয়, সেই জন্য 'তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্' এই সূত্রটিও করিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে নঞ্ ও ইব যুক্ত পদ তদ্ভিন্ন সদৃশার্থের বোধক হয়— **'নঞিবযুক্তমন্যসদৃশম্',** তাহা হইলে উক্ত ন্যায়ানুসারে অনীপ্সিত পদের দ্বারাই ঈপ্সিত ব্যতীত অথচ ঈপ্সিত সদৃশ দ্বেষ্য ও উদাসীন বস্তুর গ্রহণ হইবে ; সুতরাং এস্থলে 'তথাযুক্তম্' এই পদটির প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—'প্রয়াগাৎ কাশীং গচ্ছতি' ইত্যাদি বাক্যে 'গম্' ধাত্বর্থ ব্যাপার প্রযোজ্য ফল যে বিভাগ উহার আশ্রয় হওয়ায় প্রয়াগেরও কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে ; তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য উক্ত সূত্রে 'তথা-যুক্তম্' এই পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত পদটি থাকিলে উহার দ্বারা প্রকৃত ধাত্বর্থ ব্যাপার প্রযোজ্য প্রকৃত ধাত্বর্থ ফল লাভ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ যে বাক্যে যে ধাতুর প্রয়োগ করা হইবে, সেই ধাতুরই অর্থ ব্যাপার ও ফল হওয়া চাই। উক্ত বাক্যে বিভাগ 'গম্' ধাত্বর্থ ব্যাপার প্রয়োজন হইলেও উহা 'গম্' ধাতুরই অর্থ নয়। কারণ 'গম্' ধাতুর অর্থ 'সংযোগফল ও তদনুকূল ব্যাপার'। ॥ ৫৩৮ ॥

৫৩৯। **অকথিতং চ।** (১-৪-৫১)

অপাদানাদিবিশেষৈরবিবক্ষিতং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ।

দুহ্যাচ্পচ্দণ্ডরুধি প্রচ্ছি চি ব্রূ শাসু জি মন্থ্ মুষাম্।

কর্মযুক্ স্যাদকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষ্বহাম্ ॥

দুহাদীনাং দ্বাদশানাং তথা নী-প্রভৃতীনাং চতুর্ণাং কর্মণা যদ্যুজ্যতে তদেবাকথিতং কর্ম' ইতি পরিগণনং কর্তব্যমিত্যর্থঃ। গাং দোগ্ধি পয়ঃ। বলিং যাচতে বসুধাম্। অবিনীতং বিনয়ং যাচতে। তণ্ডুলানোদনং পচতি। গর্গান্ শতং দণ্ডয়তি। ব্রজমবরুণদ্ধি গাম্। মাণবকং পন্থানং পৃচ্ছতি। বৃক্ষমবচিনোতি ফলানি। মাণবকং ধর্মং ব্রূতে শাস্তি বা

শতং জয়তি দেবদত্তম্। সুধাং ক্ষীরনিধিং মথ্নাতি। দেবদত্তং শতং মুষ্ণাতি। গ্রামমজাং নয়তি হরতি কর্ষতি বহতি বা। অর্থনিবন্ধনেয়ং সংজ্ঞা। বলিং ভিক্ষতে বসুধাম্। মাণবকং ধর্মং ভাষতে অভিধত্তে বক্তীত্যাদি। কারকং কিম্—মাণবকস্য পিতরং পন্থানং পৃচ্ছতি। অকর্মকধাতুভির্যোগে দেশঃ কালো ভাবো গন্তব্যোঽধ্বা চ কর্মসংজ্ঞক ইতি বাচ্যম্' (বা ১১০৩—১১০৪)। কুরূন্ স্বপিতি। মাসমাস্তে। গোদোহমাস্তে। ক্রোশমাস্তে ॥ ৫৩৯ ॥

অনু—অপাদান প্রভৃতি বিশেষ রূপে যাহার বিবক্ষা করা হয় না, সেইরূপ কারকের কর্ম সংজ্ঞা হইয়া থাকে। দুহ্, যাচ্, পচ্, দণ্ডি, রুধ্, প্রচ্ছ্, চি, ব্রূ, শাস্, জি, মন্থ্ মুষ্, এবং নী, হৃ, কৃষ্, বহ্—এই ধাতুগুলি কর্মের সঙ্গে যুক্ত হইলে অকথিত হয়। 'দুহ্' প্রভৃতি দ্বাদশটির এবং 'হৃ' প্রভৃতি চারিটির কর্মের সহিত যুক্ত যে (কারক) উহাই অকথিত কর্ম—এই-রূপ পরিগণন করণীয়। যথা—'গাং দোগ্ধি পয়ঃ'—গরু হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছে। 'বলিং যাচতে বসুধাম্'—বলির নিকট বসুধা যাচ্ঞা করিতেছে। 'তণ্ডুলানোদনং পচতি'—তণ্ডুলের দ্বারা ভাত পাক করিতেছে। গর্গান্ শতং দণ্ডয়তি—গর্গদিগের নিকট হইতে একশত টাকা দণ্ডরূপে গ্রহণ করিতেছে। 'ব্রজমবরুণদ্ধি গাম্'—গোষ্ঠে গরুর অবরোধ করিতেছে। মাণবকং পন্থানং পৃচ্ছতি'—বালককে পথ জিজ্ঞাসা করিতেছে। বৃক্ষমবচিনোতি ফলানি'—বৃক্ষ হইতে ফল চয়ন করিতেছে। 'মাণবকং ধর্মং ব্রূতে শাস্তি বা'—ব্রহ্মচারীকে ধর্মের উপদেশ বা অনুশাসন করিতেছে।

কা—অকথিত শব্দটি অপ্রধান অর্থে রূঢ়, যেমন 'অকথিতোঽহমস্মিন্ গ্রামে'—এই গ্রামে আমি অকথিত অর্থাৎ অপ্রধান। কিন্তু ভাষ্যকার এস্থলে অসঙ্কীর্তিত অথবা অবিবক্ষিত অর্থের গ্রহণ করিয়াছেন। যদি অপ্রধান অর্থের গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে 'পাণিনা কাংস্যপাত্রে দুগ্ধং দোগ্ধি',—হস্তের দ্বারা কাঁসার পাত্রে দুগ্ধ দোহন করিতেছে—ইত্যাদি বাক্যস্থ পাণি ও কাংস্যপাত্র—এই অপ্রধানগুলিরও কর্মসংজ্ঞা হইত। করণ ও অধিকরণ সংজ্ঞা 'দণ্ডেন ঘটঃ', 'কটে তিষ্ঠতি' ইত্যাদি প্রয়োগে সাবকাশ আছে বলিয়া

উহার দ্বারা বাধ হইতে পারে না। অবিবক্ষিত অর্থের গ্রহণ করায় উক্ত স্থলে আর কোন আপত্তি থাকে না। কারণ সেস্থলে করণ ও অধিকরণ বিবক্ষিত।

আদি পদের দ্বারা সম্প্রদান, অধিকরণ, কর্ম, করণ, কর্তা ও হেতুর গ্রহণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অপাদান, সম্প্রদান, অধিকরণ, কর্ম, করণ, কর্তা ও হেতু—এই বিশেষ সংজ্ঞা রূপে যদি বিবক্ষিত না করা হয় অর্থচ মুখ্য কর্মের সহিত যদি যুক্ত থাকে, তাহা হইলে উহারও কর্মসংজ্ঞা হয়।

দুহ্, যাচ্ প্রভৃতি ষোলটি ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে এবং মুখ্য কর্মের সহিত যুক্ত হইলে অপাদান, সম্প্রদান প্রভৃতির বিবক্ষা হয় না অর্থাৎ অপাদানত্ব, সম্প্রদানত্ব প্রভৃতি কারক বিশেষরূপে ভান হয় না; কিন্তু উহাদেরই কারক সংজ্ঞা হইয়া কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে।

'দুহ্, যাচ্'—ইত্যাদি শ্লোকে কর্মযুক্ শব্দ আছে। উহার অর্থ হইল "কর্মণা মুখ্যকর্মণা যুজ্যতে ইতি কর্মযুক্"। যাহা (মুখ্য) কর্মের সহিত যুক্ত থাকে, এই অর্থে করণ উপপদ থাকিতে 'যুজ্' ধাতুর শেষে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হয় **'সৎসূদ্বিষ'**—(৩-২-৬১) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা। তাহা হইলে 'কর্মযুক্তম্' এর অর্থ হইল **'কর্মণা সম্বধ্যমানত্ব'**—কর্মের সহিত অর্থাৎ মুখ্য কর্মের সহিত সম্বন্ধত্ব। উহা দুই প্রকার—ধাত্বর্থ ব্যাপারের পূর্বে ও পরে সম্বন্ধমান। কোন স্থলে উহা ধাত্বর্থ-ব্যাপারের পূর্বে সম্বদ্ধ থাকে, আর কোন স্থলে ধাত্বর্থ-ব্যাপারের পরে সম্বদ্ধ থাকে। যেমন 'গাং দোগ্ধি পয়ঃ' ইত্যাদি স্থলে দোহন করার পূর্বেও গরু দুগ্ধের সহিত সম্বদ্ধ। উক্ত স্থলে 'পয়স্' মুখ্য কর্ম এবং 'গাম্' অকথিত বা গৌণ কর্ম। 'মাণবকং ধর্মং ভাষতে' ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাণবককে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ করার পূর্বে ধর্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না, কিছু পরেই উহার সহিত সম্বন্ধ হয়। যতদূর সম্ভব মুখ্য কর্মের ধাত্বর্থ-ব্যাপারের পূর্বেই সম্বন্ধ থাকা কাম্য, কারণ তাহা হইলে আর 'গাং পয়ঃ দোগ্ধি স্থাল্যাম্' এই বাক্যস্থ স্থাল্যাম্ এই অধিকরণের অধিকরণত্বের বিবক্ষা না করিয়া এই সূত্র অনুসারে কর্ম সংজ্ঞা হয় না। স্থালী অর্থাৎ পাত্রের সহিত গো দোহন করার পূর্বে দুগ্ধের কোন সম্বন্ধ থাকে না; কিন্তু পরেই উহার সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে।

'দুহ্, যাচ' ইত্যাদি ষোলটি ধাতুর প্রয়োগে অপাদান, সম্প্রদান,

প্রভৃতির অপাদানত্ব, সম্প্রদানত্ব প্রভৃতি বিশেষরূপে ভান হয় না ; কিন্তু সম্বন্ধি সামান্যরূপে উহাদের ভান হয়। যেমন 'গাং দোগ্ধি পয়ঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'গো-সম্বন্ধি পয়ঃকর্মকং দোহনম্'--গরুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত দুগ্ধের দোহন, এইরূপ সম্বন্ধিরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে 'ন মাষানামশ্নীয়াৎ'—মাষ ভক্ষণ করিও না, ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেমন শেষে ষষ্ঠী হইয়া থাকে ; সেইরূপ এই ক্ষেত্রে ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল, উহাকে বাধ করিবার জন্যই এই সূত্র। যদি অপাদানত্বের বিবক্ষা থাকে, তাহা হইলে 'গোঃ পয়ঃ দোগ্ধি' ইত্যাদি রূপে 'গো'পদে পঞ্চমী এবং যদি 'পয়স্' শব্দের বিশেষণ রূপে 'গো' পদের ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে ষষ্ঠীও হইবে। এই প্রকার অন্যান্য উদাহরণেও বিভক্তির কল্পনা করিতে হইবে।

বস্তুতঃ উক্ত স্থলে অপাদানত্ব প্রভৃতি কারক বিশেষরূপে ভান না হইলে যে সম্বন্ধিত্ব রূপে ভান হয়, ইহা বলা হইয়াছে ; তাহা ঠিক নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কর্মত্বরূপেই ভান হইবে, অর্থাৎ 'গাং পয়ঃ দোগ্ধি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'গোকর্মকং পয়ঃকর্মকং দোহনম্'—গো ও পয়ঃ উভয় কর্মক দোহন—এইরূপ শাব্দবোধ হইবে। যদি **'অকথিতঞ্চ'** এই সূত্র প্রণয়ন না করা হইত, তাহা হইলে ইহার বিষয়ে ষষ্ঠী প্রাপ্ত হইত—এইরূপ সম্ভাবনা মাত্রে যদি উহার অপবাদ হয় বলিয়াই সম্বন্ধ অর্থ গৃহীত হয়, তাহা হইলে **'কর্তুরীপ্সিততমম্'** প্রভৃতি অনেক সূত্রই ষষ্ঠীর অপবাদত্ব-বশতঃ সম্বন্ধার্থক হইয়া যাইবে, সুতরাং উক্ত ক্ষেত্রে কর্মত্বরূপেই ভান হওয়া উচিত।

যথাক্রমে উহাদের উদাহরণ—

'গাং দোগ্ধি পয়ঃ' গরু হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছে। এই বাক্যে 'দুহ্' ধাতুর প্রয়োগ আছে, 'দোগ্ধি' ইহা 'দুহ্' ধাতুর লট্ লকারের রূপ। 'দুহ্' ধাতুর অর্থ হইল অন্তঃস্থিত দ্রব্যের বিভাগানুকূল ব্যাপারের অনুকূল ব্যাপার*।

* দুগ্ধ যাহাতে বিভক্ত হয়, এইরূপ দুগ্ধের বিভাগানুকূল ব্যাপার গরুতে থাকে, এবং গরুতে যে ব্যাপার, উহার অনুকূল বা জনক গোপবৃত্তি ব্যাপার।

দুইটি ব্যাপারেরই উদ্দেশ্য দুগ্ধ; সুতরাং 'পয়স্' মুখ্যকর্ম। গরুতে যে দ্রব্য দুগ্ধ আছে, উহা হইতে দুগ্ধকে বিভক্ত করাই হইল দোহনের উদ্দেশ্য। দুগ্ধ গরু হইতে বিভক্ত হয়, সুতরাং সেই বিভাগের অবধি গরু। তদ্‌বাচক যে গো-পদ উহার অবধিত্ব বিবক্ষা হইলে অপাদান সংজ্ঞা হইয়া পঞ্চমী প্রাপ্ত থাকে, আর যদি উক্ত প্রকার বিভাগের অবধিরূপে গরুকে মনে না করা হয়, কেবল উহা নিমিত্ত মাত্র—এইরূপ কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে এই সূত্রানুসাবে উহার কর্ম সংজ্ঞা হইবে।

অথবা ক্ষরণানুকূল বা ক্ষবণের জনক ক্ষারণস্বরূপ ব্যাপার দুহ্ ধাতুর অর্থ। গরু দুগ্ধ ক্ষরণ করে এবং গোপ উহার ক্ষরণ কবায় অর্থাৎ গরু যাহাতে দুগ্ধ ক্ষরণ করে তদনুকূল গোপের ব্যাপার—এইরূপ গোপবৃত্তি ক্রিয়া জনিত ক্ষবণ রূপ ফলের আশ্রয় পয়স্, সেই জন্য উহা মুখ্য কর্ম এবং গরু দুগ্ধ ক্ষবণের অবধি, কারণ গরু হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, সুতরাং উহাতে অপাদান সংজ্ঞা ও তৎপ্রযুক্ত পঞ্চমী বিভক্তি প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু এস্থলে গরুকে দুগ্ধ ক্ষবণের অবধিরূপে গ্রহণ না করিয়া, কেবল নিমিত্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। নিমিত্তার্থে সম্বন্ধে ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল। উহাকে বাধ করিয়া এই সূত্রানুসারে উহার কর্ম সংজ্ঞা হইয়াছে এবং কর্মে দ্বিতীয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পাবে যে গরু যদি দুগ্ধের নিমিত্ত হয় তাহা হইলে উহার ক্রিয়া-জনকত্ব বা ক্রিয়ান্বয়ি না থাকায় উহা কারক হইতে পারে না, আব কারক না হইলে 'অকথিত কর্ম'ও কি করিয়া হইবে? যেমন—'বৃক্ষস্য পর্ণং পততি' এস্থলে 'বৃক্ষস্য' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদটি কারক নয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বৃক্ষের সহিত কেবল পর্ণেরই অন্বয় বিবক্ষিত; কিন্তু পতনের প্রতি নিমিত্তরূপে উহার উপাদান করা হয় না। আর 'গাং দোগ্ধি পয়ঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে গরুকে দুগ্ধ ক্ষরণের নিমিত্তরূপে উপাদান করা হয়—সেইজন্য এক্ষেত্রে গরু দোহন ক্রিয়ার জনক এবং তদ্‌বাচক 'গো' পদটির উহাব সহিত অন্বয়ও আছে; সেই জন্য উহার কারক হইতে কোন বাধা নাই।

'বলিং যাচতে বসুধাম্।'—'যাচ্' ধাতুর অর্থ হইল—স্বত্ব নিবৃত্তি, পরস্বত্বোৎপত্তি উভয় জনক ব্যাপারের অনুকূল ব্যাপার। যাচক যখন যাচ্ঞা

করে তখন দাতার মনে স্বত্ব নিবৃত্তি ও পরস্বত্বোৎপত্তির জনক ব্যাপার হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপার হইল দান করিবার ইচ্ছা। বসুধা হইতে বলির স্বত্বনিবৃত্তি এবং উহার উপর যাচকের স্বত্ব উৎপন্ন যাহাতে হয়, এইরূপ ব্যাপার দাতার মনে দান করিবার ইচ্ছা জাগায়। যাচক দাতার মনে পূর্বোক্ত প্রকার ইচ্ছা জাগাইবার জন্য যে প্রেরণা করে উহাই 'যাচ্' ধাতুর অর্থ, অর্থাৎ দান করিবার ইচ্ছা। বলির মনে বসুধা দান করিবার ইচ্ছা যাহাতে হয় তদনুকূল ব্যাপার। বলিকে দান করাইবার ইচ্ছায় যে ব্যাপার—ইহাতে যাচক বৃত্তি ব্যাপার প্রযোজ্য ফল হইল, বলির পূর্বোক্ত উভয় জনক ব্যাপার ; 'বলি' উহার আশ্রয় হওয়ায় 'বলি' শব্দে **'কর্ত্তুরী-প্সিততমম্'** সূত্রের দ্বারা কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু উহার অবিবক্ষাতে এই সূত্রানুসারে কর্ম সংজ্ঞা এবং কর্মে দ্বিতীয়া হইয়া থাকে।

এ স্থলে অপাদানের প্রসক্তি নাই, কারণ যাচ্ঞা করার সঙ্গে সঙ্গেই বলি হইতে বসুধার অপায় বা বিশ্লেষ হয় না। যদি সে দান করে তবে উহার অপায় হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ন যাচনাদ-পায়ো ভবতি, যাচিতোঽসৌ যদা দদাতি তদাপায়েন যুজ্যতে"। 'যাচ্' ধাতুর অর্থের মধ্যে বিভাগ নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে উহার অবধিরূপে 'বলি' পদে অপাদানের প্রসক্তি হইত।

যদি 'যাচ্' ধাতুর অর্থ 'স্বত্বনিবৃত্তি ও স্বস্বত্বোৎপত্তি' এই উভয়ের অনুকূল ব্যাপার গৃহীত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যাপার যাচকেই থাকে। যাচক মনে করে যে দাতার মন হইতে বসুধার প্রতি স্বত্ব নিবৃত্ত হউক এবং উহার প্রতি নিজের স্বত্ব উৎপন্ন হউক। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় বলির নিরূপকত্ব সম্বন্ধে স্বত্বে অন্বয় করিলে এই সূত্র অনুসারেই উহার কর্মসংজ্ঞা হইবে ; কিন্তু অন্য কোন সূত্রের দ্বারা অপাদান প্রভৃতির প্রসক্তি থাকে না।

এ বিষয়ে তত্ত্ববোধিনীকার বলিয়াছেন—প্রার্থনার্থক যাচ্ ধাতুর বসুধা মুখ্য কর্ম এবং উহার দ্বারা যুক্ত বলি বস্তুতঃ বসুধার প্রতি অবধি হইলেও উহার বিবক্ষা না করায় উহাতে অপাদানে পঞ্চমী হয় না ; কিন্তু এই সূত্রানুসারে কর্ম সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ইহা পূর্বোক্ত ভাষ্য-বাক্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় বৈয়াকরণদের গ্রাহ্য নয়। 'বলের্বসুধাং যাচতে'—এইরূপ প্রয়োগও হয় না।

বালমনোরমায় 'বলিকর্ত্তৃকং বসুধাদানং প্রার্থয়তে'-বলি কর্ত্তৃক বসুধার দান প্রার্থনা করিতেছে—এইরূপ তাৎপর্যে উক্ত বাক্য প্রযুক্ত হওয়ায় কর্ত্তৃত্বের অবিবক্ষায় এই সূত্রানুসারে কর্ম সংজ্ঞা হয়—ইহা বাসুদেব দীক্ষিত বলিয়াছেন।

'অবিনীতং বিনয়ং যাচতে'।—অবিনীতের প্রতি বিনয় প্রার্থনা করিতেছে। এই বাক্যে যে 'যাচ্' ধাতুর প্রয়োগ আছে, উহা পূর্ববাক্যের 'যাচ্' ধাতুর অর্থের অপেক্ষায় অর্থান্তরের বোধক। এ স্থলে 'যাচ্' ধাতুর অর্থ অভ্যুপগমের প্রার্থনা অথবা স্বীকারের অনুকূল ব্যাপার। কোন অবিনীত বলবান যদি দুর্বলকে পীড়া দেয়, তখন এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। কোন সজ্জন ব্যক্তি সেই অবিনীতকে বিনয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। 'অহমিদমবশ্যং করিষ্যামি' আমি ইহা অবশ্যই করিব। এইরূপ অভ্যুপগমের অনুকূল ব্যাপার হইল প্রার্থনা বিশেষ। সুতরাং উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে 'অবিনীতকর্ত্তৃকং বিনয়কর্মকম্ অভ্যুপগমং প্রার্থয়তে। অবিনীতকর্ত্তৃক বিনয়কর্মক অভ্যুপগমের প্রার্থনা করিতেছে'। ইহাতে অবিনীত পদে কর্ত্তৃত্বের অবিবক্ষা করিয়া এই সূত্রানুসারে কর্ম সংজ্ঞা করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন পূর্বোক্ত বাক্য প্রয়োগের দ্বারা অবিনীতকে বিনয় সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন করা হয়, সুতরাং বিনয়ের সহিত অবিনীতের তদ্ বিষয়ক জ্ঞানবত্ত্বসম্বন্ধ আছে; ইহাই হইল তাদর্থ্য। সেইজন্য বিনয় পদে—'তাদর্থ্যে চতুর্থী' প্রাপ্ত ছিল। উহার অবিবক্ষা করিয়া উহাতে এই সূত্রানুসারে কর্মসংজ্ঞা এবং উহাতে দ্বিতীয়া হইয়াছে। মতভেদে অবিনীত ও বিনয় মুখ্য কর্ম।

'তণ্ডুলানোদনং পচতি'—তণ্ডুলের দ্বারা ভাত পাক করিতেছে। 'পচ্' ধাতুর অর্থ হইল বিক্লিত্তির অনুকূল ব্যাপার, বিক্লিত্তির অর্থ অবয়বের শৈথিল্য বা মার্দব। এই অবয়বের শৈথিল্যের দ্বারা ওদন বা ভাত নামক পদার্থান্তরের উৎপত্তি হয়। তণ্ডুল হইতে যতক্ষণ না উহার অবয়ব শৈথিল্য পূর্বক ওদন নামক পদার্থান্তরের উৎপত্তি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পাককর্তা যে ব্যাপার করিয়া থাকেন, সেই সকল ব্যাপারই 'পচ্' ধাতুর অর্থ। শিথিলাবয়ব সংযোগ বিশেষ রূপ বিক্লিত্তি সমবায় সম্বন্ধে তণ্ডুলে থাকে এবং সেই বিক্লিত্তি ওদন নামক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে জনক। এই বাক্যে

তণ্ডুল শব্দটি উহার অবয়বে লাক্ষণিক। সুতরাং তণ্ডুলের অবয়বের দ্বারা ওদন পদার্থের নিষ্পত্তি করিতেছে—এইরূপ অর্থ উক্ত বাক্যের দ্বারা প্রতীত হয়। সেই জন্য তণ্ডুল শব্দে হেতু অর্থে তৃতীয়া প্রাপ্ত ছিল ; উহার বিবক্ষা না করিয়া এই সূত্রের দ্বারা তণ্ডুল পদে কর্ম সংজ্ঞা এবং কর্মে দ্বিতীয়া হইয়া থাকে। ইহাতে উদ্দেশ্য বলিয়া ওদন মুখ্য কর্ম এবং সেইরূপ বিক্লিত্তির সমবায় সম্বন্ধে আধার যে তণ্ডুল, উহা গৌণ কর্ম।

ভাষ্যকারের মতে 'দুহ্, যাচ্' ইত্যাদি পরিগণনের অন্তর্গত 'পচ্' ধাতু নাই। তাঁহার মতে 'দ্ব্যর্থঃ পচিঃ'—দুইটি অর্থবিশিষ্ট পচ্ ধাতু—বিক্লেদন ও নির্বর্তন—এই অর্থদ্বয় উহার অর্থ। বিক্লেদনপূর্বক নির্বর্তন। 'তণ্ডুলানোদনং পচতি' ইহার অর্থ—'তণ্ডুলান্ বিক্লেদয়ন্ ওদনং নির্বর্তয়তি' অর্থাৎ তণ্ডুলের অবয়বগুলিকে বিকৃতি করাইয়া ওদন নির্বর্তন করিতেছে। এক্ষেত্রে **'কর্তুরীপ্সিততমম্'**—সূত্রানুসারেই উহাদের কর্মসংজ্ঞা হইবে। সুতরাং বিক্লিত্তিরূপ ফলের আশ্রয় হওয়ায় ওদনে কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে। কর্তৃ-বৃত্তি ব্যাপার প্রযোজ্য ফল বিক্লিত্তি ও নির্বৃত্তি। নির্বৃত্তির প্রতি তণ্ডুলের করণত্ব বিবক্ষা হইলে 'তণ্ডুলৈরোদনং পচতি' এবং যদি বিকারের সহিত সম্বন্ধের বিবক্ষা করা হয়, তাহা হইলে 'তণ্ডুলানামোদনং পচতি' এইরূপ ষষ্ঠীও হইবে, উহার অর্থ **'তণ্ডুলবিকারমোদনং নির্বর্ত্তয়তি'** তণ্ডুলের বিকার রূপ ওদন নির্বর্তন করিতেছে।

'গর্গান্ শতং দণ্ডয়তি' এ স্থলে 'দণ্ড্' ধাতুর অর্থ শাস্তি দেওয়া নয় ; কিন্তু দণ্ড দিবার জন্যই গ্রহণের অনুকূল ব্যাপার। গর্গদিগের নিকট হইতে সুবর্ণশত গ্রহণ করিতেছে—ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ সুবর্ণশত গ্রহণ করিবার জন্য যে ব্যাপার তাহা হইল প্রহার প্রভৃতি উপায়, যাহার দ্বারা সুবর্ণশত আদায় হইতে পারে। তাড়নাদি ব্যাপারের দ্বারা গ্রহণের বিষয় হওয়ায় 'শতম্' পদটি মুখ্য কর্ম। গ্রহণের অর্থ হইল পরকীয় দ্রব্যের অন্যের স্বত্ব হইতে নিবৃত্তি করিয়া নিজের বলিয়া স্বীকার করা। পরকীয়-স্বত্ব হইতে নিবৃত্তি করিতে হইলেই, যাহার নিকট হইতে উহা নিবৃত্ত হয়, তাহা হইতে উহার বিশ্লেষ বা বিভাগ আবশ্যক ; সুতরাং গর্গদিগের নিকট হইতে স্বত্বের বিভাগ হয় বলিয়া 'গর্গ' শব্দে অপাদান সংজ্ঞা এবং তন্নিমিত্ত পঞ্চমী বিভক্তি প্রাপ্ত ছিল। কিন্তু তাহার বিবক্ষা

না করিয়া উহাতে এই সূত্রানুসারে কর্ম সংজ্ঞা এবং কর্মে দ্বিতীয়া হইয়া থাকে। 'গর্গান্' পদটি গৌণ কর্ম। তাহা হইলে উক্ত বাক্যটির অর্থ হয় গর্গ সম্বন্ধি শতকর্মক গ্রহণ।

'ব্রজমবরুণদ্ধি গাম্'—এই বাক্যস্থ 'অবরুণদ্ধি' ক্রিয়ার অর্থ অবরোধ করা। ইহার অর্থ হইল—'নির্গম প্রতিবন্ধপূর্বক চিরস্থিত্যনুকূল ব্যাপার' অর্থাৎ গরুর যাহাতে ব্রজ হইতে নির্গমন না হইতে পারে, সেইজন্য প্রতিবন্ধ করা এবং উহাদের ব্রজে চিরস্থিতির অনুকূল ব্যাপার করা—যাহাতে উহার ব্রজে অনেকক্ষণ থাকিতে পারে সেইরূপ ব্যাপার অর্গলাবন্ধ প্রভৃতি গোরূপ কর্মের দ্বারা পূর্বোক্ত স্থিতি ক্রিয়ার অধিকরণ ব্রজ, সুতরা উহাতে অধিকরণত্বের বিবক্ষা না করিয়া এই সূত্রানুসারে কর্ম সংজ্ঞা ও কর্মে দ্বিতীয়া হয়। উদ্দেশ্য বলিয়া 'গো' মুখ্য কর্ম এবং 'ব্রজ' গৌণ কর্ম ব্রজ সম্বন্ধি গো কর্মক অবরোধ—উক্ত বাক্যের অর্থ।

'দেবদত্তঃ মাণবকং পন্থানং পৃচ্ছতি'—এই বাক্যে যে 'প্রচ্ছ্' ধাতু আছে উহার অর্থ হইল 'জিজ্ঞাসাবিষয়ার্থজ্ঞানানুকূলব্যাপারঃ'—জিজ্ঞাসার বিষয় বস্তুর জ্ঞানের অনুকূল ব্যাপার। এস্থলে জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু হইল পথ; উহা জ্ঞানের অনুকূল ব্যাপার। দেবদত্ত প্রভৃতি কর্তায় থাকে 'কেন পথা গন্তব্যম্'—কোন পথ দিয়া যাইব? এইরূপ শব্দ প্রয়োগ উক্ত বাক্যের কর্তার ব্যাপার। 'পথ' উক্ত ব্যাপার জনিত জ্ঞান রূপ ফলের আশ্রয়, বা বিষয় বলিয়া, 'পথ'ই এস্থলে মুখ্যকর্ম। মাণবক পথ বিষয়ক জ্ঞানের জনক, সুতরাং দেবদত্ত মাণবক সম্বন্ধী পথ-বিষয়ক জ্ঞানের ইচ্ছা করিতেছে—ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। ইহাতে মাণবকের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ-সামান্যে অন্বয় হইয়া থাকে; সুতরাং **'অকথিতঞ্চ'**—এই সূত্রানুসারে মাণবকের কর্ম সংজ্ঞা হয়। মাণবকে অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল না কারণ প্রশ্ন করিলেই যে অপায় বা বিশ্লেষ হয়, তাহা নয়। যখন প্রশ্ন করার পর মাণবক উত্তর দেয়, তখনই অপায় হয়; কিন্তু পূর্বে হয় না। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'ন প্রশ্নাদেবাপায়ো ভবতি, পৃষ্টোঽসৌ যদ্যাচষ্টে তদাপায়েন যুজ্যতে'। 'পথ' এই কর্মের সহিত সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছা থাকায় উহার সম্প্রদান সংজ্ঞাও প্রাপ্ত ছিল না, সুতরাং এ স্থলে কোন লক্ষণের দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়েই প্রকৃত সূত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বাসুদেব দীক্ষিত বালমনোরমায় 'মাণবকেন পন্থানং জ্ঞাতুমিচ্ছতি' 'মাণবকের দ্বারা জানিবার ইচ্ছা করিতেছে' এইরূপ অর্থে উহাতে করণত্বের বিবক্ষা না করিয়া এই সূত্রের দ্বারা কর্মসংজ্ঞা করিয়াছেন। করণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়, কিন্তু ইহা ভাষ্য বিরুদ্ধ।

'বালকঃ বৃক্ষমবচিনোতি ফলানি'—এই বাক্যে 'চিঞ্' ধাতুর প্রয়োগ আছে। বিভাগ পূর্বক গ্রহণের অনুকূল ব্যাপারই হইল 'চিঞ্' ধাতুর অর্থ। বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিবার জন্য লোষ্ট্র প্রক্ষেপ প্রভৃতি ব্যাপার কর্তা করিয়া থাকে। ইহাতে পূর্বে বৃক্ষ হইতে ফলের বিভাগ হয়; সুতরাং সেই বিভাগের আশ্রয় হওয়ায় বৃক্ষের অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল কিন্তু উহার বিবক্ষা না করিয়া এ স্থলে এই সূত্রানুসারে **কর্ম সংজ্ঞা ও কর্মে দ্বিতীয়া** করা হইয়াছে। 'ফল' হইল গ্রহণের উদ্দেশ্য, সেই জন্য উহা **মুখ্য কর্ম**।

'মাণবকং ধর্মং ব্রূতে শাস্তি বা' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানের অনুকূল শব্দ প্রয়োগ রূপ ব্যাপারই হইল 'ব্রূ' ধাতুর অর্থ; তাহার যদি প্রবৃত্তিতে পর্যবসান হয়, তাহা হইলে উহা 'শাস্' ধাতুর অর্থ। 'ধর্মং চর' 'ধর্ম আচরণ কর'—ইত্যাদি বিধি ঘটিত শব্দ প্রয়োগ রূপ বোধানুকূল ব্যাপার হইল 'শাস্' ধাতুর অর্থ। উক্ত ব্যাপার প্রযোজ্য বোধের বিষয় হওয়ায় ধর্ম মুখ্য কর্ম এবং বোধের বিষয় ধর্মের সহিত সম্বন্ধ করিবার উদ্দেশ্য মাণবক; সেইজন্য উহাতে সম্প্রদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল। কিন্তু সম্প্রদানের বিবক্ষা না করিয়া কেবল সম্বন্ধিরূপে বিবক্ষা করায় উহাতে এই সূত্রানুসারে **কর্ম সংজ্ঞা ও কর্মে দ্বিতীয়া** হইয়া থাকে। ইহাতে কর্তার ব্যাপারের অনন্তর মাণবকের সহিত ধর্মের স্বকীয় জ্ঞানের আশ্রয়ত্ব রূপ সম্বন্ধ থাকে। পূর্বে মাণবকে ধর্মজ্ঞান ছিল না; কিন্তু উপদেশ করার পরই তাহার ধর্মজ্ঞান হইয়া থাকে। 'ধর্ম' মূর্ত পদার্থ নয়, সেই জন্য উহার সহিত মাণবকের ঘট-পটাদির মত সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে না; কিন্তু তদ্ জ্ঞানাশ্রয়ত্বরূপে উহার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে।

'শতং জয়তি দেবদত্তম্'—ইত্যাদি বাক্যে 'জি' ধাতুর গ্রহণের অনুকূল ব্যাপার। দেবদত্তের নিকট হইতে তাড়ন প্রভৃতি উপায়ে একশত মুদ্রা গ্রহণ করা হইল উপরি উক্ত ব্যাপার। দেবদত্ত হইতে একশত মুদ্রার

বিভাগ হইয়া থাকে। সুতরাং উহাতে অপাদানত্বের বিবক্ষা না করিয়া এই সূত্রানুসারে কর্ম সংজ্ঞা হয়। আর শত মুদ্রাই গ্রহণের উদ্দেশ্য বলিয়া উহা মুখ্য কর্ম।

'সুধাং ক্ষীরনিধিং মথ্নাতি'—ইহাতে 'মন্থ্' ধাতুর প্রয়োগ আছে। 'মন্থ বিলোড়নে' ধাতু। ইহার অর্থ হইল দ্রব, দ্রব্যের সারোদ্ভবের জন্য ব্যাপার। মন্থদণ্ডের ভ্রমণের দ্বারা ঐরূপ দ্রব দ্রব্যের সারের উদ্ভব হয়। দুগ্ধের সার স্বরূপ মাখনের যেমন মন্থদণ্ডের ভ্রমণের দ্বারা বাহির করা হয়; সেইরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে মন্থন করিয়া অমৃত রূপ সারের উদ্ভব করা হইতেছে —ইহা উক্ত বাক্যের তাৎপর্য। এইরূপ স্থলে ক্ষীরনিধি হইতে অমৃত বিভক্ত হইতেছে; সুতরাং এইরূপ বিভাগের আশ্রয় হওয়ায় 'ক্ষীরনিধি' শব্দে অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল। কিন্তু উহার বিবক্ষা না করিয়া এই সূত্রানুসারে উহাতে কর্মসংজ্ঞা এবং কর্মে দ্বিতীয়া করা হইয়াছে। উদ্ভবের আশ্রয় বা উদ্দেশ্য হইল সুধা, সেইজন্য উহা মুখ্য কর্ম। ক্ষীরনিধি-সম্বন্ধী সুধার উদ্ভব করিতেছে—ইহাই হইল উক্ত বাক্যের অর্থ।

'দেবদত্তঃ শতং মুষ্ণাতি'—এই বাক্যে 'মুষ্' ধাতুর প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ হইল একজনের নিকট হইতে উহার অপ্রত্যক্ষে কোন বস্তুর গ্রহণ। এই বাক্যের অর্থ হইল দেবদত্তের নিকট হইতে তাহার অপ্রত্যক্ষে একশত মুদ্রা গ্রহণ করিতেছে; ইহাতে দেবদত্ত হইতে শতমুদ্রার বিভাগ হওয়া বুঝাইতেছে। সুতরাং বিভাগের আশ্রয় যে দেবদত্ত, উহাতে অপাদানত্বের বিবক্ষা না করিয়া এই সূত্রানুসারে কর্মসংজ্ঞা ও কর্মে দ্বিতীয়া করা হইয়াছে। গ্রহণের উদ্দেশ্য হইল শতম্। সেই জন্য উহা এ স্থলে মুখ্য কর্ম। শতকর্মক দেবদত্ত সম্বন্ধী আদান এইরূপ বাক্যার্থ বোধ হইয়া থাকে।

'গ্রামমজাং নয়তি, হরতি, কর্ষতি, বহতি বা' ইহাতে যথাক্রমে 'ণীঞ প্রাপণে', 'হৃঞ্ হরণে', 'কৃষ্ কর্ষণে', ও 'বহ্ প্রাপণে', ধাতুর প্রয়োগ আছে। প্রত্যেকটির অর্থে সামান্য ভেদ দেখা যায়। 'নী' ধাতুর অর্থ হইল সংযোগের অনুকূল যে ব্যাপার, উহারও অনুকূল ব্যাপার। দেশান্তরের সংযোগপ্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাপার অজাতে এবং উহাকে দেশান্তরের সহিত সংযোগ করাইবার জন্য যে ব্যাপার, উহা থাকে উক্ত বাক্যের কর্তায়। অজা যাহাতে একদেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার জন্য যে সকল ব্যাপার, দেবদত্ত

প্রভৃতি কর্তা করিয়া থাকে, তৎসমুদায়ই উক্ত ধাতুর অর্থ ; অজা অন্য দিকে যাহাতে না যায়, তাহার জন্য কোনরূপ প্রতিবন্ধ করা, এবং দণ্ড প্রভৃতি দ্বারা ভয় দেখাইয়া অভীষ্ট পথে তাহাকে লইয়া যাওয়া। গ্রামের সহিত যে সংযোগ হয় সেইরূপ সংযোগরূপ ফলের আশ্রয় হওয়ায় 'অজা'—মুখ্য কর্ম এবং গ্রাম অধিকরণ, সুতরাং এ স্থলে অধিকরণত্বের বিবক্ষা না করিয়া উহাতে এই সূত্রানুসারে কর্মসংজ্ঞা ও কর্মে দ্বিতীয়া হইয়া থাকে। 'হৃ' ধাতুর অর্থও অজার দেশান্তরে প্রাপণ, কিন্তু স্কন্ধে আরোহণ পূর্বক দেশান্তর প্রাপ্তি ; 'কৃষ্' ধাতুর অর্থ তাহাকে রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা টানিতে টানিতে দেশান্তরে প্রাপণ ; এবং 'বহ্' ধাতুর অর্থ শকটাদিতে আরোহণ করাইয়া তাহাকে দেশান্তরে প্রাপণ। সুতরাং উহাদের প্রয়োগেও পূর্বের ন্যায় অজা মুখ্য কর্ম এবং গ্রামের অধিকরণত্বের অবিবক্ষায় এই সূত্রানুসারে কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত ষোলটি ধাতুর প্রয়োগেই অপাদানত্ব, সম্প্রদানত্ব, প্রভৃতির বিবক্ষা না হইয়া উহাতে কর্মসংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে ; কিন্তু উক্ত ষোলটি ধাতুর প্রয়োগেই অপাদানত্বাদির অবিবক্ষা হয় এইরূপ পরিগণন কেন করা হইয়াছে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদি পূর্বোক্তরূপে পরিগণন না করা হইত, তাহা হইলে উক্ত ষোলটি ব্যতীত অন্য ধাতুর প্রয়োগেও এই সূত্রানুসারে অপাদানত্বাদির বিবক্ষা না করিয়া উহাতে কর্মসংজ্ঞা হইয়া যাইত। তাহা হইলে 'নটস্য শৃণোতি' ইত্যাদি বাক্যে 'শ্রু' ধাতুর প্রয়োগেও 'নট' শব্দে এই সূত্রের দ্বারা কর্মসংজ্ঞার প্রসক্তি হইত। 'অকথিত' পদের দ্বারা দুই প্রকার অবিবক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। প্রসক্তের অবিবক্ষা এবং অপ্রসক্তের অবিবক্ষা। 'গাং দোগ্ধি পয়ঃ' ইত্যাদি স্থলে প্রসক্ত অপাদানাদির অবিবক্ষা এবং "বলিং যাচতে বসুধাম্" ইত্যাদি ক্ষেত্রে অপ্রসক্তের বিবক্ষা হইয়াছে। 'নটস্য শৃণোতি' ইত্যাদি স্থলেও অপাদান প্রভৃতির প্রসক্তি নাই। সুতরাং অপ্রসক্তের অবিবক্ষা করিয়া কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইত। তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য 'দুহ্ যাচ্' ইত্যাদি রূপে পরিগণন করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে উক্ত উদাহরণে 'কর্মযুক্ত' নাই, সুতরাং সে স্থলে কর্মসংজ্ঞার প্রসক্তি কি করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'কর্মযুক্ত'ও পরিগণন লভ্য,

যদি পরিগণন না থাকে তাহা হইলে কর্মসম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, উক্ত ক্ষেত্রে কর্মসংজ্ঞার প্রসক্তি হইবে। গীতের দ্বারা নটেরও ক্রিয়া-জনকত্ব রহিয়াছে ; যাহার সাহায্যে যাহার ক্রিয়া জনকতা আসে তাহার দ্বারা কখনও তাহার অন্যথাসিদ্ধি হয় না। 'কারকে' এই সূত্রেরও অধিকার আসে। সুতরাং অপাদানত্ব, সম্প্রদানত্ব প্রভৃতির দ্বারা অবিবক্ষিত অথচ ক্রিয়া জনক বা ক্রিয়াম্বয়ী হইলেই উপরি উক্ত পরিগণিত ধাতুর প্রয়োগে কর্মসংজ্ঞা হয়, যদি এইরূপ না হয়, তাহা হইলে এই সূত্রের দ্বারা কর্মসংজ্ঞা হইবে না। সেইজন্য 'মাণবকস্য পিতরং পন্থানং পৃচ্ছতি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাণবক পদে কর্মসংজ্ঞা হয় না। উক্ত প্রয়োগে পিতা মাণবকের দ্বারা অন্যথাসিদ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ মাণবকের ক্রিয়া জনকত্ব পূর্বে গৃহীত হইয়াই পিতার জনকত্বের গ্রহণ হয়। সেই জন্য উহা অন্যথাসিদ্ধ। মনে রাখিতে হইবে যাহা অন্যথাসিদ্ধ উহা কারণ হয় না। 'অন্যথাসিদ্ধিশূন্যত্বে সতি পূর্ববর্ত্তিত্বং কারণত্বম্।'

ভাষ্যকার পরিগণন করিবার জন্য একটি শ্লোক উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা এই প্রকার—

"দুহি-যাচি-রুধি-প্রচ্ছি-ভিক্ষি-চিঞা-
মুপযোগনিমিত্তমপূর্ববিধৌ।
ব্রুবি-শাসিগুণেন চ যৎ সচতে
তদকীর্ত্তিতমাচরিতং কবিনা ॥"

দুহ্, যাচ্, রুধ্, প্রচ্ছ্, ভিক্ষ্, চি এই ধাতুগুলির উপযোগের নিমিত্ত—পয়ঃ প্রভৃতি মুখ্য কর্মের মিমিত্ত যে গো প্রভৃতি, উহাদের **'অকথিত' কর্ম** হয়, যদি উহারা অপূর্ব বিধি হয়, অর্থাৎ যদি অন্য বিধির দ্বারা বিবক্ষিত না হয়। আর 'ব্রূ ও শাস্' ধাতুর গুণ—সাধন রূপ মুখ্য কর্মের দ্বারা যদি সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে উহাদেরও **অবিবক্ষিত অপাদানাদির কর্ম সংজ্ঞা** হইয়া থাকে। শ্লোকে অকথিত পদেরই অর্থ অকীর্তিত, যাহারই দীক্ষিত অর্থ করিয়াছেন **অবিবক্ষিত**। এই শ্লোকের দ্বারা 'দুহ্, প্রভৃতি আটটি ধাতু পরিগণিত হইয়াছে। **উহাদেরই** প্রয়োগে অপাদানাদির প্রাপ্তি থাকিলে বা না থাকিলে **অবিবক্ষিত রূপে নিমিত্তের কর্ম সংজ্ঞা হয়।**

আরও একটি শ্লোকের দ্বারা ভাষ্যকার দ্বিকর্মক-রূপে 'নী, হৃ ও বহ ধাতুরও উল্লেখ করিয়াছেন।

"কে পুনঃ দ্বিকর্মকাঃ ?

নীবহ্যোর্হরতেশ্চাপি গত্যর্থানাং তথৈব চ।
দ্বিকর্মকেষু গ্রহণং দ্রষ্টব্যমিতি নিশ্চয়ঃ॥"

ইহার ব্যাখ্যায় কৈয়ট ও হরদত্ত বলিয়াছেন 'চ' শব্দের দ্বারা 'জি' প্রভৃতিরও গ্রহণ করা হয়। 'জি' প্রভৃতি—জি, মুষ্, দণ্ড্ ও কৃষ্।

এ স্থলে লক্ষণীয় যে উপরি উক্ত ভাষ্যকারীয় শ্লোকদ্বয়ের কোনটিতেই 'পচ্' ধাতুর পাঠ নাই এবং 'চ' শব্দের দ্বারাও 'পচ্' ধাতুর গ্রহণ কোন আচার্যই করেন নাই। কিন্তু ভট্টোজি দীক্ষিত 'দুহাচ্-' প্রভৃতি কারিকার মধ্যে উহার পাঠ করিয়াছেন। যদ্যপি উপরি উক্ত ভাষ্যকারীয় শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে উহার পাঠ নাই, 'চ' শব্দের দ্বারাও উহার গ্রহণ করা হয় নাই, তথাপি **'কর্মবৎ কর্মণা তুল্যক্রিয়ঃ'** (৩-১-৮৭) সূত্রে **'দুহিপচ্যোর্বহুলং সকর্মকয়োঃ'** এই বার্তিকস্থ 'পচ্' ধাতুর গ্রহণই উহার দ্বিকর্মক হওয়ার প্রমাণ। উহার উদাহরণ—'উদুম্বরঃ লোহিতং ফলং পচ্যতে' এক্ষেত্রে উদুম্বরঃ এই গৌণকর্মটি কর্তা হইয়াছে। 'কালঃ উদুম্বরং লোহিতং ফলং পচতি' —এইরূপ বাক্যে 'কালঃ' কর্তা, কিন্তু সৌকর্যের আতিশয্য বিবক্ষায় কর্ম কর্তা রূপে 'উদুম্বরঃ' এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। সে স্থলে কৈয়ট ও হরদত্ত সকলেই 'পচ্' ধাতুর দ্বিকর্মকতা স্বীকার করিয়াছেন।

নাগেশের মতে 'দুহ্, যাচ্' প্রভৃতির মধ্যে 'পচ্' ধাতুর পাঠ অপ্রামাণিক, কারণ উপরি উক্ত ভাষ্যকারীয় শ্লোকে উহার পাঠ নাই ; তবে ব্যাপার দ্বয়ার্থক স্বীকার করিয়া 'পচ্' ধাতুকে দ্বিকর্মক বলা হইয়াছে।

অনু— এই সংজ্ঞাটি হইল অর্থ নিবন্ধনা অর্থাৎ অর্থাশ্রয়া। দুহ্, যাচ্ প্রভৃতির অর্থকে আশ্রয় করিয়াই ইহার দ্বারা কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে ; যেমন—'বলিং ভিক্ষতে বসুধাম্'—বলির নিকট হইতে বসুধা ভিক্ষা করিতেছে। 'মাণবকং ধর্মং ভাষতে, অভিধত্তে বক্তি' ইত্যাদি। কারক সংজ্ঞা হইয়া কর্মসংজ্ঞা হয় ইহা না বলিলে—"মাণবকস্য পিতরং পন্থানং

পৃচ্ছতি"—ইত্যাদি স্থলেও 'মাণবক' পদে ইহার দ্বারা কর্মসংজ্ঞা প্রসক্ত হইত।

কাঃ—"অকথিতং চ" সূত্রানুসারে যে কর্মসংজ্ঞা হয়, তাহা অর্থাশ্রয়া, অর্থাৎ 'দুহ্, যাচ্' প্রভৃতি ষোলটি ধাতুর অর্থের বাচক যে কোন ধাতুর প্রয়োগে অপাদানাদির অবিবক্ষা হইলে এবং মুখ্য কর্মের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে কর্মসংজ্ঞা হয়। এই সংজ্ঞা শব্দাশ্রয়া নয়; অর্থাৎ কেবল পূর্বোক্ত 'দুহ্, যাচ্' প্রভৃতি ষোলটি ধাতুরই শব্দতঃ প্রয়োগ থাকিলেই যে কর্মসংজ্ঞা হইবে, তাহা নয়। সেইজন্য 'যাচ্' ধাতুর অর্থে বিদ্যমান যে 'ভিক্ষ্' ধাতু উহারও প্রয়োগে 'বলিং ভিক্ষতে বসুধাম্' ইত্যাদি বাক্যে অপাদান প্রভৃতির প্রসক্তিহীন 'বলি' পদেও এই সূত্রের দ্বারা কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে। ইহাতে প্রমাণ হইল 'তদ্রাজস্য বহুষু তেনৈবাস্ত্রিয়াম্' (২-৪-৬২), এই সূত্রের ভাষ্যে 'প্রচ্ছ্' ধাতুর সমানার্থক 'চুদ্' ধাতুর দ্বিকর্মক প্রয়োগ, যেমন 'অহমপীদমচোদ্যং চোদ্যে' আমি অপ্রষ্টব্য হইলেও ইহা পৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে 'অহম্' গৌণ কর্ম এবং 'ইদম্' মুখ্য কর্ম। ইহার দ্বারা মনে হয় সংজ্ঞাটি অর্থাশ্রয়া, ইহা ভাষ্যকারেরও অভিমত।

ভট্টি ও কালিদাস প্রভৃতি কবিগণও 'ব্রূ' ধাতুর সমানার্থক ধাতুর প্রয়োগে এই সূত্রের দ্বারা কর্মসংজ্ঞার ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—

"স্থাণুং রণে স্মেরমুখো জগাদ
মারীচমুচ্চৈর্বচনং মহার্থম্"। ভট্টিঃ।
"শিলোচ্চয়োঽপি ক্ষিতিপালমুচ্চৈঃ
প্রীত্যা তমেবার্থমভাষতেব।" কালিদাসঃ।
"উদারচেতা গিরিমিত্যুদারাং
দ্বৈপায়নে নাভিদধে নরেন্দ্রঃ।" ভারবিঃ।

এই কবিতা গুলিতে যথাক্রমে গদ, ভাষ্ ও অভি+ধা-ধাতুর দ্বিকর্মকে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

নাগেশ এই সংজ্ঞাটিকে অর্থাশ্রয়া বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি ইহা অর্থাশ্রয়া হইত, তাহা হইলে উপরি উক্ত ভাষ্যকারীয় দুহি যাচি ইত্যাদি শ্লোকে যাচি ও ভিক্ষি এই দুইটি সমানার্থক ধাতুর গ্রহণ করা হইত না।

যাচি অথবা ভিক্ষি একটির দ্বারা অন্যটির গ্রহণ হইতে পারিত। কৈয়ট ও হরদত্ত উভয়েই বলেন যে যাচির অনুনয় অর্থ এবং ভিক্ষির কেবল যাচ্ঞা অর্থ। অনুনয়ার্থক 'যাচ্' ধাতু হইতে যাচ্ঞার্থক ভিক্ষ্ ধাতুর অর্থভেদ থাকায় একটির দ্বারা অন্যটির পরিপূরণ হইতে পারিত না। ইহার উত্তরে নাগেশ বলেন যে 'ভিক্ষ্' ধাতুরও অনুনয় অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে। যেমন 'অবিনীতং বিনয়ং ভিক্ষতে'। অবিনীতের নিকট বিনয় ভিক্ষা করিতেছে। এই বাক্যে অনুনয়ার্থক 'ভিক্ষ্' ধাতু। সুতরাং উভয়ার্থক 'যাচ্' অথবা 'ভিক্ষ্' ধাতুর গ্রহণ করিলেই 'যাচ্' অথবা 'ভিক্ষ্' ধাতুর প্রয়োগে 'বলি', 'অবিনীত' প্রভৃতি পদে কর্মসংজ্ঞা হইতে পারে, তাহার জন্য 'দুহিযাচি' ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় শ্লোকে দুইটি সমানার্থক ধাতুর গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন থাকে না।

এই ভাবে 'নী' ও 'বহ্' দুইটি সমানার্থক ধাতুর গ্রহণ করা হইয়াছে। যদি অর্থাশ্রয়া সংজ্ঞা হইত তাহা হইলে দুইটি সমানার্থক ধাতুর গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন থাকে না। কেহ কেহ বলেন যে 'নী' ও 'বহ্' এই দুইটির অর্থ বৈলক্ষণ্য আছে। 'অজাং নয়তি' ও "অজাং বহতি, দুইটি বাক্যের দ্বারা একই অর্থের প্রতীতি হয় না। 'নয়তি' বলিলে কেবল লইয়া যাওয়া বুঝায়। কিন্তু 'বহতি' বলিলে স্কন্ধে বা শকট প্রভৃতিতে আরোহণ পূর্বক লইয়া যাওয়া বুঝায়। 'ভারং বহতি'—ভার বহন করিতেছে ; ঠিক এই অর্থেই 'ভারং নয়তি' হয় না। যদ্যপি ধাতু পাঠে—দুইটিরই প্রাপণ অর্থের উল্লেখ করা হইয়াছে ; কিন্তু প্রয়োগে অর্থের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। 'ভিক্ষ্' ও 'যাচ্' ধাতুর অর্থে যে কোন বৈলক্ষণ্য নাই ইহাও বলা যায় না। ভিক্ষুক ও যাচক দুইটি ঠিক সমানার্থক নয়।

দীক্ষিত এই সংজ্ঞাকে অর্থাশ্রয়া বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু 'গ্রহ্' ধাতুর দ্বিকর্মকতা স্বীকার করিতে আপত্তি করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার মতে 'জগ্রাহ দ্যূতরুংশক্রম্' ইত্যাদিতে 'অকথিতঞ্চ' সূত্রের উদাহরণ রূপে 'গ্রহ্' ধাতুর প্রয়োগ ঠিক নয়—ইহা মনোরমায় বলিয়াছেন। 'দুহ্', 'যাচ্', প্রভৃতির মধ্যে গ্রহণার্থ—'দণ্ড্' ধাতুর পাঠ স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে উহারই অর্থে 'গ্রহ্' ধাতুর দ্বিকর্মকতা কেন স্বীকার করা হইবে না—ইহা চিন্তনীয়।

অনু ঃ—অকর্মক ধাতুর প্রয়োগে দেশবাচক, কালবাচক, ভাববাচক, এবং গন্তব্য অধ্ব-বাচক শব্দের কর্ম সংজ্ঞা হয়—ইহা বলা উচিত। যথা—'কুরূন্ স্বপিতি' কুরুদেশে ঘুমাইতেছে; 'মাসমাস্তে'—মাসব্যাপি অবস্থান করিতেছে। 'গোদোহমাস্তে'—গো দোহন কাল পর্যন্ত অবস্থিত রহিয়াছে। 'ক্রোশমাস্তে'—ক্রোশ ব্যাপি অবস্থিত।

কা ঃ—এই বার্তিকে দেশ শব্দের দ্বারা গ্রাম সমূহ জনপদ বাচক শব্দ গৃহীত হইয়া থাকে; সেই জন্য কুরু, পাঞ্চাল, প্রভৃতি জনপদ বাচক শব্দেরই কর্মসংজ্ঞা হয়; কিন্তু কেবল গ্রাম বা দেশ শব্দে কর্ম সংজ্ঞা হয় না। সুতবাং 'কুরূন্ স্বপিতি',—পাঞ্চালান্ স্বপিতি'—ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় 'গ্রামং স্বপিতি' বা 'দেশং স্বপিতি' ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে না। সে ক্ষেত্রে গ্রাম বা দেশ প্রভৃতি শব্দের অধিকবণ সংজ্ঞা ও উহাতে সপ্তমী হইয়া 'গ্রামে স্বপিতি', 'দেশে স্বপিতি' ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে।

'কাল' শব্দের দ্বারা এস্থলে দিন বাত্রির সমূহ মাস, বর্ষ, প্রভৃতি শব্দেব গ্রহণ হইয়া থাকে; ·সেই জন্য **'মাসমাস্তে' 'বর্ষমাস্তে'** ইত্যাদি প্রয়োগ হয়; এইরূপ মাস প্রভৃতি শব্দই কাল অর্থে লোকে প্রসিদ্ধ। নির্গত পবিমাণ অর্থাৎ যাহার পরিমাণ বিশেষ রূপে জ্ঞাত, এইরূপ ক্রিয়াও অনির্গত পরিমাণা অর্থাৎ যাহার পরিমাণ জ্ঞাত নয় এইরূপ ক্রিয়ার পরিচ্ছেদক হইয়া থাকে। সুতরাং সেইরূপ ক্রিয়ান্তরের পরিচ্ছেদিকা ক্রিয়াকেও কাল রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। 'কালাঃ পরিমাণিনা' (২-২-৫) এই সূত্রের ভাষ্য পর্যালোচনার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভাব শব্দের পৃথক্ উপাদান হেতু কাল শব্দের দ্বারা লোকে প্রসিদ্ধার্থক কালেরই গ্রহণ করা হইয়াছে।

'গোদোহমাস্তে'—এই বাক্যে 'দোহ' শব্দটি ভাববাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে—'দোহনং দোহঃ'—অর্থ দোহন। গবাং দোহঃ গোদোহঃ—গাভীর দোহন। উক্ত বাক্যের দ্বারা গো দোহনের কাল বুঝাইয়া থাকে। গাভীর দোহন কাল পর্যন্ত অবস্থান অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে।

অধ্বার বিশেষণ গন্তব্য। গন্তব্যশ্চাসৌ অধ্বা চ গন্তব্যাধ্বা—যাহা গন্তব্য

রূপে লোকে প্রসিদ্ধ ক্রোশ, যোজন প্রভৃতি নিয়ত পরিমাণ বিশিষ্ট পথ, উহাদেরই কর্ম সংজ্ঞা হইয়া থাকে, সেইজন্য 'ক্রোশং স্বপিতি' বাক্যের ন্যায় 'অধ্বানং স্বপিতি' হইবে না, বরং 'অধ্বনি স্বপিতি' হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'মাসমাস্তে', 'ক্রোশং স্বপিতি'—ইত্যাদি স্থলে **'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে'** (২-৩-৫) সূত্রানুসারেও দ্বিতীয়া সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং এই সকল স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি যাহাতে হয়, তাহার জন্য কর্মসংজ্ঞা করিবার কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে বলা হয়—যে স্থলে অত্যন্ত সংযোগের বিবক্ষা না থাকে, সেস্থলেও যাহাতে কর্মসংজ্ঞা হয়, সেইজন্য এই বার্তিকের প্রয়োজন। আরও বলা যাইতে পারে যে 'আস্যতে মাসঃ', আসিতব্যঃ মাসঃ; 'আসিতো মাসঃ'; 'শয্যতে ক্রোশঃ' —ইত্যাদি কর্মবাচ্য প্রয়োগের জন্য এই বার্তিকের 'কাল' ও 'অধ্বন্' শব্দের গ্রহণ প্রয়োজনীয়। গো-দোহ প্রভৃতি ভাববাচক শব্দের লোকে কালবাচক বলিয়া গ্রহণ হয় না; সুতরাং 'গোদোহম্' ইত্যাদি ভাব-বাচক শব্দেরও অকর্মক ধাতুর প্রয়োগে যাহাতে কর্মসংজ্ঞা হয়, তাহার জন্য 'ভাব' শব্দের গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

বস্তুতঃ ভট্টোজি দীক্ষিত যে ভাবে বার্তিকের উদ্ধরণ করিয়াছেন, সেই-ভাবে ভাষ্যকার উক্ত বার্তিকটির স্বীকৃতি দেন নাই। 'ণিজন্তে' অর্থাৎ প্রেরণায় অকর্মক ধাতুর দ্বিকর্মকতা কিরূপে সিদ্ধ হওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে এই বার্তিকের অবতারণা করিয়াছেন। তাহা এইরূপ—

"কালভাবাধ্বগন্তব্যাঃ কর্মসংজ্ঞা হ্যকর্মণাং দেশশ্চ।"

ইহা 'হি' শব্দযুক্ত হওয়ায় বিধিবাক্য হইতে পারে না; বরং যুক্তি দ্বারা যাহা সিদ্ধ তাহারই অনুবাদক। উপরি উক্ত বার্তিকের যতগুলি উদাহরণ সবগুলিরই অন্যপ্রকারে সিদ্ধি করা হইয়াছে। যেমন—'কুরূন্ স্বপিতি। 'মাসমাস্তে', 'গো-দোহমাস্তে', 'ক্রোশমাস্তে', ইত্যাদি স্থলে যথাক্রমে কুরূন স্বাপেন ব্যাপ্নোতি'—কুরুদেশ 'স্বাপ' বা শয়নের দ্বারা ব্যাপ্ত করিতেছে। আসনেন মাসং ব্যাপ্নোতি'—অবস্থানের দ্বারা একটি মাস ব্যাপ্ত করিতেছে। আসনেন গোদোহনকালং ব্যাপ্নোতি'—অবস্থানের দ্বারা গোদোহন কাল ব্যাপ্ত করিতেছে। 'অবস্থানেন ক্রোশং ব্যাপ্নোতি'—অবস্থানের দ্বারা

ক্রোশ পরিমিত পথ ব্যাপ্ত করিতেছে ইত্যাদি। সর্বত্রই ধাতুর অর্থ ব্যাপার-বিশেষ গৃহীত হইয়াছে। 'আস্' ধাতুর অর্থ কেবল অবস্থান করা নয়, কিন্তু অবস্থানের দ্বারা ব্যাপ্ত করা। 'স্বপ্' প্রভৃতি ধাতুরও কেবল স্বপ্ন বা ঘুমান অর্থ নয়, কিন্তু নিদ্রার দ্বারা ব্যাপ্ত করা অর্থ, এইরূপ ধাত্বর্থ ব্যাপারে ব্যাপ্তি রূপ ফলের আশ্রয় হওয়ায় কুরু, মাস প্রভৃতির কর্ম সংজ্ঞা **'কর্তুরীপ্সিত'**—সূত্রানুসারেই হওয়া সম্ভব।

এই আশয়েই ভাষ্যকার **'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে'** (২-৩-৫) এই সূত্রের একটি বার্তিকের 'কালাধ্বনোঃ কর্মবদিতি বক্তব্যম্' ইহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 'মাসং গুড়ধানাঃ', 'ক্রোশং কুটীলা নদী'—ইত্যাদি বাক্যে যাহা ক্রিয়াযুক্ত নয়, অথচ 'অত্যন্ত সংযোগ' সূচিত হইতেছে, সেস্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি যাহাতে হয় তাহার জন্য **'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে'** 'এই সূত্রটির প্রণয়ণ করা আবশ্যক। কিন্তু কালবাচক অধ্ববাচক প্রভৃতি শব্দের কর্মসংজ্ঞা না হইলে 'মাসঃ আস্যতে' 'ক্রোশঃ আস্যতে' ইত্যাদি প্রয়োগে কর্মবাচ্যে লকার আসিতে পারে না, সেইজন্য পূর্বোক্ত বার্তিক রচিত হইয়াছিল; উহার দ্বারা কালবাচক ভাববাচক অধ্ববাচক প্রভৃতি শব্দের অকর্মক ধাতুর প্রয়োগে কর্মসংজ্ঞা করিলে আর কর্মবাচ্যে 'লকার' আসিতে কোন বাধা থাকে না, ফলে 'মাসঃ আস্যতে' প্রভৃতি সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার সর্বত্রই অকর্মক ধাতুর প্রয়োগক্ষেত্রে পূর্বোক্ত অনুসারে ধাতুর ব্যাপ্তি বিশিষ্ট অর্থ স্বীকার করিয়া 'কালাধ্বনোঃ' এই বার্তিকটির প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে যুক্তি অনুসারে অকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রে কাল প্রভৃতি বাচক শব্দের ঈপ্সিততম কর্ম হওয়া সম্ভব; সেই যুক্তি অনুসারে সকর্মক ধাতুর প্রয়োগেও কালবাচক শব্দের ঈপ্সিততম কর্ম হইবে, ফলে 'মাস' আদি কালবাচক কর্মের উদ্দেশ্যে লকার আসিলে 'মাসঃ পচ্যতে ওদনম্' ইত্যাদি প্রয়োগও শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—যে স্থলে কাল ও দ্রব্য উভয়বিধ কর্মের প্রয়োগ থাকে, সে স্থলে দ্রব্যকর্মেই লকার আসে। কিন্তু কাল কর্মের অভিধানের জন্য লকার আসে না। কারণ দ্রব্য কর্ম হইল 'অন্তরঙ্গ' এবং কালকর্ম হইল 'বহিরঙ্গ'। কেবল স্বার্থ কর্মত্ব রূপে উহা অন্তরঙ্গ। আস্ প্রভৃতি ধাতুর ব্যাপ্তি

শিষ্ট স্থিত্যর্থ স্বীকার করার জন্যই 'মাস' প্রভৃতি কালবাচক শব্দের ঈপ্সিত-ম অর্থ হওয়া সম্ভব ; কিন্তু দ্রব্যকর্মের বেলায় ধাতুর যাহা মুখ্য স্বার্থ সেই র্থেই উহার কর্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, সেই জন্যই দ্রব্য হইল প্রধান বা ন্তরঙ্গ কর্ম, আর ব্যাপ্তি বিশিষ্ট অর্থে মাস প্রভৃতি কালবাচক শব্দের র্মত্ব হওয়ায় উহা বহিরঙ্গ ; সুতরাং কাল ও দ্রব্য উভয়বিধ কর্মের যোগ থাকিলে দ্রব্যরূপ অন্তরঙ্গ কর্মেই 'লকার' আসিয়া থাকে। কিন্তু াস প্রভৃতি কালবাচক-রূপ বহিরঙ্গ কর্মে 'ল-কার' আসে না। ফলে 'মাসঃ চ্যতে ওদনম্,' 'মাসঃ পঠ্যতে বেদং দেবদত্তেন' ইত্যাদি শুদ্ধ বলিয়া পরি-ণিত হইবে না ; বরং 'মাসঃ পচ্যতে ওদনঃ', 'মাসঃ পঠ্যতে বেদঃ' ত্যাদি প্রয়োগই শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

'আস্,' 'শীঙ্' প্রভৃতি অকর্মক ধাতুর প্রয়োগেও পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ্যাপ্তিবিশিষ্ট আসন বা শয়ন অর্থে কট প্রভৃতি দ্রব্যবাচক শব্দের ঈপ্সিত-র্মরূপে 'কটম্ আস্তে,' 'কটং শেতে' ইত্যাদি বাক্যও শুদ্ধ বলিয়া রিগণিত হইবে না, কারণ পূর্বোক্ত বার্তিকের প্রত্যাখ্যানভাষ্যের ামাণ্যবশতঃ ইহাই বলিতে হইবে যে কাল, অধ্ব, দেশ প্রভৃতি পূর্বোক্ত ার্তিকোক্ত ব্যতীত অন্যার্থক শব্দের বেলায় ব্যাপ্তি বিশিষ্ট আসন শয়ন ্রভৃতি অর্থ গৃহীত হয় না ; কেবল আসন, শয়ন প্রভৃতি অর্থই গৃহীত ইয়া থাকে। সেইজন্যই 'কটমাস্তে', 'কটং শেতে, ইত্যাদি বাক্যে কর্তুরীপ্সিততমম্,' সূত্রানুসারে কট প্রভৃতির কর্মসংজ্ঞা হইতে পারে না।

অকর্মক, সকর্মক প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও দ্রব্য কর্মের উদ্দেশ্যেই হইয়া াকে। যাহার দ্রব্যরূপ কর্ম থাকেনা, তাহা অকর্মক এবং যাহার দ্রব্যরূপ কর্ম থাকে তাহা সকর্মক।

ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন—

"কালভাবাধ্বদেশানামন্তর্ভূতক্রিয়ান্তরৈঃ।
সর্বৈরকর্মকৈর্যোগে কর্মত্বমুপজায়তে ॥"

অর্থাৎ কাল, ভাব, অধ্ব ও দেশবাচক শব্দের প্রয়োগ থাকিলে সকল

অকর্মক ধাতুর ২ ব্যাপ্তি প্রভৃতি অন্তর্ভূত ক্রিয়ান্তরের অর্থে কর্ম হইতে পারে। ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার যে অত্যন্ত ক্লিষ্ট কল্পনা করিয়া পূর্বোক্ত বার্তিকের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা বার্তিক রাখাই আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে শিক্ষার্থিদিগের পক্ষে বুঝিতে বিশেষ সুবিধা হয়। 'মাসমাস্তে' ইত্যাদি বাক্যে কালবাচক শব্দের বেলায় ব্যাপ্তি অর্থ গৃহীত হইবে ; কিন্তু 'কটমাস্তে' এইরূপ হইবে না এবং 'মাসঃ আস্যতে' ইত্যাদি স্থলে কালবাচক কর্মে ল-কার আসিবে ; কিন্তু 'মাসঃ পচ্যতে ওদনম্' ইত্যাদি ক্ষেত্রে কালবাচক কর্মে ল-কার আসিবে না ; কিন্তু দ্রব্য বাচক কর্মে আসিবে এইরূপ কল্পনা অত্যন্ত দুর্বোধ্য ॥ ৫৩৯ ॥

৫৪০। গতি-বুদ্ধি-প্রত্যবসানার্থ-শব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ। (১-৪-৫২)।

গত্যাদ্যর্থানাং শব্দকর্মণামকর্মকাণাং চাণৌ যঃ কর্তা স ণৌ কর্ম স্যাৎ।

শত্রূনগময়ৎ স্বর্গং বেদার্থং স্বানবেদয়ৎ।
আশয়চ্চামৃতং দেবান্ বেদমধ্যাপয়েদ্বিধিম্।
আসয়ৎ সলিলে পৃথ্বীং যঃ স মে শ্রীহরির্গতিঃ ॥

গতীত্যাদি কিম্—পাচয়ত্যোদনং দেবদত্তেন। অণ্যন্তানাং কিম্? গময়তি দেবদত্তো যজ্ঞদত্তম্। তমপরঃ প্রযুঙ্‌ক্তে—গময়তি দেবদত্তেন যজ্ঞদত্তং বিষ্ণুমিত্রঃ। 'নীবহ্যোর্ন' (বা ১১০৯)। নায়য়তি বাহয়তি বা ভারং ভৃত্যেন। 'নিয়ন্তৃকর্তৃকস্য বহেরনিষেধঃ' (বা ১১১০) বাহয়তি রথং বাহান্ সূতঃ। আদিখাদ্যোর্ন' (বা ১১০৯)। আদয়তি খাদয়তি বান্নং বটুনা। 'ভক্ষেরহিংসার্থস্য ন' (বা ১১১১) ভক্ষয়ত্যন্নং বটুনা। অহিংসার্থস্য কিম্—ভক্ষয়তি বলীবর্দান্ শস্যম্। 'জল্পতি-

প্রভৃতীনামুপসংখ্যানম্' (বা ১১০৭) জল্পয়তি ভাষয়তি বা ধর্মং ত্রং দেবদত্তঃ। 'দৃশেশ্চ' (বা ১১০৮)। দর্শয়তি হরিং ভক্তান্। ত্রে জ্ঞানসামান্যার্থানামেব গ্রহণম্, ন তু তদ্বিশেষার্থানামিত্যনেন াপ্যতে। তেন স্মরতি জিঘ্রতীত্যাদীনাং ন। স্মারয়তি ঘ্রাপয়তি দেবদত্তেন। 'শব্দায়তের্ন' (বা ১১০৫)। শব্দায়য়তি দেবদত্তেন। ত্বর্থসংগৃহীতকর্মত্বেনাকর্মকত্বাৎ প্রাপ্তিঃ। যেষাং দেশকালাদি- ন্নং কর্ম ন সম্ভবতি তেঽত্রাকর্মকাঃ, ন ত্ববিবক্ষিতকর্মাণোঽপি। ন 'মাসমাসয়তি দেবদত্তম্' ইত্যাদৌ কর্মত্বং ভবতি, 'দেবদত্তেন াচয়তি' ইত্যাদৌ তু ন। ॥ ৫৪০ ॥

অনু—যে সকল ধাতুর গতি, বুদ্ধি, অথবা ভক্ষণ অর্থ উহাদের, শব্দরূপ র্মকাবক যাহাদের এবং অকর্মক ধাতুর, প্রেরণার্থক ণিচ্ প্রত্যয় আসার র্বে যে কর্তা তাহার প্রেরণার্থে ণিচ্ প্রত্যয় হইলে, সেই ণিজন্ত অবস্থায় র্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে। যথা—'হরিঃ শত্রূন্ স্বর্গমগময়ৎ'—যিনি শত্রুদের র্গে যাইতে প্রেরণা দিয়াছেন। 'বেদার্থং স্বানবেদয়ৎ'—যিনি আত্মীয়দের দার্থের জ্ঞান করাইয়াছেন। 'দেবানমৃতমাশয়ৎ'—যিনি দেবগণকে অমৃত ক্ষণ করাইয়াছেন। 'বিধিম্ বেদমধ্যাপয়ৎ'—যিনি ব্রহ্মাকে বেদ ড়াইয়াছেন। 'পৃথ্বীং সলিলে আসয়ৎ'—যিনি পৃথিবীকে জলে অবস্থান রাইয়াছেন। 'স হরির্মে গতিঃ'—সেই হরি আমার অবলম্বন। তি প্রভৃতি অর্থ যাহাদের এইরূপ ধাতুর—ইহা কেন বলা হইয়াছে? াচয়ত্যোদনং দেবদত্তেন—দেবদত্ত অন্নপাক করাইতেছে (এস্থলে যাহাতে হয়)। অণিজন্ত অবস্থায় কর্তার কর্মসংজ্ঞা হয়—ইহা কেন বলা য়াছে? গময়তি দেবদত্তঃ যজ্ঞদত্তম্ তমপরঃ প্রযুঙ্ক্তে—দেবদত্ত জ্ঞদত্তকে যাইতে প্রেরণা দিতেছে—তাহাকে অপর কেহ প্রেরণ করিতেছে। এই অর্থে) বিষ্ণুমিত্রঃ দেবদত্তেন যজ্ঞদত্তং গময়তি—বিষ্ণুমিত্র দেবদত্তের রা যজ্ঞদত্তকে যাইতে প্রেরণা দিতেছে। (ইত্যাদি স্থলে ণিজন্তের র্তার কর্মসংজ্ঞা যাহাতে না হয়)।

এই সূত্রে তিনটি বাক্য হইতে পারে—

(১) **গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থানাম্**

(২) **শব্দকর্মকাণাম্**

(৩) **অকর্মকাণাম্।**

কাঃ—প্রথম বাক্যের "গতিশ্চ বুদ্ধিশ্চ, প্রত্যবসানঞ্চ তানি গতি-বুদ্ধি প্রত্যবসানানি, তানি অর্থো যেষাম্ভে'—গতি, বুদ্ধি ও প্রত্যবসান (ভক্ষণ ইহাদের দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া পরে উহাদের সহিত অর্থ শব্দের বহুব্রীহি সমা করিয়া 'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থাঃ' পদটির সিদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে অর্থ শব্দ সকলের শেষে আছে বলিয়া "দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণং পদং প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে —দ্বন্দ্বের শেষে শ্রুত পদের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধ হয়। এই 'নিয়মানুসা গতি প্রভৃতি প্রত্যেকটিরই সঙ্গে অর্থ শব্দের সম্বন্ধ হইবে। গত্যর্থক ধা বুদ্ধি বা জ্ঞানার্থক ধাতু এবং ভক্ষণার্থক ধাতু—ইহাদের অণিজন্ত অবস্থা অর্থাৎ প্রেরণা অর্থে 'ণিচ্' প্রত্যয় আসার পূর্বে 'শুদ্ধ' ধাতুর যে কর্তা, তাহা ণিজন্ত অবস্থায় অর্থাৎ প্রেরণা অর্থে উপরি উক্ত ধাতুর শেষে ণিচ্ প্রত্য যোগ করিয়া 'ণিচ্' প্রত্যয়ান্ত করিলে কর্ম-সংজ্ঞা হইয়া যায়—এইরূপ অ হয়। যেমন, 'শত্রবঃ স্বর্গম্ অগচ্ছন্'—শত্রুরা স্বর্গে গিয়াছে, সেই স্ব গমনকারী শত্রুদের হরি প্রেরণা দিয়াছিলেন—এই অর্থে 'হরিঃ শত্রূন্ স্বর্গ অগময়ৎ' অর্থাৎ হরি শত্রুদের স্বর্গে যাইতে প্রেরণা দিয়াছিলেন। প্রথ 'ণিচ্' প্রত্যয় না আসার পূর্বের বাক্য হইল 'শত্রবঃ স্বর্গম্ অগচ্ছন্—শত্রুরা স্ব গিয়াছিল। এই বাক্যে 'শত্রু' হইল গমন ক্রিয়ার কর্তা আর 'গম্' ধাতু গতি বাচক ধাতু ; সুতরাং প্রেরণায় 'ণিচ্' প্রত্যয়ান্ত বাক্য হইবে—'হ শত্রূন্ স্বর্গম্ অগময়ৎ'—হরি শত্রুদিগকে স্বর্গে যাইতে প্রেরণা দিয়াছিলে এই বাক্যে 'গম্ ধাতুর শেষে 'ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া লঙ্-লকারে 'অগম প্রয়োগ হইয়াছে। এই 'ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত 'অগময়ৎ' ক্রিয়ার কর্তা 'হ এবং অণিজন্ত পূর্ব বাক্যের 'অগচ্ছন্' এই ক্রিয়ার কর্তা যে 'শত্রু' তাহ কর্মসংজ্ঞা ও উহাতে দ্বিতীয়া হইলে 'হরিঃ শত্রূন্ স্বর্গম্ অগময়ৎ' এইরূপ বা হইয়া থাকে।

বুদ্ধ্যর্থের উদাহরণ—'হরিঃ বেদার্থং স্বান্ অবেদয়ৎ'। প্রথমে অণিজন্ত অবস্থায় 'স্বে বেদার্থম্ অবিদুঃ'। আত্মীয়রা বেদার্থ জানিয়াছে। এই বাক্যে 'স্বে' কর্তা এবং 'অবিদুঃ' ইহা 'বিদ্' ধাতুর লঙ্-লকারের রূপ। প্রেরণায় 'বিদ্' ধাতুর শেষে 'ণিচ্' প্রত্যয় আসিলে এবং সেই ণিজন্ত ধাতুর লঙ্-লকারে 'অবেদয়ৎ' পদ হয়; সুতরাং উপরি উক্ত বাক্যেরই প্রেরণায় ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রয়োগে 'হরিঃ স্বান্ বেদার্থম্ অবেদয়ৎ' এইরূপ হইবে; এই বাক্যে 'হরি' প্রয়োজক কর্তা, এবং 'স্বে' প্রয়োজ্য অর্থাৎ অণিজন্ত কর্তা; এই সূত্রানুসারে উহার কর্মসংজ্ঞা হইয়া যায়। তখন কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া 'স্বান্' এইরূপ প্রয়োগ হয়।

'প্রত্যবসানার্থ' বা ভক্ষণার্থের উদাহরণ, যথা—'হরিঃ দেবান্ অমৃতম্ আশয়ৎ'। এই বাক্যেও 'দেবাঃ' এই প্রয়োজ্য বা অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তার কর্মসংজ্ঞা হইয়াছে। প্রথমে অণিজন্ত বা শুদ্ধ প্রয়োগে বাক্য হইবে—'দেবাঃ অমৃতম্ আশ্নন্'। দেবগণ অমৃত ভক্ষণ করিয়াছেন। 'আশ্নন্' পদটি ভক্ষণার্থক 'অশ্' ধাতুর লঙ্লকারের রূপ। 'কর্তা' হইল দেবাঃ' এবং 'কর্ম' 'অমৃতম্'। প্রেরণায় 'হরিঃ' কর্তা, 'দেবাঃ' ইহা প্রয়োজ্য কর্তা এবং ণিজন্ত ক্রিয়া হইল 'আশয়ৎ'। 'অশ্' ধাতুর শেষে 'ণিচ্' প্রত্যয় করিয়া সেই ণিজন্ত ধাতুর লঙ্-লকারের প্রথম পুরুষের একবচনে 'আশয়ৎ' এই রূপটি সিদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হইবে—শব্দকর্মক ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত প্রয়োগে কর্মসংজ্ঞা হয়, এ স্থলে কর্মশব্দের অর্থ কর্মকারক, ক্রিয়া নয়। 'কৃত্রিমাকৃত্রিময়োঃ কৃত্রিমস্যৈব সংপ্রত্যয়ঃ'—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম সংজ্ঞার মধ্যে কৃত্রিমেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে কর্ম শব্দের কর্মকারকেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। ব্যাকরণে কারক বিশেষকে কর্মসংজ্ঞা করা হইয়াছে; সুতরাং ইহা কৃত্রিম এবং লোকে প্রসিদ্ধ ক্রিয়ার প্রতিশব্দে যে কর্ম উহা অকৃত্রিম, কারণ উহার শাস্ত্রের দ্বারা সংজ্ঞা করা হয় নাই। যদ্যপি ব্যাকরণে স্থলবিশেষে 'কর্তৃকর্মব্যতিহারে' ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্রিয়া অর্থেই কর্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে; কিন্তু এস্থলে তাহা করা হয় নাই; ইহাতে এই সূত্রের কর্ম গ্রহণই প্রমাণ। যদি ক্রিয়া অর্থেই কর্ম শব্দের প্রয়োগ হইত, তাহা হইলে কর্ম গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। 'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসান-

শব্দার্থানাম্'—এইরূপ সূত্র করিলেই হইত। শব্দ ক্রিয়া যাহার এইরূপ ধাতুর অর্থ হইল 'শব্দার্থক ধাতু'। সুতরাং সূত্রস্থ কর্ম গ্রহণের প্রামাণ্যবশতঃ ইহা বুঝিতে হইবে যে এস্থলে কর্মপদের দ্বারা কর্মকারকের গ্রহণ করা হইয়াছে। শব্দরূপ কর্ম কারক যাহার এইরূপ ধাতুর অণিজন্ত কর্তা ণিজন্ত প্রয়োগে কর্মসংজ্ঞা হয়, ইহা সূত্রের অর্থ। যেমন—'পঠ্, ইঙ্' প্রভৃতি ধাতু শব্দকর্মক।

'বিধিঃ বেদমধ্যৈত'—বিধি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই বাক্যে অণিজন্ত বা শুদ্ধক্রিয়া 'অধ্যৈত।' ইহা অধি পূর্বক 'ইঙ্' অধ্যয়নে ধাতুর 'লঙ্' লকারের প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ। প্রেরণায় উহার প্রয়োগ হইবে। 'হরিঃ বিধিম্ বেদম্ অধ্যাপয়ৎ'—হরি ব্রহ্মাকে বেদ পড়াইয়াছেন। এই বাক্যে প্রয়োজক বা ণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা 'হরিঃ' এবং 'বিধিম্' প্রয়োজ্য বা অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা কর্ম সংজ্ঞা হইয়াছে। অধিপূর্বক 'ইঙ্' ধাতুর ণিজন্তে 'লঙ্' লকারে 'অধ্যাপয়ৎ' হইয়া থাকে।

তৃতীয় বাক্যের অর্থ—অকর্মক ধাতুর অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা ণিজন্তে কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে। যেমন 'পৃথিবী সলিলে আসীত'—পৃথিবী জলে অবস্থান করিতেছিল। এই বাক্যে 'আসীত' ইহা 'আস্' ধাতুর লঙ্ লকারের প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ। উক্ত বাক্যের প্রেরণায় 'হরিঃ পৃথ্বীং সলিলে আসয়ৎ' এইরূপ হইবে। হরি পৃথিবীকে জলে অবস্থান করাইয়াছিলেন। ইহাতে 'আসয়ৎ' এই ক্রিয়াটি 'ণিচ্' প্রত্যয়ান্ত। উহার কর্তা 'হরিঃ' আর প্রয়োজ্য কর্তা 'পৃথিবী', সুতরাং 'পৃথ্বী' এই প্রয়োজ্য বা অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তার কর্মসংজ্ঞা হইলে 'হরিঃ পৃথ্বীং আসয়ৎ' এইরূপ বাক্য হয়।

গতি, বুদ্ধি, ভক্ষণার্থক ও শব্দ-কর্মক ধাতুগুলি সকর্মক ; সেইজন্য উহাদের ণিজন্ত প্রয়োগ ক্ষেত্রে দুইটি করিয়া কর্ম থাকে। এইজন্য ইহাদের দ্বিকর্মকও বলা চলে। অকর্মক ধাতুর ণিজন্তে একটি কর্ম থাকে। গতি প্রভৃতি অর্থ-বিশিষ্ট ধাতুর ণিজন্তে একটি ঈপ্সিততম কর্ম এবং অপরটি প্রযোজ্য কর্তৃ-কর্ম। অকর্মক ধাতুর ণিজন্তে ঈপ্সিততম কর্ম না থাকায়, কেবল একটি মাত্র প্রয়োজ্য কর্তৃ-কর্মই থাকে।

আরও উদাহরণ—

শুদ্ধ বা অণিজন্ত	**প্রেরণা বা ণিজন্ত**
বালকো গ্রামং গচ্ছতি।	দেবদত্তো **বালকং** গ্রামং গময়তি।
শিশুঃ বিদ্যালয়ং যাতি।	মাতা **শিশুং** বিদ্যালয়ং যাপয়তি।
মাণবকো বুধ্যতে ধর্ম্মম্।	আচার্যো বোধয়তি **মাণবকং** ধর্মম্।
ছাত্রো বেদং বেত্তি।	অধ্যাপকো বেদং বেদয়তি **ছাত্রম্**।
ভুঙ্‌ক্তে বালক ওদনম্।	জননী ভোজয়তি **বালকমোদনম্**।
শিশুরশ্নাতি মোদকম্।	পিতা **শিশু**মাশয়তি মোদকম্।
ব্রহ্মচারী বেদমধীতে।	আচার্যো **ব্রহ্মচারিণং** বেদমধ্যাপয়তি।
ছাত্রা ব্যাকরণং পঠন্তি।	শিক্ষক**শ্ছাত্রান্** ব্যাকরণং পাঠয়তি।
দেবদত্ত আস্তে।	যজ্ঞদত্তো **দেবদত্ত**মাসয়তি।
বটে গাবঃ শেরতে।	গোপালো বটে **গাঃ** শায়য়তি।

'গতি-বুদ্ধি' সূত্রটিকে কেহ নিয়মার্থ ও কেহ বিধ্যর্থ বলিয়া স্বীকার করেন। প্রাচীনদের মতে এই সূত্রটি নিয়মসূত্র এবং ভট্টোজি দীক্ষিতের মতে এটি বিধিসূত্র। সূত্রান্তরের দ্বারা সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন সূত্রের প্রণয়ন করা হয়, তাহা হইলে সেই আরভ্যমান সূত্রটি নিয়ম সূত্র হইয়া থাকে। 'সিদ্ধে সত্যারভ্যমাণো বিধির্নিয়মায় কল্পতে।' নিয়মের ফল হইল, বিধিকে নিয়ন্ত্রণ করা, প্রয়োগান্তর হইতে ব্যাবৃত্তি করা। যেমন প্রেরণাস্থলে ণিজর্থ প্রয়োজক ব্যাপার জনিত ফলের আশ্রয় প্রযোজ্যই হইয়া থাকে ; সুতরাং উহার কর্মসংজ্ঞা 'কর্ত্তুরীপ্সিত'—সূত্রের দ্বারাই হইতে পারে। 'শক্রান্ স্বর্গমগময়ৎ'—ইত্যাদি স্থলে 'হরি' প্রয়োজক কর্তা এবং 'শক্র' প্রযোজ্য কর্তা। 'হরি' এই প্রয়োজক কর্তার ব্যাপার হইল শস্ত্রাঘাতরূপ ক্রিয়া। এই ক্রিয়া জনিত ফল স্বর্গপ্রাপ্তি, উহার আশ্রয় হওয়ায় প্রযোজ্য কর্তা শক্রের কর্মসংজ্ঞা 'কর্ত্তুরীপ্সিত' সূত্রের দ্বারাই সিদ্ধ ছিল। 'হরিঃ শক্রান্ স্বর্গমগময়ৎ' এই বাক্যটির তাৎপর্য হইল যে হরি শস্ত্রাঘাতের দ্বারা শক্রগণকে স্বর্গ প্রাপ্তিরূপ ফল ভোগ করাইয়াছেন। উক্ত প্রকারে সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও

যে 'গতি' বিধি সূত্রটির প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহা কেবল নিয়মের জন্য। এই সূত্রের নিয়ম করা হয় যে, ণিচের অর্থ প্রয়োজক ব্যাপার জনিত ফলের আশ্রয় প্রয়োজ্য কর্তার যদি কর্মসংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে গতি বুদ্ধ্যাদি বাচক ধাতুর প্রয়োগেই হইবে ; কিন্তু অন্যত্র হইবে না। ফলে 'পাচয়ত্যোদনং দেবদত্ত.'—ইত্যাদি স্থলে—গতি বুদ্ধ্যাদির অভাব ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা হইবে না। গতি বুদ্ধি প্রভৃতির অর্থের বাচক ধাতুর প্রয়োগেই অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থার কর্ম হয় ; কিন্তু গতি বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যতীত অন্য ধাতুর প্রয়োগে ণিজন্ত অবস্থায় অণিজন্ত অবস্থার কর্ম হইবে না—ইহাই 'কর্তুরীপ্সিত' সূত্রের নিয়ন্ত্রণ।

ভট্টোজি দীক্ষিত প্রাচীনদের উপরিউক্ত নিয়ম স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এটি বিধিসূত্র। কারণ প্রযোজক ব্যাপার জনিত ফলের আশ্রয়-রূপে যে প্রযোজ্যের কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তাহা ণিচ্ প্রত্যয়ের প্রকৃতি স্বরূপ যে শুদ্ধ ধাতু তদর্থ ব্যাপারের আশ্রয় হওয়ায় **'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্'** (১-৪-২) এই সূত্রানুসারে অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমে কর্ম-সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্রের অপেক্ষায় **'স্বতন্ত্রঃ কর্তা'** (১-৪-৫৪) এই সূত্রটি পরে পঠিত বলিয়া কর্মসংজ্ঞাকে বাধ করিয়া কর্তৃসংজ্ঞাই হইবে। 'রামেণ হতো বালী'--ইত্যাদি প্রয়োগে 'রামেণ' পদে কর্তৃসংজ্ঞা এবং 'হরিং ভজতি' ইত্যাদি স্থলে 'হরিম্' এই পদে কর্মসংজ্ঞা চরিতার্থ; কিন্তু 'শত্রূন্ অগময়ৎ স্বর্গম্' ইত্যাদি প্রেরণা স্থলে 'শত্রূন্' পদে কর্মসংজ্ঞা ও কর্তৃসংজ্ঞা যুগপৎ দুইটিরই প্রাপ্তি হইলে পরত্ব নিবন্ধন কর্তৃসংজ্ঞাই হওয়া উচিত।

ণিচ্ প্রত্যয় আসার পূর্বেই 'ণিচ্' এর প্রকৃতি যে শুদ্ধ ধাতু তদর্থ ব্যাপারের আশ্রয় হওয়ায় শত্রু প্রভৃতির কর্তৃসংজ্ঞার প্রাপ্তি আছে, সুতরাং উহা অন্তরঙ্গ। ণিচ্ উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেই 'শত্রবঃ স্বর্গং গচ্ছন্তি'—শত্রুরা স্বর্গে যাইতেছে, ইত্যাদি বাক্যে শুদ্ধ 'গম্' ধাত্বর্থ ব্যাপারের আশ্রয় হওয়ায় কর্তৃসংজ্ঞা অন্তরঙ্গ, এবং ণিচ্ প্রত্যয় আসিবার পরেই প্রয়োজক ব্যাপার জনিত ফলের আশ্রয় হওয়ায় কর্মসংজ্ঞা বহিরঙ্গ। কর্তৃসংজ্ঞার প্রথম প্রবৃত্তি এবং কর্মসংজ্ঞার পরে প্রবৃত্তি ; সুতরাং পূর্বপ্রবৃত্ত কর্তৃসংজ্ঞা

অন্তরঙ্গ এবং পরপ্রবৃত্ত কর্মসংজ্ঞা বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গের বলবত্তা ব্যাকরণ সম্মত ; সেইজন্য কর্তৃসংজ্ঞাই প্রাপ্ত ছিল।

প্রযোজকের উপজীব্য বলিয়াও কর্তৃসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। **'তৎ প্রযোজকো হেতুশ্চ'** (১-৪-৫৫) এই সূত্রানুসারে কর্তার প্রযোজকের হেতুসংজ্ঞা করা হইয়াছে। উহার হেতুসংজ্ঞা হওয়ার পরেই **'হেতুমতি চ'** (৩-১-২৬) সূত্রানুসারে প্রেরণা প্রভৃতি প্রযোজক ব্যাপার বিবক্ষায় ণিচ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। কর্তৃসংজ্ঞা-নিমিত্ত হেতুসংজ্ঞা এবং হেতুসংজ্ঞা-নিমিত্ত ণিচ্ প্রত্যয় হওয়া ; সুতরাং কর্তৃসংজ্ঞা ণিচ্ প্রত্যয়ের উপজীব্য। যাহা উপজীব্য বা আশ্রয়, তাহা না হইলে 'ণিচ্ প্রত্যয় আসিতে পারে না ; আর 'ণিচ্' প্রত্যয় না আসিলে প্রযোজক ব্যাপার জনিত ফলের আশ্রয়-রূপে প্রয়োজ্যকেই বা কোথায় পাওয়া যাইবে ? 'ণিচ্' প্রত্যয় আসার পরে প্রয়োজক ব্যাপার জনিত ফলের আশ্রয়রূপে যদি প্রযোজ্যের কর্মসংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে উপজীব্য বিরোধ 'উপস্থিত' হয়। কর্তৃসংজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া যে 'ণিচ্' প্রত্যয় আসে, তাহাই স্বার্থ ব্যাপার জনিত ফলাশ্রয়রূপে কর্মসংজ্ঞার দ্বারা নিজের আশ্রয় বা উপজীব্যের বিনাশ করিতে পারে না।

সুতরাং পরত্ব, অন্তরঙ্গত্ব ও উপজীব্যত্ব হেতু প্রযোজক ব্যাপার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্যের কর্তৃসংজ্ঞাই প্রাপ্তি আছে, কিন্তু কর্মসংজ্ঞার প্রাপ্তিই থাকে না ; সেইজন্য গতি বুদ্ধি প্রভৃতি অর্থের বাচক ও ধাতুর প্রয়োগে প্রেরণায় যাহাতে কর্মসংজ্ঞা হয়, তাহার জন্য 'গতি বুদ্ধি' সূত্রের প্রণয়ণ করা হইয়াছে এইরূপ অত্যন্ত অপ্রাপ্ত থাকায় ইহা 'বিধিসূত্র' বলিয়াই স্বীকৃত। প্রামাণিকগণ বলিয়াছেন—

"পরত্বাদন্তরঙ্গত্বাদুপজীব্যতয়াপি চ।
প্রযোজ্যস্যাস্ত কর্তৃত্বং গত্যাদের্বিধিতোচিতা"॥

নাগেশ দীক্ষিতের বিরুদ্ধে প্রাচীনদের মতকেই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'গতিবুদ্ধি'—সূত্রটিকে নিয়মসূত্র রূপে স্বীকার করাই যুক্তি-সঙ্গত। বিধি পক্ষে যে তিনটি হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে—পরত্ব, অন্তরঙ্গত্ব ও উপজীব্যত্ব সেগুলি একেবারেই ভিত্তিহীন ; কারণ শাব্দবোধে প্রয়োজক ব্যাপারের প্রাধান্য সর্ববাদিসম্মত। প্রেরণায় ণিজন্তের শাব্দবোধে প্রয়োজক

ব্যাপারই বিশেষ্য হইয়া থাকে ; সুতরাং উহার শাব্দপ্রাধান্য আছে। শাব্দ-প্রাধান্যই শব্দশাস্ত্রে মুখ্য। প্রয়োজক ব্যাপার প্রধান আর প্রয়োজ্য ব্যাপার অ-প্রধান, প্রযোজ্য ব্যাপারাশ্রিত কর্তৃসংজ্ঞা এবং প্রধান ব্যাপার জনিত ফলাশ্রয়ের কর্মসংজ্ঞা—এই দুইটির মধ্যে তুল্য বল না থাকায় বিপ্রতিষেধ বা বিরোধ থাকিতেই পারে না। সমান বলের সঙ্গেই বিরোধ হইলে পর সূত্রের প্রবৃত্তি হয়। 'তুল্যবলবিরোধে পরং কার্যং ভবতি।' সুতরাং প্রধানের সহিত বিরোধ থাকে না বলিয়া পরত্ববশতঃ কর্মসংজ্ঞাকে কর্তৃসংজ্ঞা বাধ করিতে পারে না।

অন্তরঙ্গত্ব হেতুও ঠিক নয় ; কারণ প্রধানের কাজ না করিয়া কেহ অপ্রধানের কাজ করে না। রাজার আদেশ পালন না করিয়া অমাত্যের কখনও নিজের কাজ করিতে সাহস হয় না ; সেইজন্য প্রধান প্রয়োজক ব্যাপারেরই অন্তরঙ্গ এবং অপ্রধান যে প্রয়োজ্য ব্যাপার উহার কার্য বহিরঙ্গ ; সুতরাং অন্তরঙ্গ বলিয়া যে প্রযোজ্যের কর্তৃসংজ্ঞা হইবে না— ইহা বলা যায় না।

উপজীব্যত্ব হেতুও অসমীচীন, কারণ প্রধানের উপজীব্য অপ্রধান—ইহা কেহ কোন কালেই শ্রবণ করে নাই। আর যে যুক্তিতে উহার উপজীব্যত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, উহাও যুক্তি বিরুদ্ধ। 'তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ' (১-৪-৫৫) সূত্রানুসারে যে কর্তার প্রযোজকের হেতুসংজ্ঞা বলা হইয়াছে— ইহা ঠিক নয় ; সেস্থলে কর্তৃপদটি স্বতন্ত্রের উপলক্ষণ। আর স্বতন্ত্রের অর্থ হইল 'প্রকৃত ধাতূপাত্ত ব্যাপারাশ্রয়'। উক্ত সূত্রের দ্বারা স্বতন্ত্রের প্রযোজকই হেতু। স্বতন্ত্র নামে ব্যাকরণে কোন সংজ্ঞা নাই। কর্তার প্রযোজক বলিলে প্রয়োজক ব্যাপারের উপজীব্য কর্তৃসংজ্ঞা ইহা সুনিশ্চিত। প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রযোজক ব্যাপারের শাব্দপ্রধান্য থাকিলেও উদ্দেশ্যত্ব রূপ আর্থপ্রাধান্য প্রযোজ্যের আছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—শব্দ শাস্ত্রে শাব্দপ্রাধান্যই গৃহীত হইয়া থাকে ; আর নিতান্তই যদি অর্থপ্রাধান্যেই আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে প্রযোজকের অনন্যাধীনত্ব অর্থাৎ অন্যের অধীনে না থাকা, এইরূপ অর্থপ্রাধান্যও উহাতে আছে। প্রয়োজকের শাব্দ ও আর্থ উভয়বিধ প্রাধান্য আছে বলিয়া প্রধানের কার্যই সর্বথা হইবে ; কিন্তু অপ্রধানের কার্য হইবে

না ; সুতরাং 'গতিবুদ্ধি'—সূত্রটি নিয়মসূত্রই বলা যুক্তিযুক্ত। ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন—

"গুণক্রিয়ায়াং স্বাতন্ত্র্যাৎ প্রেষণে কর্মতাং গতঃ।
নিয়মাৎ কর্ম-সংজ্ঞায়াঃ স্বধর্মেণাভিধীয়তে॥"

ণিচ্ এর প্রকৃতি স্বরূপ শুদ্ধ ধাত্বর্থ যে ব্যাপার, তাহাতে স্বতন্ত্র প্রযোজ্য কর্তা প্রেরণায় কর্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যে গতি বুদ্ধি সূত্রের দ্বারা কর্মসংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে উহা নিয়মার্থ সেইজন্য গতি প্রভৃতি ব্যতীত ধাতুর ক্ষেত্রে 'দেবদত্তেন পাচয়তি' ইত্যাদি স্থলে প্রযোজ্য কর্তা নিজের তৃতীয়া বিভক্তিরূপ ধর্মের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রেরণায় গতিবুদ্ধি প্রভৃতি অর্থের বাচক ধাতুর প্রয়োগে অথবা তদ্ব্যতীত অন্য ধাতুর প্রয়োগে সর্বত্রই **'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম'**—এই সূত্রানুসারে প্রযোজ্যের কর্মসংজ্ঞা সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যে **'গতিবুদ্ধি'**—সূত্রটির প্রণয়ণ করা হইয়াছে, তাহা কেবল নিয়মের জন্যই, 'কর্তুরীপ্সিত' সূত্রের নিয়ন্ত্রণ করাই উহার উদ্দেশ্য। ণিচ্ স্থলে প্রযোজক ব্যাপার জনিত ফলের আশ্রয় প্রযোজ্যের যদি কর্মসংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে 'গতিবুদ্ধি'—প্রভৃতি অর্থের বাচক ধাতুর প্রয়োগেই হইবে ; কিন্তু অন্যত্র যে ক্ষেত্রে 'গতিবুদ্ধি' প্রভৃতি অর্থের বাচক ধাতুর প্রয়োগ নাই সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্যের কর্মসংজ্ঞা হইবে না ; ফলে অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়াই হইবে। সেইজন্য 'দেবদত্তেন ওদনং পাচয়তি'—(রাম) দেবদত্তের দ্বারা ওদন পাক করাইতেছে—এই বাক্যে 'দেবদত্ত' এই প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তিই হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে—'কর্তুরীপ্সিত' এই সূত্রের দ্বারা 'শক্রন্ অগময়ৎ স্বর্গম্' ইত্যাদি স্থলে 'শক্র' পদের কর্মসংজ্ঞা হইলে 'স্বর্গের কর্মসংজ্ঞা কি রূপে হইবে ? কারণ উহা কর্তার ঈপ্সিততম নয়, কিন্তু কর্মের ঈপ্সিততম। কর্মের ঈপ্সিততমের যে কর্মসংজ্ঞা হইতে পারে না—ইহা পূর্বেই 'মাষেষশ্বং বধ্নাতি' প্রয়োগে বলা হইয়াছে। সুতরাং স্বর্গের কর্মত্ব কিরূপে সম্ভব ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রযোজক কর্তার ব্যাপার প্রযোজ্য যে সংযোগরূপ ফল, উহার আশ্রয় হওয়ায় স্বর্গের কর্মসংজ্ঞা হইতে কোন বাধা নাই। ণিজন্ত গমির অর্থ—সংযোগানুকূল ব্যাপারানুকূল ব্যাপার। স্বর্গে শক্রর সংযোগ

আছে, তদনুকূল ব্যাপাররূপ ফল শত্রুতে এবং তদনুকূল ব্যাপার কর্তায়, সুতরাং সংযোগ প্রযোজক কর্তার ব্যাপাব জন্য ফল না হইলেও উহার প্রযোজ্য বটেই, কারণ প্রয়োজ্যের অর্থ—উৎপাদ্যের উৎপাদ্য।

আর 'ণিচ্' প্রত্যয় আসিবার পূর্বে 'শত্রবঃ স্বর্গং গচ্ছন্তি'—এইরূপ বাক্যে শত্রুর কর্তৃত্ব আছেই, সে অবস্থায় যে উহার কর্তৃত্ব নাই তাহা কেহই বলিতে পারে না। সে স্থলেও কর্তৃপদকে প্রকৃত ধাতুপাত্ত ব্যাপারাশ্রয়রূপ স্বাতন্ত্র্যেব উপলক্ষণ বলিয়া স্বীকাব করা হইয়াছে; সুতরাং ণিচ্ প্রত্যয় আসিবার পরেও প্রযোজক ব্যাপার জনিত ফলেব আশ্রয় প্রযোজ্যের কর্মসংজ্ঞা হইলেও প্রযোজ্য শত্রুর উক্তরূপ স্বাতন্ত্র্যের কোন ক্ষতি হয় না। প্রযোজকের প্রেবণা থাকা সত্ত্বেও প্রযোজ্যের নিজের ব্যাপাবে স্বাতন্ত্র্য থাকেই। প্রযোজ্যের স্বীয় ব্যাপার করিতে যদি ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে প্রযোজকের কোন শক্তিই তাহাকে নিজ ব্যাপারে প্রেরিত করিতে পারে না; সেইজন্য স্বেচ্ছাধীন প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকত্ব অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি করিবার অধিকার থাকাও স্বাতন্ত্র্য পদের অর্থ; উহা কোথাও মুখ্য এবং কোথাও আরোপিত। যেমন—'ব্রাহ্মণঃ পচতি' ইত্যাদি স্থলে ব্রাহ্মণেব স্বাতন্ত্র্য মুখ্য এবং 'স্থালী পচতি', 'কাষ্ঠং পচতি' ইত্যাদি অচেতনকর্তৃক বাক্যে স্থালী, কাষ্ঠ প্রভৃতিতে স্বাতন্ত্র্য আরোপিত।

'অণৌ কিম্'—অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয়—ইহা না বলিলে ণিজন্ত অবস্থার কর্তাও ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হইয়া যাইবে। একটি ণিজন্ত ধাতুর শেষে যদি আর একটি 'ণিচ্' প্রত্যয় করা হয়, তাহা হইলে প্রথম ণিজন্তের কর্তা দ্বিতীয় ণিজন্ত বাক্যে কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, যেমন 'দেবদত্তো যজ্ঞদত্তং গময়তি'—দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে যাইতে প্রেরণা দিতেছে, তাহাকে আবার বিষ্ণুমিত্র প্রেরণা দিতেছে 'তং বিষ্ণুমিত্রঃ প্রযুঙ্‌ক্তে' এইরূপ স্থলে দুইটি প্রেরণা আছে। দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে প্রেবণ কবিতেছে এবং বিষ্ণুমিত্র দেবদত্তকে প্রেরণ করিতেছে; সুতরাং "দেবদত্তো যজ্ঞদত্তং গময়তি"—এই প্রথম ণিজন্ত বাক্যের যে প্রযোজক কর্তা 'দেবদত্ত' তাহা আবার দ্বিতীয় ণিজন্ত বাক্যে 'বিষ্ণুমিত্রঃ প্রযুঙ্‌ক্তে' ইত্যাদি স্থলে প্রযোজ্য কর্তারূপে পরিণত হইয়া যায়। সেই প্রথম ণিজন্ত বাক্যের প্রযোজক কর্তা দ্বিতীয় ণিজন্তে প্রযোজ্য কর্তা হইলে, তাহার যাহাতে কর্মসংজ্ঞা না হয়,

সেইজন্ত 'গত্যাদি' সূত্রে 'অণৌ' অর্থাৎ অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ইহা বলা হইয়াছে ; সুতরাং সেইরূপ প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যেমন—'বিষ্ণুমিত্রো দেবদত্তেন যজ্ঞদত্তং গময়তি।' বিষ্ণুমিত্র দেবদত্তের দ্বারা যজ্ঞদত্তকে যাইবার জন্য প্রেরণা করিতেছে। এই বাক্যে ণিজন্ত কর্তা যে দেবদত্ত, উহায় কর্মসংজ্ঞা হইল না, বরং অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া হইয়াছে।

অনু— ১ বার্তিকঃ—নী ও বহ্ এই দুইটি ধাতুর ণিজন্তে প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা হয় না। যেমন—'নায়য়তি বাহয়তি বা ভারং ভৃত্যেন'—ভৃত্য কর্তৃক ভার লইয়া যাইতে অথবা বহন করিতে প্রেরণ করিতেছে।

২ বাঃ—পশুপ্রেরক কর্তৃক ণিজন্ত বহ্ ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্তার (পূর্ব বার্তিকের দ্বারা) কর্মসংজ্ঞার নিষেধ হয় না বরং সে ক্ষেত্রে কর্মসংজ্ঞা হইয়া যায় ; যেমন, 'বাহয়তি রথং' বাহান্ সূতঃ'—সারথি বাহনকে রথ বহন করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছে।

৩ বাঃ—ণিজন্ত 'অদ্ ও খাদ্' ধাতুর প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা বিকল্পে হয় ; যেমন, 'আদয়তি খাদয়তি বা অন্নং বটুনা'—(মাতা) বালক কর্তৃক অন্ন ভক্ষণে প্রেরণ করিতেছে।

৪ বাঃ—প্রেরণার্থক ণিজন্ত 'ভক্ষি' ধাতুর হিংসা না বুঝাইলে প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা হয় না। যেমন—ভক্ষয়তি অন্নং বটুনা—বালক কর্তৃক অন্ন ভক্ষণে প্রেরণ করিতেছে। হিংসা বুঝাইলে প্রেরণার্থক ণিজন্ত ভক্ষি ধাতুর প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে ; যেমন—'ভক্ষয়তি বলীবর্দান্ শস্যম্'—বলদকে শস্য ভক্ষণে প্রেরণ করিতেছে।

কাঃ—এই বার্তিকের দ্বারা 'নীঞ্ প্রাপণে' 'বহ্ প্রাপণে'—এই দুইটি ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রযোজ্য কর্তার **'গতিবুদ্ধি'** সূত্রানুসারে প্রাপ্ত কর্মসংজ্ঞা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমে অণিজন্ত অবস্থায় 'ভৃত্যো ভারং নয়তি বহতি বা' ভৃত্য ভার লইয়া যাইতেছে অথবা বহন করিতেছে। এই বাক্যে কর্তা হইল ভৃত্য। 'তং ভৃত্যং প্রেরয়তি রামঃ'—সেই ভৃত্যকে রাম প্রেরণ করিতেছে। এই অর্থে রাম প্রযোজক কর্তা এবং ভৃত্য

প্রযোজ্য কর্তা, উহার কর্মসংজ্ঞা নিষিদ্ধ হওয়ায় ণিচ্ প্রত্যয়ের প্রকৃতি স্বরূপ যে নয়ন বা বহন ক্রিয়া উহাদের প্রতি উহার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকায় কর্তায় **'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'** (২-৩-১৮) সূত্রানুসারে তৃতীয়া হইলে 'রামো ভৃত্যেন ভারং নায়যতি বাহয়তি বা'—রাম ভৃত্য কর্তৃক ভার লইয়া যাইতে অথবা বহন করিতে প্রেরণ করিতেছে এইরূপ বাক্য হইয়া থাকে।

নী ও বহ্ ধাতুর অর্থ প্রাপণ হইলেও উহার অন্তর্গত গতি অর্থও বিশেষণ হইয়া থাকে, সেই বিশেষণীভূত গত্যর্থকে আশ্রয় করিয়া 'গতিবুদ্ধি' সূত্রানুসারে উক্ত দুইটি ধাতুর ণিজন্ত অবস্থায় প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু এই বার্তিকের দ্বারা উহার নিষেধ করা হইয়াছে। এই নিষেধ বার্তিকের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে—যে কোন রূপে গতি অর্থ বুঝাইলেই 'গতিবুদ্ধি' সূত্রের দ্বারা প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে। এইজন্যই উক্ত সূত্রে 'অণি' অংশটির সাফল্য। অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা ণিজন্ত ক্রিয়ায় কর্ম যাহাতে হয়; কিন্তু ণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা অন্য ণিজন্ত ক্রিয়ায় কর্মসংজ্ঞা যাহাতে না হয় তাহার জন্য উপরিউক্ত অংশটির গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু 'দেবদত্তো যজ্ঞদত্তং গময়তি' এই বাক্যে ণিজন্ত গমির প্রয়োগ আছে। উহার অর্থ কেবল গতি নয়, গতিতে প্রেরণা করিতেছে—এইরূপ অর্থে গতি বিশেষণ হইয়া প্রবিষ্ট। গতির অর্থ কেবল উত্তর দেশ সংযোগের অনুকূল ব্যাপার, আর ণিজন্ত 'গম্' ধাতুর অর্থ উত্তর দেশ সংযোগানুকূল ব্যাপারের অনুকূল ব্যাপার। ইহাতে উত্তর দেশ সংযোগের অনুকূল ব্যাপাররূপ গতির অর্থ বিশেষণ রূপে প্রবিষ্ট। যদি গতি অর্থ বিশেষণ হইয়া প্রবিষ্ট হইলেও উহার ণিজন্তে প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে উক্ত সূত্রের 'অণিকর্তা' এই অংশটির কোন সাফল্য থাকে না, বরং উহার ব্যর্থতারই প্রসক্তি হইবে।

উক্ত বার্তিক অনুসারে 'বহ্' ধাতুর ণিজন্ত প্রয়োগে সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা নিষিদ্ধ হওয়ায় উক্ত ধাতুর নিয়ন্তৃকর্তৃক ণিজন্ত ক্রিয়াও প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা নিষিদ্ধ হইবে; ফলে বাহয়তি রথং বাহান্ সূতঃ—অশ্ব কর্তৃক রথ বহনে সূত প্রেরণা করিতেছে,—এইরূপ বাক্যে 'বাহান্' হইবে না; কিন্তু 'বাহৈঃ' হইবে। তাহা যাহাতে না হয় সেজন্য এই বার্তিকটির প্রণয়ন করা হইয়াছে। 'বাহা রথং বহন্তি'—অশ্ব

রথ বহন করিতেছে, আর সারথি অশ্বকে রথ বহনে প্রেরণা করিতেছে, এই অর্থে 'সূতো বাহান্ রথং বাহয়তি'—এইরূপ বাক্য হইবে। ইহাতে 'বাহাঃ' এই প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা এবং কর্মে দ্বিতীয়া হইলে 'বাহান্' প্রয়োগ হইয়াছে।

এই বার্তিকে যে নিয়ন্তৃ পদের প্রয়োগ আছে. উহার অর্থ কেবল সারথি মাত্র নয়, কিন্তু পশু-প্রেরক। ইহাতে প্রমাণ হইল যে, ভাষ্যকার যে 'বাহয়তি বলীবর্দান্ যবান্'—এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই 'বলীবর্দা যবান্ বহন্তি'—বলদ যব বহন করিতেছে. দেবদত্ত সেই বলীবর্দকে প্রেরণা দিতেছে ; সুতরাং প্রয়োজ্য কর্তা 'বলীবর্দ' এবং প্রযোজক কর্তা দেবদত্ত। উপরিউক্ত বাক্যে প্রযোজক ব্যাপারে প্রযোজ্য কর্তা যে বলীবর্দ, তাহার কর্মসংজ্ঞা এবং কর্মে দ্বিতীয়া হইয়াছে উক্ত বার্তিকানুসারে। ইহাতে দেবদত্ত কেবল পশু-প্রেরক মাত্র। সুতরাং এই ভাষ্যোদাহরণের প্রামাণ্যবশতঃ ঐ **'নিয়ন্তৃকর্তৃকস্য'** ইত্যাদি বার্তিকে নিয়ন্তৃ পদটি সাধারণ ভাবে পশুপ্রেরক অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। যদ্যপি নিয়ন্তৃ শব্দটি সারথি অর্থে রূঢ় এবং 'রূঢ়ির্যোগমপহরতি'—রূঢ় অর্থ যৌগিক অর্থকে অপহরণ করে অর্থাৎ যৌগিক অর্থের অপেক্ষা রূঢ় অর্থের প্রাবল্য ; সেইজন্য সারথি অর্থের গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত, তথাপি উপরিউক্ত ভাষ্যোদাহরণের প্রামাণ্যবশতঃ এই বার্তিকের বিষয়ে উক্ত উদ্ধৃত ন্যায়টি প্রবৃত্ত হইবে না ; কিন্তু সাধারণভাবে পশুপ্রেরক অর্থেরই গ্রহণ হইবে।

'আদি খাদ্যোর্ন'—'অদ্ ভক্ষণে' ও 'খাদ্ ভক্ষণে' এই দুইটি ধাতুর ণিজন্ত প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্তা 'গতিবুদ্ধি' সূত্রানুসারে কর্ম হয় না। প্রত্যবসানার্থ বা ভক্ষণার্থ বলিয়া উক্ত সূত্রের দ্বারা প্রযোজ্য কর্তার কর্ম প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু এই বার্তিকের দ্বারা তাহার নিষেধ করা হইয়াছে। ফলে অণিজন্ত অবস্থায় ণিচ্ প্রত্যয়ের প্রকৃতি স্বরূপ যে শুদ্ধ অদন বা ভক্ষণ ক্রিয়ায় উহা কর্তা বলিয়া **'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া** (২-৩-১৮) সূত্রানুসারে উহাতে তৃতীয়া হইয়া থাকে। যেমন 'অত্তি খাদতি বা অন্নং বটুঃ'—বালক অন্ন খাইতেছে। এই বাক্যে ভক্ষণ ক্রিয়ার কর্তা বালক। 'মাতা তং প্রেরয়তি'—মাতা তাহাকে খাইতে প্রেরণা করিতেছে, এই অর্থে মাতা 'বটুনা অন্নং আদয়তি খাদয়তি বা' মাতা বালককে অন্ন

খাইতে প্রেরণা করিতেছে—এই বাক্যে বটু' এই প্রযোজ্য কর্তার কর্ম হয় নাই। কিন্তু কর্তায় তৃতীয়া হইয়াছে।

চুরাদি গণীয় 'ভক্ষ্' ধাতুর যদি হিংসা বিশিষ্ট ভক্ষণ না বুঝায়, তাহা হইলে উহার প্রেরণায় প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা হয় না, আর হিংসা বিশিষ্ট ভক্ষণ অর্থ বুঝাইলে উহার প্রেরণায় প্রযোজ্য কর্তা কর্ম হইয়া যায়। ভক্ষণ করিলে হিংসা হইতেও পারে এবং হিংসা নাও হইতে পারে। যদি হিংসা না হয় তাহা হইলে প্রযোজ্য কর্তার কর্ম হয় না, আর হিংসা হইলে উহার কর্মসংজ্ঞা হইয়া যাইবে। যেমন মাতা ভক্ষয়তি অন্নং বটুনা'—মাতা বালক কর্তৃক অন্ন ভক্ষণে প্রেরণা দিতেছে। এই বাক্যে 'ভক্ষ্' ধাতুর যে ভক্ষণ অর্থ, উহার দ্বারা হিংসা বুঝায় না, কারণ অন্ন ভক্ষণে অন্নের হিংসা হয় না। অন্নে প্রাণ আছে বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না। প্রাণ বিয়োগের অনুকূল যে ব্যাপার—তাহাই হিংসার অর্থ। অন্ন ভক্ষণে প্রাণ বিয়োগের জনক ব্যাপার থাকে না, সেজন্য অন্ন ভক্ষণে হিংসা নাই। সুতরাং সে ক্ষেত্রে 'বটু' এই প্রযোজ্যকর্তা কর্ম হয় না; কিন্তু কর্তায় তৃতীয়া হইয়া থাকে।

হিংসার প্রত্যুদাহরণ 'ভক্ষয়তি বলীবর্দান্ শস্যম্'—বলদকে শস্য ভক্ষণে প্রেরণা দিতেছে। এস্থলে শস্য ভক্ষণ হিংসার্থক; কারণ ক্ষেত্রস্থ যব প্রভৃতি শস্যের প্রাণ আছে। প্রাণ আছে বলিয়াই বৃদ্ধি হ্রাস প্রভৃতি দেখা যায়, জল সেচন করিলে প্রফুল্ল এবং অতি খরতাপে মূর্চ্ছিত মনে হয়। সুতরাং 'ক্ষেত্রস্থ যবাদি শস্য ভক্ষণে প্রেরণা দিলে হিংসা অবশ্যই হইয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে প্রাণ বিয়োগের অনুকূল ব্যাপার আছে। এস্থলে ভক্ষ্ ধাতুর অর্থ হিংসা বিশিষ্ট ভক্ষণ অর্থাৎ হিংসাও ভক্ষণের অঙ্গ। সেজন্য হিংসার্থক বাক্যে প্রযোজ্য কর্তা যে বলীবর্দ উহা কর্ম হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে পরকীয় ক্ষেত্রে শস্য ভক্ষণ করিলে যাহার ক্ষেত্রস্থ শস্য ভক্ষণ করে, তাহার হিংসা হইয়া থাকে; এইজন্য উক্ত বাক্যে 'ভক্ষ্' ধাতুটি হিংসার্থক।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'ণিচ্' প্রত্যয় আসিবার পূর্বে যে কর্তা, তাহার ণিজন্তে কর্মসংজ্ঞা হয়; ইহা বলা হইয়াছে। সেইজন্যই গতিবুদ্ধি সূত্রে 'অণৌ যঃ কর্তা'—ইহার গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপ না বলিলে 'ণিচ্' প্রত্যয়ান্ত

ুর শেষে পুনরায় 'ণিচ্' প্রত্যয় আসিলে 'গময়তি বিষ্ণুমিত্রো দেবদত্তেন দত্তম্'—ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ণিজন্তের কর্তা দেবদত্তেরও কর্মসংজ্ঞা হইত। ক্ষয়তি' এই পদটিও ণিজন্তের শেষে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঃ অন্নং ভক্ষয়তি'—বটু অন্ন খাইতেছে। মাতা প্রেরণা করিতেছে— অর্থেও 'মাতা বটুনা অন্নং ভক্ষয়তি'—এইরূপ প্রয়োগ হয়। দুইটিই চ্' প্রত্যয়ান্ত, প্রথম বাক্যেও 'ভক্ষয়তি' আবার দ্বিতীয় বাক্যেও 'ভক্ষয়তি' প্রত্যয়ান্ত ধাতুর শেষে পুনরায় ণিচ্। এক্ষেত্রে ণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা রায় ণিজন্তে প্রযোজ্য কর্তা হইলে, উহার 'গতিবুদ্ধি'—সূত্রানুসারে সংজ্ঞা কি করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারে? আর কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত না কিলে উহার নিষেধই বা কি করিয়া করা যাইতে পারে ?

ইহার উত্তরে বলা যায় যে উক্ত সূত্রে 'অণৌ যঃ কর্তা' ইহার দ্বারা বণার্থে 'ণিচ্' গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রেরণার্থে ণিচ্ প্রত্যয় আসার র্বে যে শুদ্ধ ধাতুর ক্রিয়া, উহার কর্তা ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার কর্ম হয়। ক্ষয়তি'—এই পদটি চুরাদিগণীয় স্বার্থে ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত। চুরাদিগণীয় কল ধাতুর শেষেই স্বার্থে 'ণিচ্' প্রত্যয় করা হয়। **'সত্যাপপাশরূপ-ণাতূলশ্লোকসেনালোমত্বচবর্মবর্ণচূর্ণচুরাদিভ্যো ণিচ্'** (৩-১-২৫) ত্রানুসারে স্বার্থে ণিচ্ হইয়া থাকে। সুতরাং স্বার্থে ণিজন্ত 'ভক্ষি' ধাতুর াবে প্রেরণা অর্থে পুনরায় 'হেতুমতি চ' সূত্রানুসারে 'ণিচ্' প্রত্যয় আসিলে র্বের 'ণিচ্' প্রত্যয়টির **'ণেরনিটি'** (৬-৪-৫১) সূত্রানুসারে লোপ হইলে ক্ষি' ই থাকে। স্বার্থে 'ণিচ্' এর লোপ হয়, কিন্তু প্রেরণার্থক 'ণিচ্' াকে। ভক্ষি এই প্রেরণার্থক ণিজন্ত ধাতুর শেষে 'তিপ্' বিভক্তি এবং ধ্যে 'শপ্' বিকরণ আসিলে 'ভক্ষি অ-তি' এইরূপ অবস্থায় পূর্বের ই-কারটির কার গুন, ও এ-কারের স্থানে 'অয়্' আদেশ করিলে 'ভক্ষয়তি' পদটি নিষ্পন্ন য়, সুতরাং 'ভক্ষয়তি অন্নং বটুনা' এই বাক্যে যে 'ভক্ষয়তি' পদ আছে হার স্বার্থে 'ণিচ্' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া উহার কর্তা প্রেরণার্থক 'ণিচ্' ত্যয়ান্তে 'মাতা বটুনা অন্নং ভক্ষয়তি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'গতিবুদ্ধি—' সূত্রা-সারে প্রত্যবসানার্থে কর্ম অবশ্যই প্রাপ্ত থাকায় তাহার নিষেধ করিতে কান ক্ষতি নাই। দুইটিই যদি প্রেরণার্থক ণিচ্ হইত তাহা হইলে

প্রযোজ্য কর্তার কর্মপ্রাপ্ত হইত না 'গময়তি'* ইত্যাদি স্থলে প্রথ
প্রেরণার্থক 'ণিচ্', আবার পরেও প্রেরণার্থক ণিচ্।

'হৃক্রোরন্যতরস্যাম্' (১-৪-৫৩) এই সূত্রে 'অণৌ' পদটির অনু
হইয়া থাকে। 'হৃ ও কৃ' ধাতুর ণিজন্তে প্রযোজ্য কর্তার বিকল্পে কর্মস
বিহিত হয়। 'হৃ' ও 'কৃ' ধাতুর শেষে প্রেরণার্থক ণিচ্ই সম্ভব; সেই
সূত্রস্থ 'অণৌ' পদের দ্বারা প্রেরণার্থক 'ণিচ্'ই গৃহীত হইয়া থা
তাহা হইলে 'অণৌ' এই পদের দ্বারাও প্রেরণার্থক 'ণিচ্' প্রত্যয় আ
পূর্বে যে কর্তা ইহাই বুঝাইয়া থাকে। 'অণৌ' এই বাক্যে যখন 'ণি
প্রেরণার্থক গৃহীত হয়, তখন 'অণৌ' এক্ষেত্রেও প্রত্যাসত্তি ন্যায়ানুস
প্রেরণার্থক 'ণিচ্' এরই গ্রহণ করা উচিত। আর 'ভক্ষেরহিংসার্থস্য'—
নিষেধ বার্তিকের দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয় যে 'গতি বুদ্ধি—' সূত্রে 'অ
পদে প্রেরণার্থক ণিচ্' এর গ্রহণ অভীষ্ট। 'অণৌ' পদে যদি যে
'ণিচ্' এর গ্রহণ হয়, তাহা হইলে স্বার্থ ণিজন্তের কর্তাও প্রেরণা ণি
কর্ম হইতে পারে না; সুতরাং 'ভক্ষয়তি' এই পদের প্রয়োগে 'ভক্ষ
বটুনা অন্নম্' ইত্যাদি স্থলে 'গতিবুদ্ধি' সূত্রের দ্বারা প্রযোজ্য কর্
কর্মসংজ্ঞার প্রাপ্তি নাই, তাহার জন্য নিষেধরই বা কি প্রয়োজন?

অনু ৫ বাঃ—জল্পতি প্রভৃতির অণিজন্ত অবস্থায় যে কর্তা উ
ণিজন্তে কর্মসংজ্ঞা হয়—ইহা উপসংখ্যান বা বচন• করিতে হইবে। 'জল্প
ভাষয়তি বা ধর্মং পুত্রং দেবদত্তঃ'—দেবদত্ত পুত্রকে ধর্ম বিষয়ে উপদে
করিতে প্রেরণা করিতেছে।

৬ বা—দৃশ্ ধাতুরও পূর্বেরই ন্যায় ণিজন্তে প্রযোজ্য কর্তার কর্মসং

---

* গম্ ধাতুর শেষে প্রেরণার্থে **'হেতুমতি চ'** (৩-১-২৬) সূত্রানুসা
'ণিচ্', অনুবন্ধ লোপে 'গম্ ই' থাকে, উহার ধাতুসংজ্ঞা; 'গমি' ধাতু
শেষে পুনরায় 'ণিচ্' করিলে 'গমি ই'' হয়। পূর্বের ই কারের 'নেরনি
সূত্রানুসারে লোপে 'গমি' থাকে। 'গমি' ধাতুর পরে তিপ্ আসে। 'গ
এই অবস্থায় **'কর্তরি শপ্'** (৩-১-৬৮) হয়। অনুবন্ধ লোপে 'গমি অ তি
'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রে 'ইকারের' গুণে একার; পরে 'এচোঽয়বায়া
সূত্রে অয়্ হয়, তখন গময়্ অ তি—এই অবস্থার পরে গময়তি পদ সিদ্ধ হয়।

'দর্শয়তি হরিং ভক্তান্ (গুরুঃ)'—ভক্তদিগকে হরিদর্শনে প্রেরণা
ছেন। 'গতিবুদ্ধি' সূত্রে জ্ঞানসামান্যার্থের গ্রহণ করা হইয়াছে।
জ্ঞানবিশেষার্থের গ্রহণ করা হয় নাই—ইহা এই বার্তিকের দ্বারা
িত হয় ; সেইজন্য স্মরণ করা অর্থে 'স্মৃ' ও ঘ্রাণ লওয়া অর্থে 'ঘ্রা' ধাতুর
জন্তের কর্তা ণিজন্তে কর্ম হয় না, যেমন, 'স্মারয়তি ঘ্রাপয়তি বা দেব-
ন', বিষ্ণুমিত্র দেবদত্ত কর্তৃক স্মরণে অথবা ঘ্রাণ গ্রহণে প্রেরণা
ছে।

া বা—'শব্দায়' এই ক্যঙ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা ণিজন্ত
ায় কর্ম হয় না। 'শব্দায়য়তি দেবদত্তেন'—রাম দেবদত্ত কর্তৃক শব্দ
তে প্রেরণা দিতেছে। ধাতুর অর্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অকর্মক বলিয়া
র দ্বারা প্রাপ্তি ছিল ; সেই জন্য এই নিষেধ করা হইয়াছে। যাহাদের
কাল প্রভৃতি ব্যতীত কর্ম থাকা সম্ভব নয়, সেইগুলিকেই এ স্থলে অকর্মক
গ্রহণ করা হয় ; কিন্তু সকর্মক ধাতুর কর্মের বিবক্ষা না করিয়া অকর্মক
গ্রহণ করা হয় নাই। সেই জন্য 'মাসমাসয়তি দেবদত্তম্'—দেবদত্তকে
ব্যাপি অবস্থান করিতে প্রেরণা দিতেছে—ইত্যাদি স্থলে প্রযোজ্য
র কর্মত্ব হয়ই ; কিন্তু 'দেবদত্তেন পাচয়তি'—রাম দেবদত্ত কর্তৃক পাক
তে প্রেরণা দিতেছে—এস্থলে তাহা হয় না।

কা—'জল্প ব্যক্তায়াং বাচি' 'ভাষ ব্যক্তায়াং বাচি' ব্যক্ত, ভাষণ করা
জল্প্' ভাষ্, বদ্ প্রভৃতি ধাতুর অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা ণিজন্ত ক্রিয়ার
হইয়া থাকে। যেমন, 'পুত্রো ধর্মং জল্পতি ভাষতে বা'—পুত্র ধর্মোপদেশ
তেছে। দেবদত্ত পুত্রকে প্রেরণা দিতেছে—এই অর্থে 'দেবদত্তঃ পুত্রং
জল্পয়তি ভাষয়তি বা'। দেবদত্ত পুত্রকে ধর্মোপদেশ করিতে প্রেরণা
ছে। এই বাক্যে 'পুত্র' এই প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা এবং কর্মে
য়া হইয়াছে। 'গতিবুদ্ধি'—সূত্রে এই ধাতুগুলির অন্তর্ভাব না হওয়ায়
র দ্বারা প্রাপ্তি ছিল না, সেই জন্য এই বার্তিকের প্রয়োজন। প্রশ্ন হইতে
যে—উক্ত সূত্রে শব্দ কর্মকের দ্বারা 'দেবদত্তঃ পুত্রং ধর্মং জল্পয়তি'—
াদিস্থলে প্রযোজ্য কর্তার কর্ম হওয়া সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বার্তিকটি কেন
হইয়াছে ? ইহার উত্তর হইল এই যে—এই বার্তিকের দ্বারাই ইহা
িত হয় যে সূত্রস্থ 'শব্দকর্ম' পদের দ্বারা শব্দ রূপ ক্রিয়া যাহার এইরূপ

ধাতুর গ্রহণ করা হয় নাই ; কিন্তু শব্দ কর্মকারক যাহার এইরূপ ধাতুর গ্র
করাই সূত্রকারের অভিপ্রেত। এস্থলে জল্প, ভাষ, প্রভৃতি ধাতুর শব্দ
অর্থ, কিন্তু শব্দকর্মক ব্যাপার উহাদের অর্থ নয়। 'জল্পতি' বা 'ভাষ
প্রভৃতির প্রয়োগ করিলে ভাষণ আদি শব্দোচ্চারণের প্রতীতি হয়,
'বেদমধীতে' বেদাধ্যয়ন করিতেছে প্রভৃতি স্থলে অধ্যয়ন পঠন ইত্যা
ক্রিয়ার কোন একটি শব্দরূপ কর্মকারক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন
'বেদং পঠতি' ইত্যাদি স্থলে যে বেদ প্রভৃতি কর্ম উহা শব্দরূপ। বেদ
সমুদায় ব্যতীত আর কিছুই নয় ; শব্দ কর্মের অর্থ যদি শব্দক্রিয় হইত ত
হইলে 'বেদমধ্যাপয়দ্বিধিম্' ইত্যাদি প্রয়োগের সিদ্ধি হইত না।

কেহ কেহ বলেন যে বার্তিকে 'প্রভৃতি' পদের দ্বারা ভাষতে, বদ
ব্যাহরতি—এই সকল ক্রিয়ার গ্রহণ হয়। কিন্তু ভাষ্যকার বলিয়াছেন
"কে পুনর্জল্পতিপ্রভৃতয়ঃ?" কোনগুলি জল্প প্রভৃতি? জল্পতি, বিলপ
আভাষতে ইতি। যাঁহারা ভাষ্যকারের এই উদাহরণগুলিকে পরিগণন ক
স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে উক্ত তিনটি ব্যতীত অন্য উদাহরণ হ
পারে না। আর যাঁহারা উদাহরণ দিঙ্মাত্র বলিয়া মনে করেন তাঁহ
মতে 'বদতি, ব্যাহরতি' প্রভৃতিও উদাহরণ হইতে পারে। তত্ত্ববোধিনী
শেষ মতটি স্বীকার করেন।

'দৃশির্ প্রেক্ষণে' দর্শন অর্থে 'দৃশ্' ধাতুরও অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা ণি
অবস্থায় কর্ম হইয়া থাকে। যেমন 'ভক্তাঃ হরিং পশ্যন্তি' ভক্তগণ হরি
করিতেছে। গুরুঃ তান্ প্রেরয়তি। গুরু তাঁহাদিগকে প্রেরণা দিতেছে
এই অর্থে 'গুরু ভক্তান্ হরিং দর্শয়তি'। গুরু ভক্তদিগকে হরি দর্শনে প্রে
দিতেছেন। এই ণিজন্ত বাক্যে পূর্বোক্ত অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা যে ভ
তাহার কর্মসংজ্ঞা ও কর্মে দ্বিতীয়া হইয়াছে।

এস্থলে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—যেহেতু দর্শন প্রভৃতিও এক
জ্ঞান, সেইজন্য 'দৃশ্' ধাতুটি বুদ্ধি অর্থেরই বাচক বলিয়া 'গতিবুদ্ধি
সূত্রানুসারেই 'ভক্তান্ হরিং দর্শয়তি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে অণিজন্ত দর্শন ক্রি
কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হইতে পারে, তাহার জন্য আর এই বার্তিক
কি প্রয়োজন?

ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে উক্ত সূত্রে বুদ্ধি পদের দ্বারা

সামান্যের গ্রহণ করা হইয়াছে ; কিন্তু জ্ঞান বিশেষের গ্রহণ করা হয় না—ইহা এই বার্তিকের দ্বারাই জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। যদি বুদ্ধি পদের দ্বারা জ্ঞানসামান্য ও জ্ঞানবিশেষের গ্রহণ হয়, তাহা হইলে উক্ত সূত্রানুসারেই 'ভক্তান্ হরিং দর্শয়তি' ইত্যাদি বাক্যে পূর্বোক্ত প্রযোজ্য কর্তার কর্মসংজ্ঞা হইতে পারিত, তাহার উদ্দেশ্যে যে এই 'দৃশেশ্চ' বার্তিকটির প্রণয়ন করা হইয়াছে, উহার ব্যর্থতা প্রসক্ত হইয়া যায়। সুতরাং ব্যর্থতাবশতঃ ইহাই উহার দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়া থাকে যে—সূত্রস্থ বুদ্ধি পদের দ্বারা জ্ঞান-সামান্যেরই গ্রহণ হইয়া থাকে ; কিন্তু দর্শন প্রভৃতি জ্ঞান বিশেষের গ্রহণ হয় না ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে চাক্ষুষ জ্ঞান, শ্রাবণ জ্ঞান, ঘ্রাণজ জ্ঞান প্রভৃতি হইয়া থাকে, সেগুলি বিশেষ বিশেষ জ্ঞান। চাক্ষুষ ও শ্রাবণ দুইটি জ্ঞান হইলেও একটির দ্বারা অপরটির বোধ হইতে পারে না। সকল প্রকার জ্ঞানেই জ্ঞানসামান্য থাকে ; কারণ প্রত্যেকটিকে জ্ঞান বলিয়া ব্যবহার করা হয়। ধাতুও দুই প্রকার—জ্ঞান-সামান্যবাচক ও জ্ঞানবিশেষবাচক। জ্ঞানসামান্যবাচক হইল—'বিদ জ্ঞানে', 'জ্ঞা অববোধনে', 'বুধ জ্ঞানে' প্রভৃতি। আর জ্ঞানবিশেষবাচক হইল—'দৃশির প্রেক্ষণে', 'ঈক্ষ দর্শনে', 'ঘ্রা গন্ধোপাদানে', 'শ্রু শ্রবণে' ইত্যাদি। জ্ঞান সামান্যের গ্রহণ কেবল মনের দ্বারাই হয়, এবং জ্ঞানবিশেষের তৎ তৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়বিশেষের দ্বারা হইয়া থাকে, যদিও জ্ঞানবিশেষের গ্রহণে মনও উহাদের সঙ্গে থাকে, কিন্তু কেবল মনের দ্বারা উহাদের গ্রহণ হয় না। স্মরণাত্মক জ্ঞানের গ্রহণ যদ্যপি কেবল মনের দ্বারা হয়, কিন্তু উহার জনক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। সেইজন্য স্মৃতিও জ্ঞান-বিশেষ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং চাক্ষুষ জ্ঞানবিশেষবাচক দৃশ ধাতুর প্রয়োগে অণিজন্ত দর্শন ক্রিয়ার কর্তার ণিজন্ত অবস্থায় কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল না, সেইজন্য এই বার্তিকটির প্রণয়ন করা হইয়াছে।

জ্ঞানবিশেষের ক্ষেত্রে কেবল অণিজন্ত দর্শন ক্রিয়ার কর্তাই ণিজন্তে কর্ম হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞানবিশেষবাচক ধাতুর প্রয়োগে উহা হয় না ; সেইজন্য 'স্মরতি প্রিয়ং দেবদত্তঃ'—দেবদত্ত প্রিয়জনকে স্মরণ করিতেছে। 'জিঘ্রতি পুষ্পং যজ্ঞদত্তঃ'—যজ্ঞদত্ত পুষ্পের ঘ্রাণ লইতেছে। ইত্যাদি বাক্যের প্রেরণায় ণিজন্ত প্রয়োগে অন্য কেহ উহাদের স্মরণে অথবা

ঘ্রাণ গ্রহণে প্রেরণা দিতেছে। এই অর্থে 'অন্যঃ কশ্চিদ্ দেবদত্তেন প্রিয়ং স্মারয়তি', ও 'অন্যঃ কশ্চিদ্ যজ্ঞদত্তেন পুষ্পং ঘ্রাপয়তি'—অন্য কেহ দেবদত্ত কর্তৃক প্রিয়স্মরণে প্রেরণা দিতেছে ও অন্য কেহ যজ্ঞদত্ত কর্তৃক পুষ্পঘ্রাণে প্রেরণা দিতেছে। ইত্যাদি বাক্যে অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা—যথাক্রমে দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত ণিজন্ত ক্রিয়ার কর্ম হইল না; কিন্তু কর্তায় তৃতীয়া হইল। কর্ম হইলে উহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইত।

'শব্দবৈরকলহাভ্রকণ্বমেঘেভ্যঃ করণে' (৩-১-১৭) সূত্রানুসারে 'শব্দং করোতি' শব্দ করিতেছে এই অর্থে শব্দ পদের শেষে 'ক্যঙ্' প্রত্যয় করা হয়, 'ক্যঙ্' প্রত্যয়ের 'য' থাকে। 'শব্দ য' এই অবস্থায় **অকৃৎসার্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ'** (৭-৪-২৫) সূত্রে দীর্ঘ করিলে 'শব্দায়' এইরূপ হয়। উহার 'সনাদ্যন্তা ধাতবঃ' (৩-১-৩২) সূত্রে ধাতুসংজ্ঞা হইলে 'শব্দায়' এই 'ক্যঙ্' প্রত্যয়ান্ত ধাতুর শেষে প্রেরণায় **'হেতুমতি চ'** (৩-১-২৬) সূত্রে 'ণিচ্' (ই) হওয়ার পর 'শব্দায়ি' হয়। পরে 'তিপ্' (তি), মধ্যে 'শপ্' (অ) হইলে 'শব্দায়ি অ তি', এই অবস্থায় 'ই'কারের গুণ 'এ'কার এবং 'এ'কার স্থানে 'অয়্' আদেশ করিয়া 'শব্দায়য়তি' রূপ হয়।

'শব্দায়' এই ক্যঙন্ত ধাতুর অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা, উহার ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয় না। যেমন—'শব্দায়তে বালকঃ'—বালক শব্দ করিতেছে। তং দেবদত্তঃ প্রেরয়তি—তাহাকে দেবদত্ত প্রেরণা দিতেছে। এই অর্থে 'দেবদত্তঃ শব্দায়য়তি বালকেন'—দেবদত্ত বালক কর্তৃক শব্দ করিতে প্রেরণা দিতেছে। এই প্রেরণার্থে ণিজন্ত প্রয়োগে পূর্ববর্তী 'শব্দায়তে' এই অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা যে 'বালক' ইহার 'গতিবুদ্ধি' সূত্রে কর্মসংজ্ঞা হইল না; ফলে কর্মত্ব প্রযুক্ত দ্বিতীয়া বিভক্তিও হয় না; কিন্তু বালক যেহেতু প্রয়োজ্য কর্তা, সেইজন্য কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হইলে 'বালকেন শব্দায়য়তি' এই প্রকার প্রয়োগ হয়।

এ-স্থলে আশঙ্কা হয় যে উপরিউক্ত বাক্যে কিভাবে অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তার ণিজন্তে কর্মত্ব প্রাপ্তি হয়। শব্দকর্মকরূপে অথবা অকর্মক রূপে? শব্দ কর্মক রূপে উহার প্রাপ্তি হইতে পারে না; কারণ 'শব্দকর্ম' পদের অর্থ—শব্দক্রিয়া অর্থাৎ শব্দ করা নয়; কিন্তু শব্দ কর্মকারক যাহার এইরূপ ধাতুর (ইহার পূর্বে বিশদভাবে উপপাদন করা হইয়াছে)। যদি কর্মপদের অর্থ

কর্মকারক না হইয়া ক্রিয়া হইত, তাহা হইলে 'গতিবুদ্ধি শব্দ প্রত্যবসানার্থা-কর্মকানাম্'—এই সূত্র করা উচিত ছিল। এইরূপ না করিয়া যে অন্য প্রকারে সূত্র করা হইয়াছে, তাহাতে জ্ঞাপিত হয় যে, সূত্রে 'শব্দ কর্ম' পদের দ্বারা শব্দ কর্মকারক যাহার এইরূপ ধাতু গৃহীত হইয়াছে। 'শব্দায়তে' ইহার অর্থ যদ্যপি 'শব্দং করোতি' শব্দ করিতেছে, তথাপি শব্দ উহার কর্মকারক নয়। কারণ 'বেদং পঠতি' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় উহার বাহ্য কোন কর্মকারকের প্রয়োগ করা যায় না। 'শব্দম্' এই কর্মটি ধাতুর অর্থেরই অন্তর্গত, সেই-জন্যই 'শব্দায়তে' ইহার বিবরণ করা হয়—শব্দং করোতি, শব্দ করিতেছে। 'শব্দায়' এই ক্যঙন্ত ধাতুরই অর্থ শব্দকর্মক উৎপাদন। সুতরাং 'শব্দ' এই কর্মটি 'শব্দায়' এই ক্যঙন্ত ধাতুর অর্থেরই অন্তর্গত। যে অর্থটি উক্ত হয়, তাহার প্রয়োগ করা হয় না; 'উক্তানামপ্রয়োগঃ'। এই কারণেই শব্দায়তে ক্রিয়ার প্রয়োগ করিলে, কোন কর্মের প্রয়োগ করা হয়। 'শব্দায়তে শব্দম্'—ইহা বলা চলে না। তাহা হইলে উহাকে অকর্মকই বলিতে হইবে।অকর্মকের ইহাও একটি লক্ষণ—'ধাত্বর্থেন সংগৃহীতত্বম্ অকর্মকত্বম্'—যাহা ধাতুর অর্থের দ্বারা সংগৃহীত বা উল্লিখিত, তাহা অকর্মক। অকর্মক চারি প্রকারে হয়।

(১) অর্থান্তর বুঝাইলে,

(২) ধাতুর অর্থের দ্বারা কর্ম সংগৃহীত হইলে,

(৩) প্রসিদ্ধ থাকিলে এবং

(৪) বাস্তব কর্মের অবিবক্ষা করিলে।

"ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তের্ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ।
প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্মণোঽকর্মিকা ক্রিয়া॥"

যথাক্রমে উদাহরণ—'নদী বহতি' (নদী প্রবাহিত হয়), 'জীবতি' (প্রাণধারণ করে), মেঘো বর্ষতি, (মেঘ বর্ষণ করে) হিতান্ন যঃ সংশৃণুতে, (যে বন্ধুর কথা শ্রবণ করে না) ইত্যাদি।

'ধাত্বর্থবহির্ভূতকর্মত্বং সকর্মকত্বম্'—ধাত্বর্থের বহির্ভূত কর্মের ব্যবহার থাকিলে সকর্মক, ইহা ভাষ্যকার 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' (৩-১-৮) সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন। সুতরাং শব্দ এই কর্মটি ধাত্বর্থের দ্বারা সংগৃহীত হওয়ায়, 'শব্দায়' এই ক্যঙ্ন্ত ধাতুটি অকর্মক। অকর্মক বলিয়াই 'গতিবুদ্ধি—'

সূত্রানুসারে উক্ত ক্ষেত্রে অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তার ণিজন্তে কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু বার্তিকের দ্বারা উহা নিষিদ্ধ হইলে উক্ত প্রযোজ্য কর্তাটি কর্ম হইল না ; ফলে কর্তায় তৃতীয়া হইয়াছে। 'শব্দায়য়তি সৈনিকঃ রিপূন্'— ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মের প্রয়োগ একেবারেই অশুদ্ধ।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে—সূত্রস্থ অকর্মক পদের দ্বারা যাহার একেবারেই কোন কর্ম থাকে না—এইরূপ ধাতুর গ্রহণ হইবে? অথবা যাহার কর্ম থাকে, কিন্তু অবিবক্ষা করা হইলে কর্ম রহিত হইয়া যায়, এইরূপ ধাতুর গ্রহণ করা হইবে?

প্রথম পক্ষে কোন ধাতুই অকর্মক হইতে পারে না ; কারণ 'আস্' শীঙ্' প্রভৃতি যাহারা অকর্মক বলিয়া প্রসিদ্ধ, উহাদেরও কাল, ভাব প্রভৃতি কর্ম থাকেই, একেবারে কোন কর্মই থাকে না, এইরূপ হইতে পারে না। সুতরাং 'মাসমাসয়তি দেবদত্তম্', 'গোদোহমাসয়তি দেবদত্তম্' ইত্যাদি প্রয়োগে অণিজন্ত ক্রিয়ার যে কর্তা দেবদত্ত প্রভৃতির উহাদের ণিজন্ত অবস্থায় কর্মসংজ্ঞা হইতে পারিবে না, কারণ কাল ভাব প্রভৃতি কর্ম থাকায় 'আস্, শীঙ্ আদি—' ধাতুগুলিও সকর্মক কিন্তু অকর্মক নয়।

দ্বিতীয়পক্ষে অর্থাৎ বস্তুতঃ কর্ম থাকিলেও উহার অবিবক্ষা করিয়া কর্ম-রহিত ধাতুকে অকর্মক পদের দ্বারা গ্রহণ করিলে, সকর্মক পচ্ প্রভৃতি ধাতুরও ওদনাদি কর্মের অবিবক্ষা করিয়া অকর্মক ধাতুরূপে গ্রহণ প্রাপ্ত হইবে ; ফলে 'যজ্ঞদত্তঃ পাচয়তি দেবদত্তম্'—এইরূপ অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা যে দেবদত্ত, উহার কর্মসংজ্ঞা প্রসক্ত হইবে—যাহা অনভীষ্ট। এইজন্য অকর্মক পদের দ্বারা এস্থলে 'কাল-ভাব' প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত কর্মরহিত ধাতুই গৃহীত হইয়া থাকে ; ফলে 'মাসমাসয়তি দেবদত্তম্' 'গো দোহমাসয়তি দেবদত্তম্'—ইত্যাদি প্রয়োগে 'মাস, গোদোহ' প্রভৃতি কাল-ভাব আদি কর্ম থাকা সত্ত্বেও তদ্ব্যতীত অন্য কর্ম না থাকায় অকর্মকরূপে উহাদের গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য কর্তার কর্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর 'পচ্' প্রভৃতি ধাতুর 'কাল' প্রভৃতি ব্যতীত ওদনাদি কর্মের অস্তিত্ব থাকায়, উহাদের অবিবক্ষিত কর্মত্বরূপে অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা কর্ম হইবে না। ফলে 'পাচয়তি যজ্ঞদত্তো দেবদত্তম্' ইত্যাদি অনিষ্ট প্রয়োগের প্রসক্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

'লঃ কর্মণি চ ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ' (৩-৪-৬৯) সূত্রস্থ অকর্মক পদের দ্বারা অবিবক্ষিত কর্মই গৃহীত হইয়া থাকে সেইজন্য সকর্মক পচ্ প্রভৃতি ধাতুরও ওদনাদি কর্মের অবিবক্ষা করিয়া ভাববাচ্যে লকার হয়; ফলে 'পচ্যতে দেবদত্তেন'—ইত্যাদি প্রয়োগ উপপন্ন হয়। কিন্তু **'গত্যর্থাকর্মক-শ্লিষশীঙ্স্থাসবসজনরুহজীর্যতিভ্যশ্চ'** (৩-৪-৭২) সূত্রস্থ অকর্মক পদের দ্বারা অবিবক্ষিত কর্মের গ্রহণ হয় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে 'দত্তবান্ পক্ববান্ দেবদত্তঃ ইত্যাদির অর্থে 'দত্তো দেবদত্ত', পক্বো দেবদত্ত ইত্যাদি অনিষ্ট প্রয়োগের প্রসক্তি হইয়া যাইত।

প্রাচীন বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহ কেহ 'গ্রহ' ধাতুরও দ্বিকর্মকে পাঠ করিয়া থাকেন। তাহা ভাষ্যবিরুদ্ধ। সেইজন্য দীক্ষিত দ্বিকর্মকে 'গ্রহ' ধাতুর পাঠ স্বীকার করেন না।

'অদিগ্রহত্তং জনকো ধনুস্তৎ।'

'অযাচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক'—ইত্যাদি ভট্টি ও কালিদাস প্রয়োগে যদ্যপি গ্রহ ধাতুর দ্বিকর্মক রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে তথাপি সেস্থলে বোধনার্থে উহার প্রয়োগ করা হইয়াছে; কিন্তু গ্রহণার্থে নয়—বোধনার্থ হইলে বুদ্ধি অর্থের বাচক বলিয়া 'গ্রহ' ধাতুর দ্বিকর্মকত্ব উপপন্ন হওয়া সম্ভব। 'জনকস্তদ্ধনুঃ তমজিগ্রহৎ'—ইহার অর্থ জনক তাঁহাকে ধনু বিষয়ে জ্ঞান করাইলেন। এবং অদ্রিঃ অযাচিতারং দেবদেবং সুতাং গ্রাহয়িতুম্ ন শশাক—ইহার অর্থ—পর্বতরাজ অযাচক মহাদেবকে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে বুঝাইতে সক্ষম হইলেন না। 'উদ্বাহত্বেন বোধয়িতুং ন শশাক'। এই ভাবে গ্রহ্ ধাতু বোধনার্থরূপে উক্ত প্রয়োগ দুইটির সমর্থন করা যাইতে পারে।

'গ্রহ্' ধাতুকে যদি দ্বিকর্মক বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে 'জায়াপতিগ্রাহিতগন্ধমাল্যাম্'[১] এই রঘুবংশ প্রয়োগে 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা গৌণ কর্ম যে 'ধেনু' উহারই অভিধান হইবে, মুখ্যকর্ম গন্ধমাল্যের

---

১ অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে জায়াপতিগ্রাহিতগন্ধমাল্যাম্।
বনায় পীতপ্রতিবদ্ধবৎসাং যশোধনো ধেনুমৃষের্মুমোচ ॥　রঘু ২-১

অভিধান হইবে না। ণ্যন্তে কর্ত্তুশ্চ কর্ম্মণঃ' ইহার দ্বারা প্রযোজ্য কর্মেবই অভিধান বিহিত হইয়াছে। উক্ত প্রয়োগে 'জায়াপ্রেরিতা ধেনুঃ গন্ধমাল্যে প্রতিগৃহ্ণাতি'—জায়া দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধেনু, গন্ধ ও মাল্য প্রতিগ্রহণ করিতেছে। এইরূপ অর্থে জায়া প্রযোজক কর্তা এবং ধেনু প্রযোজ্য কর্ম। সুতরাং 'জায়য়া গন্ধমাল্যে প্রতিগ্রাহিতাম্'—এইরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত। সুতরাং 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা অনভিহিত যে 'গন্ধমাল্যে' এই কর্ম, উহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রসক্তি হইবে।

সিদ্ধান্তে 'জায়য়া প্রতিগ্রাহিতে গন্ধমাল্যে যয়া'—এইরূপ বিগ্রহ বাক্য থাকে। 'গ্রহ্' ধাতু দ্বিকর্মক নয় বলিয়া 'গন্ধমাল্যে'—এই মুখ্য কর্মটিই 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। 'ণিচ্' প্রত্যয়ার্থ যে প্রেরণা, উহার প্রতি জায়ার কর্তৃত্ব থাকিলেও 'ণিচ্' এর প্রকৃতি স্বরূপ যে প্রতিগ্রহণ, ইহাতে ধেনুরই কর্তৃত্ব থাকায় 'যয়া' পদে কর্তায় তৃতীয়া হইয়াছে। সুতরাং জায়া বৃত্তি প্রেরণার বিষয়ীভূত গন্ধমাল্যকর্মক যে প্রতিগ্রহ, সেই প্রতিগ্রহণের কর্তা ধেনু—ইহাই হইল বৃত্তির অর্থ। ৫৪০।

৫৪১। হৃক্রোরন্যতরস্যাম্। (১-৪-৫৩)।

হৃক্রোরণৌ যঃ কর্তা স ণৌ বা কর্মসংজ্ঞঃ স্যাৎ। হারযতি কারয়তি বা ভৃত্যং ভৃত্যেন বা কটম্। 'অভিবাদিদৃশোরাত্মনেপদে বেতি বাচ্যম্' (বা ১১১৪)। অভিবাদয়তে দর্শয়তে দেবং ভক্তং ভক্তেন বা॥ ৫৪১॥

অনু—হৃ ও কৃ ধাতুর অণিজন্ত ক্রিয়ার যে কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় বিকল্পে কর্ম হইয়া থাকে। যেমন—'হারয়তি কারয়তি বা ভৃত্যং ভৃত্যেন বা কটম্'—ভৃত্যকে কট (মাদুর) লইয়া যাইতে বা করিতে প্রেরণা করিতেছে।

১ বা—অভি পূর্বক বদ্ ধাতুর ও দৃশ্ ধাতুর অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা, ণিজন্ত অবস্থায় আত্মনেপদে বিকল্পে কর্ম সংজ্ঞা হয়। যেমন—'অভিবাদয়তে দেবং ভক্তং ভক্তেন বা (গুরুঃ)—ভক্তকে দেবতার অভিবাদন করিতে গুরু

প্রেরণা করিতেছেন। দর্শয়তে দেবং ভক্তং ভক্তেন বা গুরুঃ —গুরু ভক্তকে দেব-দর্শনে প্রেরণা দিতেছেন।

কা—হৃা চ ক্রা চ হৃক্রৌ তয়োঃ —অথবা হৃ্শ্চ ক্রুশ্চ হৃক্রোঃ। হৃ ও কৃ—এই দুইটির ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব সমাস। বিগ্রহ দুই প্রকারেই হইতে পারে। প্রথমান্ত পদের দ্বারা অথবা পরিনিষ্ঠিত পদের দ্বারা। যথাক্রমে বিগ্রহ করা হইয়াছে। ইহাতে 'গতিবুদ্ধি' সূত্র হইতে 'অণিকর্তা ণৌ' অনুবৃত্ত হয়; কিন্তু 'গতিবুদ্ধি' প্রভৃতির অনুবর্তন হয় না; সুতরাং ইহা উভয়ত্র বা প্রাপ্তাপ্রাপ্ত বিভাষা। অভি+অব+হৃ—অভি অব পূর্বক হৃ ধাতুব ভক্ষণ অর্থ এবং বি পূর্বক কৃ ধাতুর বিকার অর্থ—এই দুইটি অর্থেই 'গতিবুদ্ধি' সূত্রের দ্বারা যথাক্রমে প্রত্যবসান বা ভক্ষণ অর্থে এবং অকর্মক রূপে অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তার ণিজন্ত অবস্থায় কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল, আর অর্থান্তরে উহারা সকর্মক বলিয়া পূব সূত্রের দ্বারা উক্ত অবস্থায় কর্মসংজ্ঞা অপ্রাপ্ত ছিল; কিন্তু উভয় স্থলেই অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা বিকল্পে যাহাতে কর্ম হয়, সেইজন্য এই সূত্রটির প্রণয়ন করা হইয়াছে। অপ্রাপ্তের উদাহরণ—হারয়তি কারয়তি বা কটং ভৃত্যং ভৃত্যেন বা—এস্থলে হৃ ধাতুর অর্থ 'চুরি করা' গতি অর্থ বুঝাইলে পূব সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাশিকার উদাহরণ আরও স্পষ্ট, যেমন—হরতি চোরঃ সুবর্ণম্—চোর সুবর্ণ অপহরণ করিতেছে। তমন্যঃ কশ্চিৎ প্রেরয়তি—তাহাকে অপর কেহ প্রেরণা দিতেছে; এই অর্থে হারয়তি সুবর্ণং চোরং চোরেণ বা—চোর কর্তৃক সুবর্ণ অপহরণে প্রেরণা দিতেছে। ভৃত্যঃ কটং করোতি—ভৃত্য মাদুর কবিতেছে। তাহাকে প্রভু প্রেরণা দিতেছে—এই অর্থে। 'প্রভুঃ কটং ভৃত্যং'—ভৃত্যেন বা কারয়তি—প্রভু ভৃত্যকে কট করিতে প্রেরণা দিতেছে।

প্রাপ্তের উদাহরণ—'শিশু মোদকমভ্যবহরতি'—শিশু মোদক খাইতেছে। 'মাতা তং প্রেরয়তি' মাতা তাহাকে প্রেরণা দিতেছে। এই অর্থে 'মাতা শিশুং শিশুনা বা মোদকমভ্যবহারয়তি'—মাতা শিশুকে মোদক খাওয়াইতেছে। এস্থলে শিশু অণিজন্ত কর্তা, ণিজন্ত অবস্থায় বিকল্পে কর্ম হওয়ায় কর্মে দ্বিতীয়া হয়, আর কর্ম না হইলে প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া হইয়া যায়।

এইভাবে কৃ ধাতুর প্রাপ্তে উদাহরণ 'বিকুর্বতে সৈন্ধবাঃ'—সিন্ধুদেশের

অশ্ব বিকার প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে বিকার অর্থে অকর্মক হওয়ায় **'অকর্মকাচ্চ'** (১-৩-৪৫) সূত্রে আত্মনেপদ হয়। প্রেরণা বুঝাইলে 'বিকারয়তি সৈন্ধবান্ সৈন্ধবৈঃ বা'—সৈন্ধব অর্থাৎ সিন্ধুদেশোদ্ভূত অশ্বকে বিকারাপ্ত হইতে প্রেরণা করিতেছে। অথবা আর একটি উদাহরণ 'ভোজনস্য পূর্ণাশ্ছাত্রা বিকুর্বতে' আহারে তৃপ্ত ছাত্রগণ লম্ফ-ঝম্ফ প্রভৃতি বৃথা চেষ্টা করিতেছে। কশ্চিৎ নায়কস্তান্ প্রেরয়তি—কোন ছাত্র-নেতা তাহাদের প্রেরণা দিতেছে। এই অর্থে ভোজনস্য পূর্ণান্ ছাত্রান্ ছাত্রৈঃ বা বিকারয়তি নায়কঃ। আহারে তৃপ্ত ছাত্রদিগকে বৃথা চেষ্টা করিতে নেতা প্রেরণা দিতেছে। এস্থলে 'ছাত্র' অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা ণিজন্তে বিকল্পে কর্ম হইয়াছে।

১ বা—প্রেরণার্থক ণিচ্ প্রত্যয়ের প্রকৃতি স্বরূপ যে অভিপূর্বক 'বদ্' ধাতু, এবং 'দৃশ্' ধাতু, উহাদের ণিজন্ত অবস্থায় আত্মনেপদ হইলে অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা ণিজন্ত ক্রিয়ায় বিকল্পে কর্ম হয়। ইহাই এই বার্তিকের অর্থ। অভিপূর্বক 'বদ্ ব্যক্তায়াং বাচি' এবং 'দৃশির প্রেক্ষণে'—এই দুইটি ধাতুর ণিজন্ত অবস্থায় যদি আত্মনেপদ হয়, তাহা হইলে অণিজন্ত কর্তার কর্মসংজ্ঞা বিকল্পে হয়। যেমন—'ভক্তঃ দেবমভিবাদয়তি'—ভক্ত দেবতাকে নমস্কার করিতেছে। গুরুঃ তং প্রেরয়তি—গুরু তাহাকে প্রেরণা দিতেছেন; এই অর্থে 'গুরুঃ দেবমভিবাদয়তে ভক্তং ভক্তেন বা'—গুরু ভক্তকে দেবতার নমস্কার করিতে প্রেরণা দিতেছেন। উক্ত বাক্যে প্রয়োজ্য কর্তা 'ভক্ত' ণিজন্ত অবস্থায় বিকল্পে কর্ম হইলে দ্বিতীয়া হইবে আর কর্ম না হইলে কর্তায় তৃতীয়া হইবে। ণিজন্তে **'ণিচশ্চ'** (১-৩-৭৪) সূত্রে কর্তৃগামী ক্রিয়াফল বিবক্ষায় আত্মনেপদ হইয়াছে। পরস্মৈপদ হইলে কর্ম হইবে না; কিন্তু কর্তায় তৃতীয়াই হইবে। যেমন, 'অভিবাদয়তি দেবং ভক্তেন' ইত্যাদি।

কা—তত্ত্ববোধিনী-কার উক্ত বার্তিকে "অভিপূর্বক 'বদ্সন্দেশবচনে'—এই চুরাদিগণীয় ধাতুর গ্রহণ করা হইয়াছে" বলিয়াছেন। কিন্তু নাগেশ বলিয়াছেন যে 'অভিবদতি গুরুঃ দেবদত্তম্'। 'অভিবাদয়তে গুরুং দেবদত্তেন'—এইরূপ ভাষ্যস্থ উদাহরণ দেখিয়া মনে হয় চুরাদিগণীয় বদ্ ধাতুর গ্রহণ করা হয় নাই; কিন্তু 'বদ ব্যক্তায়াং বাচি'—এই ভ্বাদিগণীয় ধাতুরই উক্ত বার্তিকে গ্রহণ হইয়াছে।

আমার মনে হয় বার্তিকে চুরাদিগণীয় ও ভ্বাদি-গণীয় দুইটি ধাতুবই গ্রহণ হইতে পারে। ভাষ্যকারের 'অভিবদতি' প্রয়োগ দেখিয়া এইরূপ ধারণা ঠিক নয়, কারণ 'বদ সন্দেশবচনে' এই ধাতুটি 'আধৃষাদ্বা'—এর বিকল্পে ণিচ্ বিধায়ক সূত্রের অধিকারে পঠিত হয় অর্থাৎ 'ধৃষ্' ধাতু পর্যন্ত বিকল্পে স্বার্থে 'ণিচ্' হয়, ফলে 'বাদয়তি', 'ব' ও 'বদতি'—তিনটি রূপই হইয়া থাকে। সুতরাং ণিচ্ প্রত্যয় না হইলে 'অভিবদতি' প্রয়োগও শুদ্ধ, আর 'ণিচ্' হইলে 'অভিবাদয়তি' হইবে। ভাষ্যের 'অভিবদতি' প্রয়োগ দেখিয়া চুরাদিগণীয় ধাতু বলা উচিত নয় এবং এইরূপ বলাও উচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অভি পূর্বক বদ্ ধাতুর ণিজন্তে প্রযোজ্য কর্তার যে বিকল্পে কর্মসংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে, ইহা অপ্রাপ্ত বিভাষা, কারণ পূর্ববর্তী সূত্র ও বার্তিকের দ্বারা প্রাপ্ত ছিল না।

প্রেরণার্থক 'ণিচ্' এর প্রকৃতি স্বরূপ 'দৃশ' ধাতুরও ণিজন্তে, অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা বিকল্পে কর্মসংজ্ঞা হইয়া যায়। যেমন—'পশ্যন্তি ভক্তা দেবম্' ভক্তগণ দেব দর্শন করিতেছে। তান্ গুরুঃ প্রেরয়তি। তাঁহাদিগকে গুরু প্রেরণা দিতেছেন। এই অর্থে—'গুরুঃ ভক্তান্ ভক্তৈঃ বা দেবং দর্শয়তে'—গুরু ভক্তদিগকে দেবদর্শনে প্রেরণা দিতেছেন। এই বাক্যে প্রযোজ্য কর্তা 'ভক্ত' ইহার ণিজন্তে বিকল্পে কর্ম হইলে দ্বিতীয়া বিভক্তি আসে আর কর্ম না হইলে প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি আসিয়া থাকে।

'দৃশেশ্চ'—এই বার্তিকের দ্বারা অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তার ণিজন্তে কর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও যে উহার বিধান করা হইয়াছে; সেইজন্য এই অংশটি প্রাপ্ত বিভাষা।

পরস্মৈপদের প্রয়োগে উহা নিত্য এবং আত্মনেপদের প্রয়োগে বিকল্পে হইবে—ইহা দুইটি বার্তিকের তাৎপর্য ॥ ৫৪১ ॥

৫৪২। অধিশীঙ্স্থাঽঽসাং কর্ম। (১-৪-৪৬)।

অধিপূর্বাণামেষামাধারঃ কর্মস্যাৎ। অধিশেতে অধিতিষ্ঠতি অধ্যাস্তে বা বৈকুণ্ঠং হরিঃ ॥ ৫৪২ ॥

অনু—অধি পূর্বক শীঙ্, স্থা ও আস্ ইহাদের আধারের কারক সংজ্ঞা হইয়া কর্ম সংজ্ঞা হয়। যেমন—'অধিশেতে, অধিতিষ্ঠতি, অধ্যাস্তে বা বৈকুণ্ঠং হবিঃ—হরি বৈকুণ্ঠে শয়ন করেন, অধিষ্ঠান করেন অথবা অবস্থান করেন।

কা—এই সূত্রটিতে **'আধারোঽধিকরণম্'** (১-৪-৪৫) হইতে আধার পদটির অনুবর্তন হইয়া থাকে। 'শীঙ্ স্বপ্নে' 'স্থা গতি নিবৃত্তৌ 'আস্ উপবেশনে'—এই তিনটি ধাতুর পূর্বে যদি 'অধি' উপসর্গ থাকে তাহা হইলে ক্রিয়ার আধারের কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে এবং 'কর্মণি দ্বিতীয়া (২-৩-২) সূত্রানুসারে উহাদের শেষে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন 'বৈকুণ্ঠং অধিশেতে' ইত্যাদি। প্রত্যেকটিতে **'কারকে'** (১-৪-২৩) অধিকার চলিযা আসিতেছে ॥ ৫৪২ ॥

৫৪৩। অভিনিবিশশ্চ। (১-৪-৪৭)।

অভিনীত্যেতৎ সঙ্ঘাতপূর্বস্য বিশতেরাধারঃ কর্ম স্যাৎ। অভিনিবিশতে সন্মার্গম্। 'পরিক্রয়ণে সংপ্রদানম্' (সূ ৫৮০) ইতি সূত্রাদিহ মণ্ডূকপ্লুত্যা **অন্যতরস্যাং** গ্রহণমনুবর্ত্য ব্যবস্থিতবিভাষা-শ্রয়ণাৎ ক্বচিন্ন। পাপেঽভিনিবেশঃ। ৫৪৩।

অনু—অভি ও নি এই দুইটি যুগপৎ 'বিশ্' ধাতুর পূর্বে থাকিলে, উহার আধারের কারক হইয়া কর্মসংজ্ঞা হয়। যেমন—'অভিনিবিশতে সন্মার্গম্ সৎপথে আগ্রহশীল। এই সূত্রে **'পরিক্রয়ণে সম্প্রদানমন্যতরস্যাম্'** (১-৪-৪৪) সূত্র হইতে 'অন্যতরস্যাম্' পদটির মণ্ডূকপ্লুতি ন্যায়ানুসারে অনুবৃত্তি করা হয় এবং উহা ব্যবস্থিতবিভাষা স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেইজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে এই সূত্রটির প্রবৃত্তি হয় না। যেমন—পাপেঽভিনিবেশঃ—পাপে আগ্রহ ইত্যাদি।

কা—অভি ও নি—এই দুই উপসর্গ যুগপৎ যথাক্রমে ‘বিশ্’ ধাতুর পূর্বে থাকিলে উহার আধার অর্থাৎ যাহাতে অভিনিবেশ থাকে, তাহার কর্মসংজ্ঞা হয়। ধাত্বর্থ ক্রিয়ার আধার হওয়ায় ধাতুরও আধার হইয়া থাকে। ‘সন্মার্গমভিনিবিশতে,’—‘অধ্যয়নমভিনিবিশতে’—সৎ পথে আগ্রহশীল, অধ্যয়নে আগ্রহশীল ইত্যাদি। অভি, নি পূর্বক-‘বিশ্’ ধাতুর অর্থ—আগ্রহ করা। ‘পাপেঽভিনিবেশঃ’—ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধারের কর্মসংজ্ঞা হয় না; বরং অধিকরণ কারকই হইয়া থাকে; কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে কর্মবিধায়ক অনুশাসন থাকায়, উহা হয় কি করিয়া? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে ‘আধারোঽধিকরণম্’ সূত্রের পূর্বে যে **‘পরিক্রয়ণে সম্প্রদানমন্যতরস্যাম্’** সূত্র অষ্টাধ্যায়ীতে আছে, সেই সূত্র হইতে ‘অন্যতরস্যাম্’ পদের ‘মণ্ডূকপ্লুতি’ ন্যায়ানুসারে অনুবৃত্তি করিতে হইবে। মধ্যে দুইটি সূত্র বাদ দিয়া তৃতীয় সূত্রে উহার অনুবৃত্তি করা হইয়াছে; সুতরাং ধারাবাহিকতা না থাকায় ‘মণ্ডূকপ্লুতি’ অনুসারে উহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। উহার অর্থ বিভাষা, এক্ষেত্রে ব্যবস্থিত বিভাষা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রয়োগ অনুসারে বিভাষা ব্যবস্থিত থাকে। একই প্রয়োগে বিকল্পে কর্ম হয় না। মণ্ডূক অর্থাৎ ব্যাঙ্ যেমন লাফাইয়া লাফাইয়া চলে, উহার লাফাইয়া যাওয়ার ফলে মধ্যে কিছু স্থান বাদ থাকে, সেইরূপ ‘অন্যতরস্যাম্’ পদের অনুবৃত্তিও দুইটি সূত্র বাদ দিয়া হইবে। ধারাবাহিক ভাবে অনুবৃত্তি আসিলে কোন প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না। মাণ্ডূকপ্লুতি ন্যায়ে অনুবৃত্তি প্রমাণসাপেক্ষ। ইহাতে প্রমাণ হইল **‘সমর্থঃ পদবিধিঃ’** (২-১-১)—এই সূত্রের ‘এষর্থেষ্বভিনিবিষ্টানাম্’ ভাষ্য বচন।

এই ভাষ্য বচনটিতে ‘অভি’ ও ‘নি’ পূর্বে থাকা সত্ত্বেও আধারের কর্ম হয় নাই। কর্ম হইলে দ্বিতীয়া বিভক্তি আসিত। নাগেশ এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। ভাষ্যকার কতকগুলি ক্ষেত্রেই ব্যবস্থিত বিভাষা স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং যেক্ষেত্রে ‘অভিনিবিশ্’ এই প্রকার অবিকৃত প্রয়োগ থাকে, সেই স্থলেই আধারের কর্ম হয়, কিন্তু ‘অভিনিবেশ’ ইত্যাদি বিকৃত প্রয়োগে হয় না। ‘অভি’ ও ‘নি’ শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস করার পর ‘অভিনি পূর্বো বিশিঃ’—এইরূপ মধ্যপদলোপী সমাস হইবে। ‘নি’ শব্দটি অল্প ‘অচ্’ বিশিষ্ট হওয়ায় ‘অল্পাচ্‌তরম্’ সূত্রানুসারে পূর্বনিপাত হওয়া উচিত ছিল;

কিন্তু পাণিনি এইরূপ 'নি' শব্দের পূর্বে প্রয়োগ না করিয়াই যে 'অভিনি' এই প্রকার 'অচ্‌প্রাচ্' 'নি' এর পরে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা মনে হয় যে 'অভিনি' এই সমুদায়টি 'বিশ্' ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হইলেই উহার আধার কর্ম হইবে, অন্যথা হইবে না। কেবল 'অভি' বা 'নি' যদি পূর্বে থাকে, অথবা বিপরীত ভাবে 'ন্যভি' পূর্বে থাকে, তাহা হইলে আধারের কর্ম হয় না। সেইজন্য 'নিবিশতে যদি শূকশিখাপদে'—এই নৈষধীয় প্রয়োগে কেবল 'নি পূর্বক বিশ্' ধাতুর ব্যবহার থাকায় 'শূকশিখাপদে'—এই আধারের কর্ম হয় নাই, কর্ম হইলে দ্বিতীয়া বিভক্তি আসিত। ভাষ্যকারও 'বোতো গুণবচনাৎ' (৪-১-৪৪) সূত্রের বিবরণে গুণের লক্ষণ বাক্যে—'সত্ত্বে নিবিশতেঽপৈতি'—এইরূপ ক্ষেত্রে আধারের কর্ম না করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। ॥৫৪৩॥

৫৪৪। উপান্বধ্যাঙ্‌বসঃ। (১-৪-৪৮)।

উপাদিপূর্বস্য বসতেরাধারঃ কর্ম স্যাৎ। উপবসতি অনুবসতি অধিবসতি আবসতি বা বৈকুণ্ঠং হরিঃ। 'অভুক্ত্যর্থস্য ন' (বা ১০৮৭)। বনে উপবসতি।

'উভসর্বতসোঃ কার্যা ধিগুপর্যাদিষু ত্রিষু।
দ্বিতীয়াঽঽম্রেড়িতান্তেষু ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে ॥'

(বা ১৪৪৪) উভয়তঃ কৃষ্ণং গোপাঃ। সর্বতঃ কৃষ্ণম্। ধিক্ কৃষ্ণাভক্তম্। উপর্যুপরি লোকং হরিঃ। অধ্যধি লোকম্। অধোঽধো লোকম্। 'অভিতঃ পরিতঃ সময়ানিকষাহাপ্রতিযোগেঽপি' (বা ১৪৪২-১৪৪৩) অভিতঃ কৃষ্ণম্। পরিতঃ কৃষ্ণম্। গ্রামং নিকষা লঙ্কাম্'। হা কৃষ্ণাভক্তম্। তস্য শোচ্যতা ইত্যর্থঃ। 'বুভুক্ষিতং ন প্রতিভাতি কিঞ্চিৎ'। ৫৪৪।

অনু—উপ, অনু, অধি, আঙ্—ইহাদের যে কোন একটি যদি 'বস্' ধাতুর পূর্বে থাকে তাহা হইলে বাস ক্রিয়ার আধার যে কারক ইহা কর্ম

হইয়া যায়। উপবসতি, অনুবসতি, অধিবসতি, আবসতি বা বৈকুণ্ঠং হরিঃ। হরি বৈকুণ্ঠে বাস করেন ইত্যাদি।

১ বা—আহার না করা অর্থ বুঝাইলে আধারের কর্ম সংজ্ঞা হয় না। যেমন—বনে উপবসতি—বনে উপবাস করিতেছে।

কা—উপ, অনু প্রভৃতি উপসর্গগুলি আধারের দ্যোতক। বস্ ধাতু দুইটি আছে। একটি—'বস্' নিবাসে ভ্বাদিগণীয়, আর অপরটি—'বস্' আচ্ছাদনে'—অদাদিগণীয়। এই সূত্রে যে 'বস্' ধাতুর উল্লেখ আছে, উহার দ্বারা ভ্বাদিগণীয় 'বস্' ধাতুরই গ্রহণ হয় ; অদাদিগণীয় 'বস্' ধাতুর গ্রহণ হয় না। কারণ 'লুগ্বিকরণালুগ্‌বিকরণয়োরলুগ্‌বিকরণস্যৈব গ্রহণম্'। লুগ্বিকরণ—যাহার বিকরণের লুক্ হয় এবং অলুগ্বিকরণ—যাহার বিকরণের লুক্ হয় না। অদাদিগণীয় লুগ্বিকরণ; কারণ আশিগণেশপ্ বিকরণের **'আদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ'** (২-৪-৭২) সূত্রানুসারে লুক্ (লোপ) হইয়া থাকে। আর ভ্বাদিগণে 'শপ্' এই বিকরণটির লুক্ হয় না, সেইজন্য উহা অলুক্ 'বিকরণ'। এই দুইটির যুগপৎ গ্রহণ হইয়া থাকে। এই নিয়মে ভ্বাদিগণীয় 'বস্' ধাতুরই গ্রহণ হইবে; কিন্তু অদাদিগণীয় ধাতুর গ্রহণ হইবে না। এইজন্য 'বস্' আচ্ছাদনে'—এই ধাতুটির গ্রহণ হইতে পারে না।

'বৈকুণ্ঠমুপবসতি'—ইত্যাদি স্থলে বাস করা অর্থ। হরি বৈকুণ্ঠে বাস করেন—ইহাই অর্থ। কিন্তু বার্তিককার বলিয়াছেন—

অনু—১বা—ভোজন নিবৃত্তি বুঝাইলে আধারের কর্মসংজ্ঞা হয় না। যেমন 'বনে উপবসতি'—এই বাক্যের অর্থ বনে উপবাস করে। ইহাতে উপপূর্বক 'বস্' ধাতুর অর্থ উপবাস করা অর্থাৎ আহার না করা; সুতরাং এই অর্থে 'বন' এই আধারের কর্মসংজ্ঞা হইল না; কিন্তু আধারে অধিকরণ এবং অধিকরণে সপ্তমী হইল।

ভাষ্যে বার্তিকটি অন্য প্রকারে পঠিত হইয়াছে। 'বসেরশ্যর্থস্য ন'—এইরূপ। ইহাতে অর্থ শব্দ নিবৃত্তিবাচক। যেমন 'মশকার্থো ধূমঃ'—এই বাক্যে অর্থ শব্দটি নিবৃত্তি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অশি' শব্দের অর্থ ভোজন, তাহা হইলে এই বার্তিকের অর্থ হইল—ভোজন নিবৃত্তিবাচক 'বস্' ধাতুর আধারের কর্ম হয় না। দীক্ষিত ফলিতার্থ বাক্যে বার্তিক-রূপে পাঠ করিয়াছেন।

এই সূত্রেও 'অন্যতরস্যাম্' পদের অনুবর্তন আসে। উহা ব্যবস্থিতবিভাষা স্বীকার করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে উপ অনু প্রভৃতি পূর্বক 'বস্' ধাতুর আধারের কর্মসংজ্ঞা হয় না। ফলে ভোজন নিবৃত্তি অর্থে হইল না। এই তাৎপর্যেই এই বার্তিকটি পঠিত হইয়াছে। ইহা কোন অপূর্ব নিষেধ বচন নয়। ব্যবস্থিতবিভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়াই কোন কোন স্থলে ভোজন নিবৃত্তি বুঝাইলেও আধারের কর্ম হইয়া থাকে। যেমন—'উপোষ্য রজনীমেকাম্', 'হরিদিনমুপোষিতঃ' ইত্যাদি। ইহা কোন কোন আচার্যের মত। আর কাহারও মতে উক্ত স্থলে **'কালাধ্বনোরত্যন্ত-সংযোগে'** (২-৩-৫) সূত্রে 'রজনীম্' ও 'হরিদিনম্' দুইটি কালবাচক শব্দেই অত্যন্তসংযোগ অর্থাৎ ব্যাপ্তি নিরবচ্ছিন্নতা অর্থে দ্বিতীয়া হইয়া থাকে।

তত্ত্ববোধিনীকার বলেন—'হরিদিনমুপোষিতঃ' ইহাতেও 'বস্' ধাতুর অর্থ স্থিতি। ভোজননিবৃত্তি আর্থিকী অর্থাৎ প্রকরণ প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞাত; এইজন্য কোন অনুপপত্তি থাকে না। 'উষিতঃ'—বস্ ধাতুর উত্তর কর্তায় 'ক্ত' প্রত্যয় **'গত্যর্থাকর্মক—'**(৩-৪-৭২) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সিদ্ধ।

উপপদ বিভক্তি—

অনু—২ বা—প্রত্যয়ান্ত উভয় ও সর্বশব্দের প্রয়োগে, ধিক্ শব্দের প্রয়োগে, উপর্যুপরি, অধ্যধি ও অধোঽধঃ—এই আম্রেড়িত দ্বিরুক্ত প্রয়োগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যেমন—উভয়তঃ কৃষ্ণং গোপাঃ'—কৃষ্ণের দুই পার্শ্বে গোপী। 'সর্বতঃ কৃষ্ণং গোপাঃ'—কৃষ্ণের সকল দিকেই গোপীগণ। 'ধিক্ কৃষ্ণাভক্তম্'—কৃষ্ণের অভক্তকে ধিক্কার। 'উপর্যুপরি লোকং হরিঃ' —হরি লোকের সমীপবর্তী উর্দ্ধে অবস্থিত। 'অধ্যধি লোকং হরিঃ'—লোকের সমীপদেশে হরি অবস্থিত। 'অধোঽধঃ লোকং হরিঃ'—লোকের সমীপবর্তী অধোদেশে হরি অবস্থিত।

৩ বা--অভিতঃ, পরিতঃ, সময়া, নিকষা, হা ও প্রতি যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যেমন—'অভিতঃ কৃষ্ণম্—' কৃষ্ণের দুই পার্শ্বে। 'পরিতঃ কৃষ্ণম্'—কৃষ্ণের চারি পার্শ্বে। 'গ্রামং সময়া', 'গ্রামং নিকষা' গ্রামের সমীপে। 'হা কৃষ্ণাভক্তম্'—কৃষ্ণের অভক্তের প্রতি খেদ হয়। 'বুভুক্ষিতং ন প্রতিভাতি কিঞ্চিৎ'—ক্ষুধার্তের কিছুই ভাল লাগে না।

উভসর্বয়োস্তসৌ তয়োঃ—এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইবে। তস্-

প্রত্যয়ান্ত উভ ও সর্বশব্দযোগে দ্বিতীয়া হয় অথবা উভ ও সর্ব শব্দ প্রকৃতিক যে তস্ প্রত্যয় সেই তস্ প্রত্যয়ান্তের যোগ থাকিলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়—ইহাই বার্তিকাংশের অর্থ। **'উভাদুদাত্তো নিত্যম্'** (৫-২-৪৪) এই সূত্রের 'নিত্যম্' পদের যোগবিভাগ করিয়া বৃত্তিবিষয়ে 'উভ' শব্দের নিত্যই 'অয়চ্' প্রত্যয় হয়—ইহা সিদ্ধান্ত রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বার্তিকে 'তস্' প্রত্যয় করা হইয়াছে। এই 'তস্' প্রত্যয়টি তদ্ধিত বৃত্তি, সুতরাং এক্ষেত্রে 'উভ' শব্দের শেষে 'অয়চ্' হওয়া উচিত। অয়চ্ প্রত্যয়টি স্বার্থিক বলিয়া অন্তরঙ্গ, এইজন্য 'তস্' প্রত্যয়টি আসার পূর্বেই উহা হইলে, 'উভয়' এইরূপ নির্দেশ হইবে; কিন্তু বার্তিকে 'অয়চ্' প্রত্যয় না করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহা সঙ্গত হয় কি প্রকারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—সংখ্যাবাচক উভ শব্দের শেষে 'অয়চ্' প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। বার্তিকে ইহার অনুকরণ করা হইয়াছে, সেইজন্য সংখ্যা-বাচক নয়। সুতরাং বার্তিকে ব্যবহৃত 'উভ' শব্দটি সংখ্যা বাচক না হওয়ায় উহাতে 'অয়চ্' করা হয় না।

আচার্য কৈয়ট বলেন যে উভয় শব্দেরই একদেশ 'উভ' এই অংশের অনু-করণ করা হইয়াছে। দীক্ষিত মনোরমায় বলিয়াছেন যে বার্তিকোক্ত 'উভ' শব্দের দ্বারা 'উভয়' শব্দের লক্ষণা করা হয়। তাহা হইলে লোকে 'উভয়তঃ' ইত্যাদি স্থলে 'তস্' প্রত্যয়ান্ত 'উভ' শব্দ না থাকিলেও উহার দ্বারা লক্ষণা করিয়া 'উভয়' শব্দ গৃহীত হওয়ায়, উহাকে 'তস্' প্রত্যয়ান্ত 'উভ' শব্দই বলা যাইতে পারে। প্রকৃতিগত দ্বিত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই 'তসোঃ'—এইরূপ দ্বিবচন করা হইয়াছে। 'তস্' প্রত্যয়ান্ত 'উভয়' ও 'সর্ব' শব্দের যোগ থাকিলে দ্বিতীয়া হয়। যেমন, 'উভয়তঃ কৃষ্ণম্ গোপাঃ'—কৃষ্ণের দুই পার্শ্বে গোপীগণ। 'আদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্'—এই বার্তিকের দ্বারা 'তস্' প্রত্যয় করা হইয়াছে। কৃষ্ণের দুই পার্শ্বসম্বন্ধী—এইরূপ অর্থের প্রতীতি হওয়ায় ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল, তাহার বাধক রূপে দ্বিতীয়া বিহিত হইয়াছে। সকল উপপদবিভক্তির ক্ষেত্রেই ষষ্ঠীর প্রাপ্তি থাকে। 'সর্বতঃ কৃষ্ণম্'—এই বাক্যের অর্থ হইল—কৃষ্ণের সর্বপার্শ্বে। কেহ কেহ বলেন বার্তিকস্থ 'ধিক্' শব্দটিতে অবিভক্তিক নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু অবিভক্তিক নির্দেশ হইলে পদান্ত হইতে পারে না, আর পদান্ত

হইলে 'ধিগুপর্যাদিষু'—ইত্যাদিতে জশ্‌ত্ব হইতে পারে না; সেইজন্য অব্যয়ের 'ধিক্' শব্দটির অনুকরণ করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—ইহাই যুক্তিসঙ্গত পথ। সুতরাং অনুকার্যের অব্যয়ত্ব অনুকরণে আরোপ করিলে **'অব্যয়াদাপ্‌সুপঃ'** (২-৪-৮২) সূত্রে 'সুপ্' বিভক্তির লোপ এবং পদান্ত হওয়ায় 'জশ্‌ত্ব' হইতে কোন বাধা থাকে না। 'ধিগ্' এইরূপ গকারান্ত স্বীকার করা যায় না; কারণ **'কস্য চ দঃ'** (৫-৩-৭২) এই সূত্রের দ্বারা যে ধকিৎ এই 'অকচ্' প্রত্যয় সংযোগে 'ক'কারের স্থানে 'দ'কার বিধান করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা উহা যে 'ককারান্ত' ইহা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং ককারান্ত 'ধিক্' শব্দেই অব্যয়ত্বের আরোপ করিয়া উহার পরবর্তী 'সুপ্' বিভক্তির লোপ এবং পদান্তরত্ব নিবন্ধন 'জশ্‌ত্ব' হইয়াছে। 'ধিগিত্য-বিভক্তিকো নির্দেশঃ'—'ধিগ্' ইহা অবিভক্তিক নির্দেশ। এই প্রাচীন বচনটির সমর্থনে যদি আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সমর্থন করা যাইতে পারে। 'প্রকৃতিবদনুকরণম্'—প্রকৃতির ন্যায় অনুকরণ, অর্থাৎ যাহার অনুকরণ করা হয়, তাহারই ধর্ম তাহাতে আরোপিত হয়। এই নিয়মে 'ধিক্' শব্দে অব্যয়ত্ব আরোপ করিয়া উহাতে পদান্ত আসিলে 'জশ্‌ত্ব' ও 'সুপ্' বিভক্তির লোপ হইলে 'ধিগ্'—এই গকারান্ত শব্দটি অবিভক্তিক অর্থাৎ বিভক্তিরহিত নির্দেশ যুক্তিসঙ্গতই হইয়া থাকে।

'ধিক্' এই অব্যয়টি নিন্দার্থের দ্যোতক। 'কৃষ্ণাভক্তম্ ধিক্'—ইহার অর্থ, কৃষ্ণের অভক্তসম্বন্ধী নিন্দা, ষষ্ঠীর অর্থে দ্বিতীয়া হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে 'ধিঙ্ মূর্খ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ধিক্' শব্দের যোগ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে—সম্বোধন পদের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইয়া থাকে। ইহা পূর্বেই উপপাদিত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষেত্রেও 'মূর্খ' এই সম্বোধন পদটির ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইয়াছে; কিন্তু 'ধিক্' শব্দের সহিত উহার অন্বয় হয় না। তাহা হইলে 'ধিক্' শব্দের যোগ না থাকায় দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রসক্তি হইতেই পারে না। 'ধিঙ্ মূর্খ' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা 'নিষিদ্ধাচরণ' এই সম্বোধ্যের নিন্দা করা হয়। হে মূর্খ, তোমার নিষিদ্ধাচরণ সম্বন্ধী নিন্দা—ইহাই উক্ত বাক্যটির তাৎপর্য। 'নিষিদ্ধাচরণম্' এই দ্বিতীয়ান্ত পদের অধ্যাহার হইয়া থাকে। 'হে মূর্খ, তব নিষিদ্ধাচরণম্ ধিক্'—ইহা পূর্ণ বাক্য।

'মূর্খ' শব্দের সহিত 'ধিক্' শব্দের যোগ না থাকায় 'মূর্খ' শব্দে দ্বিতীয়া হয় না; কিন্তু **'সম্বোধনে চ'** (২-৩-৪৭) সূত্রে প্রথমা বিভক্তিই হয়। ক্রিয়া কোথাও শ্রুত থাকে আর কোথাও অধ্যাহৃত হয়। এস্থলে নিষিদ্ধাচরণ রূপ ক্রিয়া পদের অধ্যাহার করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে 'উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী' উপপদ-বিভক্তির অপেক্ষা কারকবিভক্তি অধিক বলবতী। এইজন্য ধিক্ যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি না হইয়া কারক বিভক্তি প্রথমাই হয়।

সম্বোধন পদ যদি কর্তৃকারক হয়, তাহা হইলে উহার শেষে বিহিত প্রথমা কারক বিভক্তি অবশ্যই হইতে পারে, কিন্তু সম্বোধন কর্তৃকারক ইহা কাহারও সিদ্ধান্ত নয়। 'দেব প্রসীদ'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেবের বাস্তব পক্ষে কর্তৃত্ব থাকিলেও সম্বোধন প্রথমার কারক বিভক্তিত্ব কখনই সম্ভব নয়। সম্বোধন প্রথমান্তের অর্থের সহিত 'ত্বম্' পদার্থের অভেদ অন্বয় থাকা সত্ত্বেও শব্দতঃ উহাতে ক্রিয়াশ্রয়ত্বের উপপাদন করা সম্ভব নয়। আর 'দেব ত্বাং ভজে'—হে দেব, তোমার ভজন করিতেছি। 'দেব ত্বাং ভজন্তি ভক্তাঃ' —হে দেব, ভক্তগণ তোমার ভজন করে। ইত্যাদি বাক্যে সম্বোধ্য দেবের বাস্তব কর্তৃত্বও নাই। সুতরাং সম্বোধন প্রথমান্তের কারকবিভক্তিত্ব স্বীকার করা কোন মতেই সমীচীন নহে।

আম্রেড়িতান্ত উপর্যাদি তিনটি প্রযুক্ত থাকিলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। দ্বিরুক্তের দ্বিতীয় রূপটিকে আম্রেড়িত বলা হয়। 'তস্য পরমাম্রেড়িতম্' (৮-১-২), দ্বিত্ব করার পর যে দ্বিতীয় রূপ তাহাই আম্রেড়িত। যেমন 'পটৎ পটৎ'। এস্থলে দ্বিতীয় যে 'পটৎ' উহাই আম্রেড়িত। উপর্যাদির দ্বারা **'উপর্যধ্যধসঃ সামীপ্যে'** (৮-১-৭) এই সূত্রস্থ তিনটি শব্দ উপরি, অধি ও অধস্-গৃহীত হইয়াছে। এই সূত্রানুসারে উহাদের দ্বিত্ব হইলে উপর্যুপরি, অধ্যধি, অধোঽধঃ—এইরূপ হয়। দ্বিত্ব করার পরে যে শেষের রূপ সেইটি আম্রেড়িত অর্থাৎ দ্বিতীয় উপরি প্রভৃতি তিনটি শব্দ। সেই শেষ তিনটি অন্তে যাহাদের থাকে তাহা উপর্যুপরি ইত্যাদি যুক্ত থাকিলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা উক্ত বার্তিকের অর্থ। সামীপ্য দেশকৃৎ ও কালকৃৎ—দুই প্রকার। উপর্যুপরি ও অধোঽধঃ—এই দুইটি দেশকৃৎ সামীপ্যের উদাহরণ, অধ্যধি—ইহা কালকৃতের উদাহরণ। সমীপোর্দ্ধদেশাদি বৃত্তিত্ব

ইহাদের অর্থ। 'উপর্য্যুপরি লোকং কৃষ্ণঃ'—লোকের সমীপবর্তী উর্ধ্বদেশেও কৃষ্ণ অবস্থিত। অধ্যধি সুখং দুঃখম্'—সুখের পরেই নিকট ভবিষ্যতে দুঃখ। 'লোকমধোঽধঃ কৃষ্ণঃ'—লোকের নিম্নবর্তী সমীপদেশেও কৃষ্ণ অবস্থিত। সর্বত্রই ষষ্ঠী বিভক্তি প্রাপ্ত ছিল ; উহাকে বাধ করিয়া দ্বিতীয়া হইল।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'উপর্য্যুপরি বুদ্ধীনাং' চরন্তীশ্বরবুদ্ধয়ঃ'—এই কবি-বাক্যে 'উপর্য্যুপরি এই আম্রেড়িতান্ত যুক্ত থাকা সত্বেও 'বুদ্ধীনাম্' এইরূপ ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদ হইল কেন? 'বুদ্ধিম্' এইরূপ দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদ হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'উপরি বুদ্ধীনামুত্তানবুদ্ধীনামুপরি চরন্তি' উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমানেরও উপরে চলে! এই প্রকার অন্বয় করিয়া অর্থ করিলে আম্রেড়িতান্ত না থাকায় দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রসক্তি থাকে না।

অথবা 'লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈব গ্রহণম্'—লক্ষণ ও প্রতিপদোক্ত এই দুইটির মধ্যে যাহা প্রতিপদোক্ত তাহারই গ্রহণ হইয়া থাকে। 'উপর্য্যুপরি' পদটি দুইভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারে। বীপ্সায় **'নিত্যবীপ্সয়োঃ'** (৮-১-৪) সূত্রানুসারে 'উপরি' পদের দ্বিত্ব করিয়া এবং 'উপর্যধ্যধসঃ সামীপ্যে' এই সূত্রেও উক্ত পদটির দ্বিত্ব করিয়া। প্রথমটি সাধারণ লক্ষণের দ্বারা নিষ্পন্ন ; সুতরাং লাক্ষণিক এবং দ্বিতীয়টি, উপর্যধ্য—' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন বলিয়া উহা প্রতিপদোক্ত অর্থাৎ দ্বিত্ববিধায়ক সূত্রে উপরি আদি প্রতিপদের উল্লেখ করা হইয়াছে। উপরি উক্ত কবি-প্রয়োগে বীপ্সা অর্থে দ্বিত্ব হওয়ায় এইরূপ লাক্ষণিক 'উপর্য্যুপরি' পদের যোগে দ্বিতীয়া হয় নাই, কিন্তু ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। 'লোকমুপর্য্যুপরি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'উপর্যধ্যধসঃ'—ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা দ্বিত্ব হওয়ায় উহা প্রতিপদোক্ত ; সেইজন্য উহার যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

উক্ত বার্তিকে যে গুলির উল্লেখ আছে তাহা ছাড়াও অন্যত্র দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, কিন্তু অন্যত্র বলিতে কোন্ কোন্ স্থলে? এই আশঙ্কায় আর একটি বার্তিক উক্ত হইয়াছে। তাহা এই—অভিতঃ, পরিতঃ, সময়া, নিকষা, হা ও প্রতি ইহাদের যোগেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ইহাতে 'অভিতঃ', 'পরিতঃ' এই দুইটিই **'পর্যভিভ্যাং চ'** (৫-৩-৯) সূত্রে 'তসিল্' প্রত্যয়ান্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে 'অভিতঃ' ইহা একটি আভিমুখ্য বাচক অখণ্ড শব্দ। ইহা ঠিক নয়, কারণ 'পরিতঃ' এই 'তসিল্' প্রত্যয়ান্তের

সাহচর্যবশতঃ 'অভিতঃ' এই শব্দটিও 'তসিল্' প্রত্যয়ান্ত হওয়া উচিত। 'সময়া' ও নিকষা' এই দুইটি সামীপ্য অর্থে অব্যয়। 'বিলঙ্ঘ্য লঙ্কাং নিকষা গমিষ্যতি'—(মাঘ) ।৫৪৪।

৫৪৫। অন্তরান্তরেণ যুক্তে। (২-৩-৪)

আভ্যাং যোগে দ্বিতীয়া স্যাৎ। অন্তরা ত্বাং মাং হরিঃ অন্তরেণ হরিং ন সুখম্। ৫৪৫।

অনু—অন্তরা ও অন্তরেণ—এই দুইটির যোগেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যেমন—'অন্তরা ত্বাং মাং বা হরিঃ'—তোমার ও আমার মধ্যে হরি অবস্থিত। অন্তরেণ হরিং ন সুখম্'—হরি ব্যতীত সুখ হয় না।

কা—'অন্তরেণ' ইহা টাপ্ প্রত্যয়ান্ত নয়, সেইজন্য উহার সাহচর্যবশতঃ অন্তরা শব্দটিও অটাবন্ত এবং 'অন্তরা' শব্দটি অতৃতীয়ান্ত; সুতরাং উহার সাহচর্যবশতঃ 'অন্তরেণ' শব্দটিও তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত নয়। সাহচর্যের অর্থ—সাদৃশ্য। এস্থলে পরস্পর সাহচর্যের দ্বারা পরস্পরের জ্ঞান হইয়াছে। যেমন 'গুরুভার্গবৌ' এই পদের দ্বারা বৃহস্পতি ও শুক্র এই দুইটি গ্রহের জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু সুরগুরু ও দৈত্যগুরুর জ্ঞান হয় না। এস্থলেও পরস্পরের সাহচর্যে পরস্পরের জ্ঞান হইয়াছে। দুইটিই অব্যয়।

'অন্তরা' শব্দের অর্থ মধ্যে। 'অন্তরা ত্বাং মাং বা হরিঃ'—তোমার বা আমার মধ্যে ভগবান আছেন। দ্বিতীয়ার অর্থ অবধিত্বরূপ সম্বন্ধ। কাহার মধ্যে এইরূপ অবধির আকাঙ্ক্ষা হইলে—তোমার ও আমার, এই দুইটি অবধিত্ব রূপে অন্বিত হয়। সম্বন্ধিত্বরূপে অন্বয় হইলে ষষ্ঠীও হয় ইহা নাগেশের মত। ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া দ্বিতীয়া হইয়াছে। 'হরি' শব্দ 'অন্তরা' যুক্ত হইলেও উহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে না, কারণ প্রথমা বিভক্তি অন্তরঙ্গ। 'বিদ্যতে' প্রভৃতি অধ্যাহৃত ক্রিয়ার কর্তা হইল 'হরি', উহার কর্তৃত্ব তিঙন্তের দ্বারা হওয়ায় কর্তৃত্ব প্রাতি-

পদিকার্থরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং প্রথমা কারক বিভক্তি, এই জন্যই অন্তরঙ্গ। সুতরাং উহার দ্বারা বাধিত হইয়া দ্বিতীয়া হইল না।

যুক্ত গ্রহণের দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে 'অন্তরা' শব্দের সহিত অন্বয় থাকিলেই দ্বিতীয়া হইবে, আর যদি উহার সহিত অন্বয় না থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয়া হইবে না। 'তব চ মম চ অন্তরা কমণ্ডলুঃ'—এক্ষেত্রে কমণ্ডলুব সহিত অন্বয় হইয়াছে। তোমার ও আমার মধ্যে কমণ্ডলু রহিয়াছে—ইহাই উক্ত বাক্যেব অর্থ। ইহাতে যুষ্মদর্থ ও অস্মদর্থের সহিত কমণ্ডলুর অন্বয় হইয়াছে, কিন্তু 'অন্তরা' শব্দের সহিত উহাদের অন্বয় হয় নাই।

অন্তরেণ শব্দটি বিনা বা ব্যতীত অর্থে অব্যয়। 'অন্তরেণ' হরিং ন সুখম্'—ইহার অর্থ, হরি ব্যতীত সুখ হয় না। মধ্যে অর্থেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—'মৃণালসূত্রামলমন্তরেণ স্থিতশ্চলচ্চামরয়োর্দ্বয়ং সঃ' (নৈষধ)—এই বাক্যে যে অন্তরেণ শব্দ আছে, উহার অর্থ—মধ্যে ॥ ৫৪৫ ॥

৫৪৬। কর্মপ্রবচনীয়াঃ। (১-৪-৮৩)।

ইত্যধিকৃত্য। ৫৪৬।

অনু—এই সূত্রটি অধিকার সূত্র। ইহার অধিকার **'বিভাষা কৃঞি'** (১-৪-৯৮) পর্যন্ত।

কা—সংজ্ঞা একটি হইলেও সংজ্ঞী অনেক ; সেইজন্য 'নিপাতাঃ' 'কৃত্যাঃ' ইত্যাদির মত সংজ্ঞীর বহুত্বনিবন্ধন ইহাতে বহুবচন করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে সামান্যের একত্ব বিবক্ষায় সংজ্ঞাতে একবচনও করা হয়। যেমন—'গতিশ্চ', 'প্রত্যয়ঃ' ইত্যাদি।

যাহাতে বিষয়ের লাঘব হয় সেইজন্য সংজ্ঞা করা হয়। একাক্ষরের বা দুই অক্ষরের সংজ্ঞা এই উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। যেমন 'টি' 'ঘু' ইত্যাদি। কিন্তু 'কর্মপ্রবচনীয়' এইরূপ মহাসংজ্ঞা করিবার প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'অন্বর্থ-সংজ্ঞা যথা বিজ্ঞায়েত'—অর্থানুসারিণী সংজ্ঞা যাহাতে জ্ঞাত হইতে পারে। 'টি', 'ঘু' প্রভৃতি সংজ্ঞার

অর্থ অনুগত থাকে না ; কিন্তু মহাসংজ্ঞা স্থলে অর্থ অনুগত থাকে। ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থের দ্বারা এই সংজ্ঞাটির লক্ষণ ও উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া থাকে। ইহার ব্যুৎপত্তি—'কর্ম প্রোক্তবন্তঃ'—কর্ম উক্ত হইয়াছিল এই অর্থে **'কৃত্যল্যুটো-বহুলম্'** (৩-৩-১১৩) সূত্রে ভূত লকারে কর্তায় 'অনীয়র্' প্রত্যয় করিয়া 'কর্মপ্রবচনীয়' পদটির নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। কর্মের অর্থ এস্থলে ক্রিয়া, সুতরাং ক্রিয়া পদের প্রয়োগ কালে 'অনুভূয়তে সুখম্' ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেমন ক্রিয়াবিশেষ দ্যোতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সম্প্রতি ক্রিয়াগত বিশেষ দ্যোতিত হয় না। (ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন বাক্যে 'প্রোক্তবন্তঃ' শব্দের অর্থ 'দ্যোতিতবন্তঃ'। কারণ নিপাত কখনও অর্থের অভিধারক নয়, কিন্তু দ্যোতক।) প্রশ্ন হইতে পারে যে সম্প্রতি ক্রিয়াগত বিশেষের দ্যোতন যদি না করে, তাহা হইলে কিসের দ্যোতন করিবে ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে 'অপ্রযুজ্যমান ক্রিয়াগত বিশেষের অর্থাৎ ক্রিয়াজনিত সম্বন্ধ-বিশেষের দ্যোতন করে। যেমন 'শাকল্যস্য সংহিতামনুপ্রাবর্ষত'—এই বাক্যে অপ্রযুজ্যমান ক্রিয়া হইল নিশমন ক্রিয়া, সেই ক্রিয়ার দ্বারা শাকল্য সংহিতার সহিত বর্ষণের হেতু-হেতুমৎকার্য-কারণভাব-সম্বন্ধের প্রতীতি হয়। এইরূপ সম্বন্ধের প্রতীতি 'অনু' শব্দটি থাকার জন্যই হইয়া থাকে, সুতরাং 'অনু' এই 'কর্মপ্রবচনীয়টি উক্ত প্রকার ক্রিয়ানিমিত্ত সম্বন্ধ-বিশেষের প্রত্যায়ক। 'শাকল্য সংহিতা শ্রবণ করার পরেই বর্ষণ হয় ; ইহাই পূর্বোক্ত বাক্যের অর্থ।

নাগেশ বলেন—'কর্ম প্রোক্তবন্তঃ' এস্থলে উক্ত সূত্রানুসারে সূত্রের 'বহুল' গ্রহণের দ্বারা বর্তমান কালে করণ কারকে 'অনীয়র্' প্রত্যয় হইয়াছে। কর্ম শব্দের দ্বারা ক্রিয়া নিরূপিত সম্বন্ধবিশেষ বুঝাইয়া থাকে।

"কর্মশব্দেন ক্রিয়ানিরূপিতঃ সম্বন্ধ উচ্যতে, স প্রোচ্যতে ব্যবচ্ছিদ্যতে বিশেষে ব্যবস্থাপ্যতেঽনেনেতি করণেঽনীয়র্"—এবিষয়ে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

"ক্রিয়ায়া দ্যোতকো নায়ং সম্বন্ধস্য ন বাচকঃ।
নাপি ক্রিয়াপদাক্ষেপী সম্বন্ধস্য তু ভেদকঃ॥"

'জপমনু প্রাবর্ষৎ'—ইত্যাদি স্থলে কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞক 'অনু' শব্দের দ্বারা

'সুখমনুভূয়তে' ইত্যাদি বাক্যস্থ অনু শব্দের ন্যায় ক্রিয়াগত বিশেষ দ্যোতিত হয় না। শ্লোকে 'ক্রিয়ায়াঃ' এই পদের দ্বারা ক্রিয়াগত বিশেষ অর্থের উপলক্ষণ হইয়া থাকে—সমভিব্যাহৃত কোন পদার্থের দ্যোতন করে না, ইহাই তাৎপর্য। ষষ্ঠী বিভক্তির মত সম্বন্ধেরও বাচক নয়, কারণ 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা প্রযুক্ত দ্বিতীয়ার দ্বারাই উহা বোধিত হয়। প্রাদেশং বিপরিলিখতি'—ইত্যাদি বাক্যে যেমন 'বিমায় পরিলিখতি'—ইত্যাদি রূপে 'বি' শব্দের দ্বারা বিমান ক্রিয়ার আক্ষেপ হয়; সেইরূপ কর্মপ্রবচনীয় স্থলে ক্রিয়ান্তরের আক্ষেপ হয় না; তাহা হইলে কারকবিভক্তি হইত। 'প্রাদেশং বিমায় পরিলিখতি'—এই বাক্যে যেমন আক্ষিপ্ত বিমান অর্থাৎ পরিমাপ ক্রিয়ার কর্মরূপে প্রাদেশ পদে 'কর্মণি দ্বিতীয়া' সূত্রে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, সেইরূপ 'জপমনু প্রাবর্ষৎ' ইত্যাদি ক্ষেত্রেও যদি 'অনু'র দ্বারা ক্রিয়ান্তরের আক্ষেপ হইত, তাহা হইলে সেই আক্ষিপ্ত ক্রিয়ার কর্মরূপে 'জপ' পদে কর্মে দ্বিতীয়া হইত; কিন্তু তাহা হয় না। বরং ইহা সম্বন্ধবিশেষের ব্যবস্থাপক; অর্থাৎ 'জপমনু' প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বারা কেবল সম্বন্ধত্বরূপে সম্বন্ধমাত্রের প্রতীতি হইলে 'অনু' শব্দটি লক্ষ্য-লক্ষণ ভাবরূপ সম্বন্ধবিশেষেই অবস্থাপন করায়। সুতরাং ইহা সম্বন্ধবিশেষের ব্যবস্থাপনের হেতু।

কোন কোন স্থলে সম্বন্ধ-বিশেষের ব্যবস্থাপন না করিলেও ক্রিয়াগত বিশেষের দ্যোতন করিবার জন্যই 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন— **'সুঃ পূজায়াম্'** (১-৪-৯৪) **'অতিরতিক্রমণে চ'** (১-৪-৯৫) ইত্যাদি। ফলে 'সু সিক্তম্', 'অতি স্তুতম্' ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপসর্গ সংজ্ঞা বাধিত হওয়ায় ষত্ব হইল না। কেবল গতি ও উপসর্গ সংজ্ঞার বাধ করাই এই সংজ্ঞার উদ্দেশ্য। 'সু' ও 'অতি' সেচনক্রিয়াগত বিশেষের দ্যোতক। নিরর্থক 'অধি' এবং 'পরি'রও কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হইয়া থাকে, যেমন— 'কুতোঽধ্যাগচ্ছতি', 'কুতঃ পর্যাগচ্ছতি' ইত্যাদি। ৫৪৬।

৫৪৭। অনুর্লক্ষণে। (১-৪-৮৩)।

লক্ষণে দ্যোত্যেঽনুরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ। গত্যুপসর্গসংজ্ঞাপবাদঃ।

। ৫৪৭।

অনু—'অনু'র দ্বারা লক্ষণ দ্যোতিত হইলে উহার কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। ইহা গতি ও উপসর্গসংজ্ঞার অপবাদ। ৫৪৭।

৫৪৮। কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া। ২-৩-৮।

এতেন যোগে দ্বিতীয়া স্যাৎ। পর্জন্যো জপমনু প্রাবর্ষৎ। হেতুভূতজপোপলক্ষিতং বর্ষণমিত্যর্থঃ। পরাপি হেতৌ তৃতীয়া অনেন বাধ্যতে। 'লক্ষণেত্থম্ভূত—(সূ-৫৫২) ইত্যাদিনা সিদ্ধেঃ পুনঃ সংজ্ঞাবিধানসামর্থ্যাৎ। ৫৪৮

অনু—যাহা কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞক পদের দ্বারা যুক্ত থাকে, তাহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। 'জপমনু প্রাবর্ষৎ'—হেতু স্বরূপ জপের দ্বারা উপলক্ষিত বর্ষণ, ইহাই তাৎপর্য। 'হেতৌ—এই সূত্র বিহিত তৃতীয়া পরবর্তী হইলেও ইহার দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। যেহেতু 'লক্ষণেত্থংভূতাখ্যান' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পুনর্বার সংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে উহার সামর্থ্যবশতঃ।

(৫৪৭-৫৪৮) লক্ষণ বুঝাইলে 'অনু'র 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয় এবং ব্যবহারের জন্যই সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে; সংজ্ঞার উদ্দেশ্য উহার দ্বারা সংজ্ঞার ব্যবহার করা। 'অনু'র 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা করা হইয়াছে; সুতরাং উহা হইল সংজ্ঞা। সেইজন্য লক্ষণের দ্যোতক 'অনু'র 'কর্মপ্রবচনীয়' নামে ব্যবহার করা হয়। 'কর্মপ্রবচনীয়' বা 'অনু'র যোগ থাকিলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। 'জপমনু প্রাবর্ষৎ,—পর্জন্যদেবতা বরুণমন্ত্র জপের পরেই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছেন। বৃষ্টিকালের জ্ঞানের জন্য এই বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মাঠে ঘাটে জল ও পিচ্ছিল পথ দেখিয়া বৃষ্টি হইয়াছে ইহা জ্ঞাত হইলেও, কখন হইয়াছে ইহা জ্ঞাত হয় নাই। সেইজন্য কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে 'কদা বৃষ্টিরভূৎ'? —কখন বৃষ্টি হইয়াছে? উত্তরে কোন

প্রবীণ অনুভবী ব্যক্তি বলিল—বরুণমন্ত্রজপমনু দেবঃ 'প্রাবর্ষৎ'—বরুণমন্ত্র জপের পরক্ষণে দেবতা খুব বৃষ্টি করিয়াছেন। প্রশ্নকর্তার বৃষ্টির জ্ঞান থাকিলেও কালবিশেষে বৃষ্টির জ্ঞান হয় নাই।

'লক্ষ্যতে, জ্ঞাপ্যতে ইতি লক্ষণম্'—যাহার দ্বারা জ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ জ্ঞাপক হওয়ায় 'লক্ষণ' শব্দটি সূত্রে ভাবপ্রধান নির্দিষ্ট, উহার দ্বারা লক্ষণত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। লক্ষণত্বের অর্থ হইল—জ্ঞাপকত্ব। উক্ত প্রয়োগে জপই হইল, কালবিশেষ বিশিষ্ট বৃষ্টির জ্ঞাপক—এইরূপ বৃষ্টির বোধক। জ্ঞাপকের দ্বারা কোন বস্তুর জ্ঞান জন্মায়; সুতরাং সেই বস্তু-জ্ঞানের জনক যে জ্ঞান, উহাই জ্ঞাপক অর্থাৎ বস্তুজ্ঞানের জনক জ্ঞান; কিন্তু জ্ঞান আবার বিষয়সাপেক্ষ, সেইজন্য জনক জ্ঞানের বিষয়েও জ্ঞানজনক বা জ্ঞাপক বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহা হইলে, লক্ষণত্ব বা জ্ঞাপকত্ব হইল—জ্ঞানজনকজ্ঞানবিষয়ত্ব। পূর্বোক্ত কাল বিশেষ-বিশিষ্ট-জ্ঞানের জনক জপজ্ঞান, উহার বিষয়রূপ জপে উক্ত জনক জ্ঞানের বিষয়ত্ব রহিয়াছে, সুতরাং জপবৃত্তি পূর্বোক্ত জ্ঞানজনক জ্ঞানবিষয়ত্বরূপ জ্ঞাপকত্ব বা লক্ষণত্বের দ্যোতক হইয়া থাকে 'অনু' শব্দের দ্বারা। ইহাই হইল লক্ষ্য-লক্ষণত্ব বা জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপকত্ব রূপ সম্বন্ধ। জপ ও বর্ষণ এই দুইটির মধ্যে যে লক্ষ্য-লক্ষণ ভাব সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ কার্য-কারণভাব বা হেতু-হেতুমদ্ভাব সম্বন্ধ রহিয়াছে—জপের কার্য হইল বৃষ্টি, আর বৃষ্টির কারণ জপ, বরুণ মন্ত্রের জপ করার পরেই বৃষ্টি হওয়ায় উহাদের মধ্যে কার্য-কারণ ভাবও নিশ্চিত হইয়া থাকে। 'ইয়ং বৃষ্টির্জপোত্তরকালিকী জপহেতুকত্বাৎ'—এই বৃষ্টি জপের উত্তর কালে জাত; যেহেতু জপ উহার কারণ—এইরূপ অনুমানের দ্বারাও যে জপের কার্য; ইহা জ্ঞাত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত প্রয়োগে জপ—লক্ষণ ও হেতু দুইই। বিপরীত ক্রমে ধরিলে জ্ঞানজন্যজ্ঞানবিষয়ত্ব বৃষ্টিতে থাকে, তাহা হইলে, বলা যাইতে পারে—'হেতুভূত-জপজ্ঞান-জন্যজ্ঞান-বিষয়ো বর্ষণম্'—কারণ স্বরূপ যে বরুণ মন্ত্র-জপ, উহার জ্ঞানের দ্বারা জাত যে বৃষ্টি জ্ঞান, তাহার বিষয় হইল বৃষ্টি।

দীক্ষিত বলিয়াছেন—এই সংজ্ঞাটি গতি ও উপসর্গ সংজ্ঞার বাধিকা। ইহার দ্বারা উক্ত দুইটি সংজ্ঞাই বাধিত হয়; সেই জন্যই 'জপমনু প্রাবর্ষৎ' এই প্রয়োগে 'অনু'র **'গতির্গতৌ'** (৮-১-৭০) সূত্রে নিঘাত বা অনুদাত্ত হইল

না এবং 'জপমনু সিঞ্চৎ' জপের পরে সিঞ্চন করা হইয়াছে। এই বাক্যে 'অনু'র পরবর্তী 'স'কারের 'উপসর্গাৎ সুনোতি সুবতি' (৮-৩-৬৫) ইত্যাদি সূত্রে 'ষত্ব' হয় না।

যদি 'গতি' বা 'উপসর্গ' সংজ্ঞা হইত তাহা হইলে 'গতি' পরে থাকিতে পূর্ববর্তী 'গতি'র নিঘাত এবং উপসর্গের পরবর্তী 'সিঞ্চৎ' এর 'স'কারের 'ষত্ব' হইত।

এস্থলে বিচার্য বিষয় এই যে, পূর্বোক্ত প্রয়োগে 'অনু'র 'গতি' ও 'উপসর্গ' সংজ্ঞা প্রাপ্তি থাকে কি করিয়া ? **'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে'** (১-৪-৫৯) এবং **'গতিশ্চ'** (১-৪-৬০) সূত্রে ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকিলেই উক্ত সংজ্ঞা দুইটি হইয়া থাকে—ইহা বলা হইয়াছে। আর 'ক্রিয়ায়া দ্যোতকো নায়ম্' ইত্যাদির দ্বারা 'কর্মপ্রবচনীয়' যে ক্রিয়াগত বিশেষের দ্যোতক নয়, ইহা বলা হইয়াছে। ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকিলেই তদ্গত বিশেষের দ্যোতক হয়। শব্দের বর্ষণ-ক্রিয়ার সহিত যোগ নাই, অথচ 'গতি' ও 'উপসর্গ' সংজ্ঞার প্রাপ্তি থাকে—ইহা কি করিয়া সম্ভব ?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে প্রতীয়মান যে নিশমন ক্রিয়া, সেই ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকায় উক্ত সংজ্ঞাদ্বয়ের প্রাপ্তি হইতে পারে—এইরূপ সম্ভাবনা মাত্রেই 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা উহাদের অপবাদ ইহাই দীক্ষিতের আশয়। যদি প্রতীয়মান নিশমন ক্রিয়ার যোগে 'গতি' ও 'উপসর্গ' সংজ্ঞা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রিয়াজনিত ফলাশ্রয় রূপে জপের কর্মসংজ্ঞা এবং কর্মে দ্বিতীয়াও সিদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং তাহার জন্য অভিনব একটি সংজ্ঞা এবং সেই 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞার যোগে দ্বিতীয়া-বিধান করাও বৃথা নয় কি ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে নিশমন প্রযুক্ত হেতুত্ব সম্বন্ধের বিবক্ষায় তৃতীয়া বিভক্তির প্রাপ্তি হয়, উহাকে বাধ করিবার জন্যই 'কর্ম প্রবচনীয়' সংজ্ঞা ও তৎপ্রযুক্ত দ্বিতীয়া বিধান করা হইয়াছে।

'জপমনু নিশম্য প্রাবর্ষৎ' এইরূপ প্রতীয়মান ল্যবন্ত 'নিশম্য' এই ক্রিয়াটির প্রয়োগ না থাকায় 'ল্যব্‌লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ' (বার্তিক) ইহার দ্বারা 'জপ' এই কর্মে পঞ্চমী প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; উহাকে অপবাদ রূপে বাধ করিবার উদ্দেশ্যে এই সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞাপ্রযুক্ত দ্বিতীয়া বিধান করা হইয়াছে—ইহাও বলা যায় না ; কারণ জপের কর্মত্বাদি রূপে বিবক্ষা নাই

উহার কর্মত্বাদি রূপে বিবক্ষা না থাকিলে উক্ত বার্তিকের দ্বারা পঞ্চমী প্রাপ্তির মোটেই সম্ভাবনা নাই।

নাগেশ বলেন—একশেষ যেমন সম্ভাবনামাত্রে দ্বন্দ্বের অপবাদ হইয়া থাকে, এস্থলেও সম্ভাবনামাত্রেই ইহা 'গতি' ও 'উপসর্গ' সংজ্ঞার অপবাদ। লক্ষ্য-লক্ষণ-ভাব সম্বন্ধের বিবক্ষা না করিয়া যদি বর্ষণ ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকিত, তাহা হইলে উক্ত সংজ্ঞা দুইটির প্রাপ্তি হইত এইরূপ সম্ভাবনামাত্রেই এই সংজ্ঞাটি উহাদের অপবাদ।

কেহ কেহ বলেন যে উক্ত সম্বন্ধটি ক্রিয়া-নিমিত্ত। কর্মপ্রবচনীয় হইল ক্রিয়ানিরূপিত সম্বন্ধের ব্যবস্থাপক; সুতরাং সম্বন্ধের দ্বারা পরম্পরারূপে ক্রিয়াতেও 'অনু'র অন্বয় হয়, সেইজন্য 'গতি-উপসর্গ' এই দুইটি সংজ্ঞার প্রাপ্তি থাকে।

ভট্টোজি দীক্ষিত 'অনুর্লক্ষণে' এই সূত্রটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্নের অবতারণা করিয়া উহার সমাধান দিয়াছেন, তাহা এই প্রকার: প্রশ্ন:— **'লক্ষণেত্থংভূত'** (১-৪-৯০) সূত্রের দ্বারাও লক্ষণ বুঝাইলে 'প্রতি' 'পরি' ও 'অনু'র কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞার বিধান করা হইয়াছে। উহাদের অন্তর্গত 'অনু' শব্দও আছে, সুতরাং 'অনু' শব্দের বিশেষরূপে একই সংজ্ঞা করার জন্য আবার পৃথক্ ভাবে সূত্র রচনা করার প্রয়োজন কি ?

উত্তর:—এস্থলে 'অনু' শব্দটি লক্ষণ ও হেতু দুইই। যদি এই সূত্রটির প্রণয়ন না করা হইত, তাহা হইলে **'হেতৌ'** (২-২-২৩) এই পরবর্তী সূত্রের দ্বারা 'লক্ষণেত্থংভূত' ইত্যাদি সূত্র বিহিত কর্মসংজ্ঞা প্রযুক্ত দ্বিতীয়ার বাধ হইয়া যাইত। **'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্'** (১-৪-২) তুল্যবল বিরোধ থাকিলে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রপাঠে যাহা পরবর্তী, উহার কার্য হইয়া থাকে, এই নিয়মে পরবর্তি-সূত্র যে 'হেতৌ' উহার দ্বারা বাধিত হইত। তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য পৃথক্ ভাবে কেবল অনু শব্দেরই কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে। এইভাবে পৃথক্ রূপে যে সূত্রের আরম্ভ করা হইয়াছে, উহার সামর্থ্যবশতঃ 'হেতৌ' এই পরবর্তী সূত্রও ইহার দ্বারা বাধিত হইবে।

'পরস্পরলব্ধাবকাশয়োরেকত্র সমাবেশঃ তুল্যবলবিরোধঃ'—যে দুইটি সূত্রের বিরোধ থাকে, উহাদের নিজের নিজের বিষয়ে অবকাশ লাভ করার

পরে কোন একটি প্রয়োগে যদি সেই বিরোধী সূত্র দুইটির সমাবেশ হয়, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে তুল্যবল বিরোধ রহিয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে।

'লক্ষণেত্থংভূত'—এই সূত্রের অবকাশ সেই স্থলে যাহা কেবল লক্ষণ, কিন্তু হেতু নয়। যেমন 'বৃক্ষমনু বিদ্যোততে বিদ্যুৎ'—বৃক্ষে বিদ্যুৎ বিদ্যোতিত হইতেছে—এস্থলে 'অনু' কেবল লক্ষণ মাত্রের দ্যোতক। এই প্রয়োগে কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা ও তৎপ্রযুক্ত দ্বিতীয়া বিভক্তি সাবকাশ। আর যাহা লক্ষণ নয়, কিন্তু কেবল হেতুমাত্র, সেস্থলে 'হেতৌ' সূত্রটি চরিতার্থ; যেমন— 'দণ্ডেন ঘটঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে 'দণ্ড' কেবল হেতু, কিন্তু লক্ষণ নয়।

'জপমনু প্রাবর্ষৎ'—এই প্রয়োগটিতে উক্ত দুইটিরই প্রাপ্তি থাকিলে পরবর্তী 'হেতৌ' এই সূত্রটির দ্বারা 'অনু'র পূর্বোক্ত কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা নিবন্ধন দ্বিতীয়া বিভক্তির বাধ প্রাপ্ত হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে পৃথক্-ভাবে অনুর কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা বিধান করিলে আর পরবর্তি-সূত্রের দ্বারা বাধ হইবে না কেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে এইরূপ পৃথক্ সূত্রের প্রণয়ন করা নিষ্প্রয়োজন হইত। সুতরাং ইহার আর কোন স্থলে অবকাশ লাভ হইবে না। ফলে ইহা নিরবকাশ হইয়া উহার অপবাদ রূপে পরিণত হইবে। 'নিরবকাশো বিধিরপবাদঃ' যাহা নিরবকাশ বা নির্বিষয় তাহাই অপবাদ। মনে রাখিতে হইবে যে ব্যাকরণে অপবাদ বিধি সর্বাপেক্ষা বলবান্। তাহা হইলে 'হেতৌ' সূত্রটি পরবর্তী হইলেও উহা এই অপবাদ বিধির দ্বারা বাধিত হইয়া যাইবে।

দীক্ষিত সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন যে 'পরাপি হেতাবিতি তৃতীয়া অনেন বাধ্যতে'—পরবর্তী হইলেও 'হেতৌ' এই সূত্র বিহিত তৃতীয়া ইহার দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সূত্রের দ্বারা 'অনু'র কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে; আর 'হেতৌ' সূত্রের দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তি বিহিত হইয়াছে। দুইটিই বিজাতীয়; বাধ্য-বাধকভাব হয় সজাতীয়ের মধ্যে; সুতরাং উক্ত দুইটি কার্যের সংজ্ঞা ও বিভক্তির, বাধ্য-বাধকতা কখনও হইতে পারে না। সেইজন্য পৃথক্ সূত্র বিহিতকর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা নিবন্ধন দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বারা পরবর্তী তৃতীয়াকার্য বাধিত হইবে—ইহাই দীক্ষিতের হৃদ্গত তাৎপর্য।

'লক্ষণেত্থংভূত' ইত্যাদি সূত্রবিহিত সংজ্ঞা বোধিত দ্বিতীয়া এবং 'অনুর্লক্ষণে' এই সূত্র-বিহিত-সংজ্ঞা-বোধিত দ্বিতীয়া দুইটি পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়া থাকে, সেইজন্য একটির দ্বারা অপরটি বাধিত হয়। 'পুনঃ সংজ্ঞাকরণবোধিতপুনর্দ্বিতীয়াবিধানসামর্থ্যাৎ'—(বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর)।

প্রশ্ন :—**'তৃতীয়ার্থে'** (১-৪-৮৫) সূত্রের দ্বারা 'অনু' যদি তৃতীয়ার অর্থের দ্যোতক হয়, তাহা হইলে উহার 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা-বিধান করা হয়। 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' (২-৩-১৯) সূত্রের দ্বারা সাহিত্য অর্থে তৃতীয়া বিহিত হওয়ায়, যেমন সাহিত্য তৃতীয়ার্থ ; সেইরূপ 'হেতৌ' সূত্রের দ্বারা হেতু অর্থে তৃতীয়া বিহিত হওয়ায় 'হেতুত্ব'ও তৃতীয়ার্থ*। সুতরাং সাহিত্য ও 'হেতুত্ব' এই দুইটি তৃতীয়ার্থেব দ্যোতক যে 'অনু' উহার 'কর্মপবচনীয়' সংজ্ঞা বিধান করা হইলে, উহার দ্বারা 'অনুর্লক্ষণে' এই সূত্রটিরও অন্তর্ভুক্তি হইতে পারে। সুতবাং পৃথক্ ভাবে সূত্র প্রণয়ণেব প্রয়োজন কি ? 'হেতৌ' সূত্রকে বাধ করিবার জন্যই এই 'অনুর্লক্ষণে' সূত্রটির আরম্ভ ; সেই প্রয়োজন 'তৃতীয়ার্থে' সূত্রের দ্বারাই সিদ্ধ হওয়ায়, উহার আর কোন পয়োজন আছে কি ?

উত্তর :—'পুরস্তাদপবাদা অনন্তরান্ বিধীন্ বাধন্তে নোত্তবান্'—পূবপঠিত অপবাদ অনন্তর বিধির বাধক হয় ; কিন্তু বিধির বাধক হয় না। এই ন্যায় অনুসারে **'সহযুক্তেঽপ্রধানে'** (২-৩-১৯) এই সূত্রটিকে বাধ করিতে পারে, কিন্তু **'হেতৌ'** (২-৩-২৩) এই উত্তরবিধিকে বাধ করিতে পারে না। তাহা হইলে তৃতীয়ার অর্থ বলিতে যাহার বাধক তাহারই অর্থ গ্রহণ কবা উচিত—(২-৩-১৯) এর বাধক ; সুতরাং উহার অর্থ যে সাহিত্য তাহারই গ্রহণ হইবে। কিন্তু (২-৩-২৩) এর তৃতীয়ার্থ-হেতুত্বেব গ্রহণ হইবে না। ইহার দ্বারা ইহাই উপপন্ন হইল যে 'তৃতীয়ার্থে', সূত্রের দ্বারা 'অনুর্লক্ষণে' সূত্রটি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কারণ পববর্তী 'হেতৌ' সূত্রকে বাধ করাই উহার প্রয়োজন। ৫৪৮।

---

* কর্তৃত্ব ও করণত্ব তৃতীয়ার অর্থ হইলেও উহাতে 'উপপদবিভক্তেঃ কারক বিভক্তির্বলীয়সী'—এই ন্যায় অনুসারে 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' অনুসারে তৃতীয়া বিভক্তিই হইবে, সুতরাং কর্তৃত্ব ও করণত্বরূপ তৃতীয়ার্থ গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া উহার উল্লেখ করা হইল না।

৫৪৯। তৃতীয়ার্থে। ১-৪-৮৫।

অস্মিন্ দ্যোত্যেঽনুরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ। নদীমন্ববসিতা সেনা, নদ্যা সহ সংবদ্ধেত্যর্থঃ। 'ষিঞ্ বন্ধনে' ক্তঃ॥ ৫৪৯॥

অনু—'অনু' শব্দের দ্বারা তৃতীয়ার অর্থ দ্যোতিত হইলে উহার 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হইয়া থাকে। 'নদীমন্ববসিতা সেনা'—সেনা নদীর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া আছে।

কাঃ—'তৃতীয়া' শব্দের দ্বারা উহার নিমিত্ত শব্দ গৃহীত হইয়া থাকে। 'অনন্তরস্য বিধির্বা ভবতি প্রতিষেধো বা'—বিধি বা প্রতিষেধ অনন্তর অর্থাৎ অব্যবহিতোত্তরেরই হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' এই সূত্রে যাহার উপাদান করা হইয়াছে, তৃতীয়ার নিমিত্ত সেই 'সহ' শব্দই উহার দ্বারা গৃহীত হয়। সুতরাং 'সহ' শব্দের অর্থ যে সাহিত্য, ইহা* অনুর দ্বারা দ্যোতিত হইলে, সেই 'অনু' শব্দের 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয়। 'অনু' শব্দের দ্বারা দ্যোত্য সাহিত্য রূপ সম্বন্ধ দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ, সেই জন্য সম্বন্ধে ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তি হইল। 'অবসিতা' পদটি অব পূর্বক 'ষিঞ্ বন্ধনে' ধাতুর শেষে কর্তায় 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; উহার অর্থ সম্বদ্ধ॥ ৫৪৯॥

৫৫০। হীনে। ১-৪-৮৬।

হীনে দ্যোত্যেঽনুঃ প্রাগ্বৎ। অনু হরিং সুরাঃ হরের্হীনা ইত্যর্থঃ। ॥ ৫৫০॥

অনু—'অনু' যদি হীন অর্থের দ্যোতক হয়, তাহা হইলে উহার 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয়। 'অনু হরিং সুরাঃ'—দেবতারা হরি অপেক্ষা হীন।

---

* কর্তা ও করণরূপ তৃতীয়ার্থ গৃহীত হইতে পারে না, কারণ 'রামেণ বাণেন হতো বালী' ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপপদ বিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী এই ন্যায় অনুসারে ক্রিয়া নিমিত্ত যে কারক বিভক্তি, উহারই প্রাপ্তি হইবে সুতরাং উক্ত স্থলে তৃতীয়া এই কারক বিভক্তির প্রাপ্তি হওয়ায়, কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞার কোন প্রয়োজন থাকে না, আর 'অনন্তরস্য' এই ন্যায় অনুসারে 'যেনাঙ্গবিকারঃ'—এই সূত্র বোধিত তৃতীয়ার্থও গৃহীত হয় না।

কাঃ—অপকর্ষরূপ হীনত্ব সম্বন্ধ 'অনু' শব্দের দ্বারা দ্যোতিত হইলে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা বিহিত হয়। 'কর্মপ্রবচনীয়' যোগে দ্বিতীয়া-বিভক্তি হইলে সেই দ্বিতীয়ার অর্থ অনুদ্যোত্যে পূর্বোক্ত হীনত্ব রূপ সম্বন্ধ। সম্বন্ধে ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল ; উহাকে বাধ করিয়া দ্বিতীয়া হইয়াছে ॥ ৫৫০ ॥

৫৫১। উপোঽধিকে চ। ১-৪-৮৭।

অধিকে হীনে চ দ্যোত্যে উপেত্যব্যয়ং প্রাক্‌সংজ্ঞং স্যাৎ। অধিকে সপ্তমী বক্ষ্যতে। হীনে—উপ হরিং সুরাঃ ॥ ৫৫১ ॥

অনু—'উপ' এই অব্যয়টির দ্বারা অধিকার্থ অথবা হীনার্থ দ্যোতিত হইলে, উহার 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয়। 'অধিক' অর্থে সপ্তমী হয়, ইহা বলা হইবে। হীন অর্থে 'উপ হরিং সুরাঃ'—দেবতারা হরি অপেক্ষা হীন।

কাঃ—'উপ' এই অব্যয়টি যদি হীনত্ব ও অধিকত্ব রূপ সম্বন্ধের দ্যোতক হয়, তাহা হইলে উহাদের কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। সূত্রস্থ 'চ' শব্দের দ্বারা 'হীনে' ইহার সমুচ্চয় হইয়া থাকে। হীনত্ব দ্যোতিত হইলে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা এবং উহার যোগে দ্বিতীয়া হয়। আর অধিকত্ব রূপ সম্বন্ধ দ্যোতিত হইলে কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয় বটে, কিন্তু উহার যোগে দ্বিতীয়া না হইয়া সপ্তমী বিভক্তি হয়। **'যস্মাদধিকম্'** (সি. ৬৪৫) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় তাহা বলা হইবে। কাশিকাবৃত্তি অনুসারে উপরি উক্ত তিনটি সূত্রের উদাহরণ যথাক্রমে **'পর্ব্বতমন্ববসিতা সেনা'**—পর্বত সম্বন্ধ সেনা। **'অনু শাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ'**—সকল বৈয়াকরণ শাকটায়ন অপেক্ষা হীন। **উপ শাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ'**—অনুশাকটায়নেরই মত অর্থ। **'উপ খার্যাং দ্রোণঃ**—খারীর অপেক্ষায় দ্রোণ অধিক পরিমাণ ॥ ৫৫১ ॥

৫৫২। 'লক্ষণেত্থংভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ। ১-৪-৯০।

এষ্বর্থেষু বিষয়ভূতেষু প্রত্যাদয় উক্তসংজ্ঞাঃ স্যুঃ। লক্ষণে, বৃক্ষং

প্রতি পরি অনু বা বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। ইত্থংভূতাখ্যানে, ভক্তো-বিষ্ণুং প্রতি পরি অনু বা। ভাগে, লক্ষ্মীর্হরিংপ্রতি পরি অনু বা। হরের্ভাগ ইত্যর্থঃ। বীপ্সায়াম্, বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি পরি অনু বা সিঞ্চতি। অত্রোপসর্গত্বাভাবান্ন ষত্বম্। এষু কিম্—পরিষিঞ্চতি ॥ ৫৫২ ॥

অনু—লক্ষণ, ইত্থংভূতাখ্যান, ভাগ, বীপ্সা—এইগুলি বিষয় হইলে, প্রতি, পরি, ও অনু শব্দের কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। লক্ষণে, 'বৃক্ষং প্রতি-পরি-অনু বা বিদ্যোততে বিদ্যুৎ'—বৃক্ষে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ দ্যোতিত হয়। ইত্থংভূতাখ্যানে, 'ভক্তো বিষ্ণুং প্রতি-পরি-অনু বা'—বিষ্ণু বিষয়ক ভক্তিমান্। ভাগে, লক্ষ্মীর্হরিং প্রতি পরি অনু বা—লক্ষ্মী হরির সত্বরূপে স্বীকৃত। হরির ভাগ হইল লক্ষ্মী—ইহাই তাৎপর্য। বীপ্সায়, বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি-পরি-অনু-বা সিঞ্চতি'—প্রত্যেকটি বৃক্ষের সিঞ্চন করিতেছে। এই বীপ্সার উদাহরণটিতে উপসর্গত্ব না থাকায় 'ষত্ব' হয় না। 'এই গুলি বিষয় হইলে'—ইহা কেন বলা হইয়াছে? 'পরিষিঞ্চতি' সকলদিকে সিঞ্চন করিতেছে।

কাঃ—'লক্ষণ' শব্দের অর্থ জ্ঞাপক বা পরিচায়ক। হরদত্ত ও ন্যাসকার লক্ষণের অর্থ 'চিহ্ন' বলিয়াছেন। 'লক্ষ্যতে জ্ঞাপ্যতে অনেন'—যাহার দ্বারা লক্ষিত বা জ্ঞাপিত হয় উহা লক্ষণ।

'বৃক্ষং প্রতি বিদ্যোততে বিদ্যুৎ'—এই বাক্যের দ্বারা 'বৃক্ষ' লক্ষণ এবং 'বিদ্যুৎ' লক্ষ্য ইহার প্রতীতি হইয়া থাকে। বৃক্ষে পড়িয়া বিদ্যুৎ দ্যোতিত হইলে বৃক্ষ প্রদেশেই বিদ্যুৎ দ্যোতিত হয়; সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ—বিদ্যোতনের বৃক্ষই পরিচায়ক বা বোধক। বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, তাহার দ্বারা উৎপাদিত প্রকাশও ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং বৃক্ষ প্রকাশের পরক্ষণে বিদ্যুতের অভাব বশতঃ উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কিন্তু প্রকাশিত বৃক্ষের দ্বারা উহা অনুমেয়। প্রকাশিত বৃক্ষের দ্বারা লক্ষ্য বা জ্ঞাপ্য বিদ্যুৎ-দ্যোতন দেশের জ্ঞান হওয়ায় বৃক্ষ লক্ষণ ও বিদ্যুৎ-দ্যোতন দেশ লক্ষ্য। বিদ্যুৎ বৃক্ষে প্রাপ্ত হইলে বৃক্ষ বিদ্যোতনের লক্ষণ এবং বিদ্যুৎ লক্ষ্য; সুতরাং প্রকাশ ক্রিয়া জনিত লক্ষ্য-লক্ষণ ভাব সম্বন্ধই 'প্রতি' প্রভৃতির দ্বারা দ্যোতিত হইয়া থাকে এবং সেই দ্যোত্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। আলোকিত বৃক্ষ জ্ঞান

জনিত জ্ঞানের বিষয় যে বিদ্যুৎ তাহা দ্যোতিত হইতেছে, ইহাই উক্ত উদাহরণের তাৎপর্য্য।

ইত্থংভূতাখ্যানম্, 'অয়ং প্রকারঃ ইত্থম্'—প্রথমান্ত ইদম্ শব্দের শেষে **'ইদমস্থমু'** (৫-৩-২৪) সূত্রানুসারে 'থম্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইদমের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকায় কেবল প্রকারমাত্রের বিবক্ষা করা হয়। 'ভূত' শব্দটি 'ভূ-প্রাপ্তৌ'—এই চুরাদিগণীয় ধাতুর শেষে কর্তায় 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। ইহা চুরাদিগণীয় হইলে 'আধৃষাদ্বা' অনুসারে 'ণিচ্' প্রত্যয় বিকল্পে হয়, উহার অভাব পক্ষে 'ভূত' ইহা হইয়া থাকে। ইত্থং ভূতঃ = ইত্থংভূতঃ। 'গম্যাদীনামুপসংখ্যানম্' এই বার্তিকানুসারে উহার সমাস হয়। ইহার অর্থ—কিঞ্চিৎপ্রকার প্রাপ্ত—কোন একরকম বা ধর্মপ্রাপ্ত। 'তস্য আখ্যানম্'—উহার আখ্যান অর্থাৎ উপপাদক—ইত্থং-ভূতাখ্যান' অর্থাৎ কোন একটি প্রকার বিশেষের উপপাদক। যেমন, 'ভক্তো বিষ্ণুং প্রতি' এই উদাহরণ বাক্যে 'ভক্ত' শব্দের অর্থ ভক্তিমান্। ইহাতে 'ভক্তি' হইল প্রকার-বিশেষ বা বিশেষণ ধর্ম। এই প্রকার-বিশেষ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভক্ত বা ভক্তিমান্ বলা হয়। এস্থলে 'প্রতি' প্রভৃতির দ্বারা দ্যোত্য বিষয়তা-সম্বন্ধ দ্বিতীয়া-বিভক্তির অর্থ। উহা ভক্ত শব্দের একদেশ ভক্তিরূপ প্রকারবিশেষের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে। বিষ্ণু-বিষয়ক ভক্তিমান্ ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। সুতরাং ভক্ত, ভক্তিরূপ প্রকার বিশেষ প্রাপ্ত বলিয়া 'ইত্থংভূত' এবং উহাই বিষ্ণু-বিষয়ক রূপে উপপাদ্য। এইরূপ 'সাধুর্দেবদত্তো মাতরং প্রতি' এস্থলে প্রকার বিশেষ সাধুতার সহিত বিষয়তা সম্বন্ধে মাতার অন্বয় হইলে দেবদত্তের মাতার বিষয়ে যে সাধুতা আছে, ইহা উক্ত বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাগের উদাহরণ—'লক্ষ্মীর্হরিং প্রতি'—হরির ভাগ বা সত্বরূপ অংশ লক্ষ্মী, ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। এস্থলে স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ-প্রতি, পরি ও অনু শব্দের দ্বারা দ্যোতিত হয় এবং সেই সম্বন্ধই হইল 'হরিম্' এই দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ। হরি স্বামী আর লক্ষ্মী তাঁহার সত্বরূপ অংশ।

সকল ক্ষেত্রেই সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া 'কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া'—এই সূত্রে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।

বীপ্সার অর্থ ব্যাপ্তুমিচ্ছা—ব্যাপ্তির ইচ্ছা, কিন্তু এস্থলে 'সন্' এর অর্থ যে ইচ্ছা, উহার কোন প্রয়োজন না থাকায়, কেবল ব্যাপ্তি রূপ অর্থই গৃহীত হইয়া থাকে। ব্যাপ্তির অর্থ—সকলের সহিত সম্বন্ধ। 'বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি সিঞ্চতি'—এই বাক্যের দ্বারা ইহাই প্রতীতি হয় যে সকল বৃক্ষেই জল সিঞ্চন করিতেছে, কোন বৃক্ষ জল সেচন করিতে বাদ যায় নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে ব্যাপ্তি বুঝাইবার জন্য 'প্রতি, পরি ও অনু'র কর্ম প্রবচনীয় সংজ্ঞা করার প্রয়োজন কি? কারণ **'নিত্যবীপ্সয়োঃ'** (৮-১-৪) সূত্রানুসারে ব্যাপ্তি বুঝাইবার জন্যই দ্বিত্ব করা হয়। সুতরাং 'বৃক্ষং বৃক্ষম্'—এইরূপ বৃক্ষের দ্বিত্বের দ্বারাই এ স্থলে ব্যাপ্তির প্রতীতি হইয়া থাকে; তাহার জন্য আর প্রতি প্রভৃতির 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা করার কোন প্রয়োজন নাই। বীপ্সা অর্থ দ্যোতন করাইবার উদ্দেশ্যে প্রতি প্রভৃতি 'কর্ম-প্রবচনীয়' সংজ্ঞা হইতে পারে না, কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা উহাদের না হইলে যে দ্বিতীয়া হইতে পারিবে না ইহাও বলা যায় না; কারণ সেচন ক্রিয়ার কর্মত্ব রূপে বৃক্ষের অন্বয় হওয়ায় **'কর্মণি দ্বিতীয়া'** (২-৩-২) ইহার দ্বারাই 'বৃক্ষ' শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি আসিতে পারে। ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে ঠিক তাহাই হইয়া থাকে, অর্থাৎ 'বীপ্সা' দ্বিত্বের দ্বারাই দ্যোতিত হইয়া থাকে। আর 'বৃক্ষ' শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তিও 'কর্মণি দ্বিতীয়া' সূত্রের দ্বারাই হইয়া থাকে, কিন্তু 'কর্মপ্রবচনীয়' যোগে উহা হয় না। তাহা হইলে বীপ্সায় 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা করার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে—গতি ও উপসর্গ সংজ্ঞার বাধ করিবার জন্যই এক্ষেত্রে কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা করা হইয়াছে। প্রতি, পরি প্রভৃতির সেচন ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হয়, ফলে উহাদের 'গতি' ও 'উপসর্গ' সংজ্ঞা যথাক্রমে 'গতিশ্চ' ও 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' এই দুইটি সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; উহাদের বাধ করিবার উদ্দেশ্যে 'বীপ্সা' বিষয়ে 'প্রতি' প্রভৃতির 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা করা হইয়াছে। 'বীপ্সা' উহার দ্বারা দ্যোতিত হয়, ইহা বুঝাইবার জন্যই 'এষু বিষয়েষু প্রতিপর্যনব উক্তসংজ্ঞাঃ স্যুঃ'—লক্ষণাদির বিষয়ে 'প্রতি' প্রভৃতির 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয় ইহা বলিয়াছেন। তাহা হইলে দীক্ষিত মতে ইহাই সিদ্ধান্ত রূপে গৃহীত হইয়াছে যে উক্ত স্থলে 'প্রতি' প্রভৃতির সেচন ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকা সত্ত্বেও 'গতি' ও 'উপসর্গ' সংজ্ঞা হইবে না; কিন্তু 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞাই হইবে।

ফলে 'বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতিসিঞ্চতি, পরিসিঞ্চতি, অনুসিঞ্চতি' ইত্যাদি স্থলে 'উপসর্গাৎ সুনোতি সুবতি' (৮-৩-৬৫) এই সূত্রানুসারে 'স'কারের 'ষত্ব' হয় না; উপসর্গ সংজ্ঞা হইলে উক্ত স্থলে 'ষত্ব' প্রসক্তি অনস্বীকার্য।

দীক্ষিতের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত ভাষ্যবিরুদ্ধ। ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন*—এস্থলে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা কেন করা হইয়াছে? সেচন ক্রিয়ার কর্ম রূপে 'বৃক্ষ' প্রভৃতিতে দ্বিতীয়া বিভক্তি সিদ্ধ আছে আর উপসর্গ সংজ্ঞার নিবৃত্তিও উহার উদ্দেশ্য নয়, কারণ ক্রিয়ার সহিত যোগ না থাকায় উপসর্গ সংজ্ঞার প্রাপ্তিই নাই। বৃক্ষ সেচন ক্রিয়ার কর্ম হইলেও কর্মত্বের অবিবক্ষা এবং সম্বন্ধত্বের বিবক্ষায় ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল, উহার বাধ করিবার জন্য এস্থলে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে। আর বৃক্ষের সেচন ক্রিয়ার কর্মত্ব থাকিলেও প্রথমেই 'প্রতি' প্রভৃতি দ্যোত্য সম্বন্ধের সহিত অন্বিত হইলে অন্তরঙ্গবশতঃ ষষ্ঠী বিভক্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহার বাধ করিবার উদ্দেশ্যে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে; সুতরাং এই সংজ্ঞা নিবন্ধন 'কর্ম-প্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া' সূত্রানুসারে 'বৃক্ষ' শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। 'বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি পক্ষিণ আসতে' ইত্যাদি অকর্মক ধাতুর প্রয়োগ স্থলে অধিকরণ সংজ্ঞার প্রাপ্তি ছিল, সেই অধিকরণ সংজ্ঞারও বাধ করিবার উদ্দেশ্যে বীপ্সা বিষয়ে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞার বিধান করা হইয়াছে। 'প্রত্যর্থং শব্দনিবেশ.'—এই বাক্যের প্রত্যর্থ শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিবার সময় ভাষ্যকার 'অর্থং অর্থং প্রতি' এইরূপ বিগ্রহ করিয়াছেন। অর্থের নিবেশন ক্রিয়া নিরূপিত অধিকরণত্ব থাকা সত্ত্বেও 'কর্মপ্রবচনীয়' যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি করা হইয়াছে। বৃত্তি বিষয়ে প্রতি, বীপ্সারও দ্যোতক হয় ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। 'প্রতি—পরি—অনু'র যদি সেচন ক্রিয়া-বিশেষের দ্যোতকত্ব থাকায় উপসর্গ সংজ্ঞা হইয়াছে—ইহা বলা হয়, তাহা হইলে আবার উহাকে

---

* কিমর্থমিদমুচ্যতে? কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা যথা স্যাৎ, গত্যুপসর্গসংজ্ঞে মা ভূতামিতে। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। যৎক্রিয়াযুক্তাস্তং প্রত্যেব গত্যুপসর্গ-সংজ্ঞে ভবতো ন চ বৃক্ষাদীন্ প্রতি ক্রিয়াযোগঃ। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্ দ্বিতীয়া যথা স্যাৎ কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে ইতি। (মহাভা. ১-৪-৪-২৩)।

বাধ করিয়া 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয়, ইহা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয ; কারণ ক্রিয়ার বিশেষক বা ভেদক হইলে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হওয়া সম্ভব নয়। 'ক্রিয়ায়া ভেদকো নায়ম্' ইত্যাদি বচনের দ্বারা উহা নিরাকৃত হইয়াছে ; সেই জন্য উপসর্গসংজ্ঞা প্রাপ্তি পূর্বক 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞার প্রাপ্তি ইহা অসম্ভব। (২-১-৯) 'অব্যয়ং বিভক্তীত্যাদি' সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার প্রতি—পরি—অনু—প্রভৃতির 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞকের কেবল সম্বন্ধ ব্যবস্থাপকত্বই স্বীকার করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য—বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর কারক-প্রকরণ)।

প্রশ্ন—'লক্ষণ, ইত্থংভূতাখ্যান' প্রভৃতি বিষয়ে প্রতি-পরি-অনুর 'কর্ম-প্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয়—ইহা বলা হইল কেন ? কেবল প্রতি, পরি ও অনুর কর্ম প্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়—ইহা বলিলে ক্ষতি কি ?

উত্তর—লক্ষণ প্রভৃতির বিষয়ে না বলিয়া যদি কেবল প্রতি, পরি প্রভৃতির 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয—এইরূপ বলা হয় তাহা হইলে যে কোন বিষয়ে উহাদের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা হইবে। যে স্থলে 'লক্ষণ ও ইত্থংভূতাখ্যান' প্রভৃতির প্রতীতি হয় না, সে স্থলেও কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা প্রসক্ত হইবে। ফলে 'বৃক্ষং পরিষিঞ্চতি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'পরি' শব্দের উপসর্গত্ব না থাকায় **'সিঞ্চতি'র 'স-কারের' 'উপসর্গাৎ সুনোতি'**—ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'ষত্ব' হইবে না ; সুতরাং 'লক্ষণ ইত্থংভূতাখ্যান' প্রভৃতির বিষয়ে প্রতি প্রভৃতির 'কর্ম-প্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয়—ইহাই বলা উচিত। ॥ ৫৫২ ॥

৫৫৩। **অভিরভাগে** (১-৪-৯১)।

ভাগবর্জে লক্ষণাদাবভিরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

হরিমভিবর্ততে। ভক্তো হরিমভি। দেবম্ দেবমভি সিঞ্চতি।

অভাগে কিম্—যদত্র মমাভিষ্যাত্তদ্দীয়তাম্।*

* প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ 'যদত্র মামভিষ্যাত্তদ্দীয়তাম্' এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত ঘটিত বাক্য প্রত্যুদাহরণরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে 'অস্' ধাতু অকর্মক হইলেও এক্ষেত্রে উপসর্গের প্রভাবে সকর্মক হইয়াছে, ফলে কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা না হওয়ার ফলে উক্ত

অনু—ভাগ ব্যতীত লক্ষণ প্রভৃতির বিষয়ে 'অভি' শব্দের 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয়। 'হরিমভিবর্ততে' হরিতে লক্ষ্য থাকিলে হয়। 'ভক্তো হরিমভি' হরি বিষয়ে ভক্তিমান্। 'দেবং দেবমভিসিঞ্চতি' প্রতিটি দেবতার অভিষেক করিতেছে। 'ভাগ ব্যতীত' ইহা কেন? যদত্রমমাভিষ্যাত্তদ্দীয়তাম্'—যাহা আমার ভাগে আছে তাহা দাও। (এস্থলে যাহাতে উক্ত সংজ্ঞা না হয়)।॥ ৫৫৩॥

৫৫৪। **অধিপরী অনর্থকৌ**। (১-৪-৯৩)।

উক্তসংজ্ঞৌ স্তঃ। কুতোঽধ্যাগচ্ছতি। কুতঃ পর্যাগচ্ছতি। গতিসংজ্ঞাবাধাৎ 'গতির্গতৌ' (সূ, ৩৯৭৭) ইতি নিঘাতো ন। ৫৫৪।

অনু—অনর্থক 'অধি' ও 'পরি' এই দুইটি 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞক হইয়া থাকে। 'কুতোঽধ্যাগচ্ছতি'—কোথা হইতে আসিতেছে? 'কুতঃ পর্যাগচ্ছতি'—কোথা হইতে আসিতেছে? গতি সংজ্ঞা বাধিত হওয়ায় **'গতির্গতৌ'** (সি, কৌ, ৩৯৭৭) ইহার দ্বারা নিঘাত হয় না।

কাঃ—'কুতোঽধ্যাগচ্ছতি' ইত্যাদি বাক্যে 'কুতঃ' পদটি অপাদানে পঞ্চম্যন্ত পদ। **'পঞ্চম্যাস্তসিল্'** (৫-৩-৭) সূত্রানুসারে পঞ্চম্যন্ত 'কিম্' শব্দের শেষে 'তসিল্' প্রত্যয় কবিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ 'কস্মাৎ'—কোথা হইতে। 'অধ্যাগচ্ছতি' ও 'পর্যাগচ্ছতি' এই দুইটি বাক্যে 'অধি' ও 'পরি' দুইটি অনর্থক। ইহাদের কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞার ফল কি? কারণ উহারা অনর্থক বলিয়া, কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা-দ্যোতা-সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। কর্মপ্রবচনীয়-দ্যোত্য-সম্বন্ধের প্রতিযোগি-পদে দ্বিতীয়া হয়, ইহা

স্থলে 'অভি' শব্দের গতিসংজ্ঞা হইয়াছে এবং উপসর্গ নিবন্ধন 'উপসর্গপ্রাদুর্ভ্যামস্তের্যচ্‌পরঃ' অনুসারে 'স্যাৎ' এর সকারের ষত্ব হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য—প্রাচ্যভারতী প্রকাশন, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ন্যাস পদমঞ্জরী পৃঃ ৬২২)

হইল 'কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া'—এই সূত্রের অর্থ। কিন্তু উক্ত স্থলে দ্যোত্য সম্বন্ধই নাই, তবে তাহার প্রতিযোগীই বা থাকিবে কি করিয়া? সুতরাং দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না। তাহা হইলে উপরিউক্ত সংজ্ঞার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন—যদি কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা না করা হইত তাহা হইলে উহাদের গতি সংজ্ঞা হইয়া যাইত, ফলে 'অধ্যাগচ্ছতি', 'পর্যাগচ্ছতি' ইত্যাদি বাক্যে 'আ' এই গতি পরে থাকায় 'অধি' ও 'পরি' এই দুইটি 'গতি'র 'গতির্গতৌ' (৮-১-৭০) সূত্রের দ্বারা নিঘাত প্রসক্ত হইত। এস্থলে 'কুতঃ'* এই পদের পরবর্তী অধি ও পরি এই দুইটির নিঘাত হয় নাই। উক্তস্থলে 'অধি' ও 'পরি' এই দুইটির 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা করার ফল হইল—গতি সংজ্ঞার অভাব। 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞাটি 'গতি' ও 'উপসর্গ' সংজ্ঞার অপবাদ—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সংজ্ঞার দ্বারা 'গতি' সংজ্ঞা বাধিত হওয়ায়, উক্ত প্রয়োগে পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে প্রাপ্ত 'নিঘাতে'রও বাধ হইয়া থাকে। গতি সংজ্ঞার অভাব প্রযুক্ত নিঘাতের অভাবই উক্ত সংজ্ঞার ফল। প্রশ্ন হইতে পারে যে উপরিউক্ত বাক্যে 'অধি' ও 'পরি' অনর্থক, উহাদের অর্থান্তরের দ্যোতকতা নাই। অর্থান্তরের দ্যোতকই হইল ক্রিয়ার বিশেষক, তাহা উক্ত স্থলে নাই; সুতরাং ক্রিয়ার সহিত যোগ না থাকায় 'গতি' সংজ্ঞারই বা প্রাপ্তি থাকে কি করিয়া? 'গতি' সংজ্ঞার প্রাপ্তি না থাকিলে, তাহার বাধ করিবারও কোন প্রয়োজন থাকে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'প্রভবতি', 'পরাভবতি', 'অনুভবতি' ইত্যাদি স্থলে যেমন 'প্র', 'পরা' প্রভৃতির অর্থান্তরের দ্যোতকতা থাকে, সেইরূপ এস্থলে না থাকিলেও কেবল ধাত্বর্থ মাত্রের দ্যোতকতা

* 'পদাৎ' (৮।১।১৭) হইতে সূত্রটি অনুবর্তিত হয়, ফলে পদের পরবর্তী গতির গতি পরে থাকিতে নিঘাত বিহিত হইয়া থাকে। উক্ত উদাহরণে দীক্ষিত 'কুতঃ'—এই পদটির এইজন্যই প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহাতে পদের পরে থাকায় অধি ও পরি শব্দের উপরিউক্ত সূত্র অনুসারে নিঘাতের প্রসক্তি হইতে পারে। কাশিকার মতে উক্তসূত্রে 'পদাৎ' সূত্রটি অনুবর্তিত হয় না, উহার পূর্ববর্তী 'কুৎসনে চ' (৮।১।৬৯) সূত্রে 'পদাৎ'—এই অধিকারের নিবৃত্তি হইয়াছে—পদাদিতি নিবৃত্তম্। (দ্রঃ কাশিকা)

আছেই, সেই ধাত্বর্থ-মাত্রের দ্যোতকতা অবলম্বনে উহাদের গতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে কোন বাধা নাই। সুতরাং গতি সংজ্ঞার বাধ করিবার জন্যই উক্তক্ষেত্রে কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা করা হইয়াছে। ফলে উক্ত প্রয়োগে নিঘাত হইল না। ॥ ৫৫৪ ॥

৫৫৫। **সুঃ পূজায়াম্।** (১-৪-৯৪)।

সুসিক্তম্, সুস্তুতম্। অনুপসর্গত্বান্ন ষঃ। পূজায়াম্ কিম্—সুষিক্তম্, কিং স্যাৎ[১] তবাত্র। ক্ষেপোঽয়ম্। ৫৫৫।

অনু—'সু' এই শব্দের দ্বারা পূজা অর্থ বুঝাইলে উহার 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয়। 'সুসিক্তং ভবতা' আপনি উত্তমরূপে স্তুতি করিয়াছেন। পূজা অর্থে কেন? 'সুষিক্তং কিং স্যাত্তবাত্র'—এখানে ভালভাবে সেচন করা কি তোমার সম্ভাবনা আছে? ইহা নিন্দা।

কাঃ—'সুসিক্তম্' ইত্যাদি স্থলে 'সু' পূজার্থের দ্যোতক হওয়ায় উহার 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হইয়াছে। পূজা অর্থাৎ প্রশংসা। এস্থলে ধাতুর অর্থ যে সেচনক্রিয়া উহার পূজাত্ব দ্যোতন করিবার জন্য 'সু' প্রযুক্ত হইয়াছে। সেক-ক্রিয়ার প্রশংসা দ্যোতিত হইয়াছে। এইরূপ 'সুস্তুতম্' প্রভৃতি ক্ষেত্রেও স্তুতি ক্রিয়ার পূজাত্ব দ্যোতক 'সু'। উপসর্গ-সংজ্ঞা বাধিত হওয়ায় **'উপসর্গাৎ সুনোতি—'**(৮-৩-৬৫) ইত্যাদি সূত্রে 'ষত্ব' হয় না। 'সু' শব্দের দ্বারা সর্বক্ষেত্রেই পূজা অর্থের প্রতীতি হয়, পূজা অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থে উহার প্রয়োগ নাই; সুতরাং উক্ত সূত্রে 'পূজায়াম্' পদটির প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন—'সুষিক্তং কিং স্যাত্তবাত্র'—সম্যক্ রূপে সেচন করিয়াছ ইহাতে তোমার কি হইবে? এ-স্থলে পূজা অর্থের প্রতীতি হয় না; কিন্তু নিন্দা অর্থের প্রতীতি হয়। এই সকল ক্ষেত্রে যে স্থলে ক্ষেপ বা নিন্দা অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, সেস্থলে যাহাতে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা না হয়; সেইজন্য উক্ত সূত্রে 'পূজায়াম্' এই পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে। উপরিউক্ত বাক্যের দ্বারা সেচনকর্তার নিন্দা বুঝাইয়া থাকে। তুমি ভালভাবে সেক করিয়াছ

১ স্যাদিতি বালমনোরমাসুবোধেন।

কিন্তু ইহাতে তোমার কি ?* অর্থাৎ তোমার কিছুই নয় ; প্রশংসা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে না।—এস্থলে কর্তার ক্ষেপ বা নিন্দার প্রতীতি হওয়ায়, 'কর্ম-প্রবচনীয়' সংজ্ঞা হইল না ; ফলে উপসর্গ সংজ্ঞা হয় ; এবং তৎপ্রযুক্ত 'উপ-সর্গাৎ সুনোতি—' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়া থাকে। ক্রিয়াগত পূজ্যত্ব দ্যোতনের দ্বারা যদি ক্রিয়ার কর্তারও পূজ্যত্বের প্রতীতি হয়, তাহা হইলেই সেই স্থলে 'সু' এর কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। আর যে স্থলে ক্রিয়ার পূজ্যত্বের দ্বারা ক্রিয়ার কর্তার পূজ্যত্ব দ্যোতিত হয় না, সেস্থলে উক্ত সংজ্ঞা হয় না। 'সুসিক্তম্' এই বাক্যে সেক ক্রিয়ার পূজ্যত্বের দ্বারা উহার কর্তার পূজ্যত্ব দ্যোতিত হইয়াছে। কিন্তু 'সুষিক্তং কিং স্যাত্তবাত্র'—এই বাক্যে ক্রিয়াগত পূজ্যত্বের দ্যোতনের দ্বারা উহার কর্তার পূজ্যত্ব দ্যোতিত হয় না, কিন্তু ক্ষেপ বা নিন্দা দ্যোতিত হয়। ॥ ৫৫৫ ॥

৫৫৬। **অতিরতিক্রমণে চ**। (১-৪-৯৫)।

অতিক্রমণে পূজায়াং চ অতিঃ কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞঃ স্যাৎ। অতি দেবান্ কৃষ্ণঃ। ৫৫৬।

অনু—'অতিক্রমণ' ও পূজার্থ বুঝাইলে 'অতি' এই শব্দটির কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। 'অতিদেবান্ কৃষ্ণঃ'—কৃষ্ণ দেবতাদিগকে অতিক্রমণ করিয়া আছেন।

কাঃ—'অতি দেবান্ কৃষ্ণঃ' এস্থলে অতিক্রমণ অথবা পূজ্যত্ব অর্থ। উচিতাদধিকানুষ্ঠানম্—অতিক্রমণম্, যাহা করা উচিত তাহার অপেক্ষা অধিক অনুষ্ঠান করা অতিক্রমণের অর্থ। সংরক্ষণে অন্য দেবতাদের অপেক্ষায় কৃষ্ণ অধিক। অর্থাৎ যতটা সামর্থ্য থাকা উচিত তাহার অপেক্ষা অধিক করেন। পূজা অর্থে দেবতাদেরও পূজনীয়। যথাক্রমে 'অধিকানুষ্ঠাতৃত্ব' ও দেব কর্তৃক পূজা বিষয়ত্ব রূপ সম্বন্ধ দ্যোতিত হইয়াছে। 'কুগতিপ্রাদয়' (২-২-১৮) সূত্রানুসারে সমাস হয় না ; কারণ 'স্বতি পূজায়াম্' ইহার দ্বারা নিয়ম করা হয় যে পূজা অর্থেই 'সু' ও 'অতি' শব্দের সমাস হয় কিন্তু অন্য অর্থে হয়

---

* তোমার দ্বারা ভালভাবে সেচন করাতে সন্দেহ রহিয়াছে। এই জন্য এক্ষেত্রে তোমার নিন্দা ব্যতীত প্রশংসা লাভ হইবে না।

না। সুতরাং অতিক্রমণ অর্থ বুঝাইলে 'অতি'র সহিত 'দেব' পদের সমাস হইবে না। পূজা অর্থ বুঝাইলে উহাদের অবশ্যই সমাস হওয়া উচিত, কিন্তু সেক্ষেত্রে ভাষ্যকারের অনভিধানের দ্বারা সমাধান করিতে হইবে, ইহাতে উপায়ান্তর নাই। ॥ ৫৫৬ ॥

৫৫৭। **অপিঃ পদার্থসংভাবনাঽন্ববসর্গগর্হাসমুচ্চয়েষু।** (১-৪-৯৬)।

এষু দ্যোত্যেষ্বপিরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ। সর্পিষোঽপি স্যাৎ। অনুপসর্গত্বান্ন ষঃ। সম্ভাবনায়াং লিঙ্। তস্যা এব বিষয়ভূতে ভবনে কর্তৃদৌর্লভ্যপ্রযুক্তং দৌর্লভ্যং দ্যোতয়ন্নপিশব্দঃ স্যাদিত্যনেন সম্বধ্যতে। সর্পিষ ইতি ষষ্ঠী ত্বপিশব্দবলেন গম্যমানস্য বিন্দোরবয়বাবয়বিভাবসম্বন্ধে। ইয়মেব হ্যপিশব্দস্য পদার্থদ্যোতকতা নাম। দ্বিতীয়া তু নেহ প্রবর্ত্ততে, সর্পিষো বিন্দুনা যোগো ন ত্বপিনেত্যুক্তত্বাৎ। অপি স্তুয়াদ্বিষ্ণুম্। সম্ভাবনং শক্ত্যুৎকর্ষমাবিষ্কর্তুমত্যুক্তিঃ। অপিস্তুহি, অন্ববসর্গঃ কামচারানুজ্ঞা। ধিগ্ দেবদত্তম্, অপি স্তুয়াদ্ বৃষলম্, গর্হা। অপি সিঞ্চ, অপিস্তুহি, সমুচ্চয়ে। ৫৫৭।

অনু—অপ্রযুজ্যমান পদান্তরের অর্থ, সম্ভাবনা, যথেচ্ছ অনুজ্ঞা, নিন্দা ও সমুচ্চয়, এই সকল অর্থ দ্যোতিত হইলে 'অপি' শব্দের 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয়। 'সর্পিষোঽপি স্যাৎ'—ঘৃতবিন্দুরও সম্ভাবনা আছে। উপসর্গত্বের অভাববশতঃ ষত্ব হয় না। সম্ভাবনা অর্থে লিঙ্ লকার উহার বিষয় স্বরূপ সত্তায়, কর্তার দুর্লভতা নিবন্ধন দুর্লভতা দ্যোতন করিয়া 'স্যাৎ'—এই ক্রিয়া পদের সহিত 'অপি' শব্দটি অন্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু 'সর্পিষঃ'—এই ষষ্ঠী বিভক্তি 'অপি' শব্দের বলে প্রতীয়মান বিন্দুর অবয়ব অবয়বিভাব সম্বন্ধে—ইহাই হইল 'অপি' শব্দের পদার্থদ্যোতনকারিতা। ইহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না, যেহেতু বিন্দুর সহিত 'সর্পিষ্' শব্দের সম্বন্ধ; কিন্তু 'অপি' শব্দের সহিত নয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। 'অপি স্তুয়াদ্বিষ্ণুম্'—বিষ্ণুকেও স্তুতি করিতে পারে। সম্ভাবনা—শক্তির উৎকর্ষ প্রকাশের জন্য উৎকট কল্পনা। 'অপি স্তুহি'—স্তুতি কর বা না কর। অন্ববসর্গ—যথেচ্ছ অনুজ্ঞা।

'ধিগ্ দেবদত্তমপিস্তুয়াদ্ বৃষলম্'—দেবদত্তকে ধিক্কার যে বৃষলকেও স্তুতি করে—নিন্দা। 'অপিসিঞ্চ', 'অপিস্তুহি'—সেচন কর, স্তুতিও কর—সমুচ্চয়।

কাঃ—পদার্থ, সম্ভাবন, অন্ববসর্গ, গর্হা ও সমুচ্চয়—এই পাঁচটি পদের দ্বন্দ্ব সমাস হইলে 'পদার্থশ্চ সম্ভাবনঞ্চ অন্ববসর্গশ্চ গর্হা চ সমুচ্চয়শ্চ'='পদার্থ-সম্ভাবনান্ববসর্গগর্হাসমুচ্চয়াঃ'—এইরূপ বিগ্রহ পূর্বক পদ হইবে।

অপ্রযুজ্যমান পদান্তরের অর্থই এস্থলে পদার্থ-পদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। কেবল পদের অর্থই পদার্থ নয়। যদি পদার্থের দ্বারা স্বপদের অর্থ অথবা সম্বন্ধি পদের অর্থ গৃহীত হইত, তাহা হইলে 'পদার্থ' পদের উপাদানই সূত্রে নিষ্প্রয়োজন হইত। কারণ 'অপি' পদের অর্থ, অথবা 'অপিপদসম্বন্ধি-স্যাৎ'—এই ক্রিয়াপদের অর্থ—দুইই পদার্থ। উহাদের গ্রহণের জন্য পদার্থ-পদের উপাদানের কোন প্রয়োজন থাকে না।* সুতরাং পদার্থের দ্বারা বিশিষ্ট পদার্থের গ্রহণ করাই সূত্রাকারের তাৎপর্য, তাহা হইল **'অপ্রযুজ্যমান'** পদের অর্থ। উহার দ্যোতক 'অপি' শব্দের কর্ম-প্রবচনীয় সংজ্ঞা হইয়া থাকে। 'সর্পিষোঽপি স্যাৎ'—এই বাক্যটিই উহার উদাহরণ। ইহাতে যে 'অপি' শব্দের প্রয়োগ আছে, উহা অপ্রযুজ্যমান পদার্থের দ্যোতক। যে স্থলে ঘৃতের দৌর্লভ্যবশতঃ ভোজন কর্তাদের অতি অল্পমাত্রায় ঘৃত পরিবেষিত হয়, সেইস্থলে এইরূপ বাক্যের ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ঘৃত বিন্দুর অস্তিত্বের দুষ্প্রাপ্যতাই উক্ত বাক্যে প্রযুক্ত 'অপি' শব্দের দ্বারা প্রকাশ পায়। তাহা কি ভাবে প্রকাশ পায়, উহার বিবরণ এইরূপ—

'সর্পিষোঽপি স্যাৎ' এই বাক্যে 'স্যাৎ' এই ক্রিয়া পদের প্রয়োগ আছে, কিন্তু কোন কারকের উল্লেখ না থাকিলেও উহার সামর্থ্যবশতঃ অধ্যাহার করা হয়; কিন্তু কোন্ কারকের অধ্যাহার হইবে? যে কারকের প্রতীতি হয়—সেই কারকেরই অধ্যাহার করিতে হইবে। 'স্যাৎ' এই ক্রিয়াপদটি 'অস্' এই অকর্মক ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া কর্মকারকের প্রতীতি হয় না, সেইজন্য উহার অধ্যাহারও করা যায় না। কর্তার অবশ্যই

* কোন পদের উল্লেখ করিলে, উহার দ্বারা স্বার্থ অথবা স্ব-সম্বন্ধি পদের অর্থ স্বাভাবিকরূপেই অবগত হইয়া থাকে।

প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কি ভাবে হয়? এই ভাবে হইয়া থাকে —**'উপসংবাদাশংকয়োশ্চ'** (৩-৪-৮) এই সূত্রের ভাষ্যে 'উপসংবাদাশঙ্কয়োর্লিঙ্ বাচ্যঃ'—এই পঠিত বার্তিকানুসারে 'আশঙ্কা' অর্থে 'অস্' ধাতুর কর্তায় 'লিঙ্-ল'কারে স্যাৎ পদটি হইয়াছে। 'আশংকার অর্থ উৎকট শঙ্কা অথবা সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার বিষয় হইল 'অস্' ধাতুর অর্থ ভবন বা সত্তা। 'সম্ভাবনা' ইহা 'লিঙ্' এই প্রত্যয়ের অর্থ হওয়ায় উহার প্রকৃত্যর্থের সহিত অন্বয় হওয়া স্বাভাবিক। 'প্রকৃত্যর্থান্বিতস্বার্থবোধকত্বম্' অর্থাৎ প্রত্যয়ের অর্থ, প্রকৃতির-অর্থের সহিত অন্বিত হইয়া উহার স্বার্থ বোধ করাইয়া থাকে। প্রকৃতি হইল এক্ষেত্রে 'অস্' ধাতু এবং উহার অর্থ—ভবন বা সত্তা। এই ভবন বা সত্তার সহিত অন্বিত হইয়াই উহার স্বার্থবোধ করায় বলিয়া সম্ভাবনার বিষয় স্বরূপ যে ভবন উহার কর্তা এতদ্রূপ বোধ হয়, সুতরাং এইভাবে কর্তার প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত প্রকারে যে কর্তার বোধ হয়, উহা সামান্যরূপ, বিশেষরূপে নয়। এক্ষেত্রে বিশেষরূপে কর্তা হইল বিন্দু, 'সর্পিষঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত প্রয়োগের দ্বারা উহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অবয়বাবয়বি-ভাব সম্বন্ধে উহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি আসিয়াছে। সর্পিষ্ বা ঘৃতই হইল অবয়বী, কিন্তু অবয়ব কোথায়? অবয়বি-বাচক-শব্দের প্রয়োগ থাকায় অবয়ব-বাচক শব্দের আকাঙ্ক্ষাবশতঃ উহার অধ্যাহার হইয়া থাকে, ইহাই হইল অপ্রযুজ্যমান পদান্তর। আর এই অপ্রযুজ্যমান পদান্তর বিন্দু উপরিউক্ত প্রকারে 'অপি' শব্দের দ্বারা দ্যোত্য। অপি শব্দ দ্যোত্য বিন্দুরূপ কর্তৃবিশেষের সম্ভাবনা বিষয়ে প্রকৃতির অর্থে ভবন বা সত্তায় অন্বয় হইয়া থাকে। কিন্তু বিন্দুরূপ কর্তার প্রকৃতির অর্থ ভবনের সহিত কোন্ সম্বন্ধে অন্বয় হইবে? সম্ভবতঃ কর্তার সহিত ধাত্বর্থ ব্যাপারের আশ্রয়তা সম্বন্ধেই অন্বয় হয়। কারণ ধাত্বর্থব্যাপারের আশ্রয় কর্তা। কিন্তু এক্ষেত্রে সে সম্বন্ধে কর্তার প্রকৃত্যর্থ ভবনরূপ ব্যাপারের সহিত অন্বয় হয় না। বরং দৌর্লভ্য-প্রযুক্ত দৌর্লভ্য সম্বন্ধে উহার অন্বয় হইয়া থাকে। সম্ভাবনা হইলেই প্রাপ্তি বিষয়ে সন্দেহ হয়—প্রাপ্তি হইবে কি না! কর্তার প্রাপ্তি বিষয়ে সম্ভাবনা না থাকিলে উহার সত্তা বা অস্তিত্বেরও প্রাপ্তি বিষয়ে সম্ভাবনা হইবে কি প্রকারে? সুতরাং ঘৃত-বিন্দুর দুষ্প্রাপ্যতার জন্য উহার সত্তা বা অস্তিত্বের দুষ্প্রাপ্যতা অনিবার্য। এইজন্য বিন্দুরূপ কর্তার দৌর্লভ্য

প্রযুক্ত উহাতে আশ্রিত সত্তা বা ভবন রূপ ক্রিয়ারও দৌর্লভ্য বা দুষ্প্রাপ্যতার দ্যোতন করাইয়া 'অপি' শব্দটি 'স্যাৎ' এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে। ইহাই হইল 'অপি' শব্দের পদার্থ দ্যোতকতা। 'বিন্দু' এই কর্তৃ-বিশেষ 'অপি' শব্দের দ্যোত্য এবং দৌর্লভ্য প্রযুক্ত 'দৌর্লভ্য' রূপ সম্বন্ধও 'অপি' শব্দ দ্যোত্য। 'অপি' শব্দের দ্যোত্য যে বিন্দু পদ উহার, লিঙ্-এর প্রকৃত্যর্থ ভবন বা সত্তায়, অপি শব্দ দ্যোত্য—দৌর্লভ্য প্রযুক্ত 'দৌর্লভ্য' রূপ সম্বন্ধেই অন্বিত হয়। সুতরাং 'সর্পিরবয়বিন্দুদৌর্লভ্যপ্রযুক্তদৌর্লভ্যবতী, তদভিন্নৈক-কর্তৃকা সম্ভাবনা বিষয়া সত্তা'—ঘৃতের অবয়ব বিন্দুর দুষ্প্রাপ্যতার জন্য যে দুষ্প্রাপ্যতা, সেই দুষ্প্রাপ্যতা প্রযুক্ত সম্ভাবনার বিষয়-স্বরূপ সত্তা—এই রূপ বাক্যার্থ বোধ হইয়া থাকে।

এ-স্থলে 'অপি' শব্দের 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হইয়াছে এবং 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞার জন্য পূর্বোক্ত বাক্যার্থ বোধ হয়, কিন্তু কেবল বাক্যার্থ-বোধ হওয়া তো উক্ত সংজ্ঞার ফল হয় না; বিধি বা নিষেধ রূপ ফল হওয়াই বাঞ্ছনীয়—তাহা কি? ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন—এক্ষেত্রে 'অপি' শব্দের 'কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হওয়ায় উপসর্গ সংজ্ঞা বাধিত হইল, ফলে উহার উপসর্গত্ব না থাকায় 'স্যাৎ এই পদের 'স'-কারের স্থানে ষত্ব হয় না। **'উপসর্গ প্রাদুর্ভ্যামস্তির্যচ্‌পরঃ'** (৮-৩-৮৭) সূত্রানুসারে ষত্ব--প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু 'অপি' শব্দের উপসর্গত্ব না থাকায় উহার পরবর্তী 'স'-কারের ষত্ব হইল না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'অপি' এই 'কর্মপ্রবচনীয়ের সহিত যুক্ত থাকায় 'সর্পিষ্' শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে না কেন? 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞার ফল যেমন 'স'-কারের ষত্বাভাব, সেইরূপ দ্বিতীয়াও। সুতরাং দ্বিতীয়া বিভক্তি হইল না কেন?

ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে 'অপি' শব্দের সহিত বিন্দুর যোগ আছে; কিন্তু 'সর্পিষ্' শব্দের সহিত উহার যোগ নাই। 'কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া'—এই সূত্রের অর্থ—'কর্মপ্রবচনীয়' দ্যোত্য যে সম্বন্ধ উহার প্রতিযোগি-শব্দে দ্বিতীয়া হয়; এক্ষেত্রে 'অপি' শব্দ দ্যোত্য—দৌর্লভ্য প্রযুক্ত্য দৌর্লভ্য-রূপ সম্বন্ধের প্রতিযোগী হইল বিন্দু, কিন্তু 'সর্পিষ্' নয়; সুতরাং 'সর্পিষ্' শব্দের সহিত 'অপি' শব্দের যোগ না থাকায় উহাতে দ্বিতীয়া-বিভক্তি

হয় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহাহইলেঅপি শব্দের দ্যোত্য—পূর্বোক্ত সম্বন্ধের প্রতিযোগি-বিন্দু পদেই দ্বিতীয়া বিভক্তি কেন হয় না ? উহার উত্তরে বক্তব্য যে—বিন্দু পদটি পূর্বোক্ত সম্বন্ধের প্রতিযোগী হইলেও উহার উক্ত বাক্যে প্রয়োগ করা হয় নাই—উহা অপ্রযুজ্যমান। যাহার প্রয়োগ করা হয় নাই, কিন্তুআকাঙ্ক্ষাবশত অধ্যাহৃতএইরূপ বিন্দুপদে দ্বিতীয়া-বিভক্তি কখনই হইতে পারে না। 'সর্পিষ্' শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু উহা পূর্বোক্ত সম্বন্ধের প্রতিযোগী নয়—আর যাহা পূর্বোক্ত সম্বন্ধের প্রতিযোগী উহার প্রয়োগ নাই ; সেইজন্য এস্থলে দ্বিতীয়া-বিভক্তির প্রাপ্তি একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং উপরি উক্ত উদাহরণ বাক্যে 'অপি' শব্দের উপসর্গত্ব না থাকায়, 'স'-কারের ষত্ব হয় না। ইহাই হইল উক্ত ক্ষেত্রে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হওয়ার ফল।

'স্যাৎ' এই ক্রিয়া পদটি অকর্মক 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া কর্মকারকের অধ্যাহার হইতে পারে না, বরং কর্তৃকারকেরই অধ্যাহার হইয়া থাকে। সকর্মক ধাতুর প্রয়োগক্ষেত্রে কর্ম কারকেরও অধ্যাহার হইতে পারে ; যেমন 'সর্পিষোঽপি পিবেৎ' এই বাক্যে সকর্মক ধাতুর প্রয়োগ থাকায় 'বিন্দুম্', 'মাত্রম্' প্রভৃতি দ্বিতীয়ান্ত কর্মকারকের অধ্যাহার হইয়া থাকে। মূলে যে 'উক্তস্থাৎ'' বলা হইয়াছে উহার অর্থ 'উক্তপ্রায়াৎ' অর্থাৎ 'অপি শব্দের 'স্যাৎ' এই ক্রিয়ার সহিত যোগ আছে, ইহা—বলাতে, 'স্যাৎ' এই ক্রিয়ার সহিত 'অপি'র যোগ আছে ; কিন্তু উহার 'সর্পিষ্' এর সহিত যোগ নাই, ইহাই এক প্রকার বলা হইয়াছে।

সম্ভাবনার অর্থ হইল শক্তির উৎকর্ষ প্রকাশ করা। 'অপি' শব্দের দ্বারা ক্রিয়াগত সম্ভাবনা দ্যোতিত হইয়া থাকে। এস্থলে 'অপি' শব্দ সম্ভাবনাত্বের দ্যোতক এবং পূর্বে সম্ভাবনার বিষয় দৌর্লভ্যের দ্যোতক 'অপি' শব্দ ; এইরূপ পূর্বের সহিত ইহার ভেদ বুঝিতে হইবে। যেমন 'অপিস্তুয়াদ্বিষ্ণুম্'—বিষ্ণুকেও স্তুতি করিবার শক্তি আছে। ইহার দ্বারা অন্য দেবতার স্তুতি করা যে অতি সহজ ব্যাপার, তাহাই মনে হয় ; যে অবাঙ্মনসগোচর বিষ্ণুকেও স্তুতি করিতে সক্ষম, সে যে অন্য দেবতার স্তুতি অনায়াসেই করিতে পারে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ যিনি বাক্ ও মনের গোচর নন, তাঁহার স্তুতি করা কঠিন। এই উদাহরণ বাক্যেও 'অপি' শব্দের 'কর্ম-

প্রবচনীয়' সংজ্ঞা হওয়ার ফলে 'স্তুয়াৎ' পদের 'স'-কারের 'উপসর্গাৎ সুনোতি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ষত্ব হইল না।

অন্ববসর্গের অর্থ কামচারানুজ্ঞা অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে প্রবৃত্তি। যেমন 'অপিস্তুহি' এই বাক্যে 'অপি' শব্দ ইচ্ছানুসারে স্তুতিতে প্রবৃত্তি করাইবার দ্যোতক। স্তুতি কর অথবা করিওনা; যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিও। ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য। 'স্তুহি' পদটি 'ষ্টুঞ্ স্তুতৌ' ধাতুর লোট্ লকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। **'প্রৈষাতিসর্গপ্রাপ্তকালেষু কৃত্যাশ্চ'** (৩-৩-১৬৩) এই সূত্রানুসারে 'লোট্' লকার হইয়া থাকে।

'গর্হা'র অর্থ নিন্দা। ইহার উদাহরণ—'অপিস্তুয়াদ্বৃষলম্'—বৃষলকেও স্তুতি করে। এই বাক্যের দ্বারা নিন্দা অর্থের প্রতীতি হয়। ক্রিয়াগত নিন্দাত্বদ্যোতন করিয়া কর্তারও নিন্দাত্বদ্যোতন করান 'অপি' শব্দের কার্য। উক্ত বাক্যে বৃষল পদের সমভিব্যাহার বশতঃ স্তুতির নিন্দা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গেই স্তুতি কর্তারও নিন্দা দ্যোতিত হইয়া থাকে। ইহাতে 'গর্হা' অর্থে **'গর্হায়াং লডপিজাত্বোঃ'** (৩-৩-১৪২) সূত্রানুসারে 'লট্' লকার প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু তাহাকে পরত্ব বা অন্তরঙ্গত্ব বশতঃ বাধ করিয়া সম্ভাবনায় 'লিঙ্' লকার হয়।

সমুচ্চয়ের উদাহরণ 'অপিসিঞ্চ', 'অপিস্তুহি'-সেচন কর, স্তুতিও কর। এই বাক্যের দ্বারা সেচন ও স্তুতি ক্রিয়ার সমুচ্চয় প্রকাশ পায়। উক্ত বাক্যদ্বয়ে 'অপি' শব্দের দ্বারা সেচন ও স্তুতি দুইটি ক্রিয়ার সমুচ্চয় দ্যোতিত হয়। সমুচ্চয় দ্যোতক 'অপি' শব্দের কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা করার ফল হইল দুইটি বাক্যে যথাক্রমে 'সিঞ্চ' ও 'স্তুহি' পদের 'স'-কারের 'উপসর্গাৎ সুনোতি' (৮-৩-৬৫) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'ষত্ব' হয় না। 'ষত্বে'র অভাবই এই সকল ক্ষেত্রে 'কর্ম-প্রবচনীয়' সংজ্ঞার ফল। ।৫৫৭।

৫৫৮। **কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে।** (২-৩-৫)।

ইহ দ্বিতীয়া স্যাৎ। মাসং কল্যাণী। মাসমধীতে। মাসং গুড়ধানাঃ। ক্রোশং কুটিলা নদী। ক্রোশমধীতে। ক্রোশং গিরিঃ। অত্যন্তসংযোগে কিম্—মাসস্য দ্বিরধীতে। ক্রোশস্যৈকদেশে পর্বতঃ। ।৫৫৮।

অনু—অত্যন্ত সংযোগের প্রতীতি হইলে কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দে দ্বিতীয়া হয়। 'মাসং কল্যাণী'—মাস ব্যাপী কল্যাণযুক্তা। 'মাসমধীতে' —একমাস নিরন্তর অধ্যয়ন করে। 'মাসং গুড়ধানাঃ'—মাস ব্যাপী গুড় মিশ্রিত খই (অবলম্বন করে)। 'ক্রোশং কুটিলা নদী'—নদীটি ক্রোশ ব্যাপী কুটিল। 'ক্রোশমধীতে'—এক ক্রোশ নিরন্তর অধ্যয়ন করিতেছে। 'ক্রোশং গিরিং'—ক্রোশ ব্যাপী পর্বত। অত্যন্তসংযোগে কেন? 'মাসস্য দ্বিরধীতে' মাসের দুইদিন পড়ে। 'ক্রোশস্যৈকদেশে পর্বত:'—ক্রোশের একাংশে পর্বত।

কাঃ—এই সূত্রে কাল শব্দের দ্বারা' কালবাচক শব্দ'—মাস, বর্ষ প্রভৃতির গ্রহণ হয়, কিন্তু 'স্বং রূপং শব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা' অনুসারে স্বরূপের গ্রহণ হয় না। ইহাতে **'কালাঃ' 'অত্যন্তসংযোগে চ'** (২-১-২৮, ২৯) দ্বারা সমাস বিধানই প্রমাণ। এই সূত্রের দ্বারা অত্যন্তসংযোগ বুঝাইলে কালবাচক দ্বিতীয়ান্ত পদের তৎপুরুষ সমাস বিধান করা হইয়াছে, যেমন 'মুহূর্তসুখম্' ইত্যাদি। 'কালাঃ' এই সূত্রের বহুবচন নির্দেশের দ্বারা কালবাচক শব্দ মুহূর্ত প্রভৃতির গ্রহণ হয়; কিন্তু দ্বিতীয়ার বিধায়ক সূত্রে যদি স্বরূপের গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে 'মুহূর্ত' প্রভৃতি কালবাচক শব্দে অত্যন্ত সংযোগ বুঝাইতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হওয়া অসম্ভব। আর যদি দ্বিতীয়া বিভক্তি না হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত সংযোগে দ্বিতীয়ান্ত কালবাচক শব্দের 'তৎপুরুষ' সমাস বিধানের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না, সুতরাং অত্যন্ত সংযোগে কালবাচক দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস-বিধানের দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হইয়া থাকে যে এস্থলে 'কাল' পদের দ্বারা 'কালবাচক' শব্দ মাস, বর্ষ, মুহূর্ত প্রভৃতির গ্রহণ হইবে; কিন্তু স্বরূপের গ্রহণ হইবে না; কাল শব্দের সাহচর্যবশতঃ 'অধ্ব' শব্দের দ্বারাও অধ্ববিশেষ-বাচক ক্রোশ যোজন প্রভৃতির গ্রহণ হইবে, কিন্তু স্বরূপ মাত্রের গ্রহণ হইবে না।

'কাল' ও 'অধ্ব' শব্দের দ্বারা যদি স্বরূপের গ্রহণ হয়, তাহা হইলে কাল ও অধ্বের সহিত অত্যন্তসংযোগ বুঝাইলে কাল ও অধ্ব শব্দে দ্বিতীয়া হয়—ইহাই সূত্রার্থ হইবে; কিন্তু কাল ও অধ্বের সহিত কোন পদার্থেরই নিরন্তর সংযোগ সম্ভব নয়। কালের কোন সীমা নাই। সেই অসীম কালের সহিত কোন সসীম পদার্থের নিরন্তর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আর 'অধ্ব' অর্থাৎ

পথও অসীম, উহার সহিত কোনও পদার্থের নিরন্তর সম্বন্ধ হইতে পারে না। সেইজন্য কাল ও অধ্ব এস্থলে কাল-বিশেষ ও অধ্ববিশেষের বোধক। সুতরাং কাল-বিশেষ বাচক ও অধ্ব-বিশেষ বাচক শব্দে দ্বিতীয়া হয় অত্যন্তসংযোগ বুঝাইলে—ইহাই সূত্রের অর্থ হইবে।

'অন্তমতিক্রান্তঃ', অত্যন্তঃ—যাহা অন্তকে অতিক্রমণ করিয়াছে অর্থাৎ অন্ত বা বিরামহীন। 'অত্যন্তঃ সংযোগঃ'='অত্যন্তসংযোগঃ'—অন্ত বা বিরামহীন সংযোগ। ক্রিয়া বা গুণের সহিত—মাস, বর্ষ, ক্রোশ প্রভৃতি সংযোগ হওয়া অসম্ভব, সেইজন্য সংযোগ শব্দের অর্থ এস্থলে সম্বন্ধ। সুতরাং অত্যন্তসংযোগের অর্থ হইল—বিরামহীন বা নিরন্তর সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তি।

কালবিশেষ ও অধ্ববিশেষের সহিত বিরামহীন সম্বন্ধ বুঝাইলে কাল-বিশেষ-বাচক ও অধ্ব-বিশেষ বাচক শব্দে দ্বিতীয়া হয়—ইহা হইল সূত্রের অর্থ। কাল-বিশেষের ও অধ্ব-বিশেষের দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার সহিত নিরন্তর সম্বন্ধ বুঝাইলে দ্বিতীয়া হয়—ইহা বলিলে কোন্ শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইলে, কাল ও অধ্ব শব্দ সূত্রে শ্রুত আছে যেহেতু, সেইজন্য কাল বিশেষ বাচক ও অধ্ব-বিশেষ বাচক শব্দেই দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে, ইহাই এস্থলে নিষ্কর্ষ। দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার সহিত কাল বিশেষ ও অধ্ব-বিশেষের যদি নিরন্তর সম্বন্ধ বুঝায়, তাহা হইলে কালবিশেষ বাচক ও অধ্ব-বিশেষ বাচক শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে—ইহাই সারমর্ম।

ভট্টোজি দীক্ষিত যথাক্রমে গুণ. ক্রিয়া ও দ্রব্যের সহিত নিরন্তর সম্বন্ধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যেমন—'মাসং কল্যাণী'—এস্থলে গুণের সহিত ত্রিংশৎদিনাত্মক মাসের নিরন্তর সম্বন্ধের প্রতীতি হয়। মাসের প্রতিটি অবয়বের সহিত কল্যাণ রূপ গুণের বিরামহীন সম্বন্ধ বুঝাইয়া থাকে। ত্রিশদিনে মাস হয়, সুতরাং ত্রিশ দিনের প্রতিদিনই কল্যাণ বা মঙ্গলময়। ইহা উক্ত উদাহরণ বাক্যের দ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকে।

'মাসমধীতে'—ইহা ক্রিয়ার সহিত নিরন্তর সম্বন্ধের উদাহরণ। মাসের প্রত্যেক দিনই সে পড়ে, কোন দিনই সে পড়া বাদ দেয় না। যদি কোন দিন পড়া বাদ যায়, তাহা হইলে মাসের সহিত অধ্যয়ন ক্রিয়ার নিরন্তর সম্বন্ধ না থাকায় 'মাস' শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে না।

'মাসং গুড়ধানাঃ'—ইহা দ্রব্যের সহিত নিরন্তর সম্বন্ধের উদাহরণ: মাসের প্রত্যেক দিন গুড় মিশ্র খই (মুড়কী) মাত্র অবলম্বন—ইহাই উক্ত উদাহরণ বাক্যের অর্থ।

'অধ্ব'-বিশেষের সহিত গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যের নিরন্তর সম্বন্ধের যথাক্রমে উদাহরণ—'ক্রোশং কুটিলা নদী' 'ক্রোশমধীতে' 'ক্রোশং গিরিঃ'।

'ক্রোশং কুটিলা নদী'—এই বাক্যের অর্থ ক্রোশের প্রতিটি অবয়বের সহিত নদীর কৌটিল্য গুণ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই প্রকার অধ্যয়ন ক্রিয়ার ও গিরিরূপ দ্রব্যেরও ক্রোশের অবয়বের সহিত নিরন্তর সম্বন্ধ বুঝায়, সেইজন্য তদ্বাচক শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। অভাবের সহিতও বুদ্ধির দ্বারা নিরন্তর সম্বন্ধ বুঝাইলে দ্বিতীয়া হয়; যথা 'মাসং ভোজনাভাবঃ' মাসব্যাপী ভোজনের অভাব ইত্যাদি।

'অত্যন্তসংযোগে'—এই পদটি যদি সূত্রে না থাকিত, তাহা হইলে যে স্থলে নিরন্তর সংযোগ বুঝায় না, সে স্থলেও কালবিশেষ বাচক ও অধ্ব-বিশেষ বাচক শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রসক্তি হইত, তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য সূত্রে 'অত্যন্তসংযোগে' পদটির উপাদান করা হইয়াছে।

'মাসস্য দ্বিরধীতে'—মাসের মাত্র দুইবার পড়ে। এই বাক্যের দ্বারা মাসের ত্রিংশৎ দিনের প্রতিটি অবয়বের সহিত উহার নিরন্তর সম্বন্ধের প্রতীতি হয় না, সেইজন্য 'মাস' শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তিও হইল না। এই বাক্যে 'দ্বিঃ' পদটি 'সুচ্' প্রত্যয়ান্ত, **'দ্বি-ত্রি-চতুর্ভ্যঃ সুচ্'** (৫-৪-১৮) এই সূত্রানুসারে উহাতে 'সুচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। **'কৃত্বোঽর্থপ্রয়োগে কালেঽধিকরণে'** (২-৩-৬৪) এই সূত্রে কালাধিকরণ 'মাস' শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে উহাতে 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি আসে। সুতরাং 'প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী ন সমস্যতে' এই বার্তিক অনুসারে যাহাতে ষষ্ঠী সমাস নিষেধ হয়, এইরূপ সমাস নিবৃত্তিই উক্ত সূত্রের প্রয়োজন, ফলে **'ষষ্ঠী শেষে'** (২-৩-৫০) সূত্র অনুসারে উক্ত স্থলে ষষ্ঠী হইয়াছে—ইহা বলিতে হইবে। অন্য আচার্য্য এই যুক্তিটি স্বীকার করেন না; তাঁহার মতে প্রয়োজনান্তরের জন্য সূত্র হইলেও 'কৃত্বসুচের' অর্থে বিহিত প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে যে কালাধিকরণে দ্বিতীয়া বিধান করা হইয়াছে এই বিশেষ বিধির দ্বারা 'ষষ্ঠী শেষে'—এই সমাস্য সূত্রটি অবশ্যই বাধিত হইয়া যাইবে,

সুতরাং 'কৃত্বোর্থ—' সূত্রানুসারেই ষষ্ঠী হইবে। 'ক্রোশস্যৈকদেশে পর্বতঃ' ইত্যাদি স্থলেও ক্রোশের সকল অবয়বের সহিত পর্বতের সম্বন্ধ নাই।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত'—একাদশীতে ভোজন করিবে না—ইত্যাদি প্রয়োগে অধিকরণত্বের বিবক্ষা করা হইয়াছে ; সেইজন্য 'একাদশ্যাম্' এই পদে সপ্তমী হইয়া থাকে। অথবা ভোজন ক্রিয়ার সহিত অধিকরণের অন্বয় হওয়ায়, উক্ত পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না, একাদশীর সহিত ভোজন ক্রিয়াব নিরন্তর সম্বন্ধ নাই। বরং উক্তস্থলে ভোজনাভাবের সহিত সম্বন্ধ আছে। যাহার সহিত একাদশী তিথির নিরন্তর সম্বন্ধ আছে তাহার সহিত উহার অন্বয় নাই, আর যাহার সহিত উহার অন্বয় আছে, তাহার সহিত নিরন্তর সম্বন্ধ নাই, সেইজন্য উক্ত প্রয়োগে 'একাদশ্যাম্' পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না। 'শিবরাত্রৌ জাগৃয়াৎ' ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অধিকরণত্বের বিবক্ষায় সপ্তমী হইয়াছে ॥ ৫৫৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়া বিভক্তিঃ সমাপ্তা।

তৃতীয়া বিভক্তি

কর্তা ও করণে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কর্তা ও করণ কি ? কর্তা ও করণের জ্ঞান না হইলে উহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়—ইহা বলা যায় না। সুতরাং যথাক্রমে কর্তা ও করণের লক্ষণ বলা হইতেছে।

৫৫৯। **স্বতন্ত্রঃ কর্তা**। (১-৪-৫৪)।

ক্রিয়ায়াং স্বাতন্ত্র্যেণ বিবক্ষিতোঽর্থঃ কর্তা স্যাৎ। ৫৫৯।

অনু—ব্যাপারে যাহা স্বতন্ত্ররূপে বিবক্ষিত তাহাই কর্তা।

কাঃ—সূত্রে স্বতন্ত্র শব্দটি বিবক্ষিত স্বাতন্ত্র্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহার স্বতন্ত্ররূপে বিবক্ষা করা হয়, অর্থাৎ বক্তা যাহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে, তাহারই কর্তৃসংজ্ঞা হইয়া থাকে। বাক্যে কোনটির বাস্তব স্বাতন্ত্র্য, আর কোনটির বা বিবক্ষিত স্বাতন্ত্র্য থাকে, যেমন 'রামঃ পচতি'—এই বাক্যে 'রামে' বাস্তব স্বাতন্ত্র্য ; কিন্তু 'কাষ্ঠং পচতি' ইত্যাদি বাক্যে 'কাষ্ঠ' প্রভৃতি

বিবক্ষিত স্বতন্ত্র। 'রামে' বাস্তব স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও স্বাতন্ত্র্যের বিবক্ষা করা চলে। সুতরাং সর্বত্রই স্বাতন্ত্র্যের বিবক্ষা থাকিলে কর্তৃসংজ্ঞা হইবে। এস্থলে স্বাতন্ত্র্যের অর্থ প্রকৃত ধাতুবাচ্য ব্যাপারের আশ্রয়—'প্রকৃতধাতুবাচ্য-ব্যাপারশ্রয়ত্বং স্বাতন্ত্র্যম্।' বাক্যে যে ধাতুর প্রয়োগ করা হইবে সেই ধাতুর বাচ্য অর্থাৎ অর্থ যে ব্যাপার, উহার আশ্রয় হইবে স্বতন্ত্র। যথা 'রামঃ পচতি' —এই বাক্যে পচ্ ধাত্বর্থ—ব্যাপারের আশ্রয় 'রাম', সুতরাং 'রাম'ই উক্ত বাক্যের কর্তা।

ধাতুর অর্থ হয় দুইটি—ফল ও ব্যাপার। ফলের আশ্রয় কর্ম এবং ব্যাপারের আশ্রয় কর্তা। কেবল ব্যাপারেরই আশ্রয় যাহাতে গৃহীত হয়, সেইজন্য ধাতুবাচ্য-ব্যাপারের আশ্রয় 'স্বতন্ত্র' ইহা বলা হইয়াছে। 'রামঃ কাষ্ঠৈঃ পচতি' এই বাক্যে 'রাম' স্বতন্ত্র এবং 'কাষ্ঠ' পরতন্ত্র; কিন্তু কাষ্ঠেরও যদি স্বাতন্ত্র্য বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাও কর্তা হইয়া যায়; যেমন 'কাষ্ঠং পচতি' ইত্যাদি। করণ, অধিকরণ প্রভৃতিরও স্ব স্ব ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য আছে; কিন্তু কর্তার সন্নিধানে উহাদের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। স্ব স্ব ব্যাপার-সিদ্ধিতে যদিও উহাদের স্বাতন্ত্র্য আছে; কিন্তু কর্তার সন্নিধানে উহা প্রযোজ্য নয়; সেইজন্য সেস্থলে উহাদের স্বাতন্ত্র্যের বিবক্ষা হইতে পারে না; কর্তার অসন্নিধানে উহাদের স্বাতন্ত্র্য বিবক্ষিত হয়। ভাষ্যকার উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে যেমন রাজার সম্মুখে অমাত্য প্রভৃতির কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না; কিন্তু রাজার পরোক্ষে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য থাকে, এস্থলেও তদ্রূপ।

"গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজন্মনাম্।
বুদ্ধ্যা প্রকল্পিতাভেদঃ ক্রিয়েতি ব্যপদিশ্যতে॥"

অনেকগুলি ক্রমজন্ম অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে যাহাদের জন্ম হয় এইরূপ ব্যাপারের সমূহই ক্রিয়া, ক্ষণিক অবয়ব স্বরূপ অবান্তর ব্যাপারের দ্বারা উহাদের বৌদ্ধ অভিন্নরূপে প্রতীতি হইয়া ক্রিয়া বলিয়া ব্যপদিষ্ট হয়। অনেকগুলি অবান্তর ব্যাপারের সমূহই ক্রিয়া, সেই অবান্তর ব্যাপারগুলি ক্ষণস্থায়ী, সেইজন্য উহাদের সমূহ বাস্তব পক্ষে সম্ভব না হইলেও বৌদ্ধ সমূহ স্বীকৃত হয় এবং সেই সমুদয় ব্যাপারেরই অভিন্নরূপে প্রতীতি হইলে, উহা একটি ক্রিয়া রূপে ব্যবহার হয়।

'পচ্' ধাতুরও অনেকগুলি অবান্তর ব্যাপার আছে—উনুন ধরান, উনুনে

স্থালী (হাঁড়ি) রাখা, উহাতে তণ্ডুল বা চাউলের আবপন (স্থাপন) প্রভৃতি অনেক ব্যাপার আছে। সকল সমুদায়ই ক্রিয়া। সকল ব্যাপারগুলি একসঙ্গে থাকিতে পারে না বলিয়া উহাদের সমূহ অসম্ভব, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা সমূহ ধরিয়া ক্রিয়ার ব্যপদেশ করা হয়। প্রত্যেকটি ব্যাপারই ক্ষণস্থায়ী, সেইজন্য অন্তিম ব্যাপার পর্যন্ত কাহারও স্থায়িত্ব সম্ভব না হওয়ায় বুদ্ধিদ্বারা 'সমূহ' ধরিতে হইবে। এইরূপ অবান্তর ব্যাপারের বৌদ্ধ সমূহই ক্রিয়া। ইহাই হইল ধাতুর অর্থ। 'পচ' ধাতুর বাস্তব অর্থ পূর্বোক্ত সকল অবান্তর ব্যাপার সমূহ। এই ব্যাপার সমূহের আশ্রয় কর্তাই হয়, কিন্তু করণ, অধিকরণ প্রভৃতি কারক পূর্বোক্ত ব্যাপার সমুদয়ের সিদ্ধিতে সাহায্য করে। 'রামঃ কাষ্ঠৈস্তণ্ডুলং স্থাল্যাং পচতি' ইত্যাদি বাক্যে সব কারকগুলিই কর্তার সমুদয় ব্যাপার সিদ্ধিতে সাহায্য করে, সেইজন্য সেস্থলে অন্যান্য কারকের স্বাতন্ত্র্য বিবক্ষিত নয় অর্থাৎ উহাদের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও উহা উদ্ভূত বা প্রকাশ নয়। কিন্তু 'কাষ্ঠং পচতি', 'স্থালী পচতি' ইত্যাদি বাক্যে উহাদের স্বাতন্ত্র্য বিবক্ষিত, সুতরাং উহারা পাক ক্রিয়ার কর্তা। 'কাষ্ঠং পচতি' বা 'স্থালী পচতি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'পচ্' ধাত্বর্থ সমুদয় ব্যাপারের প্রতীতি হয় না; কিন্তু যথাক্রমে জ্বলন ও ধারণ ক্রিয়ার প্রতীতি হয়। 'কাষ্ঠ' এইরূপ প্রজ্বলিত হইয়াছে, যাহাতে পাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, 'স্থালী' সুষ্ঠু ধারণ ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে—এই তাৎপর্যেই উহাদের স্বতন্ত্ররূপে বিবক্ষা করিয়া কর্তার ব্যবহার করা হয়।

ধাত্বর্থ ব্যাপার সমুদয়, আরোপিত ও অনারোপিত ভেদে দুই প্রকার। 'রামঃ পচতি' ইত্যাদি স্থলে উহা অনারোপিত এবং 'কাষ্ঠং পচতি' ইত্যাদি স্থলে উহা আরোপিত; অনারোপিত ব্যাপার সমুদায়ের আশ্রয় হইল বাস্তব কর্তা, আর আরোপিত ব্যাপার সমুদায়ের আশ্রয় হইল আরোপিত কর্তা। 'রামঃ পচতি' ইত্যাদি স্থলে 'রামে' পূর্বোক্ত ব্যাপার সমুদায় আশ্রিত। কিন্তু 'কাষ্ঠং পচতি' 'স্থালী পচতি' ইত্যাদি স্থলে কেবল 'জ্বলন', তণ্ডুল-ধারণ' প্রভৃতি ব্যাপারে, ব্যাপার সমুদয়ের আরোপ করিয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহাই হইল বিবক্ষা ও অবিবক্ষার অর্থ। শব্দ শক্তির স্বভাববশতঃ অপাদান ও সম্প্রদানের স্বতন্ত্র রূপে বিবক্ষা হয় না।

ভাষ্যকার স্বতন্ত্র শব্দের প্রধান অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। যাহার

অধীনে অন্যের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় এবং যাহার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি অন্যের অধীন নয়, তাহা স্বতন্ত্র। কর্তার অধীনে করণ অধিকরণ প্রভৃতির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং কর্তার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি অন্য কারকের অধীন নহে, এইজন্য কর্তাই হইল বাক্যে স্বতন্ত্র। আর কর্তার প্রয়োগ না হইলে অর্থাৎ কর্তার সন্নিধান না থাকিলে অন্যান্য কারকেরও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে উহাদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেইজন্য কর্মকর্তা, করণ-কর্তা প্রভৃতি রূপে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং 'কারকচক্রপ্রবর্তকত্বম্ স্বাতন্ত্র্যম্' কারক চক্রের প্রবর্তকতাই স্বাতন্ত্র্য। কারকচক্র প্রবর্তকত্বও আরোপিত ও অনারোপিত ভেদে দুই প্রকার। 'রামঃ পচতি' ইত্যাদি চেতনকর্তৃক স্থলে উহা অনারোপিত এবং 'স্থালী পচতি' ইত্যাদি অচেতন কর্তৃক স্থলে উহা আরোপিত। নাগেশ ইহাই সিদ্ধান্ত রূপে স্বীকার করিয়াছেন*। ৫৫৯।

৫৬০। সাধকতমং করণম্। (১-৪-৪২)।

ক্রিয়াসিদ্ধৌ প্রকৃষ্টোপকারকং কারকং করণসংজ্ঞং স্যাৎ। তমব্‌গ্রহণং কিম্। গঙ্গায়াং ঘোষঃ। ৫৬০।

অনু—ক্রিয়া সিদ্ধিতে যাহা প্রকৃষ্ট উপকারক তাহার করণ সংজ্ঞা হয়। 'তমপ্' গ্রহণ কেন করা হইয়াছে? 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' গঙ্গায় আভীর পল্লী। (ইত্যাদিতে যাহাতে অধিকরণ সংজ্ঞা হয়।)

কাঃ—যাহার ব্যাপারের অনন্তরই ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃষ্ট, এইরূপ প্রকৃষ্ট উপকারকের করণ সংজ্ঞা হয়।

'সাধ-সংসিদ্ধৌ'—এই ধাতুটিরই প্রেরণায় 'ণিচ্' প্রত্যয়ান্তের শেষে 'ণ্বুল্' প্রত্যয় করিয়া 'সাধক' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক্রিয়াই হইল প্রযোজ্য কর্ত্রী, ক্রিয়া সিদ্ধিতে যাহা প্রযোজক তাহাই সাধক অর্থাৎ উপকারক। ক্রিয়াসিদ্ধি সামগ্রী-সমুদয়ের অধীন। প্রত্যেক কারকই ক্রিয়া সিদ্ধির

---

* 'অনেন কারকচক্রপ্রয়োক্তৃত্বং কর্তুঃস্বাতন্ত্র্যমুক্তম্' প্রদীপোদ্দ্যোত ১।৪।২৩
'কারকে' ইতি সূত্রভাষ্যাৎ স্বক্রিয়াকারকপ্রবর্তকত্বং স্বাতন্ত্র্যমিতি লভ্যতে (শব্দেন্দুশেখর—কারক প্রকরণ)।

উপকারক। কর্তা প্রভৃতি কোন কারকের অভাবেই ক্রিয়াসিদ্ধি হয় না; সেইজন্য এই সূত্রে 'তমপ্' গ্রহণ করা হইয়াছে। সকল কারকের অপেক্ষা যাহা অত্যন্ত উপকারক; তাহাই সাধকতম। সুতরাং যাহার ব্যাপারের অনন্তর ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃষ্ট, আর এইরূপ প্রকৃষ্ট উপকারকই করণ কারক। অন্যান্য কারক ক্রিয়া সিদ্ধির উপকারক হইলেও অত্যন্ত উপকারক নয়। করণকারকই ক্রিয়া সিদ্ধিতে প্রকৃষ্ট বা অত্যন্ত উপকারক; যেমন 'দাত্রেণ কাষ্ঠং ছিনত্তি'—দা দিয়া কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে। এস্থলে ছেদন ক্রিয়ার অত্যন্ত উপকারক 'দা'। কর্তা অত্যন্ত উপকারক নয়। কারণ, যে কোন ক্রিয়াই কর্তা ব্যতীত হয় না। ভিন্ন জাতীয় ক্রিয়ার কর্তা এক জাতীয় হইতে পারে; কিন্তু ভিন্ন জাতীয় ক্রিয়ার করণ একজাতীয় হয় না। খাওয়া, যাওয়া, ছেদন করা ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্তা একই ব্যক্তি হইতে পারে, কিন্তু ছেদন ক্রিয়ার করণ পাক ক্রিয়ার করণ হয় না। সুতরাং ভিন্ন জাতীয় ক্রিয়ার কর্তা সাধারণ কারণ বা উপকারক; কিন্তু তৎ তৎ ক্রিয়ার অসাধারণ কারণই করণ হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে ছেদন ক্রিয়ার অসাধারণ কারণ 'দাত্র' (দা)। ক্রিয়া নিষ্পত্তিতে যাহা অসাধারণ কারণ তাহাই প্রকৃষ্ট উপকারক। উক্তস্থলে ছেদন ক্রিয়ার সিদ্ধিতে 'দাত্র'ই প্রকৃষ্ট উপকারক। ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন—

"ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা তত্র করণং তত্তদা স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ যে স্থলে যাহার ব্যাপারের অনন্তর ক্রিয়ার নিষ্পত্তি বিবক্ষিত হয়, সেস্থলে তাহাকে করণ বলা হয়। 'দাত্রেণ ছিনত্তি' এস্থলে ছেদন-ক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে প্রকৃষ্ট উপকারক 'দাত্র' বা 'দা' সুতরাং উহাই ছেদন ক্রিয়া সিদ্ধিতে করণ। দা উঠা নামা করে, তার পরেই ছেদন ক্রিয়ার সিদ্ধি হয়, সুতরাং উদ্যমন নিপতন (উঠা-নামা) রূপ দাত্রের ব্যাপারের অনন্তরই ছেদন ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে বলিয়া উক্তস্থলে দাত্র (দা) ছেদন ক্রিয়ার প্রকৃষ্ট উপকারক বা করণ।

উক্ত শ্লোকে বিবক্ষ্যতে—বিবক্ষিত হইলে করণ হয় ইহা বলা হইয়াছে। ক্রিয়া নিষ্পত্তিতে প্রকৃষ্ট উপকারক রূপে বিবক্ষিত হইলেই করণ হইবে, অন্যথা হইবে না। কারকত্ব-কর্তৃত্ব করণত্ব প্রভৃতি ধর্ম, খঞ্জ, কুব্জ প্রভৃতি বিশেষণের

ন্যায় অব্যবস্থিত। খঞ্জ, কুব্জ প্রভৃতি শব্দের বিশেষণ বিশেষ্যভাব বক্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কখন 'কুব্জ' বিশেষ্য এবং 'খঞ্জ' বিশেষণ হয় এবং কখন 'খঞ্জ' বিশেষ্য ও 'কুব্জ' বিশেষণ হয়; সেইরূপ কর্তৃত্ব করণত্ব প্রভৃতিও অব্যবস্থিত; কিন্তু গোত্ব, অশ্বত্ব প্রভৃতির মত বস্তু নিয়ত নয়। সুতরাং একই বস্তু কখনও করণ আবার কখনও কর্তা হইতে পারে। 'অসিনা ছিনত্তি—অসিদ্বারা ছেদন করিতেছে, ইহাতে 'অসি' করণ; 'অসিঃ ছিনত্তি' —অসি ছেদন করিতেছে, ইহাতে অসি কর্তা। 'স্থাল্যাং পচতি' হাড়িতে পাক করে। 'স্থাল্যা পচ্যতে' হাঁড়ির দ্বারা পাক হইতেছে। 'স্থালী পচতি' হাঁড়ি পাক করিতেছে। এইভাবে যথাক্রমে একই বস্তু অধিকরণ, করণ ও কর্তারূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অধিশ্রয়ণ, তণ্ডুলাবপন প্রভৃতি ব্যাপার-সমুদয় 'পচ্' ধাতুর অর্থ হইলে দেবদত্ত প্রভৃতি কর্তা, কেবল জ্বলন তাৎপর্যে 'কাষ্ঠং পচতি' ইত্যাদি প্রয়োগে কাষ্ঠ কর্তা বিক্লিত্তির জনক অবয়ব বিভাগ প্রভৃতির তাৎপর্যে 'পচ্' ধাতু প্রযুক্ত হইলে 'তণ্ডুলঃ পচ্যতে স্বয়মেব'—ইত্যাদিরূপে তণ্ডুল প্রভৃতিই কর্তা। তণ্ডুল গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া পাক শেষ হওয়া পর্যন্ত ধারণ-রূপ ব্যাপারার্থ তাৎপর্যে 'পচ্' ধাতু প্রযুক্ত হইলে, 'স্থালী পচতি' ইত্যাদি রূপে স্থালীই কর্তা। এইভাবে বক্তার ইচ্ছার উপর বস্তুর কর্তৃত্ব, করণত্ব প্রভৃতি নির্ভর করে। তাই বৈয়াকরণরা বলেন 'বিবক্ষাতঃ কারকাণি ভবন্তি'—বিবক্ষার অধীন কারক হয়। কেবল সম্প্রদান ও অপাদানের শব্দশক্তির স্বভাব বশতঃ কর্তৃত্বের বিবক্ষা হয় না।

এস্থলে একটি প্রশ্ন উঠিয়া থাকে যে 'সাধকতমং করণম্' এই সূত্রে 'তমপ্' গ্রহণ কেন করা হইয়াছে? 'তমপ্' গ্রহণ না করিয়া কেবল 'সাধকং করণম্' এইরূপ সূত্র করিলেই বা ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি তমপ্ গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে প্রকৃষ্ট বা অতিশয় অর্থের লাভ হইবে না। ক্রিয়া সিদ্ধির যাহা সাধক বা উপকারক তাহারই করণ সংজ্ঞা হইবে। কারক মাত্রই সাধক বা উপকারক সুতরাং একই ক্ষেত্রে একাধিক সংজ্ঞার প্রবৃত্তি হইবে; যেমন 'ধনুষা বিধ্যতি' ধনু দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে—এই বাক্যে 'ধনু' শব্দ অপায় বা বিশ্লেষ যুক্ত থাকায় অপাদান সংজ্ঞা এবং 'বিদ্ধ হওয়া' ক্রিয়ার সাধক বলিয়া করণ সংজ্ঞাও প্রাপ্ত হইবে। 'কাষ্ঠৈঃ পচতি ইত্যাদি স্থলে যে ক্ষেত্রে 'অপায়' নাই, সে স্থলে করণ সংজ্ঞার অবকাশ রহিয়াছে এবং

গ্রামাদাগচ্ছতি—গ্রাম হইতে আসিতেছে, ইত্যাদি স্থলে অপাদান সংজ্ঞার অবকাশ আছে। উক্তস্থলে পূর্বোক্ত দুইটি সংজ্ঞার যুগপৎ প্রাপ্তি হইলে অনবকাশত্ববশতঃ অপাদান সংজ্ঞাই হইবে; কিন্তু করণ সংজ্ঞা হইবে না। 'তমপ্' গ্রহণ করিলে উক্তস্থলে প্রকৃষ্টকরণত্ব বিবক্ষিত হওয়ায় পরত্ব হেতু অপাদান সংজ্ঞাকে বাধ করিয়া করণ সংজ্ঞাই হইয়া থাকে। ফলে 'ধনুষা বিধ্যতি' হইবে। কিন্তু 'ধনুষো বিদ্ধ্যতি' প্রয়োগ হইবে না। সুতরাং প্রকৃষ্ট অর্থ লাভের জন্য উক্ত সূত্রে 'তমপ্' গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন—যদি প্রকর্ষ অর্থ লাভ করিবার জন্যই উক্ত সূত্রে 'তমপ্' গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে 'তমপ্' গ্রহণ না করিয়াও প্রকারান্তরে প্রকর্ষ অর্থের লাভ করা যাইতে পারে; কারণ এই সংজ্ঞাটি মহাসংজ্ঞা। লাঘবের জন্যই সংজ্ঞা করা হয়; সুতরাং 'টি', 'ঘু' প্রভৃতির ন্যায় স্বল্পাক্ষরের লঘু সংজ্ঞা না করিয়া করণ এই মহাসংজ্ঞার তাৎপর্য হইল অন্বর্থলাভ। অর্থাৎ অনুগত অর্থের লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই মহাসংজ্ঞা করা হয়। 'মহাসংজ্ঞাকরণং হি অন্বর্থলাভার্থম্'—(মহাভাষ্য)। উক্তস্থলে 'ক্রিয়তেঽনেনেতি' যাহার দ্বারা কিছু করা হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া ক্রিয়া সিদ্ধির যাহা সাধন তাহার করণ সংজ্ঞা আর 'কারকে' সূত্রের অধিকারবশতঃ 'সাধক' অর্থের লাভ হইতে পারিত, সুতরাং 'করণম্' এইমাত্র সূত্রের দ্বারাই 'সাধক' অর্থ লাভ হওয়া সত্ত্বেও যে 'সাধকং করণম্' এইরূপ সূত্র করিয়া 'সাধক' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা 'সাধকতমে'র অর্থ লাভের তাৎপর্যেই। সকল কারকই ক্রিয়া সিদ্ধির সাধক বা উপকারক, সুতরাং 'সাধকং করণম্' এই সূত্রে যে সাধক পদ উহা 'সাধকতম' অর্থের বোধক। এই ভাবে 'তমপ্' গ্রহণ না করিয়াও প্রকর্ষ অর্থের লাভ করা যাইতে পারে। পুনরায় উক্ত সূত্রে প্রকর্ষার্থের লাভের জন্য 'তমপ্' গ্রহণের আর প্রয়োজন কি?

উত্তর—উক্ত সূত্রে 'তমপ্' গ্রহণের দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হয় যে কারক প্রকরণে শব্দ সামর্থ্যের দ্বারা প্রতীয়মান প্রকৃষ্ট অর্থের গ্রহণ হয় না—'শব্দসামর্থ্যগম্যঃ প্রকর্ষো নাশ্রীয়তে'।* এই জ্ঞাপনের ফল হইল 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'

* অনেকে মনে করেন যে জ্ঞাপনের দ্বারা গৌণমুখ্যঃ—ন্যায় কারক প্রকরণে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। উক্ত ন্যায় পদ কার্যেই প্রবৃত্ত হয়। এস্থলে উহার প্রাপ্তিই ছিল না।

ইত্যাদি। যদি কারক প্রকরণে শব্দ সামর্থ্যের দ্বারা প্রকর্ষ অর্থের গ্রহণ হইত, তাহা হইলে 'আধারোঽধিকরণম্' (১-৪-৪৫) এই স্থলেও 'অধিক্রিয়তে যস্মিন্' যাহাতে অধিকৃত বা আশ্রিত (আশ্রিত) হয় এই অর্থে 'করণাধিকরণয়োশ্চ' (৩-৩-১১৭) সূত্রানুসারে অধিকরণে 'ল্যুট্' (অন) করিয়া নিষ্পন্ন হইলে 'অধিকরণম্' এইরূপ সূত্রের দ্বারাই যাহা কর্তা বা কর্মের দ্বারা ক্রিয়ার আধার উহার অধিকরণ সংজ্ঞা হইত, পুনরায় উক্ত সূত্রে আধার পদের গ্রহণ প্রকৃষ্ট আধার অর্থের বোধক হইবে। প্রকৃষ্ট আধারের তাৎপর্য সর্বাবয়বব্যাপী আধার; সুতরাং যে স্থলে সর্বাবয়বের ব্যাপ্তি বুঝাইয়া থাকে, সেই স্থলেই অধিকরণ সংজ্ঞা হইবে। 'তিলেষু তৈলম্'—তিলে তৈল। 'দধ্নি সর্পিঃ'—দধিতে ঘৃত ইত্যাদি প্রয়োগে তিল ও দধির সকল অবয়বেই তিল ও ঘৃতের ব্যাপ্তি আছে; সুতরাং উক্ত প্রকার সকল অবয়বের সহিত ব্যাপ্তির প্রতীতি হইলে অধিকরণ সংজ্ঞা হইবে, আর যে স্থলে সকল অবয়বের সহিত ব্যাপ্তি বুঝায় না, সে স্থলে অধিকরণ সংজ্ঞা হইবে না। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ', 'গঙ্গায়াং গাবঃ' ইত্যাদি স্থলে গঙ্গার সকল অবয়বের সহিত ঘোষের ব্যাপ্তি নাই—অর্থাৎ সমীপবর্তী তটে ঘোষ থাকে—এই অভিপ্রায়ে উক্ত বাক্যের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে অধিকরণ সংজ্ঞা হইবে না। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 'আধারোঽধিকরণম্' এই সূত্রের আধার পদের সামর্থ্যবশতঃ প্রকৃষ্ট আধার অর্থ গৃহীত হইয়াছে; এইরূপ প্রকৃষ্ট আধার গৃহীত হইলেই আধেয় যে স্থলে সর্বাবয়ব ব্যাপ্ত সেই স্থলেই অধিকরণ সংজ্ঞা হইবে। এই 'সাধকতমম্' পদের 'তমপ্' গ্রহণের দ্বারা পূর্বোক্ত জ্ঞাপিত হইলে আধার পদের সামর্থ্য বশতঃ প্রকৃষ্ট আধার অর্থের বোধ হইবে না। তাহা হইলে সর্বাবয়ব-ব্যাপ্ত রূপ মুখ্য এবং ব্যাপ্তি শূন্য গৌণ—এই দুই প্রকার আধারেরই অধিকরণ সংজ্ঞা হইবে, ফলে 'তিলেষু তৈলম্', 'দধ্নি সর্পিঃ', 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদি সকল প্রকার আধারেরই অধিকরণ সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে 'গঙ্গায়াং' ইহা মুখ্য আধার নয়—অত্যন্ত সমীপবর্তী যে ঘোষাধারত্ব, উহার প্রবাহ রূপ গঙ্গার অর্থে আরোপ করিয়া উক্ত সপ্তম্যন্ত পদটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অত্যন্ত সামীপ্যবশতঃ এইরূপ আরোপ হয়। উহার দ্বারা দূরবর্তী তটরূপ অর্থের বোধ হইলেও তটে ঘোষাধারত্বের সর্বাবয়বব্যাপ্ত না হওয়ায় উহাও মুখ্য আধার নয়। এই

গৌণ আধারেরও যাহাতে অধিকরণ সংজ্ঞা হয়, সেইজন্য পূর্বোক্ত জ্ঞাপকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তত্ত্ববোধিনীকার বলেন অত্যন্ত সামীপ্যবশতঃ যখন প্রবাহ রূপ গঙ্গার অর্থে সমীপবর্তী ঘোষাধারত্ব রূপ তীর ধর্মের আরোপ করা হয়, সেইস্থলেই পূর্বোক্ত জ্ঞাপনের প্রয়োজন; কিন্তু গঙ্গা শব্দের তীরে উপচার করিয়া যদি 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' প্রয়োগ করা হয়, সেস্থলে মুখ্য আধার থাকায় উক্ত জ্ঞাপকের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। প্রথমটিতে প্রত্যয়ে লক্ষণা এবং দ্বিতীয়টিতে প্রকৃতিতে লক্ষণা।

নাগেশ উপরি উক্ত মত স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মুখ্য ও গৌণ দুই প্রকার আধারই সপ্তমীর বাচ্য, সুতরাং উক্তস্থলে লক্ষণা করা যুক্তিসংগত নয়। যেমন প্রবাহে ঘোষধারত্বরূপ তীর ধর্মের আরোপ করিলে উহাতে মুখ্য আধারত্ব থাকে না। সেইরূপ গঙ্গাপদের দ্বারা তীররূপ অর্থের বোধ হইলেও উহাতে সবাবয়ব ব্যাপ্তির অভাবে মুখ্য আধারত্ব থাকে না।

অভিব্যাপক, ঔপশ্লেষিক ও বৈষয়িক এই তিন প্রকার আধারের মধ্যে অভিব্যাপকই হইল মুখ্য আধার; অবশিষ্ট সবগুলিই গৌণ আধার। অভিব্যাপকটি মুখ্য আধার, যেহেতু উহাতে প্রত্যয়ার্থের প্রকৃত্যর্থ-ভাবচ্ছেদক-বিশিষ্টে অন্বয় হইয়া থাকে। 'তিলেষু তৈলম্' ইত্যাদি স্থলে প্রত্যয়ার্থ যে আধারত্ব, উহার তিলত্বাবচ্ছেদকবিশিষ্ট অর্থাৎ তিলত্বের আশ্রয় যাবতীয় তিলের সহিত অন্বয় হয়।

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদি স্থলে প্রবাহ রূপ গঙ্গা পদের অর্থে ঘোষ থাকিতে পারে না বলিয়া লক্ষণা করিতে হয়, এই জন্যই উহা গৌণ। নাগেশের মতে 'কটে আস্তে' ইত্যাদি প্রয়োগও গৌণ আধারের উদাহরণ। 'দেবদত্তঃ কটে আস্তে' দেবদত্ত কটে অবস্থিত, এই বাক্যের দ্বারা দেবদত্তের কটের কোন একটি অংশে অবস্থান বুঝাইতেছে; সুতরাং সপ্তমীর প্রকৃতি যে কট, উহার অবচ্ছেদক কটত্বের আশ্রয় সম্পূর্ণ কট; কিন্তু উহার একাংশ প্রকৃত্যর্থ-তাবচ্ছেদকবিশিষ্ট নয়। সেইজন্য উহাতে আধারত্বের অন্বয় হইতে পারে না।* উপশ্লেষের অর্থ সামীপ্য নিবন্ধন সম্বন্ধ সংযোগ অথবা সমবায়, তৎকৃত যে

* কটের একাংশ বৃত্তি আধারত্বের সমুদায়ে আরোপ করিয়া 'কটেশেতে' ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আধার উহা ঔপশ্লেষিক আধার। অথবা সর্বাবয়ব ব্যাপ্তিরূপ মুখ্য আধারের 'সমীপ (কাছাকাছি) একদেশ বৃত্তি আধারত্বের আশ্রয় উহাও ঔপশ্লেষিক অভিব্যাপক আধারে আধারত্ব ব্যাপ্যবৃত্তি এবং অন্যান্য আধারে আধারত্ব অব্যাপ্যবৃত্তি, সেইজন্য প্রথমটি মুখ্য ও দ্বিতীয়টি গৌণ। ৫৬০।

৫৬১। **কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া।** (২-৩-১৮)।

অনভিহিতে কর্তরি করণে চ তৃতীয়া স্যাৎ। রামেণ বাণেন হতো বালী। 'প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্' (বা ১৪৬৬)। প্রকৃত্যা চারুঃ। প্রায়েণ যাজ্ঞিকঃ। গোত্রেণ গার্গ্যঃ। সমেনৈতি। বিষমেণৈতি। দ্বিদ্রোণেন ধান্যং ক্রীণাতি। সুখেন দুঃখেন বা যাতীত্যাদি।। ৫৬১।

অনু—অনুক্ত কর্তায় ও অনুক্ত করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। রামেণ বাণেন হতো বালী। রাম কর্তৃক বাণের দ্বারা বালী নিহত হইয়াছিল। (১ বা) প্রকৃত্যাদি গণপঠিত শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। 'প্রকৃত্যা চারুঃ স্বভাবতঃ সুন্দর। 'প্রায়েণ যাজ্ঞিকঃ'—আচার বাহুল্যের দ্বারা যাজ্ঞিক (মনে হয়)। 'গোত্রেণ গার্গ্যঃ।—ইনি গোত্রে গার্গ্য। 'সমেনৈতি, 'বিষমেনৈতি'—সম বা বিষম পথে আসিতেছে। 'দ্বিদ্রোণেন ধান্যং ক্রীণাতি' —দ্রোণদ্বয় পরিমাণে ধান্য ক্রয় করিতেছে। 'সুখেন দুঃখেন বা যাতি'— সুখে অথবা দুঃখে যাইতেছে।

কাঃ—ইহাতে 'অনভিহিতে সূত্রের অধিকার আসে। 'অনভিহিত' শব্দের অর্থ 'অনুক্ত' ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং অনুক্ত কর্তায় ও অনুক্ত করণে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে, ইহাই হইল সূত্রের অর্থ। কর্তা যদি পূর্বোক্ত তিঙ্ কৃৎ তদ্ধিত অথবা সমাসের দ্বারা উক্ত না হয়, তাহা হইলে উহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয় এবং করণ কারকও যদি কৃৎ, তদ্ধিত অথবা সমাসের দ্বারা উক্ত না হয়, তাহা হইলে উহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন, 'রামেণ বাণেন হতো বালী' এই বাক্যে 'হতঃ' এই 'কৃৎ' প্রত্যয়ান্ত পদে কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হইলে 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ম উক্ত হইয়াছে। কর্ম ব্যতীত অন্যান্য কারক উক্ত হয় নাই, সেইজন্য কর্তা ও করণ অনুক্ত। উক্ত বাক্যে 'রাম' কর্তা এবং 'বাণ, করণ। 'হনন ক্রিয়া'র কর্তা 'রাম' এবং উক্ত ক্রিয়ার অত্যন্ত উপকারক, বা প্রকৃষ্ট সাধন 'বাণ'। অনুক্ত কর্তা

যে 'রাম' উহাতে এবং অনুক্ত করণ যে 'বাণ' উহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। ভট্টোজি দীক্ষিত এই উদাহরণ বাক্যের দ্বারা যুগপৎ কর্তা ও করণে তৃতীয়া বিভক্তির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

'হন্' ধাতুর অর্থ প্রাণবিয়োগানুকূল ব্যাপার অর্থাৎ প্রাণ বিয়োগ যাহাতে হয়, তাহার উদ্দেশ্যে যে ব্যাপার। বালীর প্রাণ বিয়োগ যাহাতে হয় তদনুকূল ব্যাপার হইল ধনুর আকর্ষণ, উহা রামবৃত্তি অর্থাৎ রামের ঐরূপ ব্যাপার আছে। এই রাম-বৃত্তি ধনুরাকর্ষণ রূপ ব্যাপারের বিষয়ভূত ব্যাপার বাণের ব্যাপার। ধনুর আকর্ষণ হইলে তজ্জনিত বাণের ব্যাপার হয়; সেই ব্যাপার হইল শরীর ভেদন রূপ ব্যাপার, উহার দ্বারা বালীর প্রাণ বিয়োগ সাধিত হয়—; সেই প্রাণ-বিয়োগের আশ্রয় হইল বালী। সুতরাং রাম-বৃত্তি ধনুরাকর্ষণ রূপ ব্যাপারের বিষয়ীভূত যে শরীরভেদন রূপ বাণ-ব্যাপার; তৎ-সাধ্য প্রাণবিয়োগের আশ্রয় বালী। এইরূপ বাক্যার্থ বোধ হইয়া থাকে।

বার্তিককার এই সূত্রের উপরে বার্তিক রচনা করিয়াছেন। প্রকৃত্যাদি গণ-পঠিত শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ভাষ্যে এই বার্তিকটির পূর্ণ স্বরূপ এই প্রকার—'তৃতীয়াবিধানে প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্'—তৃতীয়া বিভক্তি বিধানকালে প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দের শেষে উহার উপসংখ্যান অর্থাৎ অনুশাসন রূপ বচন করিতে হইবে। উদাহরণ—'প্রকৃত্যা চারুঃ', 'প্রায়েণ যাজ্ঞিকঃ' ইত্যাদি। ভাষ্যকার উক্ত উদাহরণগুলির অন্য প্রকারে সিদ্ধ করিয়া উপরি উক্ত বার্তিকের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 'প্রকৃত্যা চারুঃ'—ইহার অর্থ, প্রকৃতির দ্বারা কৃত সুন্দর। প্রতীয়মান করণ-ক্রিয়ার করণরূপে প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা করণান্তরের ব্যুদাস করা হইয়াছে: অর্থাৎ স্বভাবই উহাকে সুন্দর করিয়াছে। কিন্তু অলঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর নয়, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য। 'প্রায়েণ যাজ্ঞিকঃ', ইহার অর্থ—অনেকেই এই গ্রামে যজ্ঞ প্রতিপাদক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছে। অনেকে যদি মিলিত ভাবে গ্রন্থের অধ্যয়ন করে, তাহা হইলে গ্রহণ ও ধারণে বিশেষ সুবিধা হয়; এই আশয়ে উক্ত বাক্যটির প্রয়োগ হইয়াছে। ইহাতে অধ্যয়ন ক্রিয়ার অতিশয় উপকারক রূপে প্রায়—শব্দটি 'করণ' এবং 'করণে' উহার শেষে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।

'গোত্রেণ গার্গ্যঃ'—ইহার অর্থ গোত্রের দ্বারা আমি গার্গ্য, ইহা জ্ঞাত

হইয়াছি। ইহাতে জ্ঞান ক্রিয়ার প্রতি গোত্র করণ এবং উহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। এইরূপ 'সমেন, বিষমেন' ইহা 'পথা' এই অধ্যাহৃত বিশেষ্য পদের বিশেষণ, সম বা বিষম পথে আসিতেছে। 'দ্বিদ্রোণেন ধান্যং ক্রীণাতি' ইহাতে 'দ্বিদ্রোণ' শব্দটি 'দ্বয়োঃ দ্রোণয়োঃ সমাহারঃ' এইরূপ সমাহারে দ্বন্দ্ব হইয়াছে ; কিন্তু * পাত্রাদি † গণে পাঠ থাকায় 'দ্বিগোঃ (৪-১-২১) সূত্র অনুসারে 'ঙীপ্' (ঈ) হইল না। ভাষ্যকারের মতে—'দ্বিদ্রোণ' শব্দটি দ্রোণদ্বয়ের জন্য হিরণ্য প্রভৃতি মূল্যের লাক্ষণিক 'দ্বিদ্রোণেন মূল্যেন ধান্যং ক্রীণাতি', অর্থাৎ দ্রোণদ্বয়ের মূল্যের দ্বারা ধান্য ক্রয় করিতেছে। ইহাতে 'ক্রয় করা' এই ক্রিয়ার করণ হইল 'দ্বিদ্রোণ', সুতরাং করণে তৃতীয়া হইতে বাধা নাই। (দ্রষ্টব্য ভাষ্য ২।৩।১৮)

নাগেশ বলেন এইভাবে যদি বার্তিকের প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহা হইলে একই যুক্তি অনুসারে 'হেতৌ' ও 'ইত্থংভূতলক্ষণে' এই দুইটি সূত্রেরও প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে। সুতরাং উক্ত বার্তিকের প্রত্যাখ্যান ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয় না।†† কিন্তু একদেশীয় উক্তি মনে হয়।

নাগেশের মতে 'প্রায়েণ যাজ্ঞিকঃ' ইত্যাদি স্থলে যথাযোগ্য প্রাপ্ত বিভক্তিকে বাধ করিয়া তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। 'প্রকৃত্যা চারুঃ' ইহার অর্থ 'স্বভাবসম্বন্ধিচারুত্ববান্' ইহাতে ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল। এইরূপ 'প্রায়েণ যাজ্ঞিকঃ' এস্থলেও ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল। 'গোত্রেণ গার্গ্যঃ' ইত্যাদি স্থলে প্রথমা, 'দ্বিদ্রোণেন ধান্যং ক্রীণাতি' ইত্যাদি প্রয়োগেও ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল। 'সুখেন দুঃখেন বা যাতি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া প্রাপ্ত ছিল

* অত্র কেচিৎ এবং রীত্যা করণত্বাদিব্যুৎপাদনে হেতাবিতি সূত্রস্যেত্থংভূতলক্ষণে ইত্যস্য চ বৈয়র্থ্যাপত্তিঃ ; যদি তত্র দ্রব্যাদ্যন্বয়বিবক্ষায়াং সার্থক্যং তর্হ্যত্রাপীতি প্রত্যাখ্যানমত্র সিদ্ধান্তৈকদেশ্যুক্তিঃ।

মহাভাষ্য প্রদীপোদ্যোত (২।৩।১৮).

† 'পাত্রাদিভ্যস্য ন' (বার্তিক, সি. কৌ. সূ. ৮২১)

†† বার্তিককার উক্ত স্থলে দ্রব্যের সহিত অন্বয় বিবক্ষায় ষষ্ঠীর বাধক রূপে বার্তিক করিয়াছেন আর ভাষ্যকার ক্রিয়ার অধ্যাহার করিয়া করণে তৃতীয়া বিভক্তি স্বীকার করিয়া বার্তিকের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

'নাম্না সুতীক্ষ্ণঃ', ইত্যাদি স্থলে নাম সম্বন্ধে সুতীক্ষ্ণবান্ অর্থে ষষ্ঠী অথবা নাম জ্ঞাপ্য সুতীক্ষ্ণত্ববান্ এই অর্থে 'ইত্থংভূতলক্ষণে' অনুসারে তৃতীয়া প্রাপ্ত ছিল সকলকে বাধ করিয়া ইহার দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। ভাষ্যকারের মতে সর্বত্রই করণে তৃতীয়া সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও উহার অবিবক্ষায় ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল। উহাকে বাধ করিবার জন্যই বার্তিককার এই বার্তিকটির রচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে ষষ্ঠী প্রাপ্ত হইলেও উক্তস্থলে উহার অনভিধান স্বীকার করিতে হইবে।*

৫৬২। দিবঃ কর্ম চ। (১-৪-৪৩)।

দিবঃ সাধকতমং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ, চাৎ করণসংজ্ঞম্। অক্ষৈরক্ষান্বা দীব্যতি। ৫৬২।

অনুঃ—দিব্ ধাতুর প্রয়োগে অত্যন্ত উপকারক যে কারক, উহার কর্মসংজ্ঞা ও করণ সংজ্ঞা হয় 'অক্ষৈরক্ষান্ বা দীব্যতি'—পাশা খেলা করিতেছে বা পাশার দ্বারা খেলা করিতেছে।

কাঃ—'দিব্' ধাতুর অর্থ খেলা করা প্রভৃতি। † 'দীব্যতি' অর্থাৎ 'ক্রীড়তি' খেলা করিতেছে ; এই অর্থে পূর্ব সূত্রের দ্বারা 'অক্ষ' শব্দের করণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল ; কারণ ক্রীড়ার সাধকতম রূপে উহা বিবক্ষিত, সুতরাং এই সূত্রের দ্বারা সাধকতম কারকের কর্মসংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে। 'পরিক্রয়ণে সম্প্রদানমন্যতরস্যাম্' (১-৪-৪৪)—এই পরবর্তী সূত্র হইতে অন্যতরস্যাম্' পদটির অপকর্ষণ করিলে বিকল্পে উহার কর্মসংজ্ঞা হইবে ; ফলে পর্যায়ক্রমে কর্মসংজ্ঞা ও করণসংজ্ঞা হইবে। যখন কর্মসংজ্ঞা হইবে, তখন করণ সংজ্ঞা হইবে না ; আর যখন করণ সংজ্ঞা হইবে, তখন কর্মসংজ্ঞা হইবে না। 'দিব্' ধাতুর প্রয়োগে সাধকতম কারকের কর্মসংজ্ঞা ও করণসংজ্ঞা—দুইটি

---

* এবং চ করণত্বেনৈব সিদ্ধম্, তথাপি তদবিবক্ষায়াং ষষ্ঠীপ্রাপ্তিং মত্বেদমারব্ধং বার্তিককৃতা। ভাষ্যকৃতা তু ষষ্ঠ্যা অনভিধানমাশ্রিত্য প্রত্যাখ্যাতমেব। (বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর কারক প্রকরণ)

† 'দিবু' ক্রীড়া-বিজিগীষা-ব্যবহার-দ্যুতি-স্তুতি-মোদমদ-স্বপ্নকান্তি গতিষু।

যুগপৎ যাহাতে হইতে পারে, তাহার জন্য উক্ত সূত্রে 'চ'-কার করা হইয়াছে এই 'চ'-কারটি করণসংজ্ঞারও সমুচ্চায়ক। উক্ত দুইটি সংজ্ঞার যুগপৎ প্রবৃত্তি করাইবার জন্যই উক্ত সূত্রটিতে 'চ'-কার করা হইয়াছে। যুগপৎ দুইটি সংজ্ঞ বিধান করার ফল হইল 'মনসা দীব্যতি' এই অর্থে কর্ম উপপদ থাকায় 'কর্মণ্যণ্' (৩-২-১) সূত্রানুসারে 'অণ্' প্রত্যয় এবং করণ সংজ্ঞা হওয়ার ফলে তৃতীয়া বিভক্তি হইলে 'মনসা দেবঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে 'মনসা' এই তৃতীয়া বিভক্তির 'মনসঃ সংজ্ঞায়াম্' (৬-৩-৪) সূত্রানুসারে অলুক (লোপের অভাব) হইয়া থাকে।

'অক্ষৈ র্দেবয়তে দেবদত্তো যজ্ঞদত্তেন'—দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে পাশা খেলায় প্রেরণা দিতেছে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'অক্ষৈঃ' এই তৃতীয়ান্ত পদের প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও ধাতু সকর্মক হওয়ার ফলে 'গতিবুদ্ধি'—সূত্রানুসারে অণিজন্ত অবস্থার কর্তা যে যজ্ঞদত্ত, উহার কর্মসংজ্ঞা হয় না, এবং 'অক্ষৈঃ' পদে করণে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। আর 'অণাবকর্মকাচ্চিত্তবৎকর্তৃকাৎ' (১-৩-৮৮) সূত্রানুসারে উক্ত প্রয়োগে পরস্মৈপদও হয় না।

এস্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—যদি পূর্বোক্ত সংজ্ঞা-দ্বয়ের সমাবেশ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 'অক্ষান্ দীব্যতি' এই বাক্যে পরত্বহেতু তৃতীয় প্রাপ্ত হইবে, পর্যায়ক্রমে সংজ্ঞাদ্বয়ের প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে কোন দোষ থাকে না; পর্যায়ক্রমে কর্মসংজ্ঞা ও করণসংজ্ঞা দুই-ই হইবে। সংজ্ঞাদ্বয়ের সমাবেশ স্বীকার করিলে করণ সংজ্ঞার অবকাশ—'দেবনা অক্ষাঃ' (দ্যূত-ক্রিয়ার সাধক) ইত্যাদি স্থলে 'করণাধিকরণয়োশ্চ' (৩-৩-১১৭) সূত্রানুসারে করণে 'ল্যুট্' 'অনট্' হইয়াছে। এস্থলে করণ উক্ত হওয়ায় তৃতীয়া হয় না, কিন্তু প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা বিভক্তিই হয়। কর্মসংজ্ঞার অবকাশ—'দীব্যন্তে ভবতা অক্ষাঃ' ইহাতে কর্মসংজ্ঞা হওয়ার ফলে 'ভাবকর্মণোঃ' (১-৩-১৩) সূত্রের দ্বারা 'যক্' প্রত্যয় ও আত্মনেপদ হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'অক্ষান্ দীব্যতি' ইত্যাদি প্রয়োগে সংজ্ঞাদ্বয়ের কার্যপ্রাপ্ত হইলে পরত্ববশতঃ তৃতীয়া বিভক্তিই হইবে, কিন্তু দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে না, তাহা কি করিয়া হইল? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সংজ্ঞা ও পরিভাষা বিষয়ে দুইটি মত আছে—(১) 'কার্যকালং সংজ্ঞাপরিভাষম্' এবং (২) 'যথোদ্দেশং সংজ্ঞা-পরিভাষম্'। সংজ্ঞা ও পরিভাষা কার্যকাল অর্থাৎ কার্যকালে সংজ্ঞা ও

পরিভাষার বোধ হয় এবং উদ্দেশ (নির্দেশ) স্থলেই উহাদের বোধ হইয়া থাকে। কার্যকাল পক্ষকে অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, 'কর্মণি দ্বিতীয়া' (২-৩-২) এই সূত্রে যে কর্মসংজ্ঞার উপস্থিতি তাহা অনবকাশ বলিয়া উক্ত সূত্রবিহিত কর্মসংজ্ঞা নিবন্ধন দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে কোন বাধা নাই। উপরি উক্ত স্থলে সংজ্ঞাদ্বয়ের সমাবেশে দোষ না থাকিলেও 'দীব্যন্তে অক্ষাঃ' ইত্যাদি স্থলে তৃতীয়া বিভক্তির এবং 'দেবনা অক্ষাঃ' ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রাপ্তিরূপ দোষ নিতান্তই অপরিহার্য। 'দিব্যন্তে অক্ষাঃ' ইত্যাদি স্থলে কর্ম উক্ত হওয়ায় করণ অনুক্ত, সুতরাং অনুক্ত করণে তৃতীয়া প্রাপ্তি হয় এবং 'দেবনা অক্ষাঃ' ইত্যাদি স্থলে 'লুট্' প্রত্যয়ের দ্বারা করণ অভিহিত হওয়ার ফলে কর্ম অনভিহিত; সুতরাং অনুক্ত কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা হইবে না কেন? উহার উত্তরে বৈয়াকরণ আচার্যগণ বলেন যে একই সাধকতমত্বরূপ কারকশক্তি এস্থলে সংজ্ঞাদ্বয়ের উপযোগিনী হইয়াছে; সুতরাং উক্ত স্থলে একটি কারক অভিহিত হইলেই কারকান্তরেরও অভিধান হইয়া থাকে, কারণ দুইটিতে দেবনক্রিয়ানিরূপিত সাধকতমত্ব রূপ শক্তি একই। সেইজন্য সংজ্ঞাদ্বয়ের সমাবেশে কোন দোষ নাই। ৫৬২।

৫৬৩। অপবর্গে তৃতীয়া। (২-৩-৬)।

অপবর্গঃ ফলপ্রাপ্তিঃ, তস্যাং দ্যোত্যায়াং কালাধ্বনোরত্যন্ত সংযোগে তৃতীয়া স্যাৎ। অহ্না ক্রোশেন বা অনুবাকোঽধীতঃ। অপবর্গে কিম্—মাসমধীতো নায়াতঃ। ৫৬৩।

অনুঃ—ফলপ্রাপ্তি রূপ অপবর্গ দ্যোতিত হইলে এবং অত্যন্ত সংযোগ বুঝাইলে, কাল ও অধ্ব বাচক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। 'অহ্না ক্রোশেন বা অনুবাকোঽধীতঃ'—দিবস ব্যাপী অনুবাক (বেদের অধ্যায় বিশেষ) পঠিত হইয়াছে, এক ক্রোশ পর্যন্ত অনুবাক পঠিত হইয়াছে, (অনুবাক পাঠের ফল প্রাপ্তি হইয়াছে)। 'অপবর্গ (ফলপ্রাপ্তি) দ্যোতিত হইলে'—ইহা কেন বলা হইয়াছে? 'মাসমধীতো নায়াতঃ'—মাসব্যাপী অধ্যয়ন করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

কাঃ—'অপবর্গ' শব্দটি 'বৃজি বর্জনে' এই ধাতুর শেষে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং ইহার অর্থ 'অপবর্জন' বা 'ত্যাগ'। লোকে ফল প্রাপ্তি হইলেই কর্মে আর প্রবৃত্তি হয় না। সেইজন্য অপবর্গ শব্দের অর্থ ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তিপূর্বক ত্যাগই হইল উহার অর্থ। তাই নাগেশ বলিয়াছেন—'অপবর্গশব্দেন ফলপ্রাপ্তিপূর্বকস্ত্যাগ উচ্যতে' 'অহ্না অনুবাকোঽধীতঃ' এই বাক্যের দ্বারা দিবসব্যাপী অনুবাকের অধ্যয়ন উপপাদিত হইতেছে। দিনে বা পথে নিরন্তর অধ্যয়ন করিয়া যে ক্ষেত্রে ফলপ্রাপ্তি বুঝায়, সেই স্থলেই কালবাচক বা অধ্ববাচক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। উক্ত বাক্যটির দ্বারা অনুবাক অধ্যয়ন করার যে ফল, উহার প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহাই দ্যোতিত হইয়া থাকে। 'মাসমধীতো নায়াতঃ' এই বাক্যের দ্বারা ইহাই প্রতীতি হয় যে—এক মাস নিরন্তর অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও কিছু ফললাভ হয় নাই। ৫৬৩।

৫৬৪। সহযুক্তেঽপ্রধানে। (২-৩-১৯)।

সহার্থেন যুক্তেঽপ্রধানে তৃতীয়া স্যাৎ। পুত্রেণ সহাগতঃ পিতা এবং সাকংসার্ধংসমংযোগেঽপি। বিনাপি তদ্যোগং তৃতীয়া। 'বৃদ্ধো যূনা'—(সূ ৯৩১) ইত্যাদি নির্দেশাৎ। ৫৬৪।

অনুঃ—সহার্থক শব্দের যোগ থাকিলে অপ্রধানে তৃতীয়া হয়। 'পুত্রেণ সহাগতঃ পিতা'—পুত্রের সঙ্গে পিতা আসিয়াছেন। এই প্রকার সাকম্, সার্ধম্ ও সমম্ যোগেও (তৃতীয়া হয়)। উহাদের যোগ না থাকিলেও তৃতীয়া হয়—'বৃদ্ধো যূনা' ইত্যাদি নির্দেশবশতঃ।

কাঃ—'সহেনাপ্রধানে'—এই প্রকার সূত্র না করিয়া যে 'যুক্ত' গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় অর্থগ্রহণেই পাণিনির তাৎপর্য, সেই জন্যই বৃত্তিতে দীক্ষিত বলিয়াছেন 'সহার্থেন যোগে', অর্থাৎ 'সহ' শব্দের অর্থে যতগুলি শব্দ আছে সেই সকল শব্দের যোগ থাকিলেই অপ্রধানে তৃতীয়া হয়—ইহাই সূত্রের সার মর্ম। সুতরাং 'সহ' শব্দে যতগুলি পর্যায় শব্দ আছে—'সাকম্', 'সার্ধম্', 'সমম্' ইত্যাদি সকলের যোগেই তৃতীয়া বিহিত হইয়া থাকে। ক্রিয়া, গুণ ও দ্রব্যের সহিত প্রধান ও অপ্রধান রূপ সম্বন্ধ

দেখাইবার জন্য সাহিত্যবাচক সহ-শব্দের প্রয়োগ করা হয়। ক্রিয়া, গুণ ও দ্রব্যের সহিত অন্বয় দুই প্রকার—শাব্দ ও আর্থ। শব্দশাস্ত্রে শাব্দ অন্বয়ের প্রাধান্য এবং আর্থ অন্বয়ের অপ্রাধান্য স্বীকার করা হয়। যাহার শাব্দ অন্বয়ের অভাব আছে—উহা অপ্রধান এবং যাহার সহিত ক্রিয়া, গুণ ও দ্রব্যের শাব্দ অন্বয় আছে, উহা প্রধান। যেমন 'পুত্রেণ সহাগতঃ পিতা'—এস্থলে আগমন ক্রিয়ার সহিত পিতার শাব্দ অন্বয় আছে। 'আঙ্' পূর্বক 'গম্' ধাতুর শেষে কর্তায় 'ক্ত' প্রত্যয় হওয়ার ফলে কর্তার সহিত ক্রিয়ার সাক্ষাৎ অন্বয় হইয়া থাকে। উক্ত বাক্যে কর্তা হইল 'পিতা', 'সহ' শব্দের সমভিব্যাহারবশতঃ পুত্রেও আগমন ক্রিয়া অন্বিত হয়, সেইজন্য উহা আর্থ অন্বয়। উপরি উক্ত বাক্যে পুত্রের সহিত আগমন ক্রিয়ায় শাব্দ অন্বয় নাই, সুতরাং পুত্র অপ্রধান বলিয়া উহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। 'শিষ্যেণ সহ স্থূল উপাধ্যায়ঃ'—শিষ্যের সহিত উপাধ্যায়ও স্থূল হইতেছে—এই বাক্যে উপাধ্যায়ের সহিত স্থৌল্য গুণের শাব্দ অন্বয় এবং শিষ্যের সহিত উহ আর্থিক, সেইজন্য 'শিষ্যে' স্থৌল্য গুণের সহিত শব্দ-অন্বয়ের অভাব থাকায় উহাই অপ্রধান, সুতরাং উহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। 'শিষ্যেণ সহ উপাধ্যায়ো গোমান্'—এই বাক্যে গরু দ্রব্যের সহিত উপাধ্যায়ের শাব্দ অন্বয় এবং শিষ্যের আর্থ, সুতরাং উহা অপ্রধান বলিয়া উহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। এইভাবে ক্রিয়া, গুণ ও দ্রব্যের সহিত অন্বয়ের উদাহরণ যথাক্রমে প্রদর্শিত হইল। দীক্ষিত কেবল ক্রিয়ার উদাহরণ বলিয়াছেন, কিন্তু গুণ ও দ্রব্যের উদাহরণ প্রদর্শন করেন নাই। যদি সহার্থক শব্দের যোগ না থাকে, কিন্তু সাহিত্য রূপে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহা হইলেও অপ্রধানে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। এ বিষয়ে প্রমাণ হইল 'বৃদ্ধো যূনা' এই সূত্রের তৃতীয়ান্ত নির্দেশ, সে স্থলে সহার্থক শব্দের প্রয়োগ নাই, অথচ প্রতীয়মান সাহিত্যার্থে পাণিনি তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন।*

* কোন বাক্যে সহার্থক শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও যদি সাহিত্য অর্থের প্রতীতি হয়, সেস্থলেও তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে; যথা—পুত্রেণাগতঃ পিতা' ইত্যাদি।

'সহৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দভী'—দশটি পুত্র থাকা সত্ত্বেও গর্দভী ভার বহন করিতেছে। এই বাক্যে যে 'সহ' শব্দ আছে, উহার অর্থ বিদ্যমানতা। দশটি পুত্র ভার বহণ করে না, সুতরাং উহাদের ভার বহন কর্তৃত্ব নাই; কিন্তু 'পুত্রেণ সহাগতঃ পিতা' ইত্যাদি স্থলে আগমন কর্তৃত্ব পুত্রেও আছে অর্থাৎ পুত্রও আসে। সহ শব্দের সাহিত্য অথবা বিদ্যমানতা যে কোন অর্থেই উহার যোগে তৃতীয়া হইয়া থাকে। সাহিত্য অর্থ হইলেই যে হইবে ইহাতে কোন একপাক্ষিক যুক্তি নাই।

'সাহিত্য' অর্থে কোন স্থলে, 'সহ' শব্দ সমভিব্যাহৃত পূর্বোক্ত ক্রিয়া, গুণ অথবা দ্রব্যের সমান কালেই যাহার ক্রিয়া প্রভৃতিব অস্তিত্ব বুঝায়। 'পুত্রেণ সহাগতঃ পিতা' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা একই কালে পিতা ও পুত্রের আগমন বুঝাইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে সমান দেশ ক্রিয়াবত্ত্বও বুঝায়। একই কালে না হইলেও একই দেশে দুইটির সাহিত্য বুঝায়; যেমন—'তিলৈঃ সহ মাষান্ বপতি' তিলের সহিত মাষ বপন করিতেছে—এই বাক্যের দ্বাবা একই কালে তিল ও মাষের বপন করা বুঝায় না; মাষ বপন করার পবে যদি তিল বপন্ করা হয়, সে স্থলে উক্ত বাক্যের প্রয়োগ হয়, সুতরাং তিল ও মাষের একই কালে বপন না হইলেও উহাদের একই ক্ষেত্রে বপন হইয়া থাকে। এই একই ক্ষেত্রে দুইটির বপন হয় বলিয়া উহাদের সমান দেশ ক্রিয়াবত্ত্বরূপ সাহিত্য থাকে।

এই সূত্রের 'অপ্রধানে' পদটির গ্রহণ না করিলেও চলে। প্রধানে যাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি না হয়, সেইজন্য 'অপ্রধানে' পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রাতিপদিকার্থ মাত্রে প্রথমাই হইবে। যেমন 'পুত্রেণ সহাগতঃ পিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অপ্রধান পদটির অভাবে প্রধান পিতৃশব্দেও তৃতীয়া বিভক্তির প্রসক্তি হইবে ইহা বলা যায় না। কারণ আগমন ক্রিয়ার কর্তৃত্ব উক্ত হওয়ায় উহা প্রাতিপদিকার্থরূপে পরিণত হয়; সুতরাং প্রাতিপদিকার্থ মাত্রে প্রথমাই হইবে, তৃতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না। 'শিষ্যেণ সহ উপাধ্যায়ঃ স্থূলঃ' ইত্যাদি স্থলেও 'অস্তি' ক্রিয়ার অধ্যাহার হইয়া থাকে, সেই অধ্যাহৃত 'অস্তি' প্রভৃতি ক্রিয়ার কর্তৃত্বই প্রাতিপদিকার্থ, সুতরাং সে স্থলেও প্রথমা বিভক্তিই হইবে। ক্রিয়ার সহিত অন্বয় প্রথমেই হয়, সেইজন্য প্রথমা বিভক্তি অন্তরঙ্গ এবং তৃতীয়া বিভক্তি বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রথমাই হইবে, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি হইবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'পুত্রেণ সহ পিতুরাগমনম্'—পুত্রের সঙ্গে পিতার আগমন ইত্যাদি বাক্যে 'পিতৃ' শব্দে যাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি না হয়, সেই জন্য উক্ত সূত্রে অপ্রধান পদের গ্রহণ করা প্রয়োজন নয় কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সে স্থলে 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' (২-৩-৬৫) সূত্রানুসারে 'আগমনম্' এই কৃদন্তের যোগে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তিই তৃতীয়া বিভক্তিকে বাধ করিয়া হইবে; সুতরাং উক্ত স্থলের জন্যও সূত্রস্থ 'অপ্রধানে' পদের কোন প্রয়োজন নাই। উপরি উক্ত বাক্যে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী দুইটি বিভক্তির প্রাপ্তি থাকিলে ষষ্ঠী বিভক্তিই হইবে, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি হইবে না, কারণ 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' সূত্রানুসারে 'সহ' পদের যোগে তৃতীয়া বিভক্তির বিধান করা হয় বলিয়া উহা উপপদ বিভক্তি। পদকে আশ্রয় করিয়া যে বিভক্তির বিধান করা হয় উহা উপপদ বিভক্তি এবং 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি'—এই সূত্রে যে ষষ্ঠী বিভক্তির বিধান করা হয়, উহা কারক বিভক্তি, কারণ উহা ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। কর্তৃকারকে ও কর্মকারকে উহার দ্বারা ষষ্ঠী বিধান করা হয়, সেইজন্য উহা কারকবিভক্তি। উপপদ বিভক্তির অপেক্ষা কারক বিভক্তি অধিক বলবতী হইয়া থাকে—'উপপদ বিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলয়সী'। সুতরাং উক্ত প্রয়োগে 'ষষ্ঠী' ইহা কারক বিভক্তি এবং সহযোগে তৃতীয়া উপপদ বিভক্তি। কারক বিভক্তির দ্বারা উপপদ বিভক্তি বাধিত হওয়ার ফলে উক্ত স্থলে প্রধান 'পিতৃ' প্রভৃতি শব্দে তৃতীয়া বিভক্তির প্রসক্তি থাকিতেই পারে না। সুতরাং কোন স্থলে দোষ না থাকায় সূত্রস্থ 'অপ্রধানে' পদটি একেবারে অনাবশ্যক। এই প্রকারে ভাষ্যকার উক্ত পদটির প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

৫৬৫। যেনাঙ্গবিকারঃ। (২-৩-২০)।

যেনাঙ্গেন বিকৃতেনাঙ্গিনো বিকারো লক্ষ্যতে ততস্তৃতীয়া স্যাৎ। অক্ষ্ণা কাণঃ। অক্ষিসম্বন্ধিকাণত্ববিশিষ্ট ইত্যর্থঃ অঙ্গবিকারঃ কিম্? অক্ষি কাণমস্য ॥ ৫৬৫ ॥

অনুঃ—যে বিকৃত অঙ্গের দ্বারা অঙ্গীর বিকার লক্ষিত হয়, সেই অঙ্গবাচক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। অক্ষিসম্বন্ধি কাণত্ববিকারযুক্ত উহার

তাৎপর্য। অঙ্গীর বিকার লক্ষিত হয় ইহা না বলিলে "অক্ষি কাণমস্য" ওর চোখ কানা (ইহাতেও তৃতীয়া বিভক্তি হইত)।

কাঃ—সর্বত্রই অঙ্গ শব্দের অর্থ অবয়ব, কিন্তু এই সূত্রে অঙ্গ শব্দেব দ্বারা অঙ্গী বা অবয়বী গৃহীত হইয়াছে। অঙ্গ শব্দের দ্বাবা যদি অবয়ব অর্থের গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে যে কাণত্ব প্রভৃতি গুণের দ্বারা অঙ্গেব বিকার লক্ষিত হয় সেই বিকারবাচক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইত, ফলে 'অক্ষিকাণমস্য' ওর চোখ কানা এই বাক্যে কাণত্বরূপ বিকারের দ্বারা অক্ষি—এই অঙ্গের বিকার লক্ষিত হওয়ায়; বিকারবাচক কাণশব্দে প্রথমা বিভক্তিকে বাধ করিয়া তৃতীযা বিভক্তির প্রসক্তি হইত এবং অক্ষ্ণা কাণঃ 'অক্ষিসম্বন্ধিকাণত্বযুক্তঃ পুরুষঃ' এই বাক্যে 'অক্ষি' শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হইত না, বরং সম্বন্ধ অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইত। তাহা যাহাতে না হয়, সেই জন্য এই সূত্রে 'অঙ্গ' শব্দের দ্বারা অঙ্গীর গ্রহণ করা অভিপ্রেত।

প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্বোক্ত স্থলে তৃতীয়া বিভক্তির প্রসক্তির নিরসনের জন্য অঙ্গ শব্দের দ্বারা অঙ্গীর গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি করিয়া হইতে পারে—অবয়ববাচক অঙ্গশব্দের দ্বারা অঙ্গী বা অবয়বীব গ্রহণ করা কি সম্ভব ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অঙ্গ শব্দটি অবয়ববাচক হইলেও উহাতে মত্বর্থীয় 'অচ্' প্রত্যয় যোগ করিলে অঙ্গ যাহাব আছে এই অর্থে অঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গীর গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। "অঙ্গানি সন্তি অস্য" অঙ্গ যাহার আছে অর্থাৎ অঙ্গবিশিষ্ট এইরূপে মতুপের অর্থে 'অর্শআদিভ্য অচ্' (৫-২-১২৭) সূত্র অনুসারে অঙ্গ শব্দের শেষে অচ্ প্রত্যয় করিয়া 'যস্যেতি চ' (৬-৪-১৪৮) অনুসারে অঙ্গের শেষ অকারের লোপ করা হইলে 'অঙ্গ্+অ' অঙ্গ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এইরূপে মত্বর্থীয় অচ্ প্রত্যয় যোগ করার ফলে অঙ্গ শব্দের অঙ্গবিশিষ্ট বা অঙ্গী অর্থ হইয়া থাকে। সূত্রস্থ 'অঙ্গবিকারঃ' শব্দটিতে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ হইয়াছে—অঙ্গস্য অঙ্গিনঃ বিকারঃ 'অঙ্গবিকারঃ' অঙ্গ বা অঙ্গীর বিকার অঙ্গবিকার। 'যেন' এই সর্বনামটির সন্নিধানবশতঃ বা কাছাকাছি থাকার ফলে প্রস্তুতার্থস্বরূপ অঙ্গের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং যে অঙ্গের দ্বারা অঙ্গীর বিকার লক্ষিত হয় তাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে,—এইরূপ সূত্রার্থ হইবে, কিন্তু অবিকৃত অঙ্গের দ্বারা অঙ্গীর বিকার

লক্ষিত হওয়া অসম্ভব, এই জন্য যে অঙ্গের দ্বারা বলিলে বিকৃত অঙ্গই বুঝিতে হইবে। সুতরাং সম্পূর্ণ সূত্রটির অর্থ হইল—যে বিকৃত অঙ্গের দ্বারা অঙ্গীব বিকার লক্ষিত হয়, সেই বিকৃত অঙ্গবাচক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হইযা থাকে। 'অক্ষ্ণা কাণঃ' এই বাক্যের দ্বারা কাণত্ববিকারযুক্ত অক্ষির দ্বাবা অঙ্গীর বিকার লক্ষিত হয়, সেইজন্য অক্ষি এই বিকৃত অঙ্গবাচক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। উক্ত বাক্যে কাণ শব্দটি কাণত্ব-বিকারযুক্ত অঙ্গীব বাচক। তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ এস্থলে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ হইল বিকারপ্রযুক্তত্ব ; সুতরাং উক্ত বাক্যটির অর্থ হইবে—অক্ষিবিকারপ্রযুক্তকাণত্ববান্ অক্ষিব বিকারনিবন্ধন কাণত্ববিশিষ্ট পুরুষ। লোকে কাণ শব্দের দ্বারা একটি চোখে দৃষ্টিহীনতা বোঝায়—দৃষ্টিশক্তিহীন একটি চোখই কাণ শব্দের অর্থ ; কিন্তু একটি চোখের দৃষ্টিহীনতারূপ বিকারের অঙ্গীতে অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরীবে আরোপ করিয়া উহাতেও কাণশব্দের প্রয়োগ হয় এবং শবীবের ধর্ম বা বিকার তদবচ্ছিন্ন শরীরী বা আত্মাতে আরোপিত হইলে উহারও কাণশব্দেব দ্বারা বোধ হইয়া থাকে। 'অক্ষ্ণা কাণঃ' ইহার অর্থ একটি চোখের দৃষ্টিহীনতা রূপ বিকারনিবন্ধন অঙ্গী শরীর বা আত্মা কাণত্ববিকারযুক্ত। উক্ত বাক্যটিব বাংলায় অর্থ হইবে একচোখে কাণা। সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল উহাকে বাধ করিবার জন্য এই সূত্রটি রচিত হইয়াছে। এইরূপ মুখেব ত্রিলোচনত্ব অঙ্গীতে আরোপ করিয়া 'মুখেন ত্রিলোচনঃ' বাক্যটিব প্রয়োগ হইয়া থাকে। হীনতা যেমন বিকার সেইরূপ অঙ্গের আধিক্যও একটি বিকার, এস্থলে দুইটি চোখের পরিবর্তে তিনটি চোখ থাকা বিকাব। 'শিশু-পালবধ' মহাকাব্যে 'বপুষা চতুর্ভুজঃ' এইরূপ প্রয়োগও আছে ; বপুষ্—শরীর অঙ্গ না হওয়ায় উহাতে বিকাব অর্থে কি করিয়া তৃতীয়া হইতে পাবে ইহা চিন্তনীয়।

যে বিকৃত অঙ্গের দ্বারা অঙ্গীর বিকার লক্ষিত হয় ইহা না বলিয়া যদি যে বিকারের দ্বারা অঙ্গের বিকার লক্ষিত হয় সেই বিকার বাচক শব্দে তৃতীয়া হয়—এইরূপে সূত্রার্থ হইলে 'অক্ষি কাণমস্য' ওর চোখ কানা, এই বাক্যে বিকারবাচক শব্দ যে 'কাণ' আছে উহাতেই তৃতীয়া বিভক্তি হইবে, তাহা হইলে 'অক্ষি কাণেন'—এইরূপ অশুদ্ধ প্রয়োগের প্রসক্তি হইবে ; তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য পূর্বোক্ত সূত্রার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। এস্থলে লক্ষণীয়

যে একচোখে দৃষ্টিহীনতাসম্বন্ধকাতঃ ব্যক্তিকেই 'কাণঃ' পদের দ্বারা ব্যবহার করা হয়, সুতরাং অক্ষ্ণা পদের প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু একচক্ষুর দৃষ্টিহীনতাযুক্ত ব্যক্তির বোধ করাইবার উদ্দেশ্যে লোকে 'অক্ষ্ণা কাণঃ' এই পদযুগলের ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা অনাদিকাল হইতে নিরূঢ় হইয়া আসিয়াছে। যেমন, 'বিপ্রৌ' এই দ্বিবচনযুক্ত প্রয়োগের দ্বারাই দুইটি বিপ্রের বোধ হওয়া সম্ভব হইলেও লোকে 'দ্বৌ' পদের সহিত 'দ্বৌ বিপ্রৌ' এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে ঠিক সেইরূপ এক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে। ৫৬৫।

৫৬৬। ইত্থম্ভূতলক্ষণে ॥ (২-৩-২১) ॥

কঞ্চিৎপ্রকারং প্রাপ্তস্য লক্ষণে তৃতীয়া স্যাৎ। জটাভিস্তাপসঃ। জটাজ্ঞাপ্যতাপসত্ববিশিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬৬ ॥

অনুঃ—কোনো একটি প্রকার প্রাপ্তের লক্ষণ বুঝাইলে উহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। 'জটাভিস্তাপসঃ' জটার দ্বারা বোধিত যে তাপসত্ব সেই তাপসত্ববিশিষ্ট (দেবদত্ত প্রভৃতি) ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ।

কাঃ—ইদম্ শব্দের শেষে প্রকার অর্থে 'ইদমস্থমু' (৫।৩।২৪) সূত্র অনুসারে থমু-প্রত্যয় করিয়া ইত্থম্ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইদম্ এই প্রকৃতির অর্থকে বাদ দিয়া কেবল প্রকার এই প্রত্যয়ার্থই গৃহীত হইয়াছে। চুরাদিগণীয় ভূ-ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি এই প্রাপ্ত্যর্থক 'ভূ' ধাতুর শেষে কর্তায় 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া ভূত শব্দটির সিদ্ধি হইয়াছে।* ইত্থম্ শব্দের সহিত 'ভূত' শব্দের সমাস করিলে ইত্থংভূত শব্দটি গঠিত হইয়া থাকে। 'ইত্থং ভূতঃ' ইত্থং ভূতঃ কোনও একটি প্রকার প্রাপ্ত। সামান্যের ভেদক যে বিশেষ ধর্ম, উহাই প্রকার। লক্ষণ শব্দ লক্ষ্যতে জ্ঞায়তেঽনেন—যাহার দ্বারা লক্ষিত বা জ্ঞাপিত হয় এই লক্ষ ধাতুর শেষে ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইত্থং ভূতস্য এই

---

* 'ভূ-প্রাপ্তৌ' এই ধাতুটি চুরাদিগণীয় হইলেও 'আধৃষাদ্ বা' এই বার্তিক অনুসারে 'ণিচ্' বিকল্পে হওয়ায়, এস্থলে উহার অভাবে কেবল 'ভূ' ধাতুর শেষে 'গত্যর্থাকর্মক' (৩-৪-৭২) সূত্রের দ্বারা কর্তায় 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'ভূত' সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অর্থে কর্ম ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত লক্ষণ পদের সমাস করিলে 'ইত্থংভূতলক্ষণম্' পদটির নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। উহার অর্থ হইল, কোন একটি প্রকার বা বিশেষ ধর্মপ্রাপ্তের জ্ঞাপক, কোন বিশেষ ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে ইহার বোধক। উদাহরণ—'জটাভিস্তাপস', জটার দ্বারা তাপসত্ববিশিষ্ট ইহা জ্ঞাত হইতেছে। এই বাক্যে জটা তাপসত্বের বোধক এবং তাপসত্ব বিশেষ ধর্ম, ইহাই প্রকার-বিশেষ। তাপসত্ব এই বিশেষ ধর্মের দ্বারা মনুষ্যত্বরূপ সামান্য ধর্মটি অন্যধর্ম হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং তাপসত্ব ধর্মটি প্রকার বা বিশেষ ধর্ম—ইহা উক্ত স্থলে জটার দ্বারা জ্ঞাপিত হইতেছে। জটাধারী ব্যক্তিকে দেখিয়া লোকে তাহাকে তপস্বী মনে করে ; সেইজন্য জটা তাপসত্বের জ্ঞাপক বা বোধক। সুতরাং লক্ষণ বা জ্ঞাপক জটা শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে এস্থলে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপকত্বরূপ সম্বন্ধ। কাহার জ্ঞাপক এই আশঙ্কায় বলা যাইতে পারে যে ইত্থং ভূতের বা বিশেষ ধর্মের জ্ঞাপক। সুতরাং তাপসত্ব এই বিশেষ ধর্ম হইল জ্ঞাপ্য এবং উহার জ্ঞাপক হইল জটা, তাহা হইলে উক্ত বাক্যটির অর্থ হইবে যে, জটার দ্বারা জ্ঞাপ্য বা বোধ্য যে তাপসত্ব, সেই তাপসত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জ্ঞাত এই ক্রিয়াটির অধ্যাহার করিলে 'জটাভি-স্তাপসো জ্ঞাতঃ' জটার দ্বারা তাপস জ্ঞাত হইয়াছে—এই বাক্যে তাপসত্ব-জ্ঞানের সাধকতম হইল জটা, সুতরাং করণে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা উক্ত প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার জন্য আর ঐ সূত্রটির প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে করণত্বের বিবক্ষা না করিলে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ষষ্ঠী বিভক্তিকে বাধ করিয়া যাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, সেই জন্যই সূত্রটির প্রণয়ন করা হইয়াছে। ৫৬৬।

৫৬৭। সংজ্ঞোঽন্যতরস্যাং কর্মণি ॥ (২-৩-২২) ॥

সং পূর্বস্য জানাতেঃ কর্মণি তৃতীয়া বা স্যাৎ। পিত্রা পিতরং বা সংজানীতে ॥ ৫৬৭ ॥

অনুঃ—'সম্' পূর্বে থাকিলে জানা অর্থে 'জ্ঞা' ধাতুর কর্মকারকে তৃতীয়া বিভক্তি বিকল্পে হয়। পিত্রা পিতরং বা সংজানীতে—পিতাকে স্মরণ করিতেছে।

কাঃ—এই সূত্রটিতে জ্ঞঃ ইহার দ্বারা জনী প্রাদুর্ভাবে দিবাদিগণীয় ধাতুর গ্রহণ করা হয় নাই, কারণ উক্ত ধাতুটি অকর্মক। অকর্মক ধাতুর প্রয়োগে কর্ম না থাকায় কর্মকারকে তৃতীয়া বিধান করার কোনও অর্থ থাকে না। সুতরাং 'জ্ঞা' অববোধনে জানা অর্থে ক্র্যাদিগণীয় 'জ্ঞা' ধাতুর গ্রহণ করা হইয়াছে—ইহাই বুঝাইবার জন্য দীক্ষিত বৃত্তিতে জানাতেঃ কর্মণি তৃতীয়া বা স্যাৎ—জানা অর্থে 'জ্ঞা' ধাতুর কর্মে বিকল্পে তৃতীয়া হয়—ইহা বলিয়াছেন। 'সংজানীতে' এই পদটি 'সম্প্রতিভ্যামনাধ্যানে' (১।৩।৪৩) অনুসারে আত্মনেপদ করা হইয়াছে। আধ্যানের অর্থ উৎকণ্ঠাপূর্বক স্মরণ ইহাতে আত্মনেপদ হয় না, সে অর্থে 'মাতুঃ সংজানাতি' মাকে উৎকণ্ঠাপূর্বক স্মরণ করিতেছে—এই বাক্যে শেষত্ব বিবক্ষা করিলে 'অধীগর্থদয়েশাং কর্মণি' (২।৩।৫২) অনুসারে ষষ্ঠী হইবে আর যদি শেষত্ব বিবক্ষা না করা হয়, তাহা হইলে পিতরং পিত্রা বা সংজানাতি এই বাক্যে কর্মকারকে তৃতীয়া ও দ্বিতীয়া বিভক্তি দুই-ই বিকল্পে হইবে। পিতুঃ সংজ্ঞানম্ ইত্যাদি* বাক্যে কৃদন্ত সম্ পূর্বক 'জ্ঞা' ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে কর্তৃকর্মণোঃ কৃতিঃ (২-৩-৩৫) এই পরবর্তী সূত্র অনুসারে কর্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে।

'জ্ঞা' ধাতুর অনুকরণে জ্ঞা এই শব্দের অনুকরণে ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'জ্ঞা' অস্ এইরূপ অবস্থায় 'আতো ধাতোঃ' (৬-৪-১৪০) অনুসারে আকারের লোপ করিলে 'জ্ঞস্' এইরূপ হইয়া থাকে। যদিও উক্ত অনুসারে আকারান্ত ধাতুর আকারের লোপ হয়। এস্থলে উহার অনুকরণে 'জ্ঞা' শব্দ ইহা ঠিক

* মাতুঃ সঞ্জানাতি' ইত্যাদি স্থলে হরদত্তের মতে 'অধীগর্থ' এই পরবর্তী সূত্র অনুসারে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; কিন্তু দীক্ষিত ও নাগেশ দুইজনেই উক্ত সূত্রে শেষত্বের অধিকার যায় বলিয়া উক্ত মতটির প্রতিবাদ করিয়াছেন সায়ণাচার্য শেষত্বের বিবক্ষা ও অবিবক্ষাভেদে উপরিউক্ত সূত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন—যত্তু হরদত্তেনোক্তম্ আধ্যানে পরত্বাদ্ 'অধীগর্থে ষষ্ঠী মাতুঃ সংজানাতীতি তন্ন, তত্র শেষাধিকারাৎ'—দ্রষ্টব্য—প্রৌঢ়মনোরমা ও বৃহচ্ছব্দেন্দু 'আধ্যানে তু মাতুঃ সঞ্জানাতি—'অধীগর্থ' ইতি কর্মণি শেষে ষষ্ঠী। অবশেষে তু 'সংজ্ঞা তি দ্বিতীয়া তৃতীয়ে ভবতঃ। মাতরং সঞ্জানাতি, মাত্রা সঞ্জানাতি—মাধবীয় ধাতুবৃত্তি, ক্র্যাদিগণ-ধাতু ৪০।

ধাতু নয় তথাপি অনুকরণ ও অনুকার্যের অভেদ স্বীকার করিলে অনুকরণ জ্ঞা শব্দটিও আকারান্ত জ্ঞা ধাতুই বুঝিতে হইবে।

জন্ ধাতুর অনুকরণে জন্ এই প্রাতিপাদিকের পরে ষষ্ঠী বিভক্তি আসিলে অল্লোপোঽনঃ (৬-৪-১৩৪) অনুসারে অন্‌ভাগের লোপ এবং স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ (৮-৪-৪৯) অনুসারে ন্ এর 'ঞ' করিয়া অস্ এর অকারের সহিত যোগ করিলে জ্ঞস্ এইরূপ হইয়া যায়। উক্ত দুইটি ধাতুরই অনুকরণে ষষ্ঠী বিভক্তিতে একই রূপ হয় বলিয়া সন্দেহ হয় যে এস্থলে কোন্ ধাতুর গ্রহণ করা হইয়াছে 'জ্ঞা' অথবা 'জন্' ধাতুর? অকর্মক বলিয়া জন্ ধাতুর গ্রহণ করা যায় না। তত্ত্ববোধিনীকার জন্ ধাতু হইতে যে 'জ্ঞস্' রূপ করা হয় 'অল্লোপোঽনঃ' অনুসারে অন্ লোপ নিষ্পন্ন বলিয়া উহাকে লাক্ষণিক বলিয়াছেন এবং 'জ্ঞা' ধাতুটি প্রাতিপদোক্তে সেই জন্য উহাই গ্রহণ হইবে, লাক্ষণিকের হইবে না—ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু দুইটিরই ষষ্ঠী বিভক্তিতে যথাক্রমে অন্ ও আ লোপ পাইয়া নিষ্পন্ন হওয়ায় দুইটিই লাক্ষণিক ॥ ৫৬৭ ॥

৫৬৮। হেতৌ ॥ ২।৩।২৩ ॥

হেত্বর্থে তৃতীয়া স্যাত্। দ্রব্যাদিসাধারণং নির্ব্যাপারসাধারণং চ হেতুত্বম্। করণত্বং তু ক্রিয়ামাত্রবিষয়ং ব্যাপারনিয়তং চ দণ্ডেন ঘটঃ। পুণ্যেন দৃষ্টো হরিঃ। ফলমপীহ হেতুঃ। অধ্যয়নেন বসতি। গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তৌ প্রযোজিকা। অলং শ্রমেণ। সাধ্যং নাস্তীত্যর্থঃ। সাধনক্রিয়াং প্রতি শ্রমঃ করণম্। শতেন শতেন বৎসান্‌পায়য়তি পয়ঃ। শতেন পরিচ্ছিদ্যেত্যর্থঃ।

॥ অশিষ্টব্যবহারে দাণঃ প্রয়োগে চতুর্থ্যর্থে তৃতীয়া ॥ দাস্যা সংযচ্ছতে কামুকঃ। ধর্মে তু ভার্যায়ৈ সংযচ্ছতি। ইতি তৃতীয়া ॥ ৫৬৮।

অনুঃ—হেতু অর্থ বুঝাইলে হেতুবোধক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। হেতুর বিষয় হইল দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া এবং উহাতে ব্যাপার থাকিতেও পারে আর নাও থাকিতে পারে, কিন্তু করণের কেবল ক্রিয়ামাত্র বিষয় এবং উহাতে ব্যাপার থাকা আবশ্যক। 'দণ্ডেন ঘটঃ' দণ্ডের দ্বারা ঘট হয়। 'পুণ্যেন দৃষ্টো হরিঃ' পুণ্যের প্রভাবে হরিদর্শন হইয়াছে।

এই সূত্রে ফলও হেতু। 'অধ্যয়নেন বসতি'—অধ্যয়নের জন্য বাস করিতেছে। প্রতীয়মান ক্রিয়া ও কারক বিভক্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে ; 'অলং শ্রমেণ' ইহার অর্থ ইহা শ্রমসাধ্য নয়। সাধনক্রিয়ার প্রতি শ্রম হইল করণ। 'শতেন শতেন বৎসান্ পায়য়তি পয়ঃ' ইহার অর্থ একশ একশ সমষ্টি করিয়া দুধ পান করাইতেছে।

(১) অশিষ্ট ব্যবহারে দান্ ধাতুর প্রযোগে চতুর্থী অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে ; 'দাস্যা সংযচ্ছতে কামুকঃ' কামুক দাসীকে খাদ্য প্রভৃতি দান করিতেছে। কিন্তু ধর্ম ব্যবহারে ভার্য্যায়ৈ সংযচ্ছতি—ভার্য্যাকে অলঙ্কার প্রভৃতি দান করিতেছে।

কাঃ—এই সূত্রের দ্বারা হেতু অর্থে তৃতীয়া বিহিত হইয়াছে, কিন্তু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হওয়া অসম্ভব ; সুতরাং তদ্‌বোধক শব্দে তৃতীয়া বিহিত হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য। হেতু দুই প্রকার—শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ; 'তৎ-প্রযোজকো হেতুশ্চ' (১-৪-৫৫) এই সূত্র অনুসারে যে কর্তার প্রযোজকের হেতু সংজ্ঞা করা হয়—ইহা শাস্ত্রীয় হেতু, যেমন দেবদত্ত ওদনং পাচয়তি—দেবদত্ত পাক করিতে প্রেরণা করিতেছে এই বাক্যে দেবদত্ত এই প্রযোজকই হেতু এবং লোকে সাধারণতঃ ফলসিদ্ধির সাধন অর্থাৎ যাহার দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয় তাহাকে কারণ এবং কারণকেই হেতু বলা হয়। এই সূত্রে হেতু শব্দের দ্বারা লৌকিক হেতুই গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু শাস্ত্রীয় হেতু গৃহীত হয় নাই। যদি শাস্ত্রীয় হেতুর গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে আর হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তির বিধান করার কোনো প্রয়োজন থাকে না, কারণ উপরিউক্ত সূত্রে 'হেতুশ্চ' এই চ-কারের দ্বারা প্রযোজকের হেতুসংজ্ঞা ও কর্তৃসংজ্ঞা যুগপত্ দুইটিরই বিধান করা হইয়াছে, ফলে কর্তায় 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' (২-৩-১৮) অনুসারে উহাতে তৃতীয়া বিভক্তির সিদ্ধি থাকায় উক্ত অর্থে তৃতীয়া বিধান করার কোনো সার্থকতা থাকে না, এইজন্য এই সূত্রে হেতু শব্দের দ্বারা লৌকিক হেতুরই গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন 'দণ্ডেন ঘটঃ' এক্ষেত্রে ঘটের প্রতি দণ্ড কারণরূপে লোকে প্রসিদ্ধ ঘট নির্মাণে দণ্ড চক্র প্রভৃতি অপরিহার্য বস্তু যাহা ব্যতীত ঘট নির্মাণ হয় না, সুতরাং হেতু বা কারণ বোধক শব্দ যে দণ্ড উহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'দণ্ডেন ঘটঃ প্রভৃতি প্রয়োগে করণত্বের বিবক্ষা

করিয়া'দণ্ডেন' ইত্যাদি ক্ষেত্রে করণে তৃতীয়া বিভক্তি হইতে পারে, তাহার জন্য আর এই সূত্রটির প্রয়োজন কি ?

শাস্ত্রীয় হেতুই হইল কৃত্রিম এবং লৌকিক হেতু হইল অকৃত্রিম। ব্যাকরণে নিয়ম আছে যে 'কৃত্রিমাকৃত্রিমযোঃ কৃত্রিমস্যৈব গ্রহণম্'—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম দুইটির প্রাপ্তি সম্ভব থাকিলে কৃত্রিম সংজ্ঞারই গ্রহণ করা উচিত এই নিয়ম অনুসারে কৃত্রিম যে শাস্ত্রীয় হেতু উহারই গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু উপরিউক্ত যুক্তি অনুসারে এস্থলে কৃত্রিম সংজ্ঞার গ্রহণ হয় না, কিন্তু অকৃত্রিম লৌকিক হেতুরই গ্রহণ করা হয়।

ইহার উত্তরে ভট্টোজিদীক্ষিত করণ ও হেতু এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য দেখাইতেছেন তাঁহার মত এই যে করণ ও হেতু এক নয়, সেজন্য হেতুর সকল উদাহরণই করণ নয়, সুতরাং সেগুলিতে করণে তৃতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না, এই জন্যই 'হেতৌ' এই সূত্রটির পৃথগ্‌ভাবে প্রয়োজন আছে। উহাদের মধ্যে পার্থক্য হইল=দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া-নিরূপিত নিব্যাপার ও সব্যাপারবৃত্তি যাহা তাহাই হেতু—যাহা ব্যাপারশূন্য অথবা ব্যাপারযুক্ত এবং যাহা দ্রব্যের, গুণের অথবা ক্রিয়ার জনক বা অন্বয়ী তাহাই হেতু।

আর সব্যাপারবৃত্তি ক্রিয়ামাত্র নিরূপিত যাহা, তাহাই করণত্ব অর্থাৎ যাহা ব্যাপারযুক্ত এবং যাহা ক্রিয়ামাত্রের জনক বা অন্বয়ী তাহাই করণ। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—দ্রব্যাদি বিষয়োহেতুঃ কারকং নিয়তক্রিয়ম্। অনাশ্রিতে তু ব্যাপারে নিমিত্তং হেতুরুচ্যতে।—বাক্যপদীয়।

'দণ্ডেন ঘটঃ' ইহা দ্রব্যের উদাহরণ, দণ্ডে ব্যাপার থাকিলেও উহা ঘট এই দ্রব্যের জনক—দণ্ডের সহিত ঘটরূপ দ্রব্যের সাক্ষাৎ অন্বয় আছে।

'পুণ্যেন দৃষ্টো হরিঃ'—ইহা ক্রিয়ার উদাহরণ—এস্থলে 'পুণ্য' শব্দটি পরমাপূর্বের বোধক। যাজ্ঞিক মীমাংসকগণ স্বর্গ প্রভৃতি ফলের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বে একটি অপূর্ব বা অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন—যাহা স্বর্গ প্রভৃতি ফলের সাক্ষাৎরূপে উৎপাদক উহাই হইল পরমাপূর্ব। এই পরমাপূর্ব স্বীকার করিবার মূলে যুক্তি হইল এই, প্রত্যেক যাগটি ক্রিয়াত্মক বলিয়া ক্ষণিক (তৃতীয়ক্ষণে উহাদের নাশ অবশ্যম্ভাবী) সেই বিনশ্বর ক্ষণিক যাগ কখনও স্বর্গ প্রভৃতি ফলের কারণ হইতে পারে না, কারণ উহা মৃত্যুর অনেক

বিলম্বে প্রাপ্য—এইরূপ অতি বিলম্বে প্রাপ্য ফলের প্রতি যাগ কারণ কিরূপে হইতে পারে—কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তীই কারণ,—উহা স্বর্গের অব্যবহিত পূর্ববর্তী না হওয়ায় কারণ হয় কি করিয়া? ইহার সমাধানেই যাজ্ঞিকগণ উপায় বলিয়াছেন—প্রত্যেক অবান্তর যাগ হইতে এক একটি অপূর্ব বা অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় এবং সেই সমুদয় অপূর্ব হইতে এক পরমাপূর্ব উৎপন্ন হয়, যাহা স্বর্গ প্রভৃতি ফলোৎপত্তি পর্যন্ত স্থায়ী—সেই পরমাপূর্ব ও স্বর্গাদির সহিত কার্য-কারণ ভাব সম্ভব।

সুতরাং 'পুণ্য' শব্দের দ্বারা স্বর্গ প্রভৃতির অব্যবহিত পূর্ববর্তী পরমাপূর্ব গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে পুণ্য বা পরমাপূর্ব হরিদর্শনরূপ ক্রিয়ার জনক। সেইজন্য উহাতে হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। পুণ্য হরিদর্শনরূপ ক্রিয়ার জনক হইলেও উহাতে কোনো ব্যাপার নাই এই জন্য উহা হেতু; কিন্তু করণ নহে। যদি যাগ প্রভৃতিই পুণ্য শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাতে করণে তৃতীয়াই হইবে, কারণ যাগে ব্যাপার থাকায় উহা করণ, কিন্তু হেতু নয়।

গুণের উদাহরণ 'পুণ্যেন গৌরবর্ণঃ' পুণ্যফলে গৌরবর্ণ হইয়াছে, এই বাক্যে গৌরবর্ণরূপ গুণের প্রতি পুণ্য হেতু বা কারণ! 'জটাভিস্তাপসঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে হেতুত্বের বিবক্ষা না করিয়া কেবল লক্ষ্য-লক্ষণ ভাবের বিবক্ষায় 'ইত্থংভূতলক্ষণে' অনুসারে তৃতীয়া হয়; কিন্তু হেতুতে হয় না।

করণের উদাহরণ পূর্বোক্ত 'রামেণ বাণেন হতো বালী—রামকর্তৃক বাণের দ্বারা বালী হত হইয়াছে। এই বাক্যে হননরূপ ক্রিয়ার করণ হইল বাণ এবং কর্তা রাম। রামকর্তৃক বাণ প্রক্ষিপ্ত হইলে উহাতে বেধন-রূপ ব্যাপার থাকেই। এস্থলে হননক্রিয়ার সাধকতম হওয়ায়, বাণ করণ, সেইজন্য উহাতে করণে তৃতীয়া হইয়াছে।

এইরূপে করণ ও হেতুতে ভেদ থাকায় একটির দ্বারা অপরটির সিদ্ধি সম্ভব নয় বলিয়া করণে ও হেতুতে পৃথগ্‌ভাবে তৃতীয়া বিহিত হইয়াছে—ইহা দীক্ষিতের আশয়।

বস্তুতস্ত হেতু ও করণে বিশেষ ভেদ নাই। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়ার জনক হইলেই—হেতু, উহাতে ব্যাপার থাকুক বা না থাকুক। আর করণ হইল কেবল ক্রিয়ামাত্রের জনক এবং ব্যাপারযুক্ত। ব্যাপার যুক্ত না হইলে

এবং কেবল ক্রিয়ামাত্রের জনক না হইলে করণ হইবে না ; কিন্তু হেতু হইবে। এ স্থলে লক্ষ্যণীয় যে ব্যাপার যুক্ত হইয়াও যাহা ক্রিয়া মাত্রের জনকতাহা যে হেতু নয়—ইহা বলা যায় না। কারণ নির্ব্যাপার ও সব্যাপার হইয়াও দ্রব্য গুণ অথবা ক্রিয়ার জনক হইলে উহা হেতু হইতে পারে ; সুতরাং রামেণ বাণেন হতো বালী—ইত্যাদি প্র যোগেও বাণ শব্দে হেতুতে তৃতীয়া বিভক্তি অনায়াসেই হইতে পারে। ঘটত্ব পৃথিবীত্বের মত উহাদের ব্যাপ্য ব্যাপকভাব সম্বন্ধ। ঘটত্ব যেমন পৃথিবীত্বের অন্তর্গত, সেইরূপে করণত্বও হেতুত্বের অন্তর্গত। ব্যাপার যুক্ত অসাধারণ কারণই করণ সুতরাং করণ যে কারণ নয়, ইহা বলা যায় না। যেমন পরমাপূর্ব স্বর্গের কারণ সেইরূপ যাগও অদৃষ্টের দ্বারা পরম্পরারূপে কারণ হইতে পারে। সব্যাপারং স্বাগোৎপাদকং ব্যবধানেন ক্রিয়া জনকমপি হেতুরেব (নাগেশ)। ব্যাপারযুক্ত অথচ ব্যবধানে ফলের উৎপাদক যে·ক্রিয়াজনক তাহাও হেতু। করণের সকল উদাহরণেই হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হওয়া সম্ভব। নাগেশ এক্ষেত্রে বলেন যে কেবল শাব্দবোধ বৈলক্ষণ্যের জন্যই পৃথগ্‌ভাবে হেতু ও করণে তৃতীয়া বিভক্তি করা হয়—'বাণনিমিত্তক প্রাণবিয়োগাশ্রয়ো বালী'—এই প্রকার বোধ করিবার ইচ্ছা থাকিলে বাণশব্দে হেতুতে তৃতীয়া এবং বাণব্যাপার-সাধ্য প্রাণবিয়োগাশ্রয়ো বালী—বাণের ব্যাপার-সাধ্য যে প্রাণ-বিয়োগ উহার আশ্রয় বালী—এইরূপে শাব্দবোধের পার্থক্য দেখাইবার জন্যই হেতু ও করণে পৃথগ্‌ভাবে তৃতীয়া বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে।

কেহ কেহ শাব্দবোধের বৈলক্ষণ্য দেখাইবার জন্য হেতৌ সূত্রের দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তির এবং 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' সূত্রানুসারে করণে তৃতীয়া বিভক্তির বিধান করিবার কোনো লাঘবমূলক যুক্তি খুঁজিয়া পান না। তাঁহাদের মতে উক্ত সূত্রে করণ পদের গ্রহণ অনাবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদের মতেও করণ সংজ্ঞা করিতেই হইবে, যাহাতে '**করণাধিকরণয়োশ্চ**' (৩-৩-১১৭) সূত্রের দ্বারা করণকারকে ল্যুট্ বিধান করা যায় তাহার জন্য। বাহুল্য ভয়ে বিশেষ বিচার হইতে বিরত হইতে হইল।

ফলমপীহহেতু—এই সূত্রে ফলও হেতুশব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে—যদি ফলও হেতু শব্দের দ্বারা গৃহীত না হয়, তাহা হইলে 'অধ্যয়নেন বসতি' এই বাক্যের 'অধ্যয়ন, শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না। এ স্থলে অধ্যয়ন

ফল, উহা গুরুকুলে বাসের প্রতি কারণ হইতে পারে না।—বরং গুরুকুলে বাস না করিলে অধ্যয়ন হওয়া অসম্ভব—এই জন্যই বলিতে হইবে যে এই সূত্রে ফলও হেতু। অধ্যয়ন গুরুকুলবাসেব সাধ্য; সেইজন্য উহা গুরুকুলবাসের ফল। তাৎপর্য এই যে ইষ্টসাধনতার জ্ঞানকে দার্শনিকগণ কার্যের প্রবৃত্তির প্রাতি কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কোনো কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে,যে এই কার্যের ইষ্ট বা অভীষ্ট কী? এই কার্যটি উক্ত অভীষ্ট ফলের সাধন কি না? যে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে চেষ্টা করা হইতেছে—সেই কার্য উক্ত অভীষ্টসিদ্ধির সাধন—ইহার অবশ্যই জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সুতরাং গুরুকুলে বাস যে অধ্যযনরূপ অভীষ্টের সাধন—এই জ্ঞান, সেখানে বাস কবার পূর্বেই থাকে। গুরুকুল-বাসে যে অধ্যয়নরূপ অভীষ্টসাধনতা আছে—এইরূপ ইষ্টসাধনতা জ্ঞান—যেহেতু গুরুকুলবাসেব কারণ; সেইজন্য সেই ইষ্টসাধনতার জ্ঞানের দ্বারা অধ্যয়নেও গুরুকুলবাসের হেতুতা আছে—ইহা অনস্বীকার্য। এই আশয়েই ফলকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

যদি অধ্যয়নে পূর্বোক্ত প্রকাবে গুরুকুলবাসেব হেতুত্ব বিবক্ষিত না থাকে কিন্তু অধ্যয়নার্থই গুরুকুলবাস বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে অধ্যয়ন পদে তাদর্থ্যে চতুর্থী হইবে অধ্যয়নায় বসতি—অধ্যয়নের জন্য গুরুকুলে বাস করিতেছে।

অধ্যয়নেন বসতি—ইহার অর্থ অধ্যয়ন হেতুকো বসতি—নিবাসের হেতু অধ্যয়ন এবং অধ্যয়নায় বসতি ইহার অর্থ অধ্যয়নোপকারকো বাসঃ—অধ্যয়নের উপকারক বাস।

গম্যমানাপি—অলং শ্রমেণ ইত্যাদিতে ক্রিয়া ব্যতীতও করণে তৃতীয়া হইয়াছে—ইহা কি করিয়া? কারণ কেবল ক্রিয়া মাত্রের সহিত অন্বয় না থাকিলে করণ হওয়া সম্ভব নয়; সেইজন্য দীক্ষিত বলিয়াছেন যে বাক্যে কোনো ক্রিয়ার যদি প্রয়োগ না করা হয়, কিন্তু উহার প্রতীতি হয় তাহা হইলে সেই প্রতীয়মান ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইয়াও কারক হইতে পারে—'অলং শ্রমেণ' এই বাক্যে অলম্ শব্দটি নিষেধার্থক অব্যয়, কিন্তু কাহার নিষেধ করা হইয়াছে—এইরূপ নিষেধ্যের আকাঙ্ক্ষা হইলে 'সাধ্যং নাস্তি' এই প্রকার 'সাধ্যম্' পদের অধ্যাহার করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে 'সাধ্যম্' এই কৃদন্ত পদের অধ্যাহার করিলেও 'শ্রম' পদের করণত্বরূপে অন্বয় কি

করিয়া হইতে পারে ? করণত্বরূপে অন্বয় করিতে হইলে ক্রিয়ার অধ্যাহার করা উচিত। 'সাধ্যম্' ইহা ভাববাচ্যে কৃৎপ্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, আর 'কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে' কৃৎপ্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত ভাব দ্রব্যের মত প্রকাশ পায়—ভাষ্যবাক্য অনুসারে 'সাধ্যম্, এই পদের দ্বারা দ্রব্যের বোধ হয়, আব দ্রব্যের সহিত করণত্বরূপে শ্রমের অন্বয় হওয়া মোটেই সম্ভব নয়, এইজন্য দীক্ষিত বলিয়াছেন যদিও 'সাধ্যম্' এই পদের সহিত উহার অন্বয় হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু উহার প্রকৃত্যর্থ যে সাধন ক্রিয়া তাহার সহিত করণত্বরূপে শ্রমপদের অন্বয় করা যাইতে পারে—'সাধনক্রিয়াং প্রতি শ্রমং করণম্'—সাধ্যম্ পদেব প্রকৃতি ভাগ যে সাধ্ ধাতু উহার অর্থ সাধনক্রিয়ার প্রতি শ্রম করণ।

এই প্রকারে 'শতেন শতেন বৎসান্ পায়য়তি' ইত্যাদি স্থলে 'পরিচ্ছেদ্য' পদের অধ্যাহার করিয়া উহাব প্রকৃত্যর্থ ক্রিয়ার প্রতি শত পদের করণত্ব হইয়াছে।

যাহারা সদাচারভ্রষ্ট তাহারাই অশিষ্ট, সেই অশিষ্টদের ব্যবহারে অর্থাৎ সদাচার বহির্ভূত কর্মে, যাহার সম্বন্ধে সেই কর্ম নিন্দিত বলিয়া বিবেচিত তদ্বাচক পদে চতুর্থীর অর্থে সম্প্রদানে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যদি সেই প্রযুক্ত বাক্যে দাণ্ ধাতুর প্রয়োগ থাকে। যেমন দাস্যা সংযচ্ছতে কামুকঃ—কামুক দাসীকে দান করিতেছে। দাসীকে কামনার বশীভূত হইয়া দান করা সদাচার বিগর্হিত কর্ম এবং দাসীর সহিত কুৎসিত সম্বন্ধের জন্যই ঐরূপ কর্ম নিন্দিত বলিয়া বিবেচিত। সুতরাং তদ্বাচক দাসী পদে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। দাণ্ ধাতুর স্থানে **'পাঘ্রাধ্মা'** (৭-৩-৭৮) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে যচ্ছ আদেশ এব **দাণশ্চ সা চেচ্চ তুর্থ্যর্থে তৃতীয়া** (১-৩-৫৫) সূত্র অনুসারে চতুর্থীর অর্থে দাসী শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হওয়ার ফলে আত্মনেপদ হইলে 'সংযচ্ছতে' প্রয়োগ হইয়াছে। সম্ পূর্বক 'দাণ্' ধাতুর প্রয়োগ থাকিলেই যদি চতুর্থীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, তাহা হইলে সেই তৃতীয়া বিভক্ত্যন্তপদযুক্ত সম্পূর্বক দাণ্ ধাতুর শেষে আত্মনেপদ বিহিত হইয়া থাকে। দানার্থক ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে যাহাকে দান করা হয়, উহার সম্প্রদান সংজ্ঞা এবং সম্প্রদানে চতুর্থী হয়, সুতরাং দাসীকে দান করিতেছে—এই অর্থে দাস্যৈ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই বার্তিকের দ্বারা

চতুর্থীর অর্থে তৃতীয়া হইয়াছে বলিয়া 'দাস্যা' হইয়াছে এবং এইরূপ তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত-পদযুক্ত দাণ্ ধাতুর প্রয়োগ থাকায় উক্ত ধাতুর শেষে আত্মনেপদ হইয়াছে, ফলে দাস্যা সংযচ্ছতে কামুকঃ এইরূপ বাক্য হইয়া থাকে। ভাষ্যকার কর্মব্যতিহারে উপরি উক্ত প্রয়োগ স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ দাসীর সহিত সহ ভোজনকালে দাসী কামুককে খাদ্য দিতেছে এবং কামুক দাসীকে দিতেছে এই ক্রিয়ার বিনিময়ে ঐরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। দাসীর সহিত পরস্পর খাদ্য বিনিময় করা অশিষ্ট ব্যবহার। ৫৬৮ ॥

অথ চতুর্থী

৫৬৯। কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্। (১-৪-৩২)।

দানস্য কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদান সংজ্ঞঃ স্যাৎ। ৫৬৯।

অনুঃ—কর্তা দানার্থক ক্রিয়ার কর্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

৫৭০। চতুর্থী সম্প্রদানে। (২-৩-১৩)।

বিপ্রায় গাং দদাতি। অনভিহিত ইত্যেব। দীয়তেঽস্মৈ দানীয়ো বিপ্রঃ। ৫৭০।

অনুঃ—সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। বিপ্রায় গাং দদাতি—বিপ্রকে গরু দান করিতেছে। অনভিহিত সম্প্রদানেই চতুর্থী বিভক্তি হয়। যাহাকে দান করা হয়—'দানীয়ো বিপ্রঃ' দানের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ। এ ক্ষেত্রে চতুর্থী বিভক্তি হইল না।

কাঃ—'টি' 'ঘু' ইত্যাদির মত লঘু সংজ্ঞা না করিয়া যে 'সম্প্রদান' এইরূপ মহাসংজ্ঞা করা হইয়াছে; উহার ফল হইল অনুগত অর্থের লাভ করা। ব্যুৎপত্তিলভ্য যে অর্থ উহাই অনুগত অর্থ। সম্যক্ প্রদীয়তে যস্মৈ—যাহাকে সম্যগ্রূপে দান করা হয়—এই অর্থে সম্-প্র-পূর্বক 'দা' ধাতুর শেষে সম্প্রদানে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া সম্প্রদান শব্দটির নিষ্পত্তি হইয়াছে।

সুতরাং কর্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ করিতে কর্তা ইচ্ছা করে, তাহার উক্ত সংজ্ঞা হয়—এই লক্ষণবাক্যে কাহার কর্মের সহিত ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগিলে পূর্বোক্ত মহাসংজ্ঞা করার ফলে দান-ক্রিয়ার অধ্যাহার করা হয়। এইজন্যই বৃত্তিতে দীক্ষিত বলিয়াছেন 'দানস্য কর্মণা' ইত্যাদি অর্থাৎ দান-ক্রিয়ার কর্মের সহিত কর্তা যাহার সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সম্প্রদান-সংজ্ঞা হয়। দানক্রিয়ার কর্মের সহিত সম্বন্ধ করিবার অভিপ্রেতের সম্প্রদান-সংজ্ঞা হওয়ার ফলে 'অজাং গ্রামং নয়তি' ইত্যাদি বাক্যে নয়ন ক্রিয়ার অজারূপ কর্মের সহিত সম্বন্ধ করিবার অভিপ্রেত গ্রামের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় না। এইরূপ 'হস্তং নিদধাতি বৃক্ষে,—ইত্যাদি বাক্যেও বৃক্ষের সম্প্রদান সংজ্ঞা'র অতিপ্রসক্তি হয় না। দানের অর্থ হইল পুনরায় গ্রহণ না করার উদ্দেশ্য স্বস্বত্বের ধ্বংসপূর্বক পরস্বত্বের উৎপাদন যেমন 'বিপ্রায় গাং দদাতি' ইত্যাদি স্থলে পূর্বে দেবদত্ত প্রভৃতি কর্তার গরুর উপরে নিজের স্বত্ব ছিল, উহার নিবৃত্তি করিয়া, সেই গরুর উপরে বিপ্রের স্বত্ব উৎপাদন হইয়া থাকে। বিপ্রকে দান করার পরে আর গো প্রভৃতি প্রদত্ত বস্তুর উপরে দান কর্তার কোনরূপ স্বত্ব বা অধিকার থাকে না। যে স্থলে নিজের স্বত্ব-নিবৃত্তি বুঝায় না, সে স্থলে সম্প্রদানসংজ্ঞা হয় না, যেমন—'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি'—রজককে বস্ত্র দিতেছে—এস্থলে রজককে যে বস্ত্র দেওয়া হয়, তাহা পুনরায় গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়—যে বস্ত্র দেয়, তাহার স্বত্ব নিবৃত্তি হয় না এবং বস্ত্রের উপরে রজকের কোনরূপ স্বত্ব উৎপন্ন হয় না; সেইজন্য উক্ত বাক্যে রজকের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় না, ফলে উহাতে চতুর্থী বিভক্তি না হইয়া ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে স্বস্বত্ব নিবৃত্তিপূর্বক পরস্বত্বের উৎপত্তিই যদি দানের অর্থ হয়, তাহা হইলে 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি'—এই বাক্যে 'দদাতি' এইরূপ 'দা' ধাতুর প্রয়োগ করা উচিত হয় নাই, কিন্তু কেন করা হয় ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এ স্থলে 'দা' ধাতুর অর্থ গৌণ। যে স্থলে স্বস্বত্বের নিবৃত্তি ও পরস্বত্বের উৎপত্তি বুঝায়, সে স্থলে 'দা' ধাতুর অর্থ মুখ্য আর যে স্থলে উহা বুঝায় না, সে স্থলে 'দা' ধাতুর অর্থ গৌণ। সুতরাং উক্ত বাক্যে গৌণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ পূর্বোক্ত মত বৃত্তিকারের—বৃত্তিকারই সম্প্রদানের অনুগত অর্থ স্বীকার করিয়া পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার সম্প্রদানের অন্বর্থ স্বীকার করেন নাই, কারণ তিনি 'খণ্ডিকো-পাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটিকাং দদাতি'—খণ্ডিকোপাধ্যায় (শিশু-শিক্ষক) শিষ্যকে চপেটাঘাত দিতেছেন—এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ বৃদ্ধি সংজ্ঞা সূত্রে করিয়াছেন। চাঁটা দেওয়া, প্রহার দেওয়া প্রভৃতিস্থলে স্বত্বের নিবৃত্তি ও পরস্বত্বের উৎপত্তি বুঝায় না, শিষ্যকে চপেটাদানের অর্থ তাহাকে করতলের দ্বারা আঘাত করা, এইরূপ ক্ষেত্রে শিষ্যের অঙ্গের সহিত করতলের সংযোগ ব্যতীত অন্য কোনো সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। উক্ত প্রয়োগ দেখিয়াই মনে হয়, ভাষ্যকার সম্প্রদানের অন্বর্থ স্বীকার করেন না। 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি' ইত্যাদি স্থলে শেষত্বের বিবক্ষায় ষষ্ঠী হইয়াছে। আর শেষত্বের বিবক্ষা না করিলে রজক শব্দে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইলে, উহাতে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া 'রজকায় বস্ত্রং দদাতি' প্রয়োগও হইতে পারে।

এই সূত্রে 'কর্মণা' ইহাতে করণে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। 'অভি-প্রৈতি'—সম্বন্ধুমিচ্ছতি। দানের কর্ম যে গো প্রভৃতি দ্রব্য, উহাই সম্বন্ধেচ্ছায় করণ হইয়া থাকে। সুতরাং 'যম্' এই দ্বিতীয়ান্ত পদের দ্বারা গো প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছার বিষয়ভূত বিপ্র প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে বুঝাইতেছে। গোবৃত্তি স্বত্বরূপ ফলের ভাগী হউক—এইরূপ ইচ্ছার বিষয় হইল উক্ত বাক্যে 'বিপ্র' এইজন্য কর্মের সম্বন্ধরূপে যাহা ইচ্ছার বিষয় তাহাই সম্প্রদান। এইরূপ ইচ্ছার বিষয় উদ্দেশ্য হইয়া থাকে ; সুতরাং উদ্দেশ্যত্বই সম্প্রদানত্ব ও উহাকে 'শেষী'ও বলা হয় আর গো প্রভৃতি দ্রব্য যাহা কর্ম তাহা অপ্রধান রূপ 'শেষ' বলিয়া শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

'বিপ্রায় গাং দদাতি' ইত্যাদি স্থলে দানক্রিয়ার কর্ম যে গো রূপ দ্রব্য, উহার বিপ্রের সহিত সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছা থাকায় বিপ্র হইল সম্বন্ধিরূপে ইচ্ছার বিষয় বা উদ্দেশ্য, সেইজন্য উহাতে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। আর 'অজাং গ্রামং নয়তি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে অজানয়নের উদ্দেশ্য গ্রাম নয় ; কিন্তু অন্য কিছু।

গ্রামের সহিত অজার সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছাতেই গ্রামে অজানয়ন করা হয় না ; কিন্তু অজানয়নের উদ্দেশ্য অজাবিক্রয় প্রভৃতি। অজাবিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামে অজানয়ন করা হইতেছে, সেক্ষেত্রে অজানয়নের উদ্দেশ্য উহার

বিক্রয় ; কিন্তু গ্রামের সহিত সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছা না থাকায় উহা উদ্দেশ্য নয়, সেইজন্যই গ্রামের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় না। যদি 'অজা সংযুক্তো গ্রামো ভবতু'—অজার সহিত সংযোগের আশ্রয় গ্রাম হউক—ইত্যাদি রূপে গ্রামের সহিত অজার সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছাই থাকে তাহা হইলে উক্ত বাক্যে গ্রামের সম্প্রদান সংজ্ঞা অবশ্যই হইতে পারে। বিবক্ষাভেদে অজাং গ্রামং নয়তি এবং অজাং গ্রামায় নয়তি—দুইই হইতে পারে—'যদা তু গ্রামো, সংযুক্তো ভাতু ইত্যুদ্দেশ্যেন অজানয়নং তদা ভবত্যেব 'অজাং গ্রামায় নয়তি' (ভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত)।

প্রশ্ন হইতে পারে যে উক্ত সূত্রে 'কর্মণা' এই অংশটির প্রয়োজন কি ? উহা না থাকিলেও 'যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'—যাহাকে সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছা করা হয় সেই সম্বন্ধের বিষয়ভূত বিপ্রেরই সম্প্রদান সংজ্ঞা হইবে, সুতরাং 'কর্মণা' এই অংশটির প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'কর্মণা' এই অংশটি থাকিলে দানের যাহা কর্ম, তাহাই সম্বন্ধকরিবার ইচ্ছার প্রতি করণ ; কিন্তু উহা না থাকিলে গো প্রভৃতি দ্রব্য বিপ্রেরও ইচ্ছার বিষয় বা উদ্দেশ্য হওয়ায়, উহার সম্প্রদান সংজ্ঞা প্রসক্ত হইবে। করণস্বরূপ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য হওয়ায় গো প্রভৃতি দ্রব্যের পরত্বাৎ কর্মসংজ্ঞাই হইবে—ইহা বলা যায় না, কারণ দানক্রিয়ার অভিপ্রেত গো দ্রব্য, সেইজন্যই উহা অন্তরঙ্গ ; সুতরাং অন্তরঙ্গ-বশতঃ উহার সম্প্রদান সংজ্ঞাই হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে তাহা হইলে সর্বত্রই কর্মসংজ্ঞার প্রাপ্তিস্থলে এই প্রকার সম্প্রদান সংজ্ঞার প্রসক্তি হইলে কর্মসংজ্ঞা নিরবকাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে সামর্থ্যবশতঃ দুইটি সংজ্ঞাই—গো প্রভৃতি দ্রব্যের কর্মসংজ্ঞা ও সম্প্রদান সংজ্ঞা পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হইবে.। তাহা যাহাতে না হয়, কেবলমাত্র বিপ্রেরই সম্প্রদান সংজ্ঞা যাহাতে হয়, সেইজন্য 'কর্মণা' এই অংশটির গ্রহণ করা হইয়াছে। বৃত্তিকারের মতে দানার্থক ক্রিয়া ব্যতীত অন্যত্র 'ওদনং পচতি'—ইত্যাদি স্থলে কর্মসংজ্ঞার প্রাপ্তি থাকায়, উহাকে নিরবকাশ বলা যায় না, সুতরাং তাঁহার মতে 'বিপ্রায় গাং দদাতি'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গবশতঃ গো এই কর্মেরই সম্প্রদান সংজ্ঞা প্রসক্ত হইব, তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য 'কর্মণা' এই পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে। 'কর্মণা' এই পদটি থাকার ফলে কর্মরূপফলভাগিরূপে ইচ্ছার বিষয়েই সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

যং সঃ—এই দুইটি পদের উপাদান না করিলে 'যোঽভিপ্রৈতি' যে সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছা করে, সেই কর্তারই সম্প্রদান সংজ্ঞার প্রসক্তি হইবে। অকর্মক স্থলে 'শিশুঃ শেতে, আস্তে' ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্তৃসংজ্ঞার অবকাশ থাকায় উহাকে নিরবকাশ বলা চলে না। সুতরাং 'শিষ্যেণ উপাধ্যায়ায় গৌ র্দীয়তে' —শিষ্য শিক্ষককে গো দান করিতেছে—এই বাক্যে 'শিষ্যেণ' এই কর্তার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইবে, কিন্তু উপাধ্যায় প্রভৃতির সম্প্রদান সংজ্ঞা হইবে না, অর্থাৎ কর্তার সম্প্রদান সংজ্ঞা প্রসক্তির নিরসন করিবার জন্যই উক্ত সূত্রে 'যং সঃ' এই পদদ্বয়ের গ্রহণ করা হইয়াছে। যদি কর্তার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইত তাহা হইলে 'শিষ্যায় উপাধ্যায়স্য গৌ র্দীয়তে' এইরূপ বাক্য হইত।

বৃত্তিকারের মতে দানার্থক ক্রিয়ার কর্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা করা হয়, সেই যম্ পদনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যকারের মতে যে কোন ক্রিয়ার কর্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা হয় সেই ইচ্ছার বিষয় যে উদ্দেশ্য, উহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়।

বৃত্তিকারের মতে 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি', 'ঘ্নতঃ পৃষ্ঠং দদাতি'—ইত্যাদি প্রয়োগে দা ধাতুর অর্থ গৌণ অর্থাৎ উহার অর্থ সেক্ষেত্রে অধীনীকরণ—রজকের অধীনে রাখা।

ভাষ্যকারের মতে উপরিউক্ত বাক্যে দা ধাতুর অর্থ গৌণ নয়; কিন্তু মুখ্যই, সেইজন্য সেই স্থলে শেষত্ব বিবক্ষায় 'রজকস্য'—এই ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।

এই স্থলে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হইল এই যে 'খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটিকাং দদাতি' এই ভাষ্য প্রয়োগ দেখিয়াই বলা যাইতে পারে না যে সম্প্রদানের অন্বর্থ সংজ্ঞা অভীষ্ট নয়। কারণ সেই স্থলে দা ধাতুর মুখ্য অর্থ না থাকিলেও গৌণ অর্থ আছেই। বৃত্তিকারের মতে দা ধাতুর মুখ্য বা গৌণ অর্থ থাকুক না কেন যে কোন ভাবে দানার্থক ধাতুর প্রয়োগ থাকিলেই কর্মের সহিত সম্বন্ধ করিবার যাহা উদ্দেশ্য উহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া যায়। ফলে যেমন 'শিষ্যঃ উপাধ্যায়ায় গাং দদাতি' ইত্যাদি মুখ্য দানার্থ স্থলে উদ্দেশ্যের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। সেইরূপ—'ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ', 'খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটাং দদাতি'—ইত্যাদি গৌণ দানার্থক

ধাতুর প্রয়োগেও উদ্দেশ্যের সম্প্রদান সংজ্ঞা হইতে কোন বাধা নাই। 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি' ইত্যাদিস্থলেও সম্প্রদান সংজ্ঞার প্রাপ্তি আছেই; কিন্তু শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী হইয়া থাকে। 'মতিং দদ্যাৎ'—ইহার অর্থ উপদেশ দেওয়া। 'চপেটাং দদাতি—যাহার অর্থ করতল সংযোগরূপ প্রহার করা। 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি'—রজকের অধীন করা ইত্যাদি গৌণ প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

কাহারও উদ্দেশ্যে কিছু ত্যাগ করা হইলে যাহার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করা হয় তাহাকেও সম্প্রদান বলা হয়—তাহা তিন প্রকার—(১) অনিরাকরণে (২) প্রেরণায় (৩) অনুমতিতে। যথাক্রমে উদাহরণ—'সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দদাতি', 'বিপ্রায় গাং দদাতি', 'উপাধ্যায়ায় গাং দদাতি'।

সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিলে তিনি তাহা অস্বীকার করেন না। অর্ঘ্য দাও ইহাও তিনি বলেন না। বিপ্র গো-দানের জন্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে কোনও ভক্ত গো দান করে। উপাধ্যায় শিষ্যকে গো-দানের জন্য প্রার্থনা বা প্রেরণ করেন না, কিন্তু দান স্বীকারের জন্য অনুমতিমাত্র দিয়া থাকেন। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

"অনিরাকরণাৎ কর্ত্তুস্ত্যাগাঙ্গং কর্মণেপ্সিতম্।
প্রেরণানুমতিভ্যাঞ্চ লভতে সম্প্রদানতাম্॥"

কাহারও উদ্দেশ্যে কিছু ত্যাগ করিলে যাহার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করা হয়, তাহার সম্প্রদান বুঝাইলে, 'বৃক্ষায় জলং দদাতি'—ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সম্প্রদান সংজ্ঞা হইতে পারে।

অভিপ্রৈতি—ইহাতে অভি-প্র-এতি এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্ পদ, কিন্তু সমাসবদ্ধ নয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে **কুগতি প্রাদয়ঃ**(পা, ২।২।১৮) এই সূত্রে যে **"উদাত্তবতা তিঙা গতেঃ সমাসো বক্তব্যঃ"** এইরূপ বার্তিক আছে উহার দ্বারা উক্ত তিনটি পদের সমাস হইয়াছে—এস্থলে 'যম্' এই যৎ শব্দনিষ্পন্নের রূপ থাকায় যদ্বৃত্তান্নিত্যম্ (পা, ৮।১।৬৬) অনুসারে তিঙ্ঙতিঙঃ (পা, ৮।১।২৮) অনুসারে প্রাপ্ত নিঘাতের নিষেধ করা হইলে 'এতি' এই তিঙন্ত পদটি উদাত্তস্বর যুক্ত; সুতরাং উহার সহিত 'অভি' ও প্র' এই দুইটির সমাস হইয়া থাকে। হরদত্ত বলিয়াছেন উক্ত মতটি সমীচীন নয়, কারণ

উক্ত বার্তিকটির ছন্দোমাত্র বিষয় অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ ব্যতীত ঐরূপ সমাস হয় না। যদি লৌকিক প্রয়োগেও ঐরূপ সমাস স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 'যৎপ্রকুরুতে' ইত্যাদি স্থলে সমাস প্রসক্ত হইবে, ফলে প্রাতিপাদিক সংজ্ঞা প্রযুক্ত 'সু' বিভক্তি আসিবে। লিঙ্গ সর্বনাম স্বরূপ নপুংসকলিঙ্গ স্বীকার করার ফলে সু-বিভক্তির 'স্বমোর্নপুংসকাৎ' (৭।১।২৩) অনুসারে লুক্ (লোপ্) হইলেও 'হ্রস্বোনপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' (পা, ১।২।৪৭) অনুসারে উক্ত প্রয়োগে হ্রস্ব হইয়া যাইবে। আর 'যৎপ্রকুর্বীরণ্' ইত্যাদিস্থলে 'ন-লোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য (পা, ৮।২।৭) অনুসারে ন-কারের লোপ প্রসক্ত-হইবে, সেইজন্য লৌকিক ভাষায় পূর্বোক্ত বার্তিক অনুসারে সমাস অভ্যুপগম হয় না।

সম্প্রদানে চতুর্থী সূত্রে 'অভিহিতে' সূত্রের অধিকার আসার ফলে সম্প্রদান অনুক্ত হইলেই উহাতে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে, আর সম্প্রদান যদি উক্ত থাকে, তাহা হইলে উহাতে চতুর্থী বিভক্তি হয় না বরং উহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়; যেমন 'দানীয়ঃ বিপ্রঃ'—এই প্রয়োগে দানার্থক 'দা' ধাতুর শেষে কৃত্যল্যুটো বহুলম্ (৩।৩।১১৩) এই সূত্রের বহুল গ্রহণের ফলে সম্প্রদানে 'অনীয়র্' প্রত্যয় হইলে 'দানীয়' প্রযোগ সিদ্ধ হয় উহাতে সম্প্রদানে 'অনীয়র্' প্রত্যয় হইয়াছে ফলে 'অনীয়র্ প্রত্যয়ের দ্বারা সম্প্রদান উক্ত হওয়ায় বিপ্র শব্দে চতুর্থী বিভক্তি হয় নাই।

কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'—কর্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছা করা হয়, সেই কর্ম বৃত্তিসত্ত্বরূপ ফলের ভাগিরূপে ইচ্ছার বিষয় বা উদ্দেশ্যের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়—ইহা বলিলে অকর্মকক্রিয়ার যে উদ্দেশ্য উহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইতে পারে না, সেইজন্য বার্তিককার বার্তিক করিয়াছেন—ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্ (বা ১) পত্যে শেতে।

যজেঃ কর্মণঃ করণসংজ্ঞা সম্প্রদানস্য চ কর্মসংজ্ঞা (বা ২)।

পশুনা রুদ্রং যজতে। পশুং রুদ্রায় দদাতীত্যর্থঃ॥

অনুঃ—ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ করিবার অভিপ্রায় হইলে, সেই সম্বন্ধেচ্ছার বিষয় বা উদ্দেশ্যের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় যেমন পত্যে শেতে।

যজ্ ধাতুর প্রয়োগে কর্মের করণসংজ্ঞা হয় এবং সম্প্রদানের করণসংজ্ঞা

হইয়া থাকে—পশুনা রুদ্রং যজতে—রুদ্রকে পশুদান করিতেছে—ইহাই তাৎপর্য্য।

'পত্যে শেতে'—ইহার অর্থ সম্প্রদান পতির উদ্দেশ্যে শয়ন। এই বাক্যে পতিশব্দে সূত্র অনুসারে সম্প্রদান সংজ্ঞার প্রাপ্তি ছিল না; কিন্তু বার্তিক অনুসারেউহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। 'পত্যে শেতে' যুদ্ধায় সংনহ্যতে, ইত্যাদি স্থলেও **'ক্রিয়ার্থোপপদস্য কর্মণি স্থানিনঃ'** (পা. ২।৩।১১) এই সূত্র অনুসারেই চতুর্থী বিভক্তি হইতে পারে। 'অনুকূলয়িতুম্' 'কর্তুম্' ইত্যাদি তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার অধ্যাহার করিয়া 'পতিমনুকূলয়িতুং শেতে', 'যুদ্ধং কর্তুং সন্নহ্যতে' ইত্যাদি বাক্যের 'পতি' 'যুদ্ধ' প্রভৃতি কর্মকারকে চতুর্থী বিভক্তি হওয়া সম্ভব; কিন্তু ভাষ্যকার 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি'—সূত্রানুসারে উহাদের সম্প্রদান সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া **'ক্রিয়া গ্রহণংকর্তব্যম্'***—এই বার্তিকাটির প্রত্যাখান করিয়াছেন। গো প্রভৃতি কর্মের সম্বন্ধীরূপে যাহা উদ্দেশ্য, তাহার যেরূপ সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়, সেইরূপ ক্রিয়ারও সম্বন্ধীরূপে যাহা উদ্দেশ্য, তাহরেও সম্প্রদান সংজ্ঞা—সূত্র অনুসারেই হইতে পারে, সেইজন্য আর বার্তিকের প্রয়োজন নাই। ক্রিয়াকেও কর্ম বলিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'কৃত্রিমাকৃত্রিময়োঃ কৃত্রিমস্যৈব গ্রহণম্'—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভয়বিধ সংজ্ঞরে গ্রহণপ্রাপ্তি থাকিলে কৃত্রিম সংজ্ঞারই গ্রহণ হইয়া থাকে—এই নিয়ম অনুসারে ক্রিয়ারূপ অকৃত্রিম সংজ্ঞার গ্রহণ হইবে না; কিন্তু 'কর্তুরীপ্সিত' সূত্র অনুসারে যাহার সংজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই কৃত্রিমসংজ্ঞারই গ্রহণ হওয়া উচিত। তাহা হইলে আর ক্রিয়াকে কর্মরূপে গ্রহণ করিয়া উহার উদ্দেশ্যকে সম্প্রদান সংজ্ঞা কিভাবে করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে 'ক্রিয়াপি কৃত্রিমং কর্ম'—ক্রিয়াও কৃত্রিম কর্ম। ক্রিয়া কি করিয়া কৃত্রিম সংজ্ঞা হইতে পারে, তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন—ক্রিয়াপি ক্রিয়য়েপ্সিততমা ভবতি।

* বার্তিকাকার সূত্রস্থ কর্মণা' পদের স্থলে' ক্রিয়য়া' যুক্ত করিয়া 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্' (বা) এইরূপ বার্তিক করিয়াছেন।

কয়া ক্রিয়য়া? সন্দর্শন ক্রিয়য়া বা, প্রার্থয়তিক্রিয়য়া বা, অধ্যবস্যতি ক্রিয়য়া বা। ইহ য এব মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্বকারী ভবতি স বুদ্ধ্যা কঞ্চিদর্থং সংপশ্যতি, সন্দৃষ্টে প্রার্থনা, প্রার্থনায়ামধ্যবসায়ঃ, অধ্যবসায়ে আরম্ভঃ, আরম্ভে নির্বৃত্তিঃ, নির্বৃত্তৌ ফলাবাপ্তিঃ। এবং ক্রিয়াপি কৃত্রিমং কর্ম। মহাভাষ্য (১-৩-৩২)। সন্দর্শন, প্রার্থনা, অধ্যবসায়, আরম্ভ, নির্বৃত্তি, এই ক্রিয়াগুলি পর পর হইয়া থাকে। প্রথমে মানুষ দেখে, এই বস্তুটি এই প্রকার, দেখার পরে অভীপ্সিত বস্তু গ্রহণেব জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে; সেই বস্তুটির যাহাতে প্রাপ্তি ঘটে, সেইজন্য অধ্যবসায়ের আরম্ভ হয় এবং আরম্ভ বা প্রচেষ্টার ফলে সেই অভীপ্সিত ফলের প্রাপ্তি হইয়া থাকে—ইহা নির্বৃত্তি। ইহাতে একটি ক্রিয়া অপর ক্রিয়ার কর্ম—পূর্ব পূর্ব ক্রিয়ার প্রতি পব পর ক্রিয়াব 'কর্তুরীপ্সিত' সূত্র অনুসাবেই কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে; সুতরাং উহা কৃত্রিম কর্মই। পূববর্তী প্রার্থনা প্রভৃতি ক্রিয়াব কর্ম শয়নক্রিয়া উহার উদ্দেশ্য হইল, উপরি উক্ত বাক্যে 'পতি' প্রভৃতি। সেইজন্য সূত্র অনুসারেই উহাদের সম্প্রদান সংজ্ঞা সিদ্ধ, বার্তিক প্রণয়ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে—পূর্বোক্ত সন্দর্শন, প্রার্থনা প্রভৃতি ক্রিয়া যখন সার্বত্রিক, সকল ক্ষেত্রেই ঐরূপ ক্রিয়াব কর্ম থাকা সম্ভব, তাহা হইলে 'কটং করোতি', 'ওদনং পচতি' ইত্যাদি স্থলেও পুর্বোক্ত প্রকারে 'কট', 'ওদন' প্রভৃতির সম্প্রদান সংজ্ঞা হওয়ায়, 'কটায় কবোতি', 'ওদনায় পচতি' ইত্যাদি অনিষ্টপ্রয়োগেরও প্রসক্তি হইবে না কেন? ইহার উত্তরে তিনি (কৈয়ট) বলেন *—সন্দর্শন, প্রার্থনা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি যখন ধাতুর অর্থস্বরূপ ক্রিয়া হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, তখন উহাতে সম্প্রদান সংজ্ঞা, আর যখন ধাতুর অর্থ ক্রিয়া হইতে সন্দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির অভেদ বিবক্ষা করা হয়, তখন উহাতে কেবল কর্মসংজ্ঞাই হইবে এইরূপ ভেদাভেদ বিবক্ষায় অভীষ্ট প্রয়োগের সিদ্ধি হওয়া সম্ভব। 'কটং করোতি', 'ওদনং পচতি' ইত্যাদি

* যদা তু সন্দর্শনাদয়ো ধাত্বর্থাদ্ভেদেন বিবক্ষ্যন্তে তদা সম্প্রদানসংজ্ঞা, অন্যদা তু কর্মসংজ্ঞৈব। যথা 'কটং করোতীতি সা চ ভেদাভেদবিবক্ষা প্রয়োগদর্শনবশেন নিয়তবিষয়ৈবাশ্রীয়তে ইতি ন প্রয়োগস্য সঙ্করঃ। ভাষ্য-প্রদীপ (১-৪-৩-৩২)

স্থলে ধাত্বর্থ ক্রিয়ার সহিত পূর্বোক্ত সন্দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়ার অভেদ বিবক্ষা। যেরূপ প্রয়োগ প্রাপ্তি হইবে, সেইরূপ প্রয়োগ দেখিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে —প্রয়োগদর্শনেন নিয়তবিষয়ৈবাশ্রীয়তে। গত্যর্থ ধাতুর প্রয়োগে ভেদ ও অভেদ উভয়েরই বিবক্ষা থাকে; সেইজন্য সেক্ষেত্রে ভেদবিবক্ষা হইলে সম্প্রদান এবং অভেদ বিবক্ষায় কর্ম হইবে; সুতরাং 'গ্রামায় গচ্ছতি' ও 'গ্রামং গচ্ছতি' দুইটি প্রয়োগই অভীষ্ট ফলে **'গত্যর্থ কর্মণি'** (পা. ২-৩-১২) এই সূত্রটির কোন প্রয়োজন থাকে না—ইহা প্রত্যাখ্যাত।

ভাষ্যকার 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্তব্যম্' এই বার্তিকটির প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য এমন কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক বিবেচন করিয়াছেন; যাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুবোধ্য, সেইজন্য আমাদের মনে হয় যে 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি' এই সূত্রের বৃত্তিকার অনুসারী ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করিয়া 'পত্যে শেতে' ইত্যাদি প্রয়োগ নির্বাহার্থে উপরোক্ত বার্তিকটির স্বীকৃতি দিলে অনায়াসে সম্প্রদান বিষয়ক জ্ঞান হওয়া সম্ভব। অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে যে পূর্বোক্ত বার্তিকের উদাহরণগুলিও 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য' সূত্র অনুসারে সিদ্ধ হইতে পারে। 'পত্যে শেতে' ইহার অর্থ 'পতিমনুকূলয়িতুম্ শেতে' ইত্যাদি।*

এই দ্বিতীয় বার্তিকটী ছান্দস; সুতরাং ছান্দস প্রয়োগে সুপ্ ব্যত্যয় করিলেই এই বার্তিকের উদাহরণ প্রয়োগগুলি সিদ্ধ হইতে পারে, সেজন্য আর এই বার্তিকের কোন প্রয়োজন নাই। যেমন—'পশুনা রুদ্রং যজতে'— এই বাক্যে পশুম্ এই কর্মের করণসংজ্ঞা এবং 'রুদ্রায়' এই সম্প্রদানের কর্ম-সংজ্ঞা হইলে উপরিউক্ত প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থলে তৃতীয়া এবং তৃতীয়া বিভক্তির স্থলে চতুর্থী বিভক্তি

* কাশিকাকার সম্প্রদান সংজ্ঞা সূত্রে এইটুকুই বলিয়াছেন যে 'অন্বর্থ-সংজ্ঞাবিজ্ঞানাদ্ দদাতি কর্মণেতি বিজ্ঞায়তে'—সম্প্রদান সংজ্ঞাটীর অনুগতার্থ স্বীকার করার ফলে দানার্থক ক্রিয়ার কর্মের সহিত সম্বন্ধের অভিপ্রেতই সম্প্রদান, ইহা জ্ঞাত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা স্বত্বনিবৃত্তিপূর্বক পরসত্ত্বোৎপত্তি-রূপ দানেরই গ্রহণ হয়; কিন্তু স্বত্বনিবৃত্তি না বুঝাইলে যে দা ধাতুর প্রয়োগে সম্প্রদান হইবে না—ইহা কি করিয়া সুনিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে? সুতরাং ন্যাস, কৈয়ট, নাগেশ প্রভৃতির উক্তি চিন্তনীয়।

করিলেই প্রয়োগসিদ্ধ হইতে পারে—এইরূপ সুপ্ ব্যত্যয় বৈদিক প্রয়োগে বিরল নয়।

নাগেশ বলেন যজ্ ধাতুর দান করা অর্থ হইলে উক্ত বার্তিকটির দ্বারা কর্মে করণ বিধান করা হইয়াছে। আর যদি 'যজ্' ধাতুর অর্থ পূজা করা হয় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে পূজায় পশুর করণত্ব ন্যায়সিদ্ধ। ৫৭০॥

৫৭১। রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ। (১-৪-৩৩)।

রুচ্যর্থানাং ধাতূনাং প্রয়োগে প্রীয়মাণোঽর্থঃ সম্প্রদানং স্যাত্। হরয়ে রোচতে ভক্তিঃ। অন্যকর্তৃকোঽভিলাষো রুচিঃ। হরিনিষ্ঠ-প্রীতের্ভক্তিঃ কর্ত্রী। প্রীয়মাণঃ কিম্। দেবদত্তায় রোচতে মোদকঃ পথি। ৫৭১।

অনুঃ—রুচির সমানার্থক ধাতুর প্রয়োগে যাহা প্রীতির আশ্রয় তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। হরয়ে রোচতে ভক্তিঃ—হরির ভক্তি ভালো লাগে। অভিলষতি এই ক্রিয়ার কর্তা অপেক্ষা রুচ্ ধাত্বর্থ ক্রিয়ায় কর্তা অন্য। রুচ্ ধাত্বর্থ ক্রিয়ার হরিবৃত্তিপ্রীতির কর্তা হইল ভক্তি। প্রীতির আশ্রয়ের সম্প্রদান সংজ্ঞা হওয়ার ফলে দেবদত্তায় রোচতে মোদকঃ পথি—রাস্তায় দেবদত্তের নাড়ু ভাল লাগে। এই বাক্যে পথি পদে সম্প্রদান হইল না।

কাঃ—রুচিঃ অর্থো যেষাম্—রুচি অর্থাৎ প্রীতি অর্থ যাহাদের এইরূপ ধাতু। রুচি বা প্রীতি যাহাদের অর্থ সেগুলি রুচির সমানার্থক, সুতরাং সেই সকল রুচির সমানার্থক ধাতুর প্রয়োগে প্রীতির আশ্রয়ের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। রুচ্ ধাতুর দুইটি অর্থ আছে—দীপ্তি ও প্রীতি। ধাতুপাঠে 'রুচ্ দীপ্তাবভি-প্রীতৌ চ' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। প্রীয়মানের সম্প্রদান সংজ্ঞা বিহিত হওয়ায় এস্থলে রুচ্ ধাতুর প্রীতি অর্থই গৃহীত হইয়াছে। প্রীয়মানের অর্থ প্রীতির আশ্রয়। দীপ্তিবাচক ধাতুর প্রয়োগে দীপ্তির আশ্রয়েরই সম্প্রদান হইতে পারে, সেস্থলে প্রীতির আশ্রয়ের সম্প্রদান বিধান করা যুক্তিযুক্ত নয়। সেইজন্য প্রীত্যর্থক রুচ্ ধাতুরই গ্রহণ করা উচিত। দীপ্ত্যর্থক রুচ্ ধাতুর প্রয়োগে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় না; যেমন 'অদিত্যো রোচতে দিক্ষু' ইত্যাদিতে

সম্প্রদান সংজ্ঞা হইল না। প্রীয়মান প্রয়োগটি 'প্রীঞ্ তর্পণে'—ক্র্যাদিগণীয় অথবা চুরাদিগণীয় ধাতুর কর্মবাচ্যে যক্ প্রত্যয়ান্তের শেষে শানচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু দৈবাদিক 'প্রীঙ্ প্রীতৌ' এই ধাতু হইতে উহা নিষ্পন্ন হয় নাই, কারণ এই ধাতুটি অকর্মক বলিয়া, উহার কর্মবাচ্যে প্রত্যয় হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য প্রীঞ্ ধাতুর তৃপ্তি করা অর্থ রুচ্ ধাতুর সমানার্থ না হওয়ায় 'ভক্তিঃ হরিং প্রীণয়তি'—ভক্তি ভগবানকে তৃপ্তি করে ইত্যাদি স্থলে হরির সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় না। কিন্তু হরয়ে রোচতে ভক্তিঃ—শিশবে রোচতে মোদকঃ ইত্যাদি স্থলে হরি, শিশু প্রভৃতি প্রীতির আশ্রয় বলিয়া উহাদের সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া যায়। যদিও ভক্তি, মোদক প্রভৃতিও প্রীতির বিষয় বলিয়া উহাতে বিষয়তা সম্বন্ধে প্রীতি থাকে—সেগুলিও প্রীতির বিষয়তা সম্বন্ধে আশ্রয়; কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে যাহা প্রীতির আশ্রয় তাহারই সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। হরি, শিশু প্রভৃতিতে সমবায় সম্বন্ধে প্রীতি থাকে বলিয়া সেইগুলি সমবায় সম্বন্ধে প্রীতির আশ্রয়। বিষয়তা সম্বন্ধে প্রীতির জনক যে প্রীতির সমানাধিকরণ ব্যাপার তাহা হইল রুচ্ ধাতুর অর্থ। উক্ত বাক্যে ভক্তি যেহেতু কর্তা সেইজন্য উহাতেই উপরিউক্ত ব্যাপার থাকে এবং প্রীতিও বিষয়তা সম্বন্ধে থাকে; সুতরাং প্রীতির সমানাধিকরণ ভক্তি প্রভৃতি প্রীতির উৎপাদক ব্যাপারের আশ্রয় হওয়ায় উহার কর্মসংজ্ঞা বাধিত হইয়া কর্তৃসংজ্ঞা হইয়াছে এবং সমবায় সম্বন্ধে প্রীতির আশ্রয় হরি শব্দে সম্বন্ধ অর্থে ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল, উহাকে বাধ করিয়া এই সূত্র অনুসারে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। 'শিশবে রোচতে স্বদতে বা মোদকঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ উহার উদাহরণ।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে অভিপূর্বক লষ্ ধাতুর রুচ্ ধাতুর সমানার্থক হওয়ায় উহার প্রয়োগে প্রীতির আশ্রয়ের সম্প্রদান সংজ্ঞা হওয়া উচিত; সুতরাং 'হরির্ভক্তিম্ অভিলষতি' এই প্রয়োগে 'ভক্তয়ে অভিলষতি' এইরূপ প্রয়োগ হয় না কেন?

ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলেন 'অন্যকর্তৃকোঽভিলাষো রুচিঃ'—অভি পূর্বক লষ্ ধাত্বর্থ ক্রিয়ার কর্তা হইতে যাহা অন্য তাহাই হইল 'রুচ্ ধাত্বর্থ ক্রিয়ার কর্তা। অভিলষতি ইহার কর্তা পূর্বোক্ত বাক্যে হরি; কিন্তু রোচতে এই ক্রিয়ার কর্তা পূর্বোক্ত বাক্যে ভক্তি। হরির্ভক্তিমভিলষতি—হরি ভক্তির

অভিলাষ করেন—এই বাক্যে অভিলাষ করার কর্তা হরি এবং হরয়ে রোচতে ভক্তিঃ—ভক্তি স্ববিষয়ে হরিতে প্রীতি জন্মায়—এই বাক্যে রুচ্ ধাত্বর্থ প্রীতি জন্মান এই ক্রিয়ার কর্তা ভক্তি—রুচ্ ধাতুর প্রয়োগে বিষয় কর্তা হয় এবং অভিপূর্বক 'লষ্' ধাতুর প্রয়োগে আশ্রয় বা বিষয়ী কর্তা হয়: শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা যাইতে পারে যে বিষয়তা সম্বন্ধে প্রীতির জনক প্রীতির সমানাধিকরণ ব্যাপার হইল রুচ্ ধাতুর অর্থ এবং সমবায় সম্বন্ধে প্রীতির জনক—যে প্রীতির ব্যধিকরণ ব্যাপার ইহা হইল অভিপূর্বক লষ্ ধাতুর অর্থ।

দীক্ষিতের মতে রুচ্ ধাতুর অর্থ 'প্রীঞ্' ধাতুর অর্থের সমান। হরয়ে রোচতে ভক্তিঃ—ইহার অর্থ ভক্তিঃ হরিং প্রীণয়তি—ভক্তি হরিতে স্ববিষয়ে প্রীতি উৎপাদন করে। ভক্তিতে প্রীতির উৎপাদক ব্যাপার আছে, সেই ব্যাপার প্রযোজ্য প্রীতিরূপ ফলের আশ্রয় হওয়ায় হরির কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল, উহাকে বাধ করিয়া সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়াছে। সুতরাং কর্মসংজ্ঞা বাধ করার উদ্দেশ্যে এই সূত্রটি প্রণীত হইয়াছে। রুচ্ ধাতুস্ত প্রীঞ্ ধাতু-সমানার্থকঃ রুচ্ ধাতু প্রীঞ্ ধাতুর সমানার্থক; যদি তাহাই হয় তাহা হইলে 'ভক্তির্হরিং প্রীণয়তি' এই বাক্যেও কর্মসংজ্ঞাকে বাধ করিয়া হরিশব্দের সম্প্রদান সংজ্ঞা হওয়া উচিত, তাহা কেন হয় নাই? ইহার উত্তরে দীক্ষিতের বক্তব্য এই যে প্রীঞ্ ধাতুর অর্থ যোগেও যদি কর্মের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে কর্মবাচ্যে যক্ প্রত্যয়ান্তের শেষে 'শানচ্' প্রত্যয় অসম্ভব বলিয়া 'প্রীয়মাণঃ' এই নির্দেশটি অনুপপন্ন হইয়া যায়। সেইজন্য এইরূপ নির্দেশের দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হইয়া থাকে যে প্রীঞ্' ধাত্বর্থের প্রয়োগে উহার কর্মের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় না; সুতরাং ভক্তির্হরিং প্রীণয়তি' ইত্যাদি স্থলে রুচ্ ধাতুর সমানার্থের প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও হরিশব্দের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় না কিন্তু কর্মসংজ্ঞাই হয়। এইজন্যই প্রশ্ন হয় যে উপরিউক্ত যুক্তি অনুসারে ভক্তির্হরিং প্রীণয়তি ইত্যাদি স্থলে কর্মসংজ্ঞাকে বাধ করিয়া সম্প্রদান সংজ্ঞা হইতে পারে না; কিন্তু হরির্ভক্তি-মভিলষতি—হরি ভক্তির অভিলাষ করে এই বাক্যে অভিপূর্বক লষ্ ধাতু রুচ্ ধাতুর সমানার্থক হওয়ায় উহার প্রয়োগে 'ভক্তি' শব্দের কর্মসংজ্ঞাকে বাধ করিয়া সম্প্রদানসংজ্ঞা হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে অন্য কর্তৃকোঽভিলাষো রুচিঃ ইত্যাদি, ইহার ব্যাখ্যা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।*

* প্রৌঢ়মনোরমা ও শব্দরত্ন দ্রষ্টব্য।

দীক্ষিতের উপরিউক্ত কল্পনা সমীচীন নয় কারণ 'প্রীঞ্' এই ক্র্যাদি-গণীয় অথবা চুরাদিগণীয় ধাতুটি সকর্মক, ইহার অর্থ প্রীতিউৎপাদন। আর রুচ্ ধাতুটি অকর্মক উহার অর্থ ভালো লাগা 'শিশবে রোচতে মোদকঃ' ইহার অর্থ শিশুর মোদক ভালো লাগে। সকর্মক হইলেই ফল ব্যধিকরণ ব্যাপার-বাচকতা ধাতুতে থাকে। ভক্তির্হরিং প্রীণয়তি—এই বাক্যের অর্থ ভক্তি হরিতে প্রীতি উৎপাদন করে—ইহাতে প্রীতিরূপ ফল সমবায়-সম্বন্ধে হরিতে থাকে এবং তদনুকূল ব্যাপার ভক্তিতে এইরূপ ফলও ব্যাপারের অধিকরণ ভিন্ন; কিন্তু 'হরয়ে রোচতে ভক্তি.'। এই বাক্যে ভক্তিতেই বিষয়তা সম্বন্ধে প্রীতি থাকে এবং তদনুকূল ব্যাপারও উহাতে থাকে—এই প্রকার প্রীতিরূপ ফলও ব্যাপার—দুইটির অধিকরণ একই; সুতরাং রুচ্ ধাতু অকর্মক এবং প্রীঞ্ ধাতু সকর্মক হওয়ায়—প্রীঞ্ ধাতু কখনও রুচ্ ধাতুর সমানার্থক হইতে পারে না। যদিও হরয়ে রোচতে ভক্তিঃ—ইত্যাদি স্থলে হরিতে সমবায় সম্বন্ধে প্রীতি থাকে; কিন্তু বিষয়তাসম্বন্ধাবছিন্ন প্রীত্যনুকূল প্রীতিব্যধিকরণ ব্যাপারো রুচ্ ধাত্বর্থঃ এবং সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রীত্যনুকূল প্রীতিসমানাধিকরণোব্যাপারঃ প্রীঞ্ ধাত্বর্থঃ। পূর্বটিতে ফলতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বিষয়তা এবং দ্বিতীয়টিতে ফলতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায় এইরূপ ভেদ থাকার ফলে কোনো অনুপপত্তি নাই। সুতরাং প্রীঞ্ ধাতু রুচ্ ধাতুর সমানার্থক নয়, সেইজন্য 'প্রীয়মাণঃ' এই প্রয়োগটি কর্ম-বাচ্যে 'যক্' প্রত্যয়ান্তে 'শানচ্' করিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায় পূর্বোক্ত জ্ঞাপন সম্ভব নয়।

এইবার প্রশ্ন হইয়া থাকে যে এইসূত্রে 'প্রীয়মাণঃ' এই পদটির গ্রহণ কেন করা হইয়াছে? ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে যদি প্রীয়মাণ পদটির গ্রহণ থাকে তাহা হইলে যাহা প্রীতির আশ্রয় তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে; কিন্তু এই পদটির অভাবে 'দেবদত্তায় রোচতে মোদকঃ পথি'—রাস্তায় দেবদত্তের নাড়ু ভালো লাগে—এই বাক্যে পথেরও সম্প্রদান সংজ্ঞা প্রসক্ত হইবে। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে কেবল ক্রিয়াজনকত্বমাত্র শেষত্বের বিবক্ষায় এই সম্প্রদান বিধায়ক সূত্রটি সাবকাশ, সেইজন্য উক্ত বাক্যে পরবর্তী অধিকরণ সংজ্ঞার দ্বারা উহা বাধিত হওয়ায় পথের সম্প্রদান? প্রসক্তি হইতেই পারে না। কিন্তু যেমন অধিকরণ সংজ্ঞার দ্বারা বাধিত

হইবে, সেইরূপ কর্মত্ব বিবক্ষায় কর্মসংজ্ঞার দ্বারাও পরত্বাৎ * বাধিত হইলে উক্ত বাক্যে দেবদত্তং রোচতে এইরূপ প্রয়োগও প্রসক্ত হইবে। প্রকৃতপক্ষে 'প্রীয়মাণঃ' পদ না থাকিলে রুচ্ ধাতুর দীপ্তি অর্থও গৃহীত হইতে পারে, ফলে 'আদিত্যো রোচতে দিক্ষু' ইত্যাদিস্থলে সম্প্রদান সংজ্ঞা প্রসক্ত হইবে। তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য এই সূত্রে 'প্রীয়মাণঃ' পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে ॥ ৫৭১ ॥

৫৭২। শ্লাঘহ্নুঙ্স্থাশপাং জ্ঞীপ্স্যমানঃ। (১-৪-৩৪)।

এষাং প্রয়োগে বোধয়িতুমিষ্টঃ সম্প্রদানং স্যাৎ। গোপী স্মরৎ কৃষ্ণায় শ্লাঘতে, হ্নুতে, তিষ্ঠতে, শপতে বা। জ্ঞীপ্স্যমানঃ কিম্। দেব-দত্তায় শ্লাঘতে পথি। ৫৭২ ॥

অনুঃ—শ্লাঘ্, হ্নুঙ্, স্থা, শপ্—এইগুলির প্রয়োগে যাহার সম্বন্ধে কিছু বুঝাইবার ইচ্ছা করা হয়, তাহাতে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। কামনার বশে গোপী কৃষ্ণের স্তুতিদ্বারা অন্যকে নিজের মনোভাব জ্ঞাপন করিতেছে অথবা কামনার বশে গোপী নিজের স্তুতিদ্বারা কৃষ্ণ স্বীয় বিরহবেদনা বুঝাইতেছে। সপত্নী হইতে কৃষ্ণকে গোপন করিয়া নিজের মনোভাব জ্ঞাপন করিতেছে। দাঁড়াইয়া বা শপথ করিয়া অন্যকে কৃষ্ণ বিষয়ক প্রীতি বুঝাইতেছে। জ্ঞীপ্স্যমানঃ অর্থাৎ যাহাকে বুঝাইবার ইচ্ছা থাকে—এইরূপ না বলিলে দেবদত্তায় শ্লাঘতে পথি—দেবদত্তের উদ্দেশ্যে রাস্তায় স্তুতি করিতেছে (ইহাতে পথেরও সম্প্রদান হইয়া যাইত)।

কাঃ—'শ্লাঘ্ কথনে', 'হ্নুঙ্ অপনয়নে', 'ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ', 'শপ উপালম্ভে

* ন চ তদভাবে সূত্রস্য শেষত্ব বিবক্ষায়াং চারিতার্থ্যেন পরত্বাৎ তয়া বাধাদসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, 'দেবদত্তং রোচতে' ইত্যস্যাপ্যাপত্তেঃ। শব্দরত্ন-কারকপ্রকরণম্, বিনিগমনা বিরহাদ্ যথাধিকরণসংজ্ঞয়া শেষত্ববিবক্ষায়াং চরিতার্থায়াঃ সম্প্রদান সংজ্ঞায়া বাধঃ, তথাকর্মত্ববিবক্ষায়াং কর্মসংজ্ঞায়া অপি।

এই কয়েকটি ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে জ্ঞীপ্স্যমানের * সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত 'জ্ঞপ্' বা 'জ্ঞা' ধাতুর শেষে ইচ্ছা অর্থে সন্ প্রত্যয় করিয়া সেই সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর শেষে কর্মবাচ্যে 'লট্' ও উহার স্থানে 'শানচ্' প্রত্যয় করিয়া 'জ্ঞীপ্স্যমান' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু কর্মে শানচ্ প্রত্যয় হইলেও আশঙ্কা হইয়া থাকে যে কাহার কর্মে ? ণিচ্ প্রকৃতির যে অর্থ উহার কর্মে, অথবা ণিচ্ প্রত্যয়ান্তের যে অর্থ উহার কর্মে ? ইহাতে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে 'ণিচ্' এর প্রকৃতি যে মূল ধাতু উহারই অর্থে কর্মে লট্ লকার ও উহার স্থানে শানচ্ হইয়াছে ; আবার কাহারও মতে ণিচ্ প্রত্যয়ান্তের কর্মেই লটের স্থানে শানচ্ প্রত্যয় হইয়াছে।

প্রথম মতের পক্ষে যুক্তি হইল এই যে 'ণিচ্' এর প্রকৃতি যে মূল ধাতু উহার অর্থের উপস্থিতি পূর্বে হয় বলিয়া উহা অন্তরঙ্গ ; এবং ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর অর্থ পরে উপস্থিত হয় বলিয়া উহা বহিরঙ্গ। সুতরাং ণিচ্ প্রকৃত্যর্থের কর্মেই লট্ স্থানিক শানচ্ প্রত্যয় হওয়া উচিত। তাহা হইলে যদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের অনুকূল যে ব্যাপার উহার জনক ব্যাপার বুঝাইলে, যদ্‌শব্দার্থই জ্ঞীপ্স্যমান পদের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। উক্ত ক্ষেত্রে ণিচ্ এর প্রকৃতি-স্বরূপ মূল ধাতু 'জ্ঞা' উহার অর্থ হইল জ্ঞানের জনক ব্যাপার, তাহার যে কর্ম, সেই কর্মই জ্ঞীপস্যমান পদের দ্বারা গৃহীত হয় এবং তাহাতেই সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। যেমন—'কৃষ্ণায় শ্লাঘতে' ইত্যাদি। 'শ্লাঘ্' ধাতুর অর্থ এস্থলে স্তুতি-পূর্বিকা বোধনা—কাহারও স্তুতি করিয়া নিজের মনোভাব প্রকাশ করা। উক্ত বাক্যটির অর্থ হইল গোপী কৃষ্ণের স্তুতি করিয়া কৃষ্ণকেই তাঁহার প্রতি

* এই সূত্রে জ্ঞীপ্স্যমান পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভ্বাদির অন্তর্গত ঘটাদিতে 'মারণ তোষণ নিশামনেষু জ্ঞা'—এইরূপ পঠিত হইয়াছে। নিশামন অর্থাৎ জ্ঞান অর্থে জ্ঞা ধাতুর শেষে প্রেরণায় ণিচ্ অথবা 'জ্ঞাপিমিচ্চ' ইহা চুরাদিতে পঠিত হইয়াছে ; উহার শেষে 'ণিচ্' প্রত্যয় হইলে ঘটাদিতে পঠিত ধাতু ও 'ঘটাদয়ো মিতঃ' সূত্রানুসারে 'মিৎ' হইয়া যায়—জ্ঞপ্ ধাতুর 'অত উপধায়াঃ' সূত্রানুসারে উপধা অকারের বৃদ্ধি করিলে 'জ্ঞাপি' হয় এবং জ্ঞা ধাতুর শেষে 'পুক্' এর আগম করিয়া 'জ্ঞাপি' সিদ্ধ হয়—এইবার 'মিতাং হ্রস্বঃ' (পা. ৬-৪-৯২) অনুসারে হ্রস্ব করিলে 'জ্ঞপি' হইয়া থাকে। উহার শেষে

নিজের অনুবাগ বুঝাইতে চাহিতেছে। এক্ষেত্রে কৃষ্ণের বিষয়ে অনুরাগ জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছা থাকায় কৃষ্ণের সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে প্রযোজক কর্তা গোপী এবং প্রযোজ্য কর্তা সখীগণ। স্তুতিপূর্বিকা বোধানুকূল যে ব্যাপার, উহার অনুকূল ব্যাপার গোপীতে থাকে, কৃষ্ণ শব্দে কর্মসংজ্ঞাপ্রাপ্ত ছিল' উহাকে বাধ করিয়া উহাতে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়াছে। উক্ত বাক্যে সখীগণ কৃষ্ণকে জানে—'সখীজনঃ কৃষ্ণং বুধ্যতে'—এই প্রথম বাক্যের কর্ম কৃষ্ণ, ইহার জ্ঞান প্রথমেই হয় বলিয়া ইহা অন্তরঙ্গ। গোপী কৃষ্ণের স্তুতির দ্বারা কৃষ্ণবিষয়ক অনুবাগ কৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে।—'গাপী কৃষ্ণং সখীজনং বোধয়তি'—এই দ্বিতীয় বাক্যে গোপী প্রযোজক কর্তা এবং সখীজন প্রযোজ্য কর্তা। ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুব অর্থের কর্ম সখীজন। উক্তস্থলে ণিচ্ প্রকৃত্যর্থ কর্মে সম্প্রদান সংজ্ঞা হওয়াব ফলে 'কৃষ্ণায় শ্লাঘতে'—এইরূপ বাক্যে কৃষ্ণ এই সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

'স্তুতিপূর্বিকাবোধনা' যদি শ্লাঘ্ ধাতুর অর্থ না হয়, কিন্তু কেবল স্তুতি অর্থই হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে 'কৃষ্ণং শ্লাঘতে' এইরূপ কর্মসংজ্ঞাই হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে ণিচ্ প্রকৃত্যর্থের কর্মই যদি জ্ঞীপ্স্যমান পদের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইলে ণিজন্তের শেষে যে সন্ প্রত্যয় করা হইয়া থাকে, উহার ইচ্ছারূপ অর্থের অন্বয় কোথায় হইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে জ্ঞীপ্স্যমানের অর্থ হইল জ্ঞাপন বিষয়ের ইচ্ছা, কিন্তু জ্ঞাপনের অন্তর্গত যে 'জ্ঞান' বিশেষণ উহাও উক্ত ইচ্ছার বিষয়, সুতরাং যদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের ইচ্ছা থাকে, তাহাতে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইতে কোনো বাধা নাই।

দ্বিতীয় মতের পক্ষে যুক্তি হইল এই যে ণিজন্ত ধাতুই প্রধান। সর্বত্রই

'সন্' 'ণিচ্' এর লোপ, 'জ্ঞপ্' এর দ্বিত্ব, 'আপজ্ঞপ্যৃধামীৎ' (৭-৪-৫৫) অনুসারে 'জ্ঞ' এর অকারের ঈকার এবং 'অত্রলোপোঽভ্যাসস্য' (৭-৪-৫৮) অনুসারে পূর্ববর্তী 'জ্ঞপ্' এর লোপ করার ফলে 'জ্ঞীপ্স' এইরূপ হইয়া থাকে। উহাব শেষে কর্মবাচ্যে লট্‌লকার এবং উহার স্থানে শানচ্ হইলে 'জ্ঞীপ্স্যমান' এইরূপ অবস্থায় 'সার্বধাতুকে যক্' (৩-১-৬৭) অনুসারে যক্ প্রত্যয় এবং 'আনে মুক্' (৭-২-৮২) অনুসারে মুক্ এর আগম করার পর 'জ্ঞীপ্স্যমান' রূপ সিদ্ধ হয়।

যে স্থলে 'ণিচ্' প্রত্যয় হয়, সে স্থলে দুইটি ধাতুই থাকে—'ণিচ্ প্রকৃতি' এবং ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত কিন্তু সেস্থলে ণিচ্ প্রকৃত্যর্থের অপেক্ষায় ণিজন্তই প্রধান। সুতরাং জ্ঞীপ্স্যমান পদের দ্বারা ণিজন্ত ধাতুর ধাত্বর্থ কর্মেরই গ্রহণ করা উচিত। আরও উহাতে যুক্তি হইল এই যে সূত্রে 'জ্ঞাপ্যমান' না বলিয়া 'জ্ঞীপ্স্যমান' বলা হইল কেন? যদি ণিচ্ প্রকৃত্যর্থ কর্মেরই গ্রহণ করা পাণিনির অভিপ্রেত থাকিত, তাহা হইলে 'জ্ঞাপ্যমানঃ' এইরূপ বলা তাঁহার উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা না বলিয়া 'জ্ঞীপ্স্যমান' এই ণিজন্তের শেষে 'সন্' প্রত্যয়ের প্রয়োগ কেন করিলেন? সুতরাং ণিজন্তার্থ কর্মেরই 'জ্ঞীপ্স্যমান' পদের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত; সে ক্ষেত্রে 'কৃষ্ণ' এই কর্মের সহিত সখীজনকে অভিসম্বন্ধ করিবার ইচ্ছা থাকায় কৃষ্ণের সম্প্রদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু উহার বিবক্ষা না করিয়া কেবল শেষত্বের বিবক্ষায় ষষ্ঠী প্রাপ্ত হয়, উহাকে বাধ করিয়া এই সূত্র অনুসারে পুনরায় উহার সম্প্রদান সংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে; ফলে উহাতে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে। এই মতে 'গোপী কৃষ্ণায় শ্লাঘতে' এই বাক্যের অর্থ হইবে—গোপী নিজের বা অপরের স্তুতির দ্বারা কৃষ্ণ সম্বন্ধী স্বানুরাগ প্রকাশ কবিতেছে। 'কৃষ্ণায় আত্মানম্ পরং বা শ্লাঘ্যং কথয়তীত্যর্থঃ'। দ্বিতীয় মতটিকে স্বীকার করিয়াই ভট্টিকাব্যের একটি কবিতা রচিত হইয়াছে—

'শ্লাঘমানঃ পরস্ত্রীভ্যস্তত্রাগাদ্রাক্ষসাধিপঃ'

আত্মানং শ্লাঘ্যং পরস্ত্রীভ্যঃ কথয়ন্নিত্যর্থঃ—

রাক্ষসাধিপ পরস্ত্রীগণকে আত্মস্তুতির দ্বারা অনুরাগ জ্ঞাপন করিতে করিতে আসিয়াছিল—ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য।

চিন্তাশীল বৈয়াকরণরা বলেন যে যদি দ্বিতীয় মতটি পাণিনির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সূত্রে 'জ্ঞীপ্স্যমানঃ' পদের প্রয়োগ না করিয়া 'জ্ঞাপ্যমানঃ' পদের প্রয়োগ করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া যে সন্নন্তের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় উপরিউক্ত দুইটি মতই পাণিনির অভিপ্রেত।

'হ্নু' ধাতুর অর্থ গোপনের দ্বারা নিজের মনোভাব ব্যক্ত করা। 'কৃষ্ণায় হ্নুতে' ইহার অর্থ 'সপত্নীভ্যঃ কৃষ্ণং হ্নুবানঃ তমেবার্থং কৃষ্ণং বোধয়তি'—সপত্নীদিগের নিকট হইতে কৃষ্ণকে গোপন করিয়া কৃষ্ণকেই নিজের অনুরাগ

প্রকাশ করিতেছে অথবা অন্যকে কৃষ্ণের প্রতি তাহার অনুরক্তি প্রকাশ করিতেছে।

'স্থা' ধাতুর অর্থ স্থিতির দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশ করা। 'কৃষ্ণায় তিষ্ঠতে'—ইহার অর্থ স্থিতির দ্বারা কৃষ্ণকে অথবা অন্যকে কৃষ্ণের প্রতি নিজের অনুরাগ প্রকাশ করিতেছে। স্থা ধাতুটি পরস্মৈপদী হইলেও **"প্রকাশনস্থেয়াখ্যয়োশ্চ"** সূত্রানুসারে আত্মনেপদ হইয়াছে। মনোভাব প্রকাশ করা অর্থ বুঝাইলে 'স্থা' ধাতুর আত্মনেপদ হইয়া থাকে।

'শপ্' ধাতুর অর্থ উপালম্ভন বা শপথের দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করা। 'গোপী কৃষ্ণায় শপতে'—ইহার অর্থ গোপী শপথের দ্বারা কৃষ্ণকে অথবা অন্যকে নিজের অনুরক্তি প্রকাশ করিতেছে। ইহাতে 'শপ উপালম্ভনে' এই বার্তিক অনুসারে আত্মনেপদ হইয়াছে।

'জ্ঞীপ্স্যমানঃ' পদটির গ্রহণ না করিলে 'দেবদত্তায় শ্লাঘতে পথি'—এই বাক্যে অধিকরণ পদেরও সম্প্রদান সংজ্ঞা হইত ॥ ৫৭২ ॥

৫৭৩। ধারেরুত্তমর্ণঃ। (১-৪-৩৫)।

ধারয়তেঃ প্রয়োগে উত্তমর্ণ উক্তসংজ্ঞঃ স্যাত্। ভক্তায় ধারয়তি মোক্ষং হরিঃ। উত্তমর্ণঃ কিম্। দেবদত্তায় শতং ধারয়তি গ্রামে। ৫৭৩।

অনুঃ—ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত 'ধৃঙ্ ধাতুর প্রয়োগে যে ধার দেয় তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। 'ভক্তায় ধারয়তি মোক্ষং হরিঃ'—হরি ভক্তের কাছে মোক্ষ ধার করেন। উত্তমর্ণ কেন? (বলা হইয়াছে?) 'দেবদত্তায় শতং ধারয়তি গ্রামে'—গ্রামে দেবদত্তের নিকট একশত টাকা ধার করে। (গ্রামের সম্প্রদান যাহাতে না হয়)।

কাঃ—'ধৃঙ্ অবস্থানে' এই ধাতুটির শেষে প্রেরণায় 'ণিচ্' প্রত্যয় করিয়া 'লট্'-লকারে ধারয়তি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'মোক্ষঃ ধ্রিয়তে'—মোক্ষঃ অপ্রচ্যুত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতেছে 'হরিঃ প্রযুঙ্‌ক্তে'—হরি প্রেরণা করিতেছেন, অর্থাৎ যে মোক্ষ অবিকৃতরূপে স্বরূপে অবস্থান করিতেছিল

উহাকে প্রেরণা করিতেছেন। এই অর্থে 'হরিঃ ভক্তায় মোক্ষং ধারয়তি'—এইরূপ বাক্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে 'ধৃঙ্ অবস্থানে'—অবস্থান করা।

'ঋ' ধাতুর শেষে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া ঋত হওয়ার পর **ঋণমাধমর্ণ্যে** (৮-২-৬০) সূত্র অনুসারে আধমর্ণ্য অর্থে তকারের স্থানে নকার হইলে 'ঋণ' শব্দটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় যে ঋণ গ্রহণ করে এবং যে ঋণ প্রদান করে ইহাদের বাচক দুইটি শব্দ আছে—অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ। যে ঋণ গ্রহণ করে সে অধমর্ণ এবং যে ঋণ দেয় সে উত্তমর্ণ। ঋণে যঃ অধমঃ সঃ অধমর্ণঃ—ঋণে যে অধম সেই অধমর্ণ। যে ধার গ্রহণ করে সে অধম। পাণিনি আধমর্ণ্যের বিষয়ে ঋণ শব্দের নিষ্পত্তি করিয়াছেন—অর্থাৎ কালান্তরে সজাতীয় দ্রব্য দেওয়ার প্রতিশ্রুত হইয়া যে দ্রব্যের গ্রহণ করা হয় তাহাই ঋণ; যাহা অধমর্ণে থাকিতে পারে, কিন্তু উত্তমর্ণে ঋণ শব্দের কিরূপে সঙ্গত হইবে, ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ঋণ লওয়া এবং ঋণ দেওয়া—দুইটি স্থলেই ঋণ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে—ঋণং দদাতি, ঋণং গৃহ্ণাতি'—ঋণ দেয় ঋণ গ্রহণ করে ইত্যাদি। ঋণং দদাতি—ঋণ দেয় এই অর্থে ঋণ শব্দের ব্যবহার থাকিলেও পাণিনীয় ব্যাকরণ অনুসারে উহা কি করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে কালান্তরে দেয় বস্তু বিনিময়ের উহা উপলক্ষণ—'কালান্তরে দেয় বিনিময়োপলক্ষণার্থম্ চেদমুপাত্তম্'—কাশিকা (৮-২-৬০)—কালান্তরে দেয় দ্রব্য যেমন ঋণ, সেইরূপ কালান্তরে গ্রহণযোগ্য বস্তুও ঋণ। সুতরাং উত্তমর্ণ শব্দটিতে যে ঋণ শব্দ আছে, উহা কালান্তরে গ্রহণযোগ্যবস্তুর বাচক।*

'উত্তমর্ণঃ' শব্দটি সপ্তমী তৎপুরুষ অথবা বহুব্রীহি সমাস করিয়া নিষ্পন্ন

* ঋ ধাতোঃ ক্ত প্রত্যয়ে ণত্বং নিপাত্যতে আধমর্ণ্যব্যবহারে সি. কৌ. (৩০৪৩) স ব্যবহারো দাতৃগ্রহীত্রোঃ সম্বন্ধোভবতীত্যুত্তমর্ণেঽপি প্রয়োগো ন বিরুধ্যতে। অধমর্ণস্য ভাব আধমর্ণ্যং তেন ব্যবহার বিশেষো লক্ষ্যতে। লক্ষণায়াং তু 'ধারেরুত্তমর্ণঃ' ইতি লিঙ্গম্—তত্ত্ববোধিনী। আধমর্ণ্যের দ্বারা ব্যবহার বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই ব্যবহার বিশেষ হইল দাতৃ ও গ্রহীতৃর সম্পর্ক।

নিষ্ঠা সূত্রের দ্বারা নিষ্ঠান্ত অর্থাৎ 'ক্ত' ও 'ক্তবতু' প্রত্যয়ান্তের পূর্বপ্রয়োগ বিধান করা হইয়াছে।

হইতে পারে। ঋণে উত্তমঃ—উত্তমর্ণঃ—ধারে যে উত্তম সে 'উত্তমর্ণ' (যে টাকা ধার দেয় সে সবসময় উৎকৃষ্ট)। 'ধারেরুত্তমর্ণঃ'—এই সূত্রে যে 'উত্তমর্ণঃ' শব্দের প্রযোগ করা হইয়াছে উহার দ্বারা সপ্তমী সমাস ও ঋণ শব্দের পরনিপাত—নিপাতনের দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে 'উত্তমম্ উৎকৃষ্টতমম্ ঋণং যস্য'—উৎকৃষ্টতম ঋণ যাহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে বহুব্রীহি সমাসে ঋণ এই 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তের পূর্বনিপাত হইবে না কেন? উহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে 'জাতি কাল সুখাদিভ্যঃ পরবচনম্'*—জাতিবাচক, কালবাচক ও সুখাদিগণ পঠিত শব্দের পরে প্রয়োগ হয়—এই বার্তিক অনুসারে ঋণ শব্দের পর প্রয়োগ হইতে পারে। সুখাদি আকৃতিগণ বলিয়া উহাতে সাক্ষাদ্রূপে ঋণ শব্দের পাঠ না থাকিলেও উহার গ্রহণ হইতে বাধা নাই। অথবা পূর্বোক্ত নিপাতনের দ্বারা 'ঋণ' শব্দটির পর প্রয়োগ হইয়াছে। প্রথমটি ন্যাসকারের এবং দ্বিতীয়টি হরদত্তের মত।

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ—এই দুইটি শব্দ প্রাচীনকালে যৌগিক থাকিলেও পরবর্তী কালে রূঢ়ি শব্দে পরিণত হইয়াছে। যে ঋণ প্রদান করে সে উত্তমর্ণ। উত্তমর্ণঃ ধনস্বামী (অমরকোষ)। যে ঋণ গ্রহণ করে, সে অধমর্ণ। ঋণ দাতা ও ঋণ গ্রহীতা—যথাক্রমে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। পাণিনি এই সূত্রের দ্বারা উত্তমর্ণের সম্প্রদান সংজ্ঞা বিধান করিয়াছেন।

'ধারয়তি' ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকিলে 'উত্তমর্ণ' যে ধার দেয়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যথা 'দেবদত্তায় শতং ধারয়তি চৈত্রঃ' চৈত্র দেবদত্তের কাছে একশত ধার করিতেছে—এই বাক্যে ধারয়তি ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে এবং চৈত্র দেবদত্ত সম্বন্ধ শত টাকা ধার করে; সুতরাং দেবদত্তসম্বন্ধিত্বরূপে প্রতীতি হওয়ার ফলে ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া সম্প্রদান বিহিত হইল।

প্রশ্ন হইতে পারে যে কালান্তরে প্রতিশোধ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া

---

* 'জাতিকাল সুখাদিভ্যোঃ নিষ্ঠা পরাবাচ্যা, সিদ্ধান্তকৌমুদীতে পঠিত বার্তিক।

যাহা গ্রহণ করা হয় অথবা কালান্তরে পাইবার আশায় যাহা দেওয়া হয় তাহাই ঋণ ; কিন্তু মোক্ষ পদার্থকে পূর্বোক্ত ঋণশব্দের দ্বারা ব্যবহার কি করিয়া করা যাইতে পারে ? 'ভক্তায় ধারয়তি মোক্ষং হরি'—হরি ভক্তের কাছে মোক্ষ ধার করেন এই বাক্যে যে ভক্তকে উত্তমর্ণ এবং হরিকে অধমর্ণরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব ? উত্তরে বক্তব্য এই যে ঋণ শব্দের পূর্বোক্ত অর্থ হইলেও যাহা অবশ্য দেয় উহাকেই ঋণ শব্দের দ্বারা ব্যবহার করা হয়। যেমন পিতৃঋণ, ঋষিঋণ প্রভৃতিতে ঋণশব্দ। দীক্ষিতের উদাহরণ বাক্যেও অবশ্য দেয় রূপে ঋণশব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে—যেমন ঋণ কালান্তরে অবশ্যদেয় সেইরূপ ভগবানের মোক্ষও অবশ্য দেয়। ভক্ত ভগবানের এত প্রিয় যে তাহাদের ভক্তিতে প্রীত ভগবান মোক্ষকে অবশ্য দেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

'ঋণ' শব্দের দুইটি অর্থ—একটি মুখ্য অপরটি গৌণ। কালান্তরে প্রদান বা গ্রহণযোগ্য বস্তু বুঝাইলে উহা ঋণশব্দের মুখ্য অর্থ এবং ঋণের মত যাহা অবশ্য দেয় উহাতে প্রযুক্ত হইলে সে স্থলে ঋণ শব্দের গৌণ অর্থ। এস্থলে মোক্ষ অর্থে অবশ্য দেয় রূপে ঋণ শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। আর মোক্ষ হরির অবশ্যদেয় বলিয়া হরি অধমর্ণ এবং মোক্ষরূপে ঋণের গ্রহণকর্তা বলিয়া ভক্ত উত্তমর্ণ।

সূত্রে উত্তমর্ণ পদের গ্রহণ না থাকিলে 'দেবদত্তায় শতং ধারয়তি গ্রামে' —দেবদত্তের নিকট হইতে গ্রামে একশত টাকা ধার করিতেছে—এই বাক্যে 'গ্রামে' এই অধিকরণেরও সম্প্রদান সংজ্ঞার প্রসক্তি হইবে। তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য এই সূত্রে উত্তমর্ণ পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলে 'ধারয়তি'—ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকিলে উত্তমর্ণেরই সম্প্রদান সংজ্ঞা হইবে, কিন্তু অধিকরণের সম্প্রদান সংজ্ঞা হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে অধিকরণ বিধায়ক সূত্র পরবর্তী, সুতরাং যাহা পরবর্তী উহাকে বাধ করা সম্ভব নয়, বরং **বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্** (১-৪-২) অনুসারে পরবর্তী অধিকরণ সংজ্ঞার উক্ত ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইবে, সেজন্য আর 'উত্তমর্ণঃ' পদের গ্রহণ করার প্রয়োজন কি ?

উহার উত্তরে বক্তব্য এই যে উত্তমর্ণ পদের গ্রহণ না থাকিলে যেমন পরবর্তী অধিকরণসংজ্ঞার দ্বারা এই সম্প্রদান সংজ্ঞা বাধিত হইবে, সেইরূপ

অধমর্ণের ব্যাপারের প্রযোজক যে উত্তমর্ণ, তাহারও 'তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ' (১-৪-৫৫) সূত্রানুসারে সম্প্রদান সংজ্ঞাকে বাধ করিয়া হেতুসংজ্ঞা হইয়া যাইবে ; ফলে নিরবকাশ হইয়া যেমন হেতুসংজ্ঞাকে বাধ করিবে, সেইরূপ অধিকরণ সংজ্ঞাকেও বাধ করিবে। তাহা যাহাতে না করিতে পারে সেইজন্য এই সূত্রে 'উত্তমর্ণঃ' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। উত্তমর্ণ শব্দের গ্রহণ থাকায়, যাহা উত্তমর্ণ নয়, অধিকরণ প্রভৃতি উহার সম্প্রদান সংজ্ঞা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই থাকে না। আর সামর্থ্যবশতঃ উত্তমর্ণের পরবর্তী হেতু-সংজ্ঞাও প্রবৃত্ত হইবে না। উক্ত সূত্রে উত্তমর্ণ পদের গ্রহণ থাকিলে সূত্রটি উপরিউক্ত হেতু সংজ্ঞারই অপবাদরূপে বাধক হইয়া থাকে। সুতরাং এই সূত্রটি পূর্বোক্ত সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত হেতুসংজ্ঞার বাধ করিয়া উত্তমর্ণের সম্প্রদান সংজ্ঞা বিধান করে। ইহা হরদত্তের মত। দীক্ষিত প্রৌঢ়-মনোরমায় ষষ্ঠীর বাধক বলিয়াছেন।*

৫৭৪। স্পৃহেরীপ্সিতঃ। (১-৪-৩৬)।

স্পৃহয়তেঃ প্রয়োগে ইষ্টঃ সম্প্রদানং স্যাত্। পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি। ঈপ্সিতঃ কিম্। পুষ্পেভ্যো বনে স্পৃহয়তি। ঈপ্সিতমাত্রে ইয়ং সংজ্ঞা। প্রকর্ষবিবক্ষায়াং তু পরত্বাত্ কর্মসংজ্ঞা পুষ্পাণি স্পৃহয়তি। ৫৭৪।

অনুঃ—স্পৃহধাতুর প্রয়োগ থাকিলে, অভীষ্টের সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। 'পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি'—(দেবদত্ত) পুষ্পের স্পৃহা করে। ঈপ্সিতের হয় ইহা কেন বলা হইয়াছে? 'পুষ্পেভ্যো বনে স্পৃহয়তি'—বনে পুষ্পের স্পৃহা করে—(বনেরও সম্প্রদান সংজ্ঞা যাহাতে না হয়) কেবল ঈপ্সিত

* পরত্বাদিহাধিকরণ সংজ্ঞা ভবিষ্যতীতি চেদুত্তমর্ণে তর্হি হেতুসংজ্ঞা স্যাদিতি হরদত্তঃ। ততশ্চোত্তমর্ণগ্রহণাভাবে হেতুসংজ্ঞায়া ইব অধিকরণ সংজ্ঞায়া অপ্যপবাদঃ স্যাত্তদ্বারণায়োত্তমর্ণগ্রহণমিতি ভাবঃ। এবং কৃতেঽপ্যুত্তমর্ণগ্রহণে তৎ প্রযোজকো হেতুশ্চ ইতি হেতুসংজ্ঞায়াং প্রাপ্তায়া তদ্বাধনার্থমিদং সম্প্রদান সংজ্ঞা বচনমিতি নিষ্কর্ষমাহুঃ। মনোরমায়াং ষষ্ঠ্যাং প্রাপ্তায়মিদং বচনমিতি তত্ত্ববোধিনী।

বুঝাইলে এই সংজ্ঞা হয় ; কিন্তু প্রকর্ষের বিবক্ষা থাকিলে পরবর্তি-কর্মসংজ্ঞাই হইয়া থাকে। পুষ্পাণি স্পৃহয়তি পুষ্পের প্রতি সাতিশয় স্পৃহা করে।

কাঃ—'স্পৃহ ঈপ্সায়াম্'—এই ধাতুটি চুরাদিগনীয় অকারান্ত। উহার শেষে স্বার্থে 'ণিচ্' প্রত্যয় হওয়ার পর স্পৃহ—ই—এই অবস্থায় **'অতোলোপঃ'** (৬-৪-৪৮) অনুসারে হ-কারের অন্তর্গত অ-কারের লোপ করিয়া 'স্পৃহি' হইয়া থাকে। 'ণিচ্' প্রত্যয় পরে থাকায় **'পুগন্তলঘূপধস্য চ'** (৭-৩-৮৬) অনুসারে লঘূপধগুণপ্রাপ্ত হইলেও অকারলোপের স্থানিবদ্ হওয়ায় উহা হইল না। লট্লকারে 'স্পৃহয়তি' ইত্যাদি রূপ হয়। সূত্রে ণিজন্তের অনুকরণ করিয়া ষষ্ঠী বিভক্তিতে স্পৃহেঃ এইরূপ পদ সাধিত হইয়াছে। 'ঈপ্সিতঃ'—পদটি সন্নন্ত 'আপ্' ধাতুর শেষে বর্তমানে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে।

চুরাদিগণীয় ইছার্থক 'স্পৃহ' ধাতুর যদি প্রয়োগ থাকে, তাহা হইলে ঈপ্সিত অর্থাৎ যাহা অভিপ্রেত উহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়—ইহাই উক্ত সূত্রের অর্থ যেমন 'পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি' এই বাক্যে 'স্পৃহ ঈপ্সায়াম্'—এই চুরাদি-গণীয় ধাতুর লট্-লকারের প্রয়োগ আছে, সুতরাং পুষ্পশব্দে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইল, ফলে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া পুষ্পেভ্যঃ এইরূপ পদ হইয়া থাকে। 'বনে স্পৃহয়তি'—ইত্যাদি স্থলে অনীপ্সিত 'বন' শব্দের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় না, ফলে অধিকরণ সংজ্ঞা-ও উহাতে সপ্তমী-বিভক্তি হইয়া থাকে।

কেবল 'ঈপ্সিতমাত্র' বুঝাইলে যাহা ঈপ্সার বিষয় উহাতে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইবে ; কিন্তু যদি প্রকর্ষ অর্থাৎ ইচ্ছার আতিশয্য বুঝায় তাহা হইলে ঈপ্সার বিষয়বস্তুর কর্মসংজ্ঞাই হইবে। ইচ্ছার প্রকর্ষ বুঝাইলে সেক্ষেত্রে পরবর্তীসূত্র **'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম'** (১-৪-৪৯) অনুসারে কর্মসংজ্ঞাই হইয়া থাকে, ফলে বিবক্ষাভেদে 'পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি' এবং 'পুষ্পাণি স্পৃহয়তি'—দুইটি প্রয়োগই শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই জন্যই 'পরস্পরেণ স্পৃহনীয় শোভম্' (রঘু ৭-১৪) এবং 'স্পৃহনীয়গুণৈর্মহাত্মভিঃ ইত্যাদি প্রয়োগে কর্মবাচ্যে 'অনীয়র্' প্রত্যয় করিয়া 'স্পৃহনীয়ম্' পদের সিদ্ধি করা হয়। আর যদি ঈপ্সিত বা ঈপ্সিততমের শেষত্ব বিবক্ষা করা হয় তখন শেষে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে ; সেইজন্য 'কুমার্য ইব কান্তস্য এস্যন্তি স্পৃহয়ন্তি চ' ইত্যাদি স্থলে 'কান্তস্য' এই পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। হরদত্তানুসারিণী এই ব্যাখ্যা ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

বাক্যপদীয ও উহার টীকা ভর্তৃহরি এবং হেলারাজও ইহা স্বীকাব করিয়াছেন যে এই সম্প্রদান সংজ্ঞাটি নির্বিশেষে কর্মসংজ্ঞা ও শেষষষ্ঠীব অপবাদ। অন্যথা 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি—' এই সূত্রের দ্বারাই 'পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি'—ইত্যাদি স্থলে সম্প্রদান সংজ্ঞা সিদ্ধ থাকায় হরদত্ত মতে 'স্পৃহেরীপ্সিতঃ এই সম্প্রদানবিধায়ক সূত্রটির ব্যর্থতা-প্রসক্তি অনিবার্য। সেইজন্য বাক্যপদীয় প্রভৃতি গ্রন্থের অনুরোধে 'পরস্পরেন স্পৃহনীয় শোভম্' প্রভৃতি প্রয়োগে 'দানীয়ো বিপ্রঃ' ইত্যাদি প্রয়োগেব ন্যায় বাহুল্য অনুসাবে সম্প্রদানেই 'অনীয়র্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। আর কুমার্য ইব কান্তস্য এস্যন্তি স্পৃহয়ন্তি চ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'কান্তস্য' এই পদটি 'এস্যন্তি' ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছে; ফলে 'স্পৃহয়ন্তি' এই ক্রিয়াটির সহিত উহাব অন্বয় করিবার জন্য উহার 'কান্তায়' এইরূপ চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত পদে বিপরিণাম্ করিলেই অর্থসঙ্গতি হওয়া সম্ভব। অথবা 'ভোগায়' এই চতুর্থ্যন্ত পদেব অধ্যাহার করিয়াও উহার সহিত অন্বয় করা যাইতে পারে।

পূর্বোক্ত মতটি যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী বিভক্তিকে বাধ করিয়া ইহা সাবকাশ হওয়ায় কর্মসংজ্ঞাকে বাধ করিতে সক্ষম হয় না; সুতরাং পরবর্তী কর্মসংজ্ঞার দ্বারাই এই সম্প্রদান সংজ্ঞাটি বাধিত হইবে।

নাগেশ বলেন স্পৃহ ধাতুর দুইটি অর্থ—ইচ্ছামাত্রবাচী ও ফলাবচ্ছিন্ন ইচ্ছাবাচী। প্রথম অর্থে সম্প্রদান সংজ্ঞা এবং দ্বিতীয় অর্থে কর্মসংজ্ঞা। ইচ্ছামাত্রবাচী—ইহার তাৎপর্য হইল সমবায় সম্বন্ধে ইচ্ছানুকূল ইচ্ছার সমানাধিকরণ ব্যাপারবাচী। সমবায় সম্বন্ধে ইচ্ছার আশ্রয় এবং অনুকূল ফল সমানাধিকরণ ব্যাপার কর্তাতেই থকে, সেইজন্য উহাতে কর্তৃসংজ্ঞা হওয়া উচিত; কিন্তু পুষ্প প্রভৃতি ফলাশ্রয় না হওয়ায় উহাতে কর্মসংজ্ঞার প্রাপ্তি হখতে পারে না, সুতরাং সম্বন্ধমাত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল উহাকে বাধ করিয়া এই সূত্র অনুসারে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যেমন— 'বালিকা পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি' এই বাক্যে বালিকাতে সমবায় সম্বন্ধে ইচ্ছা এবং ইচ্ছার অনুকূল ব্যাপারও থাকায় উহাতে পরবর্তী কর্তৃসংজ্ঞা হইবে। আর পুষ্পে ইচ্ছারূপ ফল থাকায় উহাতে কর্মসংজ্ঞার প্রাপ্তি নাই, কিন্তু

সম্বন্ধমাত্রে ষষ্ঠী প্রাপ্তি আছে। উহাকে বাধ করিয়া এই সূত্র অনুসারে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে।*

দ্বিতীয় অর্থের তাৎপর্য হইল বিষয়তা সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ইচ্ছানুকূল মনঃসংযোগাদিরূপ ব্যাপারবাচী স্পৃহ্ ধাতু। বিষয়তা সম্বন্ধে ইচ্ছারূপ ফল থাকিবে অন্যত্র এবং সেই ইচ্ছার জনক যে ব্যাপার তাহা থাকিবে অন্যত্র। সেক্ষেত্রে বিষয়তা সম্বন্ধে ইচ্ছার যাহা আশ্রয় তাহার কর্মসংজ্ঞাই হইবে। যেমন 'পুষ্পাণি স্পৃহয়তি'—এই বাক্যে 'পুষ্প' হইল ইচ্ছার বিষয় সেইজন্য উহাতে বিষয়তা সম্বন্ধে ইচ্ছা থাকে এবং উহার জনক যে মনঃসংযোগাদি ব্যাপার উহা থাকে 'বালিকা' প্রভৃতি কর্তাতে, সেইজন্য বিষয়তা সম্বন্ধে ফলাশ্রয় যে 'পুষ্প' উহার কর্মসংজ্ঞা এবং পূর্বোক্ত ব্যাপারের আশ্রয় যে 'বালিকা' প্রভৃতি উহার কর্তৃসংজ্ঞা হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে 'বালিকা পুষ্পাণি স্পৃহয়তি' বাক্যটিও শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

উক্ত সূত্রে 'ঈপ্সিত' পদের দ্বারা ধাত্বর্থ ব্যাপার জনিত ফলের আশ্রয় গৃহীত হইয়া থাকে, সে যে প্রকৃত ধাত্বর্থজন্যই হইবে, তাহা নয়। প্রকৃত ধাত্বর্থজন্য ফলের আশ্রয় হইলে উহার কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে—ইহাই ঈপ্সিততমের অর্থ—পূর্বে কর্মসংজ্ঞা বিধায়ক সূত্রে বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, ঈপ্সিত গ্রহণের দ্বারাই মনে হয় যে এই সূত্রটি কর্মসংজ্ঞারই বাধক ; কিন্তু ষষ্ঠীর বাধক নয়। আর এই উক্ত দুইটি সংজ্ঞার কারকাধিকারের অন্তর্গত হওয়ায় ক্রিয়াজনকত্ব বিবক্ষাতেই ইহা তাহারই বাধক হওয়া উচিত ; কিন্তু যাহা ক্রিয়াসম্বন্ধিত্বমাত্র বিবক্ষায় হয়, তাহার

---

* নাগেশ যে ভর্তৃহরি ও হেলারাজের মতের বিরোধ করিয়াছেন ; তাহা আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হয় না ; কারণ নাগেশের ব্যাখ্যা অনুসারেই ইচ্ছামাত্রবাচী স্পৃহ্ ধাতুটি যেহেতু অকর্মক ; সেইজন্য 'পত্যে শেতে' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি' এই ভাষ্যকারীর সূত্রন্যাস অথবা ক্রিয়া গ্রহণং কর্তব্যম্ '—এই বার্তিকের দ্বারা 'পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি' ইত্যাদি স্থলেও সম্প্রদান সংজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারিত ; কিন্তু 'স্পৃহেরীপ্সিতঃ' সূত্রটি বিভক্তি নিয়ামক হইবে—স্পৃহ্ ধাতুর প্রয়োগে বিভক্ত্যন্তর হইবে না।

বাধক হয় না—ষষ্ঠী ক্রিয়াসম্বন্ধিত্বমাত্র বিবক্ষায় হয় বলিয়াই উহার অপবাদ ইহা হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে 'পুষ্পাণি স্পৃহয়তি ইত্যাদি প্রয়োগে দৃষ্ট্বাং এই ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিয়া উহার অপেক্ষায় পুষ্পের কর্মসংজ্ঞা হইয়াছে। 'স্পৃহণীয়গুণৈর্মহাত্মভিঃ'—ইত্যাদিস্থলে বাহুলক * অনুসারে সম্প্রদানেই অনীয়র্ হইবে এবং 'কান্তস্য স্পৃহয়ন্তি' ইত্যাদি স্থলে যথাশ্রুতই সমীচীন। (দ্রষ্টব্য বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর) ॥ ৫৭৪ ॥

৫৭৫। ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ। (১-৪-৩৭)।

ক্রুধাদ্যর্থানাং প্রয়েগে যং প্রতি কোপঃ স উক্তসংজ্ঞঃ স্যাত্। হরয়ে ক্রুধ্যতি। দ্রুহ্যতি। ঈর্ষ্যতি। অসূয়তি। যং প্রতি কোপঃ কিম্? ভার্যামীর্ষ্যতি মৈনামন্যোদ্রাক্ষীদিতি। ক্রোধোঽমর্ষঃ। দ্রোহোঽপকারঃ। ঈর্ষ্যাঽক্ষমা, অসূয়া গুণেষু দোষাবিষ্করণম্। দ্রোহাদয়োঽপি কোপপ্রভবা এব গৃহ্যন্তে। অতো বিশেষণং সামাণ্যেন 'যং প্রতি কোপঃ ইতি। ৫৭৫।

অনুঃ—'ক্রুধ্', 'দ্রুহ', প্রভৃতি সমানার্থক ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি কোপ হইয়া থাকে তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। 'হরয়ে ক্রুধ্যতি, দ্রুহ্যতি, ঈর্ষ্যতি, অসূয়তি'—হরির প্রতি ক্রোধ, দ্রোহ, ঈর্য্যা অথবা অসূয়া করিতেছে। যাহার প্রতি কোপ হইয়া থাকে—ইহা কেন? 'ভার্যামীর্ষ্যতি (ইহাতে সম্প্রদান সংজ্ঞা না হওয়ার জন্য) ভার্যাকে সহ্য করিতে পারে না, অপরে যাহাতে তাহাকে না দেখে। ক্রোধ-অমর্ষ-দ্রোহ-অপকার-ঈর্ষা-অক্ষমা-অসূয়া—গুণে দোষের আবিষ্কার করা। দ্রোহ প্রভৃতি যেগুলি কোপ সমুদ্ভূত, উহাদের গ্রহণ হইয়া থাকে; সেই জন্য 'যং প্রতি কোপঃ'—ইহা সামান্যরূপে সকলেরই বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

---

* 'কৃত্যলুটো বহুলম্' এই সূত্রে বাহুলক অনুসারে। বাহুলকের চারিটি অর্থ—

"ক্বচিৎপ্রবৃত্তিঃ ক্বচিদপ্রবৃত্তিঃ
ক্বচিদ্বিভাষা ক্বচিদন্যদেব
বিধের্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য
চতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি।"

কাঃ—'ক্রুধ্'—'ক্রোধে', 'দ্রুহ' * জিঘাংসায়াম্'—দুইটি ধাতুই দিবাদি-গণীয়। 'ঈর্ষ্য ঈর্ষায়াম্'—ভ্বাদিগণীয় এবং অসূয় ধাতুটি কণ্ড্বাদি যক্-প্রত্যয়ান্ত—অর্থ গুণেতে দোষের আবিষ্কার করা।

ক্রোধার্থক, দ্রোহার্থক, ঈর্ষ্যার্থক ও অসূয়ার্থক ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি কোপ, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। ধাতুপাঠ অনুসারে উহাদের যথাক্রমে অর্থ হইল—ক্রোধ করা, হত্যার ইচ্ছা করা, (এস্থলে অপকার করা) ঈর্ষা করা (সহ্য না করা) এবং গুণেতে দোষান্বেষণ করা) ক্রুধ্ ও দ্রুহ্ ধাতু দুইটি অকর্মক। সেইজন্য উহাদের প্রয়োগে 'নটস্য শৃণোতি'—বাক্যের মত শেষে ষষ্ঠী প্রাপ্ত ছিল এবং 'ঈর্ষ্য' ও 'অসূয়' এই দুইটি সকর্মক হওয়ায় উহাদের প্রয়োগে কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু ষষ্ঠী ও কর্মসংজ্ঞাকে বাধ করিয়া এই সূত্রের দ্বারা সম্প্রদান বিধান করা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে—ক্রুধ্, দ্রুহ, ঈর্ষ্য ও অসূয় এই চারিটি ধাতু সমানার্থক অথবা ভিন্নার্থক। যদি একার্থক হয় তাহা হইলে কোনও একটিকে রাখিয়া অপর তিনটির গ্রহণ নিরর্থক এবং যদি ভিন্নার্থক হয় তাহা হইলে সবগুলির প্রয়োগেই 'যং প্রতি কোপঃ'—যাহার প্রতি কোপ থাকে এইরূপ ব্যবহার করা যায় না বরং 'যং প্রতি দ্রোহঃ'—যাহার প্রতি দ্রোহ থাকে ইত্যাদিও বলা উচিত, কিন্তু তাহা পাণিনি বলেন নি কেন ?

ইহার উত্তরে ভাষ্যকারই বলিয়াছেন যে সূত্রে উক্ত চারিটি ধাতুই ভিন্নার্থক, কিন্তু উহাদের মধ্যে একটি সাধারণ অবস্থা আছে যাহার নাম হইল কোপ। 'ন হি অকোপঃ ক্রুধ্যতি'—কুপিত না হইয়া কেহ ক্রোধ করে না, 'ন হি অকুপিতো দ্রুহ্যতি'—কুপিত না হইয়া কেহ দ্রোহ করে না। ক্রোধ করিলে বাচিক কায়িক প্রভৃতি ব্যাপারের যে বহিঃপ্রকাশ হয় তাহার পূর্বে অন্তর্ভুত অবস্থায় যে আন্তঃপ্রকাশ তাহাই কোপ। দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া—এই তিনটির প্রয়োগেও যখন ক্রোধের অন্তর্ভুত অবস্থা †—কোপের পরে দ্রোহ

* 'দ্রুহ—দ্রোহে' এইরূপ ধাতুপাঠ স্বীকার করিয়া দ্রোহের অর্থ 'অপকার' করা হইয়াছে। (তত্ত্ববোধিনী)।

† যাবৎ বাচঃ স্ফুরণং, চক্ষুষো রক্তত্বং, দন্তানাং ঘর্ষণ, মিত্যাদয়ো বিকারা নাভিব্যজ্যন্তে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপেণাবস্থিতা, তাবৎচিত্তস্য কোপাবস্থা। অভিব্যক্তেষু চৈতেষু ক্রোধাবস্থেতি তয়োর্বিশেষঃ—শেখরদীপকে কারকপ্রকরণম্।

প্রভৃতি হইয়া থাকে, তখনই এই সূত্রানুসারে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইবে, অন্যথায় হইবে না।

পূর্বোক্ত চারিটি মনোবিকারের বহিঃপ্রকাশের পূর্বে যদি ক্রোধের অনুদ্ভুত অবস্থায় কোপের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে এই সূত্র অনুসারে সম্প্রদান হইবে; আর যদি পূর্বে কোপের সঞ্চার না হইয়াই দ্রোহ প্রভৃতির বহিঃ-প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইবে না। যেমন 'ভার্য্যা-মীর্ষ্যতি'—এই বাক্যে 'ভার্যা'তে কর্মসংজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় নাই। এস্থলে ভার্যার প্রতি পতির কোনও কোপ নাই, কেবল পরপুরুষ যে তাহাকে দেখে ইহা সে সহ্য করিতে পারিতেছে না—ইহাই তাৎপর্য।

ক্রোধের অনুদ্ভুত অবস্থা হইল কোপ। সেইজন্য কোপ আর ক্রোধ এক নয়, এই কারণেই 'কুপ্' ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে ইহার দ্বারা সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় না। 'কুপ্যতি কস্মৈ চিত্' ইত্যাদি প্রয়োগে 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি, ...' সূত্র অনুসারে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে কেহ কেহ বলেন যে 'হরয়ে ক্রুধ্যতি, দ্রুহ্যতি, ইত্যাদি অকর্মক স্থলে 'পত্যে শেতে' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি...' সূত্রানুসারেই সম্প্রদানসংজ্ঞা সিদ্ধ হওয়ায় সূত্রে 'ক্রুধ্' ও 'দ্রুহ্' এই দুইটির গ্রহণের প্রয়োজন চিন্তনীয়।

ক্রোধ, দ্রোহ প্রভৃতির অবস্থাতেও চিত্তদোষ সমানরূপে থাকিলেও উহার অবান্তর ভেদই গৃহীত হইয়াছে; সেইজন্য দ্বেষার্থক 'দ্বিষ্' ধাতুর প্রয়োগে ইহার দ্বারা সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় না। যেমন—'যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি' ইত্যাদি স্থলে সম্প্রদান সংজ্ঞা না হইয়া কর্মসংজ্ঞা হইয়াছে। দ্বেষ্ যেমন চেতন বিষয়ে হয়, সেইরূপ অচেতন বিষয়েও হইয়া থাকে; কিন্তু ক্রোধ, দ্রোহ প্রভৃতি কেবল চেতনবিষয়ে হয়। 'ওষধং দ্বেষ্টি'—এইরূপ অচেতন-বিষয়েও 'দ্বিষ্' ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু অচেতনবিষয়ে 'ক্রুধ্', 'দ্রুহ্' প্রভৃতির প্রয়োগ কোথাও হয় না; সেইজন্য পূর্বোক্ত দ্বিষ্ ধাতুর প্রয়োগে সম্প্রদানসংজ্ঞা হয় না। যদি দ্বিষ্ ধাতুর মত ক্রোধ প্রভৃতিও চিত্তদোষার্থক হইত তাহা হইলে ক্রোধাদির সমানার্থক হওয়ায় 'দ্বিষ্' ধাতুর প্রয়োগে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইত। এই কারণেই সূত্রকার 'চিত্তদোষার্থানাম্' —এইরূপ সূত্র করেন নাই। 'অস্মান্ দ্বেষ্টি' ইত্যাদি স্থলে 'দ্বিষ্' ধাতুর অর্থ অপ্রীতি বা অনভিনন্দন ॥ ৫৭৫ ॥

৫৭৬। ক্রুধদ্রুহোরুপসৃষ্টয়োঃ কর্ম। (১-৪-৩৮)।

সোপসর্গয়োরনয়োর্যোগে যং প্রতি কোপস্তৎকারকং কর্মসংজ্ঞা স্যাৎ। ক্রূরমভিক্রুধ্যতি, অভিদ্রুহ্যতি। ৫৭৬।

অনুঃ—উপসর্গযুক্ত 'ক্রুধ্' ও দ্রুহ্' ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি কোপ হইয়া থাকে উহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় না। 'ক্রূরমভিক্রুধ্যতি', 'ক্রূরমভিদ্রুহ্যতি'—ক্রূরের প্রতি ক্রোধ করিতেছে ; ক্রূরের প্রতি দ্রোহ করিতেছে।

কাঃ—'ক্রুধ্' ধাতু ও 'দ্রুহ্' ধাতু উপসর্গের দ্বারা সম্বদ্ধ হইলে সকর্মক হইয়া থাকে ; সেইজন্য উহাদের প্রয়োগে সম্প্রদান সংজ্ঞা না হইলে কর্মসংজ্ঞা হয় এবং কর্মে দ্বিতীয়া হইয়া যায় ॥ ৫৭৬ ॥

৫৭৭। রাধীক্ষ্যোর্যস্য বিপ্রশ্নঃ। (১-৪-৩৯)।

এতয়োঃকারকং সম্প্রদানং স্যাৎ। যদীয়ো বিবিধঃ প্রশ্নঃ ক্রিয়তে। কৃষ্ণায় রাধ্যতি ঈক্ষতে বা। পৃষ্টো গর্গঃ শুভাশুভং পর্যালোচয়তীত্যর্থঃ। ৫৭৭।

অনুঃ—'রাধ্' ও 'ঈক্ষ্' ধাতুব প্রয়োগে যাহার সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করা হয়, সেই কারকের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। কৃষ্ণায় রাধ্যতি ; কৃষ্ণায় ঈক্ষতে। জিজ্ঞাসিত গর্গ কৃষ্ণ সম্বন্ধে শুভাশুভ বিষয়ে পর্যালোচনা করিতেছেন।

কাঃ—'রাধ্' সংসিদ্ধৌ 'ঈক্ষ্' দর্শনে এই দুইটি ধাতুরই এস্থলে শুভাশুভ-পর্যালোচন অর্থ ; শুভ বা অশুভ ফলের পর্যালোচন করা প্রশ্নপূর্বক অর্থাৎ জ্যোতিষীকে শুভ বা অশুভ ফল জানিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করার পরে তিনি সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়া থাকেন। 'কৃষ্ণায় রাধ্যতি', বা 'ঈক্ষতে' এই প্রয়োগটির অর্থ হইল যে, গর্গ নামক একজন জ্যোতিষীকে শুভাশুভ ফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি কৃষ্ণের শুভ বা অশুভ ফলের পর্যালোচনা করিতেছেন। শুভ বা অশুভ ফল হইল প্রশ্নের বিষয়বস্তু ; সেইজন্য নাগেশ বলিয়াছেন—প্রশ্ন বিষয়ার্থ পর্যালোচন করাই পূর্বোক্ত ধাতু-দ্বয়ের অর্থ—প্রশ্নবিষয়ার্থ পর্যালোচনের অনুকূল ব্যাপার যদি ধাতুর অর্থ

তাহা হইলে প্রশ্নবিষয়রূপে ধাতুর অর্থেই উপসংগৃহীত হওয়ায় পূর্বোক্ত দুইটি ধাতুই অকর্মক—'ধাত্বর্থেনোপসংগৃহীতত্বমকর্মকত্বম্' ধাত্বর্থের দ্বারা কর্ম যদি উপসংগৃহীত হয় তাহা হইলে সেই ধাতুটি অকর্মক হইয়া থাকে—ইহা একটি অকর্মকের অন্যতম লক্ষণ, যেমন জীব প্রাণধারণে এই ধাতুর অর্থেই প্রাণরূপকর্মের অন্তর্ভাব করা হইয়াছে, সেইজন্য সেই ধাতুটি অকর্মক বলিয়া গণ্য হয় সেইরূপ এস্থলেও প্রশ্নবিষয় শুভাশুভরূপকর্মের ধাতুর অর্থের দ্বারাই উপসংগৃহীত বা বোধিত হওয়ায় 'রাধ্' ও 'ঈক্ষ্' ধাতুও অকর্মক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এস্থলে 'রাধ্' ধাতুটি অকর্মক বলিয়াই উহার শেষে শ্যন্ বিকরণ যুক্ত হইয়াছে। দিবাদিগণীয় 'রাধ্' ধাতুটি যদি অকর্মক হয়, তাহা হইলে উক্ত ধাতুর শেষে শ্যন্ বিকরণটি যুক্ত হইবে, অন্যথা হইবে না—এইরূপ নিয়ম 'রাধোঽকর্মকাদ্বৃদ্ধাবেব'*—এই বার্তিকের দ্বারা করা হইয়াছে। অকর্মক না হইলে 'রাধ্' ধাতুর শেষে শ্যন্ যুক্ত হয় না, যেমন 'শত্রূন্ রাধোতি'। অকর্মক 'রাধ্' ধাতুই দিবাদিগণীয় আর সকর্মক রাধ্ ধাতুই স্বাদিগণীয়; সেইজন্য সকর্মকে রাধ্নোতি রূপ হয়, উহার অর্থ হিংসা করা। দ্রোহার্থক হইলেও 'রাধ্' ধাতু অকর্মক হইয়া থাকে, কারণ দ্রোহার্থক 'দ্রুহ্' ধাতুটি অকর্মক, সেইজন্য মহ্যমপরাধ্যতি—ইত্যাদি প্রয়োগও দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহার প্রয়োগে ক্রুধ্ দ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাম্ ইত্যাদি সূত্র অনুসারে সম্প্রদান হইয়া থাকে—

ন দূয়ে সাত্বতীসূনুর্যন্ মহ্যমপরাধ্যতি—মাঘ ২।১১

তাহা হইলে 'কৃষ্ণায় রাধ্যতি' এই বাক্যের অর্থ হইবে গর্গ কৃষ্ণসম্বন্ধিশুভাশুভ-কর্মের পর্যালোচন করিতেছেন, ইহাতে সম্বন্ধ অর্থে কৃষ্ণে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রাপ্ত ছিল কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া এই সূত্র অনুসারে সম্প্রদান এবং সম্প্রদানে চতুর্থী হইয়াছে। ইহা হইল ষষ্ঠীর বাধক।

সূত্রে 'যস্য' ইহাতে কর্মে ষষ্ঠী হইয়াছে আর বিপ্রশ্নঃ—এই পদের অর্থ বিবিধ প্রশ্ন, তাহা হইলে সূত্রের অর্থ হয় 'রাধ্' ও 'ঈক্ষ্' ধাতুর প্রয়োগে যাহার সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করা হয় সেই কারকের সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। উক্ত উদাহরণবাক্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্নের পর্যালোচন করা হয়, সুতরাং কৃষ্ণে সম্প্রদান হইয়াছে ॥ ৫৭৭ ॥

---

* এবকারস্তুভিন্নক্রমঃ—রাধোঽকর্মকাদেব শ্যন্ যথা বৃদ্ধৌ—(পদমঞ্জরী)

৫৭৮। প্রত্যাঙ্ভ্যাং শ্রুবঃ পূর্বস্য কর্তা। (১-৪-৪০)।

আভ্যাং পরস্য শৃণোতের্যোগে পূর্বস্য প্রবর্তনরূপব্যাপারস্য কর্তা সম্প্রদানং স্যাত্। বিপ্রায় গাং প্রতিশৃণোতি আশৃণোতি বা। বিপ্রেণ মহ্যং দেহীতি প্রবর্তিতঃ প্রতিজানীত ইত্যর্থঃ। ৫৭৮।

অনুঃ—প্রতি ও আঙ্ উপসর্গের পরে 'শ্রু' ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে পূর্ববর্তী প্রবর্তনারূপ ব্যাপারের কর্তার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। বিপ্রায় গাং প্রতিশৃণোতি, আশৃণোতি বা—বিপ্রকে গরু দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি করিতেছে। পূর্বে বিপ্র আমাকে একটি গরু দাও বলিয়া প্রেরণা করিলে, বি্প্র তাহাকে গরু দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি করিতেছে—ইহাই তাৎপর্য।

কাঃ—'প্রত্যাঙ্ভ্যাম্'—এইরূপ দ্বিবচন নির্দেশ থাকায় প্রতি ও আঙ্ প্রত্যেকটি উপসর্গের সহিত 'শ্রু' ধাতুর সম্বন্ধ বোধিত হইতেছে, সেইজন্য পৃথগ্ভাবে প্রতিযুক্ত 'শ্রু' ও আঙ্যুক্ত 'শ্রু' ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে পূর্ববর্তী প্রবর্তনারূপ ব্যাপারের সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। দীক্ষিত পৃথগ্ভাবেই দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন—'বিপ্রায় গাং প্রতিশৃণোতি'—'বিপ্রায় গাম্ আশৃণোতি'। প্রতি ও আঙ্ যুক্ত 'শ্রু' ধাতুর প্রবর্তন-পূর্বক অভ্যুপগম—অর্থ। প্রবর্তনার অর্থ হইল—প্রবৃত্তির অনুকূল ব্যাপার। কাহাকেও প্রবৃত্ত করাইবার জন্য যে ব্যাপার তাহা হইল প্রবর্তনা—এইরূপ ব্যাপারের পরে, যে কর্মে প্রবৃত্তি করাইবার জন্য প্রেরণা করা হইয়াছে, সেই কর্মের বা ক্রিয়ার যে কর্তা তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে। উদাহরণ বাক্যে পূর্বে বিপ্র দেবদত্তকে গরুদান করিবার জন্য প্রেরণা করিলে, দেবদত্ত বিপ্রকে গরুদিবার জন্য অভ্যুপগম বা প্রতিশ্রুতি করিতেছে। ইহাতে দুইটি কর্তা আছে—প্রবর্তনা বাক্যের কর্তা 'বিপ্র' এবং অভ্যুপগম বাক্যের কর্তা 'দেবদত্ত'। এই সূত্রের দ্বারা প্রবর্তনাবাক্যের কর্তা যে বিপ্র তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা বিহিত হওয়ায়, সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হইলে 'বিপ্রায় গাং প্রতিশৃণোতি দেবদত্তঃ'—এইরূপ বাক্য গঠিত হইবে। পরবর্তী বাক্যের কর্তা যে দেবদত্ত তাহার প্রযোজক হওয়ায় পূর্ববর্তিবাক্যে কর্তা যে 'বিপ্র' তাহার প্রযোজক হওয়ায়, পূর্ববর্তিবাক্যে কর্তা যে 'বিপ্র' তাহার 'তৎ-প্রযোজকো হেতুশ্চ' (১-৪-৫৪) অনুসারে হেতুসংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু

উহাকে বাধ করিয়া এই সূত্রের দ্বারা পূর্ববর্তী কর্তার সম্প্রদানসংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে। ইহা হেতুসংজ্ঞার বাধক। পূর্ববর্তী বাক্যের কর্তার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়—ইহা না বলিলে অভ্যুপেয় যে গরু প্রভৃতি, উহাদের সম্প্রদানসংজ্ঞা-প্রসক্ত হইত—সাধারণভাবে হেতুসংজ্ঞা ও কর্মসংজ্ঞা—উভয়েরই বাধক হইত। অথবা পুরস্তাদপবাদা অনন্তরাম্ বিধীন বাধন্তে নোত্তরান—পূর্বপঠিত অপবাদ অনন্তর বিধিকেই বাধ করে ব্যবহিত উত্তরবিধিকে বাধ করে না—এই ন্যায় অনুসারে কর্মসংজ্ঞাকেই বাধ করিত কিন্তু হেতুসংজ্ঞাকে বাধ করিত না। ৫৭৮॥

৫৭৯। অনুপ্রতিগৃণশ্চ। (১-৪-৪১)।

আভ্যাং শৃণাতেঃ কারকং পূর্বব্যাপারস্য কর্তৃভূতমুক্তসংজ্ঞং স্যাত্। হোত্রেঽনুগৃণাতি প্রতিগৃণাতি। হোতা প্রথমং শংসতি তমধ্বর্যুঃ প্রোৎসাহয়তীত্যর্থঃ। ৫৭৯।

অনুঃ—অনুপূর্বক অথবা প্রতিপূর্বক ক্র্যাদিগণীয় 'গৄ' ধাতুর প্রয়োগে, পূর্ববর্তী ব্যাপারের যে কর্তা তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। 'হোত্রে অনুগৃণাতি'—'হোত্রে প্রতিগৃণাতি'—হোতা প্রথমে শংসন করেন, তাঁহাকে অধ্বর্য্য প্রোৎসাহিত করেন—ইহাই তাৎপর্য।

কাঃ—'অনুপ্রতি' শব্দটি সমাসবদ্ধপদ অথবা দুইটির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চম্যন্ত পদ 'অনু' ও প্রতি দুইটিই অব্যয় এবং এই সূত্রে সেই দুইটি অব্যয়েব অনুকরণ করা হইয়াছে। প্রকৃতিবদনুকরণম্—অনুকরণ প্রকৃতির মত হয়। অর্থাৎ যাহা অনুকরণ তাহাতে অনুকার্য যে প্রকৃতি,. উহার ন্যায় কার্য হইয়া থাকে—এই অতিদেশের দ্বারা অনুপ্রতি এই অব্যয়ানুকরণেরও অব্যয়কার্য হওয়ায় 'অব্যয়াদাপ্সুপঃ' (২-৪ ৮২) অনুসারে প্রত্যেকটির পরবর্তী পঞ্চমীবিভক্তির লুক্ (লোপ) হইয়া থাকে। 'গৃণ ' এই পদটি ক্র্যাদিগণীয় 'শ্না' প্রত্যয়ান্ত 'গৄ' শব্দে—এই ধাতুর অনুকরণ করিয়া ষষ্ঠী বিভক্তিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্বসূত্রে 'প্রত্যাঙ্ভ্যাম্' এই দ্বিবচন নির্দেশের দ্বারা প্রত্যেকের সহিত ধাতুর সম্বন্ধ সুনিশ্চিত, উহার সাহচর্যবশতঃ এই সূত্রেও

প্রত্যেকটির সহিত ধাতুর সম্বন্ধ হইয়া থাকে। পূর্বসূত্র হইতে 'পূর্বস্থকর্তা'—এই পদদ্বয়ের অনুবৃত্তি আসিয়াছে। প্রত্যেকের সহিত 'গৄ' ধাতুর সম্বন্ধের ফলে 'হোত্রে অনুগৃণাতি' ও হোত্রে প্রতিগৃণাতি এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বাক্যেও পূর্ববর্তিকর্তার সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়াছে।

অনুপূবক ও প্রতিপূর্বক 'গৄ' ধাতুর শংসন বিষয়ক হর্ষানুকূল ব্যাপার রূপে প্রোৎসোহন অর্থ, শংসনের অর্থ শাস্ত্র পাঠ করা। ইহা হোতা নামক ঋত্বিকের কার্য। হোতা শাস্ত্রপাঠ করিবার জন্য যে উৎসাহবর্ধকবাক্য প্রয়োগ করেন, উহাকে অনুগর ও প্রতিগর বলা হয়। অনুগীর্য্যতে প্রোৎসাহ্যতে যেন শব্দেন সোঽনুগরঃ—যে শব্দের দ্বারা প্রোৎসাহিত করা হয়, তাহাকে অনুগর বা প্রতিগর বলে। হোতা প্রথমে শংসন বা শস্ত্রপাঠ করেন অধ্বর্যু তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করার জন্য অনুগর বা প্রতিগরের ব্যবহার করেন। যেমন হোতা প্রথমে বলে 'শোংসাবোহম্' উহার উত্তরে অধ্বর্যু বলে 'ওথামো-দৈবোম্' অর্থাৎ হে হোতঃ তুমি শাস্ত্র পাঠ কর, তাহাতে আমরা আনন্দিতই হইব। শংসন ও অনুগর দুইটির যদি অপরের ভাষায় ব্যবহার করা যায় তাহা এইরূপ হইবে হোতা শংসতি'—হোতা শংসন করিতেছে। অধ্বর্যু অনুগৃণাতি প্রতিগৃণাতি বা—অধ্বর্যু অনুগর বা প্রতিগর বাক্য-প্রয়োগ করিতেছে। এই দুইটি বাক্যে শংসনের কর্তা হোতা এবং অনুগর বা প্রতিগরের কর্তা অধ্বর্যু। এই সূত্রের দ্বারা প্রথমবাক্যের যে কর্তা হোতা, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা ও সম্প্রদানে চতুর্থী হইলে এইরূপ বাক্য হইবে—অধ্বর্যুঃ হোত্রে অনুগৃণাতি প্রতিগৃণাতি বা। অধ্বর্যু হোতাকে শস্ত্রপাঠের জন্য 'ওথামোদৈবোম্' ইত্যাদি রূপে অনুগর বা প্রতিগর বাক্যের প্রয়োগ করিতেছে—এই বাক্যে পথম ব্যাপার হইল শংসন* উহার কর্তা যে হোতা তাহা প্রোৎসাহনব্যাপারের কর্ম হওয়ায় কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু উহাকে

* হোতা প্রথমে শস্ত্রপাঠের পূর্বে 'শোংসাবোহম্' এইরূপ আহাব পাঠ করেন পরে ইহার উত্তরে অধ্বর্যু 'ওথামোদৈবোম্' এইরূপ প্রতিগর পাঠ করেন—এইরূপ বিধি পাওয়া যায়। এস্থলে 'হোতা প্রথমং শংসতি' ইহাতে যে 'শংসতি' পদ আছে, উহা শংসনের জন্য যে আহাব তাহাতে লাক্ষণিক মনে হয়।

বাধ করিয়া ইহার দ্বারা সম্প্রদান সংজ্ঞার বিধান করা হইয়াছে। ফলে উহাতে চতুর্থী হইয়া থাকে। কর্মসংজ্ঞাকে বাধ করাই হইল ইহার উদ্দেশ্য।

৫৮০। পরিক্রয়ণে সম্প্রদানমন্যতরস্যাম্। (১-৪-৪৪)।

নিয়তকালং ভৃত্যা স্বীকরণং পরিক্রয়ণং তস্মিন্ সাধকতমং কারকং সম্প্রদানসংজ্ঞং বা স্যাত্। শতেন শতায় বা পরিক্রীতঃ॥ তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা॥ বাঃ ১। মুক্তয়ে হরিং ভজতি॥ কৢপি সংপদ্যমানে চ॥ বাঃ ২। ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে সংপদ্যতে জায়ত ইত্যাদি॥ উৎপাতেন জ্ঞাপিতে চ॥ বাঃ ৩। বাতায় কপিলা বিদ্যুত্॥ হিতযোগে চ॥ বাঃ ৪। ব্রাহ্মণায় হিতম্॥ ৫৮০।

অনুঃ—দ্রব্যের বিনিময়ে যদি নিয়তকাল পর্যন্ত কিছু স্বীকার করা হয়, তাহাকে পরিক্রয়ণ বলে, সেই পরিক্রয়ণ অর্থ বুঝাইলে সাধকতম কারকের বিকল্পে সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। শতেন শতায় বা পরিক্রীতঃ—একশত টাকার বিনিময়ে ইহাকে কিছুদিনের জন্য স্বীকার করা হইয়াছে।

(১) তাদর্থ্য বুঝাইলে চতুর্থী হয়। 'মুক্তয়ে হরিং ভজতি'—মুক্তির উদ্দেশ্যে হরি ভজন করিতেছে।

(২) কৢপ্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রাদুর্ভাব বা রূপান্তর হয় উহাতে চতুর্থী হয়। 'ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে সম্পদ্যতে' ইত্যাদি—ভক্তি জ্ঞানরূপে পরিণত হয়।

(৩) প্রাণিদিগের শুভাশুভসূচক ভৌতিক বিকার হইল 'উৎপাত' শব্দের অর্থ—এইরূপ উৎপাতের দ্বারা জ্ঞাপিত যাহা, তাহাতে চতুর্থী হইয়া থাকে—'বাতায় কপিলা বিদ্যুত্'—কপিশবর্ণের বিদ্যুত্ ঝড়ের সূচনা করে।

(৪) 'হিত, শব্দের যোগ থাকিলে যাহা হিত শব্দের সহিত যুক্ত, উহাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। ব্রাহ্মণায় হিতম্'—ব্রাহ্মণের হিতকর।

কাঃ—অর্থের বিনিময়ে যাহার অত্যন্ত-স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ক্রয়ের অর্থ দ্রব্যাদানেনাত্যন্তিকস্বীকারঃ ক্রয়ঃ। 'পরি' শব্দের দ্বারা সামীপ্য

দ্যোতিত হইতেছে—যাহা ক্রয়ণ বা ক্রয়ের কাছাকাছি তাহাই পরিক্রয়ণ। আত্যন্তিক স্বীকারের কাছাকাছি হইল নিয়তকাল পর্যন্ত স্বীকার। কোন বস্তুকে ক্রয় করার অর্থই হইল এই যে সেই বস্তুটিকে অনিয়ত কালের জন্য স্বীকার করা আর কোন বস্তুর পরিক্রয়ণের অর্থ হইল যে সেই বস্তুটিকে নিয়ত কালের জন্য স্বীকার করা। 'শতেন ক্রীতোঽয়ং বালকঃ'—একশত টাকার বিনিময়ে চিরকালের জন্য বালককে স্বীকার করা হইল।

'শতেন শতায় বা পরিক্রীতোঽয়ং বালকঃ'—একশত টাকা বেতনে নিয়তকাল পর্যন্ত বালককে স্বীকার করা হইল।

অলঙ্কার, গৃহ, ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য, অর্থের বিনিময়ে যদি একেবারেই নিজস্ব বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সেগুলির ক্রয় করা হয় আর অলঙ্কার গৃহ প্রভৃতি দ্রব্য যদি অর্থের বিনিময়ে কিছুদিনের জন্য স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সেগুলি পরিক্রয়ণের অন্তর্গত (বন্ধকেই এইরূপ নিয়তকাল পর্যন্ত স্বীকার করা হয়।)

এই সূত্রে 'সাধকতমং করণম্' (১-৪-৪২) হইতে 'সাধকতম' পদের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইজন্য দীক্ষিত অর্থ করিয়াছেন—পরিক্রয়ণ বুঝাইলে যাহা সাধকতমকারক, তাহার বিকল্পে সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। উদাহরণে 'শত' পরিক্রয়ণে সাধকতম; সেইজন্য উহার বিকল্পে সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়াছে। সম্প্রদান সংজ্ঞা হইলে চতুর্থী বিভক্তি এবং যদি সম্প্রদান সংজ্ঞা না হয় তাহা হইলে উহার করণসংজ্ঞা আর করণে তৃতীয়া-বিভক্তি হইয়া থাকে—এই ভাবে 'শতায়' বা 'শতেন' দুইটিই হইবে। করণ পদার্থই এস্থলে সম্প্রদানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

(১বা) তস্মৈ ইদম্—তদর্থম্—তাহার জন্য যাহা তাহা তদর্থ। 'অর্থেন নিত্যসমাসঃ'—অর্থপদের সহিত তদ্‌পদের নিত্যসমাস হইয়াছে। উহার শেষে 'তদর্থস্য ভাবঃ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ভাব অর্থে '**গুণবচন-ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ**' (৫-১-১২৪) সূত্র অনুসারে উহার ব্রাহ্মণাদিগণে পঠিত হওয়ার ফলে 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'তাদর্থ্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কৃত্তদ্ধিত-সমাসেভ্যঃ সম্বন্ধাভিধানং ভাবপ্রত্যয়েন'—কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের শেষে ভাবপ্রত্যয় আসিলে, উহার দ্বারা সম্বন্ধের প্রতীতি হইয়া থাকে—এই নিয়ম অনুসারে 'তাদর্থ্য' এই ভাবপ্রত্যয়ান্ত সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা কেবল সম্বন্ধরূপ

অর্থ অভিহিত হয়। সম্বন্ধ অনেক প্রকার, কেবল কার্যকারণভাবসম্বন্ধই নয়; উপকার্য-উপকারকভাব প্রভৃতি, তাহা কোনস্থলে সাক্ষাদ্‌ভাবে আর কোন স্থলে পরম্পরারূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ তাদর্থ্য অর্থাৎ উপকার্য-উপকারকভাব প্রভৃতি সম্বন্ধের প্রতীতি হইলে চতুর্থী বিভক্তি হয়—ইহা উক্ত বার্তিকের অর্থ। কিন্তু প্রশ্ন হইয়া থাকে যে সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ—দুইটিতে থাকে—উহার সম্বন্ধীও দুইটি হইবে; সুতরাং উপকার্যে চতুর্থী বিভক্তি হইবে অথবা উপকারকে? কার্যে অথবা কারণে, কোথায় চতুর্থী বিভক্তি হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে '**ষষ্ঠীশেষে**' (২-৩-৫০) সূত্র অনুসারে যে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, উহা যেমন বিশেষণবাচক শব্দেই হয় কিন্তু বিশেষ্য-বাচক শব্দে হয় না, সেইরূপ এস্থলেও বিশেষণবাচক শব্দের শেষেই চতুর্থী বিভক্তি হইবে; কিন্তু বিশেষ্যবাচক শব্দে হইবে না। কার্য, উপকার্য প্রভৃতি বিশেষণেই চতুর্থী-বিভক্তি হইবে; কিন্তু কারণ, উপকারক প্রভৃতিতে উহা হইবে না। সেইজন্য 'ব্রাহ্মণায় দধি'—এস্থলে উপকার্য ব্রাহ্মণ, তাহাতেই চতুর্থী-বিভক্তি হইয়াছে এবং যূপায় দারু' ইত্যাদিস্থলে দারুর কার্য যূপে চতুর্থী হইয়া থাকে। 'যূপ' ও 'দারু'—এই দুইটীর কার্য-কারণ ভাব সম্বন্ধ সাক্ষাদ্রূপে; কিন্তু ব্রাহ্মণ ও দধির মধ্যে সাক্ষাদ্রূপে উপকার্য-উপকারক ভাবসম্বন্ধ নাই, বরং পরম্পরারূপে উক্ত সম্বন্ধ থাকে। দারু বা কাষ্ঠের দ্বারা যূপ (বলিবন্ধন কাষ্ঠ) নির্মিত হয়, সেই জন্য 'যূপ' হইল দারুর সাক্ষাদ্‌ভাবে কার্য।

ব্রাহ্মণ ও দধি—এই দুইটিতে কার্যকারণভাব সম্বন্ধ নাই। ব্রাহ্মণ দধির কার্য নয় কিন্তু উপকারক তাহাও সাক্ষাদ্‌ভাবে নয়; পরম্পরারূপে ভোজনের দ্বারা ব্রাহ্মণেরও উপকারক। আহার্যদ্রব্য দধির সংস্কার্য বলিয়া উহা সাক্ষাদ্‌ভাবে উপকার্য এবং সেই আহার্যদ্রব্যের সংস্কারসাধন করিয়া দধি ব্রাহ্মণেরও উপকারক হইয়াছে—ব্রাহ্মণোপকারকং দধি—ব্রাহ্মণের উপকারক দধি—এস্থলে উপকার্য যে ব্রাহ্মণ তাহাতেই চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। যূপায় দারু'—ইহার অর্থ যূপকারণং দারু—যূপের কারণ দারু বা কাষ্ঠ, কারণ প্রভৃতিকেও উপকারক বলা যাইতে পারে। দারু যূপে কারণস্বরূপে উপকারক, সুতরাং যূপোপকারকং দারু—যূপের কারণস্বরূপে উপকারক দারু বা কাষ্ঠ। 'মুক্তয়ে হরিং ভজতি'—এস্থলেও হরিভজন

মুক্তির উপকারক। হরিভজনের দ্বারা মুক্তির প্রাপ্তি হয় বলিয়া প্রাপ্যত্বরূপে হরিভজনের উপকার্য মুক্তি এবং উপকারক হরিভজন; সেইজন্য মুক্ত্যোপকারকং হরিভজনম্—মুক্তির উপকারক হরিভজন—এইরূপে বোধ হইয়া থাকে। 'স্বর্গায় পুণ্যম্' স্বর্গের জন্য পুণ্য—এই বাক্যেও উপকার্য-উপকারক ভাব থাকায় পুণ্যের দ্বারা প্রাপ্য হিসাবে উপকার্য যে স্বর্গ, উহাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। এইভাবে সর্বত্রই কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। দধি, দারু, পুণ্যম্ প্রভৃতি উপকারকবাচক শব্দে প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। **'হেতৌ'** (২-৩-২৩) সূত্র অনুসারে তৃতীয়া বিভক্তিও ষষ্ঠী বিষয়েই হয় বলিয়া যেস্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তি প্রাপ্ত থাকে, সেইস্থলেই তৃতীয়ারও প্রাপ্তি হয় এবং উহাতেই এই বার্তিকের দ্বারা চতুর্থী-বিভক্তি হয়। হেতুহেতুমদ্‌ভাব সম্বন্ধও এই চতুর্থী বিভক্তির দ্বারাই বোধিত হওয়ায়, উহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হইবে না। কিন্তু তাদর্থ্যকে সম্বন্ধত্বরূপে ভাণ করাইবার ইচ্ছা থাকিলে ষষ্ঠীও হইতে পারে। যেমন—'গুরোরিদং'—ইহা গুরুর—এই অর্থে 'গুর্বর্থম্' ইত্যাদি পদ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি উপকার্য-উপকারকভাবরূপ তাদর্থ্য বুঝাইলে উপকার্যবোধক শব্দে চতুর্থী বিভক্তি হয় তাহা হইলে 'বিপ্রায় গাং দদাতি' —ইত্যাদি স্থলেও বিপ্র গো-দানের দ্বারা উপকৃত হওয়ায়, উহার এই বার্তিকের দ্বারাই চতুর্থী-বিভক্তি হওয়া সম্ভব সুতরাং তাহার জন্য আর 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি—' সূত্রের কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে গো-দানের দ্বারা বিপ্র উপকৃত হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেস্থলে গোদান—কর্তা দেবদত্ত প্রভৃতি—যে বিপ্রকে গরু দান করে, সেই-ই উপকৃত হইয়া থাকে; কারণ গো-দান করা হয় স্বর্গাদি অলৌকিক ফললাভের উদ্দেশ্যে। স্বর্গরূপ অলৌকিক ফলপ্রাপ্তি, যে দান করে তাহারই হয় সুতরাং স্বর্গরূপ উপকার বিপ্রে না থাকায়, বিপ্র দানক্রিয়ার উপকার্য নয়; সেইজন্য উহাতে উক্ত বার্তিকের দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি হওয়া অসম্ভব। এই কারণে 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি—' সূত্রের প্রয়োজন থাকায়, উহার প্রয়োজন নাই ইহা বলা চলে না।

প্রশ্ন:—গো-দানের স্বর্গরূপ ফল বিপ্রগামী না হইলেও দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি উপভোগরূপ উপকার বিপ্রেই থাকে; সুতরাং দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতির দ্বারা

উপকারের জনক যেমন গরু, সেইরূপ উহার দ্বারা দানরূপ ক্রিয়াতেও সেই উপকারজনকত্ব বা উপকারকত্ব থাকায় বিপ্র উপকার্য এবং গোদান উহার উপকারক, স্থতরাং বিপ্রের উক্ত বার্তিকের দ্বারাই চতুর্থী-বিভক্তি হইতে পারে—ইহা অনস্বীকার্য, ফলে চতুর্থী বিধান করিবার জন্য উক্ত সম্প্রদান-বিধায়ক সূত্রের প্রয়োজন কি ?

উত্তর—গো-দানের প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্য দুইটি—দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতির উপভোগ-রূপে উপকারের দ্বারা উপকৃত করা এবং স্বর্গাদি অলৌকিক জন্মান্তরীয় ফলরূপে উপকারের দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া প্রথমটিতে পরোপকার ব্যতীত দানকর্তার আর কোন নিজের স্বার্থ নাই; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে যাহাকে গোদান করা হইতেছে তাহার কোনো উপকার হউক বা ন. হউক নিজেব স্বর্গ-প্রাপ্তির স্বার্থ অবশ্যই থাকে। প্রথমপ্রকারে উদ্দেশ্য গো-দান করিলে বিপ্রই উপকার্য্য হওয়ায়, উক্ত বার্তিকেব দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি সিদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের উদ্দেশ্যে গো-দান করিলে বিপ্র, উহার উপকার্য্য না হওয়ায়, উহাতে উক্ত বার্তিকের দ্বারা চতুর্থীবিভক্তির প্রাপ্তি না থাকায় পূর্বোক্ত সম্প্রদানবিধায়ক সূত্রের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। উহার দ্বারা সম্প্রদানসংজ্ঞা হওয়ার ফলে 'সম্প্রদানে চতুর্থী' সূত্রানুসারে চতুর্থী হইয়া থাকে।

প্রশ্ন :—দানকর্তা যদি স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেও গো-দান করে তাহা হইলে দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি উপভোগরূপে উপকার যে বিপ্র প্রভৃতি দানগ্রহীতার প্রাপ্ত হইবে না ইহা বলা যায় না। বরং দানকর্তা যদি স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেও বিপ্রকে গোদান করে, তাহা হইলেও সেইপ্রদত্ত গরুর দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি ফল-ভাগীও তিনি হইবেন—দুইটি ফল স্বর্গ ও দুগ্ধ প্রভৃতি। দুগ্ধ প্রভৃতি ফলভাগী হওয়ায় বিপ্রেব উক্ত বার্তিকের দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি হইতে বাধা কোথায় ?

উত্তর—ইহা ঠিক যে নিজের স্বর্গ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেও দানকর্তা বিপ্রকে গো-দান করিলে সেই প্রদত্তগরুর দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতির ফলভাগী বিপ্রই হইবে; কিন্তু স্বর্গপ্রাপ্তিই যদি দানকর্তার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে সে যে দুগ্ধবতী গাভীই দান করিবে ইহাতে কোনো প্রমাণ নাই—কাণা গরু ব্রাহ্মণকে দান' এই প্রবাদবাক্যানুসারে যে কোনো গরুর দান করিলেও গো-দানজনিত স্বর্গফলপ্রাপ্তি অবশ্যই হইতে পারে। বন্ধ্যা গাভীর দানেও গো-দানের ফললাভ হইবে না—ইহা বলা যায় না। আর দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি

ফললাভের উদ্দেশ্যে যদি দানকর্তা গো-দান করে তাহা হইলে বিপ্রকেই বা বা দান করিবে কেন? বিপ্রকে দান না করিয়া কোনো দরিদ্রব্যক্তিকে দান করা উচিত—তাহা হইলে 'দরিদ্রায় গাং দদাতি'—এইরূপ উদাহরণই সমীচীন হইত। সুতরাং বিপ্রায় গাং দদাতি' ইত্যাদি স্থলে গো-দানের স্বর্গরূপ ফল দানকর্তাতে থাকায় বিপ্রের উক্ত বার্তিক অনুসারে চতুর্থী বিভক্তির প্রাপ্তি থাকিতে পারে না। সেইজন্য 'কর্মণাযমভিপ্রৈতি—' এই সূত্রের দ্বারা উহাতে সম্প্রদান সংজ্ঞা এবং তৎপ্রযুক্ত সম্প্রদানে চতুর্থী করিতে হইবে।

· স্থলে লক্ষণীয় যে ভাষ্যকার 'কর্মণাযমভিপ্রৈতি—'এই সূত্রের উদাহরণগুলি 'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা'—এই বার্তিকের দ্বারাই সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত সম্প্রদানবিধায়ক সূত্রটির প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।* ভাষ্যকার এবং কাশিকাকার প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণ সকলেই উপাধ্যায়ায় গাং দদাতি—এইরূপ উদাহরণ দিয়াছেন। ছাত্র উপাধ্যায় বা শিক্ষককে গো দান করিতেছে, গো-দানের উদ্দেশ্য হইল যাহাতে উপাধ্যায়, প্রদত্ত গরুর দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি উপভোগরূপ উপকারের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। সুতরাং পূর্বোক্ত সম্প্রদান বিধায়ক সূত্রের কোন প্রয়োজন নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যদি উক্ত সম্প্রদান সংজ্ঞাটির বিধান না করা হয়, তাহা হইলে **'দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে'** (৩।৪।৭৩) এই সূত্র অনুসারে সম্প্রদানকারকে অচ্ প্রত্যয়ান্ত 'দাশ্' ও 'টক্' প্রত্যয়ান্ত 'গোঘ্ন' শব্দের নিপাতন করা হইয়াছে, তাহা কি করিয়া হইতে পারে? দাশতি যস্মৈ যাহাকে কিছু দেওয়া যায় সে দাশ এবং আগতায় যস্মৈ গাং হন্তি—এই অর্থে গোঘ্ন' পদটির নিপাতন করা হয়। তাহা কি করিয়া সম্ভব? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, যে সেস্থলে 'সম্প্রদানে'—

---

* যদি তাদর্থ্যে উপসংখ্যানং ক্রিয়তে নার্থঃ সম্প্রদান গ্রহণেন কোঽয্যুপাধ্যায়ায় গৌ র্দীয়তে উপাধ্যায়ার্থঃ স ভবতি। তত্র তাদর্থ্যে ইত্যেব সিদ্ধম্। অবশ্যং সম্প্রদানগ্রহণং কর্তব্যং যান্যেন সম্প্রদানসংজ্ঞা তদর্থম্—ছাত্রায় রুচিতং ছাত্রায় স্বদিতামিতি।

ভাষ্যকার স্বর্গফলের উদ্দেশ্যে গো-দান করিলেন না কেন ইহা সুধীগণ বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন।

এই পদটির পরিবর্তে 'তাদর্থ্যে' রাখিলেই উক্ত সূত্রের দ্বারা তাদর্থ্যে দাশ ও গোম্নপদ দুইটির নিপাতন করা যাইতে পারে। এস্থলে সম্প্রদান সংজ্ঞার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও '**রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ**' (১-৪-৩৩) সূত্র অনুসারে রুচির সমানার্থক ধাতুর প্রয়োগে প্রীয়মাণের সম্প্রদান সংজ্ঞা **অবশ্যই** করিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে যাহাতে চতুর্থী বিভক্তি হয় তাহার জন্য 'চতুর্থী সম্প্রদানে'—এই সূত্রটিরও প্রণয়ণ আবশ্যক।

এইভাবে পূর্বোক্ত সম্প্রদান-বিধায়ক সূত্রটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

নবীন বৈয়াকরণগণই 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি—' সূত্রটি স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহাদের মতে 'বিপ্রায় গাং দদাতি' ইত্যাদি প্রয়োগে বিপ্রার্থ গরু হইলেও গো-দান বিপ্রার্থ বা বিপ্রের উপকারক নয়, তাহা পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে দানকর্তার উপকারক। উহার সমর্থনে আর একটি যুক্তি দেওয়া হয়, তাহা হইল এই যে 'ব্রাহ্মণায় গোদানম্' ইত্যাদিস্থলে 'ব্রাহ্মণায় এই পদে যদি তাদর্থ্যে চতুর্থী হয়, তাহা হইলে তাদর্থ্যরূপ বিভক্ত্যর্থের গো-পদের সহিত অন্বয় এবং দান ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না হওয়ায় সাপেক্ষ গো-পদের সহিত দানম্ পদের সমাস হইতে পারে না। তাদর্থ্য বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত 'দানম্' পদের সমাস হইতে পারে না। কারকবিভক্ত্যন্তপদের সহিত সাপেক্ষতা থাকিলেও* সমাস হইয়া থাকে—যেমন পাপেন 'দগ্ধহৃদয়ঃ' এই স্থলে 'পাপেন' এই করণে তৃতীয়ান্তের সহিত দগ্ধ পদের অন্বয় আছে; সমুদায়ের সহিত অন্বয় নাই তথাপি সমাস হইয়া থাকে। কিন্তু উপপদ বিভক্তির বেলায়, বিভক্ত্যন্তপদের সাপেক্ষতা থাকায় সমাস হইবে না, সুতরাং 'ব্রাহ্মণায় গো-দানম্' এইক্ষেত্রে 'ব্রাহ্মণায়'—এই পদ সাপেক্ষ গো-পদের সমাস হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই সকল বিচারের দ্বারা পূর্বোক্ত সম্প্রদান সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্রটির স্থাপন করা হইয়াছে। (লঘুশব্দেন্দু-শেখরের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)

(২বা)'কৢপ্' এই ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের সপ্তমী বিভক্তিতে কৢপি

---

* প্রতিযোগিপদাদ্যদ্যদন্যৎ কারকাদপি
বৃত্তিশব্দৈকদেশস্য সম্বন্ধস্তেন নেষ্যতে ॥
(বৈয়াকরণ প্রচলিত)

পদ হইয়াছে। 'কৃপ্' সামর্থ্যে—ধাতুর শেষে 'সম্পদাদিভ্যঃ ক্বিপ্' এই বার্তিক অনুসারে ভাববাচ্যে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় এবং ঋকারের 'কৃপো রো লঃ' (৮-২-১৮) সূত্র অনুসারে লকার করিলে 'কৢপ্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সম্পদ্য-মানের অর্থ—উৎপদ্যমান—যাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অভূতপ্রাদুর্ভাব—যাহা ছিল না তাহা হওয়া। কৢপ্ শব্দের দ্বারা তদর্থক ধাতুর গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা হইলে বার্তিকের অর্থ এই প্রকার হইবে—কৢপ্তির সমানার্থক ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে যদি উৎপন্ন হইতেছে—বা রূপান্তর হইতেছে ইহা বোঝায়, তাহা হইলে যাহা উৎপন্ন বা রূপান্তর হয়, তদ্‌বোধকশব্দে চতুর্থী-বিভক্তি হইয়া থাকে। যেমন—ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে। ভক্তি জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। এইবাক্যের দ্বারা পূর্বে ভক্তির জ্ঞানরূপতার অভাব ছিল, উহারই পাদুর্ভাব হওয়া বুঝায়। প্রকৃতি ও বিকৃতির ভেদ বিবক্ষিত হইলে বিকৃতিবাচক শব্দে ইহার দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি হয় আর যদি উহাদের অভেদ বুঝাইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে বিকারের কর্তৃত্ব হওয়ায়, পরবর্তী প্রাতিপদিকার্থ সূত্র অনুসারে বিকৃতিবাচকশব্দে প্রথমাই হইয়া থাকে যেমন—ভক্তির্জ্ঞানং কল্পতে' ইহার অর্থ ভক্তিকর্তৃকজ্ঞানরূপ পরিণাম। যদি 'জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ' (১-৪-৩০) সূত্র অনুসারে ভক্তির অপাদানত্ববোধ করাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানের কর্তৃত্ব অভিহিত হওয়ায় উহাতে প্রথমাই হইবে, যেমন—ভক্তের্জ্ঞানং কল্পতে—ভক্তি হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ইত্যাদি, কৢপ্তির সমানার্থক ধাতুর গ্রহণ করার ফল হইল—ভক্তির্জ্ঞানায় সম্পদ্যতে জায়তে ইত্যাদি যদ্যপি পূর্বোক্ত উদাহরণগুলিতে 'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা'—এই বার্তিকের দ্বারাও চতুর্থী-বিভক্তি হইতে পারিত, কারণ ভক্তি ও জ্ঞানে কার্যকারণ-ভাব সম্বন্ধরূপ তাদর্থ্য থাকায় উহার দ্বারা চতুর্থী অনায়াসে হইতে পারে, তথাপি পরিণামত্বপ্রকারক বোধ যাহাতে হয়, তাহার জন্য এই বার্তিকটির প্রণয়ন করা হইয়াছে কেবল শাব্দবোধের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করাই এই বার্তিকের প্রয়োজন।

(৩ বা) প্রাণিদের শুভ বা অশুভসূচক যে ভৌতিক বিকার তাহাই উৎপাত, সেই উৎপাতের দ্বারা জ্ঞাপিত অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়, যেমন—"বাতায়কপিলাবিদ্যুদাতপায়াতিলোহিনী। পীতা বর্ষায় বিজ্ঞেয়া দুর্ভিক্ষায় সিতা ভবেৎ॥" কপিল রঙের বিদ্যুৎ হইলে ঝড় হয়, অত্যন্ত লাল হইলে খরা,

পীত হইলে বর্ষা এবং সাদা হইলে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। ইহাতে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যুতের দ্বারা ঝড়, খরা, বর্ষা ও দুর্ভিক্ষ সূচিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ একটি ভৌতিক বিকার—ইহার দ্বারা অশুভফল সূচিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি জ্ঞাপকরূপ সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তিকে বাধ করিয়া চতুর্থী হইয়াছে।

(৪ বা) **'চতুর্থী তদর্থার্থ বলি হিতসুখরক্ষিতৈঃ'** (২-১-৩৬) এই সূত্রের দ্বারা হিতশব্দের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদের সমাস বিধান করা হইয়াছে। সেই চতুর্থ্যন্তপদের হিতশব্দের যোগে চতুর্থী-বিভক্তি হইয়া থাকে—ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা একটি অপূর্ববার্তিক নয়; কিন্তু উক্ত সমাসবিধানের দ্বারা জ্ঞাপিত অর্থের বোধক বাক্যটিই বার্তিকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এই বার্তিকে যে 'চ' আছে উহার দ্বারা সুখ শব্দের যোগেও চতুর্থী বিহিত হইয়া থাকে। যেমন—ব্রাহ্মণায় সুখম্—ব্রাহ্মণের সুখ ষষ্ঠ্যার্থে চতুর্থী। ৫৮০॥

৫৮১। ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ। (২-৩-১৪)।

ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া উপপদং যস্য তস্য স্থানিনোঽপ্রযুজ্যমানস্য তুমুনঃ কর্মণি চতুর্থী স্যাৎ। ফলেভ্যো যাতি। ফলান্যাহর্তুং যাতীত্যর্থঃ। নমস্কুর্মো নৃসিংহায়। নৃসিংহমনুকূলয়িতুমিত্যর্থঃ। এবং স্বয়ংভুবে নমস্কৃত্যেত্যাদাবপি ॥ ৫৮১।

অনুঃ—কোন ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে যদি কোনো ক্রিয়ার সম্পাদন করা হয়, আর সেই ক্রিয়াবাচক পদটি যাহার সমীপোচ্চারিত থাকে সেইরূপ তুমুন প্রত্যয়ান্ত পদটি উহ্য থাকিলে সেই উহ্য তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার কর্মে চতুর্থী বিভক্তি হয়। 'ফলেভ্যো যাতি'—ফল আহরণের জন্য যাইতেছে। 'নমস্কুর্মো নৃসিংহায়'—নৃসিংহকে অনুকূল করিবার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছে। এই প্রকার 'স্বয়ংভুবে নমস্কৃত্য' ইত্যাদি স্থলেও (বুঝিতে হইবে)।

কাঃ—'ক্রিয়া অর্থঃ প্রয়োজনং যস্যাঃ সা ক্রিয়াক্রিয়ার্থা ক্রিয়া'*—ক্রিয়া

* 'তুমুন্ ণ্বুলৌ ক্রিয়ার্থায়াম্ ক্রিয়ায়াং' এই সূত্রে ক্রিয়ার্থা পদের বিশেষ্য রূপে ক্রিয়াপদ যুক্ত হইয়াছে। সেই কারণে এস্থলেও ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিয়া উহার বিশেষণরূপে ক্রিয়ার্থা প্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য যাহার এইরূপ ক্রিয়া হইল ক্রিয়ার্থ ক্রিয়া। ক্রিয়া-পদের অধ্যাহার করিয়া, সেই অধ্যাহৃত ক্রিয়ার বিশেষণ হইল ক্রিয়ার্থা। ক্রিয়া অর্থ উদ্দেশ্য যাহার এইরূপ ক্রিয়া যাহার উপপদ—'ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া উপপদং যস্য'—ক্রিয়ার্থক্রিয়া উপপদ যাহার—ইহার দ্বারা ক্রিয়াকে উপপদ বলা হইয়াছে, কিন্তু উপপদের অর্থ সমীপোচ্চারিত পদ, ক্রিয়ার উচ্চারণ হয় না, সম্পাদন করা হয়; সুতরাং যাহার উচ্চারণই হয় না তাহা আবার সমীপোচ্চারিত কি করিয়া হইতে পারে? উত্তরে বলা হইয়া থাকে স্ববাচক শব্দের দ্বারা ক্রিয়ারও উচ্চারণ সম্ভব অর্থাৎ ক্রিয়ার উচ্চারণ না হইলেও উহার বাচক শব্দের উচ্চারণ অসম্ভব নয়; সেইজন্য স্ববাচকশব্দের দ্বারা উহারও সমীপোচ্চারণ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়াবাচক শব্দও ধাতু তাহা পদ নয়, সুতরাং তাহাকে উপপদ বা সমীপোচ্চারিত পদ বলা যায় না। কারণ পদ বলিতে সুবন্ত অথবা তিঙন্তের গ্রহণ হইয়া থাকে—কেবল ধাতু সুবন্তও নয় আরও তিঙন্তও নয়; সেইজন্য উপপদের দ্বারা ক্রিয়াবাচকশব্দ-প্রকৃতিক পদ গৃহীত হইয়া থাকে। ক্রিয়াবাচক ধাতু, উহা প্রকৃতি যাহার তাহা ক্রিয়াবাচকশব্দপ্রকৃতিক পদ। যাতি, পচতি, প্রভৃতি তিঙন্ত-পদগুলি ক্রিয়াবাচকশব্দপ্রকৃতিকপদ। এই ক্রিয়াবাচকশব্দপ্রকৃতিকপদ যাহার সমীপোচ্চারিত থাকে, সেইরূপ স্থানী। স্থানের অর্থ প্রসঙ্গ আর স্থানীর অর্থ হইল যাহার প্রসঙ্গ আছে। প্রয়োগ থাকিলে প্রসঙ্গ থাকে না। যাহার প্রতীতি হয়, কিন্তু প্রয়োগ হয় না তাহা স্থানী অর্থাৎ অপ্রযুজ্যমান বা যাহা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু উহ্য। পূর্বোক্ত ক্রিয়ার্থোপপদস্য এই পদটি 'স্থানিনঃ'—এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের বিশেষণ। ক্রিয়া উদ্দেশ্য যাহার এইরূপ ক্রিয়াবাচকশব্দপ্রকৃতিক পদ যাহার সমীপোচ্চারিত এইরূপ যে 'স্থানী' অর্থাৎ অপ্রযুজ্যমান—যাহার প্রয়োগ করা হয় নাই অথচ প্রতীতি হয় এইরূপ তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের কর্মে চতুর্থী-বিভক্তি হইয়া থাকে—ইহাই উক্ত সূত্রের অর্থ।

'স্থানিনঃ'—এই পদের দ্বারা তুমুন্ প্রত্যয়ান্তের গ্রহণ করা হইয়াছে; কারণ 'তুমুন্‌ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্' (৩-৩-১০) এই সূত্রের দ্বারা ক্রিয়ার্থাক্রিয়া উপপদ থাকিতেই তুমুন্ ও ণ্বুল্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে—যেমন পঠিতুং গচ্ছতি, পাঠকো গচ্ছতি—পড়িতে যাইতেছে ইত্যাদি। ক্রিয়া উদ্দেশ্য যাহার এইরূপ ক্রিয়াবাচকশব্দপ্রকৃতিক পদ সমীপোচ্চারিত

হইলেই যে কোন ধাতুর শেষে 'তুমুন্' ও 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে—সেইজন্য চতুর্থীবিধায়ক সূত্রেও স্থানিপদের দ্বারা তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত গৃহীত হইয়াছে। তুমুন্ প্রত্যয় ণ্বুল্ প্রত্যয়েরও উপলক্ষক। 'পঠিতুং গচ্ছতি' বা 'পাঠকো গচ্ছতি'—এই স্থলে পাঠক্রিয়া গমনক্রিয়ার উদ্দেশ্য। সেই গমনক্রিয়ার বাচক হইল গম্ ধাতু উহা গচ্ছতি এই তিঙন্তপদের প্রকৃতি। সুতরাং 'তুমুন্ ণ্বুলৌ ক্রিয়ার্থায়াং ক্রিয়ায়াম্' এই সূত্র অনুসারে এস্থলেও ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া উপপদ যাহার এইরূপ স্থানিপদের দ্বারা তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ও ণ্বুল্ প্রত্যয়ান্ত গৃহীত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে এই সূত্রের পূর্ণ অর্থ এইরূপ হইবে যে, যদি কোনো ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে ক্রিয়াবাচকশব্দপ্রকৃতিকপদ যাহার সমীপে উচ্চারিত হইয়া থাকে—সেই অপ্রযুজ্যমান বা উহ্য তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত অথবা ণ্বুল্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া পদের কর্মে চতুর্থী-বিভক্তি হইয়া থাকে। যেমন—ফলেভ্যো যাতি'--এই বাক্যে 'আহর্তুম্' এই তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ উহ্য, সেই উহ্য 'তুমুন্' প্রত্যয়ান্ত আহর্তুম্ এই ক্রিয়াপদের সমীপে যান ক্রিয়ার বাচক যে 'যা' ধাতু, সেই 'যা' ধাতু প্রকৃতি যাহার এইরূপ যাতি'—এই তিঙন্ত পদের উচ্চারণ করা হইয়াছে। সুতরাং সেই উহ্য বা অপ্রযুজ্যমান 'আহর্তুম্' এই তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের কর্মকারক 'ফল' শব্দে চতুর্থী-বিভক্তি হইয়াছে। 'আহর্তুম্' এই ক্রিয়াপদের যদি প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে উহার কর্মকারক ফলে দ্বিতীয়া-বিভক্তি হইলে 'ফলানি আহর্তুং যাতি'—ফল আহরণ করিতে যাইতেছে—এইরূপ বাক্য হইয়া থাকে। 'ফলেভ্যো যাতি'—এই বাক্যে আহর্তুম্' পদের প্রয়োগ নাই কিন্তু ক্রিয়ার্থক্রিয়াবাচক শব্দ প্রকৃতিকপদের সমীপোচ্চারিত হওয়ায়, উহার প্রতীতি হইতেছে, সেই প্রতীয়মান 'আহর্তুম্' —এই তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের কর্মকারকে চতুর্থী হইয়াছে। এইরূপ— 'পুষ্পাণ্যাহরকো যাতি'—এই অর্থেও পুষ্পেভ্যো যাতি—এইরূপ বাক্যই হইবে। 'আহর্তুম্'—এই প্রযুজ্যমান ক্রিয়াপদের কর্ম বলিয়া ফলে দ্বিতীয়া-বিভক্তি হইয়া থাকে, সেইরূপে প্রতীয়মান ক্রিয়ার কর্ম হিসাবে উহাতে দ্বিতীয়া-বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া এই সূত্রের দ্বারা চতুর্থী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে সুতরাং দ্বিতীয়া-বিভক্তির বাধ করার জন্যই এই সূত্র। অপ্রযুজ্যমান ক্রিয়ার কর্মেই চতুর্থী

বিভক্তি বিহিত হইয়াছে; সেইজন্য যে স্থলে তুমুন্ বা ণ্বুল্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থাকিবে, সেইস্থলে তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত বা ণ্বুল্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার কর্মে চতুর্থী-বিভক্তি হইবে না। যেমন 'ফলানি আহর্তুং যাতি' ইত্যাদি।

এস্থলেও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'ফলেভ্যো যাতি' ইত্যাদি ক্ষেত্রেও 'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা' এই বার্তিকের দ্বারাই চতুর্থী-বিভক্তি হইতে পারে, সুতরাং এই সূত্রটির প্রয়োজন কি?—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আহরণার্থ যানক্রিয়া হইলেও উহা ফলার্থ নয়। যদিও আহরণ ফলকর্মক, ফলকর্মক আহরণের উদ্দেশ্যে যাওয়া হইলেও ফলের জন্য যাওয়া নয়।

প্রক্রিয়া কৌমুদীর প্রসাদটীকায় 'ফলেভ্যো যাতি' ও ফলানি আহর্তুং যাতি' উভয়স্থলেই তাদর্থ্যে চতুর্থী প্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও যে এই সূত্রের দ্বারা চতুর্থী-বিভক্তির বিধান করা হইতেছে, তাহা—'নিয়মার্থ। সিদ্ধে সতি আরভ্যমাণো বিধির্নিয়মায় কল্পতে'—কোন কার্য্য সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন সূত্রের দ্বারা সেই কার্যের বিধান করা হয়, তাহা হইলে তাহা 'নিয়ম সূত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে—এই নিয়ম অনুসারে এই সূত্রটিও 'নিয়মসূত্র' বলিয়া গণ্য হইবে কারণ 'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা'—এই বার্তিক অনুসারেই উক্ত স্থলে চতুর্থী-বিভক্তি সিদ্ধ রহিয়াছে; সুতরাং ইহার দ্বারা নিয়ম হইবে যে—অপ্রযুজ্যমান তুমুন্ ও ণ্বুল্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার কর্মেই চতুর্থী হইবে, কিন্তু প্রযুজ্যমান তুমুন্নন্ত ও ণ্বুলন্ত ক্রিয়ার কর্মে চতুর্থী হইবে না। ফলে ফলেভ্যো যাতি, পুষ্পেভ্যো যাতি ইত্যাদিস্থলে চতুর্থী হইবে; কিন্তু পুষ্পাণ্যাহর্তুং যাতি' ইত্যাদিস্থলে হইবে না—কিন্তু আমাদের পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা তাদর্থ্যে চতুর্থী হওয়া অসম্ভব বলিয়া চতুর্থী-বিভক্তির প্রাপ্তি না থাকায়, এই সূত্রটি 'নিয়মসূত্র' হইতে পারে না। যানক্রিয়া আহরণার্থ হইলেও উহা ফলার্থ নয়, সেই জন্য উক্তস্থলে তাদর্থ্যে চতুর্থীর প্রাপ্তি নাই—দীক্ষিত তাঁহার প্রৌঢ়মনোরমাগ্রন্থে প্রসাদগ্রন্থের নিয়মার্থত্ব পক্ষ নিরসন করিয়াছেন, তাঁহারই ভাষায় তাঁহারই যুক্তি অনুসারে তত্ত্ববোধিনীকার ও উক্ত প্রসাদগ্রন্থের খণ্ডন করিয়াছেন।*

---

* যত্তু প্রাচা ব্যাখ্যাতমপ্রযুজ্যমানস্যৈব কর্মণা যথা স্যাৎ, প্রযুজ্যমানস্য মা ভূদিতি নিয়মায় সূত্রমিতি তন্ন, অপ্রাপ্তস্য নিয়মাযোগাৎ। ন চ 'তাদর্থ্যে' ইতি প্রাপ্তিঃ, ন হি ফলার্থা যানক্রিয়া কিন্ত্বাহরণার্থা। আহরণং তু ফলকর্মকমিত্যন্যদেতৎ।—প্রৌঢ় মনোরমা কারকপ্রকরণম্।

এ বিষয়ে নাগেশ মতাবলম্বী নবীনদের বক্তব্য এই যে ফলেভ্যো যাতি' ইত্যাদি স্থলে তাদর্থ্যে চতুর্থীর প্রাপ্তি না থাকার সপক্ষে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ফলকর্মক আহরণার্থ যদি যানক্রিয়া হয়, তাহা হইলে আহরণ যে ফলার্থ হইবে না—ইহা কি রকম যুক্তি। কেবল আহরণ যানক্রিয়ার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু ফলকর্মক আহরণই যানক্রিয়ার উদ্দেশ্য; সুতরাং আহরণের দ্বারা পরম্পরাভাবে ফল ও যানক্রিয়ার উদ্দেশ্য; সেইজন্য উহা তাদর্থ্য; আর 'ব্রাহ্মণায় দধি' ইত্যাদি স্থলেও যেমন দধি ভোজনের উপকারক হইয়া পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরও উপকারক, সেইরূপে এক্ষেত্রেও আহরণ ক্রিয়ার দ্বারা যানক্রিয়াও ফলের উপকার-জনক হইবে। 'ব্রাহ্মণায় দধি' ইত্যাদিস্থলে স্বসম্বন্ধিভোজনরূপ উপকারজনকত্বরূপ তাদর্থ্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সহিত ক্রিয়ার অন্বয় ইহয়া থাকে; সেইরূপ এস্থলেও স্বসম্বন্ধি আহরণাদিজনকত্ব সম্বন্ধে ফল প্রভৃতিতে বার্তিকের দ্বারাই চতুর্থী বিভক্তির সিদ্ধি হইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে যে তাহা হইলে 'ফলান্যাহর্ত্তুং যাতি'—ইত্যাদিক্ষেত্রে যেস্থলে তুমুন্নন্ত প্রভৃতির প্রয়োগ আছে, সেস্থলেও তাদর্থ্যে চতুর্থী হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলা হয় যে সেস্থলে—'উপপদ বিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী'—উপপদ বিভক্তির অপেক্ষায় কারকবিভক্তি অপেক্ষাকৃত বলবতী—এই নিয়মানুসারে উক্তস্থলে তাদর্থ্যে চতুর্থী বিভক্তিকে বাধ করিয়া কর্মকারকে দ্বিতীয়াবিভক্তিই হইবে। তাদর্থ্যে চতুর্থী উপপদ-বিভক্তি আর কর্মকারকে দ্বিতীয়া-বিভক্তি কারকবিভক্তি। নাগেশ বলেন তাদর্থ্যে চতুর্থীর দ্বারা 'ফলেভ্যো যাতি' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ থাকিলেও এই সূত্রটির প্রণয়ণ করা হইয়াছে কেবল শাব্দবোধের বৈশিষ্ট্যের জন্য—'ফলকর্মকাহরণফলকং যানম্'—ফলকর্মক আহরণোদ্দশ্যে যাওয়া এইরূপ শাব্দ-বোধের ইচ্ছায় উক্ত-সূত্রের দ্বারা চতুর্থী হইয়া থাকে। প্রসাদ টীকাকারের মতে 'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা' এই বার্তিকের দ্বারাই চতুর্থী বিভক্তি সিদ্ধ থাকায় এই সূত্রটি প্রযুজ্যমাণ তুমুন্নন্ত ও ণ্বুলন্ত ক্রিয়ার কর্মে যাহাতে চতুর্থী না হয়—তাহার জন্য এবং নাগেশের মতে 'ফলেভ্যো যাতি' ইত্যাদিস্থলে বার্তিকের দ্বারা চতুর্থী সিদ্ধ আর 'ফলান্যাহর্ত্তুং যাতি' ইত্যাদিস্থলে কর্মকারকে

কারকবিভক্তি বলিয়া দ্বিতীয়া-বিভক্তিও সিদ্ধ ; সুতরাং কেবল পূর্বোক্ত শাব্দবোধের জন্যই এই সূত্র।*

ভট্টোজি দীক্ষিত এই সূত্রের প্রয়োজনগুলি তাদর্থ্যে চতুর্থীর দ্বারা সিদ্ধ হয়—ইহা স্বীকার করেন না, কিন্তু প্রসাদটীকাকার ও নাগেশ প্রভৃতি নবীন বৈয়াকরণগণ 'ফলেভ্যো যাতি'—ইত্যাদি উদাহরণগুলিতে 'তাদর্থ্যে চতুর্থী' স্বীকার করেন ; কিন্তু প্রসাদ টীকাকারের মতে এই সূত্রটি নিয়মার্থ এবং নাগেশের মতে ইহার দ্বারা চতুর্থী বিধান করার ফল হইল বিলক্ষণ শাব্দবোধ করান।

দীক্ষিতের মতে এই সূত্রটির অভাবে 'ফলেভ্যো যাতি' ইত্যাদি স্থলে প্রতীয়মান 'আহর্তুম্' প্রভৃতি ক্রিয়াজন্য ফলের আশ্রয় হওয়ায় 'ফল' শব্দের কর্মসংজ্ঞা এবং উহাতে দ্বিতীয়া প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু এই সূত্রের দ্বারা তাহা বাধিত হইল। প্রতীয়মান ক্রিয়াও কারকবিভক্তিতে নিমিত্ত হইয়া থাকে—'গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তৌ প্রযোজিকা।' তুমুন্নন্ত ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকিলে উহার কর্মসংজ্ঞা এবং তন্নিবন্ধন দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়ই ; সুতরাং এই সূত্রটির প্রয়োজন দ্বিতীয়া বিভক্তির বাধ করা। তুমুন্নন্ত ক্রিয়াব প্রয়োগ থাকিলে 'ফলান্যাহর্তুং যাতি' ইত্যাদিস্থলে নব্যবৈয়াকরণও কারকবিভক্তির বলবত্তাবশতঃ ফলের কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তুমুন্নন্ত প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রয়োগ যখন থাকে না, কেবল প্রতীতি হয়, তখন সেই প্রতীয়মান ক্রিয়ার অপেক্ষায় উহার কর্মসংজ্ঞা ও কারকবিভক্তির বলবত্তাবশতঃ উহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে না কেন ? 'ব্রাহ্মণায় দধি', 'যূপায় দারু'—ইত্যাদি স্থলে যেখানে কর্মসংজ্ঞার প্রাপ্তি না থাকায় কারক-বিভক্তি দ্বিতীয়ার প্রাপ্তি নাই। সেস্থলে তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্য—

* যদ্যাপি এবিষয়ে নাগেশ স্পষ্টরূপে কিছু বলেন নাই। তথাপি মহামহোপাধ্যায় নিত্যানন্দ পর্বতীয় তাঁহার শেখর দীপক নামক লঘুশব্দেন্দু-শেখরের টীকায় উপরিউক্ত আশয় বর্ণন করিয়াছেন।—

ফলকর্মকমাহরণফলকং যানমিতি বোধেচ্ছায়াম্ আহরণাদিক্রিয়ানিষ্ঠ-বিশেষ্যতানিরূপিত কর্মত্বসম্বন্ধাবিচ্ছিন্নপ্রকারতা প্রয়োজকত্বেন তাৎপর্য্যবিষয়াৎ ফলাদিপদাৎ চতুর্থী সিদ্ধয়ে এতস্য সত্ত্বাৎ ইতি—শেখরদীপকে কারকপ্রকরণম্।

এই বার্তিকটি সাবকাশ হইয়াছে; সুতরাং এই সূত্রটিকে পূর্বোক্ত স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির বাধক বলাই আমাদের যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

'নমস্কুর্ম নৃসিংহায়'—নৃসিংহকে অনুকূল করিবার উদ্দেশ্য নমস্কার করি—এই বাক্যে নমস্ শব্দযোগে 'নমঃ স্বস্তি স্বাহা—' ইত্যাদি সূত্র অনুসারে চতুর্থী বিভক্তি সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও 'অনুকূলয়িতুম্' এই প্রতীয়মান ক্রিয়াব অধ্যাহার করিয়া, উহার কর্মকারক যে নৃসিংহ তাহাতে এই সূত্রের দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি করা হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ করিবার কারণ কি? 'নমঃ স্বস্তি স্বাহা—'ইত্যাদি সূত্র অনুসারে নৃসিংহপদে চতুর্থী-বিভক্তি করিলে ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'নমস্' পদের যোগে চতুর্থী বিভক্তি এবং 'নমস্কুর্মঃ'—এই সম্পূর্ণ ক্রিয়াপদের অপেক্ষায় ইহার কর্মসংজ্ঞা এবং সেই কর্মকারকে 'কর্মণি দ্বিতীয়া' (২-৩-২) অনুসারে দ্বিতীয়া-বিভক্তিরও প্রাপ্তি রহিয়াছে—এইরূপ অবস্থায় 'উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী'—উপপদবিভক্তির অপেক্ষা কারকবিভক্তি অধিক বলবতী*—এই নিয়ম অনুসারে 'নমস্কুর্মঃ' এই সমুদায় ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া যে বিভক্তি, তাহাই কারকবিভক্তি বলিয়া দ্বিতীয়া-বিভক্তির দ্বারা 'নমস্' এই পদেব যোগে যে উপপদ-বিভক্তি চতুর্থী, উহা বাধিত হওয়ার ফলে উক্ত প্রয়োগে দ্বিতীয়া-বিভক্তিরই প্রসক্তি ছিল, সেই দ্বিতীয়া বিভক্তিকে বাধ করিযা এই সূত্রের দ্বারা পুনরায় উক্তস্থলে চতুর্থী-বিভক্তি করা হইয়াছে। এইভাবে 'স্বয়ংভুবে নমস্কৃত্য—ইত্যাদি প্রয়োগেও এই সূত্রের দ্বারা চতুর্থী-বিভক্তি হইয়া থাকে।

উক্ত সূত্রে স্থানীয় বিশেষণরূপে ক্রিয়ার্থোপপদস্য পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে—উহাতে উপপদের গ্রহণ না করিয়া কেবল ক্রিয়ার্থ ক্রিযার গ্রহণ করা হইলে ক্ষতি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে যদি উপপদের গ্রহণ থাকে তাহা হইলে উহার সহিত বহুব্রীহি-সমাস হওয়ার ফলে ক্রিয়ার্থ ক্রিয়া উপপদে যাহার এইরূপ স্থানীয় বিশেষণ হইয়া থাকে; কিন্তু উপপদের

* কারকবিভক্তিত্বম্-ক্রিয়াজনকত্বসমানাধিকরণকত্ত্রাদিষটকান্যতমার্থত্বম্। উপপদবিভক্তিত্বম্—সমীপোচ্চারিতপদমাশ্রিত্যবিভক্তিত্বম্। কারকবিভক্তিতে ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হওয়া আবশ্যক এবং উপপদবিভক্তিতে নমস্ প্রভৃতি পদকে আশ্রয় করিয়াই বিভক্তি আসে, সুতরাং উহাদের ক্রিযার সহিত অন্বয় হওয়ার কোন প্রয়োজন থাকে না।

গ্রহণ না করিলে ক্রিয়ার্থ-ক্রিয়া সমীপে থাকিলে অপ্রযুজ্যমান বা উহ্য ক্রিয়ার কর্মে চতুর্থী হয় এইরূপ সূত্রার্থ হইবে। ফলে—প্রবিশ গৃহং পিণ্ডীং ভক্ষয়'—গৃহে প্রবেশ কর ও ভাত খাও—এইরূপ পূর্ণ বাক্যার্থ বোধের অভিপ্রায়ে 'প্রবিশ পিণ্ডীম্'—এই প্রকার বাক্যাংশ প্রয়োগ করা হইলে, উক্ত প্রয়োগে পিণ্ডীভক্ষণার্থ গৃহপ্রবেশ, সুতরাং ভক্ষণক্রিয়া গৃহ-প্রবেশরূপক্রিয়ার ফল হওয়ায়, এই ক্রিয়ার্থক্রিয়া গৃহপ্রবেশন ক্রিয়া, সমীপে থাকায়,—ভক্ষয় এই প্রতীয়মান ভক্ষণ ক্রিয়ার কর্মকারক যে পিণ্ডী, উহাতে চতুর্থী-বিভক্তির প্রসক্তি হইবে তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য এই সূত্রে 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য'—এই পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলে * 'প্রবিশ পিণ্ডীম্'—ইত্যাদিস্থলে আর প্রতীয়মান ভক্ষণ ক্রিয়ার কর্মকারকে চতুর্থী-বিভক্তি হইল না। তাৎপর্য এই যে উপপদ গ্রহণ করিলে ক্রিয়ার্থক্রিয়া উপপদ যাহার এইরূপ ব্যুৎপত্তিদ্বারা ক্রিয়ার্থক্রিয়াকে উপপপদ হইতে হইবে, এস্থলে গৃহপ্রবেশনক্রিয়া ভক্ষণার্থ হইলেও উহা কৃত্রিম উপপদ নয়। 'কৃত্রিমাকৃত্রিময়োঃ কৃত্রিমস্যৈব গ্রহণম্'—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম, যুগপৎ, দুই প্রকার সংজ্ঞার প্রসক্তি থাকিলে কৃত্রিমসংজ্ঞাই গৃহীত হইয়া থাকে, সুতরাং এই ন্যায় অনুসারে উক্ত স্থলে কৃত্রিম উপপদেরই গ্রহণ করান সূত্রকারের অভিপ্রেত। **'তত্রোপপদং সপ্তমীস্থম্'** (৩-১-১২) এই সূত্র অনুসারে **ধাতোঃ** (৩-১-৯২) সূত্রের অধিকারে সূত্রের সপ্তমীনির্দিষ্ট পদগুলির উপপদসংজ্ঞা করা হইয়াছে এইরূপ কৃত্রিম উপপদত্ব ভক্ষণ-ক্রিয়ার প্রতি গৃহপ্রবেশন ক্রিয়ার নাই, সুতরাং উক্তস্থলে পিণ্ডীপদে চতুর্থী বিভক্তি আসিতে পারে না। সূত্রের বৃত্তিতে যে দীক্ষিত 'স্থানিনঃ'—পদের ব্যাখ্যায় 'অপ্রযুজ্যমানস্য তুমুনঃ'—অর্থাৎ উহ্য তুমুন্নন্তক্রিয়ার কর্মে চতুর্থী-বিভক্তি হয়—এইরূপ বলিয়াছেন, উহা উপপদ গ্রহণ করারই ফল, কারণ ক্রিয়ার্থ ক্রিয়া উপপদ একমাত্র 'তুমুন্ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্' (৩-৩-১০) সূত্রস্থ সপ্তম্যন্তপদ 'ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্'

* পিণ্ডীমিত্যাদাবপ্রযুজ্যমান ভক্ষণক্রিয়াকর্মণি চতুর্থীবারণায় ক্রিয়ার্থোপ-পদস্যেতি—লঘুশব্দেন্দুশেখরে কারকপ্রকরণম্।

যদ্যপি পিণ্ডীভক্ষণার্থম্ গৃহপ্রবেশনং তথাপি পারিভাষিকমুপপদং ন ভবতীতি ভাবঃ—পদমঞ্জরী (২-৩-১৪)।

পদেব দ্বারা উপস্থিত অর্থই গৃহীত হইয়া থাকে ; সুতরাং তুমুন্ ও ণ্বুল্ বিধায়ক সূত্রের বিষয়ই এই সূত্রের বিষয়—ইহার প্রতীতি হয়। সেইজন্য অপ্রযুজ্যমান তুমুন্ ও ণ্বুল্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার কর্মে চতুর্থী-বিভক্তি হইয়া থাকে—এইরূপ সূত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৫৮১ ॥

৫৮২। তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ। (২-৩-১৫)।

ভাববচনাশ্চ ৩১৮০ ইতি সূত্রেণ যো বিহিতস্তদন্তাচ্চতুর্থী স্যাৎ যাগায় যাতি। যষ্টুং যাতীত্যর্থঃ ॥ ৫৮২।

অনু ঃ—ভাববচনাশ্চ (৩-৩-১১) সূত্রের দ্বারা যে সকল প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে ; সেই সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যাগায় যাতি' —যাগের জন্যে যাইতেছে—যাগ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার গমন ইহাই তাৎপর্য্য।

কাঃ—তুম্ অর্থো যস্য স তুমর্থঃ—তুম্ যাহার অর্থ তাহা তুমর্থ ; কিন্তু তুম্ হইল প্রত্যয়, উহা কাহারও অর্থ কি করিয়া হইতে পারে? সুতরাং 'তুম্' এর দ্বারা উহার অর্থ লক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা তুম শব্দ উহার অর্থের বোধক। 'তুমুন' প্রত্যয়ের 'ন'কার—এই অনুবন্ধের লোপ হইলে 'তুম্'ই থাকে—ভোক্তুম্, বক্তুম ইত্যাদি প্রয়োগে 'তুম্' শব্দেরই প্রয়োগ হয়। তুম্ শব্দের দ্বারা উহার অর্থ লক্ষিত হইলে 'তুমর্থ' শব্দের অর্থ হইবে 'তুমুন্' প্রত্যয়ের অর্থের মত যাহার অর্থ এইরূপ প্রত্যয় অর্থাৎ তুমুনের সমানার্থ তাহা হইলে এই সূত্রটির অর্থ হইবে—তুমুনের সমানার্থক ভাববচন প্রত্যয়ন্ত প্রাতিপদিকের শেষে চতুথ-বিভক্তি হইয়া থাকে। ভাবের অর্থ ক্রিয়া, তাহা যাহার দ্বারা উক্ত হয়, তাহা ভাববচন অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক প্রত্যয়। 'তুমুন্' প্রত্যয়ের সমানার্থক ক্রিয়াবাচক যে প্রত্যয় সেই প্রত্যয়ান্ত শব্দে চতুর্থী হয় ইহাই সূত্রার্থ হইবে। ইহাতে তুমুনের সমানার্থক প্রত্যয়গুলিকে ভাববাচক বলা হইয়াছে অর্থাৎ 'ভাববচনাৎ'—এই পঞ্চম্যন্ত পদটিকে তমর্থ প্রত্যয়ের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু তাহা ঠিক নয়, কারণ 'অব্যয়কৃতোভাবে' (মহাভাষ্য ৩-৪-২১) এই বার্ত্তিক সূত্রের দ্বারা তুমুন্ প্রভৃতি অব্যয়কৃদন্ত ভাববাচ্যেই

বিহিত হয়, তুমুন্ এর সমানার্থক প্রত্যয়গুলিও ভাববাচ্যেই হইবে সুতরাং তুমর্থ প্রত্যয়গুলি যখন ভাববাচ্য ব্যতীত অন্য কোন বাচ্যে হয় না, তখন উহাকে 'ভাববচনাৎ এই বিশেষণটির দ্বারা বিশেষিত করার কোন সার্থকতা নাই—যদি 'তুমুন্' প্রত্যয় ভাববাচ্যে ব্যতীত অন্য বাচ্যেও হইত, তাহা হইলে সেই বাচ্য হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য ভাববচনাৎ—এই বিশেষণটি সার্থক হইত, কিন্তু 'তুমুন্' ভাববচন ব্যতীত হয় না, সুতরাং তুমুনের সমানার্থক প্রত্যয়গুলিও ভাববচনব্যতীত হইবে না—এইভাবে 'ভাববচনাৎ'—এই বিশেষণের কোন সার্থকতা নাই বলিয়া উহার দ্বারা **ভাববচনাশ্চ** (৩-৩-১১) এই সূত্রটি লক্ষিত হইয়াছে—এই সূত্রটিকে লক্ষ্য করিয়াই ভাববচনাৎ' এই পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে।

'ভাবে' (৩-৩-১৮) এই সূত্রটির অধিকারে, যে, 'ঘঞ্' প্রভৃতি প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে—সেই ভাববাচক প্রত্যয়গুলি ক্রিয়ার্থকক্রিয়া উপপদ থাকিতে ভবিষ্যৎ কালে হইয়া থাকে,—ইহাই উক্ত সূত্রের অর্থ। সেই 'ভাব-বচনাশ্চ' সূত্রের দ্বারা যে অর্থে যে 'ঘঞ্' প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে, সেই 'ঘঞ্' প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দে চতুর্থী-বিভক্তি হয়, যেমন 'যাগায় যাতি', 'পাকায় যাতি'। ইত্যাদিস্থলে 'যজ্' ধাতুর শেষে ক্রিয়ার্থ-ক্রিয়া উপপদ থাকিতে ভবিষ্যৎকালে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিলে 'যজ্ অ'—এই অবস্থায় **'অত উপধায়াঃ'** (৭-২-১১৬) সূত্র অনুসারে উপধাভূত অকারের আকার করিলে 'যাগ'শব্দটি সিদ্ধ হয়—যাগের উদ্দেশ্যে যাওয়া ইহাই উহার অর্থ। যানক্রিয়ার উদ্দেশ্য বা ফল যাগক্রিয়া। যাগায় ইহার অর্থ 'যষ্টুম্', 'পাকায়' ইহার অর্থ পক্তুম্। যাগ করিবে—এই উদ্দেশ্যে যাইতেছে এই অর্থে যষ্টুং, যাতি অথবা যাগায় যাতি দুইই হইতে পারে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা'—এই বার্তিক অনুসারেই উক্ত স্থলে চতুর্থী বিভক্তি হওয়া সম্ভব, পুনরায় নিরর্থক আর একটি সূত্র প্রণয়নের প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'যাগায় যাতি' 'পাকায় যাতি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে যানক্রিয়ার উপকার্য যাগ ও পাক এবং উপকারক যান বা গমনক্রিয়া ; কিন্তু এই তাদর্থ্য বা উপকার্য-উপকারক ভাব 'ঘঞ্' প্রভৃতি প্রত্যয়ের দ্বারাই উক্ত হইয়া থাকে, কারণ 'তুমুন্' প্রত্যয়ের মত 'ভাববচনাশ্চ' সূত্র অনুসারে

যে 'ঘঞ্' প্রভৃতি বিহিত হয়, সেগুলি ক্রিয়ার্থক্রিয়া উপপদ থাকিতেই বিহিত হইয়াছে। 'যাগায়'—ইহার অর্থ 'যষ্টুম্'—যাগ করিবার উদ্দেশ্য, যাগ করা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য—ইহা উক্ত প্রত্যয়ের দ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকে। সুতরাং 'ঘঞ্' প্রভৃতি প্রত্যয়ের দ্বারাই তাদর্থ্য উক্ত হওয়ায়, 'উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ'—উক্তার্থের প্রয়োগ হয় না—এই নিয়ম অনুসারে সেই একই অর্থে চতুর্থী বিভক্তি আসিতে পারে না। বরং তাদর্থ্য এক্ষেত্রে প্রাতিপাদিকার্থরূপে পরিণত হওয়ায় উহাতে প্রথমা বিভক্তির প্রাপ্তি আছে, সেই প্রথমা বিভক্তিকে বাধ করিবার জন্য এই সূত্রটি প্রণীত হইয়াছে—ইহার দ্বারা প্রথমা বিভক্তিকে বাধ করিয়া উহাতে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে।

উক্ত সূত্রে তুমর্থ এই পদটির গ্রহণ না থাকিলে ক্রিয়ার্থক্রিয়োপপদের লাভ হইত না—ক্রিয়ার্থক্রিয়োপপদ-লাভ করিবার জন্য তুমর্থের গ্রহণ করা হইয়াছে; ইহার গ্রহণ না করা হইলে 'পাকঃ', 'ত্যাগঃ' ইত্যাদিস্থলে 'ভাবে' ইহার অধিকারে 'ঘঞ্' প্রত্যয়ান্ত হওয়ায় উহাতেও চতুর্থী বিভক্তির প্রসক্তি হইত—তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য সূত্রে 'তুমর্থাৎ'—পদের গ্রহণ করা হইয়াছে।

'ভাববচনাৎ' পদটি গ্রহণ করা না হইলে 'পাচকো ব্রজতি'—ইত্যাদি স্থলে 'তুমুন্‌ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াম্' ক্রিয়ার্থায়াং—এই সূত্রের দ্বারা 'ণ্বুল্' প্রত্যয় হওয়ায় তাহাতেও চতুর্থী-বিভক্তি হইয়া যাইবে। পাকক্রিয়ার উদ্দেশ্যে যে ব্রজনক্রিয়া, সেই ক্রিয়াবাচক শব্দপ্রকৃতিক পদ সমীপোচ্চারিত হইয়াছে; সেইজন্য উহা তুমুনের সমানার্থক, সুতরাং উহাতে চতুর্থী যাহাতে না হয়, সেইজন্য 'ভাববচনাৎ'* বলা হইয়াছে। ণ্বুল্' প্রত্যয়টি তুমুনের সমানার্থক হইলেও উহা 'ভাবে' এই সূত্রের অধিকারে বিহিত হয় নাই। 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ের

* 'ভাববচনাৎ' ইহার দ্বারা সূত্রে বিশেষ লক্ষিত হওয়ার ফলে 'তুমর্থাচ্চ' —এই পদে যে 'অর্থ শব্দ আছে তাহা প্রয়োজন বা ফলবাচক; কিন্তু অভিধেয়বাচক নয়। সুতরাং তুমর্থের অর্থ—তুমুনের সমানফলবিশিষ্ট। ক্রিয়ার্থক্রিয়া উপপদ থাকিতে 'তুমুন্' প্রত্যয় বিহিত হওয়ায় ক্রিয়া ফল বা উদ্দেশ্য থাকায় 'তুমুন্' প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে; সেইজন্য 'ণ্বুল্'ও তুমুনের সমার্থক।

দ্বারা তাদর্থ্য উক্ত হওয়ায়, উহাতে তাদর্থ্যে চতুর্থীও হইল না, কিন্তু প্রাতিপদিকার্থ দ্বারা প্রথমা বিভক্তিই হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথমা বিভক্তিকে বাধ করাই এই সূত্রের প্রয়োজন। ৫৮২ ॥

৫৮৩। নমঃস্বস্তিস্বাহাস্বধাঽলংবষড্যোগাচ্চ। (২-৩-১৬)।

এভির্যোগে চতুর্থী স্যাৎ। হরয়ে নমঃ। (প) উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী॥ নমস্করোতি দেবান্। প্রজাভ্যঃ স্বস্তি। অগ্নয়ে স্বাহা। পিতৃভ্যঃ স্বধা। অলমিতি পর্যাপ্ত্যর্থগ্রহণম্। তেন দৈত্যেভ্যো হরিরলং প্রভুঃ সমর্থঃ শক্ত ইত্যাদি। প্রভ্বাদিযোগে ষষ্ঠ্যপি সাধুঃ। 'তস্মৈ প্রভবতি ১৭৬৫' 'স এষাং গ্রামণী ১৮৭৮' ইতি নির্দেশাৎ। তেন প্রভুর্বুভূষুর্ভুবনত্রয়স্যেতি সিদ্ধম্। বষডিন্দ্রায়। চকারঃ পুনর্বিধানার্থঃ তেনাশীর্বিবক্ষায়াং পরামপি 'চতুর্থী চাশিষী'তি ষষ্ঠীং বাধিত্বা চতুর্থ্যেব ভবতি। স্বস্তি গোভ্যো ভূয়াত্। ৫৮৩।

অনুঃ—নমস্ স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলম্ ও বষট্—ইহাদের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়; 'হরয়ে নমঃ'—হরিকে নমস্কার। উপপদ-বিভক্তির অপেক্ষায় কারক বিভক্তি অধিক বলবতী—'নমস্করোতি দেবান্'—দেবতাদিগকে নমস্কার করিতেছে। 'প্রজাভ্যঃ স্বস্তি'—প্রজাদিগের কল্যাণ। (হউক) 'পিতৃভ্যঃ স্বধা'—পিতৃগণের তৃপ্তি (হউক)। 'অলম্' এই পদের দ্বারা সমর্থবাচক শব্দের গ্রহণ করা হয়। সেইজন্য 'দেবেভ্যো হরিরলং, প্রভুঃ, সমর্থঃ, শক্তঃ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে—প্রভু প্রভৃতির যোগে ষষ্ঠী বিভক্তিও শুদ্ধ—তস্মৈ প্রভবতি (৩-১-১০১) 'স এষাং গ্রামণীঃ' (৫-২-৭৮) ইত্যাদি নির্দেশ অনুসারে। সেইজন্য 'প্রভুর্বুভূষুর্ভুবনত্রয়স্য' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। 'বষট্ ইন্দ্রায়'—ইন্দ্রের তৃপ্তি হউক। চকার—পুনরায় বিধান করার উদ্দেশ্যে, সেই কারণে আশীর্বাদ করিবার ইচ্ছায় পরবর্তী চতুর্থী চাশিষী' (২-৩-৭৩)—সূত্র অনুসারে প্রাপ্ত ষষ্ঠী বিভক্তিকে বাধ করিয়া চতুর্থীই হইয়া থাকে—'স্বস্তি গোভ্যো ভূয়াৎ'।

কাঃ—নমঃ প্রভৃতির যোগে চতুর্থী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। 'হরয়ে নমঃ'—এই প্রয়োগে 'নমস্' শব্দের সহিত যোগ থাকায় 'হরি' শব্দে

চতুর্থী-বিভক্তি হইয়াছে। নমস্করোতি দেবান্' ইত্যাদি স্থলেও 'নমস্' শব্দের যোগ থাকায় 'দেবেভ্যঃ'—এইরূপ চতুর্থী না হইয়া দেবান্ এইরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তি কেন হইয়াছে ? ইহার উত্তরে ভট্টোজি দীক্ষিত বলিয়াছেন —উপপদ বিভক্তির অপেক্ষায় কারক বিভক্তি অধিক বলবতী—এই পরিভাষা অনুসারে উপরিউক্ত প্রয়োগে চতুর্থী না হইয়া দ্বিতীয়া-বিভক্তি হইয়াছে। এই পরিভাষাটির ভাষ্যকার বচনরূপে পাঠ করিয়াছেন।* 'অন্তরান্তরেণ যুক্তে' (২-৩-৪) সূত্রে কৈয়ট উক্ত পরিভাষাটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পদের উদ্দেশ্যে যে বিভক্তি আসে তাহা উপপদ বিভক্তি এবং ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া যে বিভক্তি আসে তাহা কারক বিভক্তি। ক্রিয়া কারকরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায়, কারকবিভক্তি অন্তরঙ্গ এবং উপপদ বিভক্তিতে উপপদার্থের সহিত ক্রিয়ার দ্বারা পরম্পরারূপে সম্বন্ধ হয় বলিয়া, উহা বহিরঙ্গ। 'হরয়ে নমঃ'—এস্থলে 'উদ্দেশেন' এই ক্রিয়ার দ্বারা হরি ও নমস্কারের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় 'হর্য়ুদ্দেশেন নমস্কারঃ'—হরির উদ্দেশ্যে নমস্কার— এইরূপ বোধ হয়। এইরূপ বোধে উদ্দেশ্যের দ্বারা ক্রিয়া কারক-রূপ সম্বন্ধের জ্ঞান হইতে বিলম্ব হয়, সেইজন্য উপপদবিভক্তির অপেক্ষায় কারক বিভক্তির অধিক বলবত্তা—কারকবিভক্তি স্থলে ক্রিয়াকারকরূপ সম্বন্ধের শীঘ্রই জ্ঞান হইয়া থাকে—এই জন্যই উহার বলবত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। উপপদ-বিভক্তিস্থলে সম্বন্ধ সামান্যের জ্ঞান হয়। তদ্বিশেষের জ্ঞান প্রকরণ প্রভৃতির পর্যালোচনার দ্বারা হইয়া থাকে—এই জন্যই ইহা বহিরঙ্গ। কারকবিভক্তি-স্থলে কর্মত্ব-করণত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধ-বিশেষের জ্ঞান অবিলম্বেই হয়—এই কারণে ইহা অন্তরঙ্গ। 'নমস্করোতি দেবান্' ইত্যাদিস্থলে নমস্কার করার অর্থ হইল—দেবতাদের প্রতি নিজের অপকৃষ্টতা বিষয়ে বোধ করান—ধাত্বর্থব্যাপার-জনিত ফল হইল বোধ—এই বোধরূপ ফলের আশ্রয় হওয়ায় 'দেব' শব্দের কর্মসংজ্ঞা এবং তন্নিবন্ধন দ্বিতীয়া হইয়া থাকে। এইপ্রকার 'নমস্যতি দেবান্'—ইত্যাদি ক্ষেত্রেও 'নমস্যতি' এই ক্রিয়ার অপেক্ষায় কারকবিভক্তি হওয়ার ফলে উক্ত প্রকারে 'দেব' শব্দে দ্বিতীয়া-বিভক্তি হয়। 'হরয়ে নমঃ' —ইত্যাদি স্থলে যেক্ষেত্রে ক্রিয়াবিহীন কেবল 'নমঃ' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ

---

* কাহারও মতে ইহা বাচনিকী এবং কাহারও মতে ইহা ন্যায় মূলা।

আছে সেক্ষেত্রে নির্বিবাদে এই সূত্র অনুসারে চতুর্থী-বিভক্তি হইবে আর 'নমস্করোতি দেবান্'—ইত্যাদি প্রয়োগে যেক্ষেত্রে 'করোতি' প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, সেস্থলে কারকবিভক্তিরূপ দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি হইবে। 'নমস্যতি' ইহারও অর্থ 'নমস্করোতি', সেইজন্য উহার প্রয়োগের কারক-বিভক্তি হইয়াছে। ধাতুর প্রয়োগ থাকিলেই ধাত্বর্থব্যাপারের প্রাধান্য থাকে এবং সেই প্রধান ব্যাপারের সহিত কারকের সাক্ষাদ্রূপে অন্বয় অবশ্যম্ভাবী—এই কারণেই সেস্থলে কারকবিভক্তিই আসিবে; কিন্তু উপপদবিভক্তি আসে না।

'অলমিতি পর্যাপ্ত্যর্থ গ্রহণম্'—এই বার্তিকের দ্বারা সূত্রস্থ অলম্ শব্দটি পর্যাপ্তি বা সামর্থ্য অর্থের বাচক। অলম্ শব্দটির দ্বারা পর্যাপ্ত বা সমর্থ-বাচক শব্দের গ্রহণ হইয়া থাকে, সুতরাং পর্যাপ্ত, সমর্থ, প্রভু প্রভৃতি যতগুলি সমর্থবাচক শব্দের প্রতিশব্দ আছে সেই সকলেরই গ্রহণ হইয়া থাকে; কিন্তু ভূষণ ও নিষেধবাচক 'অলম্' শব্দের যোগে চতুর্থী হয় না—'অলং মল্লো মল্লায়, প্রভুর্মল্লো মল্লায় ইত্যাদি প্রয়োগে চতুর্থী-বিভক্তি হয়। আর যদি ভূষণও নিষেধ অর্থের বাচক হয় তাহা হইলে হয় না, যেমন—'অলং কুরুতে কন্যাম্', 'অলং রোদনেন' ইত্যাদিস্থলে যথাক্রমে ভূষণ ও নিষেধ অর্থের প্রতীতি হইয়াছে বলিয়া উক্ত স্থলে চতুর্থী হয় না। প্রকৃতপক্ষে 'অলং কুরুতে কন্যাম্' ও 'অলং রোদনেন' ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপপদবিভক্তিকে বাধ করিয়া কারক-বিভক্তি হওয়ার ফলে কর্মে দ্বিতীয়া এবং করণে তৃতীয়া হইবে, সুতরাং ভূষণ ও নিষেধার্থক 'অলম্' শব্দের যোগে চতুর্থীর প্রাপ্তিই নাই; সেইজন্য উক্ত প্রয়োগে চতুর্থী-প্রাপ্তি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য 'অলমিতি পর্যাপ্ত্যর্থ গ্রহণম্'—এই বার্তিকটির কোন প্রয়োজন নাই। তবে 'অলম্' শব্দের দ্বারা কেবল স্বরূপের গ্রহণ যাহাতে না হয় সেইজন্য 'অলমিত্যর্থগ্রহণম্'। 'অলম্' শব্দটি নিজের অর্থের গ্রাহক। অর্থাৎ 'অলম্' শব্দের দ্বারা যতগুলি উহার প্রতিশব্দ আছে সবগুলিরই গ্রহণ হইবে। 'অলম' শব্দের অর্থের বাচক সমর্থ, প্রভু প্রভৃতি যতগুলি শব্দ আছে, সেই সকলের যোগেই চতুর্থী-বিভক্তি হইয়া থাকে, যেমন 'মল্লো মল্লায় অলম্', 'মল্লো মল্লায় প্রভুঃ', 'মল্লো মল্লায় শক্তঃ'—ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

দীক্ষিত বলেন—প্রভু, শক্ত প্রভৃতি শব্দের যোগ থাকিলে কেবল চতুর্থী

হয় না বরং ষষ্ঠী বিভক্তিও হয়—'প্রভ্বাদি যোগে ষষ্ঠ্যপি সাধুঃ।' প্রভু প্রভৃতি শব্দের যোগে যে চতুর্থী ও ষষ্ঠী দুইটি বিভক্তিই হয়, ইহার প্রমাণ হইল পাণিনির দুইটি সূত্র—**'তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ'**, (৫-১-১০১) **'স এষাং গ্রামণীঃ'** (৫-২-৭৮)। পাণিনি পূর্বোক্ত দুইটি সূত্রে যথাক্রমে 'প্রভবতি' যোগে চতুর্থী এবং 'গ্রামণী' শব্দের যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তির ব্যবহার করিয়াছেন। 'গ্রামণী' শব্দের অর্থ প্রভু। ভাষ্যকারও 'মল্লো মল্লায় প্রভবতি'—উদাহরণ প্রদর্শনের দ্বারা 'প্রভবতি'—এই তিঙন্ত পদের প্রয়োগ থাকিলেও যে চতুর্থী হয় ইহা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। 'প্রভু' প্রভৃতি শব্দের যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়ার ফলে নিম্নলিখিত মাঘকবি প্রযুক্ত পদটিরও সাধুত্ব উপপন্ন হইল—

'প্রভুর্বুভুক্ষুর্ভুবনত্রয়স্য' (শিশুপাল ১ম সর্গ) ইহাতে 'ভুবনত্রয়স্য প্রভুঃ' এইরূপ প্রভুশব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইপ্রকার অন্যত্রও প্রভুশব্দের যোগে ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্তেরও সাধুত্বের উপপাদন করা উচিত।

'স্বস্তি' শব্দের অর্থ কুশল ও মঙ্গল। সুতরাং কুশলার্থক স্বস্তির যোগে যুগপৎ দুইটি সূত্রের দ্বারা দুইটি বিভক্তির প্রাপ্তি আছে—একটি নমস্ স্বস্তি—ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা চতুর্থী এবং কাহাকেও আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য স্বস্তি শব্দ প্রযুক্ত হইলে **'চতুর্থী চাশিষ্যায়ুষ্যমদ্রভদ্রকুশলসুখার্থহিতৈঃ'** (২-৩-৭৩) এই সূত্রের দ্বারা ষষ্ঠীবিভক্তি হইয়া থাকে, আশীর্বাদব্যতীত স্থলে 'স্বস্তি জায়ায়াস্তি'—ইত্যাদিতে চতুর্থী-বিভক্তির অবকাশ রহিয়াছে এবং স্বস্তি-ব্যতীত কুশল প্রভৃতি শব্দের যোগে 'কুশলং দেবদত্তস্য'—ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তিরও অবকাশ রহিয়াছে; কিন্তু 'স্বস্তি গোভ্যো ভূয়াৎ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে আশীর্বাদাত্মকবাক্যে চতুর্থী ও ষষ্ঠী দুইটি বিভক্তির যুগপৎ প্রাপ্তি হইলেও সেক্ষেত্রে চতুর্থী-বিভক্তিই হইবে; কিন্তু ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে না।

উক্তস্থলে যে চতুর্থী-বিভক্তিই হইবে কিন্তু ষষ্ঠী হইবে না ইহাতে প্রমাণ হইল 'নমস্-স্বস্তি—' এইসূত্রে 'চ'কার করা। এই 'চ'কারটি উক্তস্থলে পুনর্বিধান করিবার নিমিত্ত, অর্থাৎ পরবর্তী 'চতুর্থী চাশিষি—' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ষষ্ঠী প্রাপ্ত হইলে, ইহার দ্বারা পুনরায় উহাতে চতুর্থী-বিধান করা হয়, সেইজন্য উক্তস্থলে চতুর্থীই হইয়া থাকে, কিন্তু ষষ্ঠী হয় না। ভাষ্যকার 'গোভ্যো স্বস্তি ভূয়াৎ'—ইত্যাদিস্থলে পূর্ববিপ্রতিষেধের দ্বারা ষষ্ঠীকে বাধ

করিয়া চতুর্থী হয়—ইহা বলিয়াছেন। চতুর্থী-ভবতি বিপ্রতিষেধেন'—ইহার অর্থ পূর্ববিপ্রতিষেধেন অর্থাৎ পূর্ববিপ্রতিষেধের দ্বারা। মনে রাখিতে হইবে যে ভাষ্যকার 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্' (১-৪-২) এই সূত্রটির 'পরম্' এই পদের অর্থ 'ইষ্ট' করিয়াছেন অর্থাৎ 'বিপ্রতিষেধে যদ্ ইষ্টং তৎ কার্যম্'—পরস্পর লব্ধাবকাশ সূত্রের একত্র প্রাপ্তি থাকিলে যাহা অভীষ্ট, তাহাই হয়—এইভাবে পূর্ববিপ্রতিষেধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দীক্ষিত কাশিকার বৃত্তি অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন 'চ'কারঃ পুনর্বিধানার্থঃ'। পুনরায় আশীর্বাদ বাক্যেও ষষ্ঠীকে বাধ করিয়া চতুর্থী-বিভক্তি বিধান করিবার জন্যই চকার করা হইয়াছে। কাশিকাকার বলিয়াছেন—চকারোঽস্যৈব সমুচ্চয়ার্থ আশীর্বাদাত্মক স্বস্তির সমুচ্চয়ের জন্যই 'চ'কার করা হইয়াছে।

'নমস্', 'স্বস্তি' প্রভৃতির যোগে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া চতুর্থী-বিভক্তিই যাহাতে হয় সেইজন্য এই সূত্রটি রচিত হইয়াছে। ৫৮৩।

৫৮৪। মন্যকর্মণ্যনাদরে বিভাষাঽপ্রাণিষু। (২-৩-১৭)।

প্রাণিবর্জে মন্যতেঃ কর্মণি চতুর্থী বা স্যাত্তিরস্কারে। ন ত্বাং তৃণং মন্যে তৃণায় বা। শ্যনা নির্দেশাত্তনাদিকযোগে ন। ন ত্বাং তৃণং মন্বেঽহম্। অপ্রাণিষ্বিত্যপনীয় ॥ নৌকাকান্নশুকশৃগালবর্জেষ্বিতি বাচ্যম্ ॥ (বা ১) তেন ন ত্বাং নাবমন্নং বা মন্যে ইত্যত্রাপ্রাণিত্বেঽপি চতুর্থী ন। ন ত্বাং শুনে শ্বানং বা মন্যে ইত্যত্র প্রাণিত্বেঽপি ভবত্যেব। ৫৮৪ ॥

অনুঃ—দিবাদিগণীয় জ্ঞানার্থক মন্ ধাত্বর্থ-ক্রিয়ার প্রাণী ব্যতীত কর্মকারকে বিকল্পে চতুর্থী-বিভক্তি হয়, যদি উহার দ্বারা তিরস্কার অর্থের প্রতীতি হয়। 'ন ত্বাং তৃণং মন্যে তৃণায় বা'—তোমাকে আমি তৃণ বলিয়া মনে করি না। শ্যন্ এর দ্বারা নির্দেশ থাকায় তনাদিগণীয় মন্ ধাতুর যোগে হয় না—ন ত্বাং তৃণং মন্বেঽহম্—তোমাকে আমি তৃণ মনে করিনা (অর্থ একই)। সূত্রের অপ্রাণিষু এইটিকে বাদ দিয়া (উহার স্থানে) (বা. ১) নৌ, কাক, অন্ন, শুক ও শৃগাল বর্জিত কর্মে বিকল্পে চতুর্থী হয় ইহা বলা উচিত।

ইহাতে 'ন ত্বাং নাবমন্নং বা মন্যে'—তোমাকে আমি নৌকা অথবা অন্ন মনে করিনা—এস্থলে অপ্রাণীবাচক কর্ম থাকা সত্বেও চতুর্থী হয় না। 'ন ত্বাং শুনে মন্যে' তোমাকে আমি কুকুর মনে করিনা—এস্থলে প্রাণিবাচক কর্ম থাকা সত্বেও চতুর্থী হয়।

কাঃ—সূত্রস্থ 'অনাদর' শব্দের দ্বারা আদরের অভাব মাত্রই গৃহীত হয় না; কিন্তু অধর্ম, অসুর প্রভৃতি শব্দের মত আদরের বিপরীতার্থ বাচকশব্দের গ্রহণ হইয়া থাকে; তাহা 'তিরস্কার' অর্থই হইতে পারে। এই আশয়ে ভট্টোজি দীক্ষিত বলিয়াছেন 'তিরস্কারে'। এস্থলে অনাদরে পদটি মন্য-কর্মের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—অনাদরদ্যোতকং যৎকর্ম তত্রেত্যর্থঃ—অনাদরের দ্যোতক যে কর্ম তাহাতেই বিকল্পে চতুর্থী হয়—ইহাই তাৎপর্য। ফলে 'যুষ্মৎ' শব্দে বিকল্পে চতুর্থী হয় না। উপরিউক্ত উদাহরণে 'তৃণ' শব্দটি অনাদর বা তিরস্কার-দ্যোতক, কিন্তু 'যুষ্মৎ' শব্দ তিরস্কার দ্যোতক নয়; সেইজন্য 'ন ত্বাং তৃণং তৃণায় বা মন্যে—এক্ষেত্রে 'তৃণ' শব্দে বিকল্পে চতুর্থী হইয়াছে; কিন্তু যুষ্মৎ শব্দে চতুর্থী না হওয়ায় কেবল 'ত্বাম্'—এইরূপ দ্বিতীয়া-বিভক্তি হইয়াছে।

অনাদর বা তিরস্কার দুই প্রকারে হইয়া থাকে। (১) উৎকৃষ্টকে অপকৃষ্টের সহিত তুলনা দ্বারা, (২) তৃণ প্রভৃতি অপকৃষ্টের সঙ্গে তুলনার অভাব জ্ঞাপনের দ্বারা। এই কারণে 'নঞ্' প্রভৃতি যোগের দ্বারা তৃণাদি অপকৃষ্ট বস্তুতেও উপমানত্বের অভাব বুঝাইয়া অপকৃষ্ট অপেক্ষায় ও উপমেয়ে অতিতুচ্ছত্ব জ্ঞাপন করা হয়।*

প্রথমপক্ষে—'ত্বাং তৃণং মন্যে' তোমাকে তৃণের মত মানি—তৃণের সহিত তুলনা করিলে উহাতে কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং দ্বিতীয়পক্ষে তোমাকে তৃণ তুল্যও মনে করিনা—এই অর্থে 'ন ত্বাং তৃণং তৃণায় বা মন্যে'—এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। নাগেশ একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন যে 'অনাদরে'—পদের বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহাতে মনে হয় যে দ্বিতীয় পক্ষটি সূত্রকারের প্রতিপাদ্য। যদি কাহাকেও তৃণাদির মত

* অনাদরশ্চ দ্বেধা—উৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টেনোপমানাৎ, নঞাদিযোগেনাপকৃষ্টনিরূপিতোপমেয়ত্বাভাবস্যোপমেয়েহতিতুচ্ছত্ববোধনায় প্রতিপাদনাদ্ বা। আদ্যে 'তৃণমিব মন্যে' ইত্যর্থঃ' অন্তে 'তৃণতুল্যমপি ন মন্যে' ইত্যর্থঃ।—বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখরে কারকপ্রকরণম্।

অপকৃষ্ট বুঝাইবার অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে সূত্রে 'অনাদরে' পদের গ্রহণ না করিয়া 'কুৎসিতে' পদের গ্রহণ করাই উচিত ছিল। কুৎসিতত্ব দ্যোতিত করাইবার ইচ্ছায় কুৎসিত-দ্যোতক শব্দে বিকল্পে চতুর্থী-বিভক্তি আসিত ; কিন্তু তাহা না করিয়া যে সূত্রকার 'অনাদরে' পদের গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে অতি তুচ্ছত্বজ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে অনাদর-বাচক শব্দে বিকল্পে চতুর্থী হইয়া থাকে।

এই অভিপ্রায়েই বার্তিককার 'প্রকৃষ্টগ্রহণং কর্তব্যম্'—অত্যন্ত কুৎসিত বাচকশব্দের গ্রহণ করা উচিত—এই বার্তিক পাঠ করিয়াছেন। যদ্‌বাচক শব্দে বিকল্পে চতুর্থী-বিভক্তি করা হয়, তাহার অপেক্ষায় অধিক নিকৃষ্টরূপে যদি কুৎসা উপপাদ্য থাকে, তাহা হইলেই উহা হইবে, অন্যথা হইবে না। কোন ব্যক্তিকে যদি তৃণাদি নিকৃষ্টবস্তুর সহিত উপমা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই তুলনীয় ব্যক্তিকে তৃণাদির মত নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করা হয় আর যদি সেই তুলনীয় ব্যক্তিকে তৃণাদি নিকৃষ্ট বস্তুর অপেক্ষাও অতি তুচ্ছরূপে প্রতিপন্ন করাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কোন নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে তাহার তুলনা করা যায় না, অর্থাৎ সে তুচ্ছের অপেক্ষায়ও তুচ্ছ ; এত তুচ্ছ যে তুলনা দেওয়া যায় না—তুচ্ছতায় অতুলনীয়।

এইরূপ কোন ব্যক্তির অতিতুচ্ছত্বজ্ঞাপন করিতে হইলে 'নঞ্' এর প্রয়োগ করা হয়। 'নঞ্' এর প্রয়োগ থাকিলে অনতিবিলম্বেই অতিতুচ্ছত্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। এই কারণেই উদাহরণবাক্যে নিষেধার্থ 'ন' এর প্রয়োগ করা হইয়াছে। যে স্থলে 'নঞ্' এর প্রয়োগের দ্বারা অতিতুচ্ছত্ব-জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছা থাকে, সেইস্থলেই বিকল্পে চতুর্থী হইবে আর যেস্থলে নিকৃষ্ট বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া কোন ব্যক্তির কেবল কুৎসামাত্রের প্রতীতি করাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে চতুর্থী-বিভক্তি হয় না ; কিন্তু দ্বিতীয়া হয়। সুতরাং 'তৃণায়' মত্বা রঘুনন্দনোঽপি বাণেন রক্ষঃ প্রধনান্নিরস্থাৎ—(ভট্টি ২।৩৬) ইত্যাদি প্রয়োগ চিন্তনীয় অথবা 'নঞ্' এর অধ্যাহার করিয়া কোনপ্রকারে উহার শুদ্ধতা রক্ষা করা যাইতে পারে।*

---

* মন্যকর্মণ্যনাদরে উপমানে বিভাষা প্রাণিষ্বিত্যাপিশলিরিতেঃ প্রাণীব্যতীত 'মন্' ধাতুর অনাদর দ্যোতক কর্মকারকে চতুর্থী-বিভক্তি হয়, যদি সেই অনাদর বা নিকৃষ্ট বস্তু উপমানরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহা আপিশলি

'মন্য' এইরূপ 'শ্যন্' বিকরণযুক্ত নির্দেশ থাকায় দিবাদিগণীয় (মন জ্ঞানে) —এই ধাতুটিরই গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলে তনাদিগণীয় 'মনু অববোধনে' —ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে তদর্থ-ক্রিয়ার কর্মে চতুর্থী হয় না। যেমন 'ত্বাং তৃণং মন্বে' ইত্যাদি স্থলে তনাদি মন্‌ধাতুর প্রয়োগে কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তিই হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'মন্য' ইহা যেমন 'শ্যন্' বিকরণযুক্ত নির্দেশ হওয়া সম্ভব; সেইরূপ 'যক্' প্রত্যয়ান্ত নির্দেশ হওয়াও সম্ভব। সুতরাং উহা যে শ্যন্‌এর দ্বারাই নির্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু যক্ এর দ্বারা নির্দিষ্ট হয় নাই—ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে উহা 'যক্' এর দ্বারা নির্দিষ্ট নয় কেন?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এই সূত্রে 'অনভিহিতে' পদের অধিকার আসে; সেইজন্য অনভিহিত অর্থাৎ অনুক্ত কর্মেই চতুর্থী বিহিত হইয়াছে। 'যক্' প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ম অভিহিত হওয়ায় উহা অনভিহিত বা অনুক্ত নয়। সুতরাং অনভিহিতে পদের অধিকার আসার ফলে 'মন্য' ইহা 'যক্' এর দ্বারা নির্দিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

'মন্য'—এই 'শ্যন্' নির্দিষ্ট শব্দটি দিবাদিগণীয়, 'মন্' ধাতুমাত্রের উপলক্ষণ। যেস্থলে 'শ্যন্' বিকরণ হয় না, উহার প্রয়োগেও কর্মে চতুর্থী হইয়া থাকে। ফলে 'ন ত্বাং তৃণায় মেনে' ইত্যাদি 'লিট্' প্রভৃতির প্রয়োগেও কর্মে চতুর্থী বিভক্তি হইতে কোনও বাধা নাই।

সূত্রকার 'মন্য' ধাত্বর্থক্রিয়ার প্রাণিব্যতীত কর্মে চতুর্থী-বিধান করিয়াছেন। কিন্তু 'ন ত্বাং নাবং মন্যে যাবত্তীর্ণং ন নাব্যম্'—তোমাকে আমি নৌকা বলিয়া মনে করি না যতক্ষণ না নৌকার দ্বারা পার হওয়ার যোগ্য ঐ জল না পার হই। 'ন ত্বামন্নং মন্যে যাবন্ন ভুক্তং শ্রাদ্ধম্'—তোমাকে 'অন্ন' বলিয়াই মানি না যতক্ষণ না শ্রাদ্ধ ভোজন করি—ইত্যাদি প্রয়োগে অপ্রাণি-বাচক কর্ম থাকা সত্ত্বেও উহাতে চতুর্থী হয় নাই এবং 'ন ত্বাং শুনে বা শ্বানং

নামক আচার্যের মত—এই মত অনুসারেই উপরিউক্ত ভট্টিপ্রয়োগে চতুর্থী হইয়াছে—ইহা হরদত্ত পদমঞ্জরীতে বলিয়াছেন—দ্রষ্টব্য পদমঞ্জরী।

জগদীশ তর্কালঙ্কারও শব্দশক্তি প্রকাশিকায় বলিয়াছেন—সদৃশত্বমন্ত-কর্মণ্যনুসারে ইত্যাপিশলের্মতম্।

মন্যে'—তোমাকে কুকুরও মনে করি না—ইত্যাদি প্রয়োগে প্রাণিবাচক কর্ম হইলেও উহাতে চতুর্থী-বিভক্তি দৃষ্ট হয়; সেইজন্য বার্তিককার সূত্রস্থ 'অপ্রাণিষু' এই অংশটিকে বাদ দিয়া উহার স্থলে নৌ, কাক, অন্ন, শুক ও শৃগাল—এই পাঁচটি ব্যতীত 'মন্য' ধাত্বর্থ-ক্রিয়ার কর্মকারকে চতুর্থী-বিভক্তি হয়—ইহা বলিয়াছেন। ফলে 'ন ত্বাং নাবং মন্যে', 'ন ত্বাং কাকং মন্যে', 'ন ত্বাম্ অন্নং মন্যে', 'ন ত্বাং শুকং মন্যে', 'ন ত্বাং শৃগালং মন্যে'—ইত্যাদি প্রয়োগে 'নৌ', 'অন্ন' এই দুইটি অপ্রাণী এবং 'কাক', 'শুক' ও 'শৃগাল'—এই তিনটি প্রাণী। সূত্রকারের মতে 'নৌ' ও 'অন্ন' এই দুইটি অপ্রাণীবাচক কর্মে চতুর্থী প্রাপ্তি ছিল কিন্তু বার্তিকাকারের মতে হয় না। 'কাক', 'শুক' ও 'শৃগাল' ব্যতীত সকল প্রাণিবাচককর্মেই বার্তিককারের মতে চতুর্থী হয়; কিন্তু সূত্রকারের মতে হয় না। আমাদের বার্তিককারের মতই গ্রাহ্য— 'যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্'।

অনাদর না বুঝাইলে মন্য ধাত্বর্থক্রিয়ার কর্মে চতুর্থী হয় না। যেমন—

অশ্মানং দৃষদং মন্যে, মন্যে কাষ্ঠমুলূখলম্ ;
অন্ধায়াস্তং সুতং মন্যে যস্য মাতা ন পশ্যতি ॥ (কাশিকা)

শিলাকে পাথর মনে করি, উলূখলকে কাঠ মনে করি আর অন্ধ মাতার সেই পুত্রকে মনে করি যাহাকে তাহার মাতা দেখিতে পায় না (যদিও সে দেখিবার উপযুক্ত)।—এগুলিতে তিরস্কারের ভাব নাই। ৫৮৪ ॥

৫৮৫। গত্যর্থকর্মণি দ্বিতীয়াচতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি।

(২।৩।১২) ।

অধ্বভিন্নে গত্যর্থানাং কর্মণি এতেস্তশ্চেষ্টায়াম্। গ্রামং গ্রামায় বা গচ্ছতি। চেষ্টায়াং কিম্। মনসা হরিং ব্রজতি। অনধ্বনীতি কিম্। পন্থানং গচ্ছতি। গত্রাধিষ্ঠিতেঽধ্বন্যেবায়ং নিষেধঃ। যদা তুৎপথাৎপন্থা এবাক্রমিতুমিষ্যতে তদা চতুর্থী ভবত্যেব। উৎপথেন পথে গচ্ছতি ॥ ইতি চতুর্থী ॥ ৫৮৫।

অনু—গতি-ক্রিয়ার পথব্যতীত কর্মকারকে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী-বিভক্তি হয়, —চেষ্টার প্রতীতি হইলে। 'গ্রামং গ্রামায় বা গচ্ছতি'—গ্রামে যাইতেছে। চেষ্টার প্রতীতি থাকিলে—ইহা কেন বলা হইল? 'মনসা হরিং ব্রজতি'—মনে মনে হরির কাছে যাইতেছে। (এই বাক্যে হরি পরে চতুর্থী যাহাতে না হয়) পথব্যতীত কর্মে হয় ইহা কেন? 'পন্থানং গচ্ছতি'—পথে যাইতেছে। গমন কর্তার দ্বারা অধিষ্ঠিত পথ বিষয়েই এই নিষেধ প্রযোজ্য। যখন উৎপথ (বেরাস্তা) হইতে পথ অতিক্রান্ত করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহাতে চতুর্থী হইবেই। যেমন –'উৎপথেন পথে গচ্ছতি'—বেরাস্তা হইতে রাস্তায় যাইতেছে।

কাঃ—গতি-ক্রিয়ার কর্মেই দ্বিতীয়া-চতুর্থী-বিভক্তি হয়। গতিক্রিয়া ব্যতীত অন্যক্রিয়ার কর্মে উহা হয় না) যেমন—গ্রামং গ্রামায় বা গচ্ছতি—এই বাক্যে 'গম্' ধাতুর প্রয়োগ আছে। 'গম্' ধাতুর অর্থ গতি-ক্রিয়া অর্থাৎ উত্তরদেশসংযোগের জনকক্রিয়া। সেই ক্রিয়ার কর্মকারক গ্রাম, উহাতে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী-বিভক্তি পর্যায়ক্রমে হইয়া থাকে। গতি-ক্রিয়া ব্যতীত অন্যক্রিয়ার কর্মে উহা হয় না। যেমন—'ওদনং পচতি'—এই বাক্যে 'পচ্' ধাতুর প্রয়োগ আছে। 'পচ্' ধাতুর অর্থ পাক-ক্রিয়া, সেই পাক-ক্রিয়ার কর্ম-কারক 'ওদন' উহাতে চতুর্থী হইল না, 'কর্তুরীপ্সিত'—সূত্র অনুসারে উহার কর্মসংজ্ঞা হওয়ায় 'কর্মণি দ্বিতীয়া' অনুসারে দ্বিতীয়া-বিভক্তিই হইয়া থাকে।

গতি-ক্রিয়ার কর্মকারকে উপরিউক্ত বিভক্তি দুইটি হয়, অন্যকারকে উহা হইবে না, যেমন—'অশ্বেন গচ্ছতি'—এই বাক্যে 'গম্' ধাতুর অর্থ গতি-ক্রিয়া—এই গতি-ক্রিয়ার প্রকৃষ্ট-সাধক অশ্ব, সুতরাং উহার করণসংজ্ঞা হওয়ায়, উহাতে উক্ত বিভক্তি দুইটি হইল না।

সূত্রে 'চেষ্টায়াম্'—এইরূপ সপ্তম্যন্ত চেষ্টা শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে—ইহার দ্বারা ইহাই এস্থলে অভিপ্রেত যে, যে গতি-ক্রিয়ার কর্মকারকে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী-বিভক্তি হয়, সেই গতি-ক্রিয়া—চেষ্টারূপ হওয়া প্রয়োজনীয়; চেষ্টার অর্থ শারীরিক ব্যাপার, উহা স্পন্দনরূপে প্রতীয়মান হয়। গতি-ক্রিয়া মানসিকও হইতে পারে যাহা স্পন্দনাত্মক নয়—মনের ক্রিয়া সর্বদাই হইতে

থাকে, কিন্তু স্পন্দনরূপে হয় না। গৃহের কোণে বসিয়াই মনে মনে—কোথায় না যায়? সেই মানসিক গতি-ক্রিয়ার কর্মে যাহাতে উক্ত-বিভক্তিদ্বয় না হয়, সেইজন্য সূত্রে চেষ্টার উল্লেখ করা হইয়াছে। 'মনসা কাশীং গচ্ছতি' —ইত্যাদিস্থলে গৃহে বসিয়াই কাশীর মানসিক ভ্রমণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেইজন্য উক্ত স্থলে গতি-ক্রিয়ার কর্মকারক যে 'কাশী' উহাতে কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তিই হয়; চতুর্থী হয় না।

'অনধ্বনি' পদের দ্বারা স্বরূপের গ্রহণ হয় না। যদিও 'স্বংরূপংশব্দস্যা-শব্দসংজ্ঞা' (১-১-৬৮) অনুসারে উহার দ্বারা নিজের রূপের গ্রহণ হওয়া যুক্তিযুক্ত তবুও তাহা হয় না। কারণ উহার দ্বারা যদি স্বরূপের গ্রহণ হইত তাহা হইলে 'অনধ্বনি' এইরূপ সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা নির্দেশ না করিয়া 'অনধ্বনঃ' এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদের উল্লেখ করা উচিত ছিল। উহার দ্বারা যদি স্বরূপ গ্রহণ হইত, তাহা হইলে কেবল 'অধ্বন্' শব্দে চতুর্থী-বিভক্তি হইত না। যদি ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে 'অনধ্বনঃ'—ষষ্ঠ্যন্ত পদের উল্লেখ করাই ভাল ছিল। শারীরিক গতি-ক্রিয়ার কর্মে দ্বিতীয়া-চতুর্থী-বিভক্তি হয়, কিন্তু 'অধ্বন্' শব্দের উহা হয় না—এইরূপ সূত্রার্থ হইত। ফলে 'অধ্বানং গচ্ছতি' এই বাক্যে 'অধ্বন্' শব্দে চতুর্থী হইত না, কিন্তু 'পন্থানং গচ্ছতি' ইত্যাদিক্ষেত্রে 'অধ্বম্' শব্দের পর্য্যায় বা প্রতিশব্দের উল্লেখ থাকিলে নিষেধ না হইয়া চতুর্থীও হইয়া যাইত। কিন্তু অধ্ববাচক যাবতীয় শব্দ আছে, সকল শব্দেই গতি-ক্রিয়াব কর্মকারকে চতুর্থী-বিভক্তির নিষেধ করাই অভিপ্রেত। পাণিনি 'অধ্বনঃ' এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত না করিয়া যে 'অনধ্বনি'—এই প্রকার সপ্তম্যন্ত করিয়া পাঠ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে যাহাতে 'কর্মণি'—এই সপ্তম্যন্ত পদের উহা বিশেষণরূপে পবিগণিত হয়, ফলে উহার অন্তর্গত অধ্ব শব্দের দ্বারা অধ্ব শব্দের অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। যেহেতু কর্মসংজ্ঞা অর্থেরই হয় কিন্তু শব্দস্বরূপের হয় না, সেইহেতু উহার বিশেষণ ও অর্থেরই বোধক হইবে, কিন্তু শব্দস্বরূপের বোধক হইবে না। এই আশয়েই বার্তিককার বলিয়াছেন যে-'অধ্বন্যর্থগ্রহণম্' অধ্বন শব্দে যে অধ্বন্ আছে, উহার দ্বারা উহার 'অর্থের গ্রহণ হয়, অর্থাৎ অধ্ববাচক সকল শব্দেই চতুর্থী-বিভক্তির নিষেধ হয়। 'অধ্বানং গচ্ছতি', 'পন্থানং গচ্ছতি', 'মার্গং গচ্ছতি' প্রভৃতি বাক্যে 'অধ্ব', 'পথ' ও 'মার্গ' প্রভৃতি শব্দে চতুর্থী-

বিভক্তি হয় না, কিন্তু কর্মকারকে 'কর্মণি-দ্বিতীয়া' সূত্রানুসারে কেবল দ্বিতীয়া-বিভক্তিই হইবে।

গমন কর্তার দ্বারা আক্রান্ত পথেই উক্ত নিষেধটি প্রযোজ্য। যেমন—'পন্থানং গচ্ছতি' ইত্যাদি স্থলে চতুর্থীর নিষেধ হইয়াছে। উক্ত স্থলে পথ গমন কর্তার দ্বারা আক্রান্ত বা অধিষ্ঠিত, উহাতে পথ প্রাপ্তির আশ্রয় বুঝায়। যখন 'উৎপথ'—যাহা পথ নয়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া পথ ধরিবার ইচ্ছা করা হয়, তখন 'উৎপথাৎ পথে গচ্ছতি' এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। দীক্ষিতের 'উৎপথাৎ'—এই পদটি 'ল্যব্‌লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ'—সূত্র অনুসারে 'পরিত্যজ্য' এই উহ্য 'ল্যপ্' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার কর্মে পঞ্চমী হইয়াছে। 'উৎপথাৎ'—উৎপথং পরিত্যজ্য—অপথ পরিত্যাগ করিয়া—ইহাই উক্ত পদের অর্থ। কোন ব্যক্তি বারাণসী যাইবার ইচ্ছায় যাত্রা করিলে ভ্রান্তিবশতঃ পথভ্রষ্ট হইয়া অন্য পথে চলিয়া যায়, সেই উৎপথকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বারাণসীব পথ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করে, তখন 'অনধ্বনি' এই নিষেধটি প্রযোজ্য না হওয়ায় অধ্ববাচক শব্দে চতুর্থী-বিভক্তিই হয়। যেমন—'উৎপথেন পথে গচ্ছতি'—উৎপথের দ্বারা বারাণসী যাওয়া অসম্ভব; সেইজন্য উহা পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীর পথ অনুসরণ করিতেছে; ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য। উক্ত স্থলে বারাণসীর পথ গমন কর্তার দ্বারা অধিষ্ঠিত না হওয়ায়, 'অনধ্বনি' এই নিষেধটি সেস্থলে প্রবৃত্ত হয় নাই। ফলে চতুর্থী হইয়াছে পক্ষে দ্বিতীয়াও হইবে।

বার্তিককার **'আস্থিতপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ'** এইরূপ বার্তিক করিয়াছেন। এই বার্তিকের অনুসরণ করিয়াই দীক্ষিত বলিয়াছেন—'গন্ত্রাধিষ্ঠিতেঽধ্বন্যেবায়ং প্রতিষেধঃ'। পূর্বোক্ত বার্তিকে 'আস্থিত' শব্দের অর্থ সম্প্রাপ্ত। যাহা সম্প্রাপ্ত এইরূপ পথবিষয়েই 'অনধ্বনি' এই প্রতিষেধটি প্রযোজ্য হইবে। যাহা সম্প্রাপ্ত নয় এইরূপ পথবিষয়ে উক্ত নিষেধটি প্রবৃত্ত হইবে না। 'পন্থানং গচ্ছতি'—এস্থলে পথ গমনকর্তার দ্বারা সম্প্রাপ্ত বা অধিষ্ঠিত থাকায় চতুর্থী-বিভক্তির নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু 'উৎপথেন পথে গচ্ছতি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে পথ গমণকর্তার দ্বারা সম্প্রাপ্ত বা অধিষ্ঠিত নয়, সেইজন্য সেস্থলে উক্তনিষেধটি প্রবৃত্ত না হওয়ায় পথে চতুর্থী হইয়াছে। বার্তিককারের আশয় হইল এই যে এই সূত্রের 'অনধ্বনি' পদটির স্থানে 'অসম্প্রাপ্ত' এই পদটির পাঠ করা

উচিত। উহা পথের বিশেষণ নয়, সুতরাং পথই সম্প্রাপ্ত হইলে যে উক্ত নিষেধ প্রবৃত্ত হইবে এমন কথা নয়। কিন্তু পথব্যতীত অন্য বস্তুও যদি সম্প্রাপ্ত হয়, সেস্থলেও চতুর্থী-বিভক্তি নিষিদ্ধ হইবে। ফলে 'স্ত্রিয়ং গচ্ছতি'—এই প্রয়োগে স্ত্রীশব্দে চতুর্থী হইল না। উক্ত প্রয়োগে স্ত্রী সম্প্রাপ্তা ; সেইজন্য উহাতে চতুর্থী হয়না।

'অজাং গ্রামং নয়তি'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'নী' ধাতুর অর্থ গতি নয়, কিন্তু প্রাপণ অর্থ, সেইজন্য উক্তস্থলে চতুর্থী হয় নাই—ইহা তত্ত্ববোধিনীকার বলিয়াছেন। আক্ষেপের দ্বারা গতি অর্থের লাভ হইলেও ধাতুর অর্থ গতি নয়।

'গত্যর্থকর্মণি চতুর্থী বা চেষ্টায়ামনধ্বনি'—এই প্রকার সূত্র করিলেও কোন ক্ষতি হইত না। বিকল্পে চতুর্থী-বিভক্তির বিধানকরিলে যখন চতুর্থী হইবে না, তখন গতিরূপক্রিয়ার কর্মে 'কর্মণি-দ্বিতীয়া'—অনুসারে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে। এইভাবে 'গ্রামায় গ্রামং বা গচ্ছতি'—প্রভৃতি গত্যর্থধাতুর প্রয়োগে কর্মকারকে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী-বিভক্তি হওয়া সম্ভব। সুতরাং সূত্রকার যে 'দ্বিতীয়া' পদের গ্রহণ করিয়াছেন, উহা অপবাদবিষয়েও দ্বিতীয়া-বিভক্তিই যাহাতে হয়, তাহার জন্য। যেমন—'গ্রামং গন্তা'—ইত্যাদি কৃদন্তস্থলে 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' (২-৩-৬৫) অনুসারে 'কর্মণি দ্বিতীয়া' সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত দ্বিতীয়াকে বাধ করিয়া ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু এই সূত্রানুসারে দ্বিতীয়ার অপবাদস্বরূপ ষষ্ঠী-বিভক্তিকে বাধ করিয়া দ্বিতীয়া-বিভক্তিই হইবে—ইহা বৃত্তিকারের মত।

ভাষ্যকার সন্দর্শন-প্রার্থনা প্রভৃতি পূর্বোক্ত ক্রিয়ার ক্রিয়ান্তরকে কৃত্রিম কর্মস্বীকার করিয়া 'ক্রিয়াগ্রহণ বক্তব্যম্'—এই বার্তিকটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং যে যুক্তি অনুসারে বার্তিকের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সেই যুক্তি অনুসারেই এই সূত্রটিও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ভাষ্যকারের মতে 'গ্রামং গন্তা' ইত্যাদি কৃদন্তের প্রয়োগে কর্ম-ষষ্ঠীকে দ্বিতীয়া-বিভক্তি বাধ করিতে পারে না। বরং অপবাদস্বরূপ কর্ম-ষষ্ঠীর দ্বারা দ্বিতীয়া-বিভক্তিই বাধিত হইবে। ফলে তাঁহার মতে 'গ্রামস্য গন্তা' প্রয়োগই শুদ্ধরূপে পরিগণিত হইবে। সূত্রকার মতে 'গ্রামং গন্তা'—এই প্রয়োগটি শুদ্ধ হইলেও 'যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্' অনুসারে ভাষ্যকারের মতই গৃহীত হইবে।

তত্ত্ববোধিনীকার ভাষ্যকারের উক্ত বার্তিকও সূত্রের প্রত্যাখ্যানমূলক-যুক্তিকে প্রৌঢ়িবাদ বলিয়া সূত্রকারের মতই সমর্থনযোগ্য মনে করেন। আমরাও সম্প্রদানসূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি যে ভাষ্যকারের উক্ত বার্তিক ও এই সূত্রটির প্রত্যাখ্যানমূলক যুক্তিগুলি অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ৫৮৫॥

অপাদানকারক ও পঞ্চমীবিভক্তি

৫৮৬। ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্। (১-৪-২৪)।

অপায়ো বিশ্লেষস্তস্মিন্সাধ্যে ধ্রুবমবধিভূতং কারকমপাদানং স্যাৎ। ৫৮৬।

৫৮৭। অপাদানে পঞ্চমী। (২-৩-২৮)।

গ্রামাদায়াতি। ধাবতেঽশ্বাৎপততি। কারকং কিম্। বৃক্ষস্য পর্ণং পততি।

(১বা) জুগুপ্সাবিরামপ্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্। পাপাজ্জুগুপ্সতে। বিরমতি। ধর্মাৎপ্রমাদ্যতি। ৫৮৭।

অনুঃ—অপায়ের অর্থ বিভাগ, উহার হেতু যে ক্রিয়া সেই ক্রিয়ার অবধি-স্বরূপ কারকের অপাদান সংজ্ঞা হয়। ৫৮৬।

অনুঃ—অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 'গ্রামাদা যাতি'—গ্রাম হইতে আসিতেছে। 'ধাবতোঽশ্বাৎ পততি'—ছুটন্ত অশ্ব হইতে পড়িতেছে। কারক কেন? (বলা হইল) 'বৃক্ষস্য পর্ণং পততি'—বৃক্ষের পত্র পড়িতেছে। (বৃক্ষে যাহাতে অপাদান সংজ্ঞা না হয়।)

(১ বা) জুগুপ্সার্থক, বিরামার্থক ও প্রমাদার্থক ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে, যাহাকে ঘৃণা, যাহা হইতে বিরত এবং যাহাকে প্রমাদ করে—তাহাতে অপাদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। 'পাপাজ্জুগুপ্সতে'—পাপকে ঘৃণা করে।

'পাপাদ্বিরমতে'—পাপ হইতে বিরত হইতেছে; 'ধর্মাৎ প্রমাদ্যতি'—ধর্ম আচরণে প্রমাদ করে।

কাঃ—'ধ্রুব' শব্দের অর্থ স্থির।* 'ধ্রুবম্'—স্থিরম্। অপায়ের অর্থ বিভাগ ও বিভাগের জনকরূপ ক্রিয়া। যে ক্রিয়ার দ্বারা বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়াই হইল বিভাগের জনক বা উৎপাদন ব্যাপার—এইরূপ ব্যাপারের বাচক পত্, গম্ প্রভৃতি ধাতু। পূর্বোক্ত বিভাগোৎপাদক ব্যাপার কর্তায় আশ্রিত। অর্থাৎ কর্তৃগত পূর্বোক্ত ব্যাপাররূপ গতিবিশেষের দ্বারা বিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংযোগের মত বিভাগও দ্বিষ্ট অর্থাৎ দুইটিতে থাকে। কর্তার গতি-বিশেষরূপ ক্রিয়ার দ্বারা যে বিভাগ উৎপন্ন হয়, তাহা দুইটিতে থাকে—যাহা হইতে বিভক্ত হয় এবং যে বিভক্ত হয়। যেমন—'বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি'—বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে। এই বাক্যে পতন ক্রিয়ার অর্থ—গতি-বিশেষ বা বিভাগোৎপাদক ব্যাপার। পত্রের পূর্বোক্ত গতি-বিশেষের দ্বারা যে বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই বিভাগ পত্রে ও বৃক্ষে—উভয়েই থাকে; কিন্তু অপাদান-সংজ্ঞা কাহার হইবে? বৃক্ষের না পত্রের? যাহা ধ্রুব তাহার অপাদান সংজ্ঞা হইবে। 'পত্রে' পূর্বোক্ত গতি-বিশেষরূপে ক্রিয়া থাকায় উহা ধ্রুব নয়। উক্ত উদাহরণ-বাক্যের 'বৃক্ষে' গতি-বিশেষরূপে ক্রিয়া থাকে না; সুতরাং উহাই 'ধ্রুব' এবং এই ধ্রুবেরই অপাদান-সংজ্ঞা হইয়া থাকে। পত্, গম্ প্রভৃতি ধাতুর অর্থ গতি-বিশেষ। আর পূর্বোক্ত গতি-বিশেষের দ্বারা উৎপাদ্য যে বিভাগ সেই বিভাগের আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও

* 'ধ্রু' স্থৈর্যে—এই ধাতুর শেষে অচ্ প্রত্যয় করা হইলে 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ, (৭-৩-৮৪) অনুসারে উ-কারের ও-কার গুণ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু উহার কুটাদিগণে পাঠ থাকায় 'গাঙ্কুটাদিভ্যোঽঞ্ণিন্ঙিৎ' (১-২-১) অনুসারে কুটাদির পরবর্তী 'অচ্' প্রত্যয়ের ঙিত্ব-অতিদেশ হইয়া থাকে; ফলে 'ক্ঙিতি চ' (১-১-৫) অনুসারে গুণ হয় না। সেইজন্য 'অচিশ্নুধাতু'(৬-৪-৭৭) অনুসারে 'উবঙ্' আদেশ হইলে 'ধ্রুবম্' পদটি সিদ্ধ হয়। ধাতুপাঠে 'ধ্রুব'-স্থৈর্যে—এইরূপ পঠিত হইলে 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' (৩-১-১৩৫) অনুসারে 'ক' প্রত্যয় হওয়ায়, উহার কিত্ত্ববশতঃ উপরি প্রদর্শিত গুণনিষেধক সূত্র অনুসারে গুণের নিষেধ হইয়া থাকে। ফলে 'ধ্রুবম্' পদটীর সিদ্ধি হইয়া যায়।

পূর্বোক্ত গতি-বিশেষের যে আশ্রয় নয় তাহার অপাদান-সংজ্ঞা হইয়া থাকে। 'পত্', 'গম্' প্রভৃতি ধাতুগুলির প্রত্যেকটির দ্বারা গতি-বিশেষের প্রতীতি হয়। কিন্তু বাক্যে যে ধাতুর প্রয়োগ থাকিবে সেই ধাতুর দ্বারাই প্রতীয়মান গতি-বিশেষরূপ ব্যাপার গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং বাক্যে যে ধাতুর প্রয়োগ থাকিবে সেই প্রযুক্ত ধাতুর অর্থ—গতি-বিশেষরূপ ক্রিয়ার দ্বারা উৎপাদ্য-বিভাগের আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও যাহা পূর্বোক্ত গতি-বিশেষরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় নয়, তাহার অপাদান সংজ্ঞা হয়।

'বৃক্ষাৎ পত্রং পততি'—ইত্যাদি উদাহরণ বাক্যে বৃক্ষ, পতন-ক্রিয়ার দ্বারা উৎপাদ্য-বিভাগের আশ্রয় অথচ পতন-ক্রিয়ার আশ্রয় নয়ঃ সুতরাং উক্ত স্থলে বৃক্ষেরই অপাদান-সংজ্ঞা হয়, কিন্তু পত্র পতন-ক্রিয়ার আশ্রয় হওয়ায় উহার অপাদান-সংজ্ঞা হয় না।

প্রকৃত ধাত্বর্থ-ব্যাপারনাশ্রয়ত্বে সতি তজ্জন্য বিভাগাশ্রয়ত্বম্ ধ্রুবত্বম্—যে ধাতুর প্রয়োগ করা হয় সেই প্রযুক্ত ধাত্বর্থ-ব্যাপারের আশ্রয় নয় অথচ সেই ব্যাপারের দ্বারা উৎপাদ্য-বিভাগের যাহা আশ্রয় তাহাই ধ্রুবপদের অর্থ এবং উক্তরূপ ধ্রুবেরই অপাদান-সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বৃক্ষ হইতে বিভক্ত না হইয়াও উহার পত্র যদি ভূমিতে পতিত হয় সেস্থলের 'বৃক্ষস্য পর্ণং পততি'—এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে 'পত্' ধাতুর অর্থ 'অধোদেশঃ-সংযোগানুকূল ব্যাপারঃ'—অধোদেশের সহিত সংযোগের উৎপাদক ব্যাপার। সুতরাং বৃক্ষ হইতে পত্রের বিভাগ না থাকায় উহাতে অপাদান-সংজ্ঞা হয় না। এই সূত্রে ধ্রুবগ্রহণ না থাকিলে কর্তারও অপাদান-সংজ্ঞা হইয়া যাইত। 'রামঃ পচতি'—ইত্যাদিস্থলে কর্তৃসংজ্ঞার অবকাশ থাকায় উহার দ্বারা অপাদানসংজ্ঞা বাধিত হইতে পারে না, বরং এই অপাদানসংজ্ঞাই অবকাশশূন্য হইয়া কর্তৃসংজ্ঞার অপবাদরূপে বাধক হইবে। তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য 'ধ্রুব' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে।

'গ্রামাদায়াতি'—গ্রাম হইতে আসিতেছে এই উদাহরণবাক্যে আঙ্-পূর্বক 'যা' ধাতুর প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ আগমণক্রিয়া। আগমন-ক্রিয়ার দ্বারা যে গতি-বিশেষের প্রতীতি হয় তাহা হইল বিভাগপূর্বক উত্তর-দেশসংযোগস্বরূপ। গ্রাম হইতে আগমনের অর্থ—দেবদত্ত প্রভৃতি কর্তা যে গ্রাম হইতে আসিতেছে, তাহার সেই গ্রাম হইতে পূর্বে বিভাগ হয় এবং

উত্তরদেশ বা গ্রামান্তরের সহিত যাহাতে সংযোগ হইতে পারে সে তদনুকূল ব্যাপাব বা ক্রিয়া করিতে থাকে।

ধাবতোঽশ্বাৎ পতিতো (দেবদত্তঃ)—ধাবমান অশ্ব হইতে পতিত হইয়াছে—এই বাক্যের দ্বারা ধাবনক্রিয়াবিশিষ্ট অশ্ব হইতে দেবদত্তের পতন সম্পন্ন হইয়াছে। অশ্বে ধাবণক্রিয়া থাকিলেও 'পত্'-ধাত্বর্থ বিভাগোৎপাদক ব্যাপাররূপ ক্রিয়া উহাতে নাই। সুতরাং উহার অপাদানসংজ্ঞা হইতে বাধা নাই। কারণ অপাদানলক্ষণ-বাক্যে বিভাগোৎপাদক ক্রিয়ার আশ্রয় না হইয়া যদি বিভাগের আশ্রয় হয়, তাহাকে অপাদান বলা হইয়াছে। অশ্ব হইতে দেবদত্তের বিভাগ হওয়ার হেতু বা জনক ধাবনক্রিয়া নয়; কিন্তু পতনক্রিয়াই উহার হেতু।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'পর্বতাৎ পর্বতোঽশ্বাৎ পতিতো দেবদত্তঃ'—পর্বত হইতে পতনশীল অশ্ব হইতে দেবদত্ত পতিত হইয়াছে। এস্থলে 'পত্' ধাতুর অর্থ যে পতন-ক্রিয়া সেই ক্রিয়া হইতে উৎপাদ্য-বিভাগ অশ্বে থাকায় উহা পূর্বোক্ত লক্ষণ অনুসারে ধ্রুব নয়, সুতরাং উহার অপাদানসংজ্ঞা কি করিয়া হইবে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে উক্তস্থলে দুইটি বিভাগ আছে—একটি পর্বত হইতে অশ্বের বিভাগ এবং অশ্ব হইতে দেবদত্তের বিভাগ। পর্বত হইতে অশ্বের বিভাগহেতু পতনক্রিয়ার কর্তা অশ্ব এবং অশ্ব হইতে দেবদত্তের পতন ক্রিয়ার কর্তা দেবদত্ত। পর্বত হইতে অশ্বের পতনক্রিয়াজনিত যে বিভাগ তাহা পর্বতে থাকিলেও উহাতে পতনক্রিয়া না থাকায় উহার অপাদানসংজ্ঞা হইয়াছে এবং পতিত অশ্ব হইতে দেবদত্তের যে পতন হইয়াছে দেবদত্তের সেই পতনক্রিয়াজনিত বিভাগ অশ্বে থাকিলেও দেবদত্তের বিভাগোৎপাদক ব্যাপাররূপ পতনক্রিয়া অশ্বে নাই, সেইজন্য উহা ধ্রুব, সুতরাং উহার অপাদান সংজ্ঞা হইতে বাধা নাই। অপাদানের লক্ষণে 'তদতদ্‌বিভাগহেতুক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে সতি তদ্‌তদ্‌বিভাগাশ্রয়ত্বম্ অপাদানত্বম্'—সেই সেই বিভাগহেতু ক্রিয়ার আশ্রয় না হইয়া যাহা সেই সেই বিভাগের আশ্রয় তাহাই অপাদান। উক্ত বাক্যটির অর্থ হইবে পর্বতাবধিক পতনক্রিয়ার আশ্রয় যে অশ্ব সেই অশ্বই আবার অবধি যাহার এইরূপ পতনক্রিয়ার আশ্রয় দেবদত্ত। পঞ্চমীর অর্থ যে অবধি উহাতে অভেদ সম্বন্ধে প্রকৃতির অর্থ পর্বত প্রভৃতির অন্বয় হয় এবং

পঞ্চম্যর্থ যে অবধি উহার পতনক্রিয়াতে অন্বয় হইলে পূর্বোক্ত প্রকারে বোধ হইয়া থাকে। এবিষয়ে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

"অপায়ে যত্সানীং চলং বা যদি বা চলম্।
ধ্রুবমেবাতদাবেশাৎ তদ পাদানমুচ্যতে ॥
পততো ধ্রুব এবাশ্বো যস্মাদশ্বাৎ পতত্যসৌ।
তস্যাপ্যশ্বস্য পতনে কুড্যাদি ধ্রুবমুচ্যতে ॥"

বিভাগ থাকিলে অবধি সচল বা অচল হউক প্রযুক্ত ধাত্বর্থব্যাপারের আশ্রয় না হওয়ায় উহা ধ্রুব এবং সেই ধ্রুবকেই অপাদান বলা হয়। যেমন 'গ্রামাদায়াতি' ও ধাবতোঽশ্বাৎ পততি'—ইত্যাদিস্থলে গ্রাম ও ধাবমান অশ্ব যথাক্রমে অচল বা সচল অবধি হইলেও 'পত্' ধাত্বর্থ গতি-বিশেষের আশ্রয় না হইয়া পতন জনিত বিভাগের আশ্রয় হওয়ায় ধ্রুব এবং উহাই কর্তার পতনক্রিয়ার অপাদান।

প্রশ্ন হইতে পারে যে—'পর্বতাৎ-পতিতাদ্ অশ্বাৎ পতিতো দেবদত্তঃ' ইত্যাদিক্ষেত্রে 'অশ্বে' 'পত্' ধাতুর অর্থ পতনরূপব্যাপার এবং তজ্জনিত-বিভাগ দুই-ই আছে; সুতরাং পতিত অশ্বের অপাদান-সংজ্ঞা কি করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তরে দ্বিতীয় কারিকায় ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

যে অশ্ব হইতে দেবদত্ত প্রভৃতি পতিত হয়, সেই পতনশীল দেবদত্ত প্রভৃতির প্রতি অশ্বই ধ্রুব এবং সেই অশ্বেরও পতনে কুড্য পর্বত প্রভৃতিকে ধ্রুব বলিয়া গণ্য করা হয়। অর্থাৎ উক্ত উদাহরণ বাক্যে কেবল 'পত্ ধাতুরই প্রয়োগ থাকিলেও অশ্বের পতনহেতু ক্রিয়া পর্বতে নাই। সুতরাং দেবদত্তের পতনের প্রতি ধ্রুব অশ্ব এবং অশ্বপতনের প্রতি ধ্রুব পর্বত।

আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'পরস্পরমেষাবপসরতঃ—দুইটি মেষ পরস্পর অপসরণ করিতেছে—ইত্যাদিস্থলে অপসারণের কর্তাও মেষ এবং অবধিত-মেষ আবার উহাদের বিভাগও এক এবং সেই বিভাগের হেতুস্বরূপ অপসরণ ক্রিয়ারও আশ্রয় মেষ—এই অবস্থায় পরস্পর অপসরণ ক্রিয়ার অপাদান কি করিয়া হইতে পারে?

ইহার উত্তরে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

মেষান্তরক্রিয়াপেক্ষমবধিত্বং পৃথক্ পৃথক্।
মেষয়োঃ স্বক্রিয়াপেক্ষং কর্তৃত্বং চ পৃথক্ পৃথক্।

যেমন, নিশ্চল মেষ হইতে অপর একটি মেষ অপসরণ করিলে 'মেষান্ মেষোঽপসরতি'—এইরূপ প্রয়োগ হয়। তাহাতে নিশ্চল মেষে সচলমেষের বিভাগহেতু অপসরণ ক্রিয়া না থাকায় উহার অপাদান-সংজ্ঞা হইয়া থাকে। সেইরূপ দুইটি মেষ একটি অপর মেষ হইতে অপসরণ করিতেছে এই অবস্থাতেও দুইটি মেষের দুইটি অপসরণক্রিয়ার প্রতীতি হওয়ায়, একটি মেষের বিভাগ-হেতু অপসারণক্রিয়া অপরটিতে নাই; সেইজন্য একটির প্রতি অপরটি ধ্রুব। 'অপসরত.' এই দ্বিবচনের দ্বারা গতিদ্বয়ের প্রতীতি হইয়া থাকে। দুইটি মেষ একটি অপর হইতে অপসৃত হইতেছে। ইহাতে নিজের ক্রিয়ার অপেক্ষায় অপর মেষ অবধি আবার দুইটিই নিজ নিজ ক্রিয়ার অপেক্ষায় দুইটিই পৃথক্ পৃথগ্ভাবে কর্তা। যেমন ক-নামক মেষ ও খ-নামক মেষ দুইটি লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হইলে ক ও খ পরস্পর হইতে পশ্চাতে হটিয়া যায় সেই অবস্থায় এইরূপ উপরিউক্ত বাক্যের ব্যবহার করা হয়। পরস্পর শব্দের দ্বারা ক ও খ দুইটিকেই ধরা হয়। পরস্পর হইতে অপসৃত হয় বলিলে ক-মেষ খ-মেষ হইতে এবং খ-মেষ ক-মেষ হইতে অপসৃত হইতেছে ইহাই বুঝায়। উহাতে ক-এর বিভাগহেতু অপসরণ ক্রিয়া 'খ' মেষে নাই এবং 'খ' এর বিভাগহেতু অপসরণক্রিয়া 'ক' মেষে নাই। এইভাবে 'ক' মেষের অবধি 'খ' এবং 'খ' মেষের অবধি 'ক'। আবার 'ক'-এর অসপবণ-ক্রিয়ার কর্তা 'ক' মেষ এবং 'খ' এর অপসরণ-ক্রিয়ার কর্তাও 'খ' মেষ।

নাগেশ বলেন উক্তস্থলে অপসরণ ক্রিয়ার বাস্তবভেদ থাকিলেও ধাতুর দ্বারা ক্রিয়ার প্রতীতি হয়, উহাতে কোনো ভেদের প্রত্যয় হয় না। তিঙন্তের বচনভেদের দ্বারা ক্রিয়ার ভেদের প্রত্যয় হয় না; বরং কর্তা বা কর্মের ভেদ অবলম্বন করিয়াই তিঙন্তের দ্বিবচন বহুবচন ব্যবহার হইয়া থাকে—'নবৈ তিঙন্তান্যেকশেষারম্ভং প্রযোজয়ন্তি ক্রিয়ায়া একত্বাৎ'—এই ভাষ্য বাক্যের দ্বারাই উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। তাহা হইলে 'পরস্পরান্ অপসরতঃ' ইত্যাদিক্ষেত্রে কিভাবে 'পরস্পর' অবধি এবং দুইটি মেষই একই অপসরণক্রিয়ার কর্তা হইবে? ইহার উত্তরে নাগেশ বলেন যে উপাধিভেদে অবধি ও কর্তৃত্বের ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। 'আত্মানমাত্মনা বেত্তি'—ইত্যাদিস্থলে যেমন অন্তঃকরণাদি উপাধিভেদে আত্মভেদ স্বীকার করিয়া কর্তৃত্ব ও কর্মত্বের ভেদ স্বীকার করা হয় সেইরূপ এস্থলেও 'পরস্পর' এই শব্দরূপ

উপাধির ভেদবশতঃ ক্রিয়ার ভেদবশতঃ অবধিভেদ এবং 'মেষ' শব্দকৃত উপাধির ভেদবশতঃ কর্তৃত্বের ভেদ স্বীকার করিলে কোনও অনুপপত্তি থাকে না।

'অপায়' এর অর্থ বিভাগ। বিভাগ সম্বন্ধপূর্বক হইয়া থাকে; কিন্তু সেই সম্বন্ধ যে বাস্তবই হইবে এমন কোন কথা নয়। বুদ্ধি পরিকল্পিতও হইতে পারে। ভাষ্যকার বাস্তব ও বৌদ্ধ—দুই প্রকার অপায় স্বীকার করিয়া একমাত্র 'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্'—এই সূত্রটির দ্বারাই অন্যান্য অপাদানবিধায়ক সূত্র ও বার্তিকের উদাহরণগুলির সিদ্ধি হয়—ইহা বলিয়াছেন। এইজন্য 'জুগুপ্সাবিরামপ্রমাদার্থানাম্'—এই বার্তিক এবং পরবর্তী 'ভীত্রার্থানাম্' (১-৪-২৫) হইতে'ভুবঃ প্রভবঃ' (১-৪-৩১) পর্যন্ত সাতটি সূত্রের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ন্যাসকারও বলিয়াছেন পরবর্তী অপাদান বিধায়ক সূত্রগুলিও এই সূত্রেরই প্রপঞ্চস্বরূপ।

'অধর্মাদ্ জুগুপ্সতে বিরমতি'—ইত্যাদিস্থলে কারকসংপ্রাপ্তিরূপে বাস্তব অপায় না থাকিলেও বুদ্ধিপরিকল্পিত অপায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন কোন চিন্তাশীল ধার্মিক ব্যক্তি অধর্মকে দুঃখহেতু মনে করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এক্ষেত্রে অধর্মের সহিত পূর্বে মানসিক সম্বন্ধ হওয়ার পরেই উহাকে দুঃখের কারণ মনে করিয়া উহা হইতে বিরত হইয়া থাকে। 'ধর্মাৎ প্রমাদ্যতি' ইত্যাদিস্থলে যে নাস্তিক সে মনে করে ধর্মের দ্বারা কোন অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না, ইহার অনুধ্যান করা ঠিক নয়। এইভাবে বুদ্ধির দ্বারা উহার সহিত পূর্বে সম্বন্ধ হয় পরে উহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রমাদ করিতে থাকে।
৫৮৬ ॥ ৫৮৭ ॥

৫৮৮। ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ। (১-৪-২৫)।

ভয়ার্থানাং ত্রাণার্থানাং চ প্রয়োগে ভয়হেতুরপাদানং স্যাৎ। চোরাদ্ বিভেতি। চোরাত্ ত্রায়তে। ভয়হেতুঃ কিম্। অরণ্যে বিভেতি ত্রায়তেঽতি বা। ৫৮৮।

অনুঃ—ভয়ার্থ ও ত্রাণার্থ ধাতুর প্রয়োগ থাকিতে, যাহা ভয়ের হেতু তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। 'চোরাদ্ বিভেতি'—চোরকে ভয় করে।

'চোরাৎ ত্রায়তে'—চোর হইতে রক্ষা করে। ভয়হেতু কেন বলা হইয়াছে? অরণ্যে চোরাদ্ বিভেতি ত্রায়তে ইতি বা—অরণ্যে চোরকে ভয় করে অথবা চোর হইতে রক্ষা করে (এস্থলে অরণ্যেরও যাহাতে অপাদানসংজ্ঞা না হয়।)

কাঃ—ভীতির্ভীঃ, ত্রায়তে ইতি ত্রাঃ—সম্পদাদিগণে পাঠ থাকায় 'সম্পদাদিভ্যো ভাবে ক্বিপ্' অনুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'ভীঃ' ও 'ত্রাঃ পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভীশ্চ ত্রাশ্চ ভীত্রৌ তৌ অর্থৌ যেষাং তে ভীত্রার্থাঃ —ভীতি ও ত্রাণ অর্থ যাহাদের সেগুলি ভীত্রার্থক ধাতু। উহাদের প্রয়োগ থাকিলে ভয়ের যাহা হেতু বা কারণ তাহার অপাদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যেমন--চোরাদ্ বিভেতি'—এস্থলে ভয়ের কারণ চোর এবং 'চোরাৎ ত্রায়তে' এস্থলেও ভয়ের কারণ যে চোর তাহা হইতে রক্ষা করে।*

'কস্য বিভেতি—দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে'—সংগ্রামে জাতক্রোধ কাহাকে দেবতারাও ভয় করেন। রামায়ণের এই শ্লোকটিতে 'কস্য' পদটির সহিত 'সংযুগে' পদটির অন্বয় হওয়ায় উহা ভয়ের হেতু নয় বলিয়া উহার অপাদান সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞা-নিবন্ধন পঞ্চমী হয় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যে সংযুগেরই অপাদানসংজ্ঞা হইল না কেন? ইহার উত্তরে বলা হয় যে পরবর্তী অধিকরণসংজ্ঞার দ্বারা উহা বাধিত হওয়ার ফলে সংযুগের অপাদানসংজ্ঞা হয় নাই। আর যদি অধিকরণত্বের অবিবক্ষা করিয়া অপাদানত্বেরই বিবক্ষা করা হয় তাহা হইলে ইষ্টাপত্তিই বলা হইবে।

সূত্রে ভীত্রার্থের যদি উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে 'ব্যাঘ্রং পশ্যতি' ইত্যাদিস্থলেও অপাদানসংজ্ঞার প্রসক্তি হইবে। যদিও পরবর্তী কর্মসংজ্ঞার দ্বারা বাধিত হওয়ার ফলে ব্যাঘ্রের অপাদানসংজ্ঞা হইতে পারে না, তবুও

---

* ভয়ের অর্থ 'অনিষ্টজ্ঞান' এবং ত্রাণের অর্থ হইল অনিষ্টের প্রতিঘাত। ভয়ের হেতু বলিতে ভয়ের ও ত্রাণের যে অর্থ—অনিষ্টজ্ঞান ও অনিষ্ট প্রতিঘাত; উহাদের অংশবিশেষ—অনিষ্টের হেতু বুঝিতে হইবে। সুতরাং ত্রাণের যাহা হেতু, তাহাও ভয়ের হেতু। চোরকে ভয় করে অর্থাৎ চোরের যে অনিষ্টকারিতা, তাহা হইতে তাহাকে ভয় করে এবং চোর হইতে ত্রাণ করে—ইহার অর্থ চোরের দ্বারা যে অনিষ্ট হইবে, তাহা হইতে নিবৃত্তি করে। এই কারণেই সূত্রকার ত্রাণহেতুকেও ভয়হেতু বলিয়াছেন।

কর্মত্বের অবিবক্ষায় এবং শেষত্বের বিবক্ষায় ষষ্ঠীকেও বাধ করিয়া উক্ত স্থলে অপাদানের প্রসক্তি অনিবার্য তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য ভীত্রার্থ-পদ।

ভয়ের যাহা হেতু তাহারই অপাদান-সংজ্ঞা হয়—ইহা না বলিলে যাহা ভয়ের হেতু নয় তাহারও অপাদানসংজ্ঞার প্রসক্তি হইবে। তাহা যাহাতে না হয় সেইজন্য 'ভয়হেতুঃ' পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন—'অরণ্যে বিভেতি ত্রায়তে বা'—অরণ্যে ভয় করে বা রক্ষা করে। এস্থলে ভয়ের হেতু অরণ্য নয় কিন্তু চোর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি। 'অরণ্য'—যাহা ভয়ের হেতু নয় তাহারও অপাদানসংজ্ঞা যাহাতে না হয় তাহার জন্য সূত্রে ভয়হেতু পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, সেস্থলে পরবর্তি অধিকরণ-সংজ্ঞার দ্বারা বাধিত হওয়ায়, অপাদান-সংজ্ঞা হইবে কি করিয়া? উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে উক্ত সূত্রের ভয়হেতু পদের গ্রহণ চিন্তনীয়। আর কেহ বলেন যে কারকের শেষত্ব বিবক্ষায় অরণ্যে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে, ফলে 'অরণ্যস্য চোরাদ্ বিভেতি' এইরূপ প্রয়োগও অভীষ্ট বলিয়া গণ্য হয়।

যদি সূত্রে ভয়হেতুর গ্রহণ না থাকে তাহা হইলে ভয়ার্থক ও ত্রাণার্থক ধাতুর প্রয়োগ থাকিলেই ষষ্ঠীকে বাধ করিয়া অপাদানসংজ্ঞা ও তন্নিবন্ধন পঞ্চমী হইয়া যাইত। ফলে উক্ত ক্ষেত্রে 'অরণ্যস্য' পদের স্থলে অরণ্যাদ্ হইত। তাহা যাহাতে না হয় তাহার জন্যই ভয়হেতুর গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং ভয়ার্থক ও ত্রাণার্থক ধাতুর প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও 'অরণ্য' ভয়ের কারণ নয় বলিয়া উহাতে অপাদান-সংজ্ঞা হয় না।

'ব্যাঘ্রাৎ বিভেতি', 'চোরাৎ ত্রায়তে' ইত্যাদি প্রয়োগে হেতু অর্থে 'হেতৌ' (২-৩-২৩) সূত্র অনুসারে 'ব্যাঘ্র' ও 'চোর' শব্দে তৃতীয়া-বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া এই সূত্র অনুসারে উহাদের অপাদান-সংজ্ঞা এবং তৎপ্রযুক্ত অপাদানে পঞ্চমী হইয়া থাকে। সুতরাং তৃতীয়া-বিভক্তিকে বাধ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সূত্রটি রচিত হইয়াছে॥ ৫৮৮॥

৫৮৯। পরাজেরসোঢঃ। (১-৪-২৬)।

পরাজেঃ প্রয়োগেঽসহ্যোঽর্থোঽপাদানং স্যাত্। অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে। গ্লায়তী-ত্যর্থঃ। অসোঢঃ কিম্। শত্রূন্ পরাজয়তে। অভিভবতীত্যর্থঃ। ৫৮৯।

অনুঃ—পরাপূর্বক 'জি' ধাতুর যদি প্রয়োগ থাকে, তাহা হইলে যাহা গ্লানির বিষয় তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। 'অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে'—অধ্যয়নে গ্লানি বোধ করিতেছে। গ্লানির বিষয় যাহা, তাহার অপাদান-সংজ্ঞা হয়, ইহা না বলিলে 'শত্রূন্ পরাজয়তে'—শত্রুদিগকে পরাজিত করিতেছে—ইহাতেও অপাদান প্রসক্ত হইত। অভিভূত করিতেছে—ইহাই উহার অর্থ।

ক ঃ—পরা-জি শব্দটি পরাপূর্বক 'জি'-ধাতুর অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। অনুকরণ ও অনুকার্য দুইটির মধ্যে ভেদাভেদ স্বীকৃত হয় উহাদের কখন ভেদ বা কখন অভেদ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। উহাদের ভেদ স্বীকার করিলে যাহার অনুকরণ করা হইয়াছে, সেই অনুকার্যের বোধ হইয়া থাকে। এইজন্যই ইহাতে প্রাতিপাদিক সংজ্ঞা এবং বিভক্তি যোগ হয়।

পরা পূর্বক 'জি'-ধাতুর অর্থ গ্লানিবোধ করা ও অভিভূত করা। **'বিপরাভ্যাং জেঃ'** (১-৩-১৯) সূত্র অনুসারেই আত্মনেপদ হইয়া থাকে। প্রথম অর্থে অকর্মক এবং দ্বিতীয় অর্থে উহা সকর্মক। গ্লানির বিষয়ের অপাদান-সংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে বলিয়া, এই সূত্রে প্রথম অর্থটি গৃহীত হইয়াছে। 'অসোঢ়'—পদের অর্থ গ্লানির বিষয়। 'অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে'—অধ্যয়নকে অভিভব করিতে পারে না; সুতরাং গ্লানিবোধ করিতেছে অধ্যয়নসম্বন্ধিনীগ্লানি—এইরূপ সম্বন্ধে ষষ্ঠীবিভক্তির প্রাপ্তি ছিল উহাকে বাধ করাই এই সূত্রের উদ্দেশ্য।

'অসোঢ়ঃ' পদের গ্রহণ থাকায় গ্লানির বিষয় যে অধ্যয়ন, উহাতে অপাদানসংজ্ঞা করা হয়, কিন্তু যদি উক্ত পদটি না থাকে, তাহা হইলে অভিভব অর্থেও পরাপূর্বক 'জি'-ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে যাহাকে অভিভূত করা হয়, তাহার অপাদানসংজ্ঞার প্রসক্তি হইত; ফলে 'শত্রূন্ পরাজয়তে' বাক্যে শত্রু শব্দের অপাদান সংজ্ঞা ও তৎপ্রযুক্ত পঞ্চমী বিভক্তি হইত, তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য এই সূত্রে 'অসোঢ়ঃ' পদের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে পরবর্তি-কর্মসংজ্ঞার দ্বারা অপাদান সংজ্ঞা বাধিত হওয়ার ফলে উক্ত প্রত্যুদাহরণ বাক্যে 'শত্রূন্' পদে কর্মে দ্বিতীয়া হইবে। সুতরাং সূত্রস্থ উক্ত পদটির গ্রহণ করা ব্যর্থ নয় কেন? উত্তরে বক্তব্য যে এক্ষেত্রেও কর্মত্বের অবিবক্ষায় শেষত্বের বিবক্ষাবশতঃ প্রাপ্তষষ্ঠীকে বাধ করিয়া

অপাদানসংজ্ঞা প্রযুক্ত পঞ্চমী-বিভক্তি হইত, তাহা যাহাতে না হয় সেজন্য 'অসোঢ়ঃ' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। শেষত্বের বিবক্ষায় ষষ্ঠীবিভক্তিকে বাধ করাই এই সূত্রের উদ্দেশ্য।

'অসোঢঃ' * পদের অন্তর্গত 'সোঢ়ঃ' পদটি অতীতকালে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু সেইজন্য যে 'অধ্যয়নাৎ পরাজিতঃ' ইত্যাদি অতীতকালেই এই সূত্রটি প্রবৃত্ত হইবে—ইহা বলা ঠিক নয়; কারণ পদস্থ ক্ত প্রত্যয়ের অতীতকাল অর্থটি বিবক্ষিত নয়, সুতরাং বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ—তিনটি কালেই এই সূত্রটির প্রবৃত্তি অনস্বীকার্য, ফলে 'অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে', 'অধ্যয়নাৎ পরাজিতঃ' অধ্যয়নাৎ পরাজেষ্যতে—সর্বত্রই গ্লানিব বিষয়েই অপাদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ৫৮৯॥

৫৯০। বারণার্থানামীপ্সিতঃ। (১-৪-২৩)।

প্রবৃত্তিবিঘাতো বারণম্। বারণার্থানাং ধাতূনাং প্রয়োগে ঈপ্সিতোঽপাদানং স্যাত্। যবেভ্যো গাং বারয়তি। ঈপ্সিতঃ কিম্। যবেভ্যো গাং বারয়তি ক্ষেত্রে।

অনুঃ—প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়া বারণ। এই বারণার্থ ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে, ঈপ্সিত বস্তুর অপাদান-সংজ্ঞা হইয়া থাকে। 'যবেভ্যো গাং বারয়তি'—গরুকে যবক্ষেত্রে যাইতে বাধা দিতেছে। ঈপ্সিত কেন? (ঈপ্সিতের অপাদান-সংজ্ঞা হয়—ইহা কেন বলা হইয়াছে?) 'যবেভ্যো গাং বারয়তি ক্ষেত্রে' (ক্ষেত্রের সংজ্ঞা যাহাতে না হয়)।

* 'ষহ' মর্ষণে ধাতু। ষ-কারের ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ (৬-১-৬৪) স-কার। 'সহ্' এর শেষে ক্ত প্রত্যয়। 'সহ্-ত' এইরূপ অবস্থায় 'হোঢঃ' (৮-২-৩১) সূত্র অনুসারে হ-কারের স্থানে ঢ-কার 'সঢ্-ত' এইরূপ হইলে 'ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ' (৮-২-৪০) অনুসারে ত-কারের ধ-কার ও 'ষ্টুনাষ্টুঃ' (৮-১-৪১) অনুসারে ধ-কারের স্থানে ঢ-কার। 'সঢ্ঢ' এইরূপ দশায় 'ঢোঢেলোপঃ' (৮-৩-১৩) অনুসারে পূর্ব ঢ-কারের লোপ ও 'সহিবহোরোদবর্ণস্য' (৬-৩-১১২) অনুসারে স-কারের অ-কারের ও-কার হইলে 'সোঢ়ঃ' হইয়া থাকে, পরে নঞ্ সমাসে 'অসোঢ়ঃ' পদসিদ্ধ হয়।

কাঃ—প্রবৃত্তি-বিঘাত যাহাদের অর্থ এইরূপ বারণার্থক ধাতুর যদি প্রয়োগ থাকে তাহা হইলে যাহা ঈপ্সিত অর্থাৎ প্রাপ্তির ইচ্ছার বিষয় তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। যেমন 'যবেভ্যো গাং বারয়তি'—গরুকে যবক্ষেত প্রাপ্তি করার ইচ্ছা হইতে বিরত করিতেছে। ইহাতে যব হইল প্রাপ্তির ইচ্ছার বিষয়; সুতরাং উহাতে অপাদান-সংজ্ঞা এবং তৎপ্রযুক্ত পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়াছে। প্রবৃত্তি-বিঘাতের অর্থ ভক্ষণ-সংযোগ প্রভৃতির জনক যে ব্যাপার সেই ব্যাপারের অভাব-অনুকূল ব্যাপার। গরুতে যব-ভক্ষণের নিমিত্ত ব্যাপার থাকে—যব ভক্ষণ করিবার জন্য যে সব ব্যাপার করে, সেই ব্যাপারের অভাবের জন্য যে ব্যাপার উহা দেবদত্ত প্রভৃতি কর্তৃনিষ্ঠ। 'বৃঞ্ আবরণে'—এই চুরাদিগণীয় ধাতুরই অর্থ উক্তরূপ প্রবৃত্তি-বিঘাত। যবভক্ষণের জন্য গরুর প্রচেষ্টা এবং দেবদত্ত প্রভৃতি কর্তার চেষ্টা হইল যাহাতে গরু যব ভক্ষণ না করিতে পারে।

ঈপ্সিত শব্দের দুইটি অর্থ—রূঢ় ও যৌগিক। অভিপ্রেত অর্থে রূঢ় আর প্রাপ্তির ইচ্ছার বিষয় অর্থে যৌগিক। কর্মসংজ্ঞা-বিধায়ক সূত্রে এবং এই সূত্রে যৌগিক অর্থই গৃহীত হইয়াছে। ইচ্ছার্থক সন্ প্রত্যয়ান্ত 'আপ্' ধাতুর শেষে 'ক্ত'-প্রত্যয় করিয়া ঈপ্সিত শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। আপ ধাতুর অর্থ সম্বন্ধ এবং ক্ত-প্রত্যয়ের অর্থ বিষয়। সুতরাং সম্বন্ধেচ্ছার বিষয় হইল ঈপ্সিত পদের অর্থ। গরুতে যব-ভক্ষণের ইচ্ছা আছে এইজন্যই 'যব' হইল যব-ভক্ষণেচ্ছার বিষয়। ভক্ষণের অর্থ যবের সহিত কণ্ঠনালীর সংযোগ। সুতরাং ভক্ষণরূপ সম্বন্ধের ইচ্ছার বিষয় যব; সেইজন্য অপাদান-সংজ্ঞা হইয়াছে।

'কর্তুরীপ্সিত'—সূত্রে 'কর্তুঃ' ও 'তমপ্' এর গ্রহণ থাকার ফলে বাক্যে যে ধাতুর প্রয়োগ করা হয়, সেই ধাত্বর্থ-প্রধান ব্যাপারের দ্বারা উৎপাদ্য যে প্রধান ফল সেই ফলের আশ্রয়রূপে ইচ্ছার বিষয় গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই সূত্রে কর্তৃপদের উল্লেখ নাই এবং 'তমপ্' গ্রহণও নাই সেইজন্য কোনও একটি কর্তৃপদের অধ্যাহার করিয়া লইতে হইবে। সেই আক্ষিপ্ত বা অধ্যাহৃত কর্তা যে পূর্বোক্ত প্রধান-ব্যাপারের আশ্রয় হইবে এমন কোন কথা নয়; কিন্তু অপ্রধান ক্রিয়ার আশ্রয়ও হইতে পারে। সুতরাং অপ্রধান ব্যাপারাশ্রয় কর্তার ক্রিয়া হইতে জাত যে ফল সেই ফলের আশ্রয়রূপে ইচ্ছার বিষয়ই

ঈপ্সিতপদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। 'বারয়তি'—এই ক্রিয়ার কর্তা দেবদত্ত প্রভৃতিই উক্ত বাক্যের মুখ্য কর্তা এবং তাহার ব্যাপারই হইল মুখ্য ব্যাপার। চুরাদিগণীয় 'বৃ' ধাতুর যে অর্থ উহাই পূর্বোক্ত বাক্যের কর্তার ব্যাপার; তাহা হইল ভক্ষণ বা সংযোগের জনক ব্যাপারের অভাব-অনুকূল ব্যাপার। ইহাতে দুইটি ব্যাপার আছে, একটি ভক্ষণ বা সংযোগের নিমিত্ত-ব্যাপার এবং আর একটি হইল সেই প্রথম ব্যাপারের অভাব যাহাতে হয় তন্নিমিত্ত ব্যাপার। প্রথম ব্যাপারটি গরুতে থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যাপার, বাক্যের যে কর্তা দেবদত্ত প্রভৃতি তাহাতে থাকে। ব্যাপারজন্য ফলও দুইটি একটি ভক্ষণ বা সংযোগ এবং অপরটি সেই ভক্ষণ বা সংযোগের অভাব। এস্থলে ভক্ষণনিমিত্ত ব্যাপারের আশ্রয় গরু এবং তাহার ব্যাপারজন্য ফলাশ্রয়-রূপে ইচ্ছা যে যব আমার কণ্ঠবিবরের সঙ্গে সংযুক্ত হউক এই প্রকার ইচ্ছা, সেইরূপ ইচ্ছার বিষয় যব; সুতরাং যবের অপাদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে।

সারাংশ এই যে বারণের প্রথম ব্যাপারের ফলাশ্রয়রূপে ইচ্ছার বিষয় যাহা, তাহাতেই অপাদানসংজ্ঞা হয় এস্থলে প্রথম ব্যাপারের ফল ভক্ষণরূপ ফল এবং তদাশ্রয়রূপে ইচ্ছার বিষয় হইল যব; সুতরাং যবে অপাদান-সংজ্ঞা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ঈপ্সিত শব্দের পূর্বোক্ত যৌগিক অর্থ গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? ব্যবহার ক্ষেত্রে অভিপ্রেত অর্থে ইহার প্রয়োগ হয়; সেই অভিপ্রেতার্থে রূঢ় ঈপ্সিত পদের গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি?

ইহার উত্তরে ভাষ্যকারই বলিয়াছেন যে* যাহার যবের ক্ষেত. যে যবের প্রভু বা মালিক তাহার যব অভীপ্সিত হইতে পারে কিন্তু যাহার যব নয়, কিন্তু গরু নিজের আর যব অপরের, বরং গরুই তাহার অভীপ্সিত। দুইপ্রকার অভিপ্রায়েই 'যবেভ্যো গাং বারয়তি'—এই বাক্যের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথম হইল যে, যদি কাহারও যবক্ষেতে গরু প্রবেশ করিতে চায়, তখন সেই যবক্ষেতের মালিক গরুকে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়। দ্বিতীয় হইল এই যে অপরের যবের ক্ষেতে নিজের গরু প্রবেশ করিতে চায়,

* ভবেদ্ যস্য মাষা ন গাবঃ, তস্য মাষা ঈপ্সিতাঃ স্যুঃ যস্য তু খলু গাবো ন মাষাঃ, কথং তস্য মাষা ঈপ্সিতাঃ স্যুঃ? (মহাভাষ্য)

তখন সেই গরুর মালিক অপরের যবক্ষেতে গরু যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তদনুরূপ তাহার প্রবৃত্তিতে বাধা দেয়। প্রথম প্রকারে যব অভীপ্সিত কিন্তু যব এবং দ্বিতীয়প্রকারে গরুই অভীপ্সিত নয়, সেই অবস্থায় যবের অপাদানসংজ্ঞা হইতে পারে না। সুখের সাধন বা দুঃখনিবৃত্তির সাধন হইল ঈপ্সিত শব্দের অর্থ। যব অভীপ্সিত এই জন্য যে উহার দ্বারা সুখ হয় বা দুঃখ নিবৃত্তি হয়। যব-বিক্রয়ের দ্বারা যে অর্থাগম হয় তাহাতে তাহার সুখ হয় এবং দ্রারিদ্র্যজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি যবের মালিক নয়, তাহার ক্ষেত্রস্থ যবের দ্বারা কোন প্রকার সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি হয় না ; সেইজন্যই তাহার যব অভীপ্সিত নয়। বরং তাহার পক্ষে গরুই হইল অভীপ্সিত কারণ গরু যদি অপরের ক্ষেতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে, সেই ক্ষেত্রস্থ যব-ভক্ষণের দ্বারা গরুর শরীর পুষ্টিলাভ করিবে। তজ্জনিত ভাবি-সুখ-প্রাপ্তির জন্য গরুকে ক্ষেতে যাইতে বাধা দিতে পারে না।

পরকীয় যবের বিনাশসাধনের দ্বারা অধর্মের ভয় এবং যবস্বামী গোস্বামীকে দণ্ডও দিতে পাবে বলিয়া দণ্ডভয় থাকে সুতরাং অধর্ম, বন্ধন ও রাজদণ্ড—এই ত্রিবিধ ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যবের রক্ষা করা গোস্বামীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া যদি যবকে অভীপ্সিত রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে পরকীয় যবেও অপাদানসংজ্ঞা হইতে কোন বাধা নাই। এই প্রকারে যদি পূর্বোক্ত দোষের নিরসন করা হয়, তাহা হইলেও 'কূপাদন্ধং বারয়তি'—অন্ধকে কূপে যাইতে বাধা দিতেছে। 'অগ্নেঃ শিশুং বারয়তি'—শিশুকে অগ্নির কাছে যাইতে বাধা দিতেছে ইত্যাদি প্রয়োগে কোন প্রকারেও কূপ ও অগ্নির ঈপ্সিতত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ অন্ধের সহিত কূপের অথবা অগ্নির সহিত শিশুর সংযোগের ফলে কূপ ও অগ্নির বিনাশও হয় না এবং উহাতে রাজদণ্ডের ভয়ও নাই। সেইজন্য ঈপ্সিত পদের দ্বারা যৌগিক অর্থ গৃহীত হইয়াছে, ফলে পূর্বোক্ত আপ্তীচ্ছার বিষয়ই হইল ঈপ্সিত পদের অর্থ। উক্তস্থলে 'বারয়তি' এই ক্রিয়াজন্য ফলাশ্রয়ের ইচ্ছা থাকায় 'কূপ' ও 'অগ্নি' দুইটি ঈপ্সিত। সংযোগের জনক যে ব্যাপার সেই ব্যাপারের অভাব-অনুকূল ব্যাপার হইল বারয়তির অর্থ। অন্ধ ও শিশু প্রথম ব্যাপারের কর্তা এবং সেই প্রথমব্যাপারের দ্বারা উৎপাদ্য

ফল হইল সংযোগ সেই সংযোগরূপ ফলাশ্রয়ের ইচ্ছার বিষয় কূপ ও অগ্নি ; সুতরাং উহার অপাদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। কূপ ও অগ্নির সহিত অন্ধ ও শিশুর সংযোগ হয় না ; কিন্তু সংযোগ হওয়ার-পূর্বেই উহাদের বাধা দেওয়া হয় ; সুতরাং উহারা ফলাশ্রয় হউক—এই প্রকার ইচ্ছা অন্ধে ও শিশুতে থাকে, সেইজন্য উহারা ফলাশ্রয় বিষয়িণী ইচ্ছার উদ্দেশ্য বা বিষয়—এইভাবে বার্যমাণ যে অন্ধ বা শিশু তাহাদের ঈপ্সিত হইল কূপ ও অগ্নি। অথবা বারণার্থক-ধাতু-প্রতিপাদ্য-ব্যাপার-জন্য ফলের আশ্রয়ই ঈপ্সিত।

অন্ধ বা শিশুর ব্যাপার প্রযোজ্য সংযোগের প্রাগভাবরূপ ফলের আশ্রয় হওয়ায় কূপ ও অগ্নি ঈপ্সিত, ফলে উহাদেব অপাদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। এইভাবে বারয়িতারই ঈপ্সিত কূপ বা অগ্নি, কারণ বারণকর্তার উদ্দেশ্য অন্ধ বা শিশুকে কূপ বা অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইতে না দেওয়া—এই কারণেই উহাদের 'কর্তুরীপ্সিত—' সূত্র অনুসারে কর্মসংজ্ঞা হয় এবং উহাদের কূপ বা অগ্নির সহিত সংযোগ না হইলে সংযোগের প্রাগভাব যেমন অন্ধ বা শিশুতে থাকে, সেইরূপ কূপ ও অগ্নিতেও থাকে ;. সেইজন্য উহারাও ঈপ্সিত অতএব উহাদের অপাদানসংজ্ঞা হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বারণার্থক ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে দুইটি ব্যাপার থাকে। একটি কর্মের ও অপরটি কর্তার। প্রথমব্যাপারে 'যবেভ্যো গাং বারয়তি ক্ষেত্রে'—এই বাক্যে গরুর ভক্ষণের জনক ব্যাপারের দ্বারা উৎপাদ্য ফল ভক্ষণ—কণ্ঠনালীর সহিত যবসংযোগ, উহার আশ্রয়বিষয়ক ইচ্ছা গরুতে থাকে। যব কণ্ঠনালীর সহিত সংযুক্ত হউক, গরুতে এইরূপ ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার উদ্দেশ্য যব ; সুতরাং উহা ঈপ্সিত।

'কূপাদন্ধং বারয়তি', 'অগ্নেঃ শিশুঃ বারয়তি'—ইত্যাদিস্থলে কূপ ও অগ্নির সহিত সংযোগ-জনক ব্যাপারের অভাব অনুকূল ব্যাপার 'দেবদত্ত' প্রভৃতিতে থাকে ; কিন্তু সংযোগের জনক ব্যাপার অর্থাৎ কূপ বা অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য ব্যাপার অন্ধ ও শিশুতে থাকে। কারণ অন্ধ অথবা শিশুর কূপ বা অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য ব্যাপার করে। সেই ব্যাপারের দ্বারা উৎপাদ্য ফল হইল কূপসংযোগ বা অগ্নিসংযোগ উক্ত ফলের আশ্রয়-বিষয়ক ইচ্ছা, কূপ বা অগ্নির সহিত সংযোগ হউক এই প্রকার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছার উদ্দেশ্য কূপ বা অগ্নি, সেইজন্যই উহারা ঈপ্সিত। কিন্তু ইহা

কি সম্ভব ? অন্ধ কূপের সহিত সংযুক্ত হইবার ইচ্ছায় কি কূপে যাইবার জন্য প্রবৃত্ত হয় ? শিশুই বা কি অগ্নিতে জ্বলিবার জন্য প্রবৃত্ত হয় ? অন্ধ নিশ্চয়ই কূপকে কূপ মনে করিয়া উহার নিকটে যাইতে প্রবৃত্ত হয় নাই আর শিশুর অগ্নির অনিষ্টসাধনতা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় উহার সহিত সংযুক্ত হইবার প্রবৃত্তি হইযা থাকে। কিন্তু যদি আপ্তির ইচ্ছার বিষয় না হয়, তাহা হইলে কূপ ও অগ্নির অপাদানসংজ্ঞা হইবে কি করিয়া? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'যথৈবান্ধো ন্যত্রাপশ্যতা ঈপ্সা এবং কূপেঽপি'—যেমন অন্যত্র না দেখিয়াও অন্ধ গন্তব্যপথে যাইবার ইচ্ছা করে, সেইরূপ কূপেও যাইবার প্রবৃত্তি হইবে. যদি ঈপ্সা না থাকে তবে কোথাও প্রবৃত্তি হইবে না। ভাষ্যে ঈপ্সা না থাকিলে প্রবৃত্তি হইতে পাবে না—ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু কাহার প্রাপ্তিব ইচ্ছা ? নিশ্চয়ই অনিষ্ট বা অনভিপ্রেত বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছা কাহারও হয় না। এমন কে আছে যে এই বস্তুটি আমার অনিষ্টসাধক ইহা জানিয়াও তাহা পাইবার জন্য সমুদ্যত হয়। কূপের দিকে অগ্রসর হইলে অন্ধের পতন অনিবার্য—ইহা জানিয়াও কি উহার দিকে অগ্রসর হইতে অন্ধ সমুদ্যত হইবে ? শিশু অজ্ঞানী, অগ্নির অনিষ্ট-সাধনতা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান নাই। সেইজন্যই তাহার অগ্নিতে সংযুক্ত হইবার জন্য প্রবৃত্তি। কৈয়ট ও নাগেশ এ সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করেন নাই।

আমাদের মনে হয় যে অন্ধের কূপপ্রাপ্তির ইচ্ছা এবং শিশুর অগ্নি-প্রাপ্তিব ইচ্ছা ভ্রমবশতঃ হইয়া থাকে। সামনে কূপ আছে ইহা না জানিয়াই অন্ধের কূপের দিকে যাইবার প্রবৃত্তি হইয়াছে। শিশুরও অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইবার পবৃত্তি, অগ্নিকে অগ্নি মনে করিয়া নয়, কিন্তু অন্য কিছু মনোহর বস্তু মনে করিয়া। ভ্রান্তিবশতঃ প্রবৃত্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়—শুক্তিকাতে রজতভ্রমে মানুষের প্রবৃত্তি সুপরিজ্ঞাত।

যদি ভ্রান্তিবশতঃ কূপপ্রাপ্তির ইচ্ছা অন্ধে এবং অগ্নিপ্রাপ্তির ইচ্ছা শিশুতে থাকে বলিয়াই কূপ ও অগ্নি যথাক্রমে অন্ধ ও শিশুর ঈপ্সিত হয় তাহা হইলে এই সূত্রের ঈপ্সিত পদটিকে ব্যবহার প্রসিদ্ধ অভিপ্রেত অর্থের বোধক বলিয়া স্বীকার করিতে ক্ষতি কি ? ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সুস্পষ্ট বলিতে পারা যায় না যে ঈপ্সিত পদটি এস্থলে যৌগিকই গৃহীত হইবে কিন্তু রূঢ়ি গৃহীত হইবে না। কিন্তু কৈয়ট, হরদত্ত, নাগেশ প্রভৃতি

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে এই সূত্রে 'ঈপ্সিত' পদটি যৌগিক, কিন্তু রূঢ়ি নয়।

বাসুদেব দীক্ষিত বালমনোরমা টীকায় ঈপ্সিত পদের অভিপ্রেত অর্থই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—বস্তুতস্তু যব যদি পরকীয় হয় আর গরু যদি স্বকীয় বা নিজের হয় তাহা হইলেও যবই অভীপ্সিত। কারণ যবের বিনাশসাধনে অধর্ম হইবে। যবস্বামী গরুকে ধরিয়া বাঁধিবে এবং গোস্বামীকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবে—এই প্রকার অধর্ম, বন্ধন ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে—এই অধর্ম, বন্ধন ও রাজদণ্ড রূপ অনিষ্ট-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে পরকীয় যবকেই গোস্বামী রক্ষণীয়রূপে অভীপ্সিত বলিয়া মনে করে, সেইজন্য সেক্ষেত্রেও 'যবেভ্যো গাং বারয়তি'—প্রয়োগ হইতে পারে। অভীপ্সিত পরকীয় যবেরও অপাদানসংজ্ঞা হইতে কোনও বাধা নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যে 'কূপাদন্ধং বারয়তি', 'অগ্নেঃ শিশুং বারয়তি' প্রভৃতিস্থলে কূপ ও অগ্নিকে পূর্বোক্ত প্রকারেও কিভাবে অভীপ্সিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? অন্ধের সহিত সম্বন্ধ হইলে কূপের বিনাশও হয় না এবং রাজদণ্ডের ভয়ও নাই। এই প্রকার অগ্নির সহিত শিশুর সম্বন্ধ হইলে অগ্নিরও বিনাশ হয় না এবং উহাতে কোনরূপ রাজদণ্ডের ভয়ও নাই। সুতরাং উক্ত স্থলে কূপ বা অগ্নিকে ঈপ্সিত কিভাবে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে কূপ ও অগ্নি উহাদের ইষ্ট নয়; কিন্তু ইষ্ট বলিয়া মনে করে। কূপে ইষ্টবস্তুর ভ্রমবশত উহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় অন্ধের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং শিশুর ইষ্টবস্তুর ভ্রমে অগ্নি-প্রাপ্তির ইচ্ছায় প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং ইষ্টভ্রমে কূপ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অন্ধের এবং ইষ্টভ্রমে অগ্নিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শিশুর প্রবৃত্তি হইলে যদি উহাদের প্রবৃত্তি হইতে কেহ বিমুখ করে, সেই সময়ে এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ করা হয়—'কূপাদন্ধং বারয়তি দেবদত্তঃ', 'অগ্নেঃ শিশুং বারয়তি মাতা'—দেবদত্ত কূপ হইতে অন্ধকে প্রবৃত্তি বিমুখ করিতেছে, মাতা শিশুকে অগ্নি হইতে প্রবৃত্তি-বিমুখ করিতেছে ইত্যাদি। 'যবেভ্যো গাং বারয়তি' ইত্যাদি স্থলে গরুর ঈপ্সিত এবং 'কূপাদন্ধং বারয়তি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে বার্যমাণ অন্ধ প্রভৃতির ঈপ্সিত গৃহীত হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত বাক্যে বারয়তি ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকিলেও গো, অন্ধ শিশু

প্রভৃতি ঈপ্সিততমে পরবর্তিসূত্র **'কর্তুরীপ্সিত—'**অনুসারে কর্মসংজ্ঞাই হইয়া থাকে, কিন্তু অপাদানসংজ্ঞা হয় না। সেইজন্য তদ্‌বাচক শব্দে **'কর্মণি দ্বিতীয়া'** অনুসারে দ্বিতীয়া-বিভক্তিই হয়। যেগুলি কেবল ঈপ্সিত সেগুলিতে এই সূত্রটির অবকাশ আছে এবং বারণার্থ-ব্যতীত অন্যধাতুর-প্রয়োগ থাকিলে সেগুলিতে কর্তুরীপ্সিত সূত্রের অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু বারণার্থধাতুর প্রয়োগক্ষেত্রে ঈপ্সিততমকেও ঈপ্সিত * জ্ঞান করিয়া এই সূত্রটির প্রাপ্তি থাকিলে পরবর্তি কর্তুরীপ্সিত সূত্রের দ্বারা এই সূত্রটি বাধিত হইয়া থাকে।

এই সূত্রের ঈপ্সিতপদের গ্রহণ না করিলে অনীপ্সিতেরও বারণার্থক ধাতুর প্রয়োগে অপাদানসংজ্ঞা প্রসক্তি হইত, ফলে 'যবেভ্যো গাং বারয়তি ক্ষেত্রে'—এই বাক্যের অনীপ্সিত ক্ষেত্রেরও অপাদানসংজ্ঞা হইয়া যাইত।

প্রশ্ন হইতে পারে যে যাহা আধার নয় সেস্থলে বারণার্থক ধাতুর প্রয়োগে অপাদানসংজ্ঞার অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং ক্ষেত্র প্রভৃতি আধারের পরবর্তি **'আধারোঽধিকরণম্'** অনুসারে অপাদানসংজ্ঞাকে বাধ করিয়া অধিকরণসংজ্ঞা হইয়া যাইবে তাহার জন্য আর এই সূত্রে ঈপ্সিত পদের গ্রহণ কেন?

উত্তরে বক্তব্য এই যে অধিকরণের শেষত্ব বিবক্ষায় **'ষষ্ঠীশেষে'** (২-৩-৫০) অনুসারে ষষ্ঠী-বিভক্তি প্রাপ্ত ছিল উহাকেও বাধ করিয়া যাহাতে উক্তস্থলে অপাদানসংজ্ঞা না হয়, সেইজন্য উক্তসূত্রে ঈপ্সিত পদের গ্রহণ করা হইয়াছে।

সংশ্লেষপূর্বকই বিশ্লেষ হইয়া থাকে। যেখানে সংশ্লেষ বা বিভাগ হওয়া অসম্ভব। যবের সঙ্গে গরুর সংশ্লেষ ছিল না যে বিভাগ হইবে, এইরূপ সংশ্লেষ-পূর্বক বিশ্লেষ না থাকায় **'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্'**—অনুসারে উক্ত-স্থলে যবের অপাদানসংজ্ঞার সিদ্ধি হইতে পারেনা। সেক্ষেত্রেও যাহাতে অপাদানসংজ্ঞা হয়, সেইজন্য সূত্রকার পাণিনি এই সূত্রটির রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার উহারও বুদ্ধিকল্পিত অপাদানসংজ্ঞা স্বীকার করিয়া এই সূত্রটির প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যবক্ষেতে গরু প্রবেশ করিলে যবশস্যের

* গুরুতমকে গুরু বলিয়াই গণ্য করা হয়।

বিনাশ হইবে। ফলে অধর্ম ও রাজদণ্ড হইতে পারে—এইরূপ মনে করিয়া চিন্তাশীল মানুষ প্রথমেই যবাদির সহিত গরুর বুদ্ধিতেই সংশ্লেষ করাইয়া পরে বিভাগ করাইয়া থাকেন এই প্রকার বৌদ্ধসংশ্লেষ পূর্বক বিভাগ স্বীকার করিয়া এই সূত্রটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।* ॥ ৫৯০ ॥

৫৯১। অন্তর্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি। (১-৪-২৮)।

ব্যবধানে সতি যৎকর্তৃকস্যাত্মনো দর্শনস্যাভাবমিচ্ছতি তদপাদানং স্যাৎ। মাতুর্নিলীয়তে কৃষ্ণঃ। অন্তর্ধৌ কিম্। চৌরান্ন দিদৃক্ষতে। ইচ্ছাতিগ্রহণং কিম্। অদর্শনেচ্ছায়াং সত্যাং সত্যাপি দর্শনে যথা স্যাৎ।

অনুঃ—ব্যবধানের দ্বারা যৎকর্তৃক নিজের দর্শনের অভাব ইচ্ছা করে তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। 'মাতুর্নিলীয়তে কৃষ্ণঃ'—মাতা যাহাতে না দেখে, সেই ইচ্ছায় কৃষ্ণ আত্মগোপন করিতেছে। ব্যবধানের দ্বারা কেন? (বলা হইয়াছে?) "চৌরান্ ন দিদৃক্ষতে'—চোরকে দেখিতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছতি—ইচ্ছা করে, ইহা কেন? (বলা হইয়াছে) আমাকে সে না দেখে, এই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি সে দেখিয়া ফেলে সেক্ষেত্রেও যাহাতে উক্ত সংজ্ঞা হয়।

কাঃ—এই সূত্রের 'অন্তর্ধৌ' পদটি অন্তর্দ্ধি† শব্দের সপ্তমীর একবচনের রূপ। **'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্'** অনুসারে উহাতে সপ্তমী হইয়াছে। ন্যাসকার নিমিত্ত সপ্তমী বলিয়াছেন। 'অন্তর্দ্ধি' শব্দের অর্থ অন্তর্ধান—

* অয়মপি যোগঃ শক্যোঽবক্তুম্। কথং মাষেভ্যো গা বারয়তীতি? পশ্যত্যয়ং যদীমা গাবস্তত্র গচ্ছন্তি ধ্রুবং শস্যবিনাশঃ, শস্যবিনাশেঽধর্মশ্চৈব রাজভয়ং চ। স বুদ্ধ্যা সম্প্রাপ্য নিবর্তয়তি। তত্র 'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্' (১।৪।২৪) ইত্যেব সিদ্ধম্।

† অন্তর্ শব্দটির প্র, পরা প্রভৃতি প্রাদির মধ্যে পাঠ না থাকায় উহার উপসর্গসংজ্ঞা নাই। সেইজন্য বার্তিককার অন্তরশব্দস্যাঙ্ কি বিধিণত্বেষুপ-সংখ্যানম্'—এই বার্তিকের দ্বারা উহার উপসর্গসংজ্ঞার বিধান করিয়াছেন।

অন্য কর্তৃক স্বকর্মক দর্শনের অভাব অনুকূল ব্যবহিতদেশে স্থিতিরূপ ব্যাপার। অর্থাৎ অন্যে যাহাতে না দেখিতে পায়, সেইভাবে কোন প্রাচীর প্রভৃতি ব্যবহিতদেশে নিজেকে গোপন করা। এইরূপ অন্তর্ধানের বিষয়ে যৎকর্তৃক নিজের দর্শনের অভাব ইচ্ছা করে তাহাতে অপাদানসংজ্ঞা হয়, দীক্ষিত উহারই ফলিত অর্থ বলিয়াছেন 'ব্যবধানে সতি' ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'যেন' পদটিতে' কর্তায় তৃতীয়া-বিভক্তি হইয়াছে। যদিও '**কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি**' (২-৩-৬৫) সূত্র অনুসারে কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়া উচিত, কিন্তু পাণিনি তাহা করেন নাই ; সুতরাং উহা সৌত্র প্রয়োগ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'উভয় প্রাপ্তৌ কর্মণি' (২-৩-৬৬)—উভয়প্রাপ্তিস্থলে কর্মেই ষষ্ঠী হয় কিন্তু কর্তায় হয় না—এই নিয়ম অনুসারে উক্ত ক্ষেত্রে কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তৃতীয়া-বিভক্তি হইয়া থাকে—ইহা না বলিয়া 'যেন' এই পদটিকে সৌত্র-প্রয়োগ স্বীকার করার কারণ কি ? যেস্থলে কর্তায় ও কর্মে উভয়েই ষষ্ঠী-বিভক্তি প্রাপ্তি থাকে সেই স্থলেই উক্ত নিয়ম অনুসারে কর্মেই ষষ্ঠী হয়, কিন্তু কর্তায় হয় না—এইরূপ নিয়ম হইয়া থাকে। সূত্রে কেবল 'যেন' এইরূপ কর্তার প্রয়োগ আছে, কর্মের উল্লেখ নাই। সুতরাং কর্ম না থাকায় উহাতেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে এইরূপ নিয়ম কি করিয়া প্রবৃত্ত হইবে—এই প্রকার আশংকা অমূলক। কারণ সূত্রে কর্ম-পদের উল্লেখ না থাকিলেও 'আত্মনঃ' এই কর্মপদের অধ্যাহার হইয়া থাকে। 'অদর্শনম্' বলিলেই এইরূপ আশংকা হইয়া থাকে যে কাহার অদর্শন—কস্য অদর্শনম্ ? এই আকাঙ্ক্ষার শান্তি হয় 'আত্মনঃ' এই কর্মপদের অধ্যাহারের দ্বারা। সুতরাং অধ্যাহারলব্ধ 'আত্মনঃ' এই কর্ম থাকায় উপরিউক্ত নিয়মের দ্বারা কর্মেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে, কিন্তু কর্তায় নয়, এইরূপ বলা যাইতে পারে ; তবে 'যেন' এই পদটি সৌত্র প্রয়োগ কেন বলা হইয়াছে ?

ফলে 'উপসর্গে ঘোঃ কি' (৩-৩-৯২) অনুসারে অন্তর্, এই উপসর্গ পূর্বে থাকায় 'ধা' এই ঘু-সংজ্ঞক ধাতুর শেষে 'কি' প্রত্যয় হইলে 'অন্তর্ ধা-ই' এইরূপ অবস্থা হয়। পরে 'আতোলোপ ইটি চ'। অনুসারে 'ধা' এর আ-কার লোপ করিলে অন্তর্ধি হইয়াছে।

উহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যে বাক্যে কর্তা ও কর্ম এই দুইটির প্রয়োগ থাকে, সেইস্থলেই উপরিউক্ত নিয়মটি প্রবৃত্ত হয়। আর যে বাক্যে কর্তা ও কর্মের উল্লেখ নাই কিন্তু অধ্যাহার করিয়া কোনও একটির আনয়ন করা হয়। সেই ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম প্রবৃত্ত হয় না ইহা **'আত্মমানেখশ্চ'** (৩-২-৮৩) সূত্রের ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। সেইজন্য এইস্থলে উপরিউক্ত নিয়মের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ফলে কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তিরই প্রাপ্তি ছিল এই কারণে উহাতে যে কর্তায় তৃতীয়া-বিভক্তি করা হইয়াছে উহাকে সৌত্র-প্রয়োগ স্বীকার করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে উহার সাধুত্ব উপপাদন করা যায় না। হরদত্ত ও ন্যাসকার উভয়েই এক্ষেত্রে উক্ত নিয়মানুসারেই কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তির অস্বীকার করিয়াছেন।*

উদাহরণ—'মাতুর্নিলায়তে কৃষ্ণঃ'—কৃষ্ণ মাতৃকর্তৃক নিজের দর্শনের অভাব ইচ্ছা করিতেছে। মা যাহাতে না দেখে এই ইচ্ছায় কৃষ্ণ প্রাচীর প্রভৃতির আড়ালে ব্যবহিত হইয়া আত্মগোপন করিতেছে। এস্থলে কৃষ্ণে, মাতা যাহাতে তাহাকে না দেখে এইরূপ ইচ্ছা আছে সুতরাং মাতার অপাদানসংজ্ঞা হইয়াছে। নিলীয়তে—রূপটি নি পূর্বক লীঙ্ শ্লেষণে এই দিবাদিগণীয় ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এইভাবে 'শিষ্য উপাধ্যায়াদন্তর্ধত্তে'—শিষ্য উপাধ্যায় যাহাতে না দেখে এই ইচ্ছায় কোন ব্যবধানের দ্বারা আত্মগোপন করিতেছে।

এই সূত্রে অন্তর্ধৌ পদটির গ্রহণ না থাকিলে 'চৌরান্ন দিদৃক্ষতে'—চোরগণকে দেখিতে চায় না ইত্যাদি—স্থলেও চোরের অপাদানসংজ্ঞার প্রসক্তি হইবে। চোরকর্তৃক স্বকর্মক দর্শনাভাবের ইচ্ছায় চোরকে দেখিতে চায় না—ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। দেবদত্ত প্রভৃতি কর্তার চোর যাহাতে না দেখে—এইরূপ ইচ্ছা আছে এবং এই ইচ্ছায় সে চোরকে

---

* নমু চ দর্শনেন যোগাৎ 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' ইতি ষষ্ঠ্যা ভাব্যম্। উভয় প্রাপ্তৌ কর্মণ্যেবেতি নিয়মাৎ তৃতীয়া ভবিষ্যতি। কর্ম ত্বত্রাদর্শনস্যাত্মা। নন্বাত্মন ইতি ন শ্রূয়তে, মা শ্রাবিঃ, যেনাদর্শনিমিচ্ছতীত্যুক্তে কস্যেতৎ-পেক্ষায়ামাত্মন ইতি গম্যতে।—পদমঞ্জরী

ন্যাসও অনুরূপ বলিয়াছেন (দ্রষ্টব্য)

দেখিতে চায় না। কোন ব্যবধানের দ্বারা সে আত্মগোপনও করিতেছে না। এক্ষেত্রেও যাহাতে উক্ত সংজ্ঞা না হয়, সেইজন্য উপরিউক্ত পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে। 'অন্তর্ধৌ' পদটির গ্রহণ থাকায় কেবল নিজের দর্শনাভাবের ইচ্ছা থাকিলেই হইবে না। কিন্তু কোন প্রাচীর প্রভৃতি ব্যবধানের দ্বারা আত্মগোপন করিয়াই যদি এইরূপ ইচ্ছা থাকে যে চোর প্রভৃতি আমাকে না দেখে তাহা হইলেই উহাতে অপাদানসংজ্ঞা হইবে।

সূত্রস্থ 'ইচ্ছতি' পদের গ্রহণ করার প্রয়োজন হইল এই যে দর্শনাভাবের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি দর্শন হইয়া যায় তাহা হইলেও যাহাতে উপরিউক্ত উদাহরণে অপাদানসংজ্ঞা হয়। মা যাহাতে না দেখে—এই ইচ্ছায় কৃষ্ণ প্রাচীর প্রভৃতির আড়ালে লুকিয়ে আছে। কিন্তু যদি মা যশোদা দৈবাৎ কৃষ্ণকে দেখিয়া ফেলে তাহা হইলেও মাতার অপাদানসংজ্ঞা হইবে। 'ইচ্ছতি' পদের গ্রহণ না থাকিলে মা কৃষ্ণকে দেখিয়া ফেলিলে আর মাতার অপাদান-সংজ্ঞা হইবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'চোরান্ন দিদৃক্ষতে' ইত্যাদিস্থলে চোরের অপাদান-সংজ্ঞা নিরসনের জন্য উক্ত সূত্রে 'অন্তর্দ্ধি' পদ গ্রহণ বৃথাই করা হইয়াছে। কারণ উক্ত স্থলে পরবর্তী কর্মসংজ্ঞার দ্বারা বাধিত হওয়ায় অপাদানসংজ্ঞা হইতেই পারে না। সুতরাং 'অন্তর্দ্ধৌ' পদটি গ্রহণের প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে—পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে উক্ত স্থলেও কর্মত্বের অবিবক্ষায় শেষত্ব-বিবক্ষিত হইলে যাহাতে ষষ্ঠী-বিভক্তি না হয় সেইজন্য সূত্রে উক্ত পদটির গ্রহণ আবশ্যক। অন্যথা শেষত্বের বিবক্ষায় চোর পদে ষষ্ঠী-বিভক্তি প্রসক্ত হইত।

শব্দকৌস্তুভে ভট্টোজিদীক্ষিত উক্ত পদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নি। ন্যাসকারও উক্ত পদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না—

বিস্পষ্টার্থমন্তর্দ্ধিগ্রহণম্ পরত্বাৎ কর্মসংজ্ঞয়ৈব বাধিতত্বাৎ
চৌরানামিহাপাদানসংজ্ঞা ন ভবিষ্যতি। —(ন্যাস) ॥ ৫৯১ ॥

৫৯২ । আখ্যাতোপযোগে । (১-৪-২৯) ।

নিয়মপূর্বক বিদ্যাস্বীকারে বক্তা প্রাক্‌সংজ্ঞঃ স্যাৎ। উপাধ্যায়াদ-ধীতে। উপযোগে কিম্। নটস্যগাথাং শৃণোতি। ৫৯২।

অনুঃ—নিয়মপূর্বক বিদ্যাগ্রহণ বুঝাইলে বক্তার অপাদানসংজ্ঞা হয়। উপাধ্যায়াদধীতে—উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করিতেছে। উপযোগে কেন? (বলা হইয়াছে) 'নটস্য গাথাং শৃণোতি'—নট সম্বন্ধীয় গাথা শুনিতেছে। (এস্থলে যাহাতে অপাদানসংজ্ঞা না হয়)।

কাঃ—'উপযোগ' শব্দের অর্থ হইল নিয়মপূর্বক বিদ্যাগ্রহণ করা। এই অর্থেই উপযোগ শব্দটী রূঢ়। এইজন্যই বৃত্তিতে নিয়মপূর্বক বিদ্যা স্বীকার বুঝাইলে—ইহা বলা হইয়াছে? ভূমিতে শয়ন ভিক্ষাচরণ প্রভৃতি নিয়ম। (যাহা পূর্বে বিদ্যা-অধ্যয়নে পালিত হইত)। সেই ভিক্ষাচরণ প্রভৃতি নিয়ম পালনপূর্বক বিদ্যাগ্রহণ বুঝাইলেই এই সূত্র অনুসারে যে আখ্যাতা বা বক্তা, তাহারই অপাদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। যেমন 'উপাধ্যায়াদধীতে'—এই বাক্যে উপাধ্যায়ের অপাদানসংজ্ঞা হইয়াছে। ফলে অপাদানে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। উপেত্য 'অস্মাদধীতে'—যাহার কাছে আসিয়া বিদ্যাগ্রহণ করে এই অর্থে **'ইঙশ্চ'** (৩-৩-২১) অনুসারে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া উপাধ্যায় শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে অধ্যয়নের অর্থ হইল পূর্বোক্ত নিয়ম পালন করিয়া বিদ্যাস্বীকার করা। নিয়মপূর্বক বিদ্যাগ্রহণ বুঝাইলে সূত্রকার বক্তার অপাদানসংজ্ঞার বিধান করিয়াছেন। অধুনা পূর্বোক্ত নিয়ম পালিত না হইয়া কেবল বিদ্যাধ্যয়ন হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রেও সাদৃশ্যবশতঃ অধ্যয়নের আরোপ করিয়া 'শিক্ষকাদধীতে'—এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে।

সূত্রে উপযোগ পদ গৃহীত না হইলে যেস্থলে নিয়মপূর্বক বিদ্যাগ্রহণ বোঝায় না সেস্থলেও বক্তার অপাদানসংজ্ঞার প্রসক্তি হইবে। যেমন, 'নটস্য গাথাং শৃণোতি'—নটনিমিত্তে গাথা শুনিতেছে। এস্থলে নটের সহিত গাথার অন্বয় বিবক্ষিত নয়। কারণ নটের সহিত গাথার অন্বয় হইলে ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উহার ক্রিয়ার সহিত অন্বয় বিবক্ষিত। গীতাদি শ্রবণে 'নট' নিমিত্ত; সুতরাং উহাতে অপাদানসংজ্ঞা যাহাতে না হয়, সেইজন্যই উপযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে জ্বালারূপ জ্যোতির মত অবিচ্ছেদে উৎপদ্যমান জ্ঞানই শব্দরূপে উপাধ্যায়ের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্যের হৃদয়ে প্রবেশ

করে। সুতরাং বিশ্লেষরূপ অপায় থাকায় 'ধ্রুবমপায়ে'—সূত্র অনুসারেই এস্থলে অপাদানসংজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে। সেই সামান্য সূত্রেরই ইহা প্রপঞ্চস্বরূপ।* ॥ ৫২২ ॥

৫২৩। জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ (১-৪-৩০)।

জায়মানস্য হেতুরপাদানং স্যাৎ। ব্রহ্মণঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ॥

অনুঃ—যাহা উৎপন্ন হয় তাহার কারণের অপাদানসংজ্ঞা হয়। ব্রহ্মণঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে—ব্রহ্ম হইতে বিশ্বজনের উৎপত্তি হয়।

কাঃ—জননং জনিঃ—এইরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা 'জনি' শব্দের অর্থ উৎপত্তি। জনি প্রাদুর্ভাবে'—প্রাদুর্ভাব অর্থের বাচক্ জন্ ধাতুর শেষে ভাববাচে ইণজাদিভ্যঃ (বা, ৩-৩-১০৮) বার্তিক অনুসারে ইণ্ প্রত্যয় করিয়া 'জনি' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ইন্' প্রত্যয়ের 'ণ্' ইৎ যায়। সেইজন্য উহা ণিৎসংজ্ঞক। এই ণিৎ প্রত্যয় পরে থাকিতে 'অত উপাধায়াঃ (৭-২-১১৬) অনুসারে উপাধাস্বরূপ 'জ' এর অ-কারের বৃদ্ধি করিয়া আ-কার করা উচিত ছিল, কিন্তু 'জনিবধ্যোশ্চ' (৭-৩-৩৫) অনুসারে বৃদ্ধির নিষেধ হওয়ায় বৃদ্ধি হইল না। সেইজন্য 'জানি' না হইয়া 'জনি' হইয়াছে। 'জনিরুৎপত্তিস্তস্যাঃ কর্তা'—জনির অর্থ উৎপত্তি, উহার কর্তা এইরূপ অর্থে কর্তৃ শব্দের সহিত জনির শেষত্ব-বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি করিয়া সেই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত উহার তৎপুরুষ সমাস হয়। কিন্তু উৎপত্তিকর্মক কর্তা, এই অর্থে 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' (২-৩-৬৫) অনুসারে কর্মকারকে ষষ্ঠী-বিভক্তি করিয়া সেই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত কর্তৃপদের তৎপুরুষ হয় না। কারণ সেক্ষেত্রে 'তৃজকাভ্যাং কর্তরি' (২-২-১৫) অনুসারে কর্তায় তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত কর্তৃশব্দের সহিত ষষ্ঠী-সমাস নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে। সেইজন্য শেষষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত পদের সহিতই উহার তৎপুরুষ সমাস বাঞ্ছনীয়। 'জনি' উৎপত্তি বা জন্ম, উহার

* অয়মপি যোগঃ শক্যোঽবক্তুম্। কথমুপাধ্যায়াদধীত ইতি ? অপক্রামতি তস্মাত্তদধ্যয়নম্। যত্তপক্রামতি, কিং নাত্যন্তায়াপক্রামতি ? সন্ততত্বাৎ। অথবা জ্যোতির্বজ্ জ্ঞানানি ভবন্তি। —মহাভাষ্য।

কর্তা অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয় বা জায়মান, তাহার প্রকৃতি বা কারণের অপাদানসংজ্ঞা হয়।

ভট্ট প্রভৃতি মীমাংসকগণ মীমাংসার ব্যাকরণাধিকরণে 'জন' ধাতুর শেষে 'ইক্শ্তিপৌ ধাতুনির্দেশে' (৩-৩-১০৮ সূত্রীয় বার্তিক) অনুসারে 'ইক্' প্রত্যয় করিয়া নিম্নোক্ত তিনটি দোষের উদ্‌ভাবন করিয়াছেন এবং বৈয়াকরণের প্রতি তর্জন গর্জন করিয়াছে—তিনটি দোষ হইল এই (১) ইক্ প্রত্যয় হইলে 'গমহনজনখনঘসাংলোপঃক্ঙিত্যনঙি' (৬-৪-৯৮) অনুসারে জনের উপাধাস্বরূপ 'জ' এর অ-কার লোপ প্রসক্ত হইবে। (২) ধাতু নির্দেশ বুঝাইলে 'ইক্' প্রত্যয় হইয়া থাকে ; সুতরাং 'জনি'র অর্থ হইবে ধাতু। উহার সহিত কর্তৃ-পদের সমাস করিলে অর্থ হইবে 'জন্' ধাতুর কর্তা। কর্তা ধাতুর হয় না ; কিন্তু ক্রিয়ার হয়, সেইজন্য অর্থের অসঙ্গতি। (৩) সমাসের অনুপপত্তি 'তৃজকাভ্যাং কর্তরি' সূত্র অনুসারে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ নিষিদ্ধ হওয়ায় উক্ত পদে সমাসও হইতে পারে না।

এই সকল দোষের কোন অবকাশই থাকিতে পারে না। কারণ পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে 'ইণ্' প্রত্যয় করিয়া 'জনি' শব্দটির নিষ্পত্তি বৈয়াকরণ সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। ফলে উপরি উক্ত তিনটি দোষের কোনরূপ প্রসক্তিই নাই।

উক্ত সূত্রে প্রকৃতি শব্দের দ্বারা কারণ গৃহীত হইয়াছে। কারণ সাধারণতঃ দুই প্রকার উপাদান ও তদ্ভিন্ন সহকারি কারণ প্রভৃতি। উপাদান-কারণ যাহা কার্যের সহিত অভিন্নরূপে থাকে। যেমন, ঘটের প্রতি মৃৎপিণ্ড। ঘটে মৃত্তিকা অভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকে। যে মৃত্তিকাদ্বারা ঘট নির্মাণ করা হয়, সেই মৃত্তিকা-ঘটের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, যাহা হইতে উহাকে পৃথক্ করা যায় না। সেইজন্য 'মৃত্তিকা' ঘটের উপাদান কারণ। দ্বিতীয় প্রকার কারণ হইল যাহা কার্য হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে অথচ কার্যনির্মাণে সহায়ক হয়। যেমন ঘটের প্রতি চক্র দণ্ড প্রভৃতি। কুলাল প্রভৃতি নিমিত্তকারণও তদ্ভিন্ন কারণের অন্তর্গত।

কোন কোন বৈয়াকরণ আচার্য প্রথম মতের পক্ষপাতী এবং কোন কোন আচার্য দ্বিতীয় মতেরই পক্ষপাতী। বৃত্তিকারের মতে 'প্রকৃতি' শব্দের দ্বারা কারণমাত্রের গ্রহণ হইয়া থাকে। ফলে 'শৃঙ্গাচ্ছরো জায়তে' এবং

'পুত্রাৎ প্রমোদো জায়তে' ইত্যাদিস্থলে উপাদান ও তদ্ভিন্ন কারণেরও অপাদানসংজ্ঞা হয়। ভট্টোজি দীক্ষিতও পুর্বোক্ত দুই প্রকার কারণের গ্রহণ করার পক্ষপাতী। সেইজন্য উপাদান ও নিমিত্ত উভয় সাধারণ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন—'ব্রহ্মণঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে' ইত্যাদি। ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ সকল জগতের নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকৃত এবং অদ্বৈতবেদান্তের মতে মায়োপহিত চৈতন্যই ব্রহ্ম, সকল কার্যের উপাদানকারণরূপে অভ্যুপেত। এই দুই প্রকার কারণই সূত্রস্থ প্রকৃতি শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে—ইহা দীক্ষিতের অভিপ্রায়। সেইজন্য 'পুত্রাৎ প্রমোদো জায়তে'--পুত্রোৎপত্তিতে হর্ষ হয়। এস্থলে পুত্র প্রমোদের উপাদান কারণ না হইলেও উহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। প্রকৃতি শব্দের দ্বারা যদি কেবল উপাদান কারণেরই গ্রহণ অভীষ্ট হইত, তাহা হইলে 'পুত্রাৎ প্রমোদো জায়তে'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুত্রের অপাদানসংজ্ঞা হইত না।

ন্যাসকার উপরিউক্ত বৃত্তিকারের মতটিকে সমর্থন করিবার জন্য নিম্নোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—

'ধ্রুবমপায়ে—' সূত্র হইতে 'ধ্রুব' পদের অনুবর্তন হইতে পারে। 'ধ্রুব' পদের অর্থ 'অবধি'। এস্থলে উৎপত্তির কর্তার বা জায়মানের কারণ ব্যতীত অন্য কোন অবধি হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি গ্রহণ ব্যতীতই কারণের গ্রহণ হওয়া সম্ভব। পুনরায় প্রকৃতি গ্রহণের দ্বারা কারণমাত্রের গ্রহণ সূত্রকারের অভিপ্রেত; সুতরাং পূর্বোক্ত দুই প্রকার কারণই গৃহীত হইয়া থাকে।*

নাগেশের মতে প্রকৃতির অর্থ উপাদানকারণ। তিনি অনেক যুক্তির দ্বারা উহার সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু সকল যুক্তিই অদ্বৈতবেদান্ত মতানু-সারিণী। তাঁহার মতে 'পুত্রাৎ প্রমোদো জায়তে' ইত্যাদিস্থলে উপাদান-কারণের আরোপ করিয়া পুত্রের অপাদানসংজ্ঞা হইয়াছে।

---

* অথ প্রকৃতিগ্রহণং কিমর্থম্? যাবতা ধ্রুবমিত্যনুবর্ততে, 'ধ্রুবঞ্চাবধিভূতমিত্যুক্তম্', জনিকর্তুশ্চাবধিঃ কারণমেব ভবতি, তত্রান্তরেণ প্রকৃতিগ্রহণং প্রকৃতেরেব ভবিষ্যতি। নৈতদস্তি, পুত্রাৎ প্রমোদো জায়তে ইত্যাদৌ পুত্রাদেরপ্যপাদানসংজ্ঞা যথা স্যাদিত্যেবমর্থং প্রকৃতি গ্রহণম্।—ন্যাস।

আমাদের মতে আরোপ না করিয়া যাহাতে কার্যসিদ্ধি হয় এইরূপ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। কোন এক সম্প্রদায়ের পক্ষপাত করা বৈয়াকরণের উচিত নয়।

উৎপত্তির আশ্রয় যাহা অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হইতেছে তাহার হেতুর অপাদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। উৎপত্তি-অর্থের প্রত্যায়ক যে কোন ধাতুর প্রয়োগ থাকিলেই উৎপন্ন বস্তুর হেতুর অপাদান হয়। সুতরাং 'জন্' ধাতুর প্রয়োগ থাকিলেই হইবে,অন্যথা হইবে না—ইহা মনে করা উচিত নয়। সেইজন্য 'অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি'—ইত্যাদিস্থলে 'সম্ভবতি' ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও অপাদান হইয়াছে।

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্ ॥
(গোভিল গৃঃ সূঃ ২-৮-২১)। ৫৯৩॥

৫৯৪। ভুবঃ প্রভবঃ। (১-৪-৩১)।

ভবনং ভূঃ। ভুকর্তুঃ প্রভবস্তথা। হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি। তত্র প্রকাশত ইত্যর্থঃ। ল্যব্‌লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ ॥১বা.* প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে। আসনাৎ প্রেক্ষতে। প্রাদাসমারুহ্য আসনে উপবিশ্য প্রেক্ষত ইত্যর্থঃ। শ্বশুরাজ্জিহ্রেতি। শ্বশুরং বীক্ষ্যেত্যর্থঃ। গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তীনাং নিমিত্তম্ ॥২বা.* কস্মাত্ত্বং নদ্যাঃ॥ যতশ্চাধ্ব-কালনির্মাণং তত্র পঞ্চমী ॥৩বা* তদ্যুক্তাদধ্বনঃ প্রথমাসপ্তম্যৌ॥ কালাৎ সপ্তমী চ বক্তব্যা ॥৪বা.* বনাদ্‌গ্রামো যোজনং যোজনে বা। কার্তিক্যা আগ্রহায়ণী মাসে। ৫৯৪।

অনুঃ—'ভূ' অর্থাৎ ভবন বা হওয়া। যাহা যে স্থান হইতে প্রথম উপলব্ধ হয় সেই প্রভবস্থানের অপাদানসংজ্ঞা হয়। 'হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি'—হিমালয় হইতে গঙ্গা প্রথম উপলব্ধ হয়। হিমালয়ই গঙ্গার প্রথম প্রকাশস্থান—ইহাই তাৎপর্য।

(১ বা.) ল্যপ্-প্রত্যয়ান্তের অর্থ যদি প্রতীয়মান হয় অথচ বাচক শব্দের প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে কর্মকারকে ও অধিকরণ কারকে পঞ্চমী-বিভক্তি হয়। 'প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে', 'আসনাৎ প্রেক্ষতে'—প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দেখিতেছে, আসনে বসিয়া দেখিতেছে।

'শ্বশুরাজ্জিহ্রেতি'—শ্বশুরকে দেখিয়া লজ্জিত হইতেছে—ইহাই এই বাক্যের অর্থ।

(২ বা.) প্রতয়ীমান ক্রিয়াও কারকবিভক্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে। 'কুতস্ত্বম্'—তুমি কোথা হইতে? 'নদ্যাঃ'—নদী হইতে।

(৩ বা.) যে অবধিকে অবলম্বন করিয়া পথ বা সময়ের পরিমাণ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে তাহাতে পঞ্চমী-বিভক্তি হয়।

(৪ বা.) সেই পঞ্চম্যর্থের সহিত যুক্ত পথবাচক শব্দে প্রথমা ও সপ্তমী-বিভক্তি হয় এবং সময়বাচক শব্দে কেবল সপ্তমী হইয়া থাকে। 'বনাদ্ গ্রামো যোজনং যোজনে বা'—বন হইতে গ্রাম এক যোজন, কার্তিক্যা আগ্রহায়ণী মাসে—কার্তিকী পূর্ণিমা হইতে আগ্রহায়ণী পূর্ণিমা একমাস।

কাঃ—'ভুবঃ'—এই পদটি ভূ-শব্দের ষষ্ঠী-বিভক্তিতে গঠিত হইয়াছে। ভূ—এইটি ভূ-ধাতুর অনুকরণ নয়; কিন্তু পূর্ব সূত্রের সাহচর্যবশতঃ ইহা ভাবার্থক। ভাববাচ্যে প্রত্যয় না হইলে ভাবার্থের বোধ হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য 'ভবনং ভূঃ'—'হওয়া' এই অর্থে **'সম্পদাদিভ্যো ভাবে ক্বিপ্'** এই বার্তিক অনুসারে ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'ভূ'-শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ হইল, 'ভবন' বা 'হওয়া'। পূর্বসূত্র হইতে 'কর্তুঃ' পদের অনুবর্তন করা হয়। যদ্যপি সমাসবদ্ধপদ হইতে উহার কোন অংশের অনুবর্তন করা উচিত নয়, তথাপি স্বরিতত্বের প্রতিজ্ঞা থাকিলে তাহা করা যায়। সুতরাং ভবন বা হওয়ার যে কর্তা, তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়—ইহা সূত্রার্থ হইয়া থাকে। 'প্রভব' শব্দটি প্রভবতি অস্মিন্—যাহাতে প্রথম উপলব্ধ হয়—এই অর্থে প্র-পূর্বক ভূ-ধাতুর শেষে **'ঋদোরপ্'** (৩-৩-৫৭) অনুসারে অধিকরণে অপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং প্রভব শব্দের অর্থ হইল যেখানে প্রথমে উপলব্ধ হয় অর্থাৎ যেস্থানে প্রথম প্রকাশ পায় সেই স্থান।

প্রভবতি অস্মাৎ—যাহা হইতে উৎপন্ন হয়—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহার অর্থ উৎপাদক বা কারণ হইবে না। কারণ তাহা হইলে পূর্ববর্তী

সূত্র আর এই সূত্র—দুইটির অর্থ সমান হইয়া যায়। সমানার্থক দুইটি সূত্রের নির্মাণ করার কোন প্রয়োজন নাই। একটির দ্বারা অপরটির গতার্থ হওয়ার ফলে একটি সূত্রের নিরর্থকতা অনিবার্য। সেইজন্য এই সূত্রের 'প্রভবঃ' শব্দের অর্থ প্রথম প্রকাশ স্থান। 'জনি'র অর্থ—অভূত প্রাদুর্ভাব—যাহা ছিল না, তাহার উৎপত্তি আর প্রভব শব্দের অর্থ অন্যত্র সিদ্ধবস্তুর প্রথম উপলব্ধি—এইভাবে দুইটির অর্থ-ভেদ থাকার ফলে দুইটি সূত্রেরই পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজন আছে।

'হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি'—এই বাক্যের দ্বারা এইরূপ অর্থের বোধ হয় না যে হিমালয় হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হয়। কিন্তু উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে হিমালয়ে গঙ্গার প্রথম উপলব্ধি হয়। ধাতুর অনেকার্থতাবশতঃ এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। গঙ্গার প্রথম দর্শন হিমালয়েই হয়। সুতরাং হিমালয় গঙ্গার উৎপত্তিস্থান নয় কিন্তু উপলব্ধি স্থান। আর 'প্রভবতি' পদের অর্থ 'জায়তে' নয় কিন্তু প্রথমম্ উপলভ্যতে—প্রথমে উপলব্ধ হয়—এই অর্থ। হিমালয় গঙ্গার কারণ নয়, কিন্তু অন্যান্য কারণ হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে; হিমালয়ে কেবল উহার প্রথম উপলব্ধি বা প্রথম প্রকাশ—ইহাই তাৎপর্য। 'হিমবত' —এই পঞ্চম্যন্ত পদের অর্থ হিমবতি অর্থাৎ অধিকরণ অর্থে উহাতে পঞ্চমী হইয়াছে।

'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ'—এই সূত্র হইতে **'ভূবঃ প্রভবঃ'**—এই সূত্র পর্যন্ত সাতটি সূত্র এবং 'জুগুপ্সা—' ইত্যাদি বার্তিক ভাষ্যকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে—ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ভয়, ত্রাণ, পরাজয়, বারণ, অন্তর্দ্ধান প্রভৃতির বিশ্লেষপূর্বক নিবর্তন এবং অধ্যয়ন জনি ও প্রভবের অর্থ বিশ্লেষপূর্বক নিঃসরণ। বিশ্লেষও বুদ্ধিপরিকল্পিত স্বীকার করিয়া উপরিউক্ত সাতটি সূত্র এবং বার্তিকের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে নিবৃত্তি-নিঃসরণাদি ধাত্বন্তরার্থ বিশিষ্ট স্বার্থে শক্তি স্বীকার করিয়া কোনরকমে প্রদর্শিত উদাহরণগুলির সমর্থন করা যাইলেও উক্ত ধাতুগুলির মুখ্যার্থ-স্বীকার করা হইলে—'নটস্য গাথাং শৃণোতি' ইত্যাদি প্রয়োগের মত 'উপাধ্যায়স্য অধীতে'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে না কেন? উপরিউক্ত সাতটি সূত্রই কারকের শেষত্ব-বিবক্ষায় প্রাপ্ত ষষ্ঠী-বিভক্তিকে বাধ করিয়া থাকে। যদি উহাদের প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহা হইল 'নটস্য

গাথাং শৃণোতি' ইত্যাদি প্রয়োগে যেমন ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে। সেইরূপ উক্ত উদাহরণগুলিতে শেষত্ব-বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে না কেন? ব্যাপারাংশে এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই যাহাতে বলা যাইতে পারে যে উক্ত প্রয়োগে ষষ্ঠী হইবে, আর এই প্রয়োগ হইবে না। সুতরাং উক্ত উদাহরণ-গুলিতে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রসক্তি অনিবার্য। সকলক্ষেত্রেই অনভিধানরূপ ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যাহা ভয়হেতু বা অসোঢ় নয় তাহাতে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াই থাকে।

(১ বা,) ল্যপ্ * প্রত্যয়ান্ত পদের লোপ (অদর্শন) অর্থাৎ অপ্রয়োগ থাকিলে ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত পদের অন্তর্গত যে ধাতু সেই ধাত্বর্থ-ক্রিয়ার কর্মকারকে ও অধিকরণকারকে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে। যেমন 'প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে' ইহা কর্মকারকে পঞ্চমী-বিভক্তির উদাহরণ। এই বাক্যে আরুহ্য এই ল্যপ্-প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগ নাই অথচ প্রসঙ্গতঃ উহার প্রতীতি হইয়া থাকে। সেইজন্য সেই প্রতীয়মান আরুহ্য এই ল্যবন্তক্রিয়ার কর্মকারক যে প্রাসাদ উহাতে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়াছে।

'আসনাৎ প্রেক্ষতে' ইহা অধিকরণে পঞ্চমী-বিভক্তি হওয়ার উদাহরণ। ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ নাই অথচ প্রসঙ্গতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রতীয়মান 'উপবিশ্য' এই ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বারা উপস্থিত ক্রিয়ার স্বাশ্রয় কর্তার অধিকরণ যে আসন উহাতে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়াছে। 'প্রাসাদৎ প্রেক্ষতে' ইত্যাদি প্রয়োগেও **'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্'** এই সূত্রের সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া ভাষ্যকার ল্যব্লোপে এই বার্তিকের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাসাদের উক্ত সূত্র অনুসারেই অপাদানসংজ্ঞা

---

* উক্ত বার্তিকে 'ল্যপ্' এর দ্বারা উহার অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে—ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত অথবা উহার সমানার্থক প্রত্যয়ান্ত পদ যদি প্রযুক্ত না হইয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে সেই প্রতীয়মান ল্যপ্ অথবা উহার সমানার্থক প্রত্যয় যাহার শেষে আছে, সেই ধাত্বর্থ ক্রিয়ার কর্মকারকে ও অধিকরণে পঞ্চমী-বিভক্তি হয়। যেমন 'আসনে উপবিশ্য ভুঙ্ক্তে' এই অর্থে 'আসনাদ্ ভুঙ্ক্তে' হয়; সেইরূপ 'আসনে স্থিত্বা ভুঙ্ক্তে' আসনে স্থিত হইয়া ভোজন করে—এই অর্থেও উক্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে।

হইয়াছে। বিষয়গ্রাহিণী নয়নরশ্মি সূর্যরশ্মির ন্যায় প্রাসাদদেশস্থ পুরুষের নয়ন হইতে নির্গত হইয়া বিষয়দেশ পর্যন্ত ধায়, এই জন্যই উহাতে অপাদান সংজ্ঞা হইবে। 'আসনাদ্‌ভুঙ্‌ক্তে' 'শ্বশুরাজ্জিহেতি'—ইত্যাদি প্রয়োগ ভাষ্যকারের মতে অভীষ্ট নয়—ইহাই বলিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে উপরিউক্ত বাক্যগুলিতে কোন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ নাই অথচ কর্ম ও অধিকরণকারকে অপাদানসংজ্ঞা হইয়াছে, ইহা কি করিয়া সম্ভব ?

ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে (২বা.) প্রতীয়মান ক্রিয়াও কারকবিভক্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে। যে ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়াছে সেই প্রযুজ্যমান ক্রিয়াই যে কারকবিভক্তির নিমিত্ত হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। প্রযুজ্যমান হউক অথবা গম্যমান হউক যে কোন ক্রিয়াই কারকবিভক্তিতে নিমিত্ত হইয়া থাকে। যেমন 'কুতস্ত্বম্'—তুমি কোথা হইতে ? এইক্ষেত্রে কোন ক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয় নাই। কিন্তু 'আগতোঽসি'—এসেছ—এই ক্রিয়ার প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন প্রশ্নবাক্যে কোনও ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই সেইরূপ 'নদ্যাঃ'—নদী হইতে—এই উত্তরবাক্যেও কোন ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই। এক্ষেত্রেও 'আগতোঽস্মি' এই ক্রিয়াপদের প্রতীতি হইয়া থাকে। এইভাবে প্রশ্নবাক্যে ও উত্তরবাক্যে যথাক্রমে 'আগতোঽসি' ও 'আগতোঽস্মি' ক্রিয়ার অপেক্ষায় 'কুতঃ' ও 'নদ্যাঃ' দুইটিতেই অপাদানসংজ্ঞা হওয়ার ফলে পঞ্চমীর 'পঞ্চম্যাস্ তসিল্' (৫-৩-৭) অনুসারে 'তসিল্' প্রত্যয় হইয়াছে আর 'নদ্যাঃ' ইহা নদী শব্দের পঞ্চমী-বিভক্তির রূপ।

(৩বা.) 'যতঃ' এই পদটিতে তৃতীয়ার অর্থে 'তসিল্' প্রত্যয় হইয়াছে। যে অবধির দ্বারা পথের বা কালের পরিচ্ছেদ বা ইয়ত্তার প্রতীতি হয়, সেই পথবাচক বা কালবাচক শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তি হয় এবং সেই পঞ্চম্যন্ত পদের দ্বারা যুক্ত পথ বাচক শব্দে প্রথমা ও সপ্তমী-বিভক্তি হইয়া থাকে।

(৪বা.) পঞ্চম্যন্ত পদযুক্ত কালবাচকশব্দে কেবল সপ্তমী-বিভক্তিই হয়। যেমন—'বনাদ্ গ্রামো যোজনং যোজনে বা' এই বাক্যে যোজনাত্মক অধ্বপরিমাণ বনরূপ অবধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কারণ কোথা হইতে গ্রাম পর্যন্ত পথের পরিমাণ যোজন ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা শান্তির জন্য 'বনাৎ' বন হইতে এই অবধির প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং বনই হইল যোজনাত্মক

পথ-পরিমাণের পরিচ্ছেদক। উক্তবাক্যে অবধিত্বের প্রতীতি থাকাসত্ত্বেও বিশ্লেষ নাই। সেইজন্য 'ধ্রুবমপায়ে—'সূত্রের দ্বারা উহার অপাদানসংজ্ঞাব প্রাপ্তি ছিলনা, এই কারণেই এই বার্তিকটির রচনা করা হইয়াছে।

'কার্তিক্যা অগ্রহায়ণীমাসে'—এই বাক্যেও মাসাত্মক কালপরিমাণ কার্তিকীপৌর্ণমাসীর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কোথা হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা শান্তির জন্য কোন একটি অবধির অপেক্ষা রহিয়াছে, * সেই অবধি হইল কার্তিকী পূর্ণিমা। ৫৯৪ ॥

---

* মহাভাষ্যে 'অপাদানে পঞ্চমী' (২-৩-২৮) এই পঞ্চমী-বিধায়কসূত্রের অন্তর্গত এটি বার্তিক-পঠিত হইয়াছে—

(১) পঞ্চমী-বিধানে ল্যব্লোপে কমণ্যপসংখ্যানম্।

(২) অধিকরণে চ।

(৩) প্রশ্নাখ্যানয়োশ্চ।

(৪) যতশ্চাধ্বকালনির্মাণম্।

(৫) তদ্যুক্তাৎকালে সপ্তমী।

(৬) অধ্বনঃ প্রথমা চ।

কাশিকাবৃত্তিতেও মহাভাষ্যের অনুসরণে অনুরূপভাবেই উপরিউক্ত ৬টি বার্তিকের পাঠ করা হইয়াছে। ভট্টোজিদীক্ষিত অপাদানসংজ্ঞার প্রকরণে উক্ত বার্তিকগুলির পাঠ করিয়াছেন; তাহাও অবিকলভাবে নয়; কিন্তু অন্যরূপে চারিটিতে পরিণত করিয়া। তৃতীয় বার্তিকটির অবিকলরূপে পাঠ না করিয়া 'গম্যমানাপিক্রিয়া'—ইত্যাদি বচনরূপে পাঠ করা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্তিকটিকে একটি বার্তিকে পরিণত করা হইয়াছে। অপাদানসংজ্ঞার প্রকরণে পঠিত হওয়ার ফলে উপরিউক্ত বার্তিকগুলি অপাদানসংজ্ঞার বিধায়ক অথবা পঞ্চমী-বিভক্তির বিধায়ক'—ইহাতে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। মহাভাষ্যে যেরূপ আছে ঠিক সেইরূপেই উক্ত বার্তিকগুলির পাঠ করা উচিত, কিন্তু দীক্ষিত তাহা কেন করেন নাই, ইহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন।

৫৯৫। অন্যারাদিতরর্তে দিক্‌শব্দাঞ্চূত্তরপদাজাহিযুক্তে।
(২-৩-২৯)।

এতৈর্যোগে পঞ্চমীস্যাৎ। অন্য ইত্যর্থগ্রহণম্। ইতরগ্রহণং প্রপঞ্চার্থম্। অন্যোভিন্ন ইতরো বা কৃষ্ণাৎ। আরাদ্বনাৎ। ঋতে কৃষ্ণাৎ। পূর্বো গ্রামাৎ। দিশি দৃষ্টঃ শব্দো দিক্‌শব্দঃ। তেন সম্প্রতি দেশকালবৃত্তিনা যোগেঽপি ভবতি। চৈত্রাৎপূর্বো ফাল্গুনঃ। অবায়ববাচিযোগে তু ন। তস্য পরমাম্রেড়িতম্ ৮৩' ইতি নির্দেশাৎ। পূর্বং কায়স্য। অঞ্চূত্তরপদস্য তু দিক্‌শব্দত্বেঽপি 'ষষ্ঠ্যতসর্থ—৬০১' ইতি ষষ্ঠীং বাধিতুং পৃথগ্‌গ্রহণম্। প্রাক্ প্রত্যগ্বা গ্রামাৎ। আচ্, দক্ষিণা গ্রামাৎ। আহি, দক্ষিণাহি গ্রামাৎ। 'অপাদানে পঞ্চমী ৫৮৭' ইতি সূত্রে কার্তিক্যা প্রভৃতীতি ভাষ্যপ্রয়োগাৎ প্রভৃত্যর্থযোগে। পঞ্চমী। ভবৎ প্রভৃতি আরভ্য বা সেব্যো হরিঃ। অপপরিবহিঃ—৬৬৬' ইতি সমাসবিধানজ্ঞাপকাদ্বহির্যোগে পঞ্চমী। গ্রামাদ্বহিঃ॥ ৫৯৫॥

অনু:—অন্য, আরাৎ, ইতর, ঋতে, দিক্‌শব্দ, অঞ্চূত্তরপদ, আচ্, আহি —এইগুলির সহিত যোগ থাকিলে পঞ্চমী-বিভক্তি হয়। অন্য-শব্দের দ্বারা উহার অর্থের গ্রহণ হয়। ইহারই বিস্তারের জন্য ইতর শব্দের গ্রহণ। 'অন্যো ভিন্ন ইতরো বা কৃষ্ণাৎ'—কৃষ্ণ হইতে অন্য, কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন, কৃষ্ণ হইতে ইতর ইত্যাদি। 'আরাদ্ বনাৎ'—বনের দূরে অথবা নিকটে, 'ঋতে কৃষ্ণাৎ'—কৃষ্ণ ব্যতীত, 'পূর্বোগ্রামাৎ'—গ্রামের পূর্বে, দিক্ অর্থে প্রসিদ্ধ যে শব্দ তাহা দিক্‌শব্দ, সুতরাং সম্প্রতি দেশ ও কাল অর্থে প্রযুক্ত হইলেও উহার যোগে পঞ্চমী হইয়া থাকে। 'চৈত্রাৎ পূর্বো ফাল্গুনঃ' চৈত্রের পূর্বে ফাল্গুন মাস। অবয়ব বাচকশব্দের যোগে পঞ্চমী হয় না, 'তস্য পরমাম্রেড়িতম্' (৮-১-২) ইত্যাদি নির্দেশবশতঃ। 'পূর্বং কায়স্য'—শরীরের পূর্ব (অংশ), অঞ্চূত্তরপদের দিক্‌শব্দ হওয়া সত্বেও 'ষষ্ঠ্যতসর্থ'—৬০৯' এই ষষ্ঠী-বিভক্তিকে বাধ করিবার জন্য উহার পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রাক্-প্রত্যক বা গ্রামাৎ'—গ্রামের পূর্ব অথবা পশ্চিম। আচ্—দক্ষিণা-গ্রামাৎ—গ্রামের দক্ষিণে ; আহি—দক্ষিণাহি গ্রামাৎ—গ্রামের দক্ষিণে। 'অপাদানে পঞ্চমী (৫১৭) এই সূত্রে 'কার্তিক্যাঃ প্রভৃতি' এই ভাষ্যপ্রয়োগ অনুসারে প্রভৃতিবাচক শব্দের যোগেও পঞ্চমী-বিভক্তি হয়। 'ভবাৎ প্রভৃতি আরভ্যো বা সেব্যো হরিঃ'—জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া হরির সেবা করিবে।

'অপ পরিবহিঃ'(৬৬৬)—সূত্রের দ্বারা সমাস-বিধান করা হইয়াছে বলিয়া 'বহির্' শব্দের যোগেও পঞ্চমী হয়। 'গ্রামাদ্ বহিঃ'—গ্রামের বাহিরে।

কাঃ—অন্য-শব্দের দ্বারা অন্যশব্দের যাবতীয় অর্থের গ্রহণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অন্য শব্দার্থক সকল শব্দের যোগেই এই সূত্রের দ্বারা পঞ্চমী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। দীক্ষিত বলিয়াছেন, 'অন্যইত্যর্থগ্রহণম্'—কি কারণে অন্যশব্দের দ্বারা উহার অর্থের গ্রহণ হয়, ইহা বলেন নাই। ইহার মূল যে কি তাহা বলা কঠিন। ভাষ্যে এইরূপ কোনো ব্যাখ্যা করা হয় নাই। কাশিকাকার প্রথমে বলিয়াছেন—অন্য ইত্যর্থগ্রহণম্—তাহা এপর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কাশিকার টীকাকার হরদত্ত মিশ্রও কি কারণে অন্যশব্দ অন্যার্থক শব্দের বোধক·ইহা বলেন নাই। তিনি উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ব্যাখ্যানাৎ অর্থাৎ ব্যাখ্যানের দ্বারাই ইহা বুঝাইতেছে যে অন্য ইত্যর্থ-গ্রহণম্, ব্যাখ্যান যে কিরূপ তাহা তিনি দেখান নাই। সুতরাং বৃত্তিকারদের মতে অন্য এবং উহার পর্যায় শব্দের যোগে পঞ্চমী-বিভক্তি হয়। যেমন কৃষ্ণাদন্যো, কৃষ্ণাদ্ভিন্নঃ ইত্যাদি। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তাহা হইলে ইতর শব্দের পৃথগ্‌রূপে সূত্র গ্রহণ করা হইল কেন? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে প্রপঞ্চার্থম্। 'ইতর' শব্দটি 'অন্য'-শব্দের প্রতিশব্দ হইলেও উহার গ্রহণ কেবল প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার ব্যতীত আজ কোন্ তাৎপর্য গ্রহণ করা হয় নাই। এস্থলে 'ইতর'-শব্দের গ্রহণের দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে যে ইহার সাদৃশ ভেদবদর্থ প্রতিপাদক অন্যার্থক শব্দের যোগেই পঞ্চমী হয়। যেমন 'ঘটাদ্ ভিন্নঃ পটঃ' ইত্যাদি ; কিন্তু 'ঘটঃ পটো ন' ইত্যাদিস্থলে উহা হয় না, কারণ 'নঞ্' এর অর্থ ভেদাধিকরণ নয়, কেবল ভেদ মাত্রেই উহার শক্তি।

কেহ কেহ বলেন ইতরেব বাচকতারূপ সাদৃশ্য গৃহীত হওয়ায় 'ঘটঃ পটো

ন'—এস্থলে পঞ্চমী-বিভক্তি হয় না কারণ নঞ্ দ্যোতক, কিন্তু বাচক নয়। কাহারও মতে লিঙ্গসংখ্যান্বয়িত্বের সাদৃশ্য গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং 'নঞ্' এর লিঙ্গ ও সংখ্যার সহিত অন্বয় না থাকায়, উহার অন্যার্থের দ্বারা গ্রহণ হইবে না। সেইজন্য উক্তস্থলে পঞ্চমী-বিভক্তি হয় না। 'অন্য'-শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত ভেদবদর্থপ্রতিপাদক অর্থাৎ ভেদাধিকরণ অর্থের বোধক শব্দেব গ্রহণ হয় বলিয়া 'ভেদ'-শব্দের যোগে পঞ্চমী হয় না। কিন্তু 'ভিন্ন'-শব্দের যোগে উহা হইয়া থাকে। যেমন 'ঘটস্য ভেদঃ—এই প্রয়োগে 'ঘটাদ্ ভেদঃ' হয় না কিন্তু 'ঘটাদ্ ভিন্নঃ' ইহা হয়। 'ভেদ' শব্দের দ্বারা কেবল ভেদার্থের বোধ হয় আর ভিন্ন শব্দের দ্বারা ভেদের অধিকরণের বোধ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে 'ধ্রুবমপায়ে—'এই সূত্রের 'অপায়' শব্দের দ্বারা ভেদেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। কারণ 'পঞ্চমীবিভক্তে' এই সূত্রে বিভাগার্থক বিভক্ত পদের দ্বারা ভেদেরও গ্রহণ করা হইয়াছে। 'গ্রামাদায়াতি'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংযোগসম্বন্ধের অভাব ধরিয়া যেমন গ্রামের অপাদান-সংজ্ঞা হয়, সেইরূপ ভেদের প্রয়োগেও তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের অভাব বোধিত হওয়ায় উহার যোগে অপাদান এবং উহাতে পঞ্চমী অনস্বীকার্য সুতরাং 'ভেদ', 'ভিন্ন' প্রভৃতি শব্দযোগে অপাদানেই পঞ্চমী-বিভক্তি হইতে পারে তাহার জন্য আর 'অন্য'-শব্দের দ্বারা অন্যার্থক যাবতীয় শব্দের গ্রহণ হয় ইহা স্বীকাব করা উচিত নয়। এই জন্য 'ঘটাদেক' ইত্যাদি প্রয়োগের সাধুত্ব উপপাদন করা নিতান্তই অসম্ভব।*

সম্বন্ধত্বরূপে ভাণ করাইবার ইচ্ছা থাকিলে 'ঘটীয়ো ভেদঃ'—ঘটস্য ভেদঃ ইত্যাদি প্রয়োগ শুদ্ধ বলিয়াই গণ্য হইবে।

---

* 'ভিদির্ বিদারণে' এই ধাতু হইতে 'ভেদ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। বিদারণের অর্থ ভেদজ্ঞানবিষয়তা, যাহা বিভক্তমাত্রেই থাকে। 'ঘটঃপটো ন' ইত্যাদিস্থলে ভেদ বুঝাইতেছে, উহা ধাত্বর্থ নয়। এইরূপ 'অন্য' শব্দেব অর্থ-ভেদ হইলেও উহা ক্রিয়ারূপ নয়; সেই জন্যই 'অন্য' শব্দযোগে 'ধ্রুবম্'—এই সূত্র অনুসারে প্রাপ্ত না থাকায়, উহার গ্রহণ করা হইয়াছে; সুতরাং অন্যের দ্বারা উহার অর্থের গ্রহণ হয় এইরূপ 'অন্য ইত্যর্থ-গ্রহণম্' এই বচনটি চিন্তনীয়। অন্যশব্দার্থস্য ক্রিয়াত্বাভাবাদেব তদ্‌যোগে 'এতদ্‌বিধানম্ এবঞ্চার্থগ্রহণে ফলং চিন্ত্যম্'—বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর।

ইতর শব্দের যোগে 'কৃষ্ণাদ্ ইতরঃ' ইত্যাদি 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে ইতর শব্দের যোগ থাকিলেই যদি পঞ্চমী-বিভক্তি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে নীচার্থক 'ইতর' শব্দ-যোগেও পঞ্চমী হইবে না কেন? 'ইতরস্ত্বন্যনীচয়োঃ'—অমরকোষের এই উক্তির দ্বারা মনে হয় যে 'ইতর' শব্দের নীচ অর্থেও প্রয়োগ আছে। সুতরাং সেই অর্থে 'ইতর' শব্দের যোগে পঞ্চমী হইবে না কেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'অন্য' শব্দের সাহচর্যবশতঃ অন্যার্থক 'ইতর' শব্দেব যোগেই পঞ্চমী-বিধান করা হইয়াছে। আব নীচার্থক 'ইতব' শব্দ-যোগে 'অস্মাৎ তারো বা মন্দো বা' ইত্যাদির মত 'পঞ্চমী-বিভক্তে' (২-৩-৪২) অনুসারে পঞ্চমী-বিভক্তি সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন নীচার্থক 'ইতর' শব্দযোগে 'পঞ্চমী-বিভক্তে' সূত্র অনুসারে পঞ্চমী হয়, সেইরূপ অন্যার্থক 'ইতর' শব্দের যোগেও উক্ত সূত্র অনুসারে পঞ্চমী হইবে না কেন? ইহার উত্তরে নাগেশ বলিয়াছেন যে উহার দ্বারা নির্ধারণপ্রযোজকীভূতধর্ম অভিহিত হয় না বলিয়াই এইরূপ হইতে পারে না। তাৎপর্য এই যে 'চৈত্রাদিতরো মৈত্রো মৌঢ্যেন' ইত্যাদি স্থলে যেক্ষেত্রে নীচার্থক ইতর শব্দের প্রয়োগ আছে, সেক্ষেত্রে তিনটি উক্ত হইয়া থাকে—

(১) যাহা হইতে নির্ধারণ করা হয়, (২) যাহার নির্ধারণ হয় এবং (৩) যাহা নির্ধারণের কারণ। উক্ত প্রয়োগে মৈত্রকে চৈত্র হইতে মৌঢ্য ধর্মের দ্বারা নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু ভেদবিশিষ্ট অন্যার্থক 'ইতর' শব্দের যোগে পূর্বোক্তরূপ নির্ধারণ হওয়া অসম্ভব। কারণ যে ধর্মের দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে তাহা অসাধারণ হওয়া উচিত। ভেদ কোন অসাধারণ ধর্ম নয়, কিন্তু পরস্পরবৃত্তিরূপ সাধারণ ধর্ম। 'কৃষ্ণাদ্ ইতরো ব্রহ্মা'—এই প্রয়োগের দ্বারা ইহাই বোধিত হয় যে কৃষ্ণেব ভেদ ব্রহ্মাতেও থাকে, যেমন সেইরূপ ব্রহ্মার ভেদও কৃষ্ণে থাকে—এইভাবে ভেদ পরস্পরবৃত্তি হওয়ায় উহা অসাধারণ ধর্মরূপে নির্ধারক হইতে পারে না। সেইজন্য এই সূত্রে ইতর শব্দের গ্রহণ করিয়া সূত্রকার ইহাই ধ্বনিত করিয়াছেন যে ভেদবদ্ বা ভিন্নার্থের বাচক অন্যার্থ শব্দের যোগেই পঞ্চমী বিভক্তি হইবে; কিন্তু অর্থান্তর বুঝাইলে উহা হইবে না।

'আরাৎ' শব্দের অর্থ দূর ও সমীপ 'আরাদ্‌দূরসমীপয়োঃ' (অমর)

সুতরাং 'দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যন্যতরস্যাম্' (২-৩-৩৪) সূত্র অনুসারে উহার যোগে বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল, উহাকে বাধ করিয়া ইহার দ্বারা নিত্যই পঞ্চমী-বিভক্তি বিহিত হইয়াছে। ফলে আরাদ্ বনাৎ'—এই প্রয়োগে 'বন'-শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু ষষ্ঠী হয় না।

'বিনা' শব্দের অর্থে ঋতে শব্দের যোগ থাকিলেও এই সূত্রের দ্বারা পঞ্চমী-বিভক্তি বিহিত হইয়াছে, ফলে 'ঋতে কৃষ্ণাৎ ন সুখম্'—কৃষ্ণ বিনা সুখ নাই —এই বাক্যে ঋতে শব্দযুক্ত কৃষ্ণ শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়াছে। 'ঋতে' শব্দটি এ-কারান্ত অব্যয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ঋতে শব্দের যোগে দ্বিতীয়া-বিভক্তিরও প্রয়োগ পাওয়া যায়, যেমন 'ফলতি পুরুষারাধনমৃতে'—ইত্যাদি, উহার উপপত্তি কি করিয়া সম্ভব? ইহার উত্তরে হরদত্ত বলিয়াছেন যে 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ'—কবিগণ নিরঙ্কুশ হন, কোন ব্যাকবণের নিয়ম মানিয়া চলেন না, সেইজন্য এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা প্রমাদবশতঃ প্রযুক্ত হইয়াছে ; সুতরাং উহার সাধুত্ব স্বীকার করা যায় না। ভট্টোজিদীক্ষিত প্রৌঢ়মনোরমায় বলিয়াছেন যে 'উভসর্বতসোঃ বাচ্যা'—এই বার্তিকে **'ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে'** এইরূপ বলা হইয়াছে—ইহার তাৎপর্য এই যে 'উভতঃ সর্বতঃ' ইত্যাদি উক্ত প্রয়োগ ব্যতীত অন্যস্থলেও দ্বিতীয়া-বিভক্তি হইয়া থাকে। যেমন—'চৈত্রং যাবচ্ছীতম্' এই প্রয়োগে 'যাবৎ' শব্দের যোগেও দ্বিতীয়া-বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে 'পুরুষাধানমৃতে' ইত্যাদি প্রয়োগে 'ঋতে' শব্দের যোগেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে। ঋত-শব্দযুক্ত পদে দ্বিতীয়া-বিভক্তি বিধান করার জন্য **'ঋতে দ্বিতীয়া চ'** এইরূপ চান্দ্রসূত্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ঋতে যুক্ত শব্দের দ্বিতীয়া-বিভক্তির বিধান শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া উক্ত প্রয়োগটিকে অসাধু-প্রয়োগ বলা ঠিক নয়।

'দিক্'-শব্দযোগে পঞ্চমী-বিভক্তির উদাহরণ—'পূর্বো গ্রামাৎ'—গ্রামাবধিক পূর্বদিগ্বর্তী গ্রাম। 'চৈত্রাৎ পূর্বো ফাল্গুনঃ'—চৈত্রের পূর্ববর্তী ফাল্গুন মাস। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে গ্রামের পূর্ববর্তী গ্রাম এবং চৈত্রের পূর্ববর্তী ফাল্গুন ইত্যাদিক্ষেত্রে পূর্ব-শব্দ দেশবাচক ও কালবাচক। সুতরাং দেশবাচক ও কালবাচক পূর্বাদি শব্দের যোগে পঞ্চমী-বিভক্তি কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে দিশি দৃষ্টঃ শব্দো

দিক্‌শব্দঃ—দিক্-শব্দটি মধ্যমপদলোপী সমাস মধ্যবর্তী দৃষ্ট শব্দের 'শাকপার্থিবাদীনাং সিদ্ধয়ে উত্তরপদলোপস্যোপসংখ্যানম্'—এই বার্তিক অনুসারে লোপ হইয়াছে। উহার অর্থ হইল এই যে, দিক্ অর্থে যাহাদের প্রয়োগ হয়—এইরূপ পূর্ব উত্তর প্রভৃতি দিগ্‌বাচক শব্দ যদি সম্প্রতি দেশ বা কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সে পূর্বাদি দিক্-শব্দের যোগেও পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রয়োগে দেশ ও কাল অর্থে পূর্বাদি শব্দ প্রযুক্ত হইলেও উহাদের যোগে পঞ্চমী হইয়াছে। কদাচিৎ দিগ্‌বাচক হইলেও সম্প্রতি উহারা দেশ ও কালবাচক হইলেও উহাদের যোগে পঞ্চমী হইতে কোন বাধা নাই। দিক্-শব্দের দ্বারা দিগ্‌বিশেষে যাহা প্রসিদ্ধ উহাদেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। সেইজন্য 'ককুভ' শব্দের যোগে পঞ্চমী হয় না। 'ককুভ' শব্দে দিক্‌সামান্যবাচী পূর্বাদির মত দিগ্‌ বিশেষবাচক নয়। এই প্রকার 'ঐন্দ্রী' প্রভৃতি শব্দেরও গ্রহণ করা হয় না। কারণ 'ঐন্দ্রী'-শব্দ দিক্ অর্থে রূঢ় নয়; কিন্তু 'ইন্দ্রো দেবতা অস্যাঃ' ইন্দ্র যে দিকের দেবতা এই অর্থে ঐন্দ্রী-শব্দটি যৌগিক।

দিক্-বাচক পূর্বাদি শব্দ যদি অবয়ব অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাদের যোগে পঞ্চমী-বিভক্তি হয় না; কিন্তু ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। যেমন, 'পূর্বং কায়স্য'—শরীরের পূর্বভাগ—এই বাক্যে পূর্বশব্দটি শরীরের অবয়ব অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় উহার যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে; কিন্তু পঞ্চমী হয়নি। এ বিষয়ে প্রমাণ হইল 'তস্য পরমাম্রেড়িতম্' (৮-১-২) এই সূত্রে 'তস্য' ইহা দ্বিরুক্তের পরিবর্তে সর্বনাম। দ্বিরুক্তের পরবর্তী অবয়ব আম্রেড়িত সংজ্ঞক উক্ত সূত্রের অর্থ। অবয়বার্থে প্রযুক্ত দিগ্‌বাচক পর-শব্দের যোগে পঞ্চমী হয় নাই, কিন্তু ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে।

'অঞ্চু উত্তরপদং যস্য'—অঞ্চু উত্তরপদে যাহার তাহা অঞ্চূত্তরপদ। যাহার উত্তরপদে অঞ্চু ধাতু থাকে তাহাকে অঞ্চূত্তর পদ বলা হইয়াছে। প্রাঞ্চ্, প্রত্যঞ্চ, উদঞ্চ্ প্রভৃতি শব্দগুলি অঞ্চু ধাতুর শেষে কিন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই প্রাঞ্চ্, প্রত্যঞ্চ্, উদঞ্চ্ প্রভৃতি শব্দগুলির শেষে **'দিক্-শব্দেভ্যঃ সপ্তমী-পঞ্চমী-প্রথমাভ্যোদিগ্‌দেশকালেষস্তাতিঃ'** (৫-৩-২৭) এই সূত্র অনুসারে দিগ্‌বাচকশব্দগুলির শেষে দিক্, দেশ ও কাল অর্থে স্বার্থে অস্তাতি প্রত্যয় হইয়া থাকে এবং **অঞ্চেলু́ক্** (৫।৩।৩০) অনুসারে উক্ত সূত্র

অনুসারে বিহিত 'অস্ত্যাতি' প্রত্যয়ের লুক্ হয়। অঞ্চূত্তরপদ দিক্‌বাচকশব্দ যদি দিক্, দেশ ও কাল অর্থের প্রতিপাদক হয় তাহা হইলে উহাদের উত্তরবর্তী অস্তাতিপ্রত্যয়ের লুক্ হয়। সেইজন্য প্রাক্, প্রত্যক্, উদক্ প্রভৃতি শব্দ দিক্, দেশ ও কাল অর্থের বোধক। অঞ্চূত্তরপদ অর্থাৎ প্রাক্, প্রত্যক্ উদক্ প্রভৃতি অঞ্চূত্তরপদের সহিত যুক্ত শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে, যেমন—প্রাক্, প্রত্যগ্, উদক্ বা গ্রামাৎ—গ্রামের পূর্বে, পশ্চিমে অথবা উত্তরে।

এস্থলে প্রশ্ন হইয়া থাকে যে অঞ্চূত্তর পদশব্দগুলিও পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসাবে যদি দিক্, দেশ ও কাল অর্থের বোধক হয় তাহা হহলে প্রাক্, প্রত্যক, উদক্ প্রভৃতিও দিক্-শব্দ। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে দিক্‌শব্দেব দ্বারা উহাদেরও বোধ হওয়ায়, অঞ্চুত্তর পদের গ্রহণের প্রয়োজন কি? 'প্রাক্ গ্রামাৎ' প্রভৃতি স্থলে দিক্-শব্দ বলিয়াই উহাদের যোগে পঞ্চমী-বিভক্তি হইতে কোন আপত্তি না থাকিলেও 'ষষ্ঠ্যতসর্থপ্রত্যয়েন' (২-৩-৩০) এই সূত্র অনুসারে পঞ্চমীকে বাধ করিয়া ষষ্ঠী বিভক্তির প্রসক্তি হইবে। সেই ষষ্ঠী-বিভক্তিকে বাধ করিবার জন্য এই সূত্রে 'অঞ্চূত্তর পদের গ্রহণ হইয়াছে।

'দক্ষিণোত্তরাভ্যামতসুচ্' (৫-৩-২৮) এই সূত্রের দ্বারা দক্ষিণ ও উত্তর শব্দের শেষে দিক ও কাল অর্থে অতসুচ্ প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে; সুতরাং অতসুচ্ প্রত্যয়ের অর্থ দিক, দেশ ও কাল—এই অর্থে যে সকল প্রত্যয় হয়, সেই প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। অস্তাতি, অস্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে ষষ্ঠী-বিধান করা হইয়াছে পুরঃ, পুরস্তাৎ, অধঃ, অধস্তাৎ ইত্যাদির যোগে পঞ্চমীকে বাধ করিয়া পরবর্তী সূত্র অনুসারে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। যে প্রকারে 'পুরঃ পুবস্তাৎ' ইত্যাদির যোগ থাকিলে পঞ্চমীকে বাধ করিয়া গ্রামস্য দক্ষিণতঃ পুরতঃ ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠী হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রাক্-প্রত্যক, উদক্ প্রভৃতির যোগেও ষষ্ঠীর প্রসক্তি ছিল, উহাকে বাধ করিবার জন্যই এই সূত্রে অঞ্চূত্তর পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাক্-প্রত্যক্ ইত্যাদিস্থলে অস্তাতি-প্রত্যয়ের লুক্ হইলেও 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্' (১-১-৬২) অনুসারে প্রত্যয়-নিমিত্তক কার্য হইতেই পারে। সুতরাং গ্রামাৎ প্রাক্ প্রত্যক্ ইত্যাদি প্রয়োগে অতসুচের অর্থে অস্তাতি-প্রত্যয়ান্ত পদের যোগে উক্ত সূত্র অনুসারে প্রাপ্ত-ষষ্ঠীকে বাধ

করিয়া এই সূত্র অনুসারে পঞ্চমী হইয়া থাকে। যদি অঞ্চূত্তর পদের গ্রহণ না থাকিত তাহা হইলে 'গ্রামস্য পুরস্তাৎ'—ইত্যাদি প্রয়োগে যেমন পঞ্চমীকে বাধ করিয়া ষষ্ঠী হইয়াছে সেইরূপ 'গ্রামাৎপ্রাক্' ইত্যাদিক্ষেত্রেও ষষ্ঠী হইয়া যাইত ; কিন্তু অঞ্চূত্তরপদ গ্রহণের ফলে পঞ্চমীই উক্ত ষষ্ঠী-বিভক্তির অপবাদ-স্বরূপ বাধিকা হইল।

প্রশ্ন হইতে পারে যে যাহা অঞ্চূত্তরপদ অথচ দিগ্‌বাচক নয়, এইরূপ অঞ্চূত্তর পদের যোগে যাহাতে পঞ্চমী হয় যেমন 'সাধ্রাঙ্ * শব্দটি অঞ্চূত্তর পদ হইলেও দিক্ শব্দ নয়, উহার যোগে যাহাতে পঞ্চমী হয় তাহার জন্য অঞ্চূত্তরপদ গ্রহণ কেন নয়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে দিক্ শব্দের সাহচর্যবশতঃ অঞ্চূত্তর পদের দ্বারা প্রাক্, প্রত্যক্ প্রভৃতি দিক্‌শব্দেরই গ্রহণ হইবে ; কিন্তু যাহা দিক্-শব্দ নয় উহাদের গ্রহণ হইবে না। সেইজন্য 'সধ্র্যঙ্ দেবদত্তেন' ইত্যাদিস্থলে পঞ্চমী-বিভক্তি হয় না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে **'ষষ্ঠ্যতসর্থপ্রত্যয়েন'** এই সূত্রের গ্রহণেরও প্রায়াজন বলা হইয়াছে—যেক্ষেত্রে শ্রুয়মাণ প্রত্যয় থাকে—'পুরস্তাৎ' ইত্যাদিস্থলে সেখানেই ষষ্ঠী হইবে, কিন্তু যেস্থলে প্রত্যয়ের লুক্ হয় সেস্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তি যাহাতে না হয়। প্রাক্, প্রত্যক্ ইত্যাদিক্ষেত্রে 'অস্তাতি' প্রত্যয়ের লুক্ হওয়ায় শ্রুয়মাণ প্রত্যয় নাই ; সুতরাং সেস্থলে যাহাতে ষষ্ঠী-বিভক্তি না হয়, সেই কারণে উক্ত সূত্রে প্রত্যয়পদের গ্রহণ করা হইয়াছে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'অথ প্রত্যয় গ্রহণং কিমর্থম্'—'ইহ মাভূৎ প্রাক্ প্রত্যগ্ গ্রামাৎ'।

উক্ত সূত্রে প্রত্যয়-গ্রহণ থাকুক অথবা এই সূত্রে অঞ্চূত্তর পদের গ্রহণ

* সহ অঞ্চতীতি—এইরূপ বিগ্রহ করিয়া 'সহ' উপপদ থাকিতে 'অঞ্চু' ধাতুর শেষে 'কিন্' প্রত্যয় করিয়া 'সহ অঞ্চ্' এইরূপ হইলে **'সহস্য সধ্রিঃ'** (৩-৩-৯৫) সূত্র অনুসারে 'সহ' শব্দের স্থানে 'সধ্রি' আদেশ হইয়া থাকে। 'সধ্রি অঞ্চ্' এইরূপ অবস্থায় 'ইকো যণচি' (৬।১।৭৭) অনুসারে ই-কারের স্থানে 'য'-কার আদেশ করিলে 'সধ্র্যঞ্চ্' হইয়া থাকে। উহার প্রথমার একবচনে 'সধ্র্যঙ্' এইরূপ পদ হয়। প্রাক্, প্রত্যক্ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় অঞ্চূত্তর পদ হইলেও উহা দিগবাচক নয়।

থাকুক কোনও একটিকে বাদ দেওয়া চলে, কিন্তু কোনটিকে বাদ দেওয়া ভাল? উত্তরে নাগেশ বলেন, অঞ্চূত্তর পদের অপেক্ষা প্রত্যয়পদ লঘু, সুতরাং লাঘব-গৌরব চিন্তা করিলে প্রত্যয়পদের গ্রহণ করাই লাঘব এবং অঞ্চূত্তব পদের গ্রহণ করা গৌরব। সেইজন্য অঞ্চূত্তর পদের গ্রহণ করাব কোন যুক্তি নাই। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'তত্রান্যতরচ্ছক্যমকর্তুম্'—কোন একটি না করা যাইতে পারে।*

'আচ' ও 'আহি' দুইটিই তদ্ধিত প্রত্যয়। 'দক্ষিণাদাচ্' (৫-৩-৩৬) ও 'আহি চ দূরে' (৫-৩-৩৭) এই সূত্রদ্বয়ানুসাবে 'দক্ষিণা' শব্দের শেষে 'আচ্' ও 'আহি' প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে এবং 'উত্তরাচ্চ' (৫-৩-৩৮) অনুসারে 'উত্তর' শব্দেব শেষে উক্ত প্রত্যয়দ্বয বিহিত হইয়াছে। কেবল প্রত্যযের প্রয়োগ হয় না বলিয়া উক্ত প্রত্যয়গুলি যাহাদেব অন্তে থাকে, উহাদের গ্রহণ করিতে হইবে। সুতবাং 'দক্ষিণা', 'উত্তবা' এবং 'দক্ষিণাহি', 'উত্তরাহি' এই 'আচ্' ও 'আহি' প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। যেমন—'গ্রামাদ্ উত্তরাহি'। যথাক্রমে উহাদেব অর্থ গ্রামেব দক্ষিণে, দূরবর্তী দক্ষিণে ইত্যাদি। এই উদাহবণগুলিতেও দিক্শব্দ বলিয়াই পঞ্চমী-বিভক্তি হইতে পারিত। সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যে 'আচ্' ও 'আহি' এই দুইটির গ্রহণ করা হইয়াছে উহাদেব প্রয়োজন হইল 'ষষ্ঠীতসর্থপ্রত্যয়েন' এই সূত্র অনুসাবে প্রাপ্ত ষষ্ঠীতে বাধ কবা। অন্যথা উক্ত প্রয়োগে ষষ্ঠী-বিভক্তিব প্রসক্তি হইত।

এইবার প্রশ্ন হইতে পাবে যে 'ভবাৎ প্রভৃতি আরভ্যো বা সেব্যো হরিঃ ইত্যাদিক্ষেত্রে পঞ্চমী-বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু তাহা হইবে কি করিয়া? কারণ পূর্বোক্ত 'অন্যারাৎ' সূত্রের অন্তর্গত উক্ত শব্দের পাঠ নাই। ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন—অপাদানে-পঞ্চমী এই সূত্রের ভাষ্যে 'কার্তিক্যা প্রভৃতি আগ্রহায়ণী মাসে'—এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা মনে হয় যে প্রভৃত্যর্থক শব্দের যোগ থাকিলেও পঞ্চমী হইয়া

---

* ষষ্ঠ্যতঋর্থেত্যত্র ভাষ্যম্, অথ প্রত্যয়গ্রহণং কিমর্থম্? ইহ মা ভূৎ-প্রাক্ প্রত্যগ্ বা গ্রামাৎ। অঞ্চূত্তরপদগ্রহণস্যাপ্যেতদেব প্রয়োজনমুক্তম্; তত্র অন্যতরচ্ছক্যমকার্তুমিতি। তত্র লঘুনা প্রত্যয়গ্রহণেনাঞ্চূত্তরপদগ্রহণ প্রত্যাখ্যানমেব ন্যায্যম্। বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর কারকপ্রকরণ।

থাকে। 'যতশ্চাধ্বকালনির্মাণং ততঃ পঞ্চমী' এই বার্তিকটির উদাহরণ স্বরূপ—'কার্তিক্যা আগ্রহায়ণী মাসে' এই বাক্যে পঞ্চমী-বিভক্তি অন্যপ্রকার সিদ্ধ করিয়া ভাষ্যকার উক্ত বার্তিকটির প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহাতে স্বীকার করিয়াছেন যে, উক্ত উদাহরণবাক্যে প্রভৃতির অর্থ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু প্রভৃতির বাচক শব্দে প্রয়োগ করা হয়নি—ইদমত্র প্রয়োক্তব্যং সন্ ন প্রযুজ্যতে—কার্তিক্যাঃ প্রভৃত্যাগ্রহায়ণীমাসে—এই ভাষ্যের দ্বারা ইহাই উপপন্ন হয় যে প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত না হইলেও উহার অর্থের প্রতীতি থাকায় পঞ্চমী হইতে পারে। সুতরাং প্রভৃত্যর্থক শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়, ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ; সেইজন্য 'আরভ্য' যোগেও পঞ্চমী হইয়াছে। এস্থলে একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, 'আরভ্য' শব্দের প্রয়োগ থাকিলে 'আরভ্য' ক্রিয়ার অপেক্ষায় কর্মকারক এবং কর্মকারকে দ্বিতীয়া-বিভক্তিই হয়। কারণ 'উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী'—উপপদবিভক্তি হইতে কারক-বিভক্তি অধিক বলশালিনী। যেমন—'সূর্যোদয়মারভ্য আস্তময়াৎ জপতি'—সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যাস্ত পর্যন্ত জপ করে—ইত্যাদি প্রয়োগে আরম্ভক্রিয়ার অপেক্ষায় কর্মকারকে দ্বিতীয়া-বিভক্তি হইয়াছে। 'ভয়াৎ আরভ্য' ইত্যাদি প্রয়োগে শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠীকে বাধ করিয়া পঞ্চমী হইয়া থাকে। 'প্রভৃতি' শব্দটি আরভ্যার্থে অব্যয়। উহার অর্থ ক্রিয়া নয়। সেইজন্য উহার যোগ থাকিলে কখনও দ্বিতীয়া-বিভক্তি হইতে পারে না।

'অন্যারাদ্—' এই সূত্রে বহিস্ শব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু 'গ্রামাদ্ বহিঃ' প্রভৃতি প্রয়োগে বহিস্ শব্দ যোগেও পঞ্চমী-বিভক্তি দেখা যায়, তাহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ইহার উপপত্তি দেখাইবার জন্য দীক্ষিত বলিয়াছেন যে "অপপরিবহিরঞ্চবঃ পঞ্চম্যা" এই সূত্রের দ্বারা বহিস্ শব্দের যোগে পঞ্চম্যন্ত সুবন্তের সমাস বিধান করা হয় বলিয়া উহার দ্বারা ইহা জ্ঞাপিত হইয়া থাকে যে বহিস্ শব্দের যোগ থাকিলেও পঞ্চমী-বিভক্তি হয়। সুতরাং 'গ্রামাদ্ বহিঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে পঞ্চমী-বিভক্তি সুসঙ্গত বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। উক্ত প্রয়োগে সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী-বিভক্তিকে বাধ করিয়া পঞ্চমী হইয়াছে। 'জ্ঞাপকসিদ্ধং ন সর্বত্র'—জ্ঞাপকের দ্বারা যাহা সিদ্ধ তাহা সার্বত্রিক নয়—এই নিয়ম অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে 'বহিস্' শব্দের যোগ থাকা সত্ত্বেও পঞ্চমী-বিভক্তি না হইয়া ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। যেমন—'করস্য

করভো বহিঃ' ইত্যাদিক্ষেত্রে 'বহিস্' শব্দের যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে। ॥ ৫৯৫ ॥

৫৯৬। অপপরী বর্জনে। (১-৪-৮৮)।

এতৌ বর্জনে কর্মপ্রবচনীয়ৌ স্তঃ ॥ ৫৯৬ ॥

৫৯৭। আঙ্ মর্যাদাবচনে। (১-৪-৮৯)।

আঙ্ মর্যাদায়ামুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ। বচনগ্রহণাদভিবিধাবপি ॥ ৫৯৭ ॥

৫৯৮। পঞ্চম্যপাঙ্পরিভিঃ। (২-৩-১০)।

এতৈঃ কর্মপ্রবচনীয়ৈর্যোগে পঞ্চমী স্যাৎ। অপ হরেঃ, পরি হরেঃ সংসারঃ। পরিরত্র বর্জনে। লক্ষণাদৌ তু হরিং পরি। আমুক্তেঃ সংসারঃ। আসকলাদ্ব্রহ্ম ॥ ৫৯৮ ॥

অনুঃ—কতকগুলি কর্মপ্রবচনীয় যুক্তপদে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে; কিন্তু কোন কোন কর্মপ্রবচনীয় যোগে পঞ্চমী-বিভক্তি হয় তাহা বলা হইতেছে—

৫৯৬। বর্জন অর্থ বুঝাইলে অপ-পরি এই দুইটির কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়।

৫৯৭। মর্যাদা বুঝাইলে 'আঙ'-এর কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। বচন-গ্রহণের দ্বারা অভিবিধি অর্থেও এই সংজ্ঞা হয়।

৫৯৮। কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞক—অপ, আঙ্ ও পরি—এই তিনটির যোগ থাকিলে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। অপ হরেঃ সংসারঃ; পরি হরেঃ সংসারঃ—হরিকে বাদ দিয়া সংসার। এস্থলে 'পরি'-র অর্থ বর্জন। লক্ষণ প্রভৃতি অর্থ বুঝাইলে হরিং প্রতি—হরির ভাগ। আমুক্তেঃ সংসারঃ—মুক্তি পর্যন্তই সংসার। আসকলাদ্ ব্রহ্ম—ব্রহ্মা সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত।

কাঃ—বাক্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকা হইল বর্জনের অর্থ। যেমন—অপ হরেঃ সংসারঃ—ইত্যাদিক্ষেত্রে সংসারের সহিত হরির

সম্বন্ধ নাই, ইহাই বুঝাইয়া থাকে। এইজন্য 'অপ' শব্দের কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা এবং 'পঞ্চম্যপাঙ্ পরিভিঃ' সূত্র অনুসারে অপ এই কর্মপ্রবচনীয় যুক্ত 'হরি' শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়াছে। 'অপ ত্রিগর্তেভ্যো বৃষ্টো দেবঃ'—ত্রিগর্তনামক দেশকে বাদ দিয়া অন্যত্র বৃষ্টি হইয়াছে—এই বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদ্য বর্ষণের সহিত ত্রিগর্তদেশের অসম্বন্ধ বুঝাইতেছে। সেইজন্য 'অপ'-শব্দের কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা এবং সেই অপযুক্ত ত্রিগর্তশব্দে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। এইরূপ 'পরিঃ হরেঃ সংসারঃ'—এস্থলেও 'পরি' এই কর্মপ্রবচনীয়যুক্ত 'হরি' পদে পঞ্চমী হইয়াছে।

'বর্জন' অর্থ না বুঝাইলে কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয় না। যেমন—'পরিষিঞ্চতি' এই প্রয়োগে বর্জন অর্থ না থাকায় কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা হয় নাই। উক্তবাক্যে 'পরি'-র অর্থ 'সর্বতঃ'—সর্বপ্রকারে। উহার কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা না হওয়ায় উপসর্গসংজ্ঞা হইয়াছে। ফলে **'উপসর্গাৎ সুনোতি'** (৮-৩-৬৫) ইত্যাদির সূত্র অনুসারে উপসর্গের পরবর্তী 'স'-কারের 'ষ'-কার হইয়া থাকে।

'মর্যাদা' ও 'অভিবিধি' অর্থে 'আঙ্'-এর কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে। মর্যাদা ও 'অভিবিধি' দুইটিই অবধি, তবে বিশেষ বিশেষ অবধি। যে অবধি কার্যের দ্বারাযুক্ত না হয় তাহা মর্যাদা এবং যাহা কার্যের দ্বারা যুক্ত হয় তাহা অবধি। 'তেন বিনা মর্যাদা, তেন সহভিবিধিঃ'। যেমন—'আপাটলিপুত্রাদ্ বৃষ্টো দেবঃ'—পাটলিপুত্র পর্যন্ত বর্ষণ হইয়াছে। ইহাতে বৃষ্টিরূপকার্যের দ্বারা পাটলিপুত্র যুক্ত নয়। সুতরাং এইবাক্যে যে 'আঙ্'-এর প্রযোগ আছে, উহার অর্থ মর্যাদা। এইরূপ 'আমুক্তেঃ সংসারঃ'—মুক্তি পর্যন্ত সংসার, অর্থাৎ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সংসার, মুক্তিতে সংসার থাকে না। এস্থলেও মুক্তির সহিত সংসারে সম্বন্ধরাহিত্য বুঝাইতেছে। সেইজন্য 'আঙ্' যুক্ত 'মুক্তি' পদে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়াছে। 'আশৈশবাদ্ যশঃ পাণিনেঃ'—পাণিনির যশ শৈশবাবস্থাতেও ব্যাপ্ত। এস্থলে শৈশব অবস্থার সহিত পাণিনির যশের সম্বন্ধই বুঝাইতেছে, অর্থাৎ পাণিনির যশ সকল অবস্থাতেই ব্যাপ্ত, শৈশবাবস্থাকে বাদ দিয়া তাঁহার যশ নয়। এইরূপ 'আসকলাদ্ ব্রহ্ম'—এইবাক্যের অর্থ, সকল বস্তুতেই ব্রহ্ম ব্যাপ্ত—কোনবস্তুকে বাদ দিয়া নয়। এইজন্য ইহাতে যে 'আঙ্' আছে উহার অর্থ অভিবিধি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, উক্ত সূত্রের দ্বারা 'অভিবিধি' বুঝাইলেও

'আঙ্' এর কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা হয়, এই অর্থ কি করিয়া সম্ভব ? কারণ ইহাতে কেবল মর্যাদারই উল্লেখ আছে। সুতরাং 'অভিবিধি' অর্থে 'আঙ্'-এর কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা কি করিয়া হইতে পাবে ? ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন—'বচনগ্রহণাদ্ অভিবিধাবপি'—উক্তসূত্রে বচন গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া অভিবিধি অর্থেও আঙ্ এর কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে।

'আঙ্-মর্যাদায়াম্'—এইরূপ সূত্র না করিয়া যে পাণিনি 'মর্যাদাবচনে' এইরূপ সূত্র করিয়াছেন তাহাতেই মনে হয় তাঁহার অভিবিধি অর্থেও 'আঙ্' এর কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা বিধান করা অভিপ্রেত। বচন গ্রহণ করার ফলে 'মর্যাদা উচ্যতে যস্মিন্ সূত্রে তৎ মর্যাদাবচনম্'—মর্যাদা যাহাতে বলা হইয়াছে অর্থাৎ মর্যাদা এই শব্দটি যে সূত্রে উচ্চারিত হইয়াছে সেই সূত্র হইল 'মর্যাদাবচন **"আঙ্ মর্যাদাভিবিধ্যোঃ"** (২।১।১৩) এই সূত্র। এই সূত্রে মর্যাদার সঙ্গে 'অভিবিধি' শব্দেরও উল্লেখ আছে। সেইসূত্রে যে অর্থে 'আঙ্' শব্দ গৃহীত হইয়াছে, সেই অর্থেই 'আঙ্' এর কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা হইবে। সুতরাং 'অভিবিধি' অর্থেও 'আঙ্'-এর কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা অনায়াসেই হইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন যে, বচনগ্রহণের সামর্থ্যবশতঃ উহাদের অবান্তর ভেদ গৃহীত হয় না। 'তেন বিনা' ও 'তেন সহ' এই বিশেষণ দুইটি বাদ দিলে কেবল অবধিমাত্রেরই বোধ হইয়া থাকে। কার্যের মধ্যে গ্রহণ না করা ও গ্রহণ করা এই দুইপ্রকার ভেদ না থাকিলে কেবল অবধিমাত্র বুঝায়। বচনগ্রহণের দ্বারা ইহা বুঝাইয়া থাকে যে, যে আঙ কেবল অবধিমাত্রের বোধক উহারই কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা হয়, সুতরাং মর্যাদাই হউক অথবা অভিবিধি হউক—দুইটিতেই উক্ত সংজ্ঞা হইবে।

'পরি' শব্দের দ্বারা লক্ষণ প্রভৃতি এবং বর্জন দুই অর্থই দ্যোতিত হইয়া থাকে ; কিন্তু পঞ্চমী-বিধায়ক সূত্রে পরি-শব্দের দ্বারা কোন অর্থের গ্রহণ করা হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন—'পরিরত্রবর্জনে' অর্থাৎ এই পঞ্চমী-বিধায়ক সূত্রে পরি-শব্দ বর্জনার্থে গৃহীত হইয়াছে।

'পঞ্চম্যপাঙ্পরিভিঃ'—এই সূত্রের দ্বারা কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞক 'অপ', 'আঙ্' ও 'পরি'র যোগে পঞ্চমী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। তাহাতে 'অপ'

এর সাহচর্য অনুসারে বর্জনার্থে 'পরি' শব্দেরই গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। 'পরি' শব্দের লক্ষণ প্রভৃতি অর্থেও কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে; কিন্তু, 'অপ' শব্দের কেবল বর্জনার্থেই কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং 'অপ' শব্দের সাহচর্যবশতঃ বর্জনার্থেই যাহার কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা হইয়াছে, সেইরূপ 'পরি' শব্দের যোগেই পঞ্চমী-বিভক্তি হইবে। 'পরের্বর্জনার্থে বা বচনম্'—এই বার্তিক অনুসারে বিকল্পে দ্বিত্ব হয় বলিয়া এস্থলে দ্বিত্ব নাই। 'হরিং পরি' ইত্যাদিস্থলে বর্জনার্থ বুঝায় না বলিয়া উহার যোগে 'হরি' শব্দে পঞ্চমী হয় নাই। ৫৯৬।৫৯৭।৫৯৮ ॥

৫৯৯। প্রতিঃ প্রতিনিধিপ্রতিদানয়োঃ। (১-৪-৯২) ॥

এতযোরর্থয়োঃ প্রতিরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ ॥ ৫৯৯ ॥

৬০০। প্রতিনিধি প্রতিদানে চ যস্মাৎ। (২।৩।১১) ॥

অত্র কর্মপ্রবচনীয়ৈর্যোগে পঞ্চমী স্যাৎ। প্রদ্যুম্নঃ কৃষ্ণাৎ প্রতি, তিলেভ্যঃ প্রতিযচ্ছতি মাষান্ ॥ ৬০০ ॥

অনুঃ—প্রতিনিধি ও প্রতিদান বুঝাইলে 'প্রতি' শব্দের কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। ৫৯৯ ॥

অনুঃ—যাহার প্রতিনিধিত্ব করা হয় এবং যে বস্তুর প্রতিদান দেওয়া হয়, তদ্বাচক কর্মপ্রবচনীয়যুক্ত পদে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। 'প্রদ্যুম্নঃ কৃষ্ণাৎ প্রতি'—কৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করে প্রদ্যুম্ন, তিলেভ্যঃ প্রতিযচ্ছতি মাষান—তিলের প্রতিদানে মাষ দিতেছে। ৬০০ ॥

কাঃ—সূত্রে 'যস্মাৎ' এই পঞ্চমী, ষষ্ঠী-বিভক্তির অর্থে হইয়াছে, উহাও সূত্রকারের নির্দেশের দ্বারা উপপন্ন হইয়া থাকে। এই সূত্রের দ্বারাই উহাতে পঞ্চমী হয় নাই, কারণ উহার অবয়বীভূত 'প্রতি' শব্দ প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি অর্থের দ্যোতক নয় বলিয়া উহার কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞাই হইতে পারে না। *

---

* অস্মাদেব নির্দেশাদাভ্যাং যোগে পঞ্চমী। যত্তু অনেনৈব সূত্রেণেতি তন্ন। এতদ্‌ঘটকীভূতপ্রত্যোঃ প্রতিনিধার্থকত্বাভাবেন কর্মপ্রবচনীয়ত্বাভাবাদিত্যাহুঃ।—বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর।

'প্রতিনিধি' ও 'প্রতিদান' শব্দের যোগে সূত্রকার 'যস্মাৎ' এইরূপ পঞ্চমী নির্দেশ করিয়াছেন। সেইজন্য অন্যত্র উহাদের যোগে ষষ্ঠী হইবে না, ইহা বলা যায় না। কারণ 'জ্ঞাপকসিদ্ধং ন সর্বত্র'—জ্ঞাপকসিদ্ধ কার্য সার্বত্রিক নয়। নির্দেশও একপ্রকার জ্ঞাপক, সুতরাং 'কৃষ্ণস্য প্রতিনিধিঃ' ইত্যাদি প্রযোগে ষষ্ঠ্যন্তও শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

প্রতিনিধি শব্দটি 'প্রতি' ও 'নি' পূর্বক 'ধা' ধাতুর শেষে কর্মবাচ্যে **'উপসর্গে ঘোঃ কিঃ'** (৩-৩-১২) অনুসারে 'কি' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে আর 'প্রতিদান' শব্দটিও 'প্রতি' পূর্বক 'দা' ধাতুর শেষে কর্মবাচ্যেই 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। মুখ্যস্যাভাবে তৎসদৃশো যঃ প্রতিনিধীয়তে স প্রতিনিধিঃ—মুখ্যের অভাবে তাহারই সদৃশ যে ব্যক্তি সেই মুখ্যের কার্য করিয়া থাকে সেই প্রতিনিধি। 'দত্তস্য সদৃশং তুল্যমূল্যবস্তু যৎ প্রদীয়তে তৎ প্রতিদানম্'—প্রদত্ত বস্তুর সদৃশ যে তুল্যমূল্য বস্তুর প্রত্যর্পণ করা হয়, সেই প্রদত্তবস্তুর সদৃশ বস্তুই হইল প্রতিদান।* 'প্রতি' শব্দের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিদান দ্যোতিত হইলে প্রতির কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয় এবং সেই কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞক প্রতিশব্দের যোগে যৎসম্বন্ধী প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিদান বুঝায় তাহাতে পঞ্চমী-বিভক্তি হয়। প্রতিনিধিত্ব ও প্রতিদানের অর্থ সাদৃশ্য। যে যাহার সদৃশ, সে সেই সাদৃশ্যের প্রতিযোগী এবং সদৃশ ব্যক্তি বা বস্তু উহার অনুযোগী। এই সূত্রের দ্বারা সাদৃশ্যের প্রতিযোগি-শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে।

'প্রদ্যুম্নঃ কৃষ্ণাৎ প্রতি'—এই বাক্যে 'প্রতি' শব্দের দ্বারা প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে ইহাই বুঝায়। ইহাতে কৃষ্ণের সাদৃশ্য প্রদ্যুম্নে থাকায়, প্রদ্যুম্নই কৃষ্ণের প্রতিনিধি। উক্তরূপ সাদৃশ্যের প্রতিযোগী কৃষ্ণ, সুতরাং 'কৃষ্ণ' শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়াছে।

'তিলেভ্যো মাষান্ প্রতিযচ্ছতি'—এই বাক্যে 'প্রতি' শব্দের দ্বারা তিলের প্রতিদানত্ব মাষে বুঝাইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি পূর্বে কাহারও নিকট হইতে তিল লইয়া উহার পরিবর্তে তুল্যমূল্যবিশিষ্ট মাষ প্রত্যর্পণ করিতেছে—এই তাৎপর্যে উক্ত বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। এস্থলে তিলের

* দ্রষ্টব্য—পদমঞ্জরী ; প্রৌঢ়মনোরমা ও বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর

সদৃশ মাষ, সেইজন্য উহাই প্রতিদান। কিন্তু মাষ কিরূপে তিলের সদৃশ হইতে পারে? উভয়বৃত্তি ধর্মের দ্বারাই সাদৃশ্য-জ্ঞাত হইয়া থাকে। তিল ও মাষ এই দুইটিতেই থাকে এমন কি ধর্ম আছে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এস্থলে তুল্যমূল্যত্ব উভয়বৃত্তি ধর্ম অর্থাৎ তিলের ও মাষের মূল্য সমান—এই তুল্যমূল্যত্বরূপ সাদৃশ্যের প্রতিযোগী তিল, সুতরাং 'তিল' শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়াছে ॥ ৫৯৯।৬০০ ॥

৬০১। অকর্তর্য্যৃণে পঞ্চমী। (২-৩-২৪) ॥

কর্তৃবর্জিতং যদৃণং হেতুভূতং ততঃ পঞ্চমী স্যাৎ ॥

শত দ্বদ্ধঃ। অকর্তরি কিম্। শতেন বন্ধিতঃ ॥ ৬০১ ॥

অনুঃ—কর্তা নয় অথচ হেতু এইরূপ ঋণশব্দে পঞ্চমী-বিভক্তি হয়। শতাদ্ বদ্ধঃ—একশত (টাকার) ঋণের জন্য বন্ধনপ্রাপ্ত। কর্তৃবর্জিত কেন? (বলা হইয়াছে) শতেন বন্ধিতঃ—একশত টাকা কর্তৃক বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছে।

কাঃ—কর্তৃবর্জিতের অর্থ কর্তৃসংজ্ঞা রহিত অর্থাৎ যাহার কর্তৃসংজ্ঞা হয় নাই অথচ বাস্তবপক্ষে হেতু বা কারণ তাহাতেই পঞ্চমী-বিভক্তি হয়। কোন উত্তমর্ণের নিকট হইতে অধমর্ণ একশত টাকা ঋণ লইয়া সময়মত শোধ করিতে না পারায় উত্তমর্ণ ঋণকর্তাকে বন্ধনে প্রাপ্ত করাইয়াছে। সেক্ষেত্রে এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে—'শতেন বদ্ধঃ'—এস্থলে বন্ধনের কারণ হইল ঋণস্বরূপ শত বা একশত টাকা। উহাতে হেতু অর্থে তৃতীয়ার প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু তৃতীয়াকে বাধ করিয়া এই সূত্রের দ্বারা পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়াছে। করণত্বের বিবক্ষা থাকিলে তৃতীয়াই হইবে।

'শতেন বন্ধিত.'—এই বাক্যে শত যেমন হেতু, সেইরূপ কর্তাও। কারণ উহা বন্ধনের প্রেরক বলিয়া "**তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ**"(১-৪-৫৪) অনুসারে উহার 'কর্তৃ' এবং হেতুসংজ্ঞা হইয়াছে। এস্থলে শত হইল প্রযোজক কর্তা এবং উত্তমর্ণ হইল প্রযোজ্য কর্তা। ঋণস্বরূপ একশত টাকা উত্তমর্ণের

* শতেন ঋণেন প্রয়োজক কর্ত্রা উত্তমর্ণের প্রযোজ্য কর্ত্রা—বন্ধনং কারিতঃ অধমর্ণ, ইতি ণ্যন্তস্যার্থঃ।—বালমনোরমা।

দ্বারা ঋণকর্তাকে বন্ধনপ্রাপ্ত করাইয়াছে *—ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। 'ণিচ্'-প্রত্যয়ান্ত 'বন্ধ'-ধাতুর শেষে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'বন্ধিতঃ' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বাক্যে 'শত', যেহেতু প্রযোজক কর্তা; সেইজন্য উপরি-উক্ত সূত্র অনুসারে উহার কর্তৃসংজ্ঞা এবং হেতুসংজ্ঞা—দুইই হইয়া থাকে। সুতরাং উহার কর্তৃসংজ্ঞা হওয়ায় উহাতে পঞ্চমী-বিভক্তি হইল না; কিন্তু অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া হইয়াছে। যদি সূত্রস্থ 'অকর্তরি' পদটির গ্রহণ না করা হইত, তাহা হইলে 'শত' এই প্রযোজক কর্তায়ও তৃতীয়া বিভক্তিকে বাধ করিয়া পঞ্চমী হইত। উক্ত পদটির গ্রহণ থাকার ফলে 'শত' হেতু হইলেও কর্তৃসংজ্ঞক হওয়ায় উহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হইল না॥ ৬০১॥

৬০২। **বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্।** (২-৩-২৫)॥

গুণে হেতাবস্ত্রীলিঙ্গে পঞ্চমী বা স্যাৎ। জাড্যাৎ জাড্যেন বা বদ্ধঃ। গুণে কিম্—ধনেন কুলম্। অস্ত্রিয়াং কিম্ বুদ্ধ্যা মুক্তঃ। 'বিভাষা' ইতি যোগবিভাগাদ্ অগুণে স্ত্রিয়াং চ কচিৎ। ধূমাদগ্নিমান্। নাস্তি ঘটোঽনুপলব্ধেঃ। ৬০২॥

অনুঃ—হেতু যদি স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতীত গুণবাচক হয়, তাহা হইলে উহাতে বিকল্পে পঞ্চমী হয় 'জাড্যাৎ জাড্যেন বা বদ্ধঃ'—মূর্খতাবশতঃ বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছে। গুণবাচক কেন? (বলা হইয়াছে) 'ধনেন কুলম্'—ধনের জন্য কুল (ইহাতে যাহাতে না হয়) স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতীত কেন বলা হইয়াছে? 'বুদ্ধ্যা মুক্তঃ'—বুদ্ধির জন্য মুক্ত হইয়াছে (ইহাতে বিকল্পে যাহাতে পঞ্চমী না হয়) 'বিভাষা'—এই যোগ বিভাগের দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে অগুণবাচক এবং স্ত্রীলিঙ্গেও ইহা হইয়া থাকে। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—পর্বতে অগ্নি আছে; যেহেতু সেখানে ধূম আছে। 'নাস্তি ঘটোঽনুপলব্ধেঃ'—ঘট নাই, যেহেতু উহার উপলব্ধি হয় না।

কাঃ—যোগবিভাগের অর্থ সূত্র-বিভাগ। যোগের অর্থ সূত্র। 'বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্'—এই সূত্রটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে—'বিভাষা' ও 'গুণেঽস্ত্রিয়াম্'। 'বিভাষা' এই বিভক্ত সূত্রে কেবল 'হেতৌ' সূত্রের অনুবর্তন

হয়। সুতরাং উহার অর্থ হইবে, হেতুবোধক শব্দে বিকল্পে পঞ্চমী হয়। ইহাতে 'গুণে' ও 'অস্ত্রিয়াম্' এই দুইটি পদের কোন সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য অগুণবাচক ও স্ত্রীলিঙ্গেও বিকল্পে পঞ্চমী-বিভক্তি হইবে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে যোগবিভাগ ইষ্টসিদ্ধির জন্য—ইষ্টসিদ্ধ্যর্থো যোগবিভাগঃ কর্তব্যঃ। ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য কতিপয় স্থলেই যোগবিভাগ স্বীকার করা হয়। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ', 'নাস্তি ঘটো অনুপলব্ধেঃ'—ইত্যাদি প্রয়োগ ন্যায়শাস্ত্রে সুপরিচিত। কিন্তু কোন অনুশাসন না থাকিলে উক্ত প্রয়োগগুলি অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে, সেইজন্য উহাদের সাধুত্ব উপপন্ন করিবার জন্যই এইরূপ যোগবিভাগ করা হইয়াছে। ধূম গুণ নয়, কিন্তু দ্রব্য হওয়া সত্ত্বেও উহাতে বিকল্পে পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং হেতুবোধক 'ধূম' পদে পঞ্চমী-বিভক্তি করা অনুশাসন-বিরুদ্ধ নয়। এই যোগবিভাগের উল্লেখ মহাভাষ্যে নাই; কিন্তু 'হেতু **মনুষ্যেভ্যোঽন্যতরস্যাং রূপ্যঃ**' (৪-৩-৮১) সূত্রের পদমঞ্জরীতে হরদত্ত এইরূপ যোগবিভাগের কথা বলিয়াছেন—'তস্মাদ্ বিভাষা গুণ ইত্যত্র বিভাষেতি যোগবিভাগাদগুণবচনাদপি পঞ্চমী ভবতি'—সেইজন্য 'বিভাষা গুণে'—এই সূত্রে 'বিভাষা' এই অংশের যোগ-বিভাগ করিলে অগুণবাচক শব্দেও পঞ্চমী হয়। লক্ষণীয় এই যে—পদমঞ্জরীর উক্ত বাক্যের দ্বারা অগুণবাচক পদেই পঞ্চমী-বিভক্তি স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ গুণবাচক শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তির উল্লেখ নাই। এস্থলে 'ঘটো নাস্তি অনুপলব্ধেঃ' এই বাক্যে 'অনুপলব্ধি' এই গুণবাচক স্ত্রীলিঙ্গ—হেতুবোধক শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তি করা হইয়াছে, কিন্তু উহা প্রমাণসাপেক্ষ। সেইজন্য নাগেশ **'উণাদয়ো বহুলম্'** (৩-৩-১) এই সূত্রের একটি ভাষ্য বার্তিক প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা এই—'বাহুলকং প্রকৃতেস্তদনু-দৃষ্টেঃ'—ইহাতে গুণবাচক স্ত্রীলিঙ্গ হেতুবোধক শব্দে পঞ্চমী-বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই সূত্রস্থ 'গুণ' পদের দ্বারা সংজ্ঞা, ক্রিয়া ও জাতি ব্যতিরিক্ত ধর্মমাত্রের গ্রহণ করা হয়॥ ৬০২॥

৬০৩। **পৃথগ্বিনানানাভিস্তৃতীয়াঽন্যতরস্যাম্।** (২-৩-৩২)।

এভির্যোগে তৃতীয়া স্যাৎ পঞ্চমীদ্বিতীয়ে চ। অন্যতরস্যাং গ্রহণং

সমুচ্চয়ার্থম্। পঞ্চমীদ্বিতীয়ে অনুবর্তেতে। পৃথগ্ রামেণ রামাৎ রামং বা। এবং বিনা নানা। ৬০৩॥

অনুঃ—পৃথক্, বিনা, নানা, এই তিনটি অব্যয়যুক্ত শব্দে তৃতীয়া, পঞ্চমী এবং দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। 'অন্যতরস্যাম্' পদের গ্রহণ সমুচ্চয়ের জন্য করা হইয়াছে। পঞ্চমী ও দ্বিতীয়া এই দুইটি সমুচ্চিত হইয়া থাকে। পৃথক্, রামেণ, রামাৎ, রামং বা। এই প্রকার বিনা ও নানা।

কাঃ—'অন্যতরস্যাম্' পদের অর্থ সাধারণতঃ বিকল্প হইয়া থাকে। কিন্তু এই সূত্রে যদি উহার বিকল্প অর্থ হয় তাহা হইলে এই সূত্রের দ্বারা বিকল্পে তৃতীয়ার বিধান করিলে উহার অভাব-পক্ষে সন্নিহিত দ্বিতীয়া-বিভক্তিই হওয়া সম্ভব। আর যদি বিকল্পে দ্বিতীয়া-বিভক্তির বিধান করা হয় তাহা হইলে দ্বিতীয়ার অভাব-পক্ষে পঞ্চমী-বিভক্তিই হইবে। যেহেতু পঞ্চমী-বিভক্তি নিত্য, সেইজন্য দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী এই দুইটি বিভক্তি হইতে পারে, কিন্তু তিনটি বিভক্তির সমাবেশ কখনও সম্ভব নয়—এই তাৎপর্যেই ভট্টোজি দীক্ষিত বলিলেন, যে 'অন্যতরস্যাম্' পদের গ্রহণ-সমুচ্চয়ের জন্য। 'অন্যতরস্যাম্' পদেব অর্থ যদি বিকল্প হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত আপত্তির উদ্ভাবনা সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে উহার অর্থ সমুচ্চয়। 'অন্যতরস্যাম্' শব্দটি নিপাত বলিয়া, উহার অর্থ বিকল্প ও সমুচ্চয়। এস্থলে সমুচ্চয় অর্থই গৃহীত হইয়াছে। 'নিপাতানামনেকার্থত্বম্'—নিপাতের অনেকার্থতা সকলেই স্বীকার করেন। যেমন 'চ' এই নিপাতটির সমুচ্চয় অন্বাচয়, ইতরেতরযোগ প্রভৃতি অর্থ হইয়া থাকে। সেইরূপ 'অন্যতরস্যাম্' শব্দটিরও বিকল্প ও সমুচ্চয় অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে।

পঞ্চমী ও দ্বিতীয়া এই দুইটি বিভক্তির সমুচ্চয় হইয়া থাকে। মণ্ডূকপ্লুতি অনুসারে পঞ্চমীর অনুবর্তন হয় এবং 'এনপা দ্বিতীয়া চ' (২-৩-৩১) এই সূত্রস্থ দ্বিতীয়া বিভক্তিটি সন্নিহিত সুতরাং উক্ত দুইটি বিভক্তির অনুবর্তন করিয়া সমুচ্চয় করা হইয়াছে। উক্ত দুইটি বিভক্তির সমুচ্চয় করাব মূলে প্রমাণ হইল ভাষ্যকারের ব্যাখ্যান। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—অন্যতরস্যাং গ্রহণ-সামর্থ্যাৎ পঞ্চমী ভবিষ্যতীতি—অন্যতরস্যাম্ পদগ্রহণের সামর্থ্যবশতঃ পঞ্চমী-বিভক্তি হইবে। লক্ষণীয় যে ভাষ্যকারেব উক্তিতে দ্বিতীয়ার উল্লেখ নাই ;

সুতরাং দ্বিতীয়া-বিভক্তির সমুচ্চয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়া বিভক্তির সমুচ্চয়ে ভাষ্যাদি গ্রন্থের প্রমাণ না থাকিলে ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিয়াও দ্বিতীয়া-বিভক্তির সমুচ্চয় করা হইয়াছে—

বিনা বাতং বিনা বর্ষং বিদ্যুৎপ্রপতনং বিনা।
বিনা হস্তিকৃতান্ দোষান্ কেনেমৌ পাতিতৌ দ্রুমৌ॥

এই প্রাচীন শ্লোকে 'বিনা' শব্দের যোগে দ্বিতীয়া-বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইজন্য দ্বিতীয়া-বিভক্তিরও সমুচ্চয় আবশ্যক।

কাশিকা, পদমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে এই সূত্রের যোগবিভাগ করিয়া উহাদের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তিরও বিধান করা হইয়াছে। 'পৃথগ্-বিনা-নানাভিঃ' ও 'তৃতীয়ান্যতরস্যাম্' এইরূপ যোগবিভাগের দ্বারা দুইটি সূত্রে পরিণত করা হইয়াছে ; ফলে প্রথম সূত্রে দ্বিতীয়া-বিভক্তির অনুবর্তন হওয়ায় দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমী এই তিনটি বিভক্তি উহাদের যোগে হইয়া থাকে।*

প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত প্রয়োগ নির্বাহের জন্য দ্বিতীয়ার সমুচ্চয় অথবা যোগবিভাগ কোনটিরই সমর্থনযোগ্য বিশেষ যুক্তি নাই। 'ঋতে' শব্দের যোগ যেমন 'ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে' এই বার্তিকের দ্বারা দ্বিতীয়া-বিভক্তি হইতে বাধা কোথায় ?

পৃথক্, বিনা ও নানা—এই তিনটির অর্থই বর্জন। একার্থক তিনটি শব্দের উল্লেখ না করিয়া 'পৃথগর্থৈস্তৃতীয়া' ইত্যাদি প্রকার সূত্র—ন্যাস করা উচিত ছিল। কিন্তু এইরূপ না করিয়া যে তিনটি শব্দেরই পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য হইল উহাদের পর্যায়ের নিবৃত্তি। অর্থাৎ উক্ত তিনটি শব্দ ব্যতীত যদি কোন পর্যায় শব্দের যোগ থাকে, তাহা হইলে

* পৃথগ্ বিনা নানাভিরিতি যোগবিভাগো দ্বিতীযার্থঃ।—কাশিকা
অসত্যপি মুনিত্রয়বচনে প্রয়োগবাহুল্যাদেবং ব্যাখ্যাতম্।
—পদমঞ্জরী

ত্রিমুনিবচনসিদ্ধ না হইলেও প্রয়োগের বাহুল্য দেখিয়াই উক্ত সূত্রের যোগবিভাগ করা হইয়াছে—ইহাই হরদত্তমিশ্রের তৎপর্য।

উহার যোগে উক্ত বিভক্তিত্রয় হইবে না। ফলে 'হিরুক্ দেবদত্তস্য' ইত্যাদি স্থলে বর্জনার্থক 'হিরুক্' শব্দের যোগে উপরিউক্ত তিনটির কোনটি না হইয়া কেবল ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে 'পৃথঙ্‌নানাঞ্‌ভিস্তৃতীয়ান্যতরস্যাম্' এইরূপ সূত্রন্যাস করাই উচিত ছিল। কারণ 'নানাঞ্' ইহা প্রত্যয় * আর প্রত্যয়গ্রহণের দ্বারা তদন্তের বোধ থাকে—'প্রত্যয়গ্রহণে তদন্তগ্রহণম্'। সুতরাং না ও নাঞ্ প্রত্যয়ান্ত বিনা ও নানা শব্দের গ্রহণ হওয়া সম্ভব। 'নানা নারীং নিষ্ফলা লোকযাত্রা' ইত্যাদি প্রয়োগে নানা শব্দের যোগেও দ্বিতীয়া প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৬০৩ ॥

৬০৪। করণে চ স্তোকাল্পকৃচ্ছ্রকতিপয়স্যাসত্ত্ববচনস্য। (২-৩-৩৩)।

এভ্যোঽদ্রব্যবচনেভ্যঃ করণে তৃতীযাপঞ্চম্যৌ স্তঃ। স্তোকেন স্তোকাদ্বা মুক্তঃ। দ্রব্যে তু স্তোকেন বিষেণ হতঃ। ৬০৪।

৬০৫। দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ। (২-৩-৩৫)।

এভ্যো দ্বিতীয়া স্যাচ্চাৎপঞ্চমীতৃতীয়ে। প্রাতিপদিকার্থমাত্রে বিধিরয়ম্। গ্রামস্য দূরং দূরাৎ দূরেণ বা অন্তিকম্, অন্তিকাৎ অন্তিকেন বা। অসত্ত্ববচনস্যেত্যনুবৃত্তের্নেহ। অদূরঃ পন্থাঃ ॥ ইতি পঞ্চমী ॥ ৬০৫ ॥

অনুঃ—অদ্রব্যবাচক—স্তোক, অল্প, কৃচ্ছ্র ও কতিপয় শব্দের করণ কারকে তৃতীয়া ও পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। স্তোকেন স্তোকাদ্ বা মুক্তঃ—অল্পের জন্য মুক্ত হইয়াছে। দ্রব্য বুঝাইলে 'স্তোকেন বিষেণ হতঃ'—অল্প বিষে মারা গিয়াছে ॥ ৬০৪ ॥

* 'বিনঞ্ভ্যাং নানাঞৌ ন সহ' (৫-২-২৮) অনুসারে 'বি' ও 'নঞ্'-এর শেষে না ও নাঞ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

অনুঃ—দূরার্থক ও সমীপার্থক শব্দে দ্বিতীয়া-বিভক্তি হয় এবং পঞ্চমী ও তৃতীয়াও হয়।

প্রাতিপদিকার্থমাত্রে এই বিধি। গ্রামস্য দূরং দূরাৎ দূরেণ বা। অন্তিকম্ অন্তিকাৎ অন্তিকেণ বা—গ্রামের দূরে অথবা নিকটে। অসত্ত্ববচনের অনুবর্তন হওয়ার ফলে 'অদূরঃ পন্থাঃ' ইত্যাদিতে হয় না॥ ৬০৫॥

কাঃ— করণ কারকে 'তৃতীয়া-বিভক্তি'—'করণকর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধ, কেবল তৃতীয়ার অভাবপক্ষে পঞ্চমী-বিভক্তির বিধান করিবার জন্যই এই সূত্র। সূত্রস্থ 'চ'-কার 'তৃতীয়ান্যতরস্যাম্'—ইহার অনুকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে। অসত্ত্ববচনের অর্থ অদ্রব্যবচন অর্থাৎ যাহা দ্রব্যবাচক নয় এইরূপ। দ্রব্য পদের অর্থ হইল সর্বনামপরামর্শযোগ্য-বিশেষ্য। অর্থাৎ যাহা সর্বনামরূপে উল্লেখ করা যায় এইরূপ বিশেষ্যতা ধর্মযুক্ত। যে ধর্মের জন্য দ্রব্য স্তোক, অল্প প্রভৃতি ব্যপদেশ লাভ করে, সেই ধর্ম হইল স্তোকাদি শব্দের অর্থ অর্থাৎ স্তোক প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত্তি নিমিত্ত শুক্ল, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় উহারা ধর্ম ও ধর্মী—উভয়বাচক। কিন্তু কেবল ধর্মমাত্র-বাচক স্তোকাদি শব্দের করণকারকে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিহিত হইয়াছে। সাক্ষাদ্রূপে স্তোকাদি শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত কখনও ক্রিয়ার সিদ্ধিতে প্রকৃষ্ট উপকারক হইতে পারে না, কিন্তু পরম্পরারূপে উহা অবশ্যই হইতে পারে। সুতরাং পরম্পরারূপে উহার করণত্ব স্বীকৃতি হইয়া থাকে। করণ কারকে না বলিলে কর্মকারকেও স্তোকাদি শব্দে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির প্রসক্তি হইত। ক্রিয়ার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে উহারা কর্মকারক হইয়া থাকে, তাহাতে উক্ত বিভক্তিদ্বয় যাহাতে না হয় সেইজন্য করণকারকে উক্ত বিভক্তিদ্বয় হয়—ইহা বলা হইয়াছে। যেমন—'স্তোকং পচতি'—এস্থলে 'স্তোক' শব্দটি ক্রিয়ার বিশেষণ অথচ কর্ম। 'পচতি'—ইহার অর্থ 'পাকং করোতি'—পাক করে। পাকের বিশেষণ 'স্তোকং পাকং করোতি'—অল্প পাক করে। এইরূপ বাক্য প্রয়োগে 'স্তোক' এই ক্রিয়াবিশেষণটি কর্মরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুশাসনও আছে—'ক্রিয়াবিশেষাণাং কর্মত্বং নপুংসক-লিঙ্গত্ব'—ক্রিয়াবিশেষণ কর্মকারকও নপুংসকলিঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হয়। সুতরাং ক্রিয়াবিশেষণের যাহাতে উক্ত বিভক্তিদ্বয় না হয়, সেইজন্য সূত্রে 'করণে' এই পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। ক্রিয়া দ্রব্য নয়, সেইজন্য

উহার সামানাধিকরণ্যবশতঃ স্তোকাদি ক্রিয়াবিশেষণও দ্রব্যবাচক নয়। ক্রিয়া বিশেষ্য হইলেও উহাকে দ্রব্য স্বীকার করা যায় না; কারণ উহাতে বিশেষ্যতা থাকিলেও সর্বনামপরামর্শযোগ্যতা নাই। যাহা বিশেষ্য অথচ সর্বনামপরামর্শযোগ্য, সর্বনাম পদের দ্বারা উল্লেখযোগ্য তাহাই দ্রব্যরূপে * স্বীকার্য। উহাদের উদাহরণ যথা—স্তোকান্ মুক্তঃ, স্তোকেন মুক্তঃ। অল্পান্ মুক্তঃ, কৃচ্ছ্রান্ মুক্তঃ, কৃচ্ছ্রেণ মুক্তঃ, কতিপয়ান্ মুক্তঃ, কতিপয়েন মুক্তঃ।

এই সূত্রের দ্বারা দূরার্থক ও সমীপার্থক শব্দে প্রাতিপদিকার্থমাত্রে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। **'দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যন্যতরস্যাম্'** (২-৩-৩৪) এই পূর্ববর্তী সূত্র হইতে সমুচ্চয়ার্থক 'অন্যতরস্যাম্' পদের অনুবর্তন করিলেই উহার দ্বারা পঞ্চমীরও বিধান করা যাইত। পুনরায় সূত্রে যে 'চ'-কার করা হইয়াছে, উহা ব্যবহিত তৃতীয়ারও যাহাতে সমুচ্চয় হয় তাহার জন্য। এই তাৎপর্যেই দীক্ষিত বলিয়াছেন—'চাৎ পঞ্চমী-তৃতীয়ে' —'চ'-কারের দ্বারা পঞ্চমী ও তৃতীয়া সমুচ্চিত হয়। প্রাতিপদিকার্থ-মাত্রে এই বিভক্তি তিনটি হয়। ইহার পূর্ববর্তী সূত্রের দ্বারা দূরার্থক ও সমীপার্থক শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও পঞ্চমী বিহিত হইয়াছে। সুতরাং উহাদের উদাহরণ যেমন—গ্রামস্য দূরং, দূরাৎ, দূরেণ—গ্রামাদ্ দূরং দূরেণ বা। গ্রামস্য অন্তিকম্, অন্তিকাৎ, অন্তিকেন বা গ্রামাদন্তিকম্, অন্তিকেন।

এস্থলে লক্ষণীয় যে, 'গ্রামস্য দূরাৎ' প্রয়োগ হয়, কিন্তু গ্রামাদ্ দূরাৎ এইরূপ প্রয়োগ হয় না। পূর্বসূত্রের দ্বারা ষষ্ঠী ও পঞ্চমী দুইটির বিধান থাকিলেও ষষ্ঠীই হয়, কিন্তু পঞ্চমী হয় না। সেইজন্য ভাষ্যকার কেবল 'গ্রামস্য দূরাৎ' উদাহরণ দিয়াছেন। কৈয়ট বলিয়াছেন—'পূর্বসূত্রেণ ষষ্ঠ্যেব ভবতি'—পূর্ব সূত্রের দ্বারা ষষ্ঠীই হয় কিন্তু পঞ্চমী হয় না। কারণ বার্তিককার উহার

---

* (ক) বস্তূপলক্ষণং যত্র সর্বনাম প্রযুজ্যতে,
দ্রব্যমিত্যুচ্যতে সোঽর্থো ভেদ্যত্বেন বিবক্ষিতঃ॥
—বাক্যপদীয়ে।

(খ) ন চ তস্য বিশেষ্যত্বে দ্রব্যত্বাপত্তিঃ, আখ্যাতে বিশেষ্যত্বেঽপি দ্রব্যত্বাভাবাৎ। সর্বনাম পরামর্শযোগ্যত্বে সতি বিশেষ্যতায়া-মেব দ্রব্যত্বাঙ্গীকারাৎ।—বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখরে কারকপ্রকরণম্।

প্রতিষেধ করিয়াছেন। দূরান্তিকার্থেভ্যঃ পঞ্চমী-বিধানে তদ্‌যুক্তাৎ পঞ্চমী প্রতিষেধঃ। * **'সপ্তম্যধিকরণে চ'** (২-৩-৩৬) এই সূত্রে চ-কারের দ্বারা অধিকরণেরও সপ্তমী সহ চারিটি বিভক্তির বিধান করা হইবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে অসত্ত্ববচনের অনুবৃত্তি হয় না। এই কারণেই দূরঃ পন্থাঃ, 'দূরায় পথে দেহি', 'দূরস্য পথঃ সৌন্দর্যম্' ইত্যাদি বাক্যে 'পথ' এই দ্রব্যের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলেও, পূর্বোক্ত বিভক্তিগুলির প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ইতি পঞ্চমী-বিভক্তিঃ সমাপ্তা।

* ভাষ্যকার উক্ত বার্তিকটির প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং দূরার্থকও অন্তিকার্থক শব্দের যোগ থাকিলে যাহার অপেক্ষা দূরত্ব বা সামীপ্য বুঝায় তদ্‌বাচক শব্দে ষষ্ঠী ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়—ইহা স্বীকার করিয়াছেন।—ন বা তত্রাপি দর্শনাৎ পঞ্চম্যাঃ, প্রতিষেধহরণর্থকঃ। তত্রাপি পঞ্চমী দৃশ্যতে। উক্ত বার্তিকে যে পঞ্চমী-বিভক্তির নিষেধ করা হইয়াছে এইরূপ নিষেধ করার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ সেক্ষেত্রে পঞ্চমী-বিভক্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন—'দূরাদাবসথান্ মূত্রম্'—'আবাসের দূরদেশে' এই অর্থে দূর শব্দের যোগে আবসথ শব্দে পঞ্চমী হইয়াছে।

নাগেশ প্রদীপোদ্যতে 'গ্রামাদ্ দূরে'—এইরূপ পঞ্চম্যন্ত গ্রাম শব্দের অনভিধান স্বীকার করিয়াছেন—'দূরাদ্ গ্রামস্য' 'ইতনভিধানাৎ পঞ্চমী ন'।

নাগেশের এই 'অনভিধান' আমাদের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ ভাষ্যকার 'পঞ্চম্যপি দৃশ্যতে' পঞ্চমী বিভক্তিও দৃষ্ট হয়—এইরূপ সামান্যরূপে বলিয়াছেন। ইহাতে 'গ্রামাদ্ দূরম্' যে হইবে না ইহা বলা যায় না। ৬০৪।৬০৫ ॥

ষষ্ঠী-বিভক্তি

৬০৬। **ষষ্ঠী-শেষে**। (২-৩-৫০)।

কারকপ্রাতিপদিকার্থব্যতিরিক্তঃ স্বস্বামিভাবাদিসম্বন্ধঃ শেষস্তত্র ষষ্ঠী স্যাৎ। রাজ্ঞঃ পুরুষঃ। [১]কর্ম্যদীনামপি [২]সম্বন্ধমাত্র বিবক্ষায়াং ষষ্ঠ্যেব। সতাং গতম্, সপির্ষো জানীতে। মাতুঃ স্মরতি। এধো [৩]দকস্যোপস্কুরুতে। ভজে শম্ভোশ্চরণয়োঃ। ফলানাং তৃপ্তঃ॥ ৬০৬॥

অনুঃ—যাহা কারক প্রাতিপদিকার্থ নয়, তাহা হইল শেষ স্ব-স্বামি ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধ, তাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ'—রাজার পুরুষ। কর্ম প্রভৃতির সম্বন্ধ মাত্র রূপে বিবক্ষা করিলে ষষ্ঠী-বিভক্তিই হইয়া থাকে। 'সতাং গতম্'—সৎপুরুষের গমন। 'সর্পিষো জানীতে'—ঘৃতেব উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয়। 'মাতুঃ স্মরতি'—মাতাকে স্মরণ করে। 'এধোদকস্যো-পস্কুরুতে'—কাষ্ঠ কর্তৃক জলের গুণোৎপাদন করা হয়; 'ভজে শম্ভোশ্চরণয়োঃ' শম্ভুর চরণ দুইটির ভজন করি। 'ফলানাং তৃপ্তঃ'—ফলের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতেছে।

কাঃ—'শেষ' অর্থে এই সূত্রের দ্বারা ষষ্ঠী বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। 'শেষ' শব্দের অর্থ হইল যাহা বলা হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত 'উক্তাদন্যঃ শেষঃ' অষ্টাধ্যায়ীতে অপাদান, সম্প্রদান, করণ ও অধিকরণ ও কর্ম অর্থে

---

(১) কর্মাদীনামপীতি—আদি পদেন কর্তুরপি গ্রহণম্, 'ক্তস্য চ বর্তমানে' ইত্যত্র ভাষ্যে ছাত্রস্য হসিতমিতি প্রয়োগাৎ।

(২) সম্বন্ধমাত্র বিবক্ষায়মিতি—ক্রিয়া কারকভাবমূলকসম্বন্ধস্যৈব বিবক্ষায়াং ন তু কর্মত্বাদি বিবক্ষায়ামিত্যর্থঃ।

(৩) এধোকর্তৃবাদেকস্যেতি—এধঃ কর্তা, দকস্য উদকস্যেত্যর্থঃ। এধ-শব্দোঽদন্তঃ পুংলিঙ্গঃ 'কারকে' (১-৪-৩৩) ইতি সূত্রে ভাষ্যে প্রযুক্তঃ; 'এধাঃ পক্ষ্যন্তেঽতি'। সান্তঃ ক্লীবোঽপি। ইতি লঘুশব্দেন্দুশেখরে।

পঞ্চমী, চতুর্থী, তৃতীয়া, সপ্তমী ও দ্বিতীয়া বিভক্তি বিহিত হইয়াছে।* সর্বশেষে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে—এইগুলি বাদে শেষ'। সেইজন্য দীক্ষিত বলিয়াছেন—'কারকপ্রাতিপদিকার্থ ব্যতিরিক্তঃ শেষঃ'—তাহা হইল স্ব-স্বামি ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধ। যদি কোন বাধক না থাকে, তাহা হইলে সম্বন্ধ সামান্য ও সম্বন্ধ বিশেষ রূপে সম্বন্ধের ভান হয়। আর যদি বাধক থাকে, তাহা হইলে সম্বন্ধ সামান্যরূপেই সম্বন্ধের প্রতীতি হইয়া থাকে। 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন বাধক না থাকায় স্ব-স্বামি ভাব সম্বন্ধ বিশেষ এবং সম্বন্ধত্বরূপ সম্বন্ধ সামান্যরূপে উহার প্রতীতি হয়, কিন্তু 'মাতুঃ স্মরতি' ইত্যাদিস্থলে সম্বন্ধ সামান্য রূপেই উহার ভান হয়, অন্যথা কর্ম ক্রিয়ারূপ সম্বন্ধ বিশেষরূপে প্রতীতি হইতে গেলেই দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির প্রসক্তি অনিবার্য।

স্ব-স্বামি ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধ 'দ্বিষ্ঠ' অর্থাৎ দুইটিতে থাকে। 'রাজ্ঞ পুরুষঃ' ইত্যাদি স্থলে স্বত্ব পুরুষে এবং স্বামিত্ব রাজায় থাকে। যদিও উহা দুইটিতে থাকে—দুইটি উহার সম্বন্ধী, তবুও কেবল বিশেষণবোধক শব্দেই ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। বিশেষণ ও বিশেষ্যের অভেদ ও ভেদ দুইটিই হইয়া থাকে। উহাদের অভেদ বিবক্ষা থাকিলে দুইটিতেই সমান বিভক্তির প্রয়োগ হয়, যেমন, 'শ্বেতোঽশ্বঃ' 'নীলমুৎপলম্' ইত্যাদি। আর যদি উহাদের ভেদ বিবক্ষা হয়, তাহা হইলে ভেদার্থের বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য যেটি বিশেষণ উহাতে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে ; যেমন 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ'—রাজার পুরুষ। কেহ কেহ বলেন যে 'শিষ্৯ বিশেষণে' ধাতুর শেষে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার ফলে শেষ শব্দের অর্থ—বিশেষণ ; সুতরাং বিশেষণেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে। ইহা ঠিক নয়, কারণ সব বিশেষণবাচক শব্দে ষষ্ঠী হইলে 'শুক্লঃ পটঃ' প্রভৃতি স্থলে শুক্ল, কৃষ্ণ আদি গুণবাচক শব্দেও ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রসক্তি হইবে। প্রথমা বিভক্তির দ্বারা উহা বাধিত হইবে ইহা বলা চলে না, কারণ প্রধান বা বিশেষ্য স্থলে প্রথমা বিভক্তি সাবকাশ থাকায়, উহার দ্বারা বাধিত হওয়া সম্ভব নয়।

* অষ্টাধ্যায়ীতে কারকের ক্রম—অপাদান, সম্প্রদান, করণ, কর্ম, কর্তা, কিন্তু বিভক্তির ক্রম—দ্বিতীয়া, চতুর্থী, তৃতীয়া, পঞ্চমী।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে স্ব-স্বামি ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধ যখন দ্বিষ্ঠ অর্থাৎ দুইটিতে থাকে—স্বামিত্ব রাজায়, এবং স্বত্ব পুরুষে থাকে, তখন স্বামিত্বের আশ্রয় 'রাজন্' শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে; কিন্তু স্বত্বের আশ্রয় পুরুষ শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে না—ইহাতে যুক্তি কি ? স্বামিত্বের আশ্রয়েই ষষ্ঠী হইবে, কিন্তু স্বত্বের আশ্রয়ে ষষ্ঠী হইবে না—এইরূপ কোন নিয়ম নাই, যেটি বিশেষণ হইবে, উহাতেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে। যদি পুরুষের বিশেষণ রাজা হয়, তাহা হইলে রাজন্ শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে আর যদি রাজার বিশেষণ পুরুষ হয়, তাহা হইলে পুরুষ শব্দেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে। 'রাজ্ঞঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের প্রয়োগ থাকাতেই পুরুষের স্বত্ব প্রতীয়মান হয়; কিন্তু রাজার স্বামিত্ব পুরুষের সন্নিধান না থাকিলেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। 'গৃহম্', 'ধর্মম্' ইত্যাদি স্বত্বের অপেক্ষায় রাজার স্বামিত্ব অবগত হয়, সুতরাং অনিয়ত স্বত্বের অপেক্ষায় রাজার স্বামিত্ব জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সত্ব-বিশেষের জ্ঞানের জন্য 'পুরুষ' শব্দের প্রয়োগ করা হয়। সেইজন্য 'রাজন্' প্রভৃতি বিশেষণ পদেই ষষ্ঠী হইবে; কিন্তু পুরুষ প্রভৃতি বিশেষ্য পদে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে না। পুরুষ প্রভৃতি বিশেষ্যের প্রাধান্য থাকায়, উহার প্রাতিপদিকার্থই প্রকাশ পায়। প্রাতিপদিকের অর্থ প্রকাশে কোন বিভক্তির প্রয়োজন হয় না—প্রথমা-বিভক্তি কেবল প্রাতিপদিকের স্বার্থ-মাত্র প্রকাশের তাৎপর্য গ্রাহক, সুতরাং অন্তরঙ্গ বলিয়া 'পুরুষ' প্রভৃতি বিশেষ্য পদে প্রথমা বিভক্তিই হইবে। 'রাজ্ঞঃ পুরুষেণ কৃতম্'—ইত্যাদি স্থলে কারকেরও প্রতীতি হয়; সুতরাং 'পুরুষঃ' ও 'পুরুষেণ'—ইত্যাদিস্থলে প্রাতিপদিকার্থের ও কারকের ভান হওয়ায় শেষ রূপ অর্থ না থাকায়, ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়া অসম্ভব; কিন্তু প্রাতিপদিকার্থ মাত্রে প্রথমা অথবা করণ প্রভৃতি কারকার্থে তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি হইবে।

ভর্তৃহরি এ বিষয়ে বলিয়াছেন—

"দ্বিষ্ঠোঽপ্যসৌ পরার্থত্বাদ্‌গুণেষু ব্যতিরিচ্যতে।
তত্রাভিধীয়মানশ্চ প্রধানেঽপ্যুপযুজ্যতে॥"

এই সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ দুইটিতে থাকা সত্ত্বেও পরার্থত্ববশতঃ অর্থাৎ বিশেষণতার নিয়ামকত্ব নিবন্ধন বিশেষণ ও বিশেষ্যের ভেদ বিবক্ষায়, বিশেষণ রূপে যাহার বোধ করাইবার অভিপ্রায় থাকে, সম্বন্ধ ব্যতীত উহার বিশেষণতা

বোধ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া, সেই বিশেষণতার দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত যে সম্বন্ধ উহা বিশেষণ রূপে বিবক্ষিত পদে উদ্ভূত হইয়া প্রকাশ পায়, সুতরাং তাহাতেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। বিশেষ্যতা স্বেতরের * দ্বারা বোধিত হয় না, সেইজন্য বিশেষ্যতা নিয়ামক সম্বন্ধের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই বিশেষণ পদে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা প্রতীয়মান সম্বন্ধ প্রধানেরও উপকারক হয়, অর্থাৎ উহার দ্বিষ্ঠত্ব স্বভাববশতঃ, রাজাদি নিরূপিত বিশেষ্যতার রাজাদি পদের সন্নিধানবশতঃই পুরুষ পদেও প্রতীতি হয়।

'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ'—ইত্যাদিস্থলে রাজাশ্রিত স্বামিত্ব নিরূপিত—স্বত্বার্থক সম্বন্ধাশ্রয় পুরুষ এইরূপ শাব্দ বোধ হইয়া থাকে। উহাতে পুরুষ হইল বিশেষ্য, আর সম্বন্ধ আধেয়তা রূপে পুরুষের বিশেষণ এবং রাজা আশ্রয়তা রূপে সম্বন্ধের বিশেষণ। সম্বন্ধ রাজার প্রতি বিশেষ্য এবং পুরুষের প্রতি বিশেষণ। যদি পুরুষ পদেও ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়, তাহা হইলে সম্বন্ধ পুরুষের বিশেষণ ও বিশেষ্য দুইই হইবে, যাহা উচিত নয়। রাজার বিশেষণ রূপে 'পুরুষ' শব্দের প্রয়োগ করিলে 'পুরুষস্য রাজা'—এইরূপ পুরুষ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি অবশ্যই হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে যাহাকে বিশেষণ রূপে বোধ করাইবার অভিপ্রায় থাকে, সেই বিশেষণ বাচক পদেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। 'রাজা' পুরুষের বিশেষণ হইলে 'রাজন্' শব্দে এবং 'পুরুষ' রাজার বিশেষণ হইলে 'পুরুষ' শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে।

যদি কর্ম, কর্তা প্রভৃতির সম্বন্ধ সামান্য রূপে বিবক্ষা হইয়া থাকে,† সেই অবস্থায় কর্মত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্মরূপে বোধ হইবে না; কিন্তু সম্বন্ধ সামান্যরূপেই বোধ হইবে। যেমন 'সতাং গতম্' ইত্যাদি বাক্যে 'গম্'

* বিশেষ্যের বোধ করাইবার জন্য পদান্তরের প্রয়োজন আবশ্যক হয় না, বিশেষ্যবাচক পদের দ্বারাই উহা বোধিত হয়।

† যেমন রূপ-সামান্যের বৈশিষ্ট্য বুঝাইলে 'রূপবান্' প্রয়োগ হইয়া থাকে; কিন্তু বিশেষ বিশেষ রূপে বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে হইলে—'নীলঃ', 'শ্যামঃ', 'শুক্লঃ' ইত্যাদি প্রয়োগের ব্যাপার হয়; যেইরূপ কর্তৃত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি ক্রিয়া—কারকের বিশেষ সম্বন্ধ বুঝাইলে দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি হইবে, কিন্তু সম্বন্ধত্বরূপে সম্বন্ধ-সামান্য বুঝাইলে সম্বন্ধ-সামান্যে ষষ্ঠীই হইবে।

ধাতুর শেষে ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'গতম্' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। সৎ পুরুষ কর্তৃক গমন—এই অর্থে উক্ত বাক্যটির প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সৎ পুরুষের কর্তৃত্বের বিবক্ষা না করিয়া, উহার স্থলে সম্বন্ধ রূপে বোধ করাইবার ইচ্ছা থাকিলে, কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি না হইয়া সম্বন্ধ সামান্যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। ফলে সৎ পুরুষ সম্বন্ধী গমন—এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। আর কর্তৃত্ব রূপে বোধ করাইবার ইচ্ছা থাকিলে 'সৎ' শব্দে অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হইবে, সে অবস্থায় 'সদ্ভির্গতম্' এবং কর্তা উক্ত হইলে 'সন্তো গচ্ছন্তি'—এইরূপ বাক্যও শুদ্ধরূপে গণ্য হইবে। উহার অর্থ সৎ পুরুষ কর্তৃক গমন। উহাতে **'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি'** (২-৩-৬৫) সূত্রানুসারে কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইতে পারে না, কারণ **'ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা'** (২-৩-৬৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে নিষ্ঠা যোগে ষষ্ঠীর প্রতিষেধ হইয়া থাকে।

'সর্পিষো জানীতে'—ইত্যাদি স্থলে করণের সম্বন্ধ সামান্য রূপে বিবক্ষার ফলে ষষ্ঠী হইয়াছে। কর্তায় আশ্রিতা সর্পিস্ সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি—এইরূপ উক্ত বাক্যের বোধ হইয়া থাকে।

'মাতুঃ স্মরতি'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'মাতরং স্মরতি'—মাতাকে স্মরণ করিতেছে—এই দেবদত্ত কর্তৃক মাতৃকর্মক স্মরণরূপ শাব্দ বোধের স্থলে দেবদত্ত কর্তৃক মাতৃ সম্বন্ধি স্মরণ—এইরূপ শাব্দবোধ করাইবার ইচ্ছায় কর্মের সম্বন্ধ সামান্য রূপ বিবক্ষার ফলে সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়াছে। কর্মত্ব রূপে বোধ করাইবার ইচ্ছা থাকিলে 'মাতরং স্মরতি' এই প্রয়োগও শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

'এধো দকস্যোপস্কুরুতে'—কাষ্ঠ কর্তৃক জল-সম্বন্ধী উপস্কার অর্থাৎ গুণাধান। এইরূপ সম্বন্ধ সামান্য রূপে বোধ করাইবার ইচ্ছায় কর্মে দ্বিতীয়ার স্থানে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে। উক্ত বাক্যে 'এধস্' শব্দ কাষ্ঠ অর্থের বাচক এবং 'দক' শব্দ উদকের পর্যায় বাচক। 'ভুবনমমৃতং জীবনং দকম্'—হলায়ুধের অভিধানে 'দক' শব্দটি উদক বা জল অর্থের পর্যায় রূপে পঠিত হইয়াছে। 'উপস্কুরুতে' পদটিতে উপ পূর্বক 'কৃ' ধাতুর প্রতিযত্ন অর্থে আত্মনেপদ ও সুট্ হইয়াছে। 'গন্ধনাবক্ষেপণসেবন সাহসিক্য প্রতিযত্ন'—ইত্যাদি অনুসারে প্রতিযত্ন অর্থে আত্মনেপদ এবং **'উপাৎ প্রতিযত্ন বৈকৃতবাক্যাধ্যাহারেষু'** (৬-২-১৩৯) অনুসারে উক্ত অর্থেই 'সুট্' এর আগম হয়। প্রতিযত্নের অর্থ

হইল গুণাধান। নিম, করঞ্জ প্রভৃতি কাষ্ঠ বিশেষের অগ্নির দ্বারা তপ্ত উদকে গুণ-বিশেষের আধান হইয়া থাকে—ইহা আয়ুর্বেদের দ্বারা জ্ঞাত হয়। উক্ত বাক্যে যদি কর্মত্বের বিবক্ষা করা হয়, তাহা হইলে 'এধোদকমুপস্কুরুতে'—কাষ্ঠ কর্তৃক উদককর্মক, উপস্কার এইরূপ শাব্দবোধ হইবে, ফলে কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তিই হইবে। মতান্তরে 'এধ' শব্দটি অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ। 'কারকে'—এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার 'এধাঃ পক্ষ্যন্তে'—এই প্রকার প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতেই মনে হয় যে 'এধ' শব্দ অ-কারান্ত পুংলিঙ্গও আছে।

'ভজে শম্ভোশ্চরণয়োঃ'—ইত্যাদি স্থলে কর্মত্বের শেষত্ব বিবক্ষা করিয়া সম্বন্ধ সামান্যে ষষ্ঠী বিভক্তি করা হইয়াছে। শম্ভুর চরণ সম্বন্ধে ভজন এইরূপ শাব্দবোধ হইয়া থাকে।

'ফলানাং তৃপ্তঃ'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ফলেন তৃপ্তঃ' এই অর্থে করণত্বের শেষত্ব বিবক্ষিত হইলে সম্বন্ধ সামান্যে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। 'ফল সম্বন্ধিনী তৃপ্তির আশ্রয়'—এই প্রকার শাব্দবোধ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে **'জ্ঞোঽবিদর্থস্য করণে'** (২-৩-৫১) **'অধীগর্থদয়েশাং কর্মণি'** (২-৩-৫২) **'কৃঞঃ প্রতিযত্নে'** (২-৩-৫৩) **'রুজার্থানাং ভাববচনানামজ্বরেঃ'** (২-৩-৫৪) **'আশিষি নাথঃ'** (২-৩-৫৫) **'জাসিনিপ্রহণনাটক্রাথপিষাং হিংসায়াম্'** (২-৩-৫৬) **'ব্যবহৃপণোঃ সমর্থয়োঃ'** (২-৩-৫৭) **'কৃত্বোর্থপ্রয়োগেকালেঽধিকরণে'** (২-৩-৬৪)—এই আটটি সূত্রের দ্বারা শেষত্ব বিবক্ষায় যে ষষ্ঠী বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে, উহার প্রয়োজন কি? কারণ উপরি উক্ত সূত্রগুলির বিষয়েও 'ষষ্ঠী শেষে' সূত্রানুসারেই করণত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতির বিবক্ষা না করিয়া যদি সম্বন্ধ সামান্য রূপে বোধ করাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠী বিভক্তির সিদ্ধি আছেই, পুনরায় পূর্বোক্ত আটটি সূত্রের আনর্থক্য প্রসক্তি হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'সর্পিষো জ্ঞানম্', 'মাতুঃ স্মরণম্' ইত্যাদি স্থলে সমাস নিবৃত্তিই উক্ত আটটি সূত্রের প্রয়োজন। যেমন 'জ্ঞোঽবিদর্থস্য করণে' ইত্যাদি আটটি সূত্রের 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি আসিয়া থাকে। ফলে করণ, কর্ম প্রভৃতির শেষত্ব রূপে বিবক্ষা করিয়া সম্বন্ধ সামান্যে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে; কিন্তু উহার প্রয়োজন কি? 'ষষ্ঠী-শেষে'—

সূত্রানুসারেই শেষত্ব-বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তির সিদ্ধি থাকা সত্ত্বেও যে উক্ত আটটি সূত্রানুসারেই শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে, উহার সামর্থ্যবশতঃ ইহাই কল্পনা করিতে হইবে যে উক্ত সূত্রগুলির বিষয়ে যে ষষ্ঠী-বিভক্তি বিহিত হয়, তাহা থাকিবেই; কিন্তু উহার 'লুক্' (লোপ) হইবে না; ফলে 'লুক' এর নিমিত্ত স্বরূপ সমাসই হইবে না। সুতরাং পূর্বোক্ত আটটি সূত্রের ফল হইল উহাদের বিষয়ে সমাস নিবৃত্তি। ইষ্টানুরোধে সমাস নিবৃত্তিই উহাদের ফল--এইরূপ কল্পনা করাই সমীচীন; কিন্তু কেবল বিভক্তির লুক্ অর্থাৎ নিবৃত্তিই ফল—এইরূপ কল্পনা অপ্রামাণিক। এই তাৎপর্যেই বার্তিককার, বার্তিক করিয়াছেন—'প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী ন সমস্যতে' ইতি। উক্ত আটটি সূত্রের দ্বারা যে প্রতিপদের উল্লেখ করিয়া ষষ্ঠী বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে, সেই ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত সমাস হয় না। ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন—

'কারকৈ র্ব্যপদিষ্টে চ শ্রূয়মাণ ক্রিয়ে পুনঃ।
প্রোক্তা প্রতিপদং ষষ্ঠী-সমাসস্য নিবৃত্তয়ে॥'

অর্থাৎ যে বাক্যে ক্রিয়া শ্রূয়মাণ, সেই শ্রূত ক্রিয়ার অপেক্ষায় করণ, কর্ম প্রভৃতি কারকের ব্যপদেশ বিগত অপদেশ অর্থাৎ কর্মত্বাদির বিবক্ষা না থাকায় 'শেষত্ব' বিবক্ষায় প্রতিটি পদের উদ্দেশ্যে যে ষষ্ঠী বিভক্তি বিহিত হইয়াছে, উহার ফল হইল সমাস নিবৃত্তি। সুতরাং 'সর্পিষো জ্ঞানম্', 'মাতুঃ স্মরণম্' ইত্যাদি ক্ষেত্রে শেষত্ব বিবক্ষায় সমাস-বর্জিত পদই সাধু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। 'হরিস্মরণম্'—ইত্যাদিস্থলে শেষত্বের বিবক্ষা করা হয় না, ফলে **'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি'** (২-৩-৬৫) সূত্রানুসারে 'স্মরণম্' এই কৃদন্তের যোগে কর্মকারকে ষষ্ঠী হয় এবং সেই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত সমাস হইয়া থাকে।

'হরিস্মরণম্'—ইত্যাদি প্রয়োগে পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে কৃদ্‌যোগে কর্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত সমাস করার ফল হইল স্বরের বৈশিষ্ট্য। 'স্মৃ' ধাতুর শেষে 'ল্যুট্' (অনট্) প্রত্যয় করিয়া 'স্মরণম্' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। 'ল্যুট্' এর 'ল্' ইৎ সংজ্ঞক বলিয়া **'লিতি'** (৬-১-১৯৩) সূত্রানুসারে **'অন্'** এর পূর্ববর্তী 'স্ম' এর অ-কার উদাত্ত এবং সমাস করার পরে 'হরি' এই কর্মকারক পূর্বে থাকায়. **'গতি কারকোপপদাৎ কৃৎ'** (৬-২-১৩৯) সূত্রানুসারে উত্তর

পদ প্রকৃতি স্বর হওয়ার ফলে সমাসের পূর্বে যে স্বর ছিল, তাহাই বিহিত হইল। সমাসের পূর্বে 'স্ব' এর অ-কার উদাত্ত, সেই উদাত্তই সমাসের পরেও শ্রুত হইল, ফলে উক্ত পদটি মধ্যোদাত্ত। যদি উক্ত স্থলে শেষ ষষ্ঠী হইত এবং সেই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত সমাস হইত, তাহা হইলে কারক পূর্বে না থাকায়, পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে উত্তরপদ প্রকৃতি স্বর হইতে পারিত না ; কিন্তু **'সমাসস্য'** (৬-১-২৭৩) অনুসারে অন্তোদাত্ত হইত, যাহা অনিষ্ট বলিয়া বৈয়াকরণদের অভিমত। এইরূপ স্বর-বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনের জন্যই পূর্বোক্ত আটটি সূত্র ইহা বুঝিতে হইবে।

'মাতুঃ স্মৃতম্'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাস নিবৃত্তিও ফল, কারণ 'ন লোকাব্যয় নিষ্ঠা'—ইত্যাদি সূত্রানুসারে কারক-ষষ্ঠী নিষিদ্ধ হওয়ায়, সমাস হওয়াই অসম্ভব এবং সমাস না হইলে পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে উত্তর পদ প্রকৃতি স্বরের প্রবৃত্তিই বা কি করিয়া সম্ভব ?

শিষ্টগণ বলিয়া থাকেন—

"নিষ্ঠায়াং কর্মবিষয়া ষষ্ঠী চ প্রতিষিদ্ধ্যতে।
শেষ লক্ষণয়া ষষ্ঠ্যা সমাসস্তত্র নেষ্যতে ॥"

নিষ্ঠায় কর্মবিষয়িণী ষষ্ঠী-বিভক্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী করা হইলে তদন্তের সমাসও অভীষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। সুতরাং 'মাতুঃ স্মৃতম্' ইত্যাদি প্রয়োগে সমাস-নিবৃত্তি উক্ত প্রতিষেধের ফল—ইহা বলা যাইতে পারে।

'বৃক্ষস্য শাখা'—ইত্যাদি স্থলে আধার-আধেয়-ভাব সম্বন্ধের অবয়ব-অবয়বি ভাব সম্বন্ধ রূপে ভান করাইবার জন্য 'বৃক্ষস্য' পদে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে। যে স্থলে সংযোগ সম্বন্ধে আধার-আধেয়ের প্রতীতি হয়, সে ক্ষেত্রে সংযোগ সম্বন্ধের বিবক্ষায় ষষ্ঠী হয় না, যেমন 'ভূতলে ঘটঃ'—এই অভিপ্রায়ে 'ভূতলস্য ঘটঃ'—এইরূপ প্রয়োগ হয় না। এ বিষয়ে প্রমাণ হইল 'তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্' (৫-২-৯৪) এই সূত্রে 'অস্মিন' পদের গ্রহণ। কারণ ষষ্ঠ্যর্থ যদি সংযোগ হইত, তাহা হইলে 'ঘটোঽস্যাস্ত'—ঘট ইহার আছে, এই অর্থে 'ঘটবদ্ভূতলম্'—ইত্যাদি প্রয়োগে 'মতুপ্' প্রত্যয় হইতে পারিত ; তাহার জন্য উক্ত সূত্রে **'অস্মিন্'** এই পদটির গ্রহণ করা নিরর্থক ॥ ॥৮০৬॥

৬০৭। **ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে।** (২-৩-২৬)।

হেতুশব্দ প্রয়োগে হেতৌ-দ্যোত্যে ষষ্ঠী স্যাৎ। অন্নস্য হেতোর্বসতি। ৬০৭॥

অনুঃ—যদি হেতু শব্দের প্রয়োগ থাকে এবং হেতুত্ব দ্যোতিত হয়, তাহা হইলে হেতু শব্দে ও উহার সমানাধিকরণ শব্দান্তরে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। 'অন্নস্য হেতোর্বসতি'—অন্নের নিমিত্তে সে বাস করে।

কাঃ—'হেতৌ' সূত্র হইতে হেতৌ পদের অনুবর্তন করা হয়। সেইজন্য হেতুত্ব দ্যোতিত হইলে, 'হেতু' শব্দের প্রয়োগ থাকিলে, 'হেতু' শব্দের ও উহার সমানাধিকরণ যদি অন্য শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাহাতেও ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। যেমন—'অন্নস্য হেতোর্বসতি'—এই বাক্যে হেতু শব্দের প্রয়োগ আছে এবং যে বাস করে সেই বাস করার হেতু যে অন্ন ইহা দ্যোতিত হইতেছে, সুতরাং হেতু শব্দে এবং উহার সমানাধিকরণ 'অন্ন' শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে। হেতু শব্দের প্রয়োগ না থাকিলে ষষ্ঠী হয় না। যেমন—'অন্নেন বসতি'—এই বাক্যে অন্ন শব্দে ষষ্ঠী হয় নাই, কিন্তু 'হেতৌ' সূত্রানুসারে উহাতে কেবল তৃতীয়া হইয়াছে। যাহার দ্বারা হেতুত্ব দ্যোতিত হয়, তাহাতেই ষষ্ঠী হয়। হেতুত্ব দ্যোতিত না হইলে উহা হয় না। যেমন—'অন্নস্য হেতোঃ ত্বভ্যং নমঃ'—অন্নের জন্য তোমায় নমস্কার—এই বাক্যে 'হেতু' শব্দের প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও 'যুস্মৎ' শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় নাই, কারণ উহার দ্বারা উহার হেতুত্ব দ্যোতিত হয় নাই; অন্নই নমস্কার করার হেতু; সুতরাং অন্নগত হেতুত্ব দ্যোতিত হওয়ার ফলে উহাতেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। এই সূত্রটি 'হেতৌ' সূত্রানুসারে প্রাপ্ত তৃতীয়া-বিভক্তির বাধক।॥ ৬০৭॥

৬০৮। **সর্বনাম্নস্তৃতীয়া চ।** (২-৩-২৭)।

সর্বনাম্নো হেতুশব্দস্য চ প্রয়োগে হেতৌ দ্যোত্যে তৃতীয়া স্যাৎ ষষ্ঠী চ। কেন হেতুনা বসতি। কস্য হেতোঃ। 'নিমিত্ত পর্যায় প্রয়োগে সর্বাসাং প্রায়দর্শনম্' (বা ১৪৭৩)। কিং[১] নিমিত্তং

(১) কিং নিমিত্তমিতি—ইদং প্রথমান্তং দ্বিতীয়ান্তং

বসতি, কেন নিমিত্তেন, কস্মৈ নিমিত্তায় ইত্যাদি। এবং কিং কারণম্, কো হেতুঃ, কিং প্রয়োজনমিত্যাদি। প্রায় গ্রহণাদসর্বনাম্নঃ প্রথমা দ্বিতীয়ে ন স্তঃ। জ্ঞানেন নিমিত্তেন হরিঃ সেব্যঃ, জ্ঞানায় নিমিত্তায়েত্যাদি ॥ ৬০৮ ॥

অনুঃ—সর্বনামের ও হেতু শব্দের প্রয়োগ থাকিলে, 'সর্বনাম' এবং 'হেতু' শব্দে ষষ্ঠী ও তৃতীয়া-বিভক্তি হয়। 'কেন হেতুনা বসতি', 'কস্য হেতোঃ বসতি'—সে কি কারণে বাস করে।

(১ বা.) নিমিত্ত পর্যায় শব্দের প্রয়োগ থাকিলে নিমিত্ত-বাচক শব্দে এবং উহার সমানাধিকরণ শব্দান্তরে প্রায় সকল বিভক্তিরই প্রয়োগে হইয়া থাকে। 'কিং নিমিত্তং বসতি, কেন নিমিত্তেন, কস্মৈ নিমিত্তায়' ইত্যাদি—এইভাবে 'কিং কারণম্, কো হেতুঃ, কিং প্রয়োজনম্'—কি কারণে, কি নিমিত্তে, কি হেতুতে ইত্যাদি।

প্রায় শব্দের গ্রহণ থাকায় অ-সর্বনাম পদে প্রথমা ও দ্বিতীয়া-বিভক্তি হয় না। 'জ্ঞানেন নিমিত্তেন হরিঃ সেব্যঃ' জ্ঞানায় নিমিত্তায়—জ্ঞানের নিমিত্তে হরির সেবা করা উচিত ইত্যাদি।

কাঃ—'সর্বনাম্নঃ'—এই পদটি পঞ্চম্যন্ত বা ষষ্ঠ্যন্ত দুই-ই হইতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রয়োগের অপেক্ষায় উহাতে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। যদি উহা পঞ্চম্যন্ত হইত, তাহা হইলে উহার পরবর্তী 'হেতু' শব্দেরই ষষ্ঠী ও তৃতীয়া-বিভক্তি হইত, কিন্তু সর্বনামের উক্ত বিভক্তি দুইটি হইত না; সেইজন্য 'সর্বনাম্নঃ' পদটিকে ষষ্ঠ্যন্ত পদ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ফলে সবনামে ও হেতু শব্দে—উভয়েরই উক্ত বিভক্তি দুইটি হইয়া থাকে। যেমন 'কস্য হেতোর্বসতি' 'কেন হেতুনা বসতি'—এই বাক্য দুইটিতে 'কস্য', 'কেন' এবং 'হেতো', 'হেতুনা'—,কিম্' এই সর্বনামে এবং 'হেতু' শব্দে ষষ্ঠী ও তৃতীয়া-বিভক্তি হইয়াছে।

বা. ১—নিমিত্তের পর্যায় শব্দের প্রয়োগ থাকিলে সকল **বিভক্তির** প্রায় **দর্শন হয়, যেমন—'কিং নিমিত্তং বসতি'—ইত্যাদিস্থলে 'কিম্' শব্দে** এবং **নিমিত্ত শব্দে—প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি সকল বিভক্তিই হইয়া থাকে।** নিমিত্ত

পর্যায় কারণ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে প্রথমাদি সকল বিভক্তিই হয়। বার্তিকে 'প্রায়' গ্রহণের ফল হইল—সর্বনাম ব্যতীত শব্দান্তরের প্রয়োগ থাকিলে প্রথমা ও দ্বিতীয়া এই দুইটি বিভক্তি হয় না, এই দুইটি ব্যতীত অন্য সব বিভক্তিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন—'জ্ঞানেন নিমিত্তেন, জ্ঞানায় নিমিত্তায়' ইত্যাদি। 'জ্ঞান' শব্দটি সর্বনাম নয়, সেই জন্য উহাতে প্রথমা ও দ্বিতীয়া ব্যতীত তৃতীয়া প্রভৃতি সকল বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। দীক্ষিত এই বার্তিকটির অঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া পাঠ করিয়াছেন। বার্তিকটি ভাষ্যে 'নিমিত্তকারণ হেতুষু সর্বাষাং প্রায়দর্শনম্'—এইরূপে পঠিত হইয়াছে। এই বার্তিকে কারণ ও হেতু—এই দুইটি মাত্র নিমিত্ত পর্যায়ের গ্রহণ থাকায়. পর্যায়ান্তরের প্রয়োগ থাকিলে সকল বিভক্তি হয় না—ইহা আচার্য বিশেষের মত। কেহ কেহ বলেন যে উক্ত তিনটির দ্বারা পর্যায়ান্তরের উপলক্ষণ করা হইয়াছে, তাহা হইলে নিমিত্তের যাবতীয় পর্যায় শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও উক্ত বিধিটি প্রয়োজ্য। 'প্রয়োজন' শব্দের প্রয়োগেও সকল বিভক্তির ব্যবহার হইতে দেখা যায়, 'কিং প্রয়োজনম্, কেন প্রয়োজনেন' ইত্যাদি। নিমিত্ত বাচক সকল পর্যায় শব্দেব প্রযোগেই যদি সব বিভক্তিই হয়, তাহা হইলে নিমিত্ত পর্যায় প্রয়োগে—এইরূপ বার্তিক হওয়াই সমীচীন। এই আশয়েই দীক্ষিত উক্ত বার্তিকটির স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া পাঠ করিয়াছেন। যথাযথ বার্তিক পাঠ করাই আমরা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করি। কাহারও রচনাকে বিকৃত করিয়া পাঠ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা চিন্তনীয়। ভাষ্যকার এই বার্তিকটি এই সূত্রে পাঠ করেন নাই; কিন্তু 'হেতৌ' সূত্রে উহার পাঠ করা হইয়াছে। কাশিকাকার 'সর্বনাম্নস্তৃতীয়া চ' এই সূত্রে উক্ত বার্তিকটির পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দীক্ষিতও তাহাই করিয়াছেন। সেইজন্য সর্বনাম ভিন্ন পদের প্রয়োগ থাকিলে সকল বিভক্তির প্রায়ই প্রয়োগ হয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তির ব্যবহার হয় না। 'হেতৌ' এই সূত্রে পঠিত হওয়ার ফলেই অসর্বনাম শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও উক্ত বার্তিকটি প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু 'প্রায়' পদের গ্রহণ থাকায় প্রথমা, দ্বিতীয়া ব্যতীত সকল বিভক্তিরই ব্যবহারও অসর্বনাম শব্দের প্রয়োগস্থলে হইয়া থাকে—এই কথা দীক্ষিত প্রৌঢ় মনোরমায় নিজেও স্বীকার করিয়াছেন (প্রৌঢ় মনোরমা দ্রষ্টব্য)।

'সর্বনাম্নস্তৃতীয়া চ' 'ষষ্ঠী হেতু প্রয়োগে' এই সূত্র দুইটির কোন প্রয়োজন নাই, কারণ উক্ত সূত্র দুইটির উদাহরণগুলির এই বার্তিকের দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৬০৮ ॥

৬০৯। **ষষ্ঠ্যতসর্থপ্রত্যয়েন**। ২-৩-৩০।

এতদ্‌যোগে ষষ্ঠী স্যাৎ। 'দিক্‌শব্দ—৫৯৫' ইতি পঞ্চম্যাপবাদঃ। গ্রামস্য দক্ষিণতঃ। পুরঃ পুরস্তাৎ। উপরি উপরিষ্ঠাৎ ॥ ৬০৯ ॥

অনুঃ—'অতস্' এর অর্থে যে প্রত্যয়, সেই প্রত্যয়ান্ত শব্দের সহিত যোগ থাকিলে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। দিক্ শব্দ ৫৯৫—সূত্রানুসারে প্রাপ্ত পঞ্চমীর ইহা অপবাদ। 'গ্রামস্য দক্ষিণতঃ'—গ্রামের দক্ষিণে, 'পুরং পুরস্তাৎ', উপরি উপরিষ্ঠাৎ'—গ্রামের পূর্বে, গ্রামের উপরে।

কাঃ—'**দিকশব্দেভ্যঃ সপ্তমী পঞ্চমী প্রথমাভ্যোদিগ্‌দেশ-কালেষস্তাতিঃ**' (৫-৩-২৭) হইতে '**পূর্বাধরাবরানামসি পুরধবশ্চৈষাম্**' (৫-৩-৩৯) এই ১৩টি সূত্রের দ্বারা পাণিনি দিক্‌বাচক শব্দের শেষে—দিক্, দেশ ও কাল অর্থে অস্তাতি, অতসুচ্, রিল্, রিষ্টাতিল্, আতি, এনপ্, আচ্ আহি, অসি— এই নয়টি প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'এনপ্' প্রত্যয়ান্ত যুক্ত পদে '**এনপা দ্বিতীয়া**' (২-৩-৩১) সূত্রের দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং 'আচ্' ও 'আহি' প্রত্যয়ান্তযুক্ত শব্দে '**অন্যারাদি-তরর্তে**' (২-৩-২৯) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পঞ্চমী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। অবশিষ্ট * প্রত্যয়ান্তযুক্ত শব্দে এই সূত্রের দ্বারা ষষ্ঠী-বিভক্তির

---

* অবশিষ্ট প্রত্যয়ের সংখ্যা ছয়টি; কিন্তু তত্ত্ববোধিনীকার পাঁচটি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে 'অতসুচ্, অস্তাতি, অসি, রিল্ ও রিষ্টাতিল্'—এই পাঁচটি প্রত্যয়ান্ত যুক্ত শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। বৃত্তি ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থেও উক্ত পাঁচটি প্রত্যয়ান্তযুক্ত পদের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উহাদের অন্তর্গত '**উত্তরাধরদক্ষিণাদাতি**' (৫-৩-৩৪) সূত্রানুসারে যে 'আতি'-প্রত্যয় হয়, তাহা উহার উদাহরণ কেন হইবে না—ইহা চিন্তনীয়।

কাশিকায় 'আতি' প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে পঞ্চমী-বিভক্তির ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন, উত্তরস্যাং দেশে বসতি, উত্তরাদ্ বসতি। উত্তরাদ্ আগতঃ ইত্যাদি।

বিধান করা হইতেছে। দিক্, দেশ, কাল অর্থে 'অতসুচ্' প্রত্যয় বিহিত হওয়ায়, উহার অর্থ দিক্, দেশ ও কাল, সুতরাং ঐ অর্থে যে সকল প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে, সেই প্রত্যয়ান্ত যুক্ত শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে এই সূত্রের ইহাই অর্থ। সূত্রস্থ 'অতস্' এর দ্বারা 'অতসুচ্' গৃহীত হইয়াছে। যেমন—'গ্রামস্য দক্ষিণতঃ', 'গ্রামস্য পুরস্তাৎ', 'গ্রামস্য উপরি', 'গ্রামস্য উপরিষ্টাৎ' —ইত্যাদিস্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে।

এস্থলে একটি বিষয় বিবেচ্য এই যে সূত্রকার দিক, দেশ ও কাল অর্থে প্রথমেই 'অস্তাতি' প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন, পরে 'অতসুচ্' প্রত্যয়ের ; কিন্তু এই সূত্রে তিনিই আবার 'অতসুচ্' প্রত্যয়ের অর্থে বিহিত প্রত্যয়ান্ত শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তির বিধান করিতেছেন। 'অস্তাতি' প্রত্যয় উহাদের মধ্যে প্রথম, সুতরাং প্রথমটিকে বাদ দিয়া 'অতসুচ্' এর অর্থে বিহিত প্রত্যয়ান্ত যুক্ত শব্দে ষষ্ঠী হয়—এইরূপ বলিয়াছেন কেন? উত্তরে বলা যায় যে ষষ্ঠ্যতসর্থপ্রত্যয়েন—এইরূপ সূত্র না করিয়া যদি 'ষষ্ঠ্যস্তাত্যর্থপ্রত্যয়েন'—এইরূপ সূত্র করা হইত, তাহা হইলে 'অস্তাত্যর্থ' এই প্রকার সংযুক্ত পদের উচ্চারণ করায় গৌরব হইত। এইজন্যই সূত্রকার 'অস্তাত্যর্থ' না বলিয়া 'অতসর্থ' বলিয়াছেন। অবশ্য এস্থলে এইরূপ সম্ভব আছে বলিয়াই উক্ত প্রকারে সূত্রন্যাস করা হইয়াছে, সম্ভব না থাকিলে অগত্যা সংযুক্ত পদ-ঘটিত পদেরই উচ্চারণ করিতে হইত।

এই সূত্রে 'অতসর্থপ্রত্যয়েন'—এইরূপ প্রত্যয়ের গ্রহণ কেন করা হইয়াছে ; উক্ত পদটিকে বাদ দিয়া কেবল 'ষষ্ঠ্যতসর্থেন' এই প্রকার সূত্র করিলে কি ক্ষতি হইত? 'অতস্' এর অর্থের যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া অতস্-এর অর্থবোধক শব্দের যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইত ; সুতরাং কোন অনুপপত্তি না থাকায়, উক্ত প্রকারে সূত্র করিয়া প্রত্যয়ের গ্রহণ করা হইল কেন? প্রত্যয় শব্দের গ্রহণ না করিলে নঞ্ পূর্বক 'তস্' ধাতুর শেষে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া যে 'অতস্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, উহার যোগেও ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রসক্তি হইবে—ইহা বলা যায় না, কারণ 'অতস্' শব্দের অর্থে শব্দান্তর না থাকায়, অর্থ গ্রহণের কোন ফল লাভ হইতে পারে না, আর 'প্রত্যয়া-প্রত্যয়য়োঃ প্রত্যয়স্যৈব গ্রহণম্'—প্রত্যয় ও অপ্রত্যয় এই দুইটির যুগপৎ গ্রহণ প্রাপ্ত থাকিলে প্রত্যয়েরই গ্রহণ হয়—এই পরিভাষা অনুসারে 'অতস্'

প্রত্যয়েরই গ্রহণ হইবে, কিন্তু পূর্বোক্ত 'অতস্' শব্দের গ্রহণ করা যাইতে পারে না—এই অবস্থায় প্রত্যয়গ্রহণের কোন সার্থকতাই নাই ; সুতরাং উহার গ্রহণ করা হইল কেন ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে শ্রূয়মাণ প্রত্যয়ের যাহাতে গ্রহণ হইতে পারে ; কিন্তু প্রত্যয়ের লোপ হইলেও **'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয় লক্ষণম্'** (১-১-৬২) সূত্রানুসারে উক্ত প্রত্যয়ান্ত ধরিয়া যাহাতে উহার যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তি না হয়, সেইজন্য এই সূত্রস্থ প্রত্যয় পদের গ্রহণ করা হইয়াছে ; ফলে 'প্রাক্', 'প্রত্যক্', 'উদক্'—পদযুক্ত শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় না , কিন্তু 'অন্যারাদ্' ইত্যাদি সূত্রের অঞ্চূত্তর পদের যোগ ধরিয়া পঞ্চমী হইলে 'গ্রামাৎ', 'প্রাক্'—ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। মনে রাখিতে হইবে যে 'অন্যারাৎ'—সূত্রের 'অঞ্চূত্তর পদেরও ইহাই প্রয়োজন। সেস্থলেও ইহাই বলা হইয়াছে যে 'দিক্' শব্দের দ্বারাই প্রাক্, প্রত্যক্ প্রভৃতির গ্রহণ হওয়া সত্ত্বেও যে 'অঞ্চূত্তর' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা 'ষষ্ঠ্যতসর্থ-প্রত্যয়েন—' সূত্রানুসারে প্রাপ্ত ষষ্ঠী-বিভক্তির বাধ করিবার জন্য। এই সূত্রে যে 'প্রত্যয়' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার দ্বারা শ্রূয়মান প্রত্যয়ান্ত যুক্ত শব্দেই ষষ্ঠী হইবে ; কিন্তু প্রাক্, প্রত্যক্—ইত্যাদি শব্দে 'অস্তাতি' প্রত্যয়ের লোপ হওয়ায় শ্রূয়মান পত্যয় নাই বলিয়া, সেক্ষেত্রে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তিই নাই, পুনরায় উক্ত স্থলে ষষ্ঠীব বাধ করিবার জন্য 'অঞ্চূত্তর' পদের গ্রহণ করার লাভ কি ? 'গ্রামাৎ প্রাক্' ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য এই সূত্রে 'প্রত্যয়' পদের গ্রহণ করা হউক ; অথবা এই সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত ষষ্ঠী-বিভক্তিকে বাধ করিবার জন্য পূর্বোক্ত সূত্রে 'অঞ্চূত্তর' পদের গ্রহণ করা হউক—ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'অন্যতরচ্ছক্যমকর্তুম্'—দুইটির যে-কোন একটি পদের গ্রহণ না করিলেও চলে। এক্ষেত্রে নাগেশ বলিয়াছেন যে লঘুভূত প্রত্যয় পদের গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত সূত্রের 'অঞ্চূত্তর' পদের প্রত্যাখ্যান করাই যুক্তিসঙ্গত পন্থা।

এই সূত্রে অর্থ পদের গ্রহণ না করিলে কেবল 'দক্ষিণতো গ্রামস্য, উত্তরতো গ্রামস্য'—ইত্যাদিস্থলেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে ; কিন্তু 'উপরি গ্রামস্য, উপরিষ্টাৎ গ্রামস্য'—ইত্যাদিস্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে না। সর্বত্রই 'অতসুচ্' এর অর্থে বিহিত প্রত্যয়ান্ত যুক্ত শব্দে যাহাতে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়, সেইজন্য সূত্রে অর্থ পদের গ্রহণ করা হইয়াছে।

'অন্যারাৎ'—সূত্রানুসারে 'অতসমুচে'র অর্থে বিহিত প্রত্যয়ান্তযুক্ত পদেও দিক্ শব্দ ধরিয়া পঞ্চমী-বিভক্তি প্রাপ্ত ছিল, উহাকে বাধ করিয়া ষষ্ঠী-বিভক্তির বিধান করা হইল, ফলে 'গ্রামস্য দক্ষিণতঃ'—ইত্যাদিস্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তিই হয়, কিন্তু পঞ্চমী হয় না। 'পশ্চাৎ' শব্দের যোগ থাকিলে ষষ্ঠী ও পঞ্চমী দুই-ই হয়; সেইজন্য 'গ্রামস্য পশ্চাৎ' অথবা 'গ্রামাৎ পশ্চাৎ' দুইটি প্রয়োগই শুদ্ধ। পশ্চাৎ শব্দের যোগে পঞ্চমী-বিভক্তিও হয়, ইহাতে প্রমাণ হইল 'ততঃ পশ্চাৎ সংস্যতে ধ্বংস্যতে' এই ভাষ্য প্রয়োগ। 'পশ্চাৎ' শব্দটি **'পশ্চাৎ'** (৫-৩-৩২) সূত্রানুসারে 'অপর' শব্দের শেষে পূর্বোক্ত অর্থে 'আতি' প্রত্যয় এবং 'অপর' শব্দের স্থানে 'পশ্চ্' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে উক্ত ভাষ্য প্রয়োগে 'ততঃ' এই পদটি পঞ্চমীতে 'তসিল্' হয় নাই; কিন্তু সর্ববিভক্তিক ষষ্ঠ্যন্তে 'তসিল্' হইয়াছে। 'পুরঃ পুরস্তাৎ'—ইত্যাদি প্রয়োগে যথাক্রমে **'পূর্বাধরাবরাণামসিপুরধবশ্চৈষাম্'** (৫-৩-৩৯) সূত্রানুসারে 'অসি' প্রত্যয় ও 'পুর্' আদেশ এবং 'দিক্ শব্দেভ্যঃ' (৫-৩-২৭) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পূর্ব শব্দের শেষে 'অস্তাতি' প্রত্যয় এবং **'অস্তাতি চ'**(৫-৩-৪০) সূত্রানুসারে পূর্বের 'পুর্' আদেশ হইয়া থাকে ॥৬০৯॥

৬১০। এনপা দ্বিতীয়া। (২-৩-৩১)।

এনবন্তেন যোগে দ্বিতীয়া স্যাৎ। এনপেতি যোগবিভাগাৎ ষষ্ঠ্যপি। দক্ষিণেন গ্রামং গ্রামস্য বা। এবমুত্তরেণ ॥ ৬১০ ॥

অনুঃ—'এনপ্' প্রত্যয়ান্ত যুক্ত পদে দ্বিতীয়া-বিভক্তি হয়। 'এনপা' এইরূপে যোগ বিভাগের দ্বারা উহাতে ষষ্ঠী-বিভক্তিও হয়। 'দক্ষিণেন গ্রামং গ্রামস্য বা'—গ্রামের দক্ষিণে। এই প্রকার 'উত্তরেণ' যোগেও হইয়া থাকে।

কাঃ—'এনপা দ্বিতীয়া'—এই সূত্রে 'এনপা' এইরূপ যোগবিভাগ করা হয় এবং উহাতে পূর্ব সূত্র হইতে ষষ্ঠীর অনুবৃত্তি করা হয়; সেইজন্য 'এনপ্' প্রত্যয়ান্ত যুক্ত শব্দে দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী দুইটি বিভক্তিই হইয়া থাকে, যেমন 'গ্রামং দক্ষিণেন' অথবা 'গ্রামস্য দক্ষিণেন' ইত্যাদি। এই যোগবিভাগে 'ষষ্ঠ্যতসর্থপ্রত্যয়েন' সূত্রের ষষ্ঠী পদের গ্রহণই প্রমাণ। 'ষষ্ঠী শেষে' (২-৩-৫০) সূত্রের প্রকরণেই 'অতসর্থপ্রত্যয়েন' এইরূপ সূত্র করিলে আর ষষ্ঠী-পদের গ্রহণ করিতে হইত না; কিন্তু তাহা না করিয়া যে 'এনপা-দ্বিতীয়া' এই

সূত্রের পূর্বে উক্ত সূত্রটি করিয়া, উহাতে ষষ্ঠী পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে মনে হয় যে 'এনপা'—এই 'বিভক্ত' যোগে ষষ্ঠী পদের অনুবর্তন যাহাতে হইতে পারে, সেইজন্যই এইরূপ করা হইয়াছে। 'তত্রাগারং ধনপতি-গৃহাদুত্তরেণাস্মদীয়ম্'—এই উত্তরমেঘ শ্লোকে উত্তরেণ পদটি 'এনপ্' প্রত্যয়ান্ত নয়; কিন্তু 'দূবাল্লক্ষ্যং সুরপতি ধনুশ্চারণাতোরণেন'—ইহার 'তোরণেন' এই তৃতীয়ান্ত পদের সামানাধিকরণ্য বশতঃ উহাও তৃতীয়া-বিভক্ত্যন্ত। আর উক্ত শ্লোকে 'ধনপতি গৃহানুত্তরেণ'—এইরূপ পাঠ থাকিলে কোন অনুপপত্তিই নাই।

'দক্ষিণেন' এই পদটি **'এনবন্যতরস্যামদূরেপঞ্চম্যাঃ'** (৫-৩-৩৫) সূত্রানুসারে·অদূর অর্থে 'এনপ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ॥ ৬১০ ॥

৬১১। দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যন্যতরস্যাম্। (২-৩-৩৪)।

এতৈর্যোগে ষষ্ঠী স্যাৎ পঞ্চমী চ। দূরং নিকটং গ্রামস্য গ্রামাদ্বা ॥ ৬১১ ॥

অনু ঃ—দূর ও অন্তিকার্থক শব্দের যোগ থাকিলে ষষ্ঠী ও পঞ্চমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। 'দূরং নিকটং গ্রামস্য গ্রামাদ্বা'—গ্রামের দূরে অথবা নিকটে।

কাঃ—ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু পক্ষে পঞ্চমীর বিধান করার জন্য 'দূরান্তিকার্থৈঃ—' এই সূত্রটি করা হইয়াছে। ইহাতে 'অন্যতরস্যাম্' পদটি বিকল্পার্থক নয়; কিন্তু সমুচ্চয়ার্থক। 'পৃথক্ বিনানানা'—ইত্যাদি সূত্রে 'অন্যতরস্যাম্' পদের দ্বারা পঞ্চমীর সমুচ্চয় করা হইয়াছে। এইটিও সেই একই প্রকরণের সূত্র বলিয়া, ইহার দ্বারাও পঞ্চমী বিভক্তির সমুচ্চয় করা হয়; কিন্তু সন্নিহিত দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার সমুচ্চয় হয় না। (২-৩-৩২) সূত্র হইতে 'অন্যতরস্যাম্' পদটির অনুবর্তন করিলেই হইত, আবার উক্ত সূত্রে পুনরায় 'অন্যতরস্যাম্' পদটির গ্রহণ কেন করা হইয়াছে—ইহা চিন্তনীয়। কেহ কেহ বলেন যে উক্ত সূত্র হইতে 'অন্যতরস্যাম্'* পদটির

---

* একযোগনির্দিষ্টানাং সহৈব প্রবৃত্তিঃ সহৈব নিবৃত্তিঃ—এই পরিভাষা অনুসারে।

অনুবর্তন করা হইলে, সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয়া পদেরও অনুবৃত্তি আসিত, ফলে 'দূর অন্তিক' প্রভৃতি শব্দের যোগে তৃতীয়া-বিভক্তিরও প্রসক্তি হইত। তাহা যাহাতে না হয়, সেজন্য এই সূত্রে পুনরায় উপরিউক্ত পদের গ্রহণ করা হইয়াছে।

যদপেক্ষায় দূরত্ব, নিকটত্ব প্রভৃতির বোধ করান উদ্দেশ্য থাকে, তাহাতে ষষ্ঠী ও পঞ্চমী-বিভক্তি হয়। যেমন 'গ্রামস্য দূরম্ দূবাদ্বা'—এই বাক্যটি গ্রামের অপেক্ষায় দূরত্ব বোধ করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সেইজন্য গ্রাম শব্দে ষষ্ঠী অথবা পঞ্চমী-বিভক্তি হয়। ৬১১ ॥

৬১২। জ্ঞোঽবিদর্থস্য করণে। (২-৩-৫১)।

জানাতেরজ্ঞানার্থস্য করণে শেষত্বেন বিবক্ষিতে ষষ্ঠী স্যাৎ। সর্পিষো জ্ঞানম্ ॥ ৬১২ ॥

অনুঃ—জ্ঞান ভিন্ন অর্থে 'জ্ঞা' ধাতু প্রযুক্ত হইলে তদর্থ ক্রিয়ার কবণের শেষরূপে বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। 'সর্পিষো জ্ঞানম্' ঘৃতরূপ উপায়েব দ্বারা জ্ঞানপূর্বক প্রবৃত্তি।

কাঃ—'জ্ঞোঽবিদর্থস্য করণে'—এই সূত্রে 'জ্ঞঃ অবিদর্থস্য' এই রূপ সন্ধিবিচ্ছেদ করা হয়। যদ্যপি 'বিদর্থস্য'—এইরূপ পদচ্ছেদ করিলেও একই প্রকার সন্ধি হইত, তথাপি 'অবিদর্থস্য' এইরূপ পদচ্ছেদই অভিপ্রেত। যদি 'বিদর্থস্য' এইরূপ পদচ্ছেদ সূত্রকারের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে 'বিদর্থস্য জ্ঞঃ করণে' এই প্রকার অসন্দিগ্ধ সূত্রপাঠ করা হইত। 'জ্ঞঃ' এই পদটি 'জ্ঞা' ধাতুর অনুকরণ করিয়া ষষ্ঠ্যন্ত করা হইয়াছে।

'বিদ্' ধাতুর অর্থ জ্ঞান, সুতরাং যাহা বিদর্থ অর্থাৎ জ্ঞানার্থ নয়, তাহাই অবিদর্থ, সেইজন্যই দীক্ষিত বলিয়াছেন 'অজ্ঞানার্থস্য' জ্ঞান ভিন্ন অর্থ বুঝাইলে 'জ্ঞা' ধাত্বর্থের করণের শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়, যেমন 'সর্পিষো জানীতে' ইত্যাদি প্রয়োগে 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ জ্ঞান পূর্বক প্রবৃত্তি হওয়া। এই অর্থে 'জ্ঞা' ধাতুটি অকর্মক। সেইজন্য **'অকর্মকাচ্চ'**(১-৩-৪৫) সূত্রানুসারে আত্মনেপদ হওয়ায়, 'জানীতে' এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'সর্পিষ্' করণ হইলেও উহার করণত্ব রূপে ভান হয় নাই, কিন্তু শেষত্ব অর্থাৎ

সম্বন্ধ সামান্য রূপে উহার প্রতীতি হইয়া থাকে। ঘৃত-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি এইরূপ সম্বন্ধরূপে ভান হয়। দীক্ষিত এই সূত্রের উদাহরণে 'জ্ঞানম্'—এই কৃদন্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সূত্র হইতে পরবর্তী সাতটি সূত্র পর্যন্ত 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি আসে। শেষ অর্থেই উহাদের দ্বারা ষষ্ঠী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে—যাহা 'ষষ্ঠী শেষে' এই সূত্রের দ্বারাই সিদ্ধ ছিল। সুতরাং উক্ত সূত্রগুলির প্রয়োজন হইল যে উহাদের দ্বারা বিহিত ষষ্ঠী-বিভক্তির কখনও লুক্ (লোপ) হয় না।

সমাস হইলেই **'সুপো ধাতু প্রতিপদিকয়োঃ'** (২-৪-৭১) সূত্রানুসারে বিভক্তির লুক্ বা লোপ অনিবার্য, সুতরাং 'লুক্'-এর কারণ সমাসই হয় না। তাহা হইলে 'প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী ন সমস্যতে'। পূর্বোক্ত 'জ্ঞা অধীগর্থ' প্রভৃতি প্রতিপদের দ্বারা বিহিত ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের সমাসই হয় না। ফলে 'সর্পিষো জ্ঞানম্' ইত্যাদির সমাস হইতে পারে না—এই অভিপ্রায়েই উক্ত উদাহরণে দীক্ষিত কৃদন্ত 'জ্ঞানম্' এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। 'জানীতে' এই তিঙন্তের প্রয়োগ করিলে সমাসের যোগ্যতা না থাকায় সমাসের কোন সংশয়ই উঠিতে পারে না ; কিন্তু 'সর্পিষো জ্ঞানম্' ইত্যাদি কৃদন্ত প্রয়োগে সমাস হইবার যোগ্যতা আছে বলিয়া সমাসের সংশয় উঠিতে পারে। সুতরাং উক্ত প্রয়োগে সমাসের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যে সমাস হইতে পারে না—ইহাই প্রদর্শন করা দীক্ষিতের তাৎপর্য।

অজ্ঞানের অর্থ মিথ্যা জ্ঞানও হয় ; যাহা সর্পিঃ বা ঘৃত নয়, কিন্তু তাহাতে ঘৃত জ্ঞানে যদি প্রবৃত্ত হয়, সে ক্ষেত্রেও এই সূত্রের উদাহরণ হইতে পারে।

৬১৩। **অধীগর্থদয়েশাং কর্মণি।** (২-৩-৫২)।

এষাং কর্মণি শেষে **ষষ্ঠী** স্যাৎ। মাতুঃ স্মরণম্। সর্পিষো দয়নম্, **ঈশনং**বা ॥

অনু ঃ—স্মরণার্থক ধাতু, দয়্ ও ঈশ্ ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে তদর্থ ক্রিয়ার কর্মকারকের শেষরূপে বিবক্ষায়, ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। **'মাতুঃ স্মরণম্'**—মাতার স্মৃতি, **'সর্পিষো দয়নম্'**—ঘৃত দান, **'সর্পিষ ঈশনম্'**—ঘৃতের ঐশ্বর্য।

কাঃ—'অধীগর্থ-স্মরণার্থ, দয়দানগতিরক্ষণেষু, ঈশ ঐশ্বর্যে'**—স্মরণার্থক**

ধাতু, দান, গতি ও রক্ষণ অর্থে দয়্ ধাতু এবং ঐশ্বর্য অর্থে ঈশ্ ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে কর্মকারকের শেষত্বরূপে বোধ করাইবার ইচ্ছায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। যেমন—'মাতুঃ স্মরণম্'—মাতৃ স্মৃতি অর্থাৎ মাতার সম্বন্ধে স্মরণ। 'সর্পিষো দয়নম্'—ঘৃতদান অর্থাৎ ঘৃত সম্বন্ধি দান। 'সর্পিষ ঈশনম্'—ঘৃতের ঐশ্বর্য অর্থাৎ ঘৃত সম্বন্ধী ঐশ্বর্য। উক্ত সকল উদাহরণেই সম্বন্ধ সামান্তরূপে ভান হয়, কিন্তু কর্মত্বরূপে ভান হয় না। প্রত্যেকটিতে সমাসের যোগ্যতা থাকিলেও সমাস হয় না। সমাসের অভাবরূপ প্রয়োজন দেখাইবার জন্তই দীক্ষিত সর্বত্রই কৃদন্তের প্রয়োগ করিয়াছেন। করণের শেষত্ব বিবক্ষায় যাহাতে ষষ্ঠী-বিভক্তি না হয়, সেইজন্য সূত্রে 'কর্মণি' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। 'মাতুর্গুণ স্মরণম্'—মাতৃসম্বন্ধিগুণের দ্বারা স্মরণ—এই অর্থে মাতা কর্ম এবং গুণ করণ। কর্ম ও করণ দুইটির শেষত্ব রূপে বিবক্ষা করিলেও কর্মের শেষত্ব বিবক্ষায় এই সূত্রের দ্বারা ষষ্ঠী হয়; কিন্তু করণের শেষত্ব বিবক্ষায় 'ষষ্ঠী শেষে'—এই সূত্রানুসারে ষষ্ঠী হইয়া থাকে। 'মাতুঃ' এই পদে এই সূত্রের দ্বারা এবং 'গুণস্য' পদে 'ষষ্ঠী শেষে' সূত্রের দ্বারা ষষ্ঠী হইয়া থাকে, ফলে 'মাতুঃ' ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত সমাস হয় না। কিন্তু 'গুণস্মরণম্' এই পদে ষষ্ঠ্যন্ত সমাস হইয়া থাকে, যদি 'কর্মণি' পদের গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে করণেও ইহার দ্বারা ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে, ফলে সে ক্ষেত্রে 'গুণস্মরণম্' ইত্যাদি স্থলে সমাস হইতে পারিবে না। সুতরাং সূত্রস্থ 'কর্মণি' পদ করণের নিবৃত্তির জন্য আবশ্যক।

'স্মৃত্যর্থদয়েশাং কর্মণি'—এইরূপ সূত্র না করিয়া যে অধীগর্থ—এইভাবে 'অধি' শব্দের অধিক উচ্চারণ করা হইয়াছে, উহার দ্বারা একটি নিয়ম বোধিত হইয়া থাকে; সেই নিয়মটি হইল এই যে 'ইঙিকাবধ্যুপসর্গং ন ব্যভিচরতঃ'—ইঙ্ ও ইক্—এই দুইটি ধাতু, অধি-উপসর্গ ব্যতীত প্রযুক্ত হয় না। 'ইক্'এর সহিত 'অধি' উপসর্গের উচ্চারণ থাকায়, ইক্ অংশেই এইরূপ নিয়ম স্থাপিত হইবে যে 'ইক্' ধাতুর 'অধি' উপসর্গ ব্যতীত প্রয়োগ হয় না, কিন্তু 'ইঙ্' অংশে **'ণেরধ্যয়নে বৃত্তম্'** (৭-২-২৬) সূত্রের 'অধি' উপসর্গ বিশিষ্ট 'ইঙে'র উচ্চারণই উক্ত নিয়মের বোধক হইবে, ফলে 'ইঙ্' ও 'ইক্'—দুইটি ধাতুরই 'অধি' উপসর্গ ব্যতীত প্রয়োগ হয় না, কিন্তু 'অধি' যুক্ত 'ইক্' ও 'অধি' যুক্ত 'ইঙ্' এর প্রয়োগ হইয়া থাকে। ॥ ৬১৩ ॥

৬১৪। **কৃঞঃ প্রতিযত্নে।** (২-৩-৫৩)।

প্রতিযত্নো গুণাধানম্। কৃঞঃ কর্মণি শেষে ষষ্ঠী স্যাদ্‌গুণাধানে। এধো দকস্যোপস্করণম্॥ ৬১৪॥

অনু ঃ—'কৃ' ধাতুর গুণোৎপাদন অর্থ বুঝাইলে উহার কর্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। 'এধোদকস্যোপস্করণম্'—কাষ্ঠ কর্তৃক জলের গুণসম্পাদন।

কাঃ—'উপ' উপসর্গের যোগে 'কৃ' ধাতুর প্রতিযত্ন বুঝায়, প্রতিযত্নের অর্থ গুণাধান। গুণ থাকা সত্ত্বেও গুণান্তরের আধান বা সম্পাদন। গুণাধান অর্থেই 'উপ' উপসর্গের পরবর্তী 'কৃ' ধাতুর 'ক'-কারের পূর্বে একটি 'সুট্' (স-কার) এর আগম হয়। 'উপাৎ প্রতিযত্নবৈকৃত বাক্যাধাহারেষু' 'এধোদকস্যো-পস্করণম্'—কাষ্ঠ কর্তৃক জলের গুণান্তরের সম্পাদন। নিম্ব প্রভৃতি কাষ্ঠের অগ্নিতে তপ্ত জলে গুণ বিশেষ আহিত হইয়া থাকে—ইহা বৈদ্যক শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। উক্ত বাক্যে 'দকস্য' এই পদে এই সূত্রের দ্বারা ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে, ফলে উপস্করণম্'—এই পদের সহিত ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে না। দক' শব্দ ষষ্ঠী 'জল' পর্যায় বাচক, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ॥ ৬১৪ ॥

৬১৫। **রুজার্থানাং ভাববচনানামজ্বরেঃ।** (২-৩-৫৯)।

ভাবকর্তৃকাণাং জ্বরিবর্জিতানাং রুজার্থানাং কর্মণি শেষে ষষ্ঠী স্যাৎ। চৌরস্য রোগস্য রুজা। 'অজ্বরি সংতাপ্যোরিতি বাচ্যম্' (বা ১৫০৭)। রোগস্য চৌরজ্বরঃ চৌরসংতাপো বা। রোগ কর্তৃকং চৌরসম্বন্ধি জ্বরাদিকমিত্যর্থঃ॥ ৬১৫॥

অনু ঃ—ভাব প্রত্যয়ান্ত কর্তৃক জ্বর ব্যতীত রুজার্থক ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে, উহার কর্মকারকে শেষত্ব বোধ করাইবার ইচ্ছায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। 'চৌরস্য রোগস্য রুজা'—রোগ কর্তৃক চোরের পীড়া। (১ বা,) জ্বর ও সন্তাপ ব্যতীত—ইহা বলা উচিত। 'রোগস্য চৌরজ্বরঃ'—রোগ কর্তৃক চোরের জ্বর। 'রোগস্য চৌরসন্তাপঃ'—রোগ কর্তৃক চোরের সন্তাপ। রোগ কর্তৃক চোর সম্বন্ধি জ্বর প্রভৃতি—ইহাই উহাদের অর্থ।

কাঃ—'রুজার্থানাম্'—এই সূত্রে 'রুজা' শব্দটি 'রুজো ভঙ্গে'—এই তুদাদি গণীয় ধাতুর শেষে 'অঙ্' প্রত্যয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'টাপ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন

হইয়াছে। 'ভিদাদিগণে উহার পাঠ কল্পনা করিয়া **'ষিদ্‌ভিদাদিভ্যোঽঙ্‌'** (৩-৩-১০৪) সূত্রানুসারে 'অঙ্‌' হয়, অথবা এই সূত্রের দ্বারাই 'অঙ্‌ প্রত্যয়ের নিপাতন করা হইয়াছে। 'অঙ্‌' প্রত্যয়ান্ত 'রুজা' শব্দের শেষে 'টাপ্‌' প্রত্যয় করিলে 'রুজা' রূপই হয়। 'রুজা' অর্থাৎ রোগ যাহাদের অর্থ সেই ধাতুগুলি হইল রুজার্থ।

জ্বর বর্জিত ভাব প্রত্যয়ান্ত কর্তৃক রুজার্থক ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে তদর্থ-ক্রিয়ার কর্মকারকের শেষত্ব রূপে বোধ করাইবার ইচ্ছায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। সূত্রস্থ ভাববচনের অর্থ ভাবার্থক নয়, কারণ ভাব বা ক্রিয়া ধাতুর অর্থ হয়। সুতরাং ধাতুর ভাব বাচিত্বের কোন ব্যভিচার না থাকায়, উহা বিশেষণ রূপে ভাববচনের প্রয়োগ করা যায় না। সেইজন্য 'ভাব' শব্দে অর্থ এস্থলে 'ঘঞ্‌' প্রভৃতি প্রত্যয়ের ক্রিয়ার সিদ্ধরূপতা গৃহীত হইয়াছে ক্রিয়ার দুইটি অবস্থা আছে—সাধ্যাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থা। ধাতুর অর্থ সাধ্যাবস্থা আর 'ঘঞ্‌' প্রভৃতি প্রত্যয়ের অর্থ সিদ্ধাবস্থা ক্রিয়া।

"সাধ্যত্বেন ক্রিয়া তত্র ধাতুরূপনিবন্ধনা।
সিদ্ধভাবস্তু যস্তস্যাঃ স ঘঞাদিনিবন্ধনঃ॥"

(ভূ. কা. ১৫)

সিদ্ধাবস্থাপন্ন ভাব বা ক্রিয়াতে লিঙ্গ সংখ্যা প্রভৃতির অন্বয় হয়, যেমন 'পাকঃ' 'ত্যাগঃ' প্রভৃতি। এস্থলেও ভাব শব্দের দ্বারা সিদ্ধাবস্থাপন্ন ক্রিয়া গৃহীত হইয়াছে। 'বচন' শব্দটি **'কৃত্যল্যুটো বহুলম্‌'** (৩-৩-১১৩) সূত্রানুসারে 'বচ্‌' ধাতুর শেষে কর্তায় 'ল্যুট্‌' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বক্তীতি বচনঃ'—যে বলে সে বচন অর্থাৎ বলার কর্তা। কিন্তু ভাব আবার বলার কর্তা হইবে কি করিয়া? ভাবের বচন কর্তৃত্ব সম্ভব নয়, সেইজন্য এক্ষেত্রে প্রকৃতি যে বচ্‌ ধাতু, উহার অর্থ বিবক্ষিত নয়; কিন্তু প্রত্যয়ার্থ কর্তৃত্ব মাত্র গৃহীত হইয়া থাকে। সেইজন্য ভাববচন শব্দের বিগ্রহ হইবে—'ভাবঃ বচনঃ কর্তা যেষাম্‌'—ভাব কর্তা যাহাদের—এইরূপ ধাতু অর্থাৎ ভাবকর্তৃক রুজার্থক ধাতু, যাহা 'ঘঞাদি' প্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধরূপতা প্রাপ্ত। ভাব যদি কর্তা হয় তাহা হইলে, রুজার্থক ধাতুর প্রয়োগে কর্মকারকের শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইবে। যেমন—'চৌরস্য রোগস্য রুজা'—এ বাক্যে 'রোগ' শব্দটি **'পদরুজবিশস্পৃশো ঘঞ্‌'** (৩-৩-১৬) সূত্রানুসারে 'রুজ

ধাতুর শেষে ভাব বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই রোগই হইল উক্ত বাক্যের কর্তা এবং চৌর কর্ম ; সুতরাং এই সূত্রের দ্বারা "চৌর" এই কর্মপদের শেষত্ব রূপে বোধ করাইবার ইচ্ছায় ষষ্ঠী হইয়াছে, আর 'রোগস্য' এই পদে—**'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি'** (২-৩-৬৫) সূত্রে কর্তায় ষষ্ঠী হইয়াছে। রোগ কর্তৃক চৌর সম্বন্ধি পীড়া—ইহাই হইল উক্ত বাক্যটির অর্থ। 'শ্লেষ্মণশ্চৌর রুজা'—ইত্যাদি স্থলে চৌরঃ পদটি কর্তা। উহা ভাবপ্রত্যয়ান্ত নয় ; 'চুরাশীলমস্য—চুরি করা স্বভাব যাহার এই অর্থে 'ণ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাবপ্রত্যয়ান্ত নয় বলিয়া উহাতে এই সূত্রের দ্বারা ষষ্ঠী হয় নাই। কিন্তু 'ষষ্ঠী শেষে' সূত্রানুসারে উহাতে ষষ্ঠী হয়, সেইজন্যই 'চৌররুজা' এইরূপ সমাস হইয়া থাকে।

ভাব প্রত্যয়ান্ত কর্তৃক রোগার্থক জ্বর ও সন্তাপ ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে কর্মকারকের শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী হয় না। যেমন—'রোগস্যচৌরজ্বরঃ'—এই বাক্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয়ান্ত 'রোগ' শব্দটি কর্তৃকারকে প্রযুক্ত এবং 'চৌর' হইল জ্বরের কর্ম। চৌরের এই সূত্রানুসারে ষষ্ঠী হয় নাই। কিন্তু **'ষষ্ঠী শেষে'** এই সূত্রানুসারে ষষ্ঠী হইয়াছে। ফলে 'চৌর জ্বরঃ' এইরূপ সমাস হইয়াছে। এই প্রকার 'চৌর সন্তাপঃ' পদ হইবে। এই সূত্রের দ্বারা ষষ্ঠী হইলে সমাস হইত না। সর্বত্রই উদাহরণে সমাসের অভাব এবং প্রত্যুদাহরণে সমাস হইয়া থাকে। সমাসের অভাব ও সমাস দেখিয়া উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণ নির্ণয় করা সুখকর। ॥ ৬১৫ ॥

৬১৬। **আশিষি নাথঃ।** (২-৩-৫৫)।

আশীরর্থস্য নাথতেঃ শেষে কর্মণি ষষ্ঠী স্যাৎ। সর্পিষো নাথনম্। আশিষীতি কিম্। মাণবক নাথনম্। তৎসম্বন্ধিনী যাচ্ঞেত্যর্থঃ ॥ ৬১৬ ॥

অনু ঃ—ইচ্ছা অর্থ বুঝাইলে নাথ্ ধাত্বর্থ ক্রিয়ার কর্মকারকে শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। 'সর্পিষো নাথনম্'—ঘৃত-বিষয়ে ইচ্ছা। ইচ্ছা অর্থে কেন ? 'মাণবকনাথনম্'—মাণবক সম্বন্ধি যাচ্ঞা। (ইহাতে এই সূত্রের প্রবৃত্তি যাহাতে না হয়।)

কাঃ—'নাথ্ যাচ্ঞোপতাপৈশ্বর্যাশীঃষু' এই ধাতুপাঠে 'নাথ্' ধাতুর যাচ্ঞা, উপতাপ, ঐশ্বর্য ও ইচ্ছা—চারিটি অর্থের উল্লেখ আছে। তাহাতে কেবল ইচ্ছা অর্থ বুঝাইলে কর্মকারকের সম্বন্ধ সামান্যরূপে প্রতীতির বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি বিহিত হইয়াছে। এই সূত্রে 'কর্মণি' ও 'শেষে' দুইটি পদেরই অনুবর্তন হইয়া থাকে। উদাহরণ বাক্যের অর্থ হইল—আমার ঘৃত হউক এইরূপ ঘৃত সম্বন্ধিনী ইচ্ছা। সমাসের অভাবই ষষ্ঠী-বিভক্তির ফল। যাচ্ঞা অর্থ বুঝাইলে 'ষষ্ঠী শেষে' সূত্রে ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়ায় সমাস হয়। 'মাণবক নাথনম্'—এইটি প্রত্যুদাহরণ, উহাতে সমাস হইয়াছে। মাণবক বা উপনীত নবীন ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে যাচ্ঞা। আচার্য বেদাধ্যাপনের নিমিত্ত উপনীত ব্রহ্মচারীর যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। ॥ ৬১৬ ॥

৬১৭। জাসিনিপ্রহণ নাট ক্রাথপিষাং হিংসায়াম্।

(২-৩-৫৬)।

হিংসার্থানামেষাং শেষে কর্মণি ষষ্ঠী স্যাৎ। চৌরস্যোজ্জাসনম্ নিপ্রৌ-সংহতৌ বিপর্যস্তৌ ব্যস্তৌ বা। চৌরস্য নিপ্রহণনম্। প্রণিহননম্। নিহননম্। প্রহণনং বা। নট অবস্কন্দনে চুরাদিঃ চৌরস্যোন্নাটনম্। চৌরস্য ক্রাথনম্। বৃষলস্য পেষণম্। হিংসায়াং কিম্। ধানাপেষণম ॥ ৬১৭ ॥

অনুঃ—জাসি, নিপ্রহণ, নাট, ক্রাথ, পিষ্—এই সকল হিংসার্থ ক্রিয়ার কর্মকারকের শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। 'চৌরস্যোজ্জাসনম্'—চোর সম্বন্ধি হিংসা। নি, প্র এই দুইটি যথাক্রমে, অথবা বিপরীত ক্রমে সংহত অথবা অসংহত অবস্থায় পূর্ববর্তী যাহার, এইরূপ 'হন্' ধাতু গৃহীত হইয়াছে—'চৌরস্য নিপ্রহণনম্'; প্রণিহনম্, নিহননম্; প্রহণনং বা—চোরের হত্যা। নট অবস্কন্দনে চুরাদিগণীয়—হিংসা অর্থে 'চৌরস্য উন্নাটনম্'—চোর সম্বন্ধি হিংসা। 'চোরস্য ক্রাথনম্, বৃষলস্য পেষণম্'—চোরের হিংসা, শূদ্রের পীড়ন। হিংসা অর্থে হয়—ইহা কেন? ধানা পেষণম্' খই পেষা (এস্থলে হিংসা অর্থ নাই)।

কাঃ—'জাসি নিপ্রহণ'—এই সূত্রে 'জাসি' এইটি 'জসু তাড়নে' অথবা 'জসু হিংসায়াম্'—এই চুরাদিগণীয় ধাতু গৃহীত হইয়া থাকে ; কিন্তু 'জসু মোক্ষণে' এই দিবাদি গণীয় ধাতুর গ্রহণ করা হয় না ; উহাতে কারণ হইল যে 'জাসি' এইরূপ নির্দেশ। 'জাসি' এইটি 'ণিচ্' প্রত্যয় যুক্ত নির্দেশ। ইহার দ্বারা মনে হয় যে চুরাদিগণীয় 'ণিচ্' প্রত্যয়ান্ত ধাতুই গৃহীত হইবে। আর 'হিংসায়াম্' হিংসা অর্থে—এইরূপ উক্ত হওয়ায়, যাহাদের হিংসা অর্থ, উহাদেরই গ্রহণ করা উচিত।

'নিপ্রণনম্'—'নি প্র' পূর্বক 'হন্' ধাতুর শেষে ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহাতে **'হন্তেরৎপূর্বস্য'** (৮-৪-২২) সূত্রানুসারে 'ণত্ব' হইয়া থাকে। আর 'প্রণিহণনম্' এই ক্ষেত্রে 'নি' এর 'ন'-কারের **'নের্গদনদ্'** (৮-৪-১৭)—ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'ণত্ব' হয়।

'নটি' ইহা চুরাদিগণীয় নির্দেশ। 'নট-অবস্যন্দনে'—এই চুরাদিগণীয় ধাতুটি গৃহীত হইয়াছে। ভট্টোজি দীক্ষিত 'নটঅবস্কন্দনে' এইরূপ ধাতু পাঠ করিয়াছেন। অবস্যন্দন অথবা অবস্কন্দন দুইটির অর্থই নাট্য ; কিন্তু এস্থলে হিংসা অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। 'নটি' এইরূপ দীর্ঘ নির্দেশ থাকায় 'নট নৃত্তৌ' এই ধাতুটির গ্রহণ করা হয় না।

'ক্রথ হিংসায়াম্' এই ধাতুটি ভ্বাদির অন্তর্গত ঘটাদিতে পঠিত হইয়াছে ; সুতরাং উহার 'ণিচ্' প্রত্যয়ান্তে 'ঘটাদয়ো মিতঃ' অনুসারে 'মিৎ' হওয়ার ফলে **'মিতাং হ্রস্বঃ'** (৬-৪-৯২) সূত্রানুসারে উপধা হ্রস্ব হইবে ; কিন্তু এস্থলে 'ক্রাথনম্' এইরূপ উপধা দীর্ঘ কি রূপে হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলা হয় যে—উহাতে নিপাতন বশতঃ দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই নিপাতনটি 'মিতাং হ্রস্বঃ' এই হ্রস্ব বিধায়ক সূত্রের বাধক। যদি উক্ত সূত্র হ্রস্ববিধিরও বাধক হয়, তাহা হইলে উহার মিত্ব করা হইল কেন ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে মিত্বের ফল হইল **'চিণ্ণমুলোর্দীর্ঘোঽন্যতরস্যাম্'*** (৬-৪-৯৩) সূত্রানুসারে বিকল্পে দীর্ঘ করা। যেমন 'অক্রথি, অক্রাথি' 'ক্রথং, ক্রাথম্' ইত্যাদিস্থলে দীর্ঘ বিকল্পে হইয়া থাকে।

* এই সূত্রের দ্বারা 'মিৎ সংজ্ঞক' ধাতুরই উপধার বিকল্পে দীর্ঘ বিধান করা হইয়াছে।

- হরদত্ত বলিয়াছেন যে—"ঘটাদিতে ক্রথ্ ধাতুর পাঠ করার প্রয়োজন—কেবল উহাব মিত্ব করাই নয়, কিন্তু ষিত্ব করাও। ঘটাদিতে পাঠ থাকিলে যেমন 'ঘটাদয়ো মিতঃ'—এইরূপ সূত্রানুসারে মিৎ হয়; সেইরূপ 'ঘটাদয়ঃ ষিতঃ' এই গণসূত্রানুসারে উহার ষিত্ব করাও প্রয়োজন। 'ষিৎ' হইলে **'ষিদ্‌ভিদাদিভ্যোঽঙ্'** (৩-৩-১০৪) এই সূত্রে 'অঙ্' প্রত্যয় হইতে পারে। যেমন 'ত্বরা' প্রভৃতি শব্দে 'ষিৎ' করিয়া 'অঙ্' প্রত্যয় করা হইয়াছে; সেইরূপ 'ক্রথ্' ধাতুর শেষেও যাহাতে 'অঙ্ প্রত্যয় হইতে পারে, তাহাই হইল ঘটাদিতে উহার পাঠ করার ফল।" হবদত্তের এইরূপ মন্তব্য ঠিক নয়; কারণ ধাতু পাঠে 'ঘট চেষ্টায়াম্' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ঞিত্বরা সম্ভ্রমে' এই ত্রয়োদশটি ধাতু পাঠ কবিয়া 'ঘটাদয়ঃ ষিতঃ'—এই সূত্রটি পঠিত হইয়াছে। তাহার পর 'ফণান্তা পরস্মৈপদিনঃ' এইভাবে জ্বর্ হইতে আরম্ভ করিয়া 'ফণ্' ধাতু পর্যন্ত পবস্মৈপদী ধাতুর পাঠ করা হইয়াছে, ইহারই অন্তর্গত 'ক্রথ হিংসায়াম্' এই ধাতুটি। সুতবাং 'জ্বর' ধাতু পর্যন্ত যে সকল ধাতু আছে উহাদেরই 'ষিৎ' হইয়া থাকে; কিন্তু 'জ্বব' হইতে আবম্ভ কবিয়া যে সকল ধাতু পঠিত হইয়াছে, উহাদের 'ষিত্ব' কবা কখনই সম্ভব নয়। তত্ত্ব বোধিনীকাব হরদত্তেব উপবিউক্ত মতটির উক্ত যুক্তি অনুসাবে আলোচনা কবিয়াছেন। ॥ ৬১৭ ॥

৬১৮। **ব্যবহৃপণোঃ [1]সমর্থয়োঃ।** (২-৩-৫৭)।

শেষে কর্মণি ষষ্ঠী স্যাৎ। দ্যূতে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারে চানয়োস্তুল্যার্থতা। শতস্য ব্যবহরণং পণনং বা। সমর্থয়োঃ কিম্। শলাকা ব্যবহারঃ। গণনেত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণপণনম্। স্তুতিরিত্যর্থঃ। ৬১৮ ॥

অনুঃ—বি ও অবপূর্বক 'হৃ' ধাতু এবং 'পণ' ধাতুর সমানার্থ বুঝাইলে, কর্মেব শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। দ্যুত ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারে উহাবা সমানার্থক। 'শতস্য ব্যবহরণং পণনং বা'—একশত টাকাব ক্রয় বিক্রয়। সমানার্থক হইলেই উহা হইবে, অন্যথা হয় না। যেমন—'শলাকা ব্যবহারঃ' অর্থাৎ গণনা। ব্রাহ্মণ পণনম্—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের স্তুতি।

---

(১) সমর্থয়োরিতি—সমপর্যায় সংশব্দেন সহ সুপ্ সুপেতি সমাসঃ। শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপংবা। তুল্যার্থয়োরিতি ভাবঃ।

কাঃ—এই সূত্রের '**সমর্থয়োঃ**' পদটি 'ব্যবহৃপণোঃ' ইহার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার অর্থ সমার্থক, সমানার্থক বা তুল্যার্থক। 'সম্' এই উপসর্গটি 'সম' শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অথবা 'সম+অর্থ' এই দুইটি শব্দেরই সন্ধি করা হইয়াছে। উহাদের সন্ধি হইলে সবর্ণ দীর্ঘ হওয়া উচিত ; কিন্তু 'সম' শব্দটির শকন্ধাদি পাঠ কল্পনা করিয়া 'শকন্ধাদিষু পররূপং বাচম্' —এই বার্তিক অনুসারে দুইটি আকারের পররূপ হইয়া থাকে ; ফলে সমর্থ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'পণ্' ধাতুর দুইটি অর্থ আছে—ব্যবহার ও স্তুতি—'পণ ব্যবহারে স্তুতৌই চ'। দ্যুত ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবহারে ব্যবহৃত ও পণ এই দুইটির তুল্যার্থতা দৃষ্ট হয় ; কিন্তু স্তুতি অর্থে দুইটি একার্থক নয়। পণ ধাতুর স্তুতি অর্থ থাকিলেও বি ও অব পূর্বক হৃ ধাতুর স্তুতি অর্থে প্রয়োগ হয় না। দীক্ষিত সমানার্থক উক্ত দুইটির উদাহরণের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন— 'শতস্য ব্যবহরণং পণনম্ বা'—একশত টাকার দ্যুত অথবা ক্রয়-বিক্রয় রূপ ব্যবহার। উক্তবাক্যে 'শত' হইল কর্ম, কিন্তু উহার শেষত্ব অর্থাৎ সম্বন্ধ সামান্য রূপে বোধ করাইবার ইচ্ছায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে, ফলে দুইটি পদের সমাস হইবে না। কর্মত্বরূপে বিবক্ষা থাকিলে কর্মে দ্বিতীয়াও হয় ; যেমন 'শতস্য পণতে বা শতং পণতে'—দুইটিই প্রয়োগ হইতে পারে। উদাহরণে 'পণনম্' এই পদে 'আয়' প্রত্যয় হয় নাই ; কারণ স্তুতি অর্থেই 'আয়' প্রত্যয় হয়—এই নিয়ম আছে। উক্ত স্থলে 'ব্যবহার' অর্থ, কিন্তু স্তুতি অর্থ নয়। সেইজন্য 'আয়' প্রত্যয় হয় নাই। 'ব্রাহ্মণ পণনম'—এহ প্রত্যুদাহরণে স্তুতি অর্থ থাকিলেও 'আয়' প্রত্যয় হয় না। কারণ, '**আয়াদয় অর্ধধাতুকে বা**' (৩-১-৩১) ইহার দ্বারা বিকল্পে আর্দ্ধধাতুক প্রত্যয় বিষয়ে আয় প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। 'আয়' প্রত্যয়ের অভাব পক্ষে উক্ত পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ॥ ৬১৮ ॥

৬১৯। **দিবস্তদর্থস্য**। (২-৩-৫৮)।

দ্যুতোথস্য ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যবহারার্থস্য চ দিবঃ কর্মণি ষষ্ঠী স্যাৎ। শতস্য দীব্যতি। তদর্থস্য কিম্। ব্রাহ্মণং দীব্যতি স্তৌতীত্যর্থঃ।

৬১৯ ॥

অনু ঃ—দ্যূত ক্রীড়া ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহার বুঝাইলে 'দিব্' ধাতুর

কর্মকারকে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। 'শতস্যদীব্যতি'—একশত মুদ্রা দ্যূত ক্রীড়া অথবা ক্রয়-বিক্রয়রূপ ব্যবহারের দ্বারা গ্রহণ করিতেছে। 'তদর্থস্য' কেন বলা হইয়াছে? (দ্যূত ক্রীড়া ও ক্রয়-বিক্রয়রূপ ব্যবহার বুঝাইলেই হয়—ইহা কেন বলা হইয়াছে?) 'ব্রাহ্মণং দীব্যতি' ব্রাহ্মণকে স্তুতি করিতেছে (এই বাক্যে স্তুতি অর্থে যাহাতে ব্রাহ্মণাদি কর্মের ষষ্ঠী না হয়)।

কাঃ—এই সূত্রের 'তদর্থ' পদের 'তৎ' শব্দের দ্বারা পূর্ব সূত্রস্থ 'ব্যবহৃ' ও 'পণ' এই দুইটির বোধ হয়। দ্যূত ক্রিয়াতে এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে উহাদের তুল্যার্থতা গৃহীত হয়। সুতরাং 'স অর্থো যস্য'—তাহা যাহার অর্থ—এইরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা দ্যূত ক্রীড়া ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহার অর্থবিশিষ্ট 'দিব্' ধাতুর কর্মকারকে ষষ্ঠী-বিভক্তির বিধান করা যাইতেছে। উত্তরসূত্রে 'বিভাষা' পদের গ্রহণ থাকায় এই সূত্রে 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি হয় না। যদি শেষে পদের অনুবৃত্তি হইত, তাহা হইলে উত্তর সূত্রেও শেষে পদের অনুবৃত্তি হইত; তাহা হইলে উপসর্গ পূর্বে থাকিতে কর্মের শেষত্ব বিবক্ষায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিধান করা হইত। কিন্তু শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তির অভাব পক্ষে আর কোন বিভক্তি হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া 'বিভাষা' পদের গ্রহণহ ব্যর্থতাই পর্যবসিত হইত। কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব সূত্রেই 'দিব.' পদের গ্রহণ করা উচিত ছিল, তাহা হইলে 'তদর্থস্য'—এই পদটির গ্রহণও করিতে হইত না। তাহাতে অনেক লাঘব হইত। কিন্তু এই লাঘব উপেক্ষা করিয়াও সূত্রকার যে পৃথক্ সূত্র করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে এই সূত্রে 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি না করাই তাঁহার অভিপ্রেত। যদি পূর্ব সূত্রেই 'দিবঃ' পদের পাঠ করা হইত, তাহা হইলে 'দ্যুব্যবহৃপণাং সমর্থানাম্'—এইরূপ একটি সূত্র করিলে 'তদর্থস্য' পদের গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় একটি সূত্র করিলে উহাতে 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি অস্বীকার্য, সেই 'দিব.' এই অংশে 'শেষে' পদের সম্বন্ধ যাহাতে না হয়, সেইজন্যই সূত্রকার লাঘবের উপেক্ষা করিয়াও পৃথক্ সূত্র করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে কেবল 'দিবঃ' এই পদটিরই উত্তরসূত্রে যাহাতে অনুবৃত্তি হয়, সেইজন্য পৃথক্ সূত্র করা হইয়াছে—ইহা বলা যাইতে পারে, সুতরাং পৃথক্ সূত্র করার ফল 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি উহাতে না

করা, ইহা কি করিয়া সম্ভব? একটি প্রয়োজন থাকিলে আর একটি প্রয়োজনের কল্পনা করা বৃথা। উত্তর সূত্রে কেবল 'দিবঃ' পদের যাহাতে অনুবৃত্তি হইতে পারে, এইজন্যই পৃথক্ সূত্র করা হইয়াছে। পৃথক্ সূত্র করার ফল হইল—উত্তর সূত্রে কেবল 'দিবঃ' পদের অনুবৃত্তি। সুতরাং 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি না হওয়া উহার ফল কি করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—পৃথক্ সূত্র করার উদ্দেশ্য, কেবল উত্তর সূত্রে 'দিবঃ' পদের অনুবৃত্তি করা; কিন্তু উহাতে 'শেষে' পদের অসম্বন্ধ করা ফল নয়—ইহা বলা যায় না। 'দিবস্তদর্থস্য' এই পৃথক্ সূত্র করার যে একটিই ফল হইবে, কিন্তু ফলের আধিক্য হইবে না—এইরূপ ফল সংকোচে প্রমাণ কি? কোনরূপ বাধক না থাকিলে একাধিক ফল স্বীকার করিতে কোন আপত্তি নাই। ফলে পৃথক্ সূত্র করার সামর্থ্য বশতঃ—উহাতে 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি হয় না এবং (উত্তর সূত্রে) কেবল 'দিবঃ' এই পদটিরই অনুবর্তন হইবে। এইরূপ কল্পনা করিলে কোনরূপ অনুপপত্তি হইতে পারে না।

তাহা হইলে এই সূত্রে 'শেষে' পদের অনুবর্তন না হওয়ায় কর্মের শেষত্ব বিবক্ষা না থাকায়, 'শেষে ষষ্ঠী' সূত্রের প্রাপ্তিই হইতে পারে না; ফলে কর্মকারকেই ষষ্ঠী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। যে সকল সূত্রে 'শেষে' পদের অনুবর্তন হয়, সেই সকল সূত্রের ফল কেবল সমাস নিবৃত্তি। সেই সমাস নিবৃত্তি রূপ ফল কৃদন্ত স্থলেই সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়; সেইজন্য সেই সকল সূত্রের উদাহরণে কৃদন্তের প্রয়োগ দেখান হইয়াছে। এই সূত্রে 'শেষে' পদের অনুবর্তন হয় না; সুতরাং ইহার সমাস-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনও বলা যায় না। এইজন্যই এই সূত্রের উদাহরণে এবং পরবর্তী অন্য দুইটি সূত্রের উদাহরণে তিঙন্তের প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'শতস্য দীব্যতি' ইত্যাদি। ইহাতে সম্বন্ধ সামান্য প্রকারে বোধ না হওয়ায় কর্মত্ব-প্রকারে বোধই স্বীকৃত হয়। দ্যুতক্রীড়া বা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারের দ্বারা শতকর্মক গ্রহণ—ইহা উক্ত উদাহরণ বাক্যের দ্বারা বোধিত হয়॥ ৬১৯ ॥

৬২০। **বিভাষোপসর্গে।** (২-৩-৫৯)।

১পূর্বযোগাপবাদঃ। শতস্য শতং বা প্রতি দীব্যতি। ৬২০ ॥

১। পূর্ব যোগেতি—এতেন অত্রাপি শেষ ইতি নানুবর্ততে তদর্থস্যেতি চানুবর্ত্ততে ইতি ধ্বনিতমিতি বোধ্যম্।

অনু ঃ—ইহা পূর্ব সূত্রের অপবাদ। উপসর্গ পূর্বে থাকিলে দ্যূত ক্রীড়ার্থক ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারার্থক 'দিব্' ধাতুর প্রয়োগে তদর্থ ক্রিয়ার কর্মকারকে বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। 'শতস্য প্রতিদীব্যতি' বা 'শতং প্রতিদীব্যতি'—দ্যূত ক্রীড়া বা ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবহারের দ্বারা একশত মুদ্রা গ্রহণ করিতেছে।

'দিব্' ধাতুটি যদি উপসর্গ যুক্ত থাকে, তাহা হইলে দ্যূতার্থক ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারার্থক 'দিব্' ধাত্বর্থ কর্মের ষষ্ঠী-বিভক্তি বিকল্পে হয়। যেমন 'শতস্য শতং বা প্রতিদীব্যতি'।

কাঃ—এই বাক্যে 'প্রতি' যুক্ত 'দিব্' ধাতুর প্রয়োগ থাকায় এবং পূর্বোক্ত অর্থও অভিব্যক্ত হওয়ায় 'শত' এই কর্মটির বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি বিহিত হইয়াছে। ষষ্ঠী বিভক্তির অভাব পক্ষে কর্মে দ্বিতীয়া হইয়াছে। ॥ ৬২০ ॥

৬২১। প্রেষ্যব্রুবোর্হবিষো দেবতাসম্প্রদানে। (২-৩-৬১)।

দেবতা সম্প্রদানেঽর্থে বর্তমানয়োঃ প্রেষ্যব্রুবোঃ কর্মণো হবির্বিশেষস্য বাচকাচ্ছব্দাৎষষ্ঠী স্যাৎ। অগ্নয়ে ছাগস্য হবিষো বপায়া মেদসঃ প্রেষ্য অনুব্রূহি বা ॥ ৬২১ ॥*

অনু ঃ—দেবতাকে সম্প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে যদি 'প্রেষ্য' ও 'ব্রূহি' এই দুইটির প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে উহাদের কর্মকারকে যে হবির্বিশেষ তদ্বাচক শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। 'অগ্নয়ে হবিষো ছাগস্য বপায়া প্রেষ্য অনুব্রূহি বা'—অগ্নিদেবতাকে সম্প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে ছাগসম্বন্ধি বপা-রূপ হবির্বিশেষ প্রৈষের দ্বারা প্রকাশ কর অথবা পুরোঽনু বাক্যের দ্বারা প্রকাশ কর।

কাঃ—দিবাদিগণে 'ইষ্ গতৌ'—এই ধাতুটি পঠিত হইয়াছে, ইহা শ্যন্ বিকরণ যুক্ত। সূত্রে 'শ্যন্' বিকরণযুক্ত প্রেষ্য এইরূপ পাঠ থাকায় ইচ্ছার্থক ও অভীক্ষ্ণ্যার্থক (যথাক্রমে ভ্বাদি ও ক্র্যাদিগণীয়) 'ইষ্' ধাতুর প্রয়োগে যাহাতে কর্মে ষষ্ঠী না হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। লোট্ ল-কারের মধ্যম পুরুষের এক-

* দ্বিতীয়া ব্রাহ্মণে (২-৩-৬০) এই মধ্যবর্তী সূত্রটি বৈদিক প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত হইয়াছে।

বচনে 'ইষ্য' এই পদ হয়। যদিও 'ইষ্' ধাতুর অর্থ গতি, কিন্তু 'প্র' এই উপসর্গ যুক্ত প্রযুক্ত হইলে উহার অর্থ হয় প্রেরণ। সুতরাং 'প্রেষ্য' ইহার অর্থ প্রেরণ কর। সূত্রে—'ব্রূ' ধাতু কোন 'ল-কার বিশেষে প্রযুক্ত না হইলেও 'প্রেষ্য'—এই লোট মধ্যম পুরুষের একবচনের সাহচর্য বশতঃ উহাও সেইরূপ প্রযুক্ত হইবে। কল্পসূত্রে প্রৈষ্যের অভিব্যক্তি করিতে হইলে 'প্রেষ্য' শব্দের প্রয়োগ করা হয় এবং পুরোঽনুবাক্যের অভিব্যক্তি 'অনুব্রূহি, শব্দের দ্বারা হয়। সেইজন্য এই সূত্রের উদাহরণে উক্ত দুইটি লোট 'লকারান্ত' ক্রিয়ার প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'প্রেষ্য' ও 'অনুব্রূহি' এই দুইটি ক্রিয়ার কর্মকারকেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়—ইহা বলা হইয়াছে, সেইজন্যই এই সূত্রে 'শেষে' পদের অনুবর্তন হয় না। 'শেষে' পদের অনুবর্তন করার ফল হইল, সমাস নিবৃত্ত। কিন্তু তিঙন্তের প্রয়োগে সমাসের প্রাপ্তিই নাই, তাহার আবার নিবৃত্তি হইবে কি করিয়া? সুতরাং ইহাতে 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি আসে না।

মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিকের উদ্দেশ্যে অধ্বর্যু কর্তৃক এইরূপ প্রৈষ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অধ্বর্যু মৈত্রাবরুণকে বলিতেছেন—হে মৈত্রাবরুণ, অগ্নি-দেবতাকে সম্প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে ছাগ সম্বন্ধী বপারূপ যে হবির্বিশেষ আছে 'হোতা যক্ষদগ্নিংছাগস্য বপায়া মেদসো জুষতাং হবির্হোত র্যজ'—এই প্রৈষ মন্ত্রের দ্বারা উহা প্রকাশ কর। ইহা প্রথম উদাহরণ বাক্যের তাৎপর্য। দ্বিতীয় উদাহরণ হইল—'অগ্নয়ে ছাগস্য বপায়া মেদসোঽনুব্রূহি'। ইহার তাৎপর্য এই যে অধ্বর্যু মৈত্রাবরুণকে পুরোঽনুবাক্যা পাঠ করিয়া অগ্নির উদ্দেশ্যে হবির্বিশেষ সম্প্রদানের অভিব্যক্তি করিতে বলিতেছেন—হে মৈত্রা-বরুণ অগ্নিদেবতাকে সম্প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে যে ছাগসম্বন্ধী বপারূপ হবির্বিশেষ স্থাপিত আছে, উহা পুরোঽনুবাক্যারূপ মন্ত্রপাঠের দ্বারা অভিব্যক্ত কর। কল্পসূত্রে কেবল 'অগ্নয়ে ছাগস্য বপায়া মেদসঃ প্রেষ্য'—এইরূপ প্রৈষ্য-বাক্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু উহাতে 'ছাগস্য' এই অংশটুকু নাই; বৃত্তিকারের উদ্ধৃত অংশটুকু যে কোন শাখার তাহা গবেষণার বিষয়।

'প্রেষ্য' ও 'ব্রূ'—এই দুইটি ক্রিয়ার কর্মকারকে ষষ্ঠী হয়, ইহা বলার প্রয়োজন কি? কেবল 'হবিষো দেবতা সম্প্রদানে'—দেবতার সম্প্রদান বুঝাইলে কর্মরূপ হবির্বাচক শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়—এইরূপ বলিলে ক্ষতি কি? উত্তরে বক্তব্য এই যে—তাহা হইলে 'অগ্নয়ে ছাগস্য হবির্বপাং মেদো

জুহুধি' ইত্যাদিস্থলে 'জুহুধি' প্রভৃতি ক্রিয়ার ·কর্মকারকে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রসক্তি হইত। তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য 'প্রেষ্য' ও 'ব্রূ' এই দুইটির ক্রিয়ার কর্মকারকে ষষ্ঠী হয়—ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

হবির্বাচক শব্দে ষষ্ঠী হয়—ইহা না বলিলে 'অগ্নয়ে গোময়ানি প্রেষ্য' ইত্যাদি স্থলে যাহা হবির্বাচক নয়, গোময় প্রভৃতি, উহাদেরও ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রসক্তি হইত।

'দেবতা সম্প্রদানে' এই পদটির গ্রহণ না থাকিলে, দেবতার সম্প্রদান না বুঝাইয়া, যদি তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও সম্প্রদান বুঝায়, সে ক্ষেত্রেও হবির্বাচক শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি অনিবার্য, যেমন 'মণবকায় পুরোডাশান্ প্রেষ্য' ইত্যাদিস্থলে 'পুরোডাশ' এই হবির্বাচক শব্দেও ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া যাইত ; তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য 'দেবতা সম্প্রদানে' এই পদটির গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। ৬২১॥

৬২২। কৃত্বোর্থ প্রয়োগে কালেঽধিকরণে। (২-৩-৬৪)।

কৃত্বোর্থানং প্রয়োগে কালবাচিন্যধিকরণে শেষে ষষ্ঠী স্যাৎ। পঞ্চকৃত্বঽহ্নো ভোজনম্। দ্বিরহ্নো ভোজনম্। শেষে কিম্। দ্বিরহন্যধ্যয়নম্।

অনু ঃ—'কৃত্বসুচ্' এর সমানার্থক প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ থাকিলে, কালবাচক অধিকরণের শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। 'পঞ্চ-কৃত্বোঽহ্নো ভোজনম্'—দিনে পাঁচবার ভোজন। 'দ্বিরহ্নো ভোজনম্' দিনে দুইবার ভোজন। শেষত্ব বিবক্ষায় হয়—ইহা কেন বলা হইল? 'দ্বিরহন্যধ্যয়নম্' দিনে দুইবার পাঠ (এস্থলে যাহাতে ষষ্ঠী না হয়)।

কাঃ—"কৃত্বসুচোঽর্থ ইবার্থো যেষাং তে কৃত্বোঽর্থাঃ" 'কৃত্বসুচ্' এর অর্থের মত অর্থ যাহাদের, সেই প্রত্যয়গুলি হইল কৃত্বোঽর্থপ্রত্যয়। **'সংখ্যায়াঃ ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি গণনে কৃত্বসুচ্'** (৫-৪-১৭) **'দ্বিত্রিচতুর্ভ্যঃ সুচ্'** (৫-৪-১৮) **'বিভাষা বহোর্ধাঽবিপ্রকৃষ্ট কালে'** (৫-৪-২০) এই তিনটি সূত্রানুসারে 'কৃত্বসুচ্' 'সুচ' ও 'ধা' প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে—এইগুলি ·কৃত্বোঽর্থ প্রত্যয়।

সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে ক্রিয়ার আবৃত্তি বুঝাইলে এই সকল প্রত্যয় হইয়া থাকে। এই প্রত্যয়গুলির যে কোন একটি যাহার অন্তে থাকে, তাহার প্রয়োগ থাকিলে, কালবাচক অধিকরণের শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন, 'পঞ্চকৃত্বোঽহ্নো ভোজনম্' ইত্যাদিস্থলে 'পঞ্চকৃত্বঃ' শব্দটি 'সংখ্যায়াঃ ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি গণনে কৃত্বসুচ্' সূত্রানুসারে 'কৃত্বসুচ্' প্রত্যয়ান্ত; ইহার প্রয়োগে 'অহন্' এই কালবাচক অধিকরণের সম্বন্ধ সামান্যরূপে বোধ করাইবার ইচ্ছায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে। শেষত্ব বিবক্ষায় উহা হইয়াছে বলিয়া 'অহ্নো ভোজনম্' এই দুইটি পদের সমাস হয় না। এইভাবে 'দ্বিরহ্নো ভোজনম্' ইহাতে 'দ্বিঃ' পদটি দ্বিত্রিচতুর্ভ্যঃসুচ্' সূত্রানুসারে 'সুচ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। †

এই সূত্রে 'ষষ্ঠী শেষে' (২-৩-৫০) হইতে 'শেষে' পদের অনুবর্তন করা হইয়াছে; কিন্তু উহাতে উহার অনুবর্তন কি করিয়া হইতে পারে? কারণ 'দিবস্তদর্থস্য' (২-৩-৫৮) হইতে 'যজেশ্চ করণে (২-৩-৬৩) এই ছয়টি সূত্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উহার অনুবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যদ্যপি ধারাবাহিক ন্যায়ে 'শেষে' পদের অনু-বর্তন করা যায় না, কিন্তু মণ্ডূকপ্লুতি' ন্যায় অনুসারে উহার অনুবৃত্তি অবশ্যই হইতে পারে। তবে 'মণ্ডূকপ্লুতি' অনুসারে অনুবৃত্তি করিতে হইলে প্রমাণের প্রয়োজন। প্রমাণ ব্যতীত মণ্ডূকপ্লুতি অনুসারে অনুবৃত্তি স্বীকৃত হয় না। কিন্তু উহাতে প্রমাণ কি? বৃত্ত্যাদি গ্রন্থানুসারেই দীক্ষিত উক্ত পদের অনুবৃত্তি করিয়াছেন; সুতরাং বৃত্ত্যাদি গ্রন্থই উক্ত প্রকারে 'শেষে' পদের অনুবৃত্তিতে প্রমাণরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ভাষ্যকারেরও একটি বচন প্রমাণ রূপে উপস্থাপন করিতে পারা যায়। তাহা হইল—'অধীগর্থদয়েশাং কর্মণি' (২-৩-৫২)—এই সূত্রস্থ ভাষ্যোক্ত কর্মা-দীনামবিবক্ষা শেষঃ'—এইরূপ বচন। উক্তসূত্রে কর্মাশ্রয় ষষ্ঠী-বিভক্তির বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত সকর্মক ধাতুগুলির অকর্মকের মত কার্য যাহাতে হয়, সেই তাৎপর্যে 'কর্মাদিষকর্মকবদ্ বচনম্'—এই বার্তিক পাঠ করা হইয়াছে। উক্ত বার্তিকটির প্রত্যাখ্যান করিবার উদ্দেশ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'শেষে'

---

† দিবসস্য বহুধা ভুংক্তে—ইত্যাদিও উদাহরণ।

পদের অনুবর্তন হয়। 'শেষ' পদার্থ কি? উত্তরে বলিয়াছেন—কর্মাদীনাম-বিবক্ষা শেষঃ'—কর্মপ্রভৃতির অবিবক্ষাই হইল শেষ শব্দের অর্থ। কর্ম অবিবক্ষিত হইলে অকর্মক হইয়া যায়, সুতরাং অকর্মকবৎ বচন করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। এস্থলে বিবেচ্য এই যে উক্ত ভাষ্য বচনটিতে 'কর্মা-দীনাম্' এইরূপ বহুবচন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ (২-৩-৫১) ও (২-৩-৫২) সূত্রে যথাক্রমে করণ ও কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তির বিধান হওয়ায় 'কর্মণোরবিবক্ষা শেষঃ' এই প্রকার দ্বিবচনের ব্যবহার থাকা উচিত ছিল। যদি এই সূত্রে অধিকরণের অবিবক্ষাও শেষের অর্থ রূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত ভাষ্যবচনের বহুবচন সঙ্গত হইতে পারে। সুতরাং ভাষ্যবচনের বহুবচনের প্রয়োগের দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে 'কৃত্বোঽর্থঃ' সূত্রেও 'শেষে' পদের অবশ্যই অনুবর্তন হইয়া থাকে। উপরি উক্ত ভাষ্য বচনে 'কর্মাদীনাম্' এই পদের অর্থ কর্ম, করণ ও অধিকরণ। এই তিনটির অবিবক্ষাই হইল 'শেষ' পদের অর্থ। 'কৃত্বোঽর্থ' সূত্র ব্যতীত সূত্রান্তরে অধিকরণের অবিবক্ষা সম্ভব নয় বলিয়া উক্ত সূত্রে 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি অবশ্যই স্বীকার্য।

নাগেশ এই সূত্রে 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি স্বীকার করেন না। তিনি ভাষ্যোক্ত বচনটির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া উহার বিরুদ্ধমত পোষণ করিয়াছেন। (এই সূত্রের শব্দেন্দু শেখর দ্রষ্টব্য)।

'কৃত্বোঽর্থ' প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগ না থাকিলে অধিকরণের অবিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় না, যেমন 'অহনি শেতে' 'রাত্রৌ শেতে' ইত্যাদি। প্রয়োগ গ্রহণের দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে 'কৃত্বোঽর্থ' প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ যদি থাকে, তাহা হইলেই অধিকরণের অবিবক্ষায় ষষ্ঠী হইবে, অন্যথা হইবে না। ফলে 'অহনি ভুক্তম্' ইত্যাদি স্থলে দুইবার, তিনবার, অথবা চারিবার এইভাবে কৃত্বসুচের অর্থ প্রতীয়মান থাকিলেও উহাতে ষষ্ঠী হয় না।

'কাল' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে—যাহাতে কালাধিকরণেই অধিকরণের অবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়, কিন্তু অন্য অধিকরণের অবিবক্ষায় না হয়। ফলে 'দ্বিঃ কাংস্যপাত্র্যাং ভুঙ্‌ক্তে'—কাঁসার পাত্রে দুইবার খায়। এই বাক্যে 'কাংস্য-পাত্র্যাম্' এই অধিকরণের অবিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে না। উহা কালাধিকরণ নয়, কিন্তু দ্রব্যাধিকরণ। ৬২২ ॥

৬২৩। **কর্তৃকর্মণোঃ[১] কৃতি**। (২-৩-৬৫)।

কৃদ্যোগে কর্তরি কর্মণি চ ষষ্ঠী স্যাৎ। কৃষ্ণস্য কৃতিঃ। জগতঃ কর্তা কৃষ্ণঃ। 'গুণকর্মণি বেষ্যতে' (বা ৫০৪২)। নেতা অশ্বস্য স্রুঘ্নস্য স্রুঘ্নং বা। কৃতি কিম্। তদ্ধিতে মাভূৎ। কৃতপূর্বী কটম্॥ ৬২৩॥

অনুঃ—কৃদন্তের প্রয়োগ থাকিলে অনুক্ত কর্তায় ও অনুক্ত কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। 'কৃষ্ণস্য কৃতিঃ'—কৃষ্ণের কার্য। 'জগতঃ কর্তা কৃষ্ণঃ'—জগতের কর্তা কৃষ্ণ।

(১ বা.) উক্ত স্থলে গৌণ কর্মে বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। 'নেতা অশ্বস্য, স্রুঘ্নস্য স্রুঘ্নং বা'—অশ্বকে স্রুঘ্ন দেশে লইয়া যায়। 'কৃতি' কেন?—(কৃতি পদটিকে কেন গ্রহণ করা হইয়াছে?) 'কৃতপূর্বী কটম্'—পূর্বে মাদুর করিয়াছে, ইত্যাদি তদ্ধিতে যাহাতে না হয়।

কাঃ—'কৃৎ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তর্গত যে ধাতু সেই ধাত্বর্থ ক্রিয়ার কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। 'অনভিহিতে' পদের অধিকার আসে বলিয়া উক্ত ষষ্ঠী-বিভক্তি, অনুক্ত কর্তা ও অনুক্ত কর্মেই হইয়া থাকে। প্রথমে কর্তার ষষ্ঠী হওয়ার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে—'কৃষ্ণস্য কৃতিঃ' এই বাক্যের দ্বারা। উক্ত বাক্যে 'কৃতিঃ' পদটি 'কৃ'ধাতুর শেষে ভাববাচ্যে '**স্ত্রিয়াং ক্তিন্**'(৩-৩-৯৪) সূত্রানুসারে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃতির অর্থ—সৃষ্টি। কৃষ্ণ কর্তৃক এই সৃষ্টি—ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের দ্বারা কর্তা উক্ত না হওয়ায় 'কৃষ্ণ' এই কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে। 'জগতঃ কর্তা কৃষ্ণঃ'—এই বাক্যটি কর্মের ষষ্ঠী হওয়ার উদাহরণ। জগৎ কর্মক সৃষ্টির অনুকূল ব্যাপার যুক্ত কৃষ্ণ—ইহাই হইল উক্ত বাক্যের অর্থ। 'তৃচ্' প্রত্যয়ের

(১) কর্তৃকর্মণো রিতি—ক্রিয়াবিশেষাণাং কর্মত্বেঽপি কর্মশব্দেন তেষাং ন গ্রহণম্ অতএব দারুণং যথাভবতি তথাধ্যাপক ইত্যর্থকস্য দারুণাধ্যাপক-শব্দস্য সিধ্যর্থং মলোপবচনং ভাষ্যকৃতা আরব্ধম্। অন্যথা সমাসেনৈব সিদ্ধে তদ্ধার্থং স্যাদিতি। ইদমেব ক্রিয়াবিশেষণাৎ ষষ্ঠ্যভাবে লিঙ্গম্।

দ্বারা কর্তা উক্ত হওয়ায় 'কৃষ্ণ' এই কর্তায় ষষ্ঠী হয় না; কিন্তু 'জগৎ' এই কর্মে ষষ্ঠী হয়।

(১ বা.) কৃদন্ত দ্বিকর্মক ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে অপ্রধান কর্মে বিকল্পে এবং প্রধান কর্মে নিত্যই ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়। যেমন—'নেতা অশ্বস্য স্রুঘ্নস্য স্রুঘ্নং বা'—এই বাক্যে 'নি' এই দ্বিকর্মক ধাতুর 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'অকথিতঞ্চ' সূত্রের উদাহরণ প্রসঙ্গে 'গ্রামমজাং নয়তি'—এই বাক্যটির উদ্ধৃতি আছে। উহাতে যেমন 'অজা' প্রধান কর্ম এবং 'গ্রাম' অপ্রধান, সেইরূপ এস্থলেও 'অশ্ব' প্রধান কর্ম এবং 'স্রুঘ্ন' গৌণ কর্ম, সুতরাং এই বার্তিক অনুসারে 'স্রুঘ্ন' এই গৌণ কর্মে বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়ার ফলে 'স্রুঘ্নস্য' 'স্রুঘ্নং' দুইটিই হইবে। ষষ্ঠী না হইলে কর্মে দ্বিতীয়া-বিভক্তি হয়।

এই সূত্রটিতে 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি হয় না, কারণ উক্ত পদটির অনুবর্তন হইলে এই সূত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না; বরং উহার ব্যর্থতা প্রসক্তি অনিবার্য। 'কৃষ্ণস্য কৃতিঃ', 'জগতঃ কর্তা কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি কৃদন্ত স্থলেও 'শেষে ষষ্ঠী' সূত্রানুসারেই কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব। সমাস-নিবৃত্তির জন্য এই সূত্রটির প্রয়োজন আছে—ইহা বলা যায় না; কারণ 'কৃদ্ যোগে ষষ্ঠী সমস্যতে'—কৃদন্তের প্রয়োগে ষষ্ঠী সমাস হয়—এই ভাষ্যে বচন অনুসারে কৃৎ প্রত্যয়ান্ত স্থলে ষষ্ঠী সমাস অভীষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং সূত্রের ব্যর্থতা প্রসক্তির ভয়ে ইহাতে 'শেষে' পদের অনুবর্তন হয় না—ইহা অবশ্য স্বীকার্য।

কেহ কেহ বলেন যে 'কর্তরি চ কৃতি'—এইরূপ সূত্র করা হউক। সূত্রস্থ 'চ'-কারের দ্বারা 'অধীগর্থ' (২-৩-৫২) সূত্র পর্যন্ত অনুবৃত্তিলব্ধ 'কর্মণি' পদেরও অনুকর্ষণ করা হউক। তাহা হইলে কৃদন্তের প্রয়োগে কর্তায় ও কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়—এই প্রকার সূত্রার্থ—লাভ হওয়া সত্ত্বেও যে এই সূত্রে কর্ম পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার সামর্থ্য বশতঃ এই সূত্রে 'শেষে' পদের অনুবর্তন হয় না। ইহা ঠিক নয়; কারণ, এই সূত্রে 'কর্ম' পদের গ্রহণ না করিলে অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'কৃত্বোঽর্থ প্রয়োগে' এই সূত্র হইতে 'অধিকরণে' পদের অনুবৃত্তি আসিত, সেই 'অধিকরণে' পদের অনুবর্তন যাহাতে না হয় সেইজন্য এই সূত্রে কর্ম পদের গ্রহণ করা হইয়াছে; সুতরাং

কর্ম-পদ' গ্রহণের সামর্থ্যবশতঃ 'শেষে' পদের অনুবৃত্তি হয় না—ইহা বলা যায় না। সেইজন্য উক্ত পদের নিবৃত্তিসাধক পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন।

'কৃতি কিম্'—কর্তা ও কর্ম, কোন না কোন ক্রিয়ারই হইয়া থাকে। ক্রিয়া ব্যতীত কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব কখনও উপপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং কর্তা ও কর্মের দ্বারা ক্রিয়ার আক্ষেপ বা অনুমান হওয়া সম্ভব। ক্রিয়াও নিজের বাচক শব্দের দ্বারাই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাচক শব্দ ব্যতীত ক্রিয়ার সাক্ষাৎ ভাবে প্রয়োগ হওয়া সম্ভব নয়। ক্রিয়ার বাচক হইল ধাতু; কিন্তু ধাতুও প্রত্যয়ান্ত হইয়াই ব্যবহৃত হয়। ধাতুর শেষে দুই প্রকার প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে—'তিঙ্' ও 'কৃৎ'। তিঙ্-প্রত্যয়ান্ত অথবা কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত রূপেই ক্রিয়াবাচক ধাতুর প্রয়োগ হয়। তিঙ্ও স্বতন্ত্র প্রত্যয় নয়; ল-কারের স্থানে আদেশ স্বরূপ প্রত্যয়, সুতরাং 'কটং করোতি' ইত্যাদি তিঙন্ত স্থলে **'ন লোকাব্যয়'** (২-৩-৬৯) সূত্রানুসারে লাদেশ বলিয়া ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ হইয়া যাইবে; পরিশেষে 'কৃষ্ণস্য কৃতিঃ' 'জগতঃ কর্তা' ইত্যাদি কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত প্রয়োগেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে। সুতরাং কৃৎ প্রয়োগেই কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি যাহাতে হয়, সেইজন্য 'কৃতি' পদটির গ্রহণ করার সার্থকতা কোথায়?

এই পূর্বপক্ষের উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে, 'কৃতপূর্বী কটম্—' ইত্যাদিস্থলে যেস্থলে তদ্ধিতের আধিক্য আছে, উহার প্রয়োগে কটাদি কর্মের যাহাতে ষষ্ঠী না হয়, সেইজন্য উক্ত সূত্রে 'কৃতি' এই পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত প্রয়োগে 'কৃতঃ পূর্বোঽনেন'—ইহার দ্বারা পূর্বে করা হইয়াছে—এই অর্থে **'পূর্বাদিনিঃ'** (৫-২-৮৬) **'সপূর্বাচ্চ'** (৫-২-৮৭) সূত্রের দ্বারা পূর্ব-শব্দান্ত প্রাতিপদিকের শেষে কর্তায় 'ইনি' প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। 'ইনি' বিধায়ক সূত্রে **'শ্রাদ্ধমনেন ভুক্তমিনিঠনৌ'** (৫-২-৮৫) সূত্র হইতে 'অনেন' এই তৃতীয়ান্ত কর্তার অনুবর্তন হয় বলিয়া 'ইনি' প্রত্যয়টি কর্তায় বিহিত হইয়াছে। 'কৃ' ধাতু সকর্মক হইলেও তৎ তৎ রূপে কর্ম-বিশেষের সহিত অন্বয়ের বিবক্ষা না করিলে উহা অকর্মক হওয়ায় **'নপুংসকে ভাবে ক্তঃ'** (৩-৩-১১৪) এই সূত্রানুসারে ভাববাচ্যে উহার শেষে 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে। ঘট, পট প্রভৃতি কর্মবিশেষের বিবক্ষা না থাকিলে সকর্মক ধাতুও অকর্মক হইয়া যায়, এবং ধাতু অকর্মক হইলে উহার শেষে ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করা হয়। সুতরাং কট প্রভৃতি কর্মবিশেষের অপেক্ষা

না থাকায় 'সাপেক্ষমসমর্থং ভবতি'—সাপেক্ষ অসমর্থ হয়—এই নিয়মানুসারে উহাকে অসমর্থ স্বীকার করা যায় না এবং কট, পট প্রভৃতি কর্ম উহার দ্বারা অভিহিতও নয়। এইজন্য সমাস ও তদ্ধিত বৃত্তি অবশ্যই হইতে পারে, আর কটাদি কর্মও উহার দ্বারা অভিহিত নয় বলিয়া বৃত্তির পরে অপেক্ষিত কটাদি কর্মে দ্বিতীয়া হইতে পারে। তাহা হইলে 'কৃতং পূর্বমনেন' এই অর্থে পূর্বে **'সুপ্ সুপা'** (সহসুপা, ২-১-৪) সূত্রানুসারে সমাস করার পরে কৃত পূর্ব শব্দের শেষে পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে কর্তায় 'ইনি' প্রত্যয় করিয়া 'কৃতপূর্বী' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। উহার অর্থ 'পূর্বং কৃতবান্'—পূর্বে করিয়াছে। উক্ত প্রকারে সমাসও তদ্ধিত বৃত্তি হওয়ার পরে কট প্রভৃতি কর্মবিশেষের আকাঙ্ক্ষা হয়—'পূর্বং কিং কৃতবান্'—পূর্বে কি করিয়াছে? সেই কর্ম-বিশেষের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য কট, ঘট প্রভৃতি কর্মের সমভিব্যাহার করা হয়—কৃতপূর্বী কটম্' ইত্যাদি রূপে। তদ্ধিত বৃত্তির পরে আকাঙ্ক্ষিত কটাদি রূপ অনুক্ত কর্মে দ্বিতীয়াকে বাধ করিয়া যাহাতে ষষ্ঠী না হয়, সেইজন্য উক্ত সূত্রে 'কৃতি' এই পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে—'কটং কৃতবান্'—ইত্যাদি প্রয়োগে যেমন গুণীভূত বা অপ্রধান ক্রিয়ার সহিত 'কট' প্রভৃতি কারকের অন্বয় হইয়া থাকে, সেইরূপ এস্থলেও গুণীভূত 'কৃ' ধাত্বর্থ ক্রিয়ার সহিত কটাদি কর্মের অন্বয় হইতে কোন আপত্তি নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'ন লোকাব্যয়' এই সূত্রের দ্বারা নিষ্ঠাযোগে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ হওয়ায় 'কৃতপূর্বী কটম্' ইত্যাদিস্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তিই নাই, সুতরাং সেই ক্ষেত্রে ষষ্ঠী-প্রসক্তির নিরোধের জন্য উক্ত সূত্রে **'কৃতি'** পদের গ্রহণ করার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে **'নপুংসকে ক্তে ভাবে ষষ্ঠ্যা উপসংখ্যানম্'** এই **'ক্তস্য চ বর্তমানে'** (২-৩-৬৭) সূত্রস্থ বার্তিকের দ্বারা নিষ্ঠা অভ্যয়াং যোগে ষষ্ঠী নিষেধের প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে বলিয়া 'কৃতপূর্বী কটম্' ইত্যাদিস্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রসক্তি অনিবার্য, তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য উক্ত সূত্রে কৃতি পদের গ্রহণ অবশ্যই কর্তব্য। **'নপুংসকে ক্তে—'** এই বার্তিকের দ্বারা ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রতি প্রসব করিতে হইলে উক্ত ক্ষেত্রে 'ন-পুংসকে ভাবে ক্তঃ' ইহার দ্বারা 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু **'নিষ্ঠা'** (৩-২-১০২) সূত্রানুসারে 'ক্ত' প্রত্যয় হয় নাই।

'নিষ্ঠা' সূত্রানুসারে 'ক্ত' প্রত্যয় স্বীকার করিলেও নিষ্ঠান্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত ক্রিয়ার কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি নিষিদ্ধ হইয়া থাকে ; উক্ত ক্ষেত্রে নিষ্ঠান্তের উপস্থাপ্য ক্রিয়ার কর্ম নাই বলিয়া 'ন লোকাব্যয়—' এই সূত্রের দ্বারা নিষেধ হইতে পারে না। অথবা কেহ কেহ বলেন যে 'কৃতপূর্বী কটম্' ইহা 'কর্তব্যপূর্বী কটম্' প্রয়োগের উপলক্ষণ। 'কর্তব্যপূর্বী কটম্'—ইত্যাদিস্থলে যাহাতে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রসক্তি না হয়, সেইজন্য উক্ত সূত্রে 'কৃতি' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে।

কিন্তু 'কৃতি' পদের গ্রহণ থাকা সত্ত্বেও 'কৃতপূর্বী কটম্' ইত্যাদিস্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে না কেন? 'কৃত'—এই 'কৃৎ' প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগে 'কট' রূপ কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়া সম্ভব নয় কি? ইহার উত্তরে বলা হয় যে 'কৃতি' পদের সামর্থ্য বশতঃ বৃত্তির অনন্তর্ভূ´ত কৃদন্তের প্রয়োগেই কৃদন্তের দ্বারা উপস্থাপ্য ক্রিয়ার কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তির বিধানেই পাণিনির তাৎপর্য—ইহা স্বীকার করা হয় ; সুতরাং 'কৃতপূর্বী কটম্' ইত্যাদি ক্ষেত্রে তদ্ধিত-বৃত্তির অন্তর্গত হওয়ায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইতে পারে না।

যদি বৃত্তির অন্তর্গত কৃদন্তের দ্বারা উপস্থাপ্য ক্রিয়ার কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে 'ওদনস্য পাচকতরঃ', 'ওদনস্য পাচকতমঃ' ইত্যাদি প্রয়োগেও 'পাচক' এই কৃদন্ত পদটির তদ্ধিত বৃত্তির অন্তর্গত হওয়ায়, উহার দ্বারা উপস্থাপ্য পাক ক্রিয়ার ওদনরূপ কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে না ; কিন্তু কর্মে দ্বিতীয়াই হইবে, ফলে 'ওদনং পাচকতরঃ', 'ওদনং পাচকতমঃ' ইত্যাদি প্রয়োগই সাধু বলিয়া গণ্য হইবে।

উত্তরে অনেকেই ইহাকে ইষ্টাপত্তি বলিয়া মনে করেন। 'ওদনং পাচকতরঃ' ইত্যাদি প্রয়োগকে অভীষ্ট বলিয়া মনে করেন, কিন্তু নাগেশ প্রভৃতি নবীন আচার্যগণ 'ওদনং পাচকতরঃ'—ইত্যাদি প্রয়োগের সাধুত্ব স্বীকার করেন না ; বরং 'ওদনস্য পাচকতরঃ' ইত্যাদি ষষ্ঠী-বিভক্তির সাধুত্বই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে কৃদন্তের শাব্দবোধে যে ক্রিয়ার উপস্থিতি হয়, সেই ক্রিয়ার কর্তা বা কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং 'তণ্ডুলানাং পাচকঃ' ইত্যাদি স্থলে যে ক্ষেত্রে 'তরপ্' প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ নাই, সেস্থলে যেমন পাকাদি ক্রিয়ার কর্মরূপে তণ্ডুল প্রভৃতির বোধ হয়, সেইরূপ 'ওদনস্য পাচকতরঃ' ইত্যাদি 'তরপ্' প্রত্যয়ান্ত স্থলেও পাকাদি

ক্রিয়ার কর্মরূপে ওদনের অন্বয় হওয়া সম্ভব, সুতরাং কৃদন্তের দ্বারা উপস্থাপ্য-ক্রিয়ার কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি অবশ্যই হইতে পারে। 'কৃতপূর্বী কটম্'—ইত্যাদি-স্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়া সম্ভব নয়, কারণ সকর্মক ধাতুর কর্মের বিবক্ষা না করিয়া ভাববাচ্যে 'ক্ত'-প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগ কেবল পূর্বোক্ত বৃত্তির অন্তর্গত ব্যতীত অন্যত্র স্বীকৃত হয় না বলিয়া উক্তরূপে 'কৃ' ধাতুর ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তের স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার নাই। আর ব্যবহার না থাকায় স্বতন্ত্ররূপে উহার শাব্দবোধও স্বীকার্য নহে। যদি পূর্বোক্ত বৃত্তি ব্যতীত অন্যত্রও সকর্মক ধাতুর কর্মের অবিবক্ষা করিয়া ভাববাচ্যে প্রত্যয় করা হয়, তাহা হইলে 'ক্রিয়তে ঘটঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ঘটাদি কর্মের বিবক্ষা না করিয়া ভাববাচ্যে 'ল-কার' করার পরে 'ঘট' প্রভৃতি কর্মের অন্বয় করিলে 'ল'-কারের দ্বারা কর্ম উক্ত না হওয়ায় অনুক্ত কর্মে দ্বিতীয়া-বিভক্তির প্রসক্তি অনিবার্য, ফলে 'ঘটং ক্রিয়তে' ইত্যাদি প্রয়োগের সাধুত্বও অনস্বীকার্য। কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতি বৃত্তির অন্তর্গত সকর্মক ধাতুরই কর্মের অবিবক্ষা করিয়া উহার শেষে ভাববাচ্যে প্রত্যয় বিধান স্বীকার করিলে আর কোন দোষের উদ্ভাবনা হইতেই পারে না।

এইবার একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে 'ধায়ৈ রামোদমুত্তমম্'—এই ভট্টি-প্রয়োগে 'ধায়ৈঃ' * এই কৃদন্তের যোগ থাকা সত্ত্বেও 'উত্তমমামোদম্' দ্বিতীয়া হইল কেন? উক্ত সূত্রে কর্মে ষষ্ঠী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু কবি তাহা করেন নাই কেন? সম্পূর্ণ শ্লোক এইরূপ—

"দদৈর্দুঃখস্য মাদৃগ্‌ভ্যো ধায়ৈরামোদমুত্তমম্।
লিম্পৈরিব তনোর্বাতৈ শ্চেতয়ঃ স্যাৎ জ্বলো ন কঃ॥"

বিরহ-কাতর শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি। রাম বলিতেছেন—আমাদের মত বিরহ কাতর লোকদের দুঃখ প্রদানকারী পুষ্প প্রভৃতির উত্তম পরিমল ধারণকারী শরীরে সংলগ্ন বায়ুর দ্বারা এমন কোন প্রাণী আছে, যে জ্বলিয়া না যায়। এই শ্লোকে 'দুঃখস্য' ও 'তনোঃ' দুইটিতেই কর্মে ষষ্ঠী হইয়াছে, কি

---

* শোষনার্থক 'ধা' ধাতুর শেষে 'দদাতিদধাত্যোর্বিভাষা' (৩-১-১৩৯) সূত্রে 'ণ' প্রত্যয় এবং 'আতোযুক্ চিণ্‌ কৃতোঃ' (৭-৩-৩৩) সূত্রে যুক্ এর আগম করিয়া 'ধায়' পদটির সিদ্ধি হয়;

'উত্তমমামোদম্' এই পদ দুইটিতে দ্বিতীয়া হইয়াছে, দ্বিতীয়ার স্থলে ষষ্ঠী হওয়া উচিত, তাহা হইল না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে ভট্টোজি দীক্ষিত প্রৌঢ়মনোরমায় বলিয়াছেন যে 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি'—এই সূত্রটি অনিত্য, সুতরাং উহার অনিত্যতা বশতঃ উক্ত প্রয়োগে কর্মে ষষ্ঠী হয় নাই, সেইজন্য দ্বিতীয়া বিভক্তিই হইয়াছে। উহার অনিত্যতায় প্রমাণ হইল 'তদর্হম্' (৫-১-১১৭) এই সূত্র নির্দেশ। একই প্রকরণে 'তত্রতস্যেব' (৫-১-১১৬) তস্যভাবস্ত্বতলৌ' (৫-১-১১৯) এই তিনটি সূত্র করা হইয়াছে। যেরূপ করা হইয়াছে ঐরূপ না করিয়া 'তত্রেব', 'তস্য', 'অর্হম্' এই প্রকার তিনটী সূত্র করা উচিত ছিল। ইহাতে (৫-১-১১৯) এর সূত্রে 'তস্য' পদটি করার কোন প্রয়োজন থাকে না। পূর্ব সূত্র হইতে 'অর্হম্' এই সূত্রে উহার অনুবর্তন হইত এবং যোগ্যতা বশতঃ উহাতে কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইত। তাহাতে 'তস্য' পদ না থাকায় মহা লাঘবও হইতে পারিত। কিন্তু এইরূপ না করিয়া যে 'তদর্হম্' সূত্র করা হইয়াছে তাহা 'তদ্' এইটি যে অসমস্ত দ্বিতীয়ান্ত পদ ইহা বোধ করাইবার জন্যই। সেই-জন্যই 'তৎ' এই দ্বিতীয়া সমর্থের শেষে অর্হম্ অর্থে বতি প্রত্যয় হয়—এইরূপ উহার অর্থ হইয়া থাকে।

নাগেশ বলেন যে উক্ত সূত্রটির অনিত্যতায় কোন প্রমাণ নাই। ভট্টোজি দীক্ষিত যে ভাবে 'তদর্হম্' সূত্র নির্দেশ উহার অনিত্যতায় প্রমাণ দিয়াছেন, ভাষ্যে তাহার কোন উল্লেখই নাই। কর্ম উপপদ থাকিতে 'অর্হ' ধাতুর শেষে 'অণ্' প্রত্যয় করিলেও 'তদর্হম্' নির্দেশটি উপপন্ন হইতে পারে এবং তাহার দ্বারা দ্বিতীয়ান্ত সমর্থের অর্থে 'বৎ' প্রত্যয় হয়—এইরূপ সূত্রার্থও উপলব্ধ হইতে পারে। ভট্টিকাব্যের উক্ত প্রয়োগটির সাধুত্ব উপপাদন করিবার জন্য 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' সূত্রের অনিত্যতা স্বীকার করার মূলে কোন প্রবল যুক্তি নাই। কবির সকল প্রয়োগই যে সাধু বা শুদ্ধ হইবে—ইহা কে বলিতে পারে? ভট্টিই 'হাপিতঃ কাসি হে সুভ্রূঃ'—ইত্যাদি স্থলে 'সুভ্রূ' এই অশুদ্ধ পদের প্রয়োগ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। আর কবির প্রতি ভক্তি বশতঃ যদি তাঁহার প্রযুক্ত প্রয়োগের সাধুত্ব উপপাদনে নিতান্তই আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে 'গৃহীত্বা' পদের অধ্যাহার করিলেই কোন অনুপপত্তি থাকে না। 'উত্তমমামোদং গৃহীত্বা দুঃখস্য পোষকৈর্বাতৈঃ'—

পুষ্প প্রভৃতির উত্তম পরিমল গ্রহণ করিয়া দুঃখের জনক বায়ুর দ্বারা আমাদের মত লোকেরা জ্বলিতে থাকে—এইরূপ উক্ত শ্লোকের :ব্যাখ্যা করিলে আর কোন দোষই থাকে না। জয়মঙ্গলা টীকায় উক্ত প্রকারেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥ ৬২৩ ॥

৬২৪। **উভয়প্রাপ্তৌ কর্মণি**। (২-৩-৬৬)।

উভয়োঃ প্রাপ্তির্যস্মিন্কৃতি তত্র কর্মণ্যেব ষষ্ঠী স্যাৎ। আশ্চর্যো গবাং দোহোঽগোপেন। 'স্ত্রীপ্রত্যয়য়োরকাকারয়োর্নায়ং নিয়মঃ' (বা ১৫১৩)। ভেদিকা বিভিৎসা বা রুদ্রস্য জগতঃ। 'শেষে বিভাষা' (বা ১৫১৩)। স্ত্রীপ্রত্যয় ইত্যেকে। বিচিত্রা জগতঃ কৃতির্হরের্হরিণা বা। কেচিদবিশেষেণ বিভাষামিচ্ছন্তি। শব্দানামনুশাসনমাচার্যেণ আচার্যস্য বা। ৬২৪ ॥

অনু ঃ—যে কোন একটি কৃদন্তের প্রয়োগে কর্তা ও কর্ম দুইটিতেই যদি ষষ্ঠীর প্রাপ্তি থাকে, তাহা হইলে কর্মেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। 'আশ্চর্যো গবাং দোহোঽগোপেন'—গোয়ালা ব্যতীত অন্য লোকের দ্বারা গাভীর দোহন বিস্ময়কর।

(১বা.) স্ত্রীলিঙ্গের অধিকারে বিহিত 'অক' ও 'অ-কার' প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি প্রবৃত্ত হয় না। 'ভেদিকা বিভিৎসা বা রুদ্রস্য জগতঃ' —রুদ্র কর্তৃক জগতের ভেদন বা ভেদনের ইচ্ছা।*

(২বা.) 'অক' ও 'অ-কার' ব্যতীত প্রত্যয়ান্তের যোগ থাকিলে উক্ত নিয়মটি বিকল্পে প্রবৃত্ত হয়। কোন আচার্য বলেন স্ত্রীলিঙ্গের অধিকারে বিহিত প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগেই উক্ত নিয়মটি বিকল্পে প্রবৃত্ত হয়। 'বিচিত্রা জগতঃ কৃতির্হরের্হরিণা বা'—হরি কর্তৃক এই জগতের সৃষ্টি বিচিত্র।

কোন আচার্য অবিশেষে 'অক' ও 'অ-কার' ব্যতীত কৃদন্ত মাত্রের প্রয়োগে উক্ত নিয়মটির বিকল্পে প্রবৃত্তি স্বীকার করেন। 'শব্দানামনু-শাসনমাচার্যেণাচার্যস্য বা'—আচার্য কর্তৃক শব্দের অনুশাসন।

---

* ভেদিকা বিভিৎসা বা দেবদত্তস্য কাষ্ঠানাম্।—কাশিকা।

কাঃ—এই সূত্রে 'কৃতি' পদের অনুবর্তন হইয়া থাকে। অনুবর্তনের দ্বারা লব্ধ 'কৃতি' পদটি হইল 'উভয় প্রাপ্তৌ' এই পদের বিশেষ্য এবং উহাই বহুব্রীহি সমাসের অন্য পদার্থ। 'উভয়োঃ প্রাপ্তির্যস্মিন্'—উভয়ের প্রাপ্তি যাহাতে অর্থাৎ যে 'কৃৎ' প্রত্যয়ের যোগে কর্তায় ও কর্মে উভয়ের ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি থাকে, সেই ক্ষেত্রে কর্মেই ষষ্ঠী হয়; কিন্তু কর্তায় হয় না। কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তির বিধান করা এই সূত্রের প্রয়োজন নয়, কারণ তাহা পূর্ব-সূত্রের দ্বারাই প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ করাই এই সূত্রের প্রয়োজন।

অগোপ কর্তৃক গাভীর দোহন বিস্ময়কর। এই অর্থে 'আশ্চর্যো গবাং দোহোঽগোপেন'—এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে 'গো' কর্ম এবং 'অগোপ' কর্তা এই দুইটিতে যুগপৎ ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু এই সূত্রের দ্বারা নিয়ম করা হইল যে, কোন একটি কৃদন্তের প্রয়োগে যুগপৎ দুইটির—কর্তা ও কর্মের ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি থাকিলে কর্মেই ষষ্ঠী হইবে; কিন্তু কর্তায় হইবে না। ফলে 'অগোপ' শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় নাই; বরং অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া হইয়াছে। সুতরাং 'গো' এই কর্মেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে।

'কৃতি' পদের অনুবর্তন করিয়া 'উভয়োঃ প্রাপ্তি যস্মিন্'—উভয়ের প্রাপ্তি যাহাতে—এইভাবে বহুব্রীহি সমাস করা হইয়াছে। সেইজন্য একটিই 'কৃৎ' প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগ থাকিলে যদি কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে কর্মেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে, কিন্তু কর্তায় ষষ্ঠী হইবে না। আর যদি 'বহুব্রীহি' সমাস না করিয়া 'তৎপুরুষ' সমাস করা হইত, তাহা হইলে 'উভয়োঃ প্রাপ্তিঃ'—উভয়ের প্রাপ্তি এইরূপ বিগ্রহ হইত। ফলে একাধিক 'কৃৎ' প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগ থাকিলেও এই নিয়ম অনুসারে কর্তায় ষষ্ঠী নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। যেমন—'ওদনস্য পাকঃ ব্রাহ্মণস্য প্রাদুর্ভাবঃ'—ভাত রান্না ও ব্রাহ্মণের আসা—এই বাক্যে 'পাকঃ' ও 'প্রাদুর্ভাবঃ' এই দুইটি কৃদন্তের প্রয়োগ আছে এবং দুইটির যথাক্রমে 'ওদন' কর্ম ও 'ব্রাহ্মণ' কর্তা; সুতরাং পাক ক্রিয়ার কর্ম ওদনে এবং প্রাদুর্ভবন ক্রিয়ার কর্তা ব্রাহ্মণে ষষ্ঠী হইয়া থাকে। কিন্তু তৎপুরুষ সমাস স্বীকার করিলে 'ব্রাহ্মণ' এই কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে না। সেইজন্য উক্ত পদে 'বহুব্রীহি' সমাস স্বীকার করা

হইয়াছে। ফলে একটি 'কৃদন্ত' ষষ্ঠীর নিমিত্ত রূপে আশ্রয় হওয়ায় ভিন্ন ক্রিয়া নিরূপিত 'কর্তা' ও 'কর্ম' উভয়ের যুগপৎ ষষ্ঠীর প্রাপ্তি থাকা কালে এই নিয়মটি প্রবৃত্ত হয় না।

'স্ত্রিয়াংক্তিন' (৩-৩-৯৪) হইতে **'আক্রোশে নঞ্যনিঃ'** (৩-৩-১১২) পর্যন্ত স্ত্রীলিঙ্গের অধিকারে ক্তিন্, নি, ইণ্, ক্যপ্, শ, অ, অঙ্, যুচ্, ণ্বুল্, ইঞ্, ণ্বুচ্, অনি—এই ১২টি প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'অক্' ও 'অ' এই দুইটি প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগে পূর্বোক্ত নিয়মটি প্রবৃত্ত হয় না। উক্ত নিয়মের ফল হইল—কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ করা। কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তির বিধান করা উক্ত নিয়মের ফল হইতে পারে না, কারণ কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি'—সূত্রানুসারেই সিদ্ধ আছে। সেই নিয়মের ফল যে কর্তায় ষষ্ঠী-নিষেধ, উহা 'অক' ও 'অ'—এই দুইটি প্রত্যয়ান্তের যোগে প্রবৃত্ত হয় না; অর্থাৎ 'অক্' প্রত্যয়ান্ত ও 'অ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগে কর্তাতেও ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে; যেমন—'রুদ্রস্য জগতঃ ভেদিকা বিভিৎসা বা'—রুদ্র কর্তৃক জগতের ভেদন বা ভেদন করিবার ইচ্ছা—এই বাক্যে 'রুদ্র' রূপ কর্তায় এবং 'জগৎ' রূপ কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে। 'অক' একটি স্বতন্ত্র প্রত্যয় নয়; কিন্তু আদেশ স্বরূপ। 'ণ্বুল্' ও 'ণ্বুচ্' এই দুইটি প্রত্যয়ের অনুবন্ধ লোপ হইলে 'বু' থাকে, উহার স্থানে **'যুবোরনাকৌ'** (৭-১-১) সূত্রে 'অক' আদেশ হইয়া থাকে। 'ভিদ্' ধাতুর শেষে **'পর্যায়ার্হর্ণোৎপত্তিসু ণ্বুচ্'** (৩-৩-১১১) সূত্রানুসারে 'ণ্বুচ্' ও 'বু' এর স্থানে 'অক' আদেশ করিয়া 'টাপ্' প্রত্যয় যোগে 'ভেদকা' হইলে **'প্রত্যয়স্থাৎ—'** (৭-৩-২৪) সূত্রানুসারে 'অ-'কারের স্থানে 'ই-'কার আদেশ করিলে 'ভেদিকা' পদটির সিদ্ধি হয়। 'বিভিৎসা' পদটি—'সন্' প্রত্যয়ান্ত 'ভিদ্'-ধাতুর শেষে 'অপ্রত্যয়াৎ' (৩-৩-১০২) সূত্রে 'অ' প্রত্যয় হইয়াছে, এবং উহা স্ত্রী-লিঙ্গের অধিকারে হয় বলিয়া উহার শেষে 'টাপ্' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বার্তিককার বলিয়াছেন—শেষে বিকল্পে উক্ত নিয়মটি প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ শেষে কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়; কিন্তু শেষের অর্থ কি? 'উক্তাদন্যঃ শেষঃ'—যাহা উক্ত হইয়াছে, উহার অতিরিক্ত শেষ। এস্থলে 'অক' ও 'অ'-কার প্রত্যয়ান্ত যোগে উক্ত নিয়মের প্রবৃত্তি হয় না—ইহা বলা হইয়াছে; সুতরাং 'অক' ও 'অ'-কার ব্যতীত যে সকল প্রত্যয়, তাহা হইল 'শেষ' পদের অর্থ

স্ত্রী-প্রত্যয়ের অধিকারস্থ উক্ত প্রত্যয়ান্ত যোগে নিয়ম-প্রবৃত্তির নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া প্রসঙ্গতঃ স্ত্রীলিঙ্গের অধিকারেই 'অক' ও 'অ' ব্যতীত প্রত্যয়ান্ত যোগেই কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়—ইহা এক আচার্যের মত। আর কেহ কেহ বলেন যে স্ত্রী-প্রত্যয়ের অধিকারে হউক অথবা অনধিকারে 'অক' ও 'অ' ব্যতীত যে কোন কৃৎ প্রত্যয়ান্ত যোগ থাকিলেই কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তি বিকল্পে হয়। পূর্বোক্ত মতে 'বিচিত্রা জগতঃ কৃতি র্হরে র্হরিণা বা'। এই বাক্যে 'কৃতি' এই ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত যোগে হরিরূপ কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে। এইমতে 'অক' ও 'অ' প্রত্যয়ান্তের যোগ থাকিলে কর্তায় নিত্যই ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় এবং তদ্ব্যতীত 'ক্তিন্' প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গের অধিকারে বিহিত প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি বিকল্পে হয়। যাঁহারা 'শেষ' পদের দ্বারা 'কৃৎ' প্রত্যয় মাত্রের গ্রহণ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে 'শব্দানামনুশাসনম্ আচার্যস্য আচার্যেণ বা'—আচার্য কর্তৃক শব্দের অনুশাসন—এই বাক্যে অনুশাসনম্ এই 'লুট্' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্তের প্রয়োগ আছে; সুতরাং 'আচার্য' এই কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। ষষ্ঠী বিভক্তির অভাব পক্ষে 'অনুক্ত কর্তায়' তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ৬২৪ ॥

৬২৫। ক্তস্য চ বর্তমানে। (২-৩-৬৭)।

বর্তমানার্থস্য ক্তস্য যোগে ষষ্ঠী স্যাৎ। 'ন লো ক—' (২-৩-৬৯ ইতি নিষেধস্যাপবাদঃ। রাজ্ঞাং মতো বুদ্ধঃ পূজিতো বা। ৬২৫ ॥

অনু ঃ—বর্তমান কালে বিহিত 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগ থাকিলে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। **'ন লোকাব্যয়'** (সূ. ৬২৭) এই নিষেধের ইহা অপবাদ সূত্র। 'রাজ্ঞাং মতো বুদ্ধঃ পূজিতো বা'—নৃপতিগণ কর্তৃক জ্ঞাত অথবা সম্মানিত।

কাঃ—'মতঃ, বুদ্ধঃ, পূজিতঃ' যথাক্রমে 'মন্', 'বুধ্' ও পূজ্ ধাতুর শেষে **'মতি বুদ্ধি পূজ্যার্থেভ্যশ্চ'** (৩-২-১৮৮) সূত্রানুসারে বর্তমান কালে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ন লোকাব্যয়' এই সূত্রের দ্বারা 'ক্ত'

প্রত্যয়ান্তের যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই নিষেধের ইহা অপবাদ রূপে বাধক।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'পূজিতো যঃ সুরাসুরৈঃ'—যিনি সুর ও অসুরগণ কর্তৃক পূজিত—এই বাক্যে 'সুরাসুরাণাম্'—এইরূপ ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা হয় নাই কেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—উক্ত প্রয়োগে 'পূজিতঃ' এই পদটিতে বর্তমান অর্থে 'ক্ত' প্রত্যয় হয় নাই; কিন্তু ভূতকালে 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান কালিক 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তের যোগ না থাকায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় নাই। এস্থলে আশঙ্কা উঠিতে পারে যে উপরিউক্ত 'ক্ত' প্রত্যয় বিধায়ক সূত্রের দ্বারা ইচ্ছার্থক, জ্ঞানার্থক, পূজার্থক ধাতুর শেষে বর্তমান কালে 'ক্ত' প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে, সুতরাং 'পূজিতঃ' এই পূজার্থক ধাতুর শেষে ভূতকালে 'ক্ত' প্রত্যয় কি করিয়া হইতে পারে? উক্তার্থক ধাতুর শেষে বর্তমান কালেই 'ক্ত' প্রত্যয় হওয়া সম্ভব, কারণ উহাব দ্বারা ভূত কালিক 'ক্ত' প্রত্যয় বাধিত হইবে।

এই আশঙ্কার সমাধানে বলা যাইতে পারে যে 'তেনৈকদিক্' (৪-৩-১১২) ইহার অধিকারে '**উপজ্ঞাতৌ**' (৪-৩-১১৫) সূত্র রচনা করিয়া পাণিনি ইহাই সূচিত করিয়াছেন যে বর্তমান কালিক 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা ভূতকালিক 'ক্ত' প্রত্যয় বাধিত হয় না, যদি হইত, তাহা হইলে 'উপ' পূর্বক জ্ঞানার্থক 'জ্ঞা' ধাতুর শেষে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'উপজ্ঞাত' পদটি নিষ্পন্ন হওয়ায়, উহার যোগে 'তেন' এই কর্তায় তৃতীয়া-বিভক্তি করা হইত না, বরং উহার পরিবর্তে 'তস্য' এইরূপ ষষ্ঠী-বিভক্তির ব্যবহার করা হইত। কিন্তু সূত্রকার উপবিউক্ত সূত্র হইতে 'তেন' এই অনুবৃত্ত পদ যুক্ত করিয়া 'তেন উপজ্ঞাতে' —এই প্রকার করিয়াছেন, ইহাতে মনে হয় যে বর্তমান কালিক 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা ভূত কালিক 'ক্ত' প্রত্যয় বাধিত হয় না। ৬২৫ ॥

৬২৬। **অধিকরণবাচিনশ্চ**। (২-৩-৬৮)।

ক্তস্য যোগে ষষ্ঠী স্যাৎ। ইদমেষামাসিতং শয়িতং গতং ভুক্তং বা। ৬২৬ ॥

অনুঃ—অধিকরণের বোধক যে 'ক্ত' প্রত্যয়, সেই 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তের

যোগ থাকিলে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। 'ইদমেষামাসিতং শায়িতং গতং ভুক্তং বা'—ইহা ইহাদের আসন, শয়ন, যাতায়াতের পথ বা আহারের পাত্র।

কাঃ—'ইদমেষামাসিতং শায়িতং গতং ভুক্তং বা'—এই বাক্যে আসিতম্' প্রভৃতি পদে অধিকরণে 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে। 'আস্যতে যস্মিন্'—যাহাতে উপবেশন করা হয়। 'শয্যতেঽস্মিন্'—যাহাতে শয়ন করা হয়; 'গম্যতে যস্মিন্'—যাহাতে গমন করা হয়; 'ভুজ্যতে যস্মিন্'—যাহাতে আহার করা হয়—এই প্রকার সবগুলিতে **ক্তোঽধিকরণে চ**—' (৩-৪-৭১) সূত্রানুসারে অধিকরণে 'ক্ত' প্রত্যয় করা হইয়াছে; 'ন লোকাব্যয়—' অনুসারে উক্ত 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তের যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া এই সূত্রের দ্বারা ষষ্ঠী-বিভক্তি বিহিত হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রটিও উক্ত নিষেধের অপবাদ। 'ইদমেষাম্'—ইহাতে কর্তায় ষষ্ঠী হইয়াছে।

সকর্মক ধাতুর শেষেও অধিকরণে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে কর্ম ও কর্তা দুইটিই অনুক্ত হওয়ায় সাধারণ ভাবে কর্তায় ও কর্মে দুইটিতেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইতে পারে; সেইজন্য 'ইদমেষাং ভুক্তমোদনস্য'—এইরূপ প্রয়োগের ব্যবহার হয়। উহাতে 'এষাম্' ইহা কর্তায় এবং 'ওদনস্য'—ইহা কর্মে ষষ্ঠী হইয়া থাকে। 'উভয়প্রাপ্তৌ কর্মণি' (২-৩-৬৬) এই নিয়মটি '**কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি**' (২-৩-৬৫), এই অনন্তর বিধিরই নিয়ামক হওয়া সম্ভব, কিন্তু পরবর্তী '**অধিকরণবাচিনশ্চঃ**' (২-৩-৬৮) সূত্রের নিয়ামক হইতে পারে না; † সুতরাং অধিকরণে 'ক্ত'প্রত্যয়ান্ত যোগে কর্তায় ও কর্মে দুইটিতেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হওয়া সম্ভব। ॥ ৬২৬ ॥

৬২৭। ন লোকাব্যয় নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্। (২-৩-৬৯)।

এষাং প্রয়োগে ষষ্ঠী ন স্যাৎ। লাদেশ(১)—কুর্বন্ কুর্বাণো বা সৃষ্টিং হরিঃ। উ—হরিং দিদৃক্ষুঃ—অলঙ্করিষ্ণুর্বা। উক—দৈত্যান্

---

† অনন্তরস্য বিধির্বা ভবতি নিষেধো বা—এই নিয়ম অনুসারে।

(১) নির্বিভক্তিকপাঠো বালমনোরমানুরোধী, ইতরত্র তু 'লাদেশঃ' ইতিবিভক্ত্যন্ত পাঠ এব। এবমেতৎ-সূত্রীয়ান্যপ্রতীকেষ্বপি বোধ্যম্।

ঘাতুকো হরিঃ। 'কমেরনিষেধঃ' (বা ১৫১৬)। লক্ষ্ম্যাঃ কামুকো হরিঃ। অব্যয়ম্—জগৎ সৃষ্ট্বা সুখং কর্তুম্। নিষ্ঠা—বিষ্ণুনা হতা দৈত্যাঃ, দৈত্যান্ হতবান্ বিষ্ণুঃ। খলর্থাঃ ঈষৎকরঃ প্রপঞ্চো হরিণা। তৃন্—কর্তা লোকান্। 'দ্বিষঃ শতুর্বা' (বা, ১৫২২)। মুরস্য মুরং বা দ্বিষন্। সর্বোঽয়ং কারক ষষ্ঠ্যাঃ প্রতিষেধঃ। শেষে ষষ্ঠী তু স্যাদেব, ব্রাহ্মণস্য কুর্বন্। নরকস্য জিষ্ণুঃ। ৬২৭ ॥

অনুঃ—লাদেশ, উ, উক, অব্যয়, নিষ্ঠা, খলর্থ, ও তৃন্ এইগুলির প্রয়োগ থাকিলে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় না। লাদেশ—'কুর্বন্ কুর্বাণো বা সৃষ্টিং হরিঃ'—হরি সৃষ্টি করিতেছেন ; উ—'হরিং দিদৃক্ষুঃ'—হরিদর্শনের অভিলাষী অথবা 'অলঙ্করিষ্ণুঃ'—ভগবানকে সাজাইবার অভিলাষকারী ; উক—'দৈত্যান্ ঘাতুকো হরিঃ'—হরি দৈত্যদিগের হননকারী।

(১ বা.) 'উক' প্রত্যয়ান্ত কম্ ধাতুর প্রয়োগে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ হয় না। 'লক্ষ্ম্যাঃ কামুকোঽহরিঃ'—হরি লক্ষ্মীর কামনা করেন। অব্যয়—'জগৎসৃষ্ট্বা' জগৎসৃষ্টি করিয়া। 'সুখং কর্তুম্'—সুখ করিবার ইচ্ছায়। নিষ্ঠা—'বিষ্ণুনা হতা দৈত্যাঃ'—দৈত্যগণ বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়াছে। 'দৈত্যান্ হতবান্ বিষ্ণুঃ'—বিষ্ণু দৈত্যদিগকে হত্যা করিয়াছেন। খলর্থ—'ঈষৎকরঃ প্রপঞ্চো হরিণা'—হরি কর্তৃক এই প্রপঞ্চ অনায়াসেই রচিত হইয়াছে। 'তৃন্'—ইহা প্রত্যাহার ; 'শাতৃশানচৌ'—ইহার 'তৃ' শব্দ হইতে 'তৃনে'র 'ন'কার পর্যন্ত। শানন্—'সোমং পবমানঃ'—সোমের পবিত্রকারী 'চানশ্' 'আত্মানং মণ্ডয়মানঃ'—নিজেকে ভূষিতকারী, শতৃ—'বেদমধীয়ন্'—বেদাধ্যয়নকারী ; তৃন্—'কর্তা লোকান্'—ত্রিলোকের সৃষ্টিকারী।

(২ বা.) শতৃ প্রত্যয়ান্ত 'দ্বিষ্' ধাতুর প্রয়োগে বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। 'মুরস্য মুরং বা দ্বিষন্'—মুর নামক অসুরের দ্বেষকারী। সকল প্রতিষেধই কারকে ষষ্ঠীর স্থলেই হয় ; কিন্তু শেষ অর্থে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয়ই। 'ব্রাহ্মণস্য কুর্বন্', 'নরকস্য জিষ্ণুঃ'—ইত্যাদি।

কাঃ—'তৃন্' এই স্বরূপের বিনাশ যাহাতে না হয়, সেইজন্য 'তৃণাম' এইরূপ মূর্ধণ্য 'ণ-কার' ঘটিত প্রয়োগে করা হয় নাই। 'লোক' শব্দটিতে 'ল, উ এবং উকঃ এই তিনটির গ্রহণ করা হইয়াছে। উহাতে 'লশ্চ উশ্চ

উকশ্চ'—এই প্রকার তিনটির দ্বন্দ্ব সমাস করিলে 'উ' এই 'অন্নাচ্' এর পুব নিপাত প্রসক্ত হইবে, সেইজন্য 'উশ্চ, উকশ্চ' এই দুইটির দ্বন্দ্ব্ করিয়া 'উকৌ' পদের সিদ্ধি হইলে 'লশ্চ উকৌ চ'—'লোকাঃ'। এইরূপ 'ল' এব সহিত 'উক' পদের এবং পরবর্তী পদগুলির সহিত দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া ষষ্ঠী-বিভক্তির বহুবচনের রূপ 'তৃনাম্' পর্যন্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

'ল' শব্দের দ্বারা লট্, লিট্ প্রভৃতি লকারের সামান্যতঃ গ্রহণ করা হইয়াছে; কেবল লকারের প্রয়োগ হয় না বলিয়া উহার দ্বারা লাদেশ গৃহীত হইয়া থাকে। 'শতৃ ও শানচ' এই দুইটি প্রত্যয়ই **'লটঃ শতৃশানচাব-প্রথমাসমানাধিকরণে'** (৩-২-১২৪) সূত্রানুসারে 'লট্' এর স্থানে আদেশ-স্বরূপ। 'কুর্বন্ কুর্বাণো বা সৃষ্টিং হরিঃ'—এই বাক্যটিতে লাদেশ স্বরূপ শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগ থাকায় কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। 'পপিঃ সোমম্', দদির্গাঃ'—ইত্যাদি 'কি' ও 'কিন্' প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগেও ষষ্ঠী বিভক্তির নিষেধ হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে—'কি' 'কিন্' দুইটি প্রত্যয়ের ল-কারের স্থানে আদেশ নয়; কারণ **'আদৃগমহজনঃ কিকিনৌলিট্চ'** (৩-২-১৭১) সূত্রে স্বতন্ত্ররূপে 'কি' ও 'কিন্' প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে। সুতবাং উক্ত স্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ কি করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে উক্ত প্রত্যয় দুইটি লকারেব স্থানে আদেশ না হইলেও উহাতে লিট্ চ' এই ব্যক্যের দ্বারা লিটের কার্য অতিদিষ্ট হইয়াছে; আর কার্য বিশেষের অতিদেশ হইলেই কার্য সামান্যেরও অতিদেশ হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে 'লত্ব' সামান্যের অতিদেশ হইলে লমাত্র নিবন্ধন ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রতিষেধ অবশ্যই হইতে পারে; কোন সামান্যই সামান্য বিশেষ ব্যতীত থাকা অসম্ভব। বিশেষ সমূহই সুতরাং সামান্যের অতিদেশ অবশ্যই হইতে পারে। এইজন্য বলা হইয়াছে—'বিশেষাতিদেশে সামান্যমপ্যতি-দিশ্যতে'। 'কটং কারয়াঞ্চকার'—ইত্যাদি স্থলে 'কট' প্রভৃতির 'কর্তৃ-কর্মণোঃ কৃতি' সূত্রানুসারে ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে পারে না; কারণ 'আম' প্রত্যয়ান্ত তিঙন্তের কৃৎ সংজ্ঞা হইলেও **'আমঃ'** (২-৪-৮১) সূত্রানুসারে যে 'লিট্' এর 'লুক্' হয়, সেই 'লুক্'-ও যে হেতু লিট্ এর স্থানে আদেশ স্বরূপ, সেইজন্য সে স্থলেও লাদেশ থাকায় ষষ্ঠী বিভক্তির প্রতিষেধ হইয়া যাইবে।

'উ' শব্দটি 'কৃৎ' এর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইজন্য 'যেন বিধিঃ—' অনুসারে তদন্তের বোধ হওয়ার ফলে উকারান্ত 'কৃৎ' এর প্রয়োগ থাকিলে ষষ্ঠী-বিভক্তি নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন 'কন্যামলংকরিষ্ণুঃ' শব্দের যোগে কন্যা শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় নাই। উহাতে **'অলংকৃঞ্ নিরাকৃঞ্'** (৩-২-১৩৬) সূত্রানুসারে 'ইষ্ণুচ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। ব্যপদেশিবদ্ ভাবের দ্বারা কেবল 'উ' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্তের যোগেও ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় না। যেমন 'হরিং দিদৃক্ষুঃ'—ইত্যাদি বাক্যে 'সন্' প্রত্যয়ান্ত দৃশ্ ধাতুর শেষে **'সনাশংসভিক্ষ উঃ'** (৩-২-১৬৮) সূত্রানুসারে 'উ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন 'দিদৃক্ষুঃ' এই 'উ' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্তের যোগে 'হরি' শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় নাই ; কিন্তু কর্মে দ্বিতীয়া হইয়াছে।

ঘাতুকঃ প্রয়োগটি 'হন্' ধাতুর শেষে **'লষপতপদস্থাভূবৃষহনকমগমশৃভ্য উকঞ্'** (৩-২-১৫৪) এই সূত্রানুসারে 'উকঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হন্ উক্' এই অবস্থায় **'অত উপধায়াঃ'** (৭-২-১১৬) সূত্রে উপধা বৃদ্ধি **'হোহন্তেঞ্ণিন্নেষু'** (৭-৩-৫৪) সূত্রানুসারে 'হ্'-কারের ঘ-কার এবং **'হনস্তোঽচিণ্ণলোঃ'** (৭-৩-৩২) সূত্রানুসারে ন-কারের 'ত'-কার করিলে প্রথমার একবচনে 'ঘাতুকঃ' পদটির সিদ্ধি হয়। 'উকঞ্' প্রত্যয়টি তচ্ছীল, তদ্ধর্ম ও তৎসাধু অর্থে কর্তায় হইয়া থাকে। সেইজন্য 'দৈত্যান ঘাতুকো হরিঃ'—ইহার অর্থ দৈত্যদিগকে হনন করিবার স্বভাববিশিষ্ট অথবা দৈত্যদিগকে হনন করাই তাঁহার ধর্ম ইত্যাদি। উক্ত বাক্যে অনুক্ত কর্ম দৈত্য, সুতরাং উহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু এই সূত্রের দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায় কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইল।

'উকঞ্' প্রত্যয়ন্ত 'কম্' ধাতুর প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তির নিষেধ হয় না। ইহা বার্তিককার বলিয়াছেন। যেমন—'লক্ষ্ম্যাঃ কামুকঃ' এই বাক্যে 'কামুকঃ' এই উকঞ্ প্রত্যয়ান্তের যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ না হওয়ায় 'লক্ষ্ম্যাঃ' এই পদটিতে কর্মে ষষ্ঠী হইয়াছে। 'কম্' ধাতুর শেষে **লষপতপদস্থা** (৩-২-১৫৪) সূত্রে 'উকঞ্' প্রত্যয় এবং **'অতউপাধায়াঃ'** সূত্রানুসারে উপধা বৃদ্ধি করিয়া প্রথমার একবচনে 'কামুকঃ' পদটির সিদ্ধি হইয়াছে।

'অব্যয়ম্' ইহার দ্বারা উদাহরণ সূচিত হইয়াছে। 'জগৎ সৃষ্ট্বা' (ভগবান্)' জগৎ সৃষ্টি করিয়া (ইহাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন)। 'সুখং কর্তুম্

(ভক্তের) সুখ করিতে (ভগবান্ সমর্থ)'—দুইটিই অব্যয়ের উদাহরণ। 'সৃজ্' ধাতুর শেষে **'সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে'** (৩-৪-২১) সূত্রানুসারে **'ক্ত্বা'** প্রত্যয় ; **ব্রশ্চভ্রস্জসৃজমৃজ—'** (৮-২-৩৬) ইত্যাদি সূত্রানুসারে **'জ'**-কারের স্থানে 'ষত্ব' এবং 'ষ' যোগে **'ষ্টুনাষ্টুঃ'** (৮-৪-৪১)সূত্রে 'ত'-কারের 'ট'-কার করিলে 'দৃষ্ট্বা' পদের সিদ্ধি হয়। **'ক্ত্বাতোসুন্‌কসুনঃ'** (১-১-৪০) সূত্রানুসারে উহা অব্যয়। ইহার যোগে 'জগৎ' শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় নাই ; কিন্তু কর্মে দ্বিতীয়া হইয়াছে।

'কর্তুম্' পদটি 'কৃ' ধাতুর শেষে **'তুমুন্ ণ্বুলৌক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্'** (৩-৩-১০) এই সূত্রানুসারে তুমুন্ প্রত্যয় হইলে 'কৃ তুম্' এই অবস্থায় **'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ'** (৭-৩-৮৪) সূত্রানুসারে ঋ-কারের 'অ'-কার গুণ, এবং **'উরণ্ রপরঃ'** (১-১-৬১) সূত্রের দ্বারা 'রপর' করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। **'কৃন্মেজন্তঃ'** (১-১-৩৯) সূত্রানুসারে উহা অব্যয়। এই অব্যয়ের যোগ থাকায় সুখ রূপ কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি না হইয়া কর্মে দ্বিতীয়াই হইয়াছে।

সূত্রস্থ অব্যয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন সে পূর্বোত্তর সাহচর্যবশতঃ এই সূত্রে 'কৃৎ' অব্যয়েরই গ্রহণ করা হইয়াছে আর কাহারও মতে অব্যয় মাত্রের যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ হইয়া থাকে ; যেমন— 'দেবদত্তং হিরুক্' (দেবদত্তকে বর্জন করা) ইত্যাদি স্থলে 'হিরুক্'টি 'কৃৎ' না হইলেও উহার যোগে ষষ্ঠী না হইয়া দ্বিতীয়া হইয়াছে। ভাষ্যকার এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, তবে 'তোসুন্' ও 'কসুন্' এই দুইটি প্রত্যয়ান্তের যোগ থাকিলে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় না—ইহা বার্তিককার বলিয়াছেন—

'অব্যয়প্রতিষেধে তোসুন্‌কসুনোরপ্রতিষেধঃ' ফলে, 'পুরা সূর্যস্যো-দেতোঃ' (সূর্যোদয়ের পূর্বে), 'পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপ্শিন্' (ক্রূরের গমনের পূর্বে)—ইত্যাদি স্থলে 'উদেতোঃ' এবং 'বিসৃপঃ' এই দুইটির যোগে 'সূর্যস্য' এবং 'ক্রূরস্য' এই দুইটিতে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে, কিন্তু নিষেধ হয় নাই।

নিষ্ঠা—ইহা 'নিষ্ঠা'র উদাহরণ সূচিত করিবার জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে। নিষ্ঠার অর্থ **'ক্ত'** ও **'ক্তবতু'** ; **'ক্ত-ক্তবতু নিষ্ঠা'** (১-১-২৪) এই সূত্র অনুসারে উক্ত দুইটির নিষ্ঠা সংজ্ঞা করা হইয়াছে। 'বিষ্ণুনা দৈত্যা হতাঃ'—ইত্যাদিস্থলে 'হতাঃ' পদটি 'হন্' ধাতুর শেষে ভূতে ও কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া

প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং কর্তা অনুক্ত হওয়ায় উহাতে ষষ্ঠীর নিষেধ হইলে তৃতীয়া-বিভক্তি হইয়াছে।

'দৈত্যান্ হতবান্ বিষ্ণুঃ'—ইত্যাদিস্থলে 'হন্' ধাতুর শেষে ভূতকালে কর্তায় 'ক্তবতু' প্রত্যয় হইয়াছে। সুতরাং কর্ম অনুক্ত হওয়ার ফলে উহাতে তৃতীয়া-বিভক্তি হইয়াছে ; কিন্তু ষষ্ঠী হয় নাই।

খলর্থের উদাহরণ—'ঈষৎকরঃ প্রপঞ্চো হরিণা'—এই বাক্যে 'ঈষৎকরঃ' এই 'খল্' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্তের প্রয়োগ থাকায় 'হরি' এই কর্তায় ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় নাই, কিন্তু অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া-বিভক্তি হইয়াছে ; 'ঈষৎকরঃ' পদটি 'ঈষৎ' উপপদ থাকিতে **'ঈষদ্দুঃসুষুকৃচ্ছ্রাকৃচ্ছ্রার্থেষু খল্'** (৩-৩-১২৬) সূত্রানুসারে 'কৃ' ধাতুর শেষে 'খল্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'খল্' প্রত্যয় কর্মবাচ্যে হয় বলিয়া কর্তা অনভিহিত বা অনুক্ত।

অর্থ গ্রহণের দ্বারা খলর্থক 'যুচ্' প্রত্যয়ান্তের যোগেও ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ হইয়া থাকে। যেমন—'ঈষৎপানঃ সোমো ভবতা'—ইত্যাদিস্থলে 'ঈষৎপানঃ'—এই খলর্থক 'যুচ্' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্তের যোগ থাকায় অনুক্ত কর্তায় 'ভবৎ' শব্দে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় নাই, কিন্তু তৃতীয়া হইয়াছে। 'ঈষৎ পানঃ' পদটি 'ঈষৎ' উপপদ থাকিতে **'আতো যুচ্'** (৩-৩-১২৮) সূত্রানুসারে 'পা' ধাতুর শেষে 'যুচ্' প্রত্যয় এবং 'যু' এর স্থানে **'যুবোরনাকৌ'** (৭-১-১) সূত্রানুসারে অনাদেশ করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

'তৃন্' শব্দের দ্বারা প্রত্যয়ের গ্রহণ করা হয় নাই ; কিন্তু উহার দ্বারা প্রত্যাহারের গ্রহণ করা হইয়াছে। এই 'তৃন্' প্রত্যাহারটি **'লটঃশতৃশানচৌ'** (৩-২-১২৪) এই সূত্রস্থ শতৃ প্রত্যয়ের 'তৃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'তৃন্' (৩-২-১৩৫) সূত্রের 'ন্'-কার পর্যন্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত শানন্, চানশ্, শতৃ ও তৃন্—এই চারিটি প্রত্যয় আছে। যথাক্রমে উহাদের উদাহরণ—'সোমং পবমানঃ', 'আত্মানং মণ্ডয়মানঃ', 'বেদমধীয়ন্', 'কর্তা লোকান্'। এই প্রত্যাহারের 'শানন্' হইতে 'তৃন্' পর্যন্ত চারিটি প্রত্যয়ের গ্রহণ হইয়া থাকে ; কিন্তু 'লটঃ শতৃ—' ইহার অন্তর্গত 'তৃ' শব্দের গ্রহণ হয় না ; কারণ 'শতৃ' প্রত্যয়ের একদেশ যে 'তৃ' উহার কোথাও প্রয়োগ নাই। 'শতৃ' প্রত্যয়টি অর্থবান্ হইলেও উহার একদেশ যে 'তৃ' শব্দ উহার অর্থবত্তা নাই। 'শানচ্' প্রত্যয়টিও উক্ত প্রত্যাহারের অন্তর্গত হইলেও

উহার দ্বারা গৃহীত হয় না, কারণ 'লাদেশে'র দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। 'লট্' এর স্থানে আদেশ হয় বলিয়া উহা 'লাদেশ' ; সুতরাং 'সৃষ্টিং কুর্বানঃ' —ইত্যাদি 'শানচ্' প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগে লাদেশ প্রকৃতিক কৃদন্তের কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় না ; কিন্তু কর্মে দ্বিতীয়াই হইয়া থাকে।

'পবমানঃ' পদটি—'পূঙ্ পবনে' এই ধাতুর শেষে **'পূঙ্‌যজোঃ শানন্'** (৩-২-১২৮) সূত্রানুসারে 'শানন্' প্রত্যয় এবং উহার অনুবন্ধের লোপ করিয়া 'পূ-আন' এই অবস্থায় 'উ-কারের' 'ও-কার' গুণ ও আদেশ করিয়া প্রথমার একবচনে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

'মণ্ডয়মানঃ'—এই পদটি 'মডি ভূষায়াম্', চুরাদি গণীয় ধাতুর শেষে **'ইদিতোনুম্ ধাতোঃ'** (৭-১-৫৮) সূত্রের দ্বারা 'নুম্' করিবার পর **'তাচ্ছীল্য-বয়োবচন শক্তিষু চানশ্'** (৩-২-১২৯) সূত্রে 'চানশ্' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। চুরাদি গণীয় হইলেই ধাতুর শেষে একটি স্বার্থে 'ণিচ্' প্রত্যয় এবং 'শপ্' বিকরণ হয়, সুতরাং 'মণ্ডিঅ আন' এই অবস্থায় 'আনে মুক্' ( ) সূত্রানুসারে 'মুক্' এর আগম করার পরেই 'মণ্ডিঅমান' এইরূপ হইলে 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (৭-৩-৮৪) সূত্রানুসারে 'ই-কারে'র গুণ 'এ-কার' এবং সেই 'এ-কারে'র স্থানে 'অয়াদেশ' করিলে প্রথমার একবচনে উক্ত পদটির সিদ্ধি হয়।

'অধীয়ন্—' ইহা 'ইঙ্ অধ্যয়নে' এই ধাতুর শেষে **'ইঙ্‌ধার্যোঃ শত্রকৃচ্ছ্রিণি'** (৩-২-১৩০) সূত্রের দ্বারা 'শতৃ' প্রত্যয় হইলে 'অধি-ই-অৎ' এই অবস্থায় পূর্বে 'পূর্বং ধাতুঃ সাধনেন যুজ্যতে'—এই নিয়মে **'অচিশ্নুধাতু—'** (৬-৪-৭৭) সূত্রানুসারে 'ইকারে'র 'ইয়ঙ্' আদেশ করিবার পর সবর্ণ দীর্ঘ করিলে 'অধীয়ৎ' রূপটির সিদ্ধি হয়। উহার প্রথমার একবচনে 'অধীয়ন্' হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত 'শানন্', 'চানশ্' প্রভৃতি স্থলে 'লটঃ শতৃ' (৩-২-১২৪) সূত্র হইতে 'লটঃ' পদের অনুবর্তন না হওয়ায় উক্ত প্রত্যয়গুলি লটের স্থানে আদেশ নয়, সেইজন্য লাদেশের দ্বারা উহাদের গ্রহণ হইতে পারে না। লাদেশের দ্বারা উহাদের গ্রহণ না হইলে 'সোমং পবমানঃ' প্রভৃতি প্রয়োগে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ না হওয়ায়, ষষ্ঠী-বিভক্তিরই প্রসক্তি হইত, তাহা যাহাতে না হয়, সেইজন্য 'তৃন্' শব্দটি প্রত্যাহার বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

এই নিষেধটি 'অনন্তরস্য বিধির্বা ভবতি প্রতিষেধো বা'—এই নিয়ম অনুসারে অনন্তর বিধি **'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি'**—এই সূত্রেরই বাধক, কিন্তু 'শেষ ষষ্ঠী'র বাধক নয়। এই জন্যই দীক্ষিত বলিয়াছেন—কারক ষষ্ঠীর ইহা অপবাদ, কিন্তু শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি অবশ্যই হইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে তাহা হইলে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ করার লাভ কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে শাব্দবোধের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই এইরূপ করা হয়। কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি এবং শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী-বিভক্তি দুইটিতে বিলক্ষণ শব্দবোধের প্রতীতি হইয়া থাকে। 'ব্রাহ্মণস্য কুর্বন্' ইত্যাদি শেষ ষষ্ঠী ক্ষেত্রে 'ব্রাহ্মণ সম্বন্ধি সৃষ্ট্যনুকূল ব্যাপারবান্' * এই প্রকার কেবল সম্বন্ধ প্রকারক শব্দবোধ হয়। ৬২৭॥

৬২৮। **অকেনোর্ভবিষ্যদাধমর্ণ্যয়োঃ।** (২-৩-৭০)।

ভবিষ্যত্যকস্য ভবিষ্যদাধমর্ণ্যার্থেনশ্চ যোগে ষষ্ঠী ন স্যাৎ। সতঃ পালকোঽবতরতি। ব্রজং গামী, শতং দায়ী। ৬২৮॥

অনুঃ—ভবিষ্যৎকালে বিহিত 'অক' প্রত্যয়ান্ত এবং ভবিষ্যৎ ও আধমর্ণ্যে বিহিত 'ইন্' প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগে ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় না। 'সতঃ পালকোঽবতরতি'—সাধুগণের পালনকারী অবতার গ্রহণ করিবেন। 'ব্রজং গামী'—ব্রজে যাইবেন। 'শতং দায়ী'—একশতটাকার ঋণ প্রত্যর্পণ করিবেন।

কাঃ—'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' (১-৩-১০) সূত্রানুসারে যথাক্রমে ভবিষ্যতের সহিত 'অকে'র এবং আধমর্ণ্যের সহিত 'ইনে'র অন্বয় হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ভাষ্যকার 'অকস্য ভবিষ্যতি'—ভবিষ্যৎ কালে

---

* (ভগবান্। ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপারযুক্ত হইয়াছেন) 'নরকস্য জিষ্ণুঃ' (ধর্ম, নরকসম্বন্ধী জয়শালী) অর্থাৎ ধর্ম নরককে জয় করে। 'জিষ্ণুঃ' পদটিতে 'গ্লাজিস্থশ্চ গ্স্নুঃ' (৩-২-১৩৯) সূত্রের দ্বারা (গ্স্নু প্রত্যয় হইয়াছে) তাহার অনুবন্ধের লোপ হইলে কেবল 'স্নু' থাকে। 'জিস্নু' এই অবস্থায় স-কারের ষত্বকরার পরে প্রথমার একবচনে 'জিষ্ণুঃ' পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং তদ্‌যোগে ন-কারের ণত্বও হয়।

বিহিত অকের এবং 'ইন্ আধমর্ণ্যে চ'—'ইনে'র আধমর্ণ্য ও ভবিষ্যৎ অর্থে (ষষ্ঠী হয় না) এইরূপ যোগ বিভাগ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ভাষ্যের প্রামাণ্য বশতঃ এই সূত্রে যথাক্রমে উহাদের অন্বয় হয় না—ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। এস্থলে **'ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ'** (৩-৩-৩) ইহার অধিকারে বিহিত **'তুমুন্ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়ায়াম্'** এই সূত্রের দ্বারা বিহিত 'অক' অর্থাৎ 'ণ্বুল্' প্রত্যয়* গৃহীত হইয়া থাকে, সামান্যরূপে **'ণ্বুল্তৃচৌ'** (৩-১-১৩৩) সূত্রানুসারে বিহিত 'অক' বা 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ের গ্রহণ হয় না। সেইজন্য 'সতঃ পালকোঽবতরতি' ইত্যাদিস্থলে ষষ্ঠী না হইয়া দ্বিতীয়া হইয়াছে। 'সতঃ' ইহা শতৃ প্রত্যয়ান্ত দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ। 'পালকঃ' পদটি 'তুমুন্ণ্বুলৌ সূত্রানুসারে ভবিষ্যৎ কালে বিহিত 'ণ্বুল্' বা 'অক' প্রত্যয় সংযোগে প্রথমার একবচনে সিদ্ধ হয়।

'ওদনস্য পাচকঃ' 'পুত্রপৌত্রাণাং দর্শকঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে স্থলে 'ণ্বুল্-তৃচৌ' সূত্রে কালসামান্যে 'ণ্বুল্' (অক) প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে সেই 'অক' প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তির নিষেধ হয় না। সেস্থলে ভবিষ্যৎ কালের দ্যোতক কোন পদান্তরের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেই ভবিষ্যৎ কালের প্রতীতি হইয়া থাকে, আর ভবিষ্যতের অধিকারে বিহিত 'তুমুন্ণ্বুলৌ' সূত্রের দ্বারা যে 'ণ্বুল্' বা অক প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে, উহা পদান্তরের সামানাধিকরণ্য ব্যতীতও ভবিষ্যৎ কালের প্রত্যায়ক, সুতরাং সেই ক্ষেত্রে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ হইবে ইহাই এই সূত্রের আশয়।

'ব্রজং গামী' † ইত্যাদি স্থলে **'ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ'** (৩-৩-৩) অধিকারে

* উহার 'ণ ও 'ল্' এর ইৎসংজ্ঞা এবং লোপ হইলে 'বু' অবশিষ্ট থাকে। পরে যুবোরনাকৌ (৭-১-১) সূত্রানুসারে উহার স্থানে 'অক' আদেশ হয়।

† কোথাও 'ব্রজং গমী' এইরূপ পাঠ আছে। তাহাতে 'গমে রিনিঃ' এই উণাদি সূত্রানুসারে 'ইনি' প্রত্যয় করিয়া 'গমী' পদটি নিষ্পন্ন হয়। উহাও গম্যাদির অন্তর্গত, সুতরাং ভবিষ্যৎ কালে বিহিত। হরদত্ত বলেন—গম্যাদি দুই প্রকার। (১) অষ্টাধ্যায়ীগত, (২) উণাদি নিষ্পন্ন। বাল-মনোরমায় এই পাঠটিই স্বীকৃত হইয়াছে। কাশিকায় দুইটি পাঠই আছে—'গ্রামং গামী ও 'গ্রামং গমী'।

'আবশ্যকাধমর্ণ্যয়োর্ণিনিঃ' (৩-৩-১৭০) সূত্রানুসারে ভবিষ্যৎ কালিক আবশ্যক অর্থে 'ণিনি' প্রত্যয় হইয়া 'গামী' প্রয়োগটি সিদ্ধ হইয়াছে। যদ্যপি উক্ত সূত্র অনুসারে কাল সামান্যেই আবশ্যক অর্থে 'ণিনি' প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে, তথাপি 'ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ' (৩-৩-৩) সূত্র হইতে 'ভবিষ্যতি' পদের অধিকার আসার ফলে উহা ভবিষ্যৎ অর্থেই বিহিত হয়—ইহা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'গত্যর্থকর্মণি চতুর্থী চ'(২-৩-১২) এইরূপ সূত্র করিলেই গত্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী হইতে পারিত ; কিন্তু উক্ত সূত্রে যে দ্বিতীয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা অপবাদ বিষয়েও দ্বিতীয়া-বিভক্তি যাহাতে হয় ; সুতরাং 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' এই অপবাদ সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত ষষ্ঠী-বিভক্তিকেও বাধ করিয়া 'ব্রজং গামী' ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয়া-বিভক্তি হইবে ; পুনরায় ভবিষ্যৎ কালে 'ণিনি' প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিষেধ করার প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে এই সূত্রের ভাষ্যেই যে ভাষ্যকার 'গ্রামং গামী' এই প্রয়োগটি উদাহরণ রূপে উপন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে গত্যর্থ সূত্রটির কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং 'গ্রামস্য গন্তা' ইত্যাদি ক্ষেত্রে ষষ্ঠী-বিভক্তিই হওয়া উচিত ; কিন্তু 'গ্রামং গন্তা' এইরূপ দ্বিতীয়া-বিভক্তির প্রয়োগ করা মোটেই উচিত নয়। 'শতং দায়ী' ইত্যাদি স্থলে উক্ত সূত্রানুসারে আধমর্ণ্য অর্থে 'দা' ধাতুর শেষে 'ণিনি' প্রত্যয় ও **'আতো যুক্‌চিণ্‌কৃতোঃ'**(৭-৩-৩৩) সূত্রানুসারে 'যুক্' এর আগম করিয়া 'দায়ী' পদটির সিদ্ধি হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ও আধমর্ণ্য অর্থেই বিহিত 'ণিনি' প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগে ষষ্ঠীর নিষেধ হয়—ইহা উক্ত হওয়ায় 'অবশ্যং করোতীতি অবশ্যংকারী কটস্য' ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠীর নিষেধ হয় না। গম্যাদির অন্তর্গত না হওয়ায় বর্তমান কালেও উহা প্রযুক্ত হয়। ৬২৮ ॥

৬২৯। কৃত্যানাং কর্তরি বা। (২-৩-৭১)।

ষষ্ঠী বা স্যাৎ। ময়া মম বা সেব্যো হরিঃ। কর্তরি ইতি কিম্— গেয়ো মাণবকঃ সাম্নাম্। ভব্যগেয়' (সূ ২৮৯৪) ইতি কর্তরি যদ্বিধানাদ- নভিহিতং কর্ম। অত্র যোগো বিভজ্যতে 'কৃত্যানাম্'। 'উভয় প্রাপ্তৌ'

ইতি 'ন' ইতি চানুবর্ত্ততে। তেন নেতব্যা ব্রজং গাবঃ কৃষ্ণেন। ততঃ 'কর্তরি বা'। উক্তোঽর্থঃ। ৬২৯॥

অনুঃ—কৃত্য প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগ থাকিলে কর্তায় ষষ্ঠী বিকল্পে হয়। 'ময়া মম বা সেব্যো হরিঃ'—আমা কর্তৃক হরির সেবা হইয়া থাকে। কর্তায় হয়—ইহা কেন? 'গেয়ো মাণবকঃ সাম্নাম্'—মাণবক কর্তৃক সামগান হইয়া থাকে। **'ভব্যগেয়'**—(২৮৯৪) এই সূত্রানুসারে কর্তায় 'যৎ' প্রত্যয় বিহিত হওয়ার ফলে কর্ম অনুক্ত (কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি বিকল্পে যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সূত্রে 'কর্তরি' গ্রহণ করা হইয়াছে) এস্থলে যোগবিভাগ করা হয়—'কৃত্যানাম্' ইহাতে 'উভয়প্রাপ্তৌ' ও 'ন' এই দুইটির অনুবর্তন হইয়া থাকে, সেইজন্য 'নেতব্যা ব্রজং গাবঃ কৃষ্ণেন'—ব্রজে কৃষ্ণ কর্তৃক গরু লইয়া যাওয়া হয়। (অপ্রধান কর্মে ষষ্ঠী হয় না) তদনন্তর 'কর্তরি'—ইহার অর্থ উক্ত হইয়াছে।

কাঃ—**'কৃত্যাঃ'**(৩-১-৯৫) এই সূত্রের অধিকারে যাবতীয় প্রত্যয়গুলিকে কৃত্য প্রত্যয় বলা হয়। 'কৃত্যাঃ' সূত্রের অধিকার **'ণ্বুল্ তৃচৌ'** (৩-১-১৩৩) পর্যন্ত। ইহার অন্তর্গত প্রত্যয় হইল—তব্যৎ, তব্য, অনীয়র্, যৎ, ক্যপ্, ণ্যৎ ও কেলিমর্। এই কৃত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ থাকিলে কৃত্য প্রকৃতিক ধাত্বর্থ-ক্রিয়ার কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' (২-৩-৬৫) সূত্রানুসারে ষষ্ঠী-বিভক্তির নিত্য প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা কৃত্য প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগে বিকল্পে বিধান করা হইল। উদাহরণ বাক্যে 'সেব্য' পদটি 'ষেবৃ সেবায়াম্' এই ধাতুর শেষে **'ঋহলোর্ণ্যৎ'** (৩-১-১২৪) সূত্রে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। **'তয়োরেব কৃত্যক্ত খলর্থাঃ'** (৩-৪-৭০) এই সূত্রের দ্বারা ভাব ও কর্মবাচ্যে কৃত্য প্রত্যয়ের বিধান হওয়ায় উক্ত স্থলে 'ণ্যৎ' প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ম অভিহিত ফলে কর্তা অনুক্ত, সুতরাং সেবা ক্রিয়ার কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। উক্ত বাক্যে কর্তৃবাচক শব্দ 'অস্মদ্' শব্দ, সুতরাং উহাতে বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। ষষ্ঠী না হইলে অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া-বিভক্তি হয়, সেইজন্য 'মম' ও 'ময়া' দুইটিই হইয়া থাকে।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কৃত্য প্রত্যয়গুলি অকর্মক ধাতুর শেষে

ভাববাচ্যে এবং সকর্মক ধাতুর শেষে কর্মবাচ্যে বিহিত হইয়াছে, সুতরাং সর্বত্রই কৃত্য-প্রত্যয়স্থলে যেহেতু কর্তা অনুক্ত, সেইজন্য কর্তাতেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে, কিন্তু কর্ম অনুক্ত না হওয়ায়, তাহাতে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রসক্তিই নাই, তাহা হইলে কর্মে ষষ্ঠী-বিভক্তি যাহাতে না হয়, সেইজন্য 'কর্তরি' পদের গ্রহণ করার কি প্রয়োজন?

ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে সর্বত্রই কৃত্য প্রত্যয় ভাববাচ্যে ও কর্মবাচ্যে বিহিত হইলেও কতকগুলি কৃত্যপ্রত্যয় কর্তায়ও বিহিত হইয়া থাকে; সেস্থলে কর্তা অভিহিত আর কর্ম অনভিহিত বা অনুক্ত; সেই কর্মে যাহাতে বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি না হয়, সেইজন্য উক্ত সূত্রে 'কর্তরি' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন 'গেয়ো মাণবকঃ সাম্নাম্' এই বাক্যের 'গেয়ঃ' পদটি **ভব্যগেয়প্রবচনীয়োপস্থানীয়জন্যাপ্লাব্যাপাত্যা বা'** (৩-৪-৬৮) সূত্রের দ্বারা 'গা' ধাতুর শেষে কর্তায় 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। ফলে অনুক্ত কর্মে বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রসক্তি অনিবার্য। এইভাবে 'প্রবচনীয়ঃ স্বাধ্যায়স্য গুরুঃ' ইত্যাদি স্থলেও কর্মে যাহাতে বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি না হয়, সেইজন্য উক্ত সূত্রে 'কর্তরি' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত পদের গ্রহণ থাকায় কর্তাতেই বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত অনুক্ত কর্মে বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইতে পাবে না। এইবার আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে—'নেতব্যা ব্রজং গাবঃ কৃষ্ণেন'—ইত্যাদি দ্বিকর্মক কৃত্যপ্রত্যয়ান্ত ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে 'উভয় প্রাপ্তৌ কর্মণি' সূত্রের বাধ করিয়া এই সূত্র অনুসারে 'কৃষ্ণ' এই কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি প্রাপ্ত হইবে, এবং 'ব্রজ' এই কর্মে 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' সূত্রানুসারে নিত্যই ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রসক্তি হইবে, সুতরাং ইহার উপায় কি? ইহার উত্তরে যোগ-বিভাগের দ্বারা উক্ত স্থলে প্রসক্ত দোষের নিবৃত্তি করা হইয়াছে। যেমন 'কৃত্যানাম্' এইরূপ একটি যোগ বা সূত্র করা হইল। উহাতে 'উভয় প্রাপ্তৌ' ও 'ন'—এই দুইটি পদের (২-৩-৬৬) ও (২-৩-৬৯) হইতে অনুবর্তন করা হইল। ফলে বিভক্ত প্রথম যোগের অর্থ হইল—কৃত্যপ্রত্যয়ান্তের প্রয়োগ থাকিলে যদি যুগপৎ কর্তায় ও কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রাপ্ত থাকে, তাহা হইলে উহা হয় না। উক্ত বাক্যের 'ব্রজ' ও 'কৃষ্ণ' এই দুইটির যথাক্রমে গৌণ কর্মে ও কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'গৌণ কর্মণি

বেষ্যতে' এই বার্তিকের দ্বারা 'ব্রজ' শব্দে বিকল্পেও ষষ্ঠী-বিভক্তি হয় না। কারণ 'নেতা অশ্বস্য স্রুঘ্নস্য স্রুঘ্নং বা' ('স্রুঘ্ন নামক দেশে' অশ্বকে লইয়া যাইবে) ইত্যাদি উভয় প্রাপ্তি রহিত কৃত্যপ্রত্যয়ান্তের অভাব স্থলে পূর্বোক্ত বার্তিকটির অবকাশ রহিয়াছে এবং 'দোগ্ধব্যা গাবঃ পয়ঃ কৃষ্ণেন' ইত্যাদি কৃত্যপ্রত্যয়ান্ত 'দুহাদি' ধাতুর প্রয়োগে গৌণ কর্ম উক্ত হওয়ায় মুখ্য কর্মে 'কৃত্যানাম্' এই নিষেধটি সাবকাশ। সুতরাং 'নেতব্যা ব্রজমি'ত্যাদি কৃত্য প্রত্যয়ান্ত 'নী' প্রভৃতি দ্বিকর্মক ধাতুর প্রয়োগে মুখ্য কর্ম উক্ত হওয়ায় 'ব্রজ' এই গৌণ কর্মে পূর্বোক্ত বার্তিক ও এই নিষেধ দুইটির যুগপৎ প্রাপ্তি হইলে **'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্'** (১-৪-২) সূত্রানুসারে পরবর্তী 'কৃত্যানাম্' এই নিষেধই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে ১২টি 'দুহ্, যাচ্' প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে গৌণ কর্মে প্রত্যয় আসে এবং নী, হৃ, কৃষ্ ও বহ্ এই চারিটি ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে প্রধান কর্মে প্রত্যয় আসে।

'গৌণে কর্মণি দুহাদেঃ প্রধানে নীহৃকৃষ্‌বহাম্' সুতরাং কৃত্য প্রত্যয়ান্ত 'দুহ্, যাচ্' প্রভৃতির প্রয়োগে গৌণ কর্ম উক্ত হওয়ায় মুখ্য কর্মে প্রাপ্ত ষষ্ঠী-বিভক্তি নিষিদ্ধ হয় এবং কৃত্য প্রত্যয়ান্ত 'নী' প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগে মুখ্য-কর্ম উক্ত হওয়ায় গৌণকর্মে প্রাপ্ত ষষ্ঠী-বিভক্তি নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। ভাষ্যে 'আক্রষ্টব্যা গ্রামং শাখা' (দেবদত্তেন) 'গ্রাম' এই গৌণকর্মে ষষ্ঠী বিভক্তির নিবৃত্তিই উহার প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে। পরবর্তী 'কর্তরি' এই যোগটি উভয় প্রাপ্তি রহিত স্থলে কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি বিধানের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে। ফলে 'ময়া মম বা সেব্যো হরিঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। ৬২৯ ॥

৬৩০। তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরস্যাম্। (২-৩-৭২) ;

তুল্যার্থৈর্যোগে তৃতীয়া বা স্যাৎ পক্ষে ষষ্ঠী। তুল্যঃ সদৃশঃ সমো বা কৃষ্ণস্য কৃষ্ণেন বা। অতুলোপমাভ্যাম্ কিম্—তুলা উপমা বা কৃষ্ণস্য নাস্তি। ৬৩০ ॥

অনুঃ—তুলা বা উপমা ব্যতীত তুল্যার্থক শব্দের যোগ থাকিলে বিকল্পে

তৃতীয়া বিভক্তি হয়, আর তৃতীয়া না হইলে ষষ্ঠী হইয়া থাকে। 'তুল্যঃ, সদৃশঃ, সমো বা কৃষ্ণস্য কৃষ্ণেন বা'—কৃষ্ণের তুল্য বা কৃষ্ণের সমান। 'তুলা বা উপমা ব্যতীত ইহা কেন বলা হইল? 'কৃষ্ণস্য তুলা' উপমা নাস্তি বা—কৃষ্ণের তুলনা নাই। (এই বাক্যে তুলা ও উপমার যোগে তৃতীয়া যাহাতে না হয়)।

কাঃ—'তুলয়া সংমিতস্তুল্যঃ—তুলা'র দ্বারা যাহার পরিমিত—এইরূপ অর্থে '**নৌবয়োধর্ম**—' (৪-৪-৯১) ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'তুল্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তুলা বা দাঁড়িপাল্লার দ্বারা পরিমিত ব্যুৎপত্তি-লভ্য এইরূপ অর্থ বুঝাইলেও তুল্য শব্দটি সদৃশার্থে রূঢ়, সুতরাং উক্ত শব্দটি যোগরূঢ়। যোগ বা ব্যুৎপত্তির দ্বারা তুলা পরিমিত অর্থের বোধ হইলেও সদৃশ অর্থে উহা প্রসিদ্ধ। তুল্যার্থক শব্দের সহিত যাহার যোগ থাকে, সেই শব্দে বিকল্পে তৃতীয়া-বিভক্তি হয়, আর তৃতীয়া-বিভক্তির অভাব পক্ষে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে। তুলা ও উপমা শব্দ দুইটি কর্মবাচ্যে, 'অঙ্' প্রত্যয়ান্ত তুল্যার্থক, সুতরাং উহাদের প্রয়োগ থাকিলেও তৃতীয়া ও ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য 'অতুলোপমাভ্যাম্' এই পর্যুদাসের দ্বারা উহাদের যোগে তৃতীয়া-বিভক্তির নিষেধ করা হইয়াছে। ষষ্ঠী-বিভক্তি, সম্বন্ধ সামান্য অর্থে 'শেষে ষষ্ঠী'-অনুসারে সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কেবল তৃতীয়া-বিভক্তির বিধান করিবার জন্যই এই সূত্রটি। উপমা শব্দটি 'উপ' পূর্বক 'মাঙ্ মানে শব্দে চ' এই ধাতুর শেষে স্ত্রীলিঙ্গের অধিকারে '**আতশ্চোপসর্গে**' (৩-৩-১০৬) সূত্রানুসারে 'অঙ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইলেও 'তুলা' শব্দটির নিষ্পত্তি উক্ত প্রকারে হইতে পারে না। 'তুল উন্মানে'—এই চুরাদিগণীয় ধাতুর শেষে এই সূত্রের দ্বারাই কর্মবাচ্যে 'অঙ্' প্রত্যয় এবং স্বার্থিক 'ণিচ্' এর লোপ করিয়া নিপাতনে 'তুলা' শব্দটির সিদ্ধি করা হইয়াছে। "তুল্যার্থ ইত্যাদৌ তুলেতি নিপাতনাদঙ্ ণিলুকি 'তুলা' ইতি মাধবঃ।" কর্মবাচ্যে 'অঙ্ প্রত্যয় করার ফলে 'তুল্যতে উপমীয়তে অসৌ' যাহাকে তুলিত বা উপমিত করা হয় এই অর্থে সাদৃশ্যের অনুযোগী তুল্য বা সদৃশ বাচক, তুল্য, সম, সদৃশ প্রভৃতি তুল্যার্থক শব্দের যোগ থাকিলে তৃতীয়া-বিভক্তি হইলেও তুলা ও উপমা শব্দদ্বয়ের যোগে তৃতীয়া-বিভক্তি হয় না। যেমন, 'কৃষ্ণেন তুল্যঃ, সদৃশঃ, সমঃ' ইত্যাদিক্ষেত্রে তুল্যার্থক শব্দযুক্ত কৃষ্ণ শব্দে তৃতীয়া-

বিভক্তি হয় ; কিন্তু 'কৃষ্ণস্য তুলা বা উপমা নাস্তি' এই বাক্যে তুলা ও উপমা শব্দের যোগে কৃষ্ণ শব্দে তৃতীয়া-বিভক্তি হয় নাই। শেষ অর্থে ষষ্ঠী-বিভক্তির ইহা বাধক বলিয়া তৃতীয়া-বিভক্তি না হইলে ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'গৌরিব গবয়ঃ', যথা 'গৌস্তথা গবয়ঃ'—গরুর মত গবয়, যেমন গরু সেইরূপ গবয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ইব. যথা' প্রভৃতি তুল্যার্থক যুক্ত শব্দে উক্ত সূত্রানুসারে তৃতীয়া হইবে না কেন ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'তুল্যৈরতুলোপমাভ্যাম্‌' ইত্যাদি প্রকার ষষ্ঠী-নির্দেশ করিলেও বহুবচনের দ্বারা স্বরূপ নিবৃত্তি-পূর্বক পর্যায়বাচক শব্দের গ্রহণ হইতে পারিত ; কিন্তু সূত্রস্থ অর্থ গ্রহণের দ্বারা সূত্রকার স্বীয় তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পদান্তর সমভিব্যাহার নিরপেক্ষ যে গুলি সাদৃশ্যার্থের বাচক সেই শব্দগুলির যোগেই তৃতীয়া বিভক্তি হইবে, কিন্তু যেগুলি পদান্তর সমভিব্যাহার সাপেক্ষ সাদৃশ্যার্থের দ্যোতক, সেইগুলির যোগে তৃতীয়া-বিভক্তি হইবে না। এইজন্যই ইব, যথা প্রভৃতি দ্যোতক অব্যয়গুলির যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয় না। নাগেশভট্ট 'অতুলোপমাভ্যাম'—এইটি পর্যুদাস স্বীকার করিয়া পূর্বোক্ত ইবাদি শব্দের যোগে তৃতীয়া-বিভক্তির না হওয়ার সমাধান দিয়াছেন—তুলা ও উপমা ব্যতীত—তৎসদৃশ তুল্যার্থক শব্দের যোগে বিকল্পে তৃতীয়া-বিভক্তি হয় এইরূপ সূত্রার্থ স্বীকৃত হইবে। তুলা ও উপমা শব্দ দুইটি পদান্তরের সমভিব্যাহার নিরপেক্ষ হইয়াই তুল্যার্থের বাচক, অথচ অব্যয় নয়। কিন্তু 'ইব' 'যথা' প্রভৃতি শব্দগুলি পদান্তর সমভিব্যাহার নিরপেক্ষ সাদৃশ্যার্থের বোধক নয়, সুতবাং অব্যয়। সেইজন্য উহারা তুলা ও উপমা শব্দের সদৃশ নয়, ফলে উহাদের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না।

ইহাই এস্থলে স্থির হইল যে তুলা ও উপমা ব্যতীত তুল্যার্থক শব্দের যোগে বিকল্পে তৃতীয়া-বিভক্তি হয়। তুলা ও উপমা শব্দদ্বয় তুল্যার্থক হইলেও উহাদের যোগে তৃতীয়া-বিভক্তি হয় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি তুলা ও উপমা শব্দের যোগে তৃতীয়া-বিভক্তি না হয়, তাহা হইলে 'তুলাং যদারোহতি দন্তবাসসা', কুমারসম্ভব, 'স্ফুটোপমং ভূতিসিতেন শম্ভুনা' শিশুপালবধ ইত্যাদি কালিদাস ও মাঘের প্রয়োগের কি গতি হইবে ? কালিদাস 'তুলা' শব্দের যোগে এবং মাঘ 'উপমা' শব্দের যোগে তৃতীয়া-বিভক্তি করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, উহাদের সাধুত্ব উপাদানের উপপত্তি কি ?

সমাধানে বক্তব্য এই যে—'তোলনং তুলা বা উপমানমুপমা—এইভাবে ভাববাচ্যে 'অঙ্' প্রত্যয়ান্ত 'তুলা' ও 'উপমা' শব্দ অঙ্গীকার করিয়া '**সহযুক্তেঽপ্রধানে**' (২-৩-১৯) সূত্রানুসারে সহার্থক শব্দের যোগে তৃতীয়া করা হইয়াছে। উক্ত প্রয়োগ স্থলে সহার্থক শব্দের প্রয়োগ নাই অথচ উহার যোগে তৃতীয়া হইয়াছে—ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হয়; কিন্তু 'সহযুক্তে'—সূত্রস্থ যুক্ত গ্রহণের দ্বারা 'বিনাপি তদ্‌যোগং তৃতীয়া'—সহার্থক শব্দের প্রয়োগ নাই অথচ অর্থবোধ হয় এইরূপ অবস্থায়ও তৃতীয়া হইয়া থাকে, ইহাতে প্রমাণ—'**বৃদ্ধোযূনা**' (১-২-৬৫) সূত্রে তৃতীয়া নির্দেশ। এইসব যুক্তি দীক্ষিত ৫৬৪ সংখ্যক সূত্রে দেখাইয়াছেন। সুতরাং উক্ত কবি প্রয়োগেও সহার্থের প্রতীতি হওয়ার ফলে সহার্থে তৃতীয়া-বিভক্তি অবশ্যই হইতে পারে। হরদত্ত উক্ত ক্ষেত্রে ভাববাচ্যে 'অঙ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগেও করণে তৃতীয়া স্বীকার করিয়াছেন। যেমন 'উপমীয়তেঽনেন' ইত্যাদিক্ষেত্রে তৃতীয়া হয় সেইরূপ 'অঙ্' এর প্রকৃতি স্বরূপ ধাতুর অর্থ যে তুলনা বা উপমান ক্রিয়া, সেই ক্রিয়ার সাধকতমত্ব বিবক্ষায় তৃতীয়া বিভক্তি করা হইয়াছে—ইহাই হরদত্তের মনোভাব। (পদমঞ্জরী দ্রষ্টব্য)।

'কৃত্যানাং কর্তরি বা' সূত্র হইতে বিকল্পার্থক 'বা' শব্দের অনুবৃত্তি করিলেও বিকল্পে তৃতীয়া বিভক্তির বিধান করা যাইত, কিন্তু সে সত্ত্বেও যে উক্ত সূত্রে 'অন্যতরস্যাম্' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা উত্তর সূত্রস্থ 'চ'-কারের দ্বারা অনুকৃষ্ট যাহাতে হয়, সেইজন্য। অন্যথা 'চ' কারেব দ্বারা সন্নিহিত তৃতীয়ারই অনুকর্ষণ হইত। নাগেশ বলেন যে 'অন্যতরস্যাম্' পদটিব স্পষ্ট প্রতিপত্তির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, বিশেষ কোন ফল নাই। ৬৩০॥

৬৩১। চতুর্থী চাশিষ্যায়ুষ্যমদ্রভদ্র কুশল সুখার্থহিতৈঃ। (২-৩-৭৩)

এতদর্থৈর্যোগে চতুর্থী বা স্যাৎপক্ষে ষষ্ঠী। আশিষি আয়ুষ্যং চিরঞ্জীবিতং কৃষ্ণায়-কৃষ্ণস্য বা ভূয়াৎ। এবং মদ্রং ভদ্রং কুশলং নিরাময়ং সুখং শম্ অর্থঃ প্রয়োজনং হিতং বা ভূয়াৎ। আশিষি কিম্—দেবদত্তস্যায়ুষ্যমস্তি। ব্যাখ্যানাৎসর্বত্রার্থগ্রহণম্। মদ্রভদ্রয়োঃ পর্যায়ত্বাদন্যতরো ন পঠনীয়ঃ। ৬৩১॥

অনু ঃ—আশীর্বাদ প্রতীয়মান হইলে, আয়ুষ্য, মদ্র, ভদ্র, কুশল, সুখ, অর্থ, হিত—এই সকল অর্থের বাচক শব্দের যোগে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়, আর চতুর্থী না হইলে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। 'আয়ুষ্যং চিরং জীবিতং কৃষ্ণায় কৃষ্ণস্য বা ভূয়াৎ'—কৃষ্ণের আয়ুষ্য অথবা চিরজীবিত্ব হউক। এই প্রকার 'মদ্রং ভদ্রং, কুশলং, নিরাময়ং, সুখং, শম্, অর্থং, প্রয়োজনং, হিতং বা ভূয়াৎ'—ভদ্র হউক, কুশল হউক, নিরাময় বা সুখ হউক, অর্থ হউক অথবা হিত হউক। আশীর্বাদ প্রতীয়মান হইলে—ইহা কেন? 'দেবদত্তস্য আয়ুষ্যমস্তি'—দেবদত্তের আয়ুষ্য আছে (ইহাতে চতুর্থী যাহাতে না হয়)। ব্যাখ্যার দ্বারা সর্বত্রই অর্থের গ্রহণ হইয়া থাকে। 'মদ্র ও ভদ্র' শব্দ দুইটি পর্যায় বাচক হওয়ায় উহাদের যে কোন একটির পাঠ 'সূত্রে' করা উচিত নয়।

কাঃ—চতুর্থী চাশিষি'—এই সূত্রে 'চ'-কারের দ্বারা পূর্ব সূত্রস্থ 'অন্যতরস্যাম্' পদের অনুকর্ষণ করা হইয়াছে। উহা যেহেতু সমুচ্চয়ার্থক, সেইজন্য চতুর্থী না হইলে পক্ষে আয়ুষ্য, মদ্র, ভদ্র, প্রভৃতির যোগে ষষ্ঠী বিভক্তিও হইয়া থাকে। আয়ুষ্য প্রভৃতি পর্যায় বাচক শব্দের গ্রহণ হয়—ইহা দেখাইবার জন্যই দীক্ষিত প্রত্যেকটির পর্যায় শব্দের উদাহরণ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন—আয়ুষ্যং চিরঞ্জীবিতম্; কুশলং নিরাময়ম্; মদ্রং ভদ্রম্; শং সুখম্; অর্থ প্রয়োজনম্; হিতং পথ্যম্; প্রত্যেকটি যুগ্ম বা জোড়া পর্যায় বাচক শব্দ। হিত শব্দের যোগে 'হিতযোগে চ'—এই বার্তিকানুসারে আশীর্বাদের অতিরিক্ত স্থলে নিত্যই চতুর্থী হয় এবং আশীর্বাদ বুঝাইলে উহা বিকল্পে হয় অর্থাৎ চতুর্থীর অভাবে ষষ্ঠী বিভক্তিও হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে 'আয়ুষ্য, মদ্র, ভদ্র' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উহাদের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা কি করিয়া সম্ভব? কারণ 'স্বং-রূপম্' সূত্রানুসারে সূত্রে উল্লিখিত স্বরূপেরই গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত, সুতরাং অর্থগ্রহণে কি যুক্তি? ইহার উত্তরে দীক্ষিত বলিয়াছেন যে স্বরূপ-গ্রহণ যুক্তি-সিদ্ধ হইলেও আচার্যপরম্পরা কর্তৃক ব্যাখ্যানই উক্ত অর্থ গ্রহণে প্রমাণ রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাখ্যান অনুসারে 'মদ্র' ও 'ভদ্র' দুইটি একার্থক শব্দের গ্রহণ করা উচিত নয়; কিন্তু সূত্রকার তাহা করিয়াছেন। ইহাতে দীক্ষিত বলেন যে উহাদের যে কোন একটিরই সূত্রে পাঠ করা উচিত। ৬৩১॥

ষষ্ঠী বিভক্তি সমাপ্তা।

সপ্তমী বিভক্তি

৬৩২। **আধারোঽধিকরণম্।** (১-৪-৪৫)।

কর্তৃকর্মদ্বারা তন্নিষ্ঠ ক্রিয়ায়া আধারঃ কারকমধিকরণসংজ্ঞঃ স্যাৎ। ৬৩২ ॥

অনু ঃ—কর্তা ও কর্মের দ্বারা তদাশ্রিত ক্রিয়ার আধারের কারক সংজ্ঞা হইয়া অধিকরণ সংজ্ঞা হয়।

কাঃ—আধার শব্দটি 'আধ্রিয়তেঽস্মিন্ ইত্যাধারঃ'—যাহাতে ক্রিয়া আধ্রিত বা আশ্রিত হয়, তাহা আধার, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'আঙ্' পূর্বক 'ধৃ' ধাতুর শেষে **'অধ্যায়ন্যায়োদ্যাবসংহারাশ্চ'** (৩-৩-১২২) সূত্রের দ্বারা অধিকরণে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কারকে' সূত্রের অধিকার চলিয়া আসিতেছে। ক্রিয়ার সহিত অন্বয় বা উহার জনক না হইলে কারকত্ব সম্ভব নয়। সেইজন্য কাহার আধার বা আশ্রয়ের অধিকরণ সংজ্ঞা হইবে—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উদিত হইলে, সেই আকাঙ্ক্ষার শান্তির জন্য ক্রিয়ার অধ্যাহার করিতে হইবে। সুতরাং ক্রিয়ার আধারের অধিকরণ সংজ্ঞা হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা কি সম্ভব? ক্রিয়ার আধার কর্তা অথবা কর্ম। 'আদিত্যং পশ্যতি'—সূর্য দর্শন করিতেছে, ইত্যাদি স্থলে দর্শনাদি ক্রিয়া যে সূর্যদর্শন করে অর্থাৎ কর্তায় থাকে এবং 'ওদনং পচতি' ইত্যাদি স্থলে বিক্লেদন প্রভৃতি ক্রিয়া 'ওদন' প্রভৃতি কর্মে থাকে। সুতরাং ক্রিয়ার আধারের অধিকরণ সংজ্ঞা হয়—ইহা বলিলে উপরি উক্ত স্থলেও অধিকরণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। পর্যায়ক্রমে কর্তৃসংজ্ঞা, কর্মসংজ্ঞা ও অধিকরণসংজ্ঞার প্রসক্তি হইবে। 'দেবদত্তো ভবতি'—ইত্যাদিস্থলে দেবদত্তের কর্তৃসংজ্ঞা ও অধিকরণ সংজ্ঞা এবং 'ওদনং পচতি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ওদনে'র কর্ম সংজ্ঞা ও অধিকরণ সংজ্ঞার প্রসক্তি অনিবার্য; কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? কারণ **'আকডারাদেকাসংজ্ঞা'**(১-৪-১) এই সূত্রের দ্বারা **'কডারাঃ কর্মধারয়ে'**(২ ১-৩৮)—এই সূত্র পর্যন্ত একটির একটি সংজ্ঞাই বিহিত হইয়াছে। যে সংজ্ঞা পরবর্তিনী অথবা অনবকাশ সেইটিই

হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও কর্তৃসংজ্ঞা ও কর্মসংজ্ঞা এই দুইটিই অধিকরণ সংজ্ঞা অপেক্ষা পরবর্তিনী এবং অনবকাশ, সেইজন্য ক্রিয়ার সাক্ষাৎ আধারের কর্তৃ-সংজ্ঞা ও কর্মসংজ্ঞার দ্বারা বাধিত হওয়ায় অধিকরণ সংজ্ঞা হইতে পারে না। তবে অধিকরণ সংজ্ঞারও কোন ক্ষেত্রে অবকাশ না থাকায় অনবকাশত্ব নিবন্ধন অধিকরণ সংজ্ঞার প্রাপ্তি হইবে—ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে পরম্পরারূপে ক্রিয়ার আধারের অধিকরণ সংজ্ঞা সাবকাশ হওয়ায়, ক্রিয়ার সাক্ষাৎ আধারের অধিকরণ সংজ্ঞা হইবে না; বরং উক্ত ক্ষেত্রে পরবর্তীও নিরবকাশ স্বরূপ কর্তৃসংজ্ঞা ও কর্মসংজ্ঞা নির্বিঘ্নে হইয়া যাইবে—এই আশয়েই দীক্ষিত বলিয়াছেন কর্তৃকর্মদ্বারা কর্তায় ও কর্মে আশ্রিত ক্রিয়ার আধারের অধিকরণ সংজ্ঞা হয়; অর্থাৎ ক্রিয়ার আধার দুই প্রকারে হইতে পারে—সাক্ষাৎ রূপে ও পরম্পরা রূপে। সাক্ষাৎ ভাবে ক্রিয়ার আধার বা আশ্রয় বুঝাইলে কর্তৃসংজ্ঞা ও কর্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে; কিন্তু পরম্পরারূপে অর্থাৎ কর্তার বা কর্মের ধারণের দ্বারা উহাদের আশ্রিত ক্রিয়ার ও আধার বুঝাইলে উহাদের অধিকরণ সংজ্ঞা হয়। যেমন 'কটে আস্তে'—মাদুরে স্থিত আছে—এই স্থলে আসন বা স্থিতি ক্রিয়ার সাক্ষাৎ রূপে আধার হইল আসন ক্রিয়ার যে কর্তা রাম, শ্যাম প্রভৃতি এবং রাম শ্যাম প্রভৃতি কর্তাকে ধারণ করে বলিয়া কটও রাম, শ্যাম প্রভৃতি কর্তায় আশ্রিত আসন ক্রিয়ার আধার হইয়া থাকে, সুতরাং কটের অধিকরণ সংজ্ঞা হয়। ইহা কর্তার দ্বারা তদাশ্রিত ক্রিয়ার আধারের অধিকরণ সংজ্ঞার উদাহরণ। এবং কর্মের দ্বারা তদাশ্রিত ক্রিয়ার অধিকরণ সংজ্ঞার উদাহরণ হইল 'স্থাল্যাং পচতি' ইত্যাদি। 'স্থাল্যাম্ ওদনং পচতি'—স্থালী বা হাঁড়িতে ভাত পাক করিতেছে। এস্থলে 'ওদন' হইল কর্ম, ইহাতে বিক্লেদন রূপ ক্রিয়া থাকে, 'ওদন' রূপ কর্মকে ধারণ করে, সুতরাং 'ওদন' এবং স্থালী কর্মের ধারণের দ্বারা ওদনাশ্রিত বিক্লেদন ক্রিয়ার উহা আধার হইয়া থাকে। উপরি উক্ত দুইটি উদাহরণেই পরম্পরা সম্বন্ধ হইল সমবায়ি-সংযোগ। কটে আস্তে ইত্যাদি স্থলে আসন 'ক্রিয়া' সমবায়ী হইল রাম শ্যাম প্রভৃতি কর্তাব এবং উহাদের সহিত কটের সংযোগ সম্বন্ধ। 'স্থাল্যাম্ ওদনং পচতি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিক্লেদন ক্রিয়ার সমবায়ী হইল 'ওদন' প্রভৃতি কর্ম এবং উহার সহিত স্থালীর সংযোগ সম্বন্ধ। কর্তা ও কর্মকে ব্যবধান করিয়া

উহাদের আশ্রিত ক্রিয়ার পরম্পরা রূপে আধারের অধিকরণ সংজ্ঞা হয়—ইহা বাক্যপদীয়ে ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন—

"কর্তৃকর্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ধারয়ৎ ক্রিয়াম্।
উপকুর্বৎ-ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥"

অধিকরণ তিন প্রকার, পরবর্তী সূত্রে তাহা বলা হইয়াছে। যথা—ঔপশ্লেষিক, অভিব্যাপক ও বৈষয়িক। 'উপসমীপে শ্লেষঃ সম্বন্ধঃ'—'উপ শব্দের অর্থ 'সামীপ্য' এবং 'শ্লেষ' শব্দের অর্থ 'সম্বন্ধ' অর্থাৎ সামীপ্য কৃত সম্বন্ধকে উপশ্লেষ বলা হয় এবং সামীপ্য কৃত সম্বন্ধে যদি পূর্বোক্ত ক্রিয়ার আধার বুঝায়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে ঔপশ্লেষিক অধিকরণ হইয়া থাকে। যেমন—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' প্রভৃতি ; অথবা 'শ্লেষস্য মুখ্যাধারস্য সমীপম্'—সর্বাবয়ব ব্যাপ্তিরূপ মুখ্যাধারের সমীপবর্তী অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ অবয়ব ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ ঔপশ্লেষিক, যেমন 'কটে আস্তে' ইত্যাদি। সংযোগ বা সমবায়—এই দুইটির অন্যতর সম্বন্ধে যদি কর্তা বা কর্মের আধার বুঝায় এবং সেই কর্তায় বা কর্মে আশ্রিত ক্রিয়াব পরম্পরা রূপে আধার বুঝাইলে যে অধিকরণ সংজ্ঞা হয়, তাহাকে ঔপশ্লেষিক অধিকরণ বলে। 'কটে আস্তে', 'স্থাল্যাং পচতি' ইত্যাদিস্থলে কর্তার বা কর্মের সহিত কটের ও স্থালীর সংযোগ সম্বন্ধ এবং 'পটে শৌক্ল্যম্' 'দ্রব্যাদিষু জাতিঃ' ইত্যাদিস্থলে শৌক্লের ও জাতির সহিত পটের ও দ্রব্যাদির সমবায় সম্বন্ধ। 'বৃক্ষে শাখা' ইত্যাদিস্থলেও শাখা প্রভৃতির সহিত বৃক্ষের সমবায় সম্বন্ধ। যদ্যপি অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে অবয়বী থাকে, তথাপি এক্ষেত্রে বৃক্ষরূপ অবয়বীতে অবয়বত্বের আরোপ করিয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বিশেষণতা সম্বন্ধেও আধার হইয়া থাকে। যেমন 'ইহ ভূতলে ঘটাভাবঃ' ইত্যাদি।

কর্তা বা কর্মের সহিত সর্বাবয়ব ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ বুঝাইলে 'অভিব্যাপক' অধিকরণ হইয়া থাকে। যেমন 'তিলেষু তৈলম্', 'দধ্নি সর্পিঃ' তিলে তেল বা দধিতে ঘৃত ইত্যাদি স্থলে তিল ও দধিতে সর্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া 'তেল' ও 'ঘৃত' রহিয়াছে। তিল বা দধির কোন অবয়বে তেল বা ঘৃতের অভাব নাই, সুতরাং তিলে তৈল বা দধিতে ঘৃত সর্বাবয়ব ব্যাপ্ত। ইহাই হইল মুখ্য আধার। ইহা ব্যতীত ঔপশ্লেষিক বা বৈষয়িক গৌণ আধার। সাধকতমং করণম্'—সূত্রের 'তমপ্' গ্রহণের দ্বারা মুখ্য ও গৌণ দুই প্রকারের আধারেরই অধিকরণ সংজ্ঞা জ্ঞাপিত হইয়াছে।

উক্ত দুইটি ব্যতীত যে আধার, তাহা বৈষয়িক*। যেমন—'গুরৌ বসতি শিষ্যঃ', 'মোক্ষে ইচ্ছা অস্তি' ইত্যাদি। গুরুর সহিত শিষ্যের এবং মোক্ষের সহিত ইচ্ছার সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধ নাই স্নুতরাং উহা বৈষয়িক আধার। 'গুরৌ বসতি'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুর অধীন শিষ্যের বাস বুঝায়। যদধীন যাহার স্থিতি, সেটিও আশ্রয় বলিয়া স্বীকৃত হয়। যেমন—রাজাধীন পুরুষের স্থিতি, স্নুতরাং রাজা পুরুষের আশ্রয়। অনন্য বা অসাধারণ গ্রহণীয়কে বিষয় বলা হয় এবং সেই সম্বন্ধে আশ্রয় বুঝাইলেও বৈষয়িক অধিকরণ হইয়া থাকে। যেমন—রূপের চক্ষুঃ ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ হয় না, স্নুতরাং রূপ চক্ষুর বিষয় এবং চক্ষুতে রূপের বৈষয়িক সম্বন্ধ। 'মোক্ষে ইচ্ছা অস্তি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্থিতি মোক্ষের অধীন নয় এবং চক্ষু ও রূপের ন্যায় উহাদের অনন্য গ্রহণীয়তা নাই; স্নুতরাং সংযোগ, সমবায় ও অভিব্যাপ্তি ব্যতীত সম্বন্ধান্তরের দ্বারা যদি কর্তা অথবা কর্মের আশ্রয় বুঝায়, তাহা হইলে সেস্থলে বৈষয়িক আধার বুঝিতে হইবে। 'মোক্ষে ইচ্ছা অস্তি' ইত্যাদিস্থলে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সম্বন্ধে আধারের মোক্ষ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ নাই; কিন্তু বিষয়তা সম্বন্ধে মোক্ষে ইচ্ছা থাকে; স্নুতরাং উহা বৈষয়িক আধারের উদাহরণ।

'মূলে বৃক্ষঃ কপিসংযোগী' ইত্যাদি স্থলে 'অস্তি' ক্রিয়ার অধ্যাহার করিয়া মূলাবচ্ছেদে কপি সংযোগ-বিশিষ্ট বৃক্ষের সত্তা আশ্রিত থাকায় অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকরূপ সম্বন্ধও আধারাধেয়ভাবের নিয়ামক রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেইজন্য 'শিরসি মে বেদনা' ইত্যাদি প্রয়োগও শিরোঽবচ্ছেদে বেদনার সত্তা স্বীকার করিয়া 'শিরস্' শব্দের অধিকরণ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। এইরূপ নাগেশ প্রভৃতি নব্য বৈয়াকরণদের অভিমত।

ভাষ্যকার আধারের প্রধানতঃ দুইটি ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। একটি মুখ্য ও অপরটি গৌণ। মুখ্য আধার একটি—কেবল অভিব্যাপক, আর

---

* সিদ্ধান্তকৌমুদীতে দীক্ষিত মধ্যে বৈষয়িকের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু 'সংযোগ, সমবায়' ও 'অভিব্যাপ্তি' ব্যতীত সম্বন্ধে কর্তা বা কর্মের আশ্রয়কে বৈষয়িক আধার বলে। এইরূপ ভেদ ঘটিত লক্ষণ করিতে স্নুবিধা হয় বলিয়া আমরা বৈষয়িককে পরে দিলাম।

গৌণ আধার দুইটি—ঔপশ্লেষিক ও বৈষয়িক। সর্বাবয়ব ব্যাপ্ত হওয়ায় অভিব্যাপক মুখ্য এবং সমীপবর্ত্তী ও যৎকিঞ্চিৎ অবয়ব ব্যাপ্ত হওয়ায় ঔপশ্লেষিক ঠিক মুখ্যের পরেই; কিন্তু বৈষয়িক উক্ত দুইটির অতিরিক্ত বলিয়া উহা তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং ভাষ্যকারের ক্রম হইল—অভিব্যাপক, ঔপশ্লেষিক ও বৈষয়িক। 'অধিকরণং নাম ত্রিপ্রকারং ব্যাপকম্, ঔপশ্লেষিকম্ বৈষয়িকমিতি।' (সংহিতায়াম্ ৬-১-৭২, সূত্রভাষ্য)। ॥ ৬৩২ ॥

৬৩৩। **সপ্তম্যধিকরণে চ**। (২-৩-৩৬)।

অধিকরণে সপ্তমী স্যাৎ। চকারাদ্ দূরান্তিকার্থেভ্যঃ। ঔপশ্লেষিকো বৈষয়িকোঽভিব্যাপকশ্চেত্যাধারস্ত্রিধা। কটে আস্তে। স্থাল্যাংপচতি। মোক্ষে ইচ্ছাস্তি। সর্বস্মিন্নাত্মাস্তি। বনস্য দূরে অন্তিকে বা। 'দূরান্তিকার্থেভ্যঃ—' (সূ, ৬০৫) ইতি বিভক্তি ত্রয়েণ সহ চতস্রোঽত্র-বিভক্তয়ঃ ফলিতাঃ। 'ক্তস্যেন্বিষয়স্য কর্মণ্যুপসংখ্যানম্' (বা ১৪৮৫)। অধীতী ব্যাকরণে। অধীতমনেনেতি বিগ্রহে 'ইষ্টাদিভ্যশ্চ' (সূ ১৮৮৮) ইতি কর্তরীনিঃ। 'সাধ্বসাধু প্রয়োগে চ' (বা ১৪৮৬)। সাধুঃ কৃষ্ণো মাতরি, অসাধুর্মাতুলে। 'নিমিত্তাৎকর্মযোগে' (বা ১৪৯০)। নিমিত্তমিহ ফলম্। যোগঃ সংযোগসমবায়াত্মকঃ।

"চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্।

কেশেষু চমরীং হন্তি সীম্নিপুষ্কলকো হতঃ॥" (ইতি ভাষ্যম্*)

হেতু-তৃতীয়াত্র প্রাপ্তা। সীমা অণ্ডকোষঃ। পুষ্কলকো গন্ধমৃগঃ। যোগ বিশেষে কিম্—বেতনেন ধান্যং লুনাতি। ৬৩৩॥

অনুঃ—অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। সূত্রস্থ চ-কারের দ্বারা দূরার্থক ও অন্তিকার্থক শব্দেও সপ্তমী বিভক্তি হয়। আধার তিন প্রকার—ঔপশ্লেষিক, বৈষয়িক, অভিব্যাপক। 'কটে আস্তে'—মাদুরে স্থিত আছে। 'স্থাল্যাং

---

* এষ বন্ধনীপতিতঃ পাঠঃ কচিন্নাস্তি।

পচতি'—হাঁড়িতে ভাত পাক করিতেছে। 'মোক্ষে ইচ্ছা অস্তি'—মোক্ষে ইচ্ছা আছে। 'সর্বস্মিন্ আত্মা'—সকলের মধ্যেই আত্মা আছে। 'বনস্য দূরে অন্তিকে বা'—বনের দূরে অথবা নিকটে। 'দূরান্তি কার্থেভ্যঃ' (৮০৫) ইহার দ্বারা বিহিত তিনটি বিভক্তির সহিত চারিটি বিভক্তি ফলিত হইল (দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী—'গ্রামস্য দূরং, দূরেণ, দূরাৎ, দূরে বা; গ্রামস্য অন্তিকম্, অন্তিকেন, অন্তিকাৎ, অন্তিকে বা ইত্যাদি)।'

১ বা. ইন্ প্রত্যয়ের প্রকৃতি স্বরূপ ক্তান্তের কর্মকারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। 'অধীতী ব্যাকরণে'—ব্যাকরণে অধ্যয়নশীল; ইহাতে 'ইষ্টাদিভ্যশ্চ' (সূ. ১৮৮৮) সূত্রানুসারে কর্তায় 'ইনি' প্রত্যয় হইয়াছে।

২ বা. সাধু ও অসাধু শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। 'সাধুঃ কৃষ্ণো মাতরি'—কৃষ্ণ মাতার প্রতি সাধু। 'অসাধুঃ কৃষ্ণো মাতুলে'—কৃষ্ণ মামার প্রতি অসাধু।

৩ বা. যাহার প্রাপ্তির জন্য যে ক্রিয়ার আরম্ভ করা হয়, সেই ক্রিয়া জনিত ফলই হইল নিমিত্ত—তদ্বাচক শব্দে সপ্তমী বিভক্তি হয়, যদি নিমিত্ত ও আরভমাণ ক্রিয়ার কর্মকারকের সহিত যোগ থাকে। নিমিত্ত † এস্থলে ফল। যোগ-সংযোগ সমবায়াত্মক।

'চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি। দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্। কেশেষু চমরীং হন্তি। সীম্নি পুষ্কলকো হতঃ।'

চর্মের উদ্দেশ্যে ব্যাঘ্রকে হত্যা করে, দন্তের উদ্দেশ্যে কুঞ্জরকে (হস্তী) হত্যা করে, কেশ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চমরীকে হত্যা করে এবং অণ্ডকোষ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পুষ্কলক নামক মৃগকে বধ করা হইয়াছে। এস্থলে 'হেতৌ' সূত্রে তৃতীয়া প্রাপ্ত ছিল; উহার নিবৃত্তির জন্য এই বার্তিকের প্রয়োজন। সীমার অর্থ—অণ্ডকোষ। পুষ্কলক গন্ধমৃগ (যাহার গন্ধ হয় এইরূপ মৃগ বিশেষ) সম্বন্ধ বিশেষে হয়—ইহা কেন বলা হইয়াছে? 'বেতনেন ধান্যং লুনাতি'—পারিশ্রমিক দিয়া ধান্য কাটিতেছে (ইহাতে যাহাতে না হয়)।

---

† ক্রিয়ার প্রবর্তক হইল নিমিত্ত—যাহার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। দন্ত, কেশ প্রভৃতির প্রাপ্তির ইচ্ছায় হননাদিক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং হননাদিক্রিয়ার নিমিত্ত বা ফল দন্ত, কেশ প্রভৃতি।

কাঃ—চ-কারের দ্বারা যে সপ্তমী বিধান করা হয়, উহা অধিকরণে হয় না, কারণ অধিকরণে 'সপ্তম্যধিকরণে চ'—ইহার দ্বারাই সপ্তমী বিহিত হইয়াছে ; সুতরাং অন্তরঙ্গ হেতু প্রাতিপদিকার্থ মাত্রেই উহার বিধান করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে 'চ'-কারের দ্বারা প্রাতিপদিকার্থ মাত্রে সপ্তমী বিহিত হইলেও উহা কোন শব্দে হইবে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে প্রকৃতি বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগিলে পূর্ববর্তী সূত্রস্থ দূরার্থক ও অন্তিকার্থক শব্দ উপস্থিত হইয়া থাকে ; সুতরাং চ-কারের দ্বারা প্রাতিপদিকার্থ মাত্রে সপ্তমী বিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব সূত্রের দ্বারাও প্রাতিপদিকার্থ মাত্রেই দূরার্থক ও অন্তিকার্থক শব্দে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। সবগুলির সমষ্টি চারিটি বিভক্তি উক্ত অর্থে হইয়া থাকে।

'সপ্তম্যধিকরণে চ' এই সূত্রের পূর্ববর্তী **'দূরান্তিকার্থেভ্যঃ'** (২-৩ ৩৫) এই সম্পূর্ণ সূত্রটির অনুবর্তন করা হয়। তাহা হইলে 'অধিকরণ কারকে' দূরার্থক ও অন্তিকার্থক শব্দে সপ্তমী সহ পূর্বোক্ত তিনটি বিভক্তিই বিহিত হইয়া থাকে। সেইজন্যই ভাষ্যকার অধিকরণ কারকে 'দূব' শব্দে পঞ্চমী বিভক্তির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন—'দূবাদাবসথান্ মূত্রং দূবাৎপাদাবসেচনম্' ইত্যাদি। 'আবসথস্য দূরে'—এই অর্থে উক্ত স্থলে দূব শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে।

১ বা. 'ক্ত' প্রত্যয়েব দ্বারা 'ক্তান্ত' গৃহীত হইয়াছে। আব 'ইন্' প্রত্যয়েব দ্বারা 'ইন্নন্ত' শব্দ। 'ইন্ বিষয়স্য'—পদটি বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন ক্তান্তেব বিশেষণ, সুতরাং 'ইন্নন্তো বিষয়ো যস্য ক্তান্তস্য'—ইন্নন্ত শব্দ বিষয় (১) যাহার এইরূপ 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত, সেই 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তের কর্মকারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন 'অধি' পূর্বক 'ইঙ্' ধাতুর শেষে কর্মেব বিবক্ষা না করিয়া ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'অধীতম্' সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'অধীতম্' এই 'ক্ত' প্রত্যয়ের শেষে **'ইষ্টাদিভ্যশ্চ'** (৫-২-৮৮) সূত্রানুসারে 'অধীতবাম্'—অধ্যয়ন করিয়াছে, এই অর্থে কর্তায় 'ইনি' প্রত্যয় হইলে 'অধীতী' পদটির

(১) এস্থলে বিষয় শব্দ পরার্থাভিধায়কত্বরূপ বৃত্তির আশ্রয়ের বাচক ; সুতরাং যে ক্তান্তার্থ নিরূপিত পরার্থাভিধায়কত্বের আশ্রয় ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ, সেই 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তার্থের কর্মে সপ্তমী হয়—ইহাই উক্ত বার্তিকের অর্থ।

নিষ্পত্তি হয়। উক্ত 'ইন্নন্ত' শব্দ বিষয় যাহার এইরূপ 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত 'অধীত' শব্দ। কর্তায় 'ইন্' প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া কর্ম অনভিহিত; সেইজন্য কর্মের যখন আকাঙ্ক্ষা হয় যে 'কিম্ অধীতবান্'—কি অধ্যয়ন করিয়াছে? তখন সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্তির জন্য ব্যাকরণ প্রভৃতি কর্মের সমভিব্যাহার হইয়া থাকে। সেই ব্যাকরণ রূপ কর্মকারকে সপ্তমী বিভক্তি হইলে 'অধীতি ব্যাকরণে' বাক্যটি নিষ্পন্ন হয়।

কেহ কেহ বলেন যে 'ইন্‌বিষয়স্য' এই পদটিতে বহুব্রীহি সমাস হয় নাই; কিন্তু ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে অন্যপদার্থ প্রধান হওয়ায় উহাতে গৌরব হয় এবং তৎপুরুষ সমাসে পরপদার্থ প্রধান হয় বলিয়া উহাতে লাঘব হইয়া থাকে। সেইজন্য উক্ত পদটিতে ষষ্ঠী তৎপুরুষ করিলে উহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ হইবে—'ইনো বিষয়ঃ'='ইন্ বিষয়ঃ'—ইনের যাহা বিষয়, তাহাই 'ইন্‌বিষয়।' 'বিষয়' শব্দটি দেশবাচক হইলেও এক্ষেত্রে প্রকৃতি অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে—ইনের বিষয় অর্থাৎ 'ইন্' প্রত্যয়ের প্রকৃতি। উহা 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তের বিশেষণ—সুতরাং 'ইন্' প্রত্যয়ের প্রকৃতি-স্বরূপ যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত, সেইরূপ 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তের কর্ম-কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। পূর্বোক্ত 'অধীতী' পদে ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত 'অধীত' শব্দ উহার কর্মকারক যে ব্যাকরণ, তাহাতে সপ্তমী-বিভক্তি হইয়াছে। 'অধীতী ব্যাকরণে,—ইহার অর্থ—ভূত কালিক ব্যাকরণ-কর্মক-অধ্যয়নের কর্তা। নাগেশের মতে দ্বিতীয় অর্থটিই সমীচীন। উক্ত বাক্যে 'অধীতী' এই 'ইন্' প্রত্যয়ান্তের অন্তর্গত যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত 'অধীত' শব্দ উহাতে গুণীভূত যে অধ্যয়ন ক্রিয়া, সেই অধ্যয়ন ক্রিয়ার কর্মের আকাঙ্ক্ষা হইলে যে ব্যাকরণাদি কর্ম ব্যবহৃত হয়, তাহাতে এই বার্তিকের দ্বারা দ্বিতীয়াকে বাধ করিয়া সপ্তমী বিহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ স্বীকার করার ফলে 'কৃতপূর্বী কটম্' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'কট' প্রভৃতি কর্মে সপ্তমী বিভক্তি হয় না। কারণ উক্ত স্থলে 'ইন্' প্রত্যয়ের প্রকৃতি 'কৃতপূর্ব' শব্দ, যাহা 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত নয়। পূর্ব ব্যাখ্যানে 'কৃতপূর্বী কটম্' ইত্যাদি স্থলেও 'কট' প্রভৃতি কর্মে সপ্তমী বিভক্তির প্রসক্তি অনিবার্য। কারণ 'পূর্বী' এই 'ইন্' প্রত্যয়ান্ত 'কৃত' এই 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তের বিষয়।

যদি কর্মবাচ্যে ভূত কালে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'অধীত' শব্দটির সিদ্ধি করা

হয়, তাহা হইলে ‘ক্ত’ প্রত্যয়ের দ্বারা কর্মসামান্যের অভিধান হইলেও আকাঙ্ক্ষা বশতঃ কর্মবিশেষের সমভিব্যাহারে সেই কর্ম বিশেষ বাচক শব্দে প্রথমাই হইয়া থাকে, যেমন ‘অধীতী ব্যাকরণম্’, ‘অধীতী বেদম্’ ইত্যাদি।

উক্ত বার্তিকে ‘কর্ম’ শব্দের দ্বারা কালাদি ব্যতিরিক্ত কর্মেরই গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ উহা বহিরঙ্গ। কালকর্ম যে বহিরঙ্গ, তাহা ‘দেশকাল ভাব’—ইত্যাদি বার্তিকের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ‘মাসমধীতী ব্যাকরণে’ ইত্যাদি প্রয়োগে ‘মাস’ এই কাল কর্মে সপ্তমী হইবে না।

২ বা. ‘সাধ্বসাধুভ্যাম্ চ’—এই বার্তিকের দ্বারা সাধু ও অসাধুর প্রয়োগে সপ্তমী বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। ‘সাধুর্দেবদত্তো মাতরি’, ‘অসাধুর্দেবদত্তঃ পিতরি’—দেবদত্ত মাতার প্রতি সাধু ও পিতার প্রতি অসাধু। **‘সাধুনিপুণাভ্যামর্চায়াম্** (২-৩-৪৭) সূত্রেও ‘সাধু’ শব্দের যোগে সপ্তমী-বিভক্তি বিহিত হইয়াছে, তবে উহা ‘অর্চা’ অর্থে বিহিত হইয়াছে; আর এই বার্তিকের দ্বারা ‘অর্চা’ ভিন্ন অন্য অর্থে। ‘অর্চা’ অর্থাৎ পূজা বা সম্মান না বুঝাইলে যদি প্রকৃতপক্ষে সাধুতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এই বার্তিকের দ্বারা উহার প্রয়োগে সপ্তমী-বিভক্তি হইবে। ‘সাধুঃ মাতরি কৃষ্ণঃ’, ‘অসাধুঃ মাতুলে’—কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে মাতার প্রতি সাধু, এবং মামার প্রতি অসাধু। বস্তুতঃ কেহ সাধু না হইলেও ‘অর্চা’ বা সম্মান করিবার জন্য যদি সাধুতা ব্যক্ত করে তাহা হইলে সেক্ষেত্রে উক্ত সূত্রানুসারে ‘সাধু’ শব্দের যোগে সপ্তমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। যেমন—‘সাধুর্দেবদত্তঃ প্রভৌ’—দেবদত্ত প্রভুর প্রতি সাধু (প্রভুকে সম্মান দেখাইবার জন্য সে সাধু হইয়াছে)।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ‘অর্চা’ অর্থে উক্ত সূত্রের দ্বারা এবং ‘অর্চা’ ব্যতীত অর্থে এই বার্তিকের দ্বারা সাধু শব্দের প্রয়োগে যদি সপ্তমী-বিভক্তি হয়, তাহা হইলে উক্ত সূত্রে অর্চা পদের গ্রহণ করার সার্থকতা কি?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে উক্ত সূত্রস্থ ‘অর্চা’ পদের গ্রহণ করা হইয়াছে নিপুণের বিশেষণের জন্য। ‘নিপুণো মাতরি দেবদত্তঃ’ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ‘অর্চা’ বুঝাইলেই যাহাতে ‘নিপুণ’ শব্দের যোগে সপ্তমী হয়, আর ‘অর্চা’ না বুঝাইলে যদি বস্তুতঃ প্রভু প্রভৃতির প্রতি নিপুণতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ‘নিপুণো রাজ্ঞো ভৃত্যঃ’—রাজার প্রতি ভৃত্য নিপুণ—ইত্যাদি ক্ষেত্রে

সপ্তমী হয় না। প্রতিযোগে—'অর্চা' বুঝাইলেও সাধু শব্দের প্রয়োগে যাহাতে সপ্তমী-বিভক্তি না হয়, সেইজন্যও উক্ত সূত্রে সাধু পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে, যেমন—'সাধুঃ কৃষ্ণঃ মাতরং প্রতি'—মাতার প্রতি কৃষ্ণ সাধু, ইত্যাদি স্থলে সপ্তমী হয় না।

'ষষ্ঠী শেষে'—এই সূত্রানুসারে শেষত্ব বিবক্ষায় সাধু শব্দের যোগে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল, উহাকে বাধ করিয়া সপ্তমী-বিভক্তিব বিধান করা হইয়াছে।

৩ বা. 'নিমিত্তাৎকর্মযোগে'—এই বার্তিকে যে নিমিত্ত পদ আছে, উহার অর্থ ফল, সুতরাং ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে ক্রিয়া আরম্ভ করা হয়, সেই আরভ্যমান ক্রিয়ার ফলবাচক শব্দে সপ্তমী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। এই বার্তিকের উদাহরণগুলিতে 'হেতৌ' সূত্রানুসারে তৃতীয়া-বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল, কারণ সেই সূত্রে ফলকেও 'হেতু' বলা হইয়াছে। 'ফলমপীহ হেতুঃ'; সুতরাং হেতু বা ফল বাচক শব্দে তৃতীয়ার প্রাপ্তি থাকা সত্ত্বেও উহাকে বাধ করিয়া এই বার্তিকের দ্বারা সপ্তমীর বিধান করা হইয়াছে। তাদর্থ্যে চতুর্থীরও ইহা বাধক।

চর্ম প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দ্বীপী বা ব্যাঘ্রকে হত্যা করা হয়। এক্ষেত্রে ফল হইল চর্ম, সুতরাং ফল বাচক যে চর্ম শব্দ আছে, উহাতে সপ্তমী-বিভক্তি হইয়াছে। 'দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্'—এস্থলে 'দন্ত' হইল কুঞ্জর হননের ফল, সুতরাং উহাতে সপ্তমী-বিভক্তি হইয়াছে। চমরী হননের নিমিত্ত হইল কেশ, সুতরাং উহাতে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে—'সীম্নি পুষ্কলকো হতঃ'—এই বাক্যে যে 'সীমা' পদ আছে, উহার অর্থ অণ্ডকোষ, এবং পুষ্কলকের অর্থ গন্ধমৃগ। এস্থলে গন্ধমৃগ হননের উদ্দেশ্য হইল অণ্ডকোষ প্রাপ্তি। 'চর্ম' প্রভৃতিকে নিমিত্ত বা ফল এইজন্য বলা হইয়াছে, যেহেতু উহাদের প্রাপ্তির ইচ্ছায় হননে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে দ্বীপী ও চর্মের, অণ্ডকোষ ও গন্ধমৃগের সমবায় সম্বন্ধ ; এবং অন্যগুলির সংযোগ সম্বন্ধ।

হরদত্ত বলিয়াছেন—সীমার অর্থ 'অবধি' বা ক্ষেত্র প্রভৃতির সীমা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং পুষ্কলকের অর্থ শঙ্কু বা কীলক। 'হতঃ' এই পদটির অর্থ—'নিহতঃ, নিখাতঃ, পোঁতা' 'সীম্নি পুষ্কলকো হতঃ'—ইহার অর্থ সীমাজ্ঞানের জন্য শঙ্কু বা কীলক পুঁতিয়াছিল। এই মতে সীমা ও পুষ্কলকের সহিত সংযোগ

সম্বন্ধ। অভিধানে সীমা ও পুষ্কলকের উক্ত দুইটি অর্থই অভিহিত হইয়াছে। যেমন—'সীমাঘাটস্থিতি ক্ষেত্রেষ্বণ্ডকোষেঽপি চ স্ত্রিয়াম্', 'অর্থ. পুষ্কলকো গন্ধমৃগেক্ষপণকীলয়োঃ'—ইতি মেদিনী।

এস্থলে লক্ষণীয় এই যে 'সংযোগ' অথবা 'সমবায়'—এই দুইটি সম্বন্ধের দ্বারাই যদি ক্রিয়ার ফলের সহিত আরভ্যমান ক্রিয়ার কর্মের যোগ বা সম্বন্ধ বুঝায়, তাহা হইলেই নিমিত্ত বা ফলবাচক শব্দে সপ্তমী হইয়া থাকে। যেমন পূর্বোক্ত উদাহরণস্থলে চর্মের সহিত ব্যাঘ্রাদির সমবায় সম্বন্ধ; দন্ত ও হস্তী প্রভৃতির সহিত সংযোগ সম্বন্ধ। মতান্তরে সমবায় সম্বন্ধ। কেশ ও চমরীর সঙ্গে ও সংযোগ অথবা সমবায় সম্বন্ধ। সীমার অর্থ যদি অণ্ডকোষ হয়, তাহা হইলে উহার সহিত পুষ্কলক অথবা মৃগবিশেষের সমবায় সম্বন্ধ। আর হরদত্তের মতে সীমার অর্থ অবধি, এবং পুষ্কলকের অর্থ 'কীলক'। সুতরাং এই মতে উক্ত দুইটির সম্বন্ধ 'সংযোগ'। 'সমবায়' সম্বন্ধ বলিতে অযুতসিদ্ধ' অর্থাৎ 'অপৃথক সিদ্ধ' বস্তুদের সম্বন্ধ বুঝাইয়া থাকে। যে বস্তুদ্বয়ের অস্তিত্ব পৃথক্ রূপে সিদ্ধ নয়, তাহাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ হয়। অবয়ব ও অবয়বীর সমবায় সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে। কারণ এই দুইটির অস্তিত্ব পৃথক্ ভাবে থাকে না। কোন অবয়বকে অবয়বী হইতে পৃথক্ করিলে উহার অক্ষুণ্ণ রূপে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। সেইজন্যই বৈশেষিকগণের কোন কোন আচার্য সমবায় নাশের দ্বারা কার্যনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন। কেশ, নখ, দন্ত প্রভৃতির সহিত সমবায় সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়; কারণ নখ, কেশ, দন্ত প্রভৃতির বিনাশ সাধিত হইলেও পুনরুদ্ভবের সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য হস্তীর সহিত উহার দন্তের এবং কেশ ও চমরীর সহিত সংযোগ সম্বন্ধই স্বীকার করা উচিত। হরদত্ত দন্ত কেশ প্রভৃতির সহিত সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করেন। কিন্তু নাগেশ প্রভৃতি বৈয়াকরণ এবং জগদীশ-তর্কালঙ্কার প্রভৃতি নৈয়ায়িক সকলেই ত্বক্, কেশ, দন্ত প্রভৃতির সহিত সংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন।*

---

* তত্র হস্তিকর্মণাং দ্বীপ্যাদিনাং চর্মাদে র্নিমিত্তস্য চ সমবায়সম্বন্ধঃ—পদমঞ্জরী। নাগেশের মতে চর্ম এবং অণ্ডকোষের, হননকর্মের সহিত সমবায় সম্বন্ধ এবং দন্ত ও কেশের সহিত সংযোগ সম্বন্ধ।

অত্র দ্বীপিচর্মণোরণ্ডকোষমৃগয়োশ্চ সমবায়সম্বন্ধ ইতরয়োশ্চ সংযোগঃ—বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখরে।

জগদীশ তর্কালংকারের মতে চর্ম, কেশ, দন্ত প্রভৃতির সহিত প্রাণিগণের উপষ্টম্ভ নামক সংযোগবিশেষ স্বীকৃত হইয়াছে—দন্তকেশত্বগাদিষ্বেব-প্রাণিনামুপষ্টম্ভাখ্যসংযোগস্যৈবোপগমাৎ—শব্দশক্তি প্রকাশিকা।

যে ক্ষেত্রে উপরি উক্ত সম্বন্ধদ্বয়ের সম্ভাবনা নাই, সেক্ষেত্রে 'ফল বাচক' শব্দে সপ্তমী হইতে পারে না। যেমন 'বেতনেন ধান্যং লুনাতি'—বেতন অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে ধান্য কর্তন করিতেছে। এস্থলে বেতন বা দ্রব্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ধান্য কর্তন করা বুঝায়। সুতরাং বেতন বা দ্রব্যের সহিত 'ধান্য'রূপ কর্মের তাদর্থ্য সম্বন্ধের প্রতীতি হয়। কিন্তু সংযোগ অথবা সমবায় সম্বন্ধের কোনরূপ প্রতীতি হয় না। এইজন্যই উক্ত বাক্যস্থ নিমিত্তবাচক 'বেতন' শব্দে সপ্তমী হয় নাই; বরং হেতৌ সূত্রে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। ৬৩৪ ॥

৬৩৪। **যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্।** (২-৩-৭)।

যস্য ক্রিয়য়া ক্রিয়ান্তরং লক্ষ্যতে ততঃ সপ্তমী স্যাৎ। গোষু দুহ্যমানাসু গতঃ। 'অর্হাণাং কর্তৃত্বেহনর্হাণামকর্তৃত্বে তদ্বৈপরীত্যে চ'। (বা ১৪৮৭-১৪৮৮) সৎসু তরৎসু অসন্ত আসতে। অসৎসু তিষ্ঠৎসু সন্তস্তরন্তি। সৎসু তিষ্ঠৎসু অসন্তস্তরন্তি। অসৎসু তরৎসু সন্তস্তিষ্ঠন্তি। ৬৩৪ ॥

অনুঃ—যাহার ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয়, সেই জ্ঞাপক ক্রিয়ার আশ্রয় বাচক শব্দে সপ্তমী বিভক্তি হয়। 'গোষু দুহ্যমানাসু গতঃ'—সে গো দোহন কালে গিয়াছে।

১ বা. (ক) যে ক্রিয়ায় যাহাদের কর্তৃত্ব উচিত, তাহাদেরই যদি সেই ক্রিয়ার কর্তৃত্ব বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে কর্তৃত্বযোগ্য বাচক শব্দে সপ্তমী-বিভক্তি হয়। 'সৎসু তরৎসু অসন্ত আসতে'—সজ্জনদের তরণকালে অসজ্জনরা (অতরণ অবস্থায়) আছে।

(খ) যে ক্রিয়ায় যাহাদের কর্তৃত্ব উচিত নয়, তাহাদেরই যদি সেই ক্রিয়ায় অকর্তৃত্বরূপে বিবক্ষা করা হয়, তাহা হইলে কর্তৃত্বের অযোগ্য বাচক শব্দে সপ্তমী-বিভক্তি হয়। 'অসৎসু তিষ্ঠৎসু সন্তস্তরন্তি' অসজ্জনদের (অতরণ অবস্থায়) দণ্ডায়মান থাকা কালীন সজ্জনগণ পার হইতেছেন।

উপরোক্ত নিয়মের বিপরীত (গ) যে ক্রিয়ায় যাহাদের কর্তৃত্ব উচিত,

তাহাদের যদি সেই ক্রিয়ার কর্তৃত্ব না থাকে, তাহা হইলে সেই বিবক্ষিত ক্রিয়ার অকর্তৃত্ব-বাচক পদে সপ্তমী-বিভক্তি হয়। 'সৎসু তিষ্ঠৎসু অসন্তস্তরন্তি' —সজ্জনগণের (অতরণ অবস্থায়) দণ্ডায়মান থাকা কালীন অসজ্জনরা পার হইতেছে।

(ঘ) যে ক্রিয়ায় যাহাদের কর্তৃত্ব উচিত নয়, সেই কর্তৃত্বের অযোগ্য ব্যক্তিদের যদি কর্তৃত্ব রূপে বিবক্ষা করা হয়, তাহা হইলে সেই কর্তৃত্ব বাচক শব্দে সপ্তমী বিভক্তি হয়। 'অসৎসু তিষ্ঠৎসু সন্তস্তিষ্ঠতি'—অসজ্জনদের তরণকালে সজ্জনরা (অতরণ অবস্থায়) দণ্ডায়মান আছেন।

কাঃ—'যস্য চ ভাবেন—' এই সূত্রে ভাব পদের অর্থ 'ক্রিয়া'। সেই-জন্যই দীক্ষিত বৃত্তিতে লিখিয়াছেন—যাহার ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয়, তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। 'ততঃ' অর্থাৎ জ্ঞাপক ক্রিয়াশ্রয় বাচক শব্দে। ক্রিয়ার আশ্রয় কর্তা ও কর্ম। দীক্ষিত কর্মের উদাহরণ দিয়াছেন, 'গোষু দুহ্যমানাসু গতঃ'—গো দোহন কালে সে গিয়াছে। এস্থলে দোহন ক্রিয়া, গমন ক্রিয়ার জ্ঞাপিকা এবং সেই দোহন ক্রিয়ার কর্মরূপ আশ্রয় হইল গাভী। কর্তার উদাহরণ 'অধীয়ানেষু ব্রহ্মচারিষু গতঃ'—ব্রহ্মচারিগণের অধ্যয়ন কালে সে গিয়াছে। এস্থলে অধ্যয়ন ক্রিয়া হইল গমন ক্রিয়ার জ্ঞাপিকা এবং সেই অধ্যয়ন ক্রিয়ার আশ্রয় রূপে কর্তা হইল ব্রহ্মচারী। 'স কদা গতঃ ?'—সে কখন গিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে —'গোষু দুহ্যমানাসু গতঃ'—সে গো দোহন কালে গিয়াছে, অথবা 'অধীয়ানেষু ব্রহ্মচারিষু গতঃ'—ব্রহ্মচারিগণ যখন বেদাধ্যয়ন করেন তখন সে গিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে দোহন ক্রিয়া বা অধ্যয়ন ক্রিয়া পূর্বোক্ত গমন ক্রিয়ার জ্ঞাপিকা বা বোধিকা।

প্রশ্ন হইতে পারে যে লক্ষ্য লক্ষণ ভাবের অর্থ হইল, জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক ভাব। উহা ভূয়োদর্শন সাপেক্ষ। যেমন যেখানেই ধূম থাকে সেইখানেই অগ্নি থাকে। ধূম ও অগ্নির সাহচর্য পুনঃ পুনঃ দর্শনের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে; সেইজন্যই 'ধূম' অগ্নির সত্তার বোধক। নিরবচ্ছিন্ন ধূম নির্গত হইতেছে দেখিয়া অগ্নিসত্তার অনুমান হয়। ধূমাগ্নির ন্যায় সূর্যোদয়ের সহিত তমোনাশের সম্পর্ক। সূর্যোদয় হইলে যে অন্ধকার বিদূরিত হয়, ইহা সর্বজন বিদিত। এইরূপ চন্দ্রোদয়ের সহিত সমুদ্রের বৃদ্ধি হওয়ার সম্পর্ক

চন্দ্রোদয় হইলেই সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং 'উদিতে ভানৌ তমো নষ্টম্'। সূর্যোদয় হইলে অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে। 'উদিতে চন্দ্রমসি সমুদ্র প্রবৃদ্ধঃ'—চন্দ্রোদয় হইলে সমুদ্র বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইত্যাদি ক্ষেত্রেই এই সূত্রের দ্বারা সপ্তমী হওয়া উচিত। কিন্তু 'গো-দোহন' প্রভৃতির সহিত তাহার গমনের 'জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক ভাব' কি ভাবে সম্ভব? যখনই গো-দোহন হয়, তখনই সে যায় এরূপ কোন নিয়ম নাই, কিন্তু কদাচিৎ গো-দোহন বা ব্রহ্মচারির অধ্যয়ন কালে তাহার গমন হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে উহাদের ভূয়োদর্শন জনিত 'জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক' ভাব কি রূপে থাকিতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পূর্বোক্ত রূপে ভূয়োদর্শন জনিত দুইটি ক্রিয়ার পরস্পর জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক ভাব সম্বন্ধ না থাকিলেও নির্জ্ঞাত কালিক ক্রিয়ার দ্বারা অনির্জ্ঞাত কালিক ক্রিয়ার কালের জ্ঞান অবশ্যই হইতে পারে। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়েই গো-দোহন বা ব্রহ্মচারীর বেদাধ্যয়ন হইয়া থাকে; সুতরাং সে কখন গিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে যখন গো-দহন হইতেছিল, তখন সে গিয়াছে। গো-দোহনের সময় নির্দিষ্ট থাকায়, উহা সর্বজন বিদিত; সেইজন্য 'গো-দোহন' কালের দ্বারা তাহার গমনের সময়ও জ্ঞাত হইয়া থাকে। গমন ক্রিয়ার কাল অনির্জ্ঞাত, আর গো-দহনের কাল নির্জ্ঞাত; সুতরাং সেই অনির্জ্ঞাত কালিক গমন রূপ ক্রিয়ার জ্ঞাপকই হইল গো-দোহনের কাল। এবং নির্জ্ঞাত কালিক গো-দোহন রূপ ক্রিয়ার দ্বারা সেই অনির্জ্ঞাত কালিক গমনরূপ ক্রিয়া জ্ঞাপ্য। অতএব, উহাদের জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক ভাব-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে কোন আপত্তি নাই। সুপ্রসিদ্ধ ক্রিয়ার আশ্রয় স্বরূপ কর্তা বা কর্মবাচক শব্দে পূর্বোক্ত ব্রহ্মচারী বা গো-প্রভৃতি শব্দে লক্ষ্য-লক্ষণ ভাব সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া এই সূত্রের দ্বারা সপ্তমী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। এইরূপ যাহার দেশ নির্জ্ঞাত সেই নির্জ্ঞাত-দেশিক ক্রিয়ার দ্বারাও অনির্জ্ঞাতদেশিক ক্রিয়ার বোধ হইয়া থাকে; যেমন 'সতি গুণে দ্রব্যত্বমস্তি'—গুণ থাকিলে দ্রব্যত্ব থাকে ইত্যাদি। সর্বত্রই অসত্ত্ব-ভূত ক্রিয়া কখনই সাক্ষাৎ ভাবে লক্ষক বা জ্ঞাপক হইতে পারে না; সুতরাং উহার আশ্রয় কর্তা বা কর্মের দ্বারাই হইতে পারে।

কিন্তু দোহন-ক্রিয়া বিশিষ্ট গো-প্রভৃতির জ্ঞাপকত্ব হইলে বিশেষণ রূপ দোহন ক্রিয়ার যে জ্ঞাপকতা থাকিবে না তাহা নয়। কাল-বিশেষের সম্বন্ধ জ্ঞানের উদ্দেশ্যেই এই সূত্র; সুতরাং কেবল দোহন ক্রিয়া বিশিষ্ট গো-প্রভৃতিরই জ্ঞাপকতা নয়, কিন্তু কাল-বিশেষ-পরিচ্ছিন্ন দোহন-ক্রিয়াবিশিষ্ট গো-প্রভৃতি দ্রব্যের জ্ঞাপকতা স্বীকৃত হইয়াছে। দোহন ক্রিয়ার অধিকরণ যে কাল, সেই কালই চৈত্রাদির গমন ক্রিয়ার কাল—ইহাই উক্ত উদাহরণের তাৎপর্য।

এস্থলে ইহাই তাৎপর্য—(১) কোন ক্রিয়া স্বাধিকরণ কাল পরিচ্ছিন্ন ক্রিয়ান্তরের বোধক হয়। যেমন—'গোষু দুহ্যমানাসু গতঃ'—এস্থলে গাভী দোহনের অধিকরণ যে কাল, সেই কালই গমন ক্রিয়ার অধিকরণ। (২) কোন ক্রিয়া স্বাধিকরণ কালের অনন্তরকালপরিচ্ছিন্ন-ক্রিয়ান্তরের বোধক হইয়া থাকে। যেমন—'গোষু দুগ্ধাসু গতশ্চৈত্রঃ'—গাভী দোহনের পর চৈত্র গিয়াছে। এক্ষেত্রে গাভী দোহনের অধিকরণ যে কাল, ঠিক সেই কালের অব্যবহিত পরবর্তী কাল হইল চৈত্র গমনের অধিকরণ। (৩) কোন ক্রিয়া স্বাধিকরণ কালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালাধিকরণ ক্রিয়ান্তরের বোধক হয়। যেমন—'গোষু ধোক্ষ্যমানাস্বাগতশ্চৈত্রঃ'—গাভী দোহন আরম্ভ হইবে, ঠিক এমন সময় চৈত্র আসিল। এস্থলে গাভী দোহনের অধিকরণ যে কাল, সেই কালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাল হইল চৈত্রের আগমনের অধিকরণ।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যেস্থলে কোন ক্রিয়া শ্রুত নয়, সেস্থলে ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ান্তরের বোধ কি করিয়া হইতে পারে? তাহা হইলে 'বিবাহে নান্দীমুখং কুর্যাৎ', 'রাহূপরাগে স্নায়াৎ'—ইত্যাদি স্থলে কি করিয়া সপ্তমী হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে উক্ত স্থলে ভাব লক্ষণে সপ্তমী হয় নাই, কিন্তু 'সপ্তম্যধিকরণে চ'—এই সূত্রানুসারে অধিকরণে সপ্তমী হইয়াছে। পূর্বোক্ত উদাহরণ দুইটিতে যথাক্রমে 'বিবাহ' শব্দ বিবাহের প্রাক্কালে এবং 'রাহূপরাগ' শব্দ রাহূপরাগ কালে—পদের উপলক্ষণ; সুতরাং কালাধিকরণে সপ্তমী-বিভক্তি হইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। অথবা 'বিবাহে' পদের পরে 'করিষ্যমাণে' এবং 'রাহূপরাগে' পদের পরে 'সতি' পদের অধ্যাহার করিলে এই সূত্রের দ্বারাই সপ্তমী হইতে পারে।

এই বার্তিকটিতে চারিটি বাক্য আছে—প্রথম বাক্যের দ্বারা সজ্জনের

তরণ ক্রিয়ায় ঔচিত্য এবং কর্তৃত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে 'তিষ্ঠৎসু' পদের দ্বারা তরণ ক্রিয়ায় অসতের 'অনর্হতা ও অকর্তৃত্ব', প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৃতীয় বাক্যে 'সৎসু তিষ্ঠৎসু'—ইহার দ্বারা 'তরণ ক্রিয়ায়' সজ্জনগণের ঔচিত্য থাকিলেও তাঁহাদের উহাতে অকর্তৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে। চতুর্থ বাক্যে অসৎসু তরৎসু'—ইহার দ্বারা অসৎ লোকের তরণ ক্রিয়ায় ঔচিত্য না থাকিলেও তাহাদের তরণের কর্তৃত্ব প্রকাশিত হইতেছে।

লক্ষ্যলক্ষণ ভাব সম্বন্ধের বিবক্ষা থাকিলে 'যস্য চ ভাবেন'—এই সূত্রের দ্বারাই পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি সিদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু লক্ষ্যলক্ষণ ভাবের বিবক্ষা না থাকিলেও যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে, সেইজন্য 'অর্হাণাং' প্রভৃতি বার্তিক প্রণীত হইয়াছে। ॥ ৬৩৪ ॥

৬৩৫। **ষষ্ঠী চানাদরে**। (২-৩-৩৮)।

অনাদরাধিক্যে ভাবলক্ষণে ষষ্ঠীসপ্তম্যৌস্তঃ। রুদতি রুদতো বা প্রাব্রাজীৎ। রুদন্তং পুত্রাদিকমনাদৃত্য সংন্যস্তবানিত্যর্থঃ। ৬৩৫ ॥

অনুঃ—কোন ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যদি অনাদরের আধিক্য বুঝায়, তাহা হইলে অনাদৃত বাচক শব্দে ষষ্ঠী ও সপ্তমী —দুই হয়। 'রুদতি রুদতো বা প্রাব্রাজীৎ'—রোদনকারী পুত্র-পৌত্রদিগকে উপেক্ষা করিয়া (সে) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই তাৎপর্য।

কাঃ—কেবল ভাবলক্ষণ বুঝাইলে পূর্বসূত্রের দ্বারা সপ্তমী বিভক্তি হইবে ; কিন্তু যদি অনাদরের আধিক্য প্রতীয়মান থাকে, তাহা হইলে যাহাকে অনাদর, তিরস্কার বা উপেক্ষা করা হয়, তদ্বাচক শব্দে ষষ্ঠী ও সপ্তমী দুইটি বিভক্তিই হইতে পারে। উদাহরণ বাক্যের দ্বারা রোদনকারী পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয়বর্গকে উপেক্ষা করিয়া (রাম, শ্যাম প্রভৃতি কর্তা) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে—ইহার প্রতীতি হইয়া থাকে। তাহাদের রোদন করা সত্ত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইলে রোদনকারী আত্মীয়বর্গ তিরস্কৃত বা উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ॥ ৬৩৫ ॥

৬৩৬। স্বামীশ্বরাধিপতিদায়াদসাক্ষি প্রতিভূপ্রসূতৈশ্চ।

(২-৩-৩৯)।

এতৈঃ সপ্তভির্যোগে ষষ্ঠী সপ্তম্যৌ স্তঃ। ষষ্ঠ্যামেব প্রাপ্তায়াং পাক্ষিক সাপ্তম্যর্থং বচনম্। গবাং গোষু বা স্বামী। গবাং গোষু বা প্রসূতঃ। গা এবানুভবিতুং জাত ইত্যর্থঃ। ৬৩৬॥

অনুঃ—স্বামিন্, ঈশ্বর, অধিপতি, দায়াদ, সাক্ষিন্, প্রতিভূ, প্রসূত—এই শব্দগুলির সহিত যাহার যোগ থাকে, তাহাতে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। ষষ্ঠী বিভক্তিরই প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু পক্ষে সপ্তমী-বিভক্তি যাহাতে হয়, সেইজন্য এই সূত্র। 'গবাং গোষু বা স্বামী'—গরুর মালিক। 'গবাং গোষু বা প্রসূতঃ'—গরুকেই ভোগ্যরূপে অনুভব করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ইহাই তাৎপর্য।

কাঃ—স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি—এই তিনটি পর্যায় বাচক শব্দ। উক্ত তিনটি পর্যায়বাচক শব্দের গ্রহণ না করিয়া 'স্বাম্যর্থে'—এইরূপ সূত্রন্যাস করিলেও উক্ত তিনটি স্বামী অর্থের বাচকের গ্রহণ হইতে পারিত, কিন্তু পর্যায়ান্তর নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাণিনি এইরূপ করিয়াছেন, ফলে 'প্রভু' প্রভৃতি শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয় না। 'ষষ্ঠী শেষে' সূত্রানুসারে সম্বন্ধ সামান্যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে পারিত। কিন্তু উক্ত অর্থেই যাহাতে সপ্তমী-বিভক্তিও হয় সেইজন্য এই সূত্রটি রচিত হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি এই তিনটি বিরূপ কিন্তু স্বরূপ নয়, অথচ সমানার্থক। এই অবস্থায় 'বিরূপাণামপি সমানার্থানাম্'—এই বার্তিকানুসারে উহাদেব একশেষ হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—অর্থ বোধ করাইবার ইচ্ছায় উহাদের প্রয়োগ করা হয় নাই, কিন্তু কেবল স্বরূপ প্রদর্শন করাইবাব ইচ্ছায় উহাদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং উহাদের সমান অর্থ না থাকায় একশেষ করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। উহাদের অন্যান্য উদাহরণ—'গবাং গোষু বা অধিপতিঃ' 'গবাং গোষু বা দায়াদঃ' ' গবাং গোষু বা স্বামী' 'গবাং গোষু বা প্রতিভূঃ'। 'গবাং গোষু বা ঈশ্বরঃ' 'গবাং গোষু বা সাক্ষী'।

'দায়াদ—'শব্দ সম্বন্ধে একটি আশঙ্কা উঠিতে পারে যে উক্ত প্রয়োগটিব

নিষ্পত্তি হয় কি করিয়া ? 'দায়ম্ আদত্তে' এইরূপ অর্থে আঙ্ পূর্বক 'দা' ধাতুর শেষে 'ক' প্রত্যয় করা যাইতে পারে না, কারণ **'অতোঽনুপসর্গে কঃ'** (৩-২-৩) সূত্রের দ্বারা উপসর্গ ব্যতীত উপপদ পূর্বে থাকিতে 'ক' প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে ; কিন্তু উক্তস্থলে উপসর্গ পূর্বে থাকায় তাহা সম্ভব নয় ; সুতরাং 'দায়াদ' শব্দটির উপপত্তি কি ভাবে হইবে ইহা বিবেচ্য। পূর্বোক্ত অনুশাসনের দ্বারা প্রয়োগটির সিদ্ধি হওয়া সম্ভব না হইলেও সূত্রকার উক্ত সিদ্ধ রূপটির প্রয়োগ করিয়া 'ক' প্রত্যয়ান্ত 'দায়াদ' শব্দটির নিপাতনে সিদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন। 'দায়' শব্দটি 'দা' ধাতুর শেষে কর্মবাচ্যে 'দীয়তেঽসৌ' —যাহা দেওয়া হয়, এই অর্থে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। যাহা অংশরূপে দেওয়া হয় তাহাই 'দায়' শব্দের অর্থ, এই 'দায়' শব্দ পূর্বে থাকিতে 'আঙ্' পূর্বক 'দা' ধাতুর শেষে 'ক' প্রত্যয় করিলে 'দায় আ দা অ' —এইরূপ অবস্থায় **'আতো লোপ ইটি চ'** (৬-৪-৬৪) সূত্রের দ্বারা 'আ'-কারের লোপ করিয়া 'দায়াদ' শব্দটির নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

'গবাং গোষু বা দায়াদঃ'—ইত্যাদি বাক্যের অর্থ হইল, গো-রূপ দায় অর্থাৎ অংশের আদান বা গ্রহণ যে করে। 'দায়াদঃ' এই পদের 'দায়' এই পদাংশের অর্থের সহিত 'গো'-পদার্থের অন্বয় হইয়া থাকে। যদিও 'পদার্থঃ পদার্থেন অন্বেতি নহি তদেকদেশেন'—এই নিয়মানুসারে 'গো' পদার্থের 'দায়' এই পদাংশের অর্থের সহিত অন্বয় হইতে পারে না, তবুও নিত্য সাকাঙ্ক্ষ পদাংশের অর্থের সহিত অন্বয় স্বীকৃত হইয়াছে। গমকত্ব থাকিলে বৃত্তির একদেশের সহিত অন্বয় ভাষ্যকার স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং 'গো'-পদার্থের সহিত 'দায়' এই পদাংশের অর্থের অন্বয় করিতে কোন আপত্তি নাই। উহার অর্থ হইল—গো-রূপ অংশের যে গ্রহণ করে। ৬৩৬ ॥

৬৩৭। **আয়ুক্তকুশলাভ্যাং চাসেবায়াম্।** (২-৩-৪০)।

আভ্যাংযোগে ষষ্ঠী সপ্তম্যৌ স্তস্তাৎপর্যেঽর্থে। আয়ুক্তো ব্যাপারিতঃ। আয়ুক্তঃ কুশলো বা হরিপূজনে হরিপূজনস্য বা। আসেবায়াং কিম্—আয়ুক্তো গৌঃ শকটে। ঈষদ্যুক্ত ইত্যর্থঃ। ৬৩৭ ॥

অনুঃ—আয়ুক্ত ও কুশল—এই দুইটি শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে, যদি ঔৎসুক্য অর্থের প্রতীতি হয়। 'আয়ুক্ত' পদের অর্থ

প্রবর্তিত। 'আযুক্তঃ কুশলো বা হরিপূজনে হরিপূজনস্য বা'—হরি পূজায় ঔৎসুক্য সহকারে প্রবর্তিত হইয়াছে।

কাঃ—বৃত্তির 'তাৎপর্য' শব্দের অর্থ, তৎপরতা বা ঔৎসুক্য। তৎপরস্য ভাবস্তাৎপর্য্যম্ এইরূপ বিগ্রহের দ্বারা তৎপরতা অর্থ হইয়া থাকে 'তৎপরে প্রসিতাসক্তাবিষ্ঠার্থোদ্যুক্ত উৎসুকঃ'—অমর। সূত্রস্থ 'আসেবা' পদটি উক্ত অর্থেই রূঢ়। এস্থলে আযুক্তযোগে অধিকরণত্বের বিবক্ষায় কেবল সপ্তমী বিভক্তিরই প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু উহাতে ষষ্ঠী-বিভক্তিও যাহাতে হয়; এবং সম্বন্ধত্বের বিবক্ষায় কেবল ষষ্ঠী-বিভক্তিরই প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু উক্ত অর্থে সপ্তমী-বিভক্তিও যাহাতে হয়; সেইজন্য এই বচন করা হইয়াছে। কুশল শব্দের যোগে কেবল ষষ্ঠী বিভক্তিবই প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু সপ্তমী-বিভক্তিও যাহাতে হয়, সেইজন্য এই বচন রূপ বিধান করা হইয়াছে। সূত্রেব 'আসেবা' পদের প্রয়োজন—'আযুক্তো গৌঃ শকটে'—শকটে গরু ঈষৎ যুক্ত হইয়াছে। এইরূপ বাক্যে 'ঈষদ্ যুক্ত অর্থে' শকট শব্দে যাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি না হয়। 'ঈষদ্ অর্থে' আঙ্ পূর্বক 'যুজির্ যোগে'—এই ধাতুটির শেষে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন, উহা (আযুক্তঃ) উক্ত অর্থে (ঈষৎ) যৌগিক। ॥ ৬৩৭ ॥

৬৩৮। **যতশ্চ নির্ধারণম্।** (২-৩-৪১)।

জাতি গুণ ক্রিয়াসংজ্ঞাভিঃ সমুদায়াদেকদেশস্য পৃথককরণং নির্ধারণং যতস্ততঃ ষষ্ঠী সপ্তম্যৌস্তঃ। নৃণাংনৃষু বা ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ। গবাং গোষু বা কৃষ্ণা বহুক্ষীরা। গচ্ছতাং গচ্ছৎসু বা ধাবন্তঃশীঘ্রঃ। ছাত্রাণাং ছাত্রেষু বা মৈত্রঃ পটুঃ ॥ ৬৩৮ ॥

অনুঃ—যে সমুদায় হইতে জাতি, গুণ, ক্রিয়া অথবা সংজ্ঞাবিশিষ্ট *

---

* দীক্ষিতের বৃত্তিতে 'জাতিগুণক্রিয়াসংজ্ঞাভিঃ' পদের পরে বিশিষ্টস্য পদের অধ্যাহার করা হয়—তাহা হইলে বৃত্তির সম্পূর্ণ বাক্য এইরূপ হইবে—জাতিগুণক্রিয়াসংজ্ঞা বিশিষ্টস্য একদেশস্য সমুদায়াৎ পৃথক্ করণং নির্ধারণম্—জাতি, গুণ, ক্রিয়া অথবা সংজ্ঞাযুক্ত সমুদায় হইতে একদেশের পৃথক্ করাকে নির্ধারণ বলে।

একদেশের—ইতর-ব্যাবৃত্ত—ধর্মের দ্বারা পৃথক্ করা হয়, তাহাতে ষষ্ঠী ও সপ্তমী দুইটি বিভক্তি হয়। 'নৃণাং নৃষু বা ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ'—মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। 'গবাং গোষু বা কৃষ্ণা বহুক্ষীরা'—গাভীসমূহের মধ্যে কৃষ্ণা গাভী অনেক দুগ্ধবতী। 'গচ্ছতাং গচ্ছৎসু বা ধাবন্ শীঘ্রঃ'—চলন্ত লোকের অপেক্ষা ধাবমান্ ব্যক্তি শীঘ্র গমনশীল। 'ছাত্রাণাং ছাত্রেষু বা মৈত্রঃ পটুঃ' —ছাত্রদিগের মধ্যে মৈত্র পটু।

কাঃ—'সপ্তম্যধিকরণে চ'—হইতে সপ্তমী এবং 'ষষ্ঠী চানাদরে' সূত্র হইতে ষষ্ঠী অনুবর্তিত হয়; সুতরাং এই সূত্রটি ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তির বিধায়ক। যাহা হইতে নির্ধারণ করা হয় তাহাতে ষষ্ঠী ও সপ্তমী দুইটি বিভক্তিই হয়। সমুদায় হইতে একদেশ বা অবয়বের পৃথক্ করাকে নির্ধারণ বলা হইয়াছে। জাতি, গুণ, ক্রিয়া অথবা সংজ্ঞাবিশিষ্ট কতকগুলি ব্যক্তির দ্বারা সমুদায় গঠিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট কতকগুলি ব্যক্তির সমুদায় হইল মনুষ্য। মনুষ্যের মধ্যে কত জাতীয় ব্যক্তির সন্নিবেশ রহিয়াছে। গো-মহিষ প্রভৃতি পশুও কতকগুলি জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির সমুদায়। শ্বেত, কৃষ্ণাদি গো প্রভৃতি সমুদয়েও কতকগুলি শ্বেত, কৃষ্ণাদি গুণবিশিষ্টব্যক্তি দ্বারা গঠিত। এইভাবে ক্রিয়া বিশিষ্ট ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা গঠিত সমুদায় হইয়া থাকে। জাতিবিশিষ্ট বা গুণবিশিষ্ট প্রভৃতি ব্যক্তির দ্বারা গঠিত, কোন সমুদায় হইতে যদি সেই জাতিবিশিষ্ট অথবা গুণ-ক্রিয়াদি যুক্ত ব্যক্তির পৃথক্ করা হয়, তাহা হইলে তাহাই নির্ধারণ। কিন্তু কোনো জাতি, গুণ, ক্রিয়া অথবা সংজ্ঞা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উহাদের দ্বারা গঠিত সমুদায় হইতে পৃথক্ করিতে হইলে, কোন একটি বিশেষ-ধর্মের দ্বারা উহাকে পৃথক করিতে হইবে। এরূপ একটি বিশেষ-ধর্ম, যাহা পৃথক্ করার অভিপ্রেত তাহা যে জাতি গুণ প্রভৃতি যুক্ত ব্যক্তি সমুদায়ে বর্তমান তাহা ব্যতীত উহাদের দ্বারা গঠিত সমুদায়ের অন্য জাতীয় ব্যক্তিতে নাই, সেই ব্যাবৃত্ত ধর্মের দ্বারা পৃথক্ করা হয়। যেমন—'নরাণাং ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ'—এই প্রয়োগে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠত্ব ধর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণেতর মনুষ্য হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তির দ্বারা গঠিত সমুদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব ধর্ম নাই; সুতরাং সেই ব্যাবৃত্ত ধর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

ব্যাবৃত্ত ধর্মবত্ব প্রতিপাদন করাই, এইরূপ পৃথক্ করণের উদ্দেশ্য। এইরূপ 'গবাং গোষু বা কৃষ্ণা বহুক্ষীরা'—এই বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণা গাভীকে অনেক দুগ্ধবত্ব ধর্মের দ্বারা পৃথক্ করা হইয়াছে। গাভীর মধ্যে কৃষ্ণা গাভী, শ্বেত গাভী প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্তর্নিবিষ্ট; কিন্তু 'কৃষ্ণা গাভী বহু দুগ্ধবতী' বলিলে ইহা জ্ঞাত হইয়া থাকে যে, অন্যান্য গাভীগুলি অনেক দুগ্ধবতী নয়; সুতরাং বহুক্ষীরবত্ব ধর্মের দ্বারা কৃষ্ণা গাভীকে তদিতর গাভী হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। এইভাবে 'গচ্ছতাং গচ্ছৎসু বা ধাবন্ শীঘ্রতমঃ' ও 'ছাত্রাণাং ছাত্রেষু বা দেবদত্তঃ পটুঃ'—ইত্যাদিস্থলে 'শীঘ্রতমত্ব' ও 'পটুত্ব' ধর্মের দ্বারা অন্যান্য গতিশীল ব্যক্তি এবং ছাত্র হইতে ধাবমান ও দেবদত্তকে পৃথক করা হইয়াছে। যথাক্রমে—জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পৃথক্ করার উদাহরণ দেওয়া হইল। ॥ ৬৩৮ ॥

৬৩৯। **পঞ্চমী-বিভক্তে**। (২-৩-৪২)।

বিভাগো বিভক্তম্। নির্ধার্যমাণস্য যত্র ভেদ এব তত্র **পঞ্চমী** স্যাৎ। মাথুরাঃ পাটলীপুত্রকেভ্য আঢ্যতরাঃ ॥ ৬৩৯ ॥

অনুঃ—বিভক্তের অর্থ বিভাগ। যে স্থলে নির্ধার্যমাণের ভেদই থাকে, সেস্থলে নির্ধারণের অবধিবাচক শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 'মাথুরাঃ পাটলীপুত্রকেভ্য আঢ্যতরাঃ'—মথুরাদেশবাসী পাটলীপুত্রদেশবাসীদের অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী।

কাঃ—এই সূত্রটি ষষ্ঠী ও সপ্তমীর অপবাদ। ইহাতে পূর্ব সূত্রটির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। 'বি' পূর্বক 'ভজ্' ধাতুর শেষে ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'বিভক্ত' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ, বিভাগ অর্থাৎ ভেদ যে স্থলে নির্ধার্যমাণ অর্থাৎ যেটিকে পৃথক্ করা হয়, তাহাতে যদি নির্ধারণের অবধির অপেক্ষা ভেদের প্রতীতি হয়, সেইস্থলে নির্ধারণের অবধিতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়—ইহা সূত্রের অর্থ। কিন্তু 'নির্ধারণাবধির' ও 'নির্ধার্যমাণ'—এই দুইটিতে পরস্পরের ভেদ থাকেই। যেমন—'গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরাঃ' ইত্যাদিস্থলে নির্দ্ধারণের অবধি যে 'গো-সমুদায়' উহা হইতে

কৃষ্ণা গাভীর ভেদ থাকেই। সুতরাং পূর্ব সূত্র হইতে এই সূত্রের বিশেষ পার্থক্য কোথায় ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সেইজন্যই দীক্ষিত বৃত্তিতে 'ভেদ এব' বলিয়াছেন। অর্থাৎ নির্ধারণ মাত্রে ভেদ থাকিলেও সম্পূর্ণভাবে ভেদ থাকে না ; কিন্তু অভেদও থাকে। যে স্থলে উহাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা থাকে না ; কিন্তু ভেদই থাকে তাহাই এই সূত্রের বিষয়। যদি পূর্ব সূত্রের ন্যায় ভেদাভেদ স্থলেও এই সূত্রটি প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে এই সূত্রের 'বিভক্ত' গ্রহণের কোন সার্থকতা থাকিত না। বিভক্ত গ্রহণের সামর্থ্য বশতঃ যেস্থলে অভেদ থাকে না, কিন্তু সর্বথা ভেদই থাকে, সেই স্থলে পঞ্চমী-বিভক্তিই হয়। তাৎপর্য এই যে, বিশেষরূপে ভেদ থাকিলেও সামান্যরূপে অভেদ থাকে ; যেমন—'গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরাঃ'—ইত্যাদিক্ষেত্রে কৃষ্ণা গাভী—গো-সমুদায় হইতে ভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন নয়। গোত্ব জাতির আশ্রয়রূপে গো-সমুদায় ও কৃষ্ণা গাভী দুইটিই সমান ; কিন্তু কৃষ্ণা গাভীত্ব রূপে অন্যান্য গাভী হইতে অবশ্যই উহা অসমান বা ভিন্ন। গো-শব্দের দ্বারা সকল প্রকার গো-ব্যক্তির বোধ হইয়া থাকে, সুতরাং গো শব্দটি সামান্যবাচক এবং 'কৃষ্ণা গৌঃ', 'শ্বেত গৌঃ'—ইত্যাদি তদ্ তদ্ গুণবিশিষ্ট গো-ব্যক্তির উল্লেখ করিলে বিশেষ বিশেষ গো-ব্যক্তিরই বোধ হয়। কিন্তু বিশেষ গো-ব্যক্তিতেও 'গোত্ব' এই সামান্যটি অবশ্যই থাকে. সেইজন্য কৃষ্ণা গাভীতে গো-সামান্যের অভেদ এবং অন্যান্য গাভী বিশেষের ভেদ থাকায়, উহাতে সম্পূর্ণভাবে নির্দ্ধারণাবিধির ভেদ থাকে না। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে যাহা ভেদবিশিষ্ট উহাতে কেবল পঞ্চমী-বিভক্তির বিধান করার জন্য এই সূত্রটি রচিত হইয়াছে। 'মাথুরাঃ পাটলিপুত্রকেভ্য আঢ্যতরাঃ'—এই বাক্যের দ্বারা মথুরা দেশবাসীদের পাটলিপুত্র দেশবাসীদের অপেক্ষা সমৃদ্ধতর বলা হইয়াছে। ইহাতে নির্ধারণের অবধি হইল পাটলিপুত্রদেশবাসী এবং নির্ধার্যমাণ হইল মথুরা দেশবাসী, সমৃদ্ধতরত্ব ধর্মের দ্বারা পাটলিপুত্র দেশবাসী হইতে মথুরাদেশ-বাসীদের পৃথক্ করা হইয়াছে। পাটলিপুত্রদেশবাসী ও মথুরাদেশবাসী —এই দুইটি একেবারেই ভিন্ন। পাটলিপুত্রকত্ব ও মাথুরত্বের মধ্যে সামান্য-বিশেষ ভাব নাই। গো-সমুদায় ও কৃষ্ণা গাভী—এই দুইটি যেমন সামান্য বিশেষ, সেইরূপ সামান্য-বিশেষ নয়। পূর্ব সূত্রের বিষয়ে নির্ধারণের অবধি

সামান্য ও নির্ধার্যমাণ বিশেষ হইয়া থাকে, কিন্তু এই সূত্রের উদাহরণে কোনটিই সামান্য বা সাধারণ নয়, কিন্তু দুইটিই বিশেষ বা অসাধারণ।

প্রশ্ন হইতেপারে যে—প্রাণিরূপে দুইটিই সমান। পাটলিপুত্রবাসীও প্রাণী, এবং মথুরাদেশবাসীও প্রাণী, সুতরাং প্রাণিরূপে সমান এবং মথুরাবাসিত্বরূপে অসমান, এইভাবে সমান ও অসমান এবং অভিন্ন ও ভিন্ন বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে সম্পূর্ণভাবে ভেদ না থাকায় উক্তস্থলে এই সূত্রের প্রাপ্তি কি করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পাটলিপুত্রক ও মাথুর—এই দুইটি শব্দের দ্বারা পাটলিপুত্রকত্ব ও মাথুরত্ব—এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মেরই উপস্থিতি হয়; কিন্তু গো শব্দ ও কৃষ্ণাগো শব্দ দুইটির দ্বারা গোত্ব ও কৃষ্ণগোত্ব অর্থাৎ সাধারণ গাভী ও কৃষ্ণ গাভী এই দুইটির উপস্থিতি হইয়া থাকে। উক্ত দুইটিতেই সামান্য বিশেষ ধর্ম গৃহীত হয়। পাটলিপুত্রক শব্দের দ্বারা পাটলিপুত্র দেশবাসী ও মাথুর শব্দের দ্বারা মথুরা দেশবাসীর বোধ হয়। উহারা প্রাণী হইলেও উহাদের অন্তর্নিহিত প্রাণিত্বের, কোন শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয় নাই, সেইজন্য উহাদের সর্বথা ভিন্নরূপেই বোধ হয়; কিন্তু অভিন্নরূপে বোধ হয় না। ভাষ্যকার বুদ্ধিকল্পিত অপায় স্বীকার করিয়া উক্ত উদাহরণ বাক্যেও পাটলিপুত্রকশব্দে অপাদানে পঞ্চমী করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে এই সূত্রটিও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ৬৩৯ ॥

৬৪০। **সাধুনিপুণাভ্যামর্চায়াং সপ্তম্যপ্রতেঃ।** (২-৩-৪৩)

আভ্যাং যোগে সপ্তমীস্যাদর্চায়াম্, নতু প্রতেঃ প্রয়োগে। মাতরি সাধুর্নিপুণো বা। অর্চায়াং কিম্—নিপুণো রাজ্ঞো ভৃত্যঃ। ইহ তত্ত্বকথনে তাৎপর্যম্। 'অপ্রত্যাদিভিরিতি বক্তব্যম্' (বা ১৪৯৩)। সাধুর্নিপুণো বা মাতরং প্রতি পরি অনু বা॥ ৬৪০ ॥

অনুঃ—অর্চা বা প্রশংসা বুঝাইলে সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়, যদি প্রতি উপসর্গের প্রয়োগ না থাকে। 'মাতরি সাধুর্নিপুণো বা'—মাতার প্রতি সাধু, (বা সেবা নিপুণ)। অর্চা না বুঝাইলে হয় না।

'নিপুণো রাজ্ঞো ভৃত্যঃ'—রাজার ভৃত্য (কর্মে) নিপুণ। তত্ত্বকথনে ইহার তাৎপর্য।

১বা. প্রতি প্রভৃতির প্রয়োগ যদি না থাকে—এইরূপ বলা উচিত। 'সাধুর্নিপুণো বা মাতরং প্রতি, পরি, অনু, বা'—মাতার প্রতি, মাতার পরি, অথবা মাতার অনু সাধু অথবা নিপুণ।

কাঃ—নি পূবক 'পুণ কর্মণি শুভে'—এই ধাতুর শেষে **ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ** (৩-১-১৩৫) এই সূত্রানুসারে 'ক' প্রত্যয় করিয়া 'নিপুণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অর্চা' শব্দটি 'অর্চ পুজায়াম্' এই ভ্বাদিগণীয় ধাতুর শেষে **'গুরোশ্চ হলঃ'** (৩-৩-১০৩) সূত্রে 'অ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। চুরাদিগণীয় 'অর্চ্' ধাতুর শেষে **'ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্'** (৩-৩-১০৭) সূত্রানুসারে 'যুচ্' প্রত্যয় করিলে 'অর্চনা' পদ হইবে। 'সাধু' ও 'নিপুণ' শব্দের প্রয়োগে 'অর্চা' বুঝাইলে সপ্তমী-বিভক্ত হয়, যেমন 'রাজনি নিপুণো ভৃত্যঃ' ইত্যাদি। উক্ত বাক্যের দ্বারা প্রশংসা বুঝাইয়া থাকে। যদি তত্ত্ব কথনে তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে সপ্তমী হইবে না ; কিন্তু ষষ্ঠী-বিভক্তি হইবে ; যেমন—'রাজ্ঞো নিপুণো ভৃত্যঃ'। 'সাধু' শব্দের প্রয়োগে 'অর্চা' না বুঝাইলেও 'সাধ্বসাধু প্রয়োগে চ'—এই বার্তিকের দ্বারা সপ্তমী-বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে। যদি ভৃত্যের সহিত 'রাজ্ঞঃ' পদের অন্বয় করা হয়, তাহা হইলে 'সাধুর্ভৃত্যো রাজ্ঞঃ'—এইরূপ বাক্যও হইবে। রাজার ভৃত্য সাধু—এই বাক্যের দ্বারা ভৃত্যের সহিত রাজার অন্বয় হইলে 'প্রত্যাসত্তি' ন্যায়ানুসারে (প্রসঙ্গ বশতঃ) রাজার বিষয়েই উহার সাধুতা বুঝায়। কিন্তু উক্ত বাক্যের দ্বারা তাহা বুঝায় না। 'অর্চা' অর্থেও প্রতি যোগে যাহাতে সপ্তমী-বিভক্তি না হয় ; সেইজন্য এই সূত্রে সাধু শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে।

বার্তিককার 'প্রতি' শব্দের স্থলে প্রত্যাদি শব্দের যোগে নিষেধ বিধান করিয়াছেন। আদি শব্দের দ্বারা 'লক্ষণেত্থম্—' সূত্রে উল্লিখিত প্রতি, পরি, অনু—এই তিনটির গ্রহণ করাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া আচার্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ॥ ৬৪০ ॥

৬৪১। **প্রসিতোৎসুকাভ্যাং তৃতীয়া চ**। (২-৩-৪৪)।

আভ্যাং যোগে তৃতীয়া স্যাৎ চাৎ সপ্তমী। প্রসিত উৎসুকো বা হরিণা হরৌ বা ॥ ৬৪১ ॥

অনুঃ—'প্রসিত' ও 'উৎসুক' শব্দের যোগ থাকিলে তৃতীয়া ও সপ্তমী দুইটি বিভক্তিই হয়। 'প্রসিত উৎসুকো বা হরিণা হরৌ বা'—হরিসেবায় উৎকণ্ঠিত।

কাঃ—'প্রসিত' শব্দের অর্থ দুইটি। একটি রূঢ় ও অপরটি যৌগিক। 'তৎপরে প্রসিতাসক্তৌ'—অমরসিংহের এই উক্তির দ্বারা প্রসিত শব্দটি 'তৎপর' অর্থে রূঢ় এবং 'প্রকৃষ্টঃসিতঃ', 'উৎকৃষ্ট শুক্ল'—এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা অত্যন্ত শুক্ল অর্থে উহা যৌগিক। এস্থলে উৎসুক শব্দের সাহচর্যবশতঃ তৎপরার্থক প্রসিত শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে। 'যোগাৎ রুঢির্বলীয়সী'—ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের অপেক্ষা রূঢ় অর্থ বলবতী। এই নিয়মানুসারেও প্রকৃষ্ট শুক্লার্থক প্রসিত শব্দের গ্রহণ করা হয় নাই। সুতরাং 'প্রকৃষ্টসিতঃ'—এই অর্থে প্রসিত শব্দের যোগে এই সূত্রটি প্রবৃত্ত হয় না। ইহা ষষ্ঠী-বিভক্তির অপবাদ।

কাশিকাকার ব্যুৎপত্তি অনুসারেও 'প্রসিত' শব্দের 'প্রসক্ত' অর্থ করিয়াছেন; 'ষিঞ্ বন্ধনে'—ধাতুর শেষে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'সিতঃ' পদটির সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং 'প্রকৃষ্টঃ সিতঃ' অর্থাৎ অত্যন্ত আবদ্ধ। কোন বস্তুতে অত্যন্ত আবদ্ধ থাকিলে তাহাকে প্রসক্ত বলা চলে, সুতরাং 'কেশেষু কেশৈর্বা প্রসিতঃ'—অর্থাৎ কেশ বিন্যাসে প্রসক্ত বা নিত্যই তাহাতে আবদ্ধ। ॥ ৬৪১ ॥

৬৪২। **নক্ষত্রে চ লুপি**। (২-৩-৪৫)।

নক্ষত্রে প্রকৃত্যর্থে যো লুপ্ সংজ্ঞয়া লুপ্যমানস্য প্রত্যয়স্যার্থস্তত্র বর্তমানাত্ তৃতীয়া সপ্তম্যৌ স্তোঽধিকরণে। 'মূলেনাবাহয়েদ্দেবীং শ্রবণেন বিসর্জয়েৎ'। 'মূলে শ্রবণে' ইতি বা। লুপি কিম্—পুষ্যে শনিঃ ॥ ৬৪২ ॥

অনুঃ—প্রকৃতির অর্থ নক্ষত্র বুঝাইলে 'লুপ্' সংজ্ঞার দ্বারা যে প্রত্যয়ের লোপ হয়, প্রতীয়মান সেই প্রত্যয়ার্থের বাচক শব্দে অধিকরণে তৃতীয়া ও সপ্তমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। 'মূলেনাবাহয়েদ্দেবীং শ্রবণেন বিসর্জয়েৎ, মূলে শ্রবণে বা'—মূলা নক্ষত্র যুক্ত সময়ে দেবীর আবাহন এবং শ্রবণা নক্ষত্র-যুক্ত সময়ে বিসর্জন করিবে। 'লুপ্' সংজ্ঞার দ্বারা লোপ না হওয়ার ফলে * 'পুষ্যে শনিঃ'।

কাঃ—সূত্রের 'নক্ষত্রে' পদের পরে 'প্রকৃত্যর্থে সতি'—এই বাক্যটির অধ্যাহার করিতে হইবে এবং 'লুপ্' সংজ্ঞার দ্বারা যাহার লোপ হইয়াছে এইরূপ প্রত্যয়েব অর্থ লক্ষিত হুইয়াছে, এই আশয়ে বৃত্তিকার দীক্ষিত বলিয়াছেন—'নক্ষত্রে প্রকৃত্যর্থে'—ইত্যাদি। '**সপ্তম্যধিকরণে চ**' (২-৩-৩৬) সূত্র হইতে 'মণ্ডূকপ্লুতি' অনুসারে 'অধিকরণে' পদের অনুবৃত্তি করা হয়। যদি 'অধিকরণে' পদের অনুবর্তন না করা হইত, তাহা হইলে সকল প্রকার বিভক্তির অপবাদ রূপে বাধক হইয়া যাইত ; ফলে 'অদ্য পুষ্যঃ', 'অদ্যমঘা', 'পুষ্যং প্রতীক্ষতে',—ইত্যাদি প্রয়োগের সিদ্ধি হইত না। 'মূলেনাবাহয়েৎ' —এই প্রয়োগে 'মূলানক্ষত্রেণ যুক্ত কালঃ'—মূলা নক্ষত্রযুক্ত কাল অর্থে '**নক্ষত্রেণ যুক্ত কালঃ**' (৪-২-৩) সূত্রের দ্বারা নক্ষত্র বাচক 'মূলা' শব্দের শেষে 'অণ্' প্রত্যয় এবং '**লুববিশেষে**' (৪-২-৪) সূত্রানুসারে উহার 'লুপ্' সংজ্ঞার দ্বারা লোপ করিয়া 'মূল' শব্দটির সিদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ 'শ্রবণ' এই নক্ষত্র বাচক শব্দের শেষে 'শ্রবণেন নক্ষত্রেণ যুক্ত কালঃ'—শ্রবণ নক্ষত্রের দ্বারা যুক্ত কাল এই অর্থে 'অণ্' প্রত্যয় এবং উহার 'লুববিশেষে' অনুসারে 'লুপ্' সংজ্ঞার দ্বারা লোপ করিলে 'শ্রবণ' শব্দের সিদ্ধি হইয়া থাকে। নক্ষত্রবাচক 'শ্রবণ' শব্দটি পুংলিঙ্গ। 'কৃত্তিকা শ্রবণঃ পুষ্যঃ'—অমর কোষের এই বচনে পুংলিঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকৃত্যর্থ যদি নক্ষত্র না হয়, তাহা হইলে তৃতীয়া হইবে না ; কিন্তু অধিকরণে কেবল সপ্তমী-বিভক্তিই হইবে। যেমন 'পঞ্চালানাং নিবাসো

* এস্থলে নক্ষত্রযুক্তকাল অর্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া লোপ করা হয় নাই ; কিন্তু সামীপ্য অর্থে ঔপশ্লেষিক অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি করা হইয়াছে (দ্রষ্টব্য—ন্যাস)

জনপদঃ'—পঞ্চালদের নিবাস স্বরূপ জনপদ—এই অর্থে পঞ্চাল শব্দের শেষে নিবাস অর্থে 'অন্' প্রত্যয় এবং 'জনপদেষু লুপ্' (৪-২-২১) সূত্রানুসারে উহার 'লুপ্' শব্দের দ্বারা লোপ করিয়া প্রথমার বহুবচনে 'পঞ্চালাঃ' হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে 'পঞ্চালেষু তিষ্ঠতি' কেবল সপ্তমী-বিভক্তিই হইবে। ৬৪২ ॥

৬৪৩। **সপ্তমী পঞ্চম্যৌ কারক মধ্যে।** (২-৩-৭)।

শক্তিদ্বয়মধ্যে যৌ কালাধ্বানৌ আভ্যামেতে স্তঃ। অদ্য ভুক্ত্বায়ং দ্ব্যহে দ্ব্যহাদ্বা ভোক্তা। কর্তৃশক্ত্যোর্মধ্যেঽয়ং কালঃ। ইহস্থোঽয়ং ক্রোশে ক্রোশাদ্বা লক্ষ্যং বিধ্যেৎ। কর্তৃকর্মশক্ত্যোর্মধ্যেঽয়ং দেশ। অধিকশব্দেন যোগে সপ্তমী পঞ্চম্যাবিষ্যেতে। 'তদস্মিন্নধিকম্' (সূ. ১৮৪৬) ইতি 'যস্মাদধিকম্' (সূ. ৬৪৫) ইতি চ সূত্র নির্দেশাৎ। লোকে লোকাদ্বা অধিকো হরিঃ ॥ ৬৪৩ ॥

অনু ঃ—দুইটি শক্তির মধ্যবর্তী যে কোন কাল ও অধ্বা তদ্বাচক শব্দে সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে। 'অদ্য ভুক্ত্বায়ং দ্ব্যহে দ্ব্যহাদ্বা ভোক্তা' —এই (ব্যক্তি) আজ আহার করিয়া দুইদিন পরে আহার করিবে। এইস্থলে দুইটি কর্তৃশক্তির মধ্যে এই কাল রহিয়াছে। 'ইহস্থোঽয়ং ক্রোশে ক্রোশাদ্বা লক্ষ্যং বিধ্যেৎ'—এই (ব্যক্তি) এইস্থানে থাকিয়া একক্রোশ দূরে স্থিত লক্ষ্য বিদ্ধ করে। কর্তৃশক্তি ও কর্মশক্তির মধ্যে নিয়ত পরিমাণ বিশিষ্ট পথ রহিয়াছে।

'তদস্মিন্নধিকম্' (৪-২-৪৫) ও 'যস্মাদধিকম্' (২-৩-৯) সূত্রের নির্দেশানুসারে অধিক শব্দের যোগ থাকিলে সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তি হওয়া অভিপ্রেত। 'লোকে লোকাদ্বা অধিকো হরিঃ'—সকল লোকের অপেক্ষা ভগবান অধিক।

কাঃ—ইহাতে '**কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে**' (২-৩-৫) সূত্র হইতে 'কালাধ্বনোঃ' পদের অনুবর্তন করা হইয়াছে। উক্ত পদটি সেখানে ষষ্ঠ্যন্ত হইলেও এস্থলে পঞ্চম্যন্ত রূপে উহার বিপরিণাম করা হয়; সেইজন্যই বৃত্তিতে 'তাভ্যামেতে স্তঃ'—এইরূপ বলা হইয়াছে। মধ্যের অবধিদ্বয়ের সাপেক্ষতা থাকে, কোন বস্তু যদি মধ্যবর্তী হয়, তাহা হইলে উহার দুইটির মধ্যবর্তী

হওয়া স্বাভাবিক। এই কারণেই 'কারকমধ্যে'—এই পদটির দ্বিবচনের সহিত সমাস হইবে। 'কারকয়োর্মধ্যে'—এইরূপ, অর্থাৎ যাহা দুইটি কারকের মধ্যবর্তী থাকে। অনুবর্তিত কাল ও অধ্বার বিশেষণ হইল মধ্যে পদ। কাল শব্দের দ্বারা মাস, দিবস প্রভৃতি কালবিশেষ বাচক শব্দ গৃহীত হয়, এবং 'অধ্বা' পদের দ্বারা নিয়ত পরিমাণ বিশিষ্ট অধ্ববাচক শব্দ— ক্রোশ প্রভৃতির গ্রহণ করা হয়। কাল ও অধ্বার সহিত সপ্তমী ও পঞ্চমীর যথাক্রমে অন্বয় হয় না; কিন্তু দুইটি কারকের মধ্যস্থিত কাল-বাচক ও অধ্ববাচক শব্দে উপরি উক্ত দুইটি বিভক্তিই বিহিত হইয়াছে। 'কারক' শব্দের দ্বারা এস্থলে দ্রব্য অভিপ্রেত নয়, যদি দ্রব্যই কারক হয়, তাহা হইলে ইহস্থোঽয়ম্ (ইষুঃ) ক্রোশে ক্রোশাদ্বা লক্ষ্যং বিধ্যেৎ'—ইত্যাদি ক্ষেত্রেই দুই কারকের মধ্যবর্তী হওয়া সম্ভব। সেইস্থলে কর্তৃকারক ও কর্মকারক এই দুইটির মধ্যে স্থিত ক্রোশরূপ অধ্বা, সুতরাং উহাতে সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তি হইতে পারে। কিন্তু 'অদ্য ভুক্ত্বায়ং দ্ব্যহে দ্ব্যহাদ্ বা ভোক্তা' ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটিই কর্তৃ-কারক। এক ব্যক্তিই আজ আহার করিয়া দুইদিন পরে আহার করিবে। এই বাক্যে প্রতিপাদ্য ভোজন কর্তা একই ব্যক্তি। **'সমান কর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে'** (৩-৪-২১) সূত্রানুসারে একই কর্তার পূর্বকালে 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে। কর্তৃভেদে 'ক্ত্বা' প্রত্যয়েরই উপপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আজ আহার করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই দুইদিন পরে আহার করিবে—এইরূপ অবস্থায় ভোজন কর্তা এক, এবং একের মধ্যবর্তিতার কল্পনা করা একেবারেই সম্ভব নয়। এইজন্য কারক শব্দের দ্বারা শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। শক্তিই কারক; কিন্তু শক্তির আশ্রয় দ্রব্য কারক নয়। 'অদ্য ভুক্ত্বায়ং দ্ব্যহে দ্ব্যহাদ্ বা ভোক্তা' ইত্যাদি স্থলে কর্তৃত্ব শক্তি দুইটি। শক্তি অতীন্দ্রিয় পদার্থ, উহার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়; কিন্তু ক্রিয়ার দ্বারা শক্তির অনুমান করা হয়। শক্তি ব্যতীত ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া ক্রিয়ার দ্বারা শক্তি অনুমিত হইয়া থাকে। ক্রিয়া ভেদের দ্বারা শক্তিভেদ হয়। উক্ত উদাহরণ বাক্যে ভোজন ক্রিয়া একটি হইলেও কালভেদে ক্রিয়ারও ভেদ হইয়া থাকে। অদ্যতন ভোজন-ক্রিয়া নিরূপিত কর্তৃত্ব শক্তি ও দিবসদ্বয় পরবর্তিদিন-নিরূপিত কর্তৃত্ব শক্তি—দুইটি ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং দুইটি কর্তৃত্ব শক্তির অন্তরালে স্থিত দ্ব্যহ, এই কালবাচক শব্দে পর্যায়-

ক্রমে সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তি হইতে কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না। এইজন্যই বৃত্তিতে দীক্ষিত বলিয়াছেন—'শক্তিদ্বয় মধ্যে'। পূর্বোক্ত উদাহরণে 'দ্ব্যহ' ও 'ক্রোশ' শব্দে 'শেষে ষষ্ঠী' অনুসারে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু এই সূত্রটি তাহার অপবাদ রূপে বাধক। স্থানান্তরা বৃত্তিত্ব কালান্তর বৃত্তিত্ব প্রভৃতি বিভক্তির অর্থ।

'অধিক' শব্দের যোগে কোন্ বিভক্তি হইবে? 'অধিক' শব্দটি অধ্যারূঢ় অর্থে নিপাতিত হইয়াছে। **'অধিকম্'** (৫-২-৭৩) সূত্রানুসারে 'অধ্যারূঢ়' শব্দের শেষে 'কন্' প্রত্যয় এবং 'আরূঢ়' এই উত্তর পদটির লোপ নিপাতন করা হইয়াছে। সুতবাং 'অধ্যারূঢ' শব্দটির সমানার্থক শব্দ 'অধিক' শব্দটি। 'অধ্যারূঢ' শব্দটি 'অধি' ও 'আঙ্' পূর্বক 'রুহ্' ধাতুর উত্তর কর্তায় অথবা কর্মে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে। **গত্যর্থাকর্মকশ্লিষশীঙ্-স্থাসবসজনরুহ জীর্যতিভ্যশ্চ'** (৩-৪-৭২) সূত্রানুসারে কর্তায় 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া'অধ্যারূঢ' শব্দটির সিদ্ধি হইলে কর্তা অভিহিত, কিন্তু কর্ম অনভিহিত। সুতবাং 'গ্রামং গতঃ' ইত্যাদির ন্যায় 'অধ্যারূঢ' শব্দেব প্রয়োগেও 'বৃক্ষমধ্যারূঢঃ' 'অধ্যারূঢো দ্রোণঃ খারীম্' প্রভৃতি স্থলে কর্মে দ্বিতীয়া হইয়া থাকে। কর্তায় 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত অধ্যারূঢ শব্দের সমানার্থক 'অধিক' শব্দের প্রয়োগেও 'খারীমধিকো দ্রোণঃ', 'লোকমধিকো হরিঃ' ইত্যাদি রূপে 'খারী', 'লোক' প্রভৃতি কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল। নাগেশের মতে খারী, লোক প্রভৃতি শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু উহাতে দুইটি সূত্রের নিদেশের দ্বারা দুইটি বিভক্তি জ্ঞাপিত হইয়াছে। 'তদস্মিন্নধিকম্' (সূ. ১৮৪৩) ও 'যস্মাদধিকম্' (সূ. ৬৬৫) এই দুইটি সূত্রে অধিক শব্দেব যোগে যথাক্রমে সপ্তমী ও পঞ্চমী করা হইয়াছে। সূত্রকারের উক্ত দুইটি নির্দেশের দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হয় যে, অধিক শব্দের যোগে সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে। ফলে 'খার্য্যামধিকো দ্রোণঃ', 'খার্য্যা অধিকো দ্রোণঃ'—খারীর অপেক্ষা দ্রোণ অধিক। 'লোকে লোকাদ্বা অধিকো হরিঃ',—লোকের অপেক্ষা ভগবান্ অধিক। ইত্যাদি প্রয়োগে খারী, লোক প্রভৃতি শব্দে সপ্তমী ও পঞ্চমী দুইটি বিভক্তিই হইয়াছে।

কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত 'অধ্যারূঢ়' শব্দের সমানার্থক 'অধিক' শব্দ

হইলে, কর্ম উক্ত হওয়ায় উহাতে প্রথমা এবং কর্তা অনুক্ত হওয়ায় উহাতে তৃতীয়া হইয়া থাকে। ফলে 'অধিকো খারী দ্রোণেন', 'অধিকো লোকো হরিণা' ইত্যাদি প্রয়োগ ও শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ॥ ৬৪৩ ॥

৬৪৪। **অধিরীশ্বরে।** (১-৪-৯৭)।

স্বস্বামি সম্বন্ধে অধিঃকর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞঃ স্যাৎ ॥ ৬৪৪ ॥

অনুঃ—স্ব-স্বামি ভাব সম্বন্ধ দ্যোত্য হইলে অধির কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। ॥ ৬৪৪ ॥ *

৬৪৫। **যস্মাদধিকং যস্য চেশ্বর বচনং তত্র সপ্তমী।**

(২-৩-৯)।

অত্র কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে সপ্তমী স্যাৎ। উপপরার্ধে হরে র্গুণাঃ। পরার্ধাদধিকা ইত্যর্থঃ। ঐশ্বর্যে তু স্বস্বামিভ্যাং পর্যায়েণ সপ্তমী। অধি ভুবি রামঃ। অধি রামে ভূঃ। 'সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ' (সূ ৭১৭) ইতি সমাসপক্ষে তু রামাধীনা। 'অষডক্ষ' (সূ. ২০৭৯) ইত্যাদিনা খঃ ॥ ৬৪৫ ॥

অনুঃ—যাহার অপেক্ষা আধিক্য প্রকাশ পায়, যাহাতে স্বামিত্ব অথবা যাহার সম্বন্ধে স্বামিত্ব উক্ত হয়, তাহাতে কর্মপ্রবচনীয় যুক্ত থাকিলে সপ্তমী-বিভক্তি হইয়া থাকে। 'উপপরার্ধে হরের্গুণাঃ'—ভগবানে পরার্ধের অধিক গুণ আছে—ইহাই তাৎপর্য। ঐশ্বর্য বুঝাইলে, স্বত্ব বাচক ও স্বামিবাচক উভয় শব্দেই পর্যায়ক্রমে সপ্তমী বিভক্তি হইবে। 'অধিভুবি রামঃ'—ভূমির স্বামী রাম। 'অধি রামে ভূঃ'—রামের সত্ব ভূমি। কিন্তু 'সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ' —এই সূত্রের দ্বারা সমাস হইলে 'রামাধীনা' হইবে। ইহাতে 'অষডক্ষ'— (সূ. ২০৭৯) সূত্রানুসারে 'খ' প্রত্যয় হইয়া থাকে।

কাঃ—'যস্মাদধিকম্'—(৬৪৫) সূত্রানুসরে সপ্তমী বিভক্তি বিহিত

---

* বৃত্তির অনুসারে উহার উদাহরণ পরবর্তী সূত্রে আলোচিত হইয়াছে।

হইয়াছে। ইহাতে দুইটি বাক্য আছে। (১) 'যস্মাদধিকম্' ও (২) 'যস্য-চেশ্বর বচনম্'। যাহার অপেক্ষা আধিক্য প্রকাশ পায়, উহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়—ইহা প্রথম বাক্যের অর্থ। 'উপোঽধিকে চ' এই সূত্রানুসারে ন্যূনাধিক্য রূপ সম্বন্ধ দ্যোতিত হইলে 'উপ' শব্দের কর্মপ্রবচনীয়-সংজ্ঞা বোধিত হওযাব ফলে 'উপপরার্ধে হরেগুর্ণা' এই বাক্যে পরার্ধ সংখ্যার অপেক্ষা ভগবানের গুণের অধিক সংখ্যা প্রকাশ পাওয়ায় 'পরার্ধ'—এই হীনতা দ্যোতক শব্দে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। এইরূপ 'উপখার্য্যাং দ্রোণঃ'—এই বাক্যে খারীর অপেক্ষা দ্রোণেব আধিক্য প্রকাশ পাওয়ায় 'খারী' শব্দে সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে।

'যস্য চেশ্বব বচনম্'—এই দ্বিতীয় বাক্যে যদি 'যস্য' পদের দ্বাবা স্বত্ব নির্দিষ্ট হয় এবং ঈশ্বব শব্দটির দ্বারা স্বামী বা প্রভু—এই ধর্মীব নির্দেশ কবা হয় তাহা হইলে যে সত্বের সম্বন্ধে ঈশ্বব বা স্বামী বোধিত হয়—সেই সত্ব বাচক শব্দে সপ্তমী-বিভক্তি হয়—এই এক পকার সূত্রার্থ হইবে। এবং সূত্রস্থ ঈশ্বর শব্দটি যদি ভাবপ্রধান নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের অর্থ ঈশ্বরত্ব, তাহা হইলে 'যদ্বৃত্তি ঈশ্বরত্বমুচ্যতে'—যাহাতে ঈশ্বরত্ব বা স্বামিত্ব বোধিত হয়, তাহাতে সপ্তমী হয়—এইরূপ দ্বিতীয় প্রকার সূত্রার্থ হইবে। উক্ত দুইটি অর্থই সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া গণ্য হইযা থাকে। সূত্রের প্রথম অর্থে স্বত্ব-বাচক শব্দে এবং দ্বিতীয় অর্থে স্বামি-বাচক শব্দে পর্যায়ক্রমে সপ্তমী-বিভক্তি হইবে। যদি সত্বের সম্বন্ধ বোধ করাইরার ইচ্ছা থাকে, তখন সত্ব-বাচক শব্দে এবং স্বামিত্বেব সম্বন্ধ বোধ করাইবার ইচ্ছা থাকে, তখন স্বামি-বাচক শব্দে সপ্তমী-বিভক্তি হয়।

কর্মপ্রবচনীয় বিভক্তির দ্বারা শেষে ষষ্ঠীর বাধ হইয়া থাকে, সুতরাং সম্বন্ধ অর্থেই কর্মপ্রবচনীয় বিভক্তি হয়। সমান বিষয়েই বাধ্য-বাধক হওয়া যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ অর্থাৎ উহার দুইটিতে থাকার স্বভাব হইলেও সম্বন্ধ বোধিকা বিভক্তি বিশেষণ বাচক শব্দেই যুক্ত হয়; কিন্তু বিশেষ্য বাচক শব্দে প্রথমা বিভক্তিই হইয়া থাকে। যাহা বিশেষণ রূপে অভিপ্রেত, উহাতেই উক্ত বিভক্তি হইবে। কিন্তু দুইটিতে যুগপৎ উক্ত বিভক্তি হইতে পারে না। সেইজন্যই দীক্ষিত বলিয়াছেন—ঐশ্বর্যে তু স্ব-স্বামিভ্যাং পর্য্যায়েন সপ্তমী'—ঐশ্বর্য অর্থে স্ব ও স্বামী দুইটিতে পর্যায়ক্রমে

সপ্তমী বিভক্তি হয় ; যেমন 'অধি ভুবি রামঃ'—এই ক্ষেত্রে অধি ঈশ্বরের বোধক এবং সপ্তমীর অর্থ সম্বন্ধ, সুতরাং ভূ-নিরূপিত স্বামিত্ববান্ রাম —ভূমির স্বামী রাম, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। 'অধিরামে ভূঃ' এই ক্ষেত্রে অধি-স্বত্বের বোধক এবং সপ্তমীর অর্থ সম্বন্ধ ; সুতরাং ভূমি রামের স্বত্ব স্বরূপ রাম-নিরূপিত স্বত্ববতী ভূমি—এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। প্রথম বাক্যের দ্বারা স্বত্ব- বাচক শব্দে এবং দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা স্বামী-বাচক শব্দে সপ্তমী হইয়াছে।

'অধি' শব্দের শৌণ্ডাদিগণে পাঠ থাকায়, অধি শব্দের সহিত 'রামে' এই সপ্তমীপদের সমাস হওয়ার পরে **'সুপোধাতুপ্রতিপদিকয়োঃ'** (২-৪-৭১) সূত্রানুসারে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইলে 'রামাধি' শব্দ সিদ্ধ হয়, সেই 'রামাধি' শব্দের শেষে **'অষডক্ষাশিত গ্বলংকর্মালংপুরুষাধ্যুত্তর-পদাৎখঃ'** (৫-৪-৭) সূত্রানুসারে 'খ' প্রত্যয় এবং **'আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ'** (৭-১-২) সূত্রের দ্বারা উহার স্থানে 'ঈনা'দেশ করিলে 'রামাধীন' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পরে 'ভূঃ' এই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ করিলে উহার শেষে **অজাদ্যতষ্টাপ্** (৪-১-৪) সূত্রে 'টাপ্' করিয়া 'রামাধীন+আ' এইরূপ অবস্থায় দীর্ঘ করিলে 'রামাধীনাভূঃ' বাক্যটির সিদ্ধি হয়। যদি বিভক্ত্যর্থে **'অব্যয়ং বিভক্তি সমীপ'**—(২-১-৬) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা অব্যয়ীভাব সমাস করা হয়,—তাহা হইলে 'রামাধীনম্' হইবে। ৬৪৫ ॥

৬৪৬। **বিভাষা কৃঞি**। (১-৪-৯৮)।

অধিঃ করোতৌ প্রাক্‌সংজ্ঞো বা স্যাদীশ্বরেঽর্থে। যদত্র মামধিকরিষ্যতি। বিনিযোক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। ইহ বিনিযোক্তুরীশ্বরত্বং গম্যতে। অগতিত্বাৎ 'তিঙি চোদাত্তবতি' (সূ. ৩৯৭৮) ইতি নিঘাতো ন ॥ ইতি সপ্তমী-বিভক্তিঃ ॥ ৬৪৬ ॥

॥ ইতি কারক প্রকরণম্ ॥

অনুঃ—ঈশ্বর অর্থ বুঝাইলে 'কৃঞ্' ধাতুর যোগে 'অধি' শব্দের 'কর্ম-প্রবচনীয়' সংজ্ঞা বিকল্পে হয়। 'যদত্র মামধিকরিষ্যতি'—এস্থলে আমাকে অধিকার দিবেন—অর্থাৎ আমায় বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করিবেন। এক্ষেত্রে

বিনিযোগ কর্তার ঈশ্বরত্ব বা প্রভুত্ব অবগত হইতেছে। 'গতি' সংজ্ঞার অভাব থাকায় 'তিঙিচোদাত্তবতি' (৩৯৭৮) ইহার দ্বারা নিঘাত বা অনুদাত্ত হইল না। সপ্তমী সমাপ্ত।

কাঃ—এই সূত্রে **'অধিরীশ্বরে'** (১-৪-৯৭) হইতে 'অধি' ও ঈশ্বরে' এই দুইটি পদের অনুবর্তন করা হইয়াছে এবং **'কর্মপ্রবচনীয়াঃ'** (১-৪-৮৩) সূত্রের অধিকার আসিতেছে। ফলে 'ঈশ্বরত্ব' বা 'স্ব-স্বামিভাব' সম্বন্ধ বুঝাইলে 'কৃঞ্' যুক্ত 'অধি' শব্দের বিকল্পে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হয়—এইরূপ সূত্রার্থ হইয়া থাকে। 'যদত্রমামধিকরিষ্যতি' উদাহরণ এই বাক্যে 'করিষ্যতি' এই লৃট্-ল-কারের 'কৃঞ্' ধাতুর রূপ। উহার পূর্ববর্তী 'অধি' শব্দটির এই সূত্রানুসারে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা হইয়াছে। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞার ফল কি? যদি বলা যায় অধি'র 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞার ফল **'কর্মপ্রবচনীয় যুক্তে দ্বিতীয়া'** (২-৩-৮) এই সূত্রানুসারে 'কর্মপ্রবচনীয়' যোগে 'মাম্' ইহাতে দ্বিতীয়া-বিভক্তি করা স্বীকৃত হয়, তাহা ঠিক নয়। যেহেতু মাম্' পদটি 'অধিকরিষ্যতি' ক্রিয়ার কর্ম, সেইহেতু উহাতে **'কর্মণি দ্বিতীয়া'** (২-৩-২) অনুসারেই দ্বিতীয়া-বিভক্তি হইতে পারে; সুতরাং এস্থলে উপরি উক্ত সংজ্ঞার ফল দ্বিতীয়া বিভক্তি করা, ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে উহার ফল কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে দীক্ষিত বৃত্তিতে নিজেই বলিয়াছেন যে 'অগতিত্বাৎ তিঙি-চোদাত্তবতি ইতি নিঘাতোন' গতি সংজ্ঞার অভাব নিবন্ধন উক্ত বাক্যে 'অধি' শব্দের 'নিঘাত' বা 'অনুদাত্ত' হয় না। তাৎপর্য এই যে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞার উদ্দেশ্য বা ফল কেবল উহার যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি করাই নয়, কিন্তু 'গতি' ও 'উপসর্গ' সংজ্ঞার বাধ করাও উহার ফল। এস্থলে উহার দ্বারা 'গতি' সংজ্ঞাকে বাধ করা হইয়াছে। ফলে **'তিঙি চোদাত্তবতি'** (৮-১-৭১) সূত্রানুসারে 'করিষ্যতি' এই উদাত্তযুক্ত তিঙন্তের পূর্ববর্তী 'অধি' শব্দের 'নিঘাত' বা 'অনুদাত্ত' হইল না। 'করিষ্যতি' পদটি 'কৃ' ধাতুর শেষে লৃট্ ল-কারে, প্রথম পুরুষের একবচনে 'তিপ্' প্রত্যয় হইলে **'স্যতাসী লৃলুটোঃ'** (৩-১-৩৩) সূত্রানুসারে মধ্যে 'স্য' বিকরণ প্রত্যয় আসিয়া থাকে। **'আদ্যুদাত্তশ্চ'** (৩-১-৩) সূত্রানুসারে উহার উদাত্তস্বর হইলে 'করিষ্যতি' পদটি উদাত্তযুক্ত তিঙন্ত পদ, সুতরাং উহার পূর্ববর্তী 'অধি' এই 'গতি'

সংজ্ঞক শব্দের উপরিউদ্ধৃত সূত্রানুসারে নিঘাতের প্রসক্তি ছিল, কিন্তু ইহার দ্বারা গতি সংজ্ঞা বাধিত হওয়ার ফলে তাহা হইল না।

উক্ত সূত্রানুসারে উদাত্তযুক্ত তিঙন্ত পদের পূর্ববর্তী 'গতি' সংজ্ঞক শব্দের নিঘাত বিহিত হইয়া থাকে। যদি এই সূত্রানুসারে 'কৃঞ্' ধাতু যুক্ত 'অধি'র 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা করা হয়, তাহা হইলে এই সংজ্ঞার দ্বারা গতি সংজ্ঞা বাধিত হওয়ায় উক্ত বাক্যে 'অধি'র গতি সংজ্ঞা না থাকার ফলে নিঘাত হইতে পারে না ; কিন্তু **'উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্'** (৮১) এই ফিট্ * সূত্রানুসারে উহার উদাত্ত স্বর হইয়া থাকে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে উক্ত বাক্যে 'মাম্' এই অতিঙন্ত পদের পরবর্তী 'অধিকরিষ্যতি' এই তিঙন্ত পদটির **'তিঙঙতিঙ'** (৮-১-২৮) সূত্রানুসারে নিঘাত হইয়া যাইবে, সুতরাং 'অধি' শব্দের 'গতি' সংজ্ঞা হইলেও উহার পৃথগ্ ভাবে নিঘাত সংজ্ঞার প্রাপ্তিই নাই ; ফলে উহার 'গতি' সংজ্ঞা নিবন্ধন নিঘাত হওয়া ফল ইহা বলা চলে না ; তাহা হইলে এস্থলে উক্ত সংজ্ঞার ফল কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে উক্ত বাক্যে 'যৎ' শব্দের প্রয়োগ থাকায় উপরি উদ্ধৃত সূত্রানুসারে তিঙন্ত পদের নিঘাত বা সর্বানুদাত্তত্ব হইতেই পারে না। কারণ **'নিপাতৈর্যদ্ যদি'** (৮-১-৩০) সূত্রানুসারে 'যৎ' শব্দ প্রযুক্ত 'তিঙন্ত' পদের নিঘাত নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে 'অধি' শব্দের গতি সংজ্ঞা প্রযুক্ত 'নিঘাত' না হইয়া, উদাত্তস্বর যাহাতে হয়, সেইজন্যই উহার 'কৃঞ্' ধাতুর যোগে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা করা হইয়াছে। ৬৪৬॥

ইতি সাগ্ন্যালোপাহ্বেন ব্যাকরণাচার্যেণাযোধ্যানাথ শাস্ত্রিণা বঙ্গভাষায়াং বিরচিতায়াং কাদম্বিনী ব্যাখ্যায়াং কারকপ্রকরণম্ সমাপ্তম্।

---

* শান্তনবাচার্যকৃত স্বরবিধানসূত্র 'ফিট্ সূত্র' বলিয়া পরিচিত।

"শুদ্ধিপত্র"

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৮	শক্যার্থ	শক্যার্থের
১১	৩	সাহচর্থ	সাহচর্যবশতঃ
১৮	৩০	নিঘাত	নিঘাত প্রভৃতি
১৯	৪ (ফু. ন.)	অধক	অধিক
২৪	৫ (ফু. ন.)	পূর্ববর্তিতং	পূর্ববর্তিত্বং
৩০	২ („)	ওস্থলে	এস্থলে
৩০	৩ („)	ব্যবহৃত	ব্যবহৃত বাক্যে
৪০	২২	ওদনং	ওদনঃ
৪৪	১	বিষং ভুঙ্‌ক্তে	ওদনং ভুঞ্জানো বিষং ভুঙ্‌ক্তে
৪৪	৫	বিষ খাইতেছে	ভাত খাইতে খাইতে বিষ খাইতেছে
৪৮	১৩	প্রয়োজন	প্রযোজ্য
৫০	১৮	সম্বঙ্কমান	সম্বধ্যমান
৬৪	২৩	খঞ্‌	ঘঞ্‌
৬৭	৯	মাসঃ	মাসম্‌
৮৯	৯	উৎপাদন	উচ্চারণ
৯৪	১৬	বাদয়তি	বদতি
৯৪	২৬	গুরুঃ দেবদত্তম্‌	গুরুং দেবদত্তঃ
৯৫	৫	'ব'	বদতে
৯৯	১১	আশিগণে	অদাদিগণে
৯৯	১২	'আদি…'	'অদি…'
১ ২	১০	পদান্তরত্ব	পদান্তত্ব
১০৭	৯	অতিধারক	অভিধায়ক
১১৪	১৭	বিধির	উক্তবিধির
১৫১	১৪	শব্দ-অন্বয়ের	শাব্দ-অন্বয়ের
১৫৪	১৯	সস্তি	সন্তি
১৫৬	১	কাতঃ	যুক্ত
১৫৮	৮ (ফু. ন.)	অবশেষে	অবিশেষে
১৬০	৬	দান্‌	দাণ্‌
১৬৫	২২	এব	এবং
১৭২	১১	অভিহিতে	অনভিহিতে
১৭৯	১৪	প্রীতিব্যধিকরণ	প্রীতিসমানাধিকরণো
১৭৯	১৫	প্রতিসমানাধিকরণো	প্রীতিব্যধিকরণো

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮০	১৪	কৃষ্ণ	কৃষ্ণকে
১৮১	৭	অর্থে	অর্থের
১৮৪	৬	'... র্থ্যয়োশ্চ'	'...খ্যয়োশ্চ'
১৯০	১	টীকা	টীকাকার
১৯০	২৪	হখতে	হইতে
১৯০	২৮	ফল থাকায়	ফল না থাকায়
১৯২	৩	দৃষ্ট্বাং·	দৃষ্ট্বা
১৯২	১১	দোষাবিক্ষরণম্	দোষাবিষ্করণম্
১৯৬	১৩	রাধোতি	রাপ্নোতি
১৯৭	১৬	ব্যাপারের	ব্যাপারের কর্তাব
২০৫	১ (ফু. ন.)	কোহয্যু	কোহপ্যু
২১৬	১৯	প্রত্যয়ন্ত	প্রত্যয়ান্ত
২১৬	২৪	তমর্থ	তুমর্থ
২১৭	১৪	প্রভৃতি	প্রভৃতি প্রত্যয়
২১৭	২৭	উপকার্ষ	উপকার্য
২২২	১১	প্রভুর্ভুক্ষু	প্রভুর্ভূষু
২৪৬	২২	শিশুঃ	শিশুং
২৪৮	২৪	শিশুর	শিশুং
২৫২	৩ (ফু. ন.)	যেনাদর্শনিমিচ্ছতীত্যুক্তে	যেনাদর্শনমিচ্ছতীত্যুক্তে
২৫৮	১৪	প্রাদাসমারুহ্য	প্রাসাদমারুহ্য
২৫৯	৭	প্রতয়ীমান	প্রতীয়মান
২৬৪	৫	অব্যয়ব	অবয়ব
২৮৬	৮	দূরান্তিকাথৈঃ	দূরান্তিকার্থৈঃ
৩১৮	৯	মণবকায়	মাণবকায়
৩২১	২৫	তঙ্ক্যার্থং	তদ্ব্যার্থং
৩২৬	২৬	পোষনার্থক	পোষণার্থক
৩৩৫	২	উকৌ	উকৌ
৩৩৬	১৪	হস্তেঞি্ পেয়ষু	হস্তেঞ্ ´নিয়েষু
৩৪৪	১১	শ্লব্যা	প্লাব্যা
৩৪৫	২৩	তুল্যার্থে	তুল্যার্থৈ
৩৫২	১৫	ঔপশ্লেষিক অধিকরণ	অধিকরণ